রবীন্দ্র-সংগমে
দ্বীপময় ভারত
ও
শ্যাম-দেশ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৪৭ (সেপ্টেম্বর ১৯৪০)
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৭১ (সেপ্টেম্বর ১৯৬৪)

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
'প্রকাশ-ভবন'
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীকানাই পাল

মুদ্রাকর
শ্রীমন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬

ব্লক-নির্মাতা
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোম্পানি
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

চিত্র-মুদ্রক
চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

কুড়ি টাকা

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ সালে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশ (থাই-ভূমি) ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সুনীতি-বাবুর রচিত এই ভ্রমণের বিবরণ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয় (ভাদ্র ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫; পৌষ ১৩৩৬—আশ্বিন ১৩৩৭; বৈশাখ ১৩৩৮—আশ্বিন ১৩৩৮)। [শ্যামদেশ-ভ্রমণের বিবরণ ইহার অন্তর্গত হয় নাই।] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত বৃহত্তর ভারতের বর্ণনাময় এই ভ্রমণ-কথা, একাধারে ভারতের প্রাচীন গৌরবের অবদান এবং লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উভয়ের সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্মিলনে, বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এবং সর্বসম্মতি-ক্রমে এই ভ্রমণ-কাহিনী আধুনিক সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-বিষয়ক নিবন্ধ রূপে গৃহীত হইয়াছে। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশের সময়ে স্বয়ং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক সুনীতি-বাবুর দ্বীপময় ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি সুনীতি-বাবুর "দ্বীপময় ভারত"-এর জয়মাল্য রূপে গ্রন্থশীর্ষে উদ্ধৃত হইল। পুস্তকাকারে এই ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে বহু অনুরোধ আসায়, আমাদের বিশেষ আগ্রহ ও নির্বন্ধে এতদিনে শ্রীযুক্ত সুনীতি-বাবু সেটি প্রকাশ করিলেন। এই নূতন প্রকাশনে কতকগুলি শব্দের পরিবর্তন এবং দুই-চারিটি ছোটো-খাটো ভুল-ত্রুটি সংশোধন ভিন্ন আর কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই। 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশের সময়ে বহু চিত্রের দ্বারা এই ভ্রমণ-কথা অলংকৃত হইয়াছিল; 'প্রবাসী'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে সেই-সকল চিত্রের অনেকগুলি এই সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত করিতে পারা গেল। তজ্জন্য আমরা গ্রন্থকারের ও আমাদের উভয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এক্ষণে আশা করি, "দ্বীপময় ভারত" প্রথম প্রকাশের সময়ে যেরূপ, সাধারণ্যে এখনও সেইরূপ সমাদর লাভ করিবে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অন্যতম প্রধান ভ্রমণ-কাহিনী রূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে। ইতি ৩১শে ভাদ্র ১৩৪৭।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র

বুক-কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯২৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ ও সানুগ্রহ আহ্বানে তাঁর সঙ্গে মালয়-দেশ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ, আর শ্যাম-দেশ ভ্রমণের দুর্লভ সুযোগ আমার ঘ'টেছিল। ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিনব প্রকাশ-ক্ষেত্র এই-সমস্ত দেশে, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকে 'মহাগুরু-বিজয়' বা 'রবীন্দ্র-বিজয়' আখ্যা দিতে পারা যায়; আর, 'রবীন্দ্র-সংগমে', 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে', আমার পক্ষে এই পুণ্য-যাত্রা তীর্থ-যাত্রা হ'য়েছিল। এই যাত্রার অভিনবত্ব আর এর মধ্যে নিহিত বিশ্ব-মানবিকতার উপলব্ধি আর আনুষঙ্গিক আত্মসমীক্ষার সুযোগ—এই সবে আমার হৃদয় ও মনকে অভিভূত ক'রেছিল। তিন মাস ধ'রে রবীন্দ্রনাথের নিত্য সান্নিধ্য হেতু, আধুনিক জগতের এক অপূর্ব বিভূতিময় সত্ত্বের সংস্পর্শ পেয়ে আমি ধন্য হ'য়েছিলুম। এই ভ্রমণের প্রতি মুহূর্তটি আমার কাছে আনন্দের বিষয় হ'য়েছিল। আর এই আনন্দের একটা অংশ স্বদেশবাসীদের কাছে ধ'রে দেবার জন্য প্রথম থেকেই আমার একটা প্রয়াস ছিল। সেই প্রয়াস ছিল প্রধানতঃ আনন্দ-মূলক, উদ্দেশ্য-মূলক নয়। তবে আমি, পাছে ভুলে যাই, সে-জন্য প্রতি দিনের ঘটনা, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ কী ক'র্‌লেন, কোথায় গেলেন, কী ব'ল্‌লেন, এ-সব কথা রাত্রে আমার রোজ-নামচায় লিখে রাখ্‌তুম, ভবিষ্যতে মনে আন্‌বার সুবিধার জন্য। কিন্তু এখনও, প্রায় চল্লিশ বছর পরেও, সেই সময়ের অনেক ঘটনা, অনেক ব্যাপার, চোখের সাম্‌নে যেন জ্বল্‌জ্বল্ ক'র্‌ছে,—আমার মনে তার প্রভাব এতই গভীর আর ব্যাপক হ'য়েছিল।

দ্বীপময়-ভারতে আমাদের ভ্রমণের সময়েই এই ভ্রমণ-কথা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে থাকে। জাহাজে, আর দ্বীপময়-ভারতে ভ্রমণ-কালে, কিছু-কিছু লেখা রবীন্দ্রনাথকে প'ড়ে শোনাই। সেই সময়ে, 'প্রবাসী'-তে ধারাবাহিক-ভাবে বা'র হ'বার সময়ে, আমার এই লেখার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পাই। মালয়, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ ভ্রমণের সম্পূর্ণ বিবরণ 'প্রবাসী'তে বা'র হ'য়ে যাবার পরে, ক'ল্‌কাতার 'বুক কোম্পানি লিমিটেড'-এর পরিচালক বন্ধুবর শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র আগ্রহ ক'রে, ১৯৪০ সালে 'দ্বীপময়

ভারত' নাম দিয়ে, গ্রন্থাকারে এই ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত করেন। বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবার পরে, পাঠক-সমাজে এর কিছুটা সমাদর হ'য়েছিল; আর আমার পক্ষে বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা ছিল যে এই 'দ্বীপময় ভারত' বই রবীন্দ্রনাথের চরণ-প্রান্তে পৌঁছিয়ে' দিতে পেরেছিলুম।

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ যখন কিছু-কিছু প্রচার লাভ ক'রছে, এমন সময়ে, ১৯৪৬ সালে ক'ল্‌কাতায় মারাত্মক দাঙ্গা লেগে যায়। তখন দপ্তরীর ঘরে এই বইয়ের ছাপা ফর্মা নষ্ট হয় ব'লে জানা যায়, আর তার ফলে বইয়ের প্রচার বন্ধ হয়।

শ্যাম-দেশে ভ্রমণ-কালে, আমার খাতায় দিনের পর দিন ধ'রে যে-সমস্ত কথা আমি লিখে রেখেছিলুম, সে-সমস্ত প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও, এগুলি যাতে আমি তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে' ফেলি, সে-বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু নানা কাজের চাপে তাঁর জীবৎকালে যে আমি শ্যাম-দেশের কথা ছাপাতে পারিনি, তা আমার কাছে চির-জীবনের আক্ষেপ হ'য়ে রইল। পরে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'তে সাত ক্ষেপে এই শ্যাম-দেশের কথা প্রকাশিত হয় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯)।

বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে 'দ্বীপময় ভারত'-এর খিল বা অনুক্রম হিসাবে এই প্রস্তুত দ্বিতীয় সংস্করণে শ্যাম-দেশের কথাও প্রকাশিত হ'ল। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'তে যেমনটি বেরিয়েছিল, মোটামুটি সেই রকমটি-ই পুনর্মুদ্রিত হ'ল, কেবল অল্প দু'চার জায়গায় সামান্য সংশোধন আর পরিবর্তন আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে, উপরন্তু শ্যাম-দেশের কথা থাকায়, বইখানির প্রথম সংস্করণের নাম 'দ্বীপময় ভারত'-এর স্থলে 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' এই নাম দেওয়া হ'ল।

১৯২৭ সালের ভ্রমণের কথা—আমাদের-দেখা তখনকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই-সব দেশে এখন অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছে—রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সব বিষয়েই। ডচেদের অধীন Nederlandsche Indie এখন হ'য়ে গিয়েছে স্বাধীন গণরাজ্য Indonesia; মালয়-দেশ অতি সাম্প্রতিক কালে

স্বাধীন হ'য়েছে; আর ব্রহ্ম-দেশ ভারতের সঙ্গে-সঙ্গেই স্বাধীনতা পায়। শ্যাম-দেশ অবশ্য এখনও স্বাধীন আছে। চল্লিশ বছর আগেকার দেশের আব-হাওয়া আর মানুষের রহন-সহন, আচার-বিচার, চিন্তন-মনন সব-ই ব'দ্‌লে গিয়েছে আর ব'দ্‌লে যাচ্ছে। কাজেই, এই দ্বিতীয় সংস্করণের বইয়ে ঐ-সব দেশের এখনকার কথা পাওয়া যাবে না—এই বইয়ের মূল্য এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ঐতিহাসিক।

এই সংস্করণে কয়েকটি নোতুন জিনিস দেওয়া গেল, এই বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্যের দিকে দৃষ্টি রেখে। এই ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও কাব্য রচনা দুই-ই অব্যাহত ছিল, যেমন উল্লেখ ক'র্‌তে পারা যায় তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্র'। এ ছাড়া, এই-সব দেশের সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন, তার মধ্যে 'বালী' ('সাগরিকা')-শীর্ষক কবিতাটি হ'চ্ছে মধ্যমণি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্ভারের মধ্যে এটি একটি অপূর্ব কবিতা। এই কবিতা কয়টি পাঠফেরের উল্লেখের সঙ্গে এই সংস্করণের পরিশিষ্টে দেওয়া হ'ল (পরিশিষ্ট [ক])। রবীন্দ্রনাথের শ্রীহস্তে লিখিত সংশোধন আর সংযোজন সমেত, 'বালী' কবিতাটির প্রতিলিপি ছয়টি পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে' দেওয়া গেল। শেষ, যবদ্বীপের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী'-শীর্ষক কবিতার উত্তরে যবদ্বীপের একজন কবি যবদ্বীপীয় ভাষায় ষোলোটি স্তবকে একটি কবিতা রচনা করেন, আর এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সাম্‌নে পড়া হয়, আর রোমান অক্ষরে এই মূল কবিতা ডচ্‌ অনুবাদ সমেত যবদ্বীপে কোনও পত্রে ছাপাও হয়। এই মূল যবদ্বীপীয় কবিতাটি, তার ইংরিজি অনুবাদ, আর ইন্দোনেসিয়া রাষ্ট্রের কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সুপ্রাপ্ত পার্থাধিপুর মহাশয়ের আগ্রহে তাঁর নিজের করা আধুনিক ইন্দোনেসিয়ার রাষ্ট্রভাষায় অনুবাদটি-ও রোমান অক্ষরে পরিশিষ্টে ছাপিয়ে' দেওয়া হ'ল—এটি অনেকের পক্ষে কৌতুককর হবে আশা করি।

এই সংস্করণে ছবিগুলি সব-শেষে একসঙ্গে দেওয়া হ'ল (পরিশিষ্ট [খ])। অনেকগুলি পুরানো ছবি দেওয়া গেল না, পরিবর্তে কতকগুলি নোতুন ছবি দেওয়া হ'ল; এগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের আঁকা একখানি জল-রঙের চিত্র, আর কর্ণাটকের চিত্রকর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ হেব্বর-এর আঁকা দুটি রেখা-চিত্র, এঁদের অনুমতি ক্রমে, দিতে পারা গেল—এজন্য আমি এঁদের দু'জনের কাছেই কৃতজ্ঞ। (৪নং চিত্রের নীচে 'সেরেম্বান রেল-স্টেশনে'-স্থলে অনবধানতা বশতঃ 'পেরেম্বান রেল স্টেশনে' ছাপা হ'য়েছে।)

আশা করি, রবীন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবনের কয়েক মাসের ঘটনাপঞ্জী রূপেও অন্ততঃ, পাঠক-সমাজে এই বইয়ের কিঞ্চিৎ আদর হবে।

এই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাবার সময়ে শ্রীমান্ অনিলকুমার কাঞ্জিলাল অতন্দ্র পরিশ্রম ক'রেছেন—প্রুফ দেখা, বইয়ের সজ্জা, ছবিগুলি সাজিয়ে'-গুছিয়ে' দেওয়া, পরিশিষ্ট কয়টির ব্যবস্থা করা, আর তা ছাডা ছোট-খাটো নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ক'রে দেওয়া,—সব বিষয়েই তিনি যে সানন্দ সহযোগিতা ক'রেছেন, তাতে এই বইয়ের শ্রী আর সৌষ্ঠব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ ক'রেছে। এর মূলে আছে বইয়ের বিষয়-বস্তুর প্রতি তাঁর আকর্ষণ, আর তাঁর সহজাত স্বরুচি আর পণ্ডিতোচিত দৃষ্টি। আমি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে তাঁর এই সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্ন ও আগ্রহ, আর ছাপার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সহযোগ, এর জন্যও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'সুধর্মা'
জন্মাষ্টমী, শকাব্দ ১৮৮৬
(৩০ আগস্ট ১৯৬৪)
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা-২৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পত্র

॥ ১ ॥

কল্যাণীয়েষু
সুনীতি,

[পত্রের এই অংশে ব্যক্তিবিশেষ ও কোনও বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থাকাতে, তা বাদ দেওয়া হ'ল।]

কি ভাবে আছ, কি অবস্থায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্রান্তচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছ, না লিখতে আরম্ভ করেচ? অর্থাৎ সরস্বতীর কমলবনের পঙ্ক ঘোলাচ্ছ না পঙ্কজরেণু বিকীর্ণ করচ?

নূতন অক্ষর রচনা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাকে কাজে
সত্যবদ্ধ করা গেল। বিচিত্রা সম্পাদক আমার নির্দেশ অনুসারে
অক্ষর ঢালাই করতে রাজি হয়েছেন এবং তুমি যে চিঠিতে প্রশ্ন
করে যদি কিছু লেখ তাঁরা সেটাকে প্রকাশ করতে চান —
এ সম্বন্ধে এ দেশে আমার মতই সব চেয়ে প্রামাণ্য/ এই কারণে
বাংলা বর্ণমালায় নূতন অক্ষর যোজন আমার মত
দুর্বিত্ত বিচারকদের কাছেই প্রত্যাশা করি। আমার কাছে
আরো অনেক কিছু প্রত্যাশা করবার আছে + বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিপুল চাপে আমার মানসক্ষেত্রের অনেক বীজ হয়ত অঙ্কুরিত
হতে পাবে না — তার মধ্যে উপন্যাস রচনা একটা। তবু
যদি উপন্যাস লিখতেম তাহলে শুদ্ধির জন্য কাল কাটত আরো একটা

কৃত্রিম বিবাহের প্রণালীও তার বিষয় হতে পারে। ইতি
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ২ ॥

[মঙ্পু, কালিম্পঙ্ থেকে লেখা]

অমিয় বলছিলেন আমার সঙ্গে জাপানে ভ্রমণকালে তোমার খাতায় যে সকল তন্ন তন্ন বিবরণ জমিয়েছ তা প্রচুর এবং প্রকাশযোগ্য। এগুলি হাতের অক্ষরের অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত না থাকাই শ্রেয় মনে করি
ইতি ৪।৫।৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ রবীন্দ্রনাথের অভিমত ॥

[১] "যাত্রী", ১৩৩৬, হইতে—'জাভাযাত্রীর পত্র', পৃঃ ১৯১-১৯২—

মানুষ তো কোনো একটা জায়গায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে' নেই। এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তা'র যথার্থ চিত্র হ'তেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপন লোক, নিয়ত তা'রা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ কর্‌বার জন্যই।

কিন্তু সকল প্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত ব'লেই জান্‌তুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েচেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু এবার দেখ্‌লুম, বিশ্ব ব'ল্‌তে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল-ভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধ'র্‌তে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে—বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ ব'লে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণতঃ এ কথা বলা চলে যে, শব্দ-তত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে' গেচে, শব্দ-চিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে' মারেনি—এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে প'ড়্‌তে পাবে—দেখ্‌বে, এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়লিজ্‌ম্; বর্ণনা-সাম্রাজ্যে সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তা'র থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপি-সার্বভৌম, কিংবা লিপি-চক্রবর্তী।

[২] "যাত্রী"—'জাভাযাত্রীর পত্র', পৃঃ ২১৪—

সমস্ত বিবরণ বোধ-হয় সুনীতি কোনো এক সময়ে লিখ্‌বেন। কেননা সুনীতির যেমন দর্শন-শক্তি তেমনি ধারণা-শক্তি। যতো বড়ো তাঁর আগ্রহ, ততো বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে, সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট যে হয় না—সে দু দিক্ থেকেই—রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। বুঝ্‌তে পার্‌চি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

॥ রবীন্দ্র-জীবনী-কারের অভিমত ॥

"সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ। কবির এইবারকার ভ্রমণ-কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ইহাতে আছে। …সুনীতিকুমারের গ্রন্থ হইতে কবির ও আশেপাশের সমস্ত ঘটনারাজির যে উপাদান আমরা পাইয়াছি, তাহাই এই পরিচ্ছেদের ['রবীন্দ্রজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৩-২৬] প্রধান উপকরণ। কবির সঙ্গে অনেকেই ইতিপূর্বে বা ইতঃপরে সফরে গিয়াছেন, কিন্তু এরূপ তথ্য কেহই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন নাই; অথবা করিয়া থাকিলেও প্রকাশ করেন নাই, এবং হয়তো এমন সময়ে প্রকাশ করিবেন যখন সে-সব তথ্যাদির সত্যাসত্য বিচারের অবকাশ খুবই সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। সুনীতিকুমার কবির জীবনকালেই তাঁহার তথ্যাদি সকলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি, মিথ্যা যদি কিছু থাকিত, তাহা সমসাময়িকরাই প্রতিবাদ করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন; এই দিক্ হইতে সুনীতিকুমারের গ্রন্থ অমূল্য। এই গ্রন্থের ঘটনারাজি অবিসম্বাদী ভাবে সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।"

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', তৃতীয় খণ্ড]

সূচী-পত্র

॥ খ ॥ দ্বীপময় ভারত—সুমাত্রা বলিদ্বীপ যবদ্বীপ

॥ গ ॥ প্রত্যাবর্তনের পথে—শ্যাম-দেশ

॥ ওঁ নমঃ শিবায় নম উমায়ৈ ॥

॥ ওঁ নমো বিষ্ণবে নমঃ শ্রিয়ৈ ॥

ভারতের জীবনের ও ভারতের দেব-কল্পনার অন্তর্নিহিত
সত্য শিব ও সুন্দরের অভিনব শিল্পময় প্রকাশ
রূপে রেখায় বর্ণে যিনি করিয়াছেন,
নিজ গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে
স্বীয় এবং শিষ্যগণের কৃতির দ্বারা
ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পধারার পুনরুজ্জীবন করিয়া
বিশ্বমানব-সভায় ভারতের সংস্কৃতির আসন
যিনি পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,
সাহিত্যে 'বাক্-পতি' কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ
শিল্পে যাঁহার স্থান,
মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম প্রধান শিল্পনেতা
সেই বিশ্বন্ধর ও যুগন্ধর শিল্পী
'রূপ-পতি' শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
মহাশয়ের করকমলে
এই গ্রন্থ
স্বীয় শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ
গ্রন্থকার কর্তৃক সাদরে সমর্পিত হইল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
'সুধর্মা', বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ভাদ্র সংক্রান্তি পূর্ণিমা ১৩৪৭ ॥

॥ ক ॥ যবদ্বীপের পথে—মালয়-দেশ

॥ ১ ॥

রেলে মাদ্রাজ

১২—১৪ জুলাই ১৯২৭।
Amboise আঁবোআজ্ জাহাজ,
শনিবার ১৬ই জুলাই।

উপরে পরিষ্কার আকাশ—ফিকে নীল, ধারে-ধারে দিক্‌চক্রবালের উপরেই সাদা-সাদা মেঘ; সকালের বাল-সূর্য্যের মিষ্টি রোদ্দুর সমস্ত উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে; নীচে সমুদ্রের কালাপানি এখন আর ঘন নীল নয়—সকালের সূর্য্যের কোমল স্পর্শে তার গাঢ় রঙটাও একটু হাল্‌কা হ'য়ে চমৎকার দেখাচ্ছে—এ যেন একেবারে ভূমধ্য-সাগরের সমুদ্র। কাছে-কাছে, দূরে, সব জায়গায় টগ্‌ব'গে ফেনায় ছোটো-ছোটো ঢেউ ভেঙে প'ড়্‌ছে—এর-ই মধ্যে জল কেটে-কেটে আমাদের জাহাজ চ'লেছে। এই জল কেটে যাওয়ার একটা এক-টানা আওয়াজ বরাবর আমাদের জাহাজের জীবনের background বা চিত্রভিত্তির মতন হ'য়ে র'য়েছে—জলোচ্ছ্বাসের শব্দ, মাঝে-মাঝে যেন একটা সজোর ফোঁস-ফোঁসানি—সমস্ত আওয়াজটা মিশে মনে যে ভাব আনে, সেটা হ'চ্ছে, কবির কথায়, "অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।"

আকাশ সাগরের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে স্নিগ্ধভাবে চেয়ে আছে। আমাদের বাঙালী কবি রবি দত্তের একটি ছোটো ইংরেজি কবিতার একটি ছত্র এখন মনে আস্‌ছে—Jove on Neptune smiles—দ্যৌঃপিতা বরুণ-দেবের উপর স্মিতহাস্যে নেত্রপাত ক'র্‌ছেন। কালকের দিনটা বিকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সারা বিকাল আর সন্ধ্যা আমরা উপরের ডেকে রেলিঙের ধারে ব'সে-ব'সে বৃষ্টির কুহেলী দেখে আর জলের উপর বৃষ্টি-বিন্দু-পাতের শব্দ শুনে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার সময়ও মেঘ কাটেনি, যদিও সূর্য্য অস্ত যাবার কালে এক চমৎকার ফিরোজা রঙের খেলা আকাশে আর সমুদ্রের উপরে দেখেছিলুম; সন্ধ্যার crepuscle বা আলো-আঁধারিতে কে যেন হাল্‌কা নীলের তুলি দিয়ে আকাশ আর সাগরের উপরে এক পোঁছ রঙ বুলিয়ে' ভিজিয়ে' দিয়েছে। আজকের দিনটাও ঐ রকম জলের ঝাপ্‌টায় কাট্‌বে ব'লে মনে হ'য়েছিল, কিন্তু ভোরে উঠে প্রসন্ন আকাশ দেখে মনটা খুশী হ'য়ে গেল।

জাহাজে আমরা চ'ড়েছি পরশু, বেস্পতিবার, ১৪ই তারিখে। বেলা সাড়ে পাঁচটায় আমাদের জাহাজ ছেড়েছিল—বারবেলা কাটিয়ে, আশা করি। মাদ্রাজ শহরে সকাল আটটায় আমাদের প্রবেশ, সেখান থেকে পাঁচটায় আমাদের প্রয়াণ। ক'ল্‌কাতা থেকে তার দুদিন আগে, মঙ্গলবার ১২ই তারিখে আমরা যাত্রা করি। এই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, তিন দিন ধ'রে এক-টানা রেল-যাত্রা ক'রে, আর মাদ্রাজে ঘোরাঘুরি ক'রে, জাহাজে যখন চ'ড়্‌লুম তখন শরীর মন দুই-ই অবসন্ন। জাহাজ ছাড়্‌তে সকলে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌লুম—অন্ততঃ চার পাঁচ দিন শুয়ে-ব'সে হাত-পা ছড়িয়ে' যেতে পারা যাবে, এই মনে ক'রে। বিদেশে যাচ্ছি, তিন মাস ধ'রে আমাদের ভারতভূমি বা বঙ্গভূমির মনঃকোকনদ যে আমাদের-ক'জন-বিহীন হ'য়ে থাক্‌তে পারে সে-কথা আদৌ মনে হয়নি। ১৯১৯ সালে যখন ছাত্র হ'য়ে দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করি, তখন বোম্বাইয়ের আপোল্লো-বন্দরের ঘাট ছাড়্‌বার সময়ে মনটা একটু ভার-ভার হ'য়েছিল, চোখের কোলও বোধ হয় একটু ভিজে গিয়েছিল। এবার কিন্তু সে-রকম কিছু হ'তে পারেনি; কারণ, যে বিদেশে আমরা এখন চ'লেছি তার বৈদেশিকত্ব আমাদের কাছে ততটা নেই—এ বিদেশ আমাদেরই দেশের একটুকু অংশ এই রকম একটা ধারণা (যেটা historical sense বা ঐতিহাসিক অনুভূতির ফল) আমরা নিয়ে চ'লেছি। কাজে-কাজেই দূর বিদেশ-প্রবাসের একটা চাপা আতঙ্ক মনের মধ্যে নেই।

ক'ল্‌কাতা থেকে মাদ্রাজ—চল্লিশ ঘণ্টার এই রেল-যাত্রা আমরা তিনজনে মোটের উপর বেশ আনন্দেই ক'রেছি। কবি আমাদের পাশের গাড়িতে, একখানা কামরায় তিনি একা ছিলেন। খড়্‌গপুরে আমাদের কামরায় ঢুক্‌ল দুজন ফিরিঙ্গি রেলের লোক, তাদের মাল-পত্র নিয়ে। এরা যাবে মাদ্রাজ অবধি। এদের ঢুক্‌তে দিতে হ'ল। ওদিকে কবির গাড়িতে একদল কলেজের আর ইস্কুলের ছেলে ঢুকে প'ড়্‌ল। এরা মেদিনীপুর থেকে আস্‌ছে। কবি আস্‌ছেন মনে ক'রে কালকেও এসেছিল, আজ এঁর দেখা পেয়েছে। Autograph hunting বা বড়ো লোকের হস্তাক্ষর সংগ্রহের বাতিক দেখ্‌লুম ভীষণ সংক্রামক হ'য়ে প'ড়েছে। ছেলেরা চায় কবির হস্তাক্ষর—তাঁর সাম্‌নে ছোটো বড়ো বাঁধানো খাতা, চার-পয়সানে' এক্‌সারসাইজ-বুক, ঘরে সেলাই-করা খাতা, চার পাঁচ খানা খুলে ধরা হ'য়ে র'য়েছে দেখ্‌লুম। একটি সাহিত্য-

রসিক ছেলে চায়, কবি তখনি দু'ছত্র রচনা ক'রে তার খাতায় লিখে দেন। ছেলেদের বিমুখ ক'র্‌তে তিনি চান না, অথচ দেশ-কাল আর শরীর-মন ঠিক কবিতা-রচনার উপযুক্ত নয়। তিনি একটু কাতর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে প'ড়্‌ল, কে একজন নবীন নাট্যকারযশঃ-প্রার্থী, তার নাটকের গানগুলিতে সুর দেবার জন্য কবির কাছে এসেছিল। বেশী নয়, গোটা বাইশেক গান। প্রত্যেকটিতে সুর দিতে, এমন আর কি, বড়ো জোর আধ-ঘণ্টা ক'রে সময় লাগ্‌বে—এটা কি তাঁর স্নেহাস্পদ অনুগামীকে বাধিত কর্‌বার জন্য তিনি ক'র্‌তে পারেন না? সুখের বিষয়, ছেলে কয়টি উক্ত উদীয়মান নাট্যকারের মতন নাছোড়-বান্দা ছিল না; তাদের বাইরে ডেকে নিয়ে এসে মিষ্টি কথায় ব'ল্‌তে, তারা সন্তুষ্ট মনে কবিকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। খড়্‌গপুর থেকে গাড়ি ছেড়ে দিলে; সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, রাত্রিটা কবি নির্বিঘ্নে কাটালেন।

আমাদের গাড়িতে যে দুটি ফিরিঙ্গি উঠ্‌ল তারা দুয়ে মিলে দু-জন মানুষ বটে, কিন্তু একজন হ'চ্ছে দেড়, আর একজন আধ। রেলের ড্রাইভার কিংবা গার্ড হবে। গরীব, ভালো-মানুষ। বাঙ্গালোরের দিকে বাড়ি। মোটা লোকটা খুব লম্বা-চওড়া,—দোহারা গড়ন, আর খোঁচা-খোঁচা গোঁফ; আর তার সহযাত্রী লোকটি আকারে খর্বকার, বিরল-গোঁফদাড়ী। তারা একসঙ্গে যাচ্ছে, হয় আত্মীয় নয় সহকর্মী। এই জুড়িটিকে দেখে মনে হ'ল, the long and short of it। বড়োটি (চেহারায় ভারিক্কে ব'লে বোধ হয়) ছোটোটির boss বা কর্তা হ'য়ে, ওইটিকে দিয়ে নিজের বিছানা পাতানো প্রভৃতি কাজ করিয়ে নিতে লাগ্‌ল। আমাদের খাবার থেকে কিছু-কিছু ভাগ দিতে ধন্যবাদের সঙ্গে নিয়ে দুজনে তার সদ্ব্যবহার ক'র্‌লে। পথে, বিশেষ ক'রে অন্ধ্রদেশ থেকে আরম্ভ ক'রে, প্রায় প্রতি বড়ো স্টেশনে কবিকে দেখ্‌তে-আসা লোকের ভীড় দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এদের সম্ভ্রমপূর্ণ কৌতূহল হ'ল।—তাঁর নামটির সঙ্গে এদের আবছা-আবছা পরিচয় ছিল। বড়োটি ব'ল্‌লে, "আমার এক uncle (খুড়ো কি মামা যা হোক একটা কিছু) ছিলেন, তিনি বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইংরেজি সাহিত্যে। তিনি থাক্‌লে কবির কদর বুঝ্‌তেন, তাঁর নাম ছিল মিস্টার শেপার্ড।—আপনারা কি তাঁকে চেনেন?—আমরা মুক্‌খু-সুক্‌খু মানুষ, আমরা যে কিছুই জানি না।" মাদ্রাজের কাছে একটা

স্টেশনে বৃহস্পতিবার ভোরে যখন গাড়ি থাম্‌ল, দেখি, প্লাটফর্মে হিন্দু রিফ্রেশ্‌মেণ্ট-রুমের সাম্‌নে এক টেবিলের উপর গরম-গরম দা'লের বড়া, চা'লের গুঁড়োর পিঠে আর একটা তরকারীর পসার দিয়ে, মস্ত এক হাঁড়িতে চিনি-দেওয়া গরম কফি আর তার পাশে বড়ো এক আলুমিনিয়মের খোলা পাত্রে দুধ রেখে, ঝুঁটি-বাঁধা তমিল ব্রাহ্মণ হোটেলওয়ালা স্টল খাড়া ক'রে ব'সেছে। যত তমিল তেলুগু যাত্রী আলুমিনিয়ম আর পিতলের ঘটি বাটি নিয়ে কফি আর বড়া পিঠে কিন্‌তে ভীড় ক'রেছে। ফিরিঙ্গি দুটি আমাদের ব'ল্‌লে—"এরা চমৎকার কফি করে, আর এদের দা'লের বড়াও চমৎকার। কিন্তু আমরা সাহেব ব'লে কাছে গেলে আমাদের পাত্রে কফি দেবে না, হয়-তো খাবারও বেচ্‌বে না—আপনারা দয়া ক'রে আমাদের কিছু খাবার আর কফি এনে দেবেন ?"

বুধবার দিন ১৩ই তারিখে সকালটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু দুপুরে এখন অসহ্য গরম হ'ল। অন্ধ্রদেশে কবির অনুরাগী আর ভক্তের সংখ্যা দেখ্‌লুম অনেক। দেখে মন যে খুশী হ'ল না এ কথা ব'ল্‌তে পারি না, যদিও এই-সব কবি-দর্শনকামী লোকেদের ভীড় অনেক সময়ে তাঁর পক্ষে মোটেই আরামদায়ক হ'চ্ছিল না। The penalties of greatness—এটা তাঁকে মেনে নিতেই হয়, উপায় নেই। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে লোকে তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে উদ্দেশে প্রণাম ক'র্‌ছে। আর যেখানে-যেখানে গাড়ি বেশীক্ষণ থেমেছে, সেখানে তাঁর কামরার দরজা খুলে' দিতে হ'য়েছে,—লোকে ঢুকে তাঁকে প্রণাম ক'রেছে, প্রশংসাবাণী শুনিয়েছে, তাঁর লেখা প'ড়ে তাদের মনে আনন্দ আর উৎসাহ লাভের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। শ্রদ্ধা আর ভক্তির আতিশয্যে তাঁর গাড়ির সাম্‌নে আগত লোকেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হ'য়েছে ; জায়গায়-জায়গায় আশঙ্কা হ'চ্ছিল যে, লোকে হুড়মুড় ক'রে তাঁর গাড়িতে ঢুকে না পড়ে। তাই স্থরেন-বাবু আর আমি পালা ক'রে-ক'রে তাঁর গাড়িতে গিয়ে দরজা আট্‌কে দাঁড়াতে লাগ্‌লুম। তেলুগুদের মধ্যে দু'চার জন পরিচিত লোকও এলেন। এক স্টেশনে কাকনাডা-কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক একটি ভদ্রলোক এলেন ; ক'ল্‌কাতায় ইনি কিছুকাল ছিলেন,—ক'ল্‌কাতায় থাক্‌বার সময়ে বাঙলা শিখেছিলেন। একটি তেলুগু-মহিলা এসে বাঙলায় কবির সঙ্গে কথা কইলেন। এইরকম সব লোক এলেন। অন্য অপরিচিত লোকেদের মধ্যে সকলেই বেশ বিনয়ী, শ্রদ্ধাপূর্ণ। একটি স্টেশনে এক ভদ্রলোক গাড়ির ভিতরে লা-পরওয়া

ভাবে ঢুক্‌লেন—আর একজন পিছু-পিছু এসে তাঁর পরিচয় দিলেন যে, ইনি স্থানীয় এক ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। কবির খবর যে ঠিক-মতন ইনি রাখেন তা মনে হ'ল না; কিন্তু উঠেই পরিচিতের মতন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "আপনি না কাকনাডার কংগ্রেসে এসেছিলেন?" প্লাটফর্মের ইতরজনের প্রতি সগর্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, ম্যাজিস্ট্রেট-গারু গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। আর একটি স্টেশনে একজন বৃদ্ধ তেলুগু ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে হাত জোড় ক'রে কবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তেলুগু ভাষায় কী ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। শুন্‌লুম ইনি একজন স্থানীয় উকিল, নামটি বায়ান্না পন্তুলু না কি, তেলুগু ভাষার একজন কবি; ইনি ভারতের কবিগুরুকে নিজের ভাষায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'র্‌তে এসেছেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা অন্তর সব জায়গায় এইরকম লোকেদের সঙ্গে শিষ্টাচার ক'র্‌তে-ক'র্‌তে যাওয়া, আর তার উপর একেবারে ভাদ্দুরে' গুমট—এটা যে কি অস্বস্তিকর তা আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পেলুম। রাজমহেন্দ্রীতে দুশো আন্দাজ কলেজের ছাত্র এসে হাজির। এরা সকলেই কাগজে কবির যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে ভুল খবর প'ড়ে, আগের দিনেও স্টেশনে এসেছিল। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে একটি সাধাসিধে ধরণের লোক জানালা দিয়ে কবিকে একটি লেবু, একটি কাঠের উপর রঙ-করা একাধারে ফুলদানী আর ধূপদানী—তাতে কিছু ফুল, আর কিছু দক্ষিণী ধূপ জ্বালিয়ে' দেওয়া আছে,—আর একটি রঙীন কাঠের নলে ক'রে ধূপ-কাঠি দিয়ে, নীরব ভাষায় কবির প্রতি প্রীতি জানিয়ে' নমস্কার ক'রে ভীড়ের মধ্যে মিশে চ'লে গেল। কবির এই অজ্ঞাত ভক্তের এইরকম নির্বাক্ অনাড়ম্বর বাহ্য-উচ্ছ্বাসহীন শ্রদ্ধা-নিবেদনটি আমাদের বড় ভালো লাগ্‌ল। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরীর উপর। গোদাবরী হ'চ্ছে দক্ষিণের গঙ্গা—মাহাত্ম্যে গঙ্গার চেয়েও বেশী তো কম নয়; এখানে স্নান ক'র্‌লে বিশেষ পুণ্য-সঞ্চয় হয়; রাজমহেন্দ্রীতে নেমে, একদিন থেকে, স্নান কর্‌বার জন্য বিশুদ্ধ-সংস্কৃত-বহুল তেলুগু ভাষায় (যার আশয় বুঝ্‌তে আমাদের বিশেষ কষ্ট হ'ল না) অনুরোধ এল' এক পাণ্ডার কাছ থেকে। লোকটি সরেও না, আর তার সঙ্গের কলেজের ছাত্রেরাও তার কথায় সায় দিয়ে মাদ্রাজী কায়দায় মাথা নাড়ে, আর ইংরেজিতে বলে—"আপনি দয়া ক'রে নামুন, এখানে থাকুন একদিন। আমাদের কিছু বলুন—এ স্থানটি কাশীর চেয়েও বড়ো পুণ্যক্ষেত্র—এখানে তো আপনি কখনও আসেননি।"

রাজমহেন্দ্রীতে নামা অসম্ভব তা বুঝিয়ে' বলা গেল। তখন তারা বলে, "তা-হ'লে কবি আমাদের কিছু উপদেশ দিন—কোনও message বা বাণী বলুন।" তাঁর বক্তব্য যা বল্‌বার তা তো তিনি অন্যত্র ব'লে আস্‌ছেন, হঠাৎ স্টেশনে দাঁড়িয়ে' পলিটিকাল সর্দারের মতন দু-মিনিটের দাঁড়া-বক্তৃতা দেওয়া তাঁর ধাতে সয় না, এ-কথা বলা গেল। পাণ্ডাটি কিন্তু নাছোড়-বান্দা—জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে' তার তেলুগু গোদাবরী-মাহাত্ম্য শোনাতে লাগ্‌ল। আমি এগিয়ে' গিয়ে আমার 'বৈয়ী' (অর্থাৎ বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া) সংস্কৃত নিয়ে তার উপর চড়াও হ'লুম—"যা ব'ল্‌তে চাচ্ছ, বাপু হে, সংস্কৃতে বলো, আমরা তোমার ভাষা বুঝি না; সংস্কৃত জানো না দেখ্‌ছি—তীর্থগুরু হ'তে এসেছো, সংস্কৃত জানো না?" পাণ্ডা সংস্কৃত জানে না, খালি তেলুগু জানে, এই কথা ব'লে, রবীন্দ্রনাথের মতন অত বড়ো যজমান পাকড়াবার আশা নেই দেখে, আর পিছনের ছেলেদের ধাক্কাধাক্কিতে, স'রে গেল। ছেলেরা এসেছিল নিজেরাই, এদের বড়োরা তেমন কিছু সংবর্ধনার ব্যবস্থা ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। গাড়ি ছাড়্‌বার সময়ে "রবীন্দ্রনাথ কী জয়" আর "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনি উঠ্‌ল।

রাজমহেন্দ্রীর পরেই গোদাবরী নদীর প্রশস্ত হৃদয়—আর লম্বা রেলের সাঁকো। তখন সন্ধ্যা হ'ল প্রায়। মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্তে যাচ্ছেন। ঘোলা জল, হ'ল্‌দে বালির রঙ গোদাবরী, দূরে পাহাড়—দৃশ্যটি চমৎকার লাগ্‌ল। গাড়ির খোলা জান্‌লা আর দরজা দিয়ে বেশ মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌তে লাগ্‌ল। কবির ক্লান্ত শরীরের পক্ষে এই হাওয়া বিশেষ শ্রান্তিহর হ'ল। আমি তখন তাঁরই গাড়িতে ছিলুম—কবি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লেন—"আঃ, এই হাওয়াটুকুন এসে বাঁচালে। এমনি অবসন্ন ক'রে ফেলেছিল এই গরম আর এই গাড়ির ঝাঁকানি আর লোকের ভীড়—এখন আর কোনও কষ্ট নেই—আমার সব শ্রান্তি যেন এখন দূর হ'য়ে গেল।" দূরে অস্তগামী সূর্য্যকরোদ্ভাসিত পাহাড়ের আর গাছপালার দৃশ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'ল্‌লেন—"দ্যাখো হে, যাই বলো, এই দেশের প্রতি স্বাভাবিক নাড়ীর টান ছাড়া, এর সৌন্দর্য্যের জন্য আরও একটা টান আছে—এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না; মনে হয়, আবার ঘুরে এসে যেন এই দেশেই জন্ম নিই।"

কবির কাছে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পরিচয় বহুবার পেয়েছি—কিন্তু দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার পথে তাঁর মুখে এই কথাগুলি আন্তরিক দৃঢ়-আস্থাপূর্ণ ভাবে শুনে, আমার মন খুবই অভিভূত হ'ল। আমিও তাঁকে ব'ল্‌লুম—"আমাদের দেশ এখন ভিতরে আর বাইরে এই রকম হীন আর উপেক্ষিত হ'য়ে আছে। ভিতরে আমাদের এত দৈন্য, এত আত্মবিশ্বাসের অভাব, এত নীচতা, সংকীর্ণচিত্ততা, আত্মকলহ, আর পরাভব। কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে আমার জা'তের পূর্বকথা স্মরণ ক'রে, আর আমার জা'ত বেঁচে-ব'র্তে থাক্‌লে পিতৃপুরুষদের পুণ্য স্মৃতি অনুসরণ ক'রে আরও কত বড়ো কাজ ক'রে জগতের কাছে নিজের অস্তিত্বকে সার্থক ক'র্‌তে পার্‌ত, একথা মনে ক'রে যখন এবিষয়ে চিন্তা করি, তখন স্বত-ই মনে হয় যে, যদি পুনর্জন্ম সত্য হয় তা হ'লে যত হীন অবস্থাতেই দেশ পড়ুক না কেন, এই ভারতবর্ষেই ফিরে এসে যেন এই দেশকে সেবা কর্‌বার সহজ অধিকার পাই।" কবির সান্নিধ্য-লাভের যে সুযোগ আমার জীবনে ঘ'টেছে, তার মধ্যে মাঝে-মাঝে অনেক সময়ে অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁর সঙ্গে এই-রকম বহু বিষয়ে আমার ভাব-সাম্য এই সুযোগকে আমার কাছে আরও কাম্য; আরও বহনীয় ক'রে তোলে।

রাত্রি নটার দিকে আমরা বেজওয়াডায় এলুম। সেখানেও খুব লোক-সমাগম। তাঁর কামরা অন্ধকার ক'রে দেওয়া ছিল, তা সত্ত্বেও লোকে তাঁকে খুঁজে বার ক'র্‌লে। আলো জ্বালিয়ে' তাঁকে দর্শন দেওয়াতে হ'ল। প্রৌঢ় বয়সের একটি তেলুগু ভদ্রলোক ইংরেজিতে বক্তৃতা শুরু ক'রে দিলেন—"আমরা শেক্‌স্পিয়র প'ড়েছি, কিন্তু আপনাকে পেয়ে আর আমাদের ক্ষোভ নেই, আমরা ঢের বড়ো কবি পেয়েছি।" এঁদের সকলের প্রশস্তির আন্তরিকতা বুঝ্‌তে দেরী লাগে না। বেজওয়াডার পরে, কবিকে আর জাগাবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত কর্‌বার জন্য তাঁর কামরার দরজা বন্ধ ক'রে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে' দেওয়া হ'ল, আমরাও আমাদের গাড়িতে এসে শোবার ব্যবস্থা ক'র্‌লুম। সমস্ত পথ জিজ্ঞাসু লোকেদের সঙ্গে কিছু-কিছু ব'ক্‌তে হ'য়েছিল—যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যাচ্ছেন কেন, 'বৃহত্তর ভারত'-এর সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য কী, কেমন চ'ল্‌ছে বিশ্বভারতীর কাজ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৪ই তারিখের ভোরে খবর নিলুম—দু'রাতের গাড়ির ভীষণ ঝাঁকানিতে, গরমে, পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, কবির শরীর বড়োই খারাপ—অত্যন্ত অসুস্থ আর দুর্বল অনুভব ক'র্‌ছেন। তাঁর এই সাতষট্টি বছর বয়সেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের শক্তি রাখেন, সহজে কাতর হন না; কিন্তু আমাদের একটু আশঙ্কা হ'ল। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে এসে পৌছুলুম। প্লাটফর্‌মে বিস্তর লোকের ভীড়—ছাত্র, আর খবরের-কাগজের লোক, আর অন্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক কত জন। মাদ্রাজ শহরে সাধারণতঃ কবি যাঁর আতিথ্য স্বীকার ক'রে থাকেন, সেই শ্রীযুক্ত টী, ভী, রামস্বামী মহাশয় তাঁর মোটর নিয়ে এসেছিলেন, কবিকে ট্রেন থেকে কোনও মতে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাতে চড়ানো গেল। এর-ই মধ্যে তাঁকে মাল্য-বিভূষিত ক'র্‌লে, আর সিনেমায় ছবি তুল্‌লে। আমরা মাল-পত্রের ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য স্টেশনে র'য়ে গেলুম। আমাদের সাহায্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুন্‌হন্‌-রাজা; ইনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল গবেষক-ছাত্র আর শিক্ষক হিসাবে বাস ক'রেছিলেন; এখন আডিয়ার থিওসফিকাল সোসাইটির পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ;—আর শ্রীযুক্ত অয়্যস্বামী, ইনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থালয়ের পুঁথিশালার কার্য্যে ছিলেন। প্রেসের রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা কইতে হ'ল। আর যে ফরাসী কোম্পানির জাহাজে আমরা যাবো, সেই মেসাঝারি-মারিতীম (Messageries Martimes) কোম্পানির তরফ থেকে তাঁদের মাদ্রাজের আপিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এ, রাজরত্নম্‌ পিল্লে ব'লে একটি তমিল ভদ্রলোক এলেন। কবিকে তাঁর আপিসের তরফ থেকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য তিনি এসেছেন; কিন্তু কর্তব্যের সঙ্গে কবির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায়, আপিসের কাজ যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সেবার আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, তার কতকগুলি অন্তরঙ্গ পরিচয় পরে পেলুম। এঁর হাতে বড়ো-বড়ো বাক্‌স-পেঁটরাগুলি তুলে দিয়ে, আমরা তিন জনে—সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি—শ্রীযুক্ত কুন্‌হন্‌-রাজা আর অয়্যস্বামীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর আর-একখানি মোটরে ক'রে তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হ'লুম।

মাদ্রাজে আমার এই প্রথম আগমন। মৈলাপুরে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ি,—এটা যেন মাদ্রাজের বালীগঞ্জ। ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছ-পালায় ঘেরা বাগান বা খোলা হাতার মধ্যে সব অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মাদ্রাজকে বেশ একটি পরিষ্কার শহর ব'লে মনে হ'ল—অন্ততঃ এ অঞ্চলটা—মাত্র ঘণ্টা কয়েকের

অবস্থান, তাই বেশী কিছু অবশ্য দেখা হয়নি। পাহারাওয়ালারা সব খাকী পোষাক পরা। তামিল পাহারাওয়ালা, মাথায় সোলার বড়ো টুপি, কারো কানে মাদ্রাজী হীরার কান-ফুল, কেউ বা তিলক-ধারণ ক'রেছে—সোলা-হ্যাটের নীচে এগুলি অদ্ভুত দেখালেও, মোটের উপর এদের বেশ চটপ'টে আর হুঁশিয়ার ব'লে বোধ হ'ল।

শ্রীযুক্ত রামস্বামী মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন প্রথিতনামা উকিল। ভদ্রলোকের স্বল্প পরিচয় থেকেও বড়ো প্রীত হ'লুম আমরা। অতি মৃদুভাষী লোক, মোটেই নিজেকে কবির সামনে জাহির ক'র্‌তে চান না, অথচ সর্ব্বদাই তাঁর অতিথিদের সেবার জন্য হাজির। কবির সঙ্গে নানান্ রকমের লোক সদা-সর্বদা দেখা ক'র্‌তে আস্‌ছে—ইনি বিশেষ সংকুচিত—এদিকে যাতে কবিকে বিরক্ত না করা হয়, আবার ওদিকে দর্শনার্থী লোকেরা যাতে মনে না করে যে কবি তাঁর অতিথি ব'লে তিনি কবির সঙ্গে একত্র অবস্থিতির সুযোগ পেয়ে তাঁকে একান্ত অধিকার ক'রে আছেন। আমরা ভালো দিনেই শ্রীযুক্ত রামস্বামীর গৃহে অতিথি হ'য়েছিলুম। তাঁর বাড়িতে এক বিবাহ-উৎসব ছিল, তাঁর এক পিস্‌তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে তিন দিন পূর্বে; বৃহস্পতিবার যেদিন সকালে আমরা পৌঁছুলুম, সেটি হ'চ্ছে বিবাহ-উৎসবের চতুর্থ এবং শেষ দিন;—চার দিন ধ'রে আমোদ-অনুষ্ঠান, কুটুম্ব-ভোজন ইত্যাদি চলে।

একটু বিশ্রাম ক'রে, আমাদের কার্য্য ঠিক ক'রে নিলুম। কবিকে সুস্থভাবে বিশ্রাম ক'র্‌তে দেখে, আমরা ঠিক ক'র্‌লুম যে কাছেই কপালীশ্বর-মহাদেবের মন্দির আছে, প্রায় ৩।৪ শ' বছরের পুরাতন মন্দির, সেইটি-ই দেখে আসা যাবে। নীচে নেমে, তমিল ব্রাহ্মণদের বিয়ের একটি অনুষ্ঠান দেখার অপ্রত্যাশিত সুযোগ আমাদের ঘ'ট্‌ল। বিয়ে-বাড়ি, সদরের ফটকে নহবৎখানা তৈরী হ'য়েছে; ফটকের দু'পাশে, কলার কাঁদিওয়ালা দুটি কলাগাছ, আর আমপাতা দিয়ে তোরণ রচনা হ'য়েছে। প্রশস্ত হাতার মধ্যে শামিয়ানা টাঙিয়ে', কালো বাঁকা-কাঠের চেয়ার দিয়ে অতিথিদের বস্‌বার জন্য সভামণ্ডপ তৈরী র'য়েছে। এই সভামণ্ডপের মধ্যে, বাড়ির বারান্দার সাম্‌নে, শাল-কাঠের দুই থামের উপরে আড়কাঠ থেকে, মোটা লোহার শিকলে ক'রে, রঙীন পদ্ম-আঁকা কাঠের পিঁড়ির এক দোলনা টাঙানো হ'চ্ছে। শুন্‌লুম যে

বর-ক'নেকে এই দোলনায় বসিয়ে দোলানো হবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটি অতি সুন্দর স্ত্রী-আচার হবে—ক'নের সখী-সম্পর্কীয়ারা গান গাইবে। তেলুগু কানাড়ী তমিল মালয়ালীদের মধ্যে মেয়েদের অবরোধ-প্রথা নেই। দক্ষিণ ভারতে এটি সব-চেয়ে বেশী ক'রে আমাদের চোখে লাগে—মেয়েরা উন্নত মস্তকে দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখে মনে হয় যে, তারা জানে যে তাদের উপযুক্ত সম্মান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় পুরুষদের কাছ থেকে তারা পাবেই। এটা দেখে—যে দেশ বহুস্থলে বর্বর ধর্মান্ধতার দ্বারা অনুমোদিত নারী-নিগ্রহের আধিক্য-হেতু সভ্য নামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার অবস্থায় এসেছে, বিশেষ ক'রে সেই বাঙ্‌লা দেশ থেকে এসে, মনে বিশেষ বিস্ময়-পুলকের সঞ্চার হয়। বাইরে বর-ক'নের দোল্‌বার দোলার আশে-পাশে চেয়ারে কবি-দর্শনেচ্ছু অনেক অনিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এসে ব'সে আছেন। যখন দেখ্‌লুম যে তাঁদের থাকা সত্ত্বেও এই দোলার অনুষ্ঠানটি হবে, তখন আমরা বাড়ির একটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম যে, আমরাও অনুষ্ঠানটি দেখ্‌তে পারি কি না। ছেলেটির চমৎকার বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত মুখ—তমিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-রকম উজ্জ্বল সুন্দর মূর্তি খুবই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে ব'ল্‌লে—"নিশ্চয়ই—এদেশে তো 'গোশা' অর্থাৎ পরদা নেই।" ইতিমধ্যে বরটিকে দেখ্‌লুম। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, সুন্দর মুখশ্রী, ধনীর ঘরের ছেলে, বি-এ প'ড়্‌ছে। একখানা জরিপাড় সাদা মাদ্রাজী ধুতি লুঙ্গির মতন ক'রে পরা, গায়ে একটা টুইল শার্ট, দু'হাতে নিরেট সোনার মোটা পাত কেটে তৈরী বালা, গলায় সোনার হার, মাথাটি উড়ে-কামানো—খোঁপার আকারে ঝুঁটি ক'রে চুল বাঁধা, তাতে একছড়া বেলফুলের মালা জড়ানো আছে। এক-পাল ছোটো-ছোটো মেয়ে আর ছেলে, এরা তার শালী আর শালা হবে, তাকে নিয়ে টানাটানি ক'র্‌ছে, আর সলজ্জ হাস্যের সঙ্গে বর তাদের চিরন্তন অধিকার এই উৎপাত-উপদ্রব সহ্য ক'র্‌ছে। ঠিক বাঙলা দেশেরই মতন। আমরা সকলে চেয়ারে ব'স্‌লুম, এমন সময়ে ক'টি ছেলে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সমস্ত লোকের সাম্‌নে একটা থালায় ক'রে কয়েক গোছা আস্ত পান, কাটা সুপুরি, জাফরান-দেওয়া চিকি সুপুরির কুঁচি, আর চুন নিয়ে এল'—অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য। সকলে এক এক গোছা পান তুলে নিলেন, চুন দিয়ে সুপুরি দিয়ে পানের বিড়া নিজেরাই তৈরী ক'রে খেতে লাগ্‌লেন; এই-ই

হ'চ্ছে রীতি। আর একজন একটা থালায় ক'রে কতকগুলি ছোবড়া-বাদ আস্ত ঝুনো না'রকল নিয়ে এল', সকলে এক-একটি ক'রে নিলে। আর একজন একটা বড়ো রূপোর বাটিতে ক'রে খানিকটা জাফরান-মিশানো গোলা চন্দন নিয়ে এল'—অভ্যাগতেরা হাতে ক'রে একটু-একটু তুলে নিয়ে, কপালে আর খালি গা যাদের তারা গায়েও মাখ্‌লে। ইতিমধ্যে মেয়েরা বারান্দায় ব'সে গান আরম্ভ ক'র্‌লেন, আর বরের শালীরা ক'নেকে এনে বরের পাশে দোলার পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে। তাদের নির্দেশ-মতন বর একটি মালা নিজে প'র্‌লে, একটি মালা ক'নের গলায় পরিয়ে' দিলে। দক্ষিণের মেয়েরা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না—তাই ক'নেটিকে ভালো ক'রে দেখ্‌তে পেলুম। দশ-এগারো বছরের পাতলা পড়নের মেয়েটি, বেশ সুন্দরী, পরণে লাল আর হ'ল্‌দে রেশমের চওড়া-জরি-আঁচলা এক সাড়ী, গায়ে প্রচুর গয়না, পিঠে বেণী দুল্‌ছে, মাথায় প্রাচীন ঢঙের অতি সুন্দর একটি গয়না—ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে-ব'সে মেয়েটি লাজুক হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ির মেয়েরা, যত আত্মীয়া আর নিমন্ত্রিতা, আমাদের সাম্‌নে অসংকোচে গান ক'র্‌তে লাগ্‌লেন,—যেন আত্মীয়দের সাম্‌নেই। মেয়েদের চলা-ফেরার প্রতি ভঙ্গিতে মনে হ'ল যে, এঁরা সকলের কাছ থেকেই সসম্ভ্রম ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত। শুন্‌লুম, গান হ'চ্ছিল রামলীলা আর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। সুরেন-বাবুর ক্যামেরা ছিল সঙ্গে, বর-ক'নের ছবি তুল্‌তে চাওয়ায় তখনি বাড়ির লোকেরা রাজী হ'লেন; আর একটি মেয়েকে ব'ল্‌তেই সে ছুটে গিয়ে ক'নের গয়না আরও খানকয়েক —বিশেষ ক'রে সাবেক ধরণের নাকের গয়না একখানি—নিয়ে এসে পরিয়ে' দিলে। সুরেন-বাবু দু'তিনখানা ছবি তুল্‌লেন।

এদিকে মেয়েরা দু'চার জনে মিলে প্রচলিত বিয়ের গান ক'র্‌ছেন—এই গান ঠিক গান নয়, এ যেন সুর ক'রে-ক'রে ছড়া বা কবিতা পড়ার মতন বোধ হ'ল—এমন সময়ে একটি নব-যুবক—বাড়ির এক জামাই হ'তে পারে—আমাদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আপনারা অন্য গান শুনবেন? কর্ণাটী অর্থাৎ দক্ষিণী ধরণের গান শুন্‌বেন, না হিন্দুস্থানী বা উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতির?" কর্ণাটীই শুন্‌লে খুশী হবো ব'ল্‌তে, এই ছোকরা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে ক'ল্‌কাতার অতিথিদের জন্য গান ক'র্‌তে কাকে অনুরোধ ক'র্‌লে। তখন তরুণীদের মধ্যে একজন হারমোনিয়ম নিয়ে বেশ শিক্ষিত আর মিষ্টি গলায়

আলাপ ক'রে গান ক'রলেন। কে গাইলেন তা একটা থামের আড়াল থেকে আমরা ঠিক দেখ্‌তে পেলুম না, আর বলা বাহুল্য আমরা দেখ্‌বার জন্য চেষ্টা করাটা উচিত মনে ক'রলুম না। তারপর দুটি পাঁচ-ছয় বছর বয়সের ছোটো-ছোটো মেয়ে, পরনে তাদের উত্তর-ভারতের লহঙ্গার মতন ঘাগ্‌রা, তার উপরে পাঞ্জাবী মেয়েদের ধরণের কোর্তা, আর কোমরে সোনার পাতে তৈরী ভারী কোমরবন্দ, তার মাঝে দুই পাশে দুই হাতীতে কুম্ভে ক'রে মাথায় জল ঢাল্‌ছে এই রকম লক্ষ্মীমূর্তি খোদাই করা,—তারা একটা ছোটো গান আমাদের শোনালে। এইরূপে কবির সঙ্গীদের বিশেষভাবে সৌজন্য দেখানো হ'ল। সমস্ত জিনিসটি এমনি সহজভাবে হ'ল যে কী আর ব'লবো। ভারি হৃদ্য আর মনোজ্ঞ লাগ্‌ল এঁদের এই আতিথ্য।

তমিল রোশন-চৌকীর দলে একটি ছোক্‌রা শানাই বাজাচ্ছিল, খালি গায়ে সোনার হার আর বালা পরা। তার গায়ের মিশ্‌-কালো রঙের উপরে এই সোনার রেখা, আর তার সুশ্রী মুখ—এই নিয়ে ছোক্‌রাকে ভারি নয়নাভিরাম দেখাচ্ছিল ;—এই বাজনার দলের ছবিও নেওয়া হ'ল। এইরূপে মাদ্রাজে পৌঁছে প্রথম দিনেই এই চমৎকার কবিত্বপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানটি দেখে পরম পরিতোষ লাভ করা গেল। যে-সব জিনিসকে আমরা এখন প্রাচীন-ভারতের কল্পলোকে ফেলে কাব্যরসাস্বাদনের কোঠায় রেখে দিয়েছি, আমাদের বাঙালী হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে যে-সমস্ত সুন্দর শোভন রীতি লোপ পেয়েছে, রক্ষণশীল তমিলদের মধ্যে সেগুলি কত সহজ, কত সাবলীল ভাবে এখনও বিদ্যমান। Tradition বা চিরাচরিত রীতি ধ'রে চ'লে আস্‌ছে এই-সব মনোহর কবিত্ব-মাখা অনুষ্ঠান ; তাই উৎসবের সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে এর মধ্যকার সরলতাটুকু ঠিক র'য়ে গিয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে এই সূত্র ছিঁড়ে ফেলার পরে যদি আমরা এখন এই জিনিসটির পুনরানয়ন কর্‌বার চেষ্টা করি,—যেমন বর-ক'নেকে দোলায় বসিয়ে' দোল খাওয়ানো হবে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠে বিবাহের মাঙ্গলিক গীতি গাওয়া চ'ল্‌বে—তা হ'লে বহু স্থলে এটা কত-না 'আধুনিক' আর বিসদৃশ ঠেক্‌বে—এর সারল্যের বদলে, একটা সচেতন কৃত্রিমতা আর নাটুকে' ভাব এসে, জিনিসটিকে একেবারে অন্য রকমের ক'রে তুল্‌বে। বাঙালী হিন্দুর ঘরে প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে মাঙ্গলিক গীতি গিয়েছে, নাচ গিয়েছে—সখী-পরিবৃত হ'য়ে দোলায় চড়ার পাটও মেয়েদের

মধ্যে নেই। শুন্‌লুম, মাদ্রাজে সমস্ত ভদ্রঘরে এই দোলন-পিঁড়ির ব্যবস্থা আছে—মেয়েরা দেখা-সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এলে, আবশ্যক মতন এই দোলা টাঙানো হয়, ধীরে-ধীরে দুল্‌তে-দুল্‌তে তাঁরা কথাবার্তা রহস্যালাপ কাজকর্ম ক'রে থাকেন। এইরূপ দোলার ব্যবহার উত্তর ভারতে কোথাও কোথাও এখনও আছে, গুজরাটে আছে, মহারাষ্ট্রেও আছে। বাঙলা দেশের মেয়েরা এই আনন্দ-রস থেকে এখন একেবারে বঞ্চিত। আমাদের ভাগ্যে তমিল জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভ-পরিচয় এইরূপে ঘ'ট্‌ল, বর-ক'নের দোলায় চড়া দেখে'।

তারপর আমরা কপালীশ্বরের মন্দির দেখে এলুম। প্রকাণ্ড এক 'টেপ্পকুলম্' বা মন্দিরের সাম্‌নেকার পুষ্করিণী—চারদিকে লম্বা অনেকগুলি ক'রে ধাপ, এত লম্বা সোজা-সোজা রেখার সমাবেশ চোখকে যেন পীড়া দেয়।

গোপুরম্-যুক্ত সাধারণ দ্রাবিড়-রীতির মন্দির যেমন হয়, মন্দিরটি তেমনি। পাথরের কাজগুলি মন্দ নয়—চলনসই রকমের। প্রাচীন-কালের পাথরের বা বালি-চুনের মূর্তির উপর, হালে চুন-কাম ক'রে আর রঙ দিয়ে সেগুলিকে সুন্দর থেকে কিম্ভূত, এমন কি বর্বর ক'রে ফেলা হ'য়েছে। শিবের মন্দির; ভিতরে লিঙ্গ-মূর্তি, তার সাম্‌নে শিবের বৃষ নন্দীর মূর্তি। নন্দীর পিছনে, দু'হাত আন্দাজ উঁচু, দুই হাতে মস্ত এক প্রদীপ ধ'রে র'য়েছে এক চমৎকার পুরুষ-মূর্তি, পিতলের। মন্দির প্রদক্ষিণ করবার সময়ে দেখ্‌লুম্, পাশের কতকগুলি ছোটো-খাটো মন্দিরের মধ্যে বড়ো-বড়ো সব পিতলের মূর্তি,—ময়ূরে-চড়া কার্তিকেয়, দক্ষিণ-মূর্তি শিব, পার্বতী, আর ১০৮ শৈব ভক্তদের সুন্দর-সুন্দর মূর্তি,—দু' সেট্—একটি পিতলের, আর একটি পাথরের। দক্ষিণ-দেশে দেবতার প্রতি ভক্তি এখনও পুরোপুরি বিদ্যমান—মন্দিরে আগত পূজার্থীদের মুখ দেখ্‌লেই সে কথা বোঝা যায়। বড়ো মন্দিরের আঙিনার মধ্যেই, একটি ছোটো আলাদা মন্দিরে দেবীর মূর্তি; দূর থেকে দেখা গেল, চমৎকার কালো-পাথরে-কাটা মানুষের আকারের একটি প্রমাণ মূর্তি। মুখখানি আর হাত দুটি ছাড়া, সর্বাঙ্গ কাপড়-পরানো ব'লে ঢাকা। দেবীর বাহন সিংহ সাম্‌নে আছে, আর সিংহের পিছনে, শিবের মন্দিরের দীপধারী পুরুষের অনুরূপ দীপধারিণী নারীর অপূর্ব এক পিতল-মূর্তি। দ্রাবিড়দেশে এইরকম দীপধারিণী 'দীপ-লক্ষ্মী'-র মূর্তি খুব-ই সাধারণ—কিন্তু এই বড়ো মূর্তিটি দেখে' চোখ যেন জুড়িয়ে' গেল।

মৈলাপুরের নাম এসেছে একটি ময়ূরের নাম থেকে—তমিলে ময়ূরকে 'মিয়িল্' বলে। বহু পূর্বে নাকি এখানে একটি গাছের তলায় এক ময়ূর একটি শিবলিঙ্গের সেবা ক'র্ত, তাই থেকে এই জায়গার এই নাম। বিশ্বাস করাবার জন্য, মন্দিরের ভিতরে আঙিনায় এখনও ক্ষীরফল-জাতীয় একটি গাছ আছে—এই গাছের তলায় শিবলিঙ্গটি ছিল। এখন একটি শিব-লিঙ্গ আর পাথরের একটি ময়ূর-মূর্তিকে, পাশে একটি ছোটো মন্দির তুলে, তার ভিতরে রাখা হ'য়েছে। শ্রীযুত রামস্বামীর বাড়ির যে দুটি ছেলে মন্দির দেখাবার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছিল, এই 'ময়ূর-পুরাণ' কথা তারা আমাদের বুঝিয়ে দিলে।

মন্দির দেখে, শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়িতে ফিরে এলুম। স্নান সেরে আহারে বসা গেল। আমাদের গৃহস্বামী নিষ্ঠাবান্ তমিল ব্রাহ্মণ-ঘরের কর্তা; তা-হ'লেও, তিনিও তাঁর অতিথিদের সঙ্গেই ব'সে গেলেন। ভোজনটাতে ইঙ্গ-ভারতীয় অথবা ইঙ্গ-দ্রাবিড়ী রান্নার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল। শ্রীযুক্ত রামস্বামীর খানসামা মাছের আর মাংসের দু'-তিনটি জিনিস তৈরী ক'রেছিল। বলা বাহুল্য, গৃহস্বামী এ জিনিসগুলি স্পর্শও করেন নি। তারপর তাঁর আত্মীয় একটি ছোক্‌রা আমাদের ভাত আর মাদ্রাজী তরকারী পরিবেষণ ক'র্লে—টক ঝাল দেওয়া দা'লের যূষ, যাকে 'রসম্' বা 'মুড়্গু-তন্নীর্' বলে—আর টক আর নানারকম মশলা দেওয়া একটা বেশ মুখরোচক দা'ল, এটিকে 'সাম্বর্' বলে; তিন চার রকমের ভাজী-জাতীয় তরকারী, পাঁপর, কলাইয়ের দা'লের বড়া, দই, ঘোল, একরকম মিষ্টি দালপুরী যেটা নাকি বিয়ের ভোজের এক অবশ্য-কর্তব্য পদ, আর বেসনের বুঁদিয়ার লাড্ডু বা মেঠাই—এই সব দিলে। কবির শরীর অসুস্থ ছিল, তিনি খালি একটু দই দিয়ে দুটি ভাত খেলেন।

নীচে বিস্তর লোক এসেছে কবির সঙ্গে দেখা ক'র্তে। তাঁর দু'দিন অনিদ্রার পর একটু বিশ্রাম দরকার। বোলপুরের ভূতপূর্ব একটি ছাত্রের ভাই এসে দেখা ক'র্লে। মালয়ালী জাতীয়, বাঙলাদেশে "কখ্‌নও না আসিয়াও, বেশ ভাল্ বাঙ্গালা বল্‌তে শিখিয়াছি"; খুব বুদ্ধিমান্ ছেলে, এই ষোল-সতেরো বছর বয়সেই এখন বি-এ প'ড়্ছে। মাদ্রাজে কখনও না এসে, ঘরে ব'সে তমিলের চর্চা ক'র্ছে, এমন ছেলে কি বাঙলা দেশে আছে? একটি মুসলমান যুবক এসে কবির হস্তাক্ষর নিয়ে গেল, দূর থেকে তাঁকে দেখে অভিবাদন ক'রে গেল। ইতিমধ্যে জাহাজ কোম্পানির শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্ পিল্লৈ মহাশয় এলেন। তিনি

ব'ল্লেন যে, তাঁদের কোম্পানির বড়ো কর্তা মসিও কোদিয়্যার্ (M. Caudière) কলম্বোর হেড-আপিস থেকে এসেছেন; তিনি, আর মাদ্রাজের আপিসের কর্তা মসিও ঝোবার্ (M. Jobard), আর জাহাজের কাপ্তেন, এঁরা সাড়ে-চারটের সময়ে কবিকে জাহাজে সংবর্ধনা ক'রে স্বাগত ক'র্বেন। আমাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট, কিন্তু জাহাজ-কোম্পানি বিশেষ ক'রে প্রথম শ্রেণীর উপরে যে cabine de luxe (কাবীন্-দ্য-ল্যুক্স্) আছে, তাতে কবির থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁরা সকলেই কবির আগমনে আনন্দিত;—ব্যক্তিগত ভাবে, আর কোম্পানির তরফ থেকে, তাঁরা কবির অভ্যর্থনা ক'র্তে চান। জাহাজে উঠে, প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারে কবি তাঁর প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য আগত শহরের সম্ভ্রান্ত লোকেদের সঙ্গে যাতে ব'সে আলাপ ক'র্তে পারেন, তার ব্যবস্থাও হ'য়েছে। কোম্পানি এই অভ্যাগতদের স্বাগতের জন্য জাহাজ থেকে শরবৎ আর বরফের ব্যবস্থা ক'রেছেন।

চারটের সময় কবির রওনা হবার কথা স্থির ক'রে, মাদ্রাজ শহরটায় একটু ঘোর্‌বার জন্য আমরা বেরিয়ে প'ড়্লুম। মোটর-চালক আস্‌তে দেরী ক'র্ছে দেখে, আমাদের গৃহস্বামী স্বয়ং তাঁর মোটরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন—অশেষ তাঁর সৌজন্য। কিন্তু পথে তাঁর এক আত্মীয়ের গাড়ি পাওয়ায়, তাতে আমাদের তুলে দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে তিনি কবির কাছে ফিরে যেতে পার্‌লেন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে তিনি বর-ক'নেকে কবির কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম করালেন, কবি এদের আশীর্বাদ ক'র্লেন। বাড়ির লোকেরা মেয়ে-পুরুষে সকলে তাঁকে প্রণাম ক'র্লে। তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'র্লেন।

মাদ্রাজের দক্ষিণ-ভারতের শিল্প ও কারুকার্য্যের নিদর্শনের সরকারী সংগ্রহ-ভাণ্ডারটি দেখ্‌লুম। সেখানে বিক্রীর জন্য রাখা দু'চারটি পিতলের নোতুন আর পুরোনো জিনিস কেনা গেল। সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতন কলাভবনের জন্যও কিছু নিলেন। তারপর মিউজিয়ম দেখে আসা গেল। মিউজিয়মে বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে, অমরাবতীর স্তূপের ধ্বংসাবশেষের কতকগুলি পাথরে-কাটা খোদাই চিত্র, আর প্রাচীন পল্লব-যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এখনকার কাল পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্তি। এর মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয়, দূর থেকে দেখ্‌লে মনে হবে যেন পাথরের তোরণের ফ্রেমে বাঁধা একটি মানুষের আকারের চেয়ে কিছু বড়ো গ্রানাইট পাথরের পুরাতন বিষ্ণুমূর্তি; এটি পল্লব-আমলের কাজ—অপূর্ব বিরাট্-

দর্শন। বিষ্ণুর এই মহনীয় পরিকল্পনা দেখে, প্রসন্ন ভাবে মন যেন ভ'রে গেল। আর দেখ্‌বার জিনিস হ'চ্ছে, এখানকার ব্রঞ্জ আর পিতলের মূর্তির সংগ্রহ। কতকগুলি অতি সুন্দর নটরাজমূর্তি, যেগুলির সঙ্গে ছবির মারফৎ আমাদের পূর্ব-পরিচয় ছিল, সেগুলি দেখ্‌লুম; আর সেইরকম অন্য অন্য ছোটো-বড়ো অনেক মূর্তি, আর তা ছাড়া বিস্তর অন্যান্য পিতলের জিনিস।

ছবির সংগ্রহ সামান্য কিছু এই মিউজিয়মে আছে; মালাবারের শিল্পী রবি বর্মার আঁকা দু-একটি মালয়ালী ঘরোয়া ব্যাপারের ছবি—সাধারণ ইউরোপীয় ঢঙে আঁকা genre বা ঘর-গৃহস্থালীর ছবি হিসাবে মন্দ নয়। কিন্তু সব-চেয়ে চমৎকার লাগ্‌ল একখানি পুরাতন দ্রাবিড়ী পট। ছবিটির মধ্যে তেলুগু অক্ষরে কিছু-কিছু লেখা আছে, ছবিখানি তেলেঙ্গা-কলমের কাজ। ঠিক যেন একখানি রাজপুত-কলমের primitive অর্থাৎ আদি-কালের ছবি। এক-ই পটে কতকগুলি বৃন্দাবন-লীলা আঁকা—শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলা প্রভৃতি। লাল জমির উপর কী স্থির হাতে, পাকা ওস্তাদের শক্তির সঙ্গে, মানুষের আর গাছ-পালার আদ্‌রার সলীল সতেজ রেখাপাত—কী চমৎকার গাছপালা আর ফুলপাতা আঁকার ভঙ্গী! সমস্ত জড়িয়ে', ছবিটির মধ্যে, কি যে একটি ভাবশুদ্ধ আন্তরিকতায় পূর্ণ সরল মাধুর্য্য ছিল, তা আর কী ব'ল্‌বো। এই ছবির একখানা আলোক-চিত্র পেলে কত আনন্দ হ'ত!

মিউজিয়ম থেকে সরকারী শিল্প ও কারু বিদ্যালয়ে গেলুম, সেখানেও কতকগুলি সুন্দর জিনিসের সমাবেশ দেখা গেল; দক্ষিণী হাতের কাজ নিয়ে আর একটি বেশ খাসা ছোটো মিউজিয়ম তৈরী হ'য়েছে। কতকগুলি ছোটো-ছোটো পিতলের দীপধারিণী নারীমূর্তি বড়ো সুন্দর ব'লে বোধ হ'ল।

এই ইস্কুলের সংগ্রহশালা দেখে, এর সহকারী প্রধান-কর্মচারী রাও সাহেব শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ মুদলিয়র মহাশয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে, আমরা জাহাজ-মুখো হ'লুম। জাহাজে যখন পৌছুলুম, তখন চারটে। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মাদ্রাজে মিউজিয়ম প্রভৃতি, যা নিয়ে আমাদের কৌতূহল, তা মোটামুটি দেখে নেওয়া গেল। এটা অবশ্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী মহাশয়ের অনুগ্রহেই সম্ভব হ'য়েছিল।

জাহাজে পৌঁছে দেখি, আমাদের মাল-পত্র সব এসে গিয়েছে। কবির অনুগত ভৃত্য বনমালী তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় নীচে দাঁড়িয়ে' আছে। শ্রীযুক্ত

রাজরত্নম্ পিল্লৈ মহাশয় আমাদের অপেক্ষায় আছেন। তিনি কবির জন্য নির্দিষ্ট ক্যাবিনে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেখ্‌লুম, তাঁর বস্‌বার ঘরে একরাশ পদ্মফুল দেওয়া হ'য়েছে। এটি শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্ পিল্লৈ মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে; কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের এই সুন্দর উপায়টি দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিলুম।

শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্, মসিও ঝোবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে' দিলেন, আর জাহাজের কর্মাদাঁ বা কাপ্তেন M. Gabrillargues মসিও গাব্রিয়্যার্গ্‌-এর সঙ্গে। শ্রীযুক্ত ঝোবারের সঙ্গে আর কাপ্তেনের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ ক'র্‌লুম। এঁরা যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ ক'র্‌লেন। এদিকে, নীচে ডকের উপরে কবির বিদায় দেখ্‌তে অনেকগুলি লোক এসে জড়ো হ'য়েছে। ঠিক সাড়ে-চারটেতে কবিকে মোটরে ক'রে নিয়ে শ্রীযুক্ত রামস্বামী এলেন। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে আর একটু পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন জজ, সস্ত্রীক, আর বোধ হয় মাদ্রাজের অ্যাড্‌ভোকেট-জেনেরাল, আর আরও কতকগুলি বিশিষ্ট লোক এলেন, আর এলেন কতকগুলি তমিল মহিলা। জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তেই মসিও ঝোবার আর মসিও কোদিয়্যার্‌ কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন, কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন, আর কবিকে আর তাঁর সঙ্গের অভ্যাগতদের জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বস্‌বার ঘরে এনে বসিয়ে' দিয়ে বাইরে গেলেন, যাতে কবি এঁদের সঙ্গে অসংকোচে আলাপ ক'র্‌তে পারেন। এই জাহাজের সব-চেয়ে বড়ো আর সব-চেয়ে ভালো ঘরটি কবির খাস ব্যবহারের জন্য দেওয়া হ'ল, আর জাহাজ থেকে বরফ-শরবৎ বিতরণ করা হ'ল অভ্যাগতদের মধ্যে। ফরাসী জাহাজওয়ালা কোম্পানি এই ভাবে জগদ্বরেণ্য বিশ্বকবির সমাদর ক'র্‌লেন। ইতালীয়, জাপানী আর অন্য জাতির জাহাজে সর্বত্রই কবিকে এই রকম ক'রে সম্মান দেখিয়ে', কবির হ'য়ে তাঁর বন্ধুদেরও আতিথ্য-সৎকারের ভার নিয়ে, তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে ক'রেছে। এইরূপ শ্রদ্ধা একটা বড়ো জা'তেরই লক্ষণ ব'লে মনে হয়।

জাহাজ ছাড়্‌তে পাঁচ মিনিট বাকি। সকলকে বাইরের ডেকে বসিয়ে', একটা গ্রুপ-ফোটো তোলা হ'ল—কবিকে মাঝখানে রেখে জাহাজ-কোম্পানির সাহেবেরা, আর কবির প্রত্যুদ্গমনকারীরা দাঁড়ালেন। তারপরে অভ্যাগতেরা একে একে নেমে গেলেন, আমাদের বনমালী নীচে থেকে কবিকে প্রণাম ক'রে

চ'লে গেল। সিঁড়ি তোলে-তোলে, এমন সময়ে আর একজন ভদ্রলোক, মাথায় নীল রেশমের বাঁধা পাগড়ি, সৌম্যমূর্তি, সাদা-সিধে পোষাক, উপরে ডেকে এসে কবির দু'হাত ধ'রে আলাপ ক'র্লেন, ইংরেজিতে—"আপনি ভারতের আত্মার প্রতীক, আমাদের গর্ব-স্থল, দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তা আপনি বাইরের জগৎকে দান ক'রেছেন"—ইত্যাদি প্রশস্তি-বাক্য ব'ল্‌তে লাগলেন। ইনি মাদ্রাজের ছোটো একটি দেশীয় রাজ্য পানাগল-এর রাজা। ইনিও নেমে গেলেন, আর জাহাজের সিঁড়ি তুল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে।

নঙ্গর তুল্‌তে, আর জাহাজ-ঘাটা থেকে জাহাজ ছাড়্‌তে আরও আধ-ঘণ্টা লাগ্‌ল। বন্ধুরা সকলেই প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে' রইলেন। শেষে জাহাজ চ'ল্‌ল। মাদ্রাজের হাইকোর্ট আর অন্য-অন্য বাড়ির চূড়ো ক্রমে দূর থেকে বেশ ভালো ক'রে দেখা যেতে লাগ্‌ল। আমরা মাদ্রাজ বন্দরের পাথরে-গাঁথা পোস্তার বাইরে এসে প'ড়্‌লুম। সিঙ্গাপুর-মুখো হ'য়ে, গতিবেগ বাড়িয়ে' জাহাজ চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। আমরা সত্যি-সত্যিই Island India বা দ্বীপময় ভারত আর Indo-China বা ভারত-চীনের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লুম॥

॥ ২ ॥

জাহাজে মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর

১৪-২০এ জুলাই ১৯২৭।

Amboise অঁবোয়াজ্ জাহাজ, ১৮ই জুলাই ১৯২৭।

জাহাজখানা বেশ বড়ো, পনেরো হাজার টনের জাহাজ। এতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী সবে মিলে প্রায় পাঁচ শ' যাত্রী যেতে পারে; এ ছাড়া দু'টি খোলা ডেক্ আছে। সেই ডেক্ দুটি, জল আর রোদ্দুর আট্কাবার জন্যে ক্যাম্বিসের শামিয়ানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তাতে আরও শতখানেক যাত্রী যায়; এই খোলা ডেক্ হ'ল চতুর্থ শ্রেণী। কম বেশী শ' তিন-চার আনামী আর ফরাসী সেপাই এই জাহাজে যাচ্ছে; জাহাজটা একেবারে ভর্তি। হরেক রকম জা'তের হরেক রকম মানুষের সমাবেশ। ফরাসী তো আছেই; তা ছাড়া ভারতবাসী—পণ্ডিচেরীর তমিল, আর অন্য তমিল হিন্দু, তমিল খ্রীষ্টান, তমিল মুসলমান; মালাবার থেকে মালয়ালী-ভাষী মোপ্লা মুসলমান; দু-চার জন তেলুগু; আমরা ক'জন বাঙালী হিন্দু; আনামী—এদের আবার দুই ভাগ—এক, উত্তুরে', টঙ্কিঙ্-এর লোক, এরা সব দাঁত কালো রঙে রঙিয়ে' থাকে; আর দুই, দক্ষিণে', কোচিন-চীনের লোক, এরা দাঁত স্বাভাবিক সাদা-ই রাখে; জন ষাট-সত্তর আরব, কেউ আল্-জজ্জাইর বা Algeria আল্জিরিয়ার লোক, কেউ বা Aden আদন অঞ্চলের লোক—এই আরবেরা জাহাজের কল-ঘরে কাজ করে; ফরাসী ফিরিঙ্গি তরোবেতরো, ফরসা রঙ্, কালো রঙ্, যাদের Creole 'ক্রেওল' বলে,—মাদাগাস্কার থেকে, মরীচ-দ্বীপ থেকে, অন্য অন্য ফরাসী উপনিবেশ থেকে; জনাকতক কাফরী, এরা রসুইয়ে' আর পরিবেষক; আর দু'-পাঁচ জন চীনামান। খাঁটি ইউরোপীয়দের মধ্যে বোধ হয় ফরাসী ছাড়া আর অন্য জা'ত নেই।

Marseilles মার্সেয়্ থেকে এই জাহাজ ছেড়েছে জুন মাসের বাইশে তারিখে; এবং এর গন্তব্য স্থান হ'চ্ছে টঙ্কিঙের Hai-phong হাই-ফঙ্ বন্দর, সেখানে পৌঁছুবে সেই জুলাইয়ের ঊনত্রিশে-ত্রিশে' নাগাদ; মস্ত লম্বা পাড়ি। এতগুলি জা'তের লোক, তাদের নিজ-নিজ ভাষা, নিজ-নিজ

মনোভাব, নিজ-নিজ চিন্তা; কিন্তু বেশ মিলে মিশে সবাই চ'লেছে। ভদ্র-ভাবে থাক্‌বার ইচ্ছে, অপরের সঙ্গে বনিয়ে' চল্‌বার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিজের জা'তের prestige নামক গর্ব অথবা ধর্মান্ধতা যদি এসে খর্ব ক'রে না দেয়, তা-হ'লে, ভাষার অভাবেও মানুষের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য আট্‌কায় না। এই জাহাজে তাই দেখ্‌ছি। ভারতীয় যাত্রীদের রাঁধ্‌বার জন্য চার জন রাঁধুনী আছে, তাদের দু'জন হ'চ্ছে মোপ্‌লা মুসলমান, একজন তমিল মুসলমান, একজন তেলুগু হিন্দু; এরা সব Mahe মাহে আর Karikal কারিকাল-এর লোক। এইসব টুকি-টাকি খবর পেলুম তেলুগু হিন্দু বাবুর্‌চিটির কাছ থেকে; সে হিন্দী ব'ল্‌তে পারে, তার নাম লচ্‌মীনারায়ণ নায়ুডু। এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নেই; তমিল মুসলমানের সঙ্গে এক-ই চেটাইয়ের উপরে শুয়ে তমিল হিন্দু যাচ্ছে, সুর ক'রে-ক'রে তার প্রাচীন তমিল শৈব সাধকদের পদ আর তাঁদের জীবনচরিত প'ড়্‌ছে।

মুসলমান যাত্রীদের জন্যে একটি ভেড়া জবাই ক'রে তার ছাল ছাড়াচ্ছে এক মোপ্‌লা বাবুর্‌চি, খোলা ডেকের এক কোণে; এক পাল ফরাসী আর আনামী সেপাই আশে-পাশে দাঁড়িয়ে' লোলুপ দৃষ্টিতে এই চর্মোৎপাটন-ব্যাপার দেখ্‌ছে। আমাদের লচ্‌মীনারায়ণ মস্ত বড়ো মাদ্রাজী শিল নোড়া দিয়ে লঙ্কা, হলুদ, আদা, জিরে, মরিচ বেটে, তাল ক'রে-ক'রে রাখ্‌ছে, আমি দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' তার সঙ্গে দোস্তি ক'রে হিন্দুস্থানীতে বেশ আলাপ জমাচ্ছি। ফরাসীদেরও সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা ক'চ্ছি। তমিল মুসলমান বাবুর্‌চি একজন, একরাশ আলু নিয়ে ছুরি দিয়ে কুট্‌ছি, আর একজন বাবুর্‌চি পাশে ব'সে পেঁয়াজ রশুনের কাঁড়ি নিয়ে বাচ্‌ছে। ইঙ্গিতের ভাষায় দু'জন আনামী আর একজন ফরাসী সেপাই তার কাছ থেকে একটা ক'রে রশুন চেয়ে নিয়ে, হাতে ক'রে খোসা ছাড়িয়ে', কাঁচা খেতে শুরু ক'রে দিলে। এই-সমস্ত নানা জা'তের লোক দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সদ্ভাব রেখে যে চ'লেছে, এটা দেখে আমাদের দেশের স্বার্থান্ধ লোকেদের প্ররোচনায় সুসভ্য ভারতবর্ষের মুসলমানে হিন্দুতে যে প্রায় নরখাদক জা'তের মতনই নরক সৃষ্টি ক'র্‌ছে, সে কথা স্মরণ ক'রে, নিজেদের উপরে আর মনোভাব-বিশেষের উপরে বিশেষ ক'রে ধিক্কার দিতে হয়।

এতগুলি মানুষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে, কতকগুলি প্রতিষ্ঠাপন্ন ভাষাকে লোকে সহজেই মধ্যস্থ ব'লে মেনে নিয়েছে। ফরাসীদের জাহাজ,—ফরাসী

ভাষা তো আছেই। ভাগ্যিস্ প্যারিসে আট নয় মাস ছাত্রাবস্থায় কাটিয়ে' আস্‌বার সুযোগ হয়েছিল আমার, তাই ফরাসীতে কাজ-চালানো-গোছ কথাবার্তা ক'য়ে বাঁচা যাচ্ছে। আনামী হাবিলদার শ্রেণীর ওহ্‌দেদাররাও কিছু-কিছু ফরাসী বলে; আর পণ্ডিচেরীর তমিল দু'-চার জনের সঙ্গে বেশীর ভাগ ফরাসীতেই কথা হ'য়েছে। ইংরেজি-জানিয়ে' খুব কম-ই আছে; কিন্তু তবুও দেখ্‌ছি, ইংরেজির মধ্যস্থতা ফরাসীকেও স্বীকার ক'র্‌তে হ'য়েছে—ফরাসী সেপাইদের মধ্যে দু-চার জন ইংরেজি শেখার বই নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'র্‌ছে দেখ্‌লুম। জাহাজের খানসামা খিদ্‌মৎগারেরা দু-চার বচন ইংরেজি জানে; ভালো-ইংরেজি-জানা একটি ফরাসী সেনানীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভিন্ন-ভিন্ন জা'তের মধ্যে মিল ঘটিয়ে' দেবার জন্য এখন ইংরেজি-ই পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো মধ্যস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা মুখে স্বীকার ক'র্‌তে ফরাসীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগ্‌লেও, কার্য্যতঃ ইংরেজি শেখ্‌বার চেষ্টার দ্বারা এই অবস্থাকে এরা স্বীকার ক'রেই নিচ্ছে। বহুপূর্বে একখানা ফরাসী বইয়ে একটি কথা বেশ গর্বের সঙ্গে উদ্ধৃত দেখেছিলুম—লেখক ফরাসী, তিনি ব'ল্‌ছেন, কে একজন বিখ্যাত অ-ফরাসী বৈদেশিক ফ্রান্সদেশের প্রশংসা ক'রে ব'লেছেন, tout homme a deux patries—la sienne, et puis la France—“সব মানুষের দু'টি ক'রে স্বদেশ আছে; তার নিজের মাতৃভূমি, আর তারপরে ফ্রান্স”। এ কথা এখন কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু এমন দিন আস্‌ছে মনে হয়, আর আন্তর্জাতিক মেলা-মেশার সুবিধার পক্ষে সে দিনকে আমি সানন্দে অভিনন্দন ক'র্‌বো, যখন পৃথিবীর তাবৎ সভ্য আর শিক্ষিত মানুষের সম্বন্ধে একথা বলা চ'ল্‌বে যে, সকলের দু'টো ক'রে ভাষা; এক, তার নিজের মাতৃভাষা, আর দুই, ইংরেজি। অবশ্য এর মানে আমি এই বুঝি না যে, এই দ্বিতীয় ভাষাটি আর সমস্ত প্রাচীন আর অর্বাচীন সভ্যতার বাহন বড়ো-বড়ো ভাষাগুলিকে মেরে ফেল্‌বে, তাদের চর্চাকে বন্ধ ক'রে দেবে। হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর ব্যবহার ভারতবাসীদের মধ্যেই নিবদ্ধ; তাও আবার, তমিল আর অন্য দক্ষিণী সবাই এ ভাষা জানে না—এদের ভিতর দু-চারজন মাত্র “তোড়া-তোড়া ইন্দুস্তানি শান্‌তা”; এই ভাষা উত্তর-ভারতের লোকেদের মধ্যে চলে, দক্ষিণ-ভারতে প্রায় চলে না, আর ভারতের বাইরে অন্য জা'তের মধ্যে একেবারেই অচল

জাহাজে ফিরে আসা যাক্। সাধারণতঃ প্রথমেই জাহাজে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তারা হ'চ্ছে যাদের কাছ থেকে সেবা পাওয়া যায়। জাহাজ ছাড়্বার খানিক পরে, জিনিস-পত্র গুছিয়ে' নেবার জন্য ভিতরে ক্যাবিনে নামা গেল। বাক্স-টাক্স নাড়া-নাড়ি ক'র্‌ছি, এমন সময়ে একটি রঙ্-ফর্সা ফরাসী ফিরিঙ্গি Creole 'ক্রেওল'-জাতীয় ছেলে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে', এক-গাল হেসে স্বাগত ক'রে ফরাসীতে ব'ল্‌লে—"নমস্কার, আপনারা তো তিনজন এই দুই ক্যাবিনে থাক্‌বেন? আমি হ'চ্ছি আপনাদের ক্যাবিনের চাকর আর খানসামা। যখনি কিছু দরকার হবে, ক্যাবিন-ঘরের কোণের বিজলীর ঘণ্টার বোতাম টিপ্‌বেন, আওয়াজ পেলেই আমি হাজির হবো।" আমি ব'ল্‌লুম, "বেশ, বেশ; তোমার নাম কী? আর তোমার বাড়ি-ই বা কোথায়?" তার বাড়ির খোঁজ বোধ হয় ইতিপূর্বে কেউ নেয়নি; এই জিজ্ঞাসাতে তার প্রতি দরদের আভাস পেয়ে, সে বেশ খুশী-ই হ'ল। ব'ল্‌লে, তার নাম Marcel মার্সেল, বাড়ি মাদাগাস্কারে। "আরব্য-রজনী"-র আলাদীনের প্রদীপ ঘ'ষ্‌লেই দৈত্যভৃত্যের আবির্ভাব হ'ত—অন্যথা নয়; আমাদের মার্সেলেরও সেই অবস্থা; ঘণ্টা টিপে না ডাক্‌লে সে আসে না, এবং সময়ে-সময়ে সে না এলে অন্য কেউ আসে। কিন্তু তা ব'লে কাজ আট্‌কায় না।

মার্সেলের বদলে অন্য যে slave of the bell (ঘণ্টার দাসটি, কবি ব'ল্‌ছেন 'ঘণ্টাকর্ণ'—যে ঘণ্টাকে আকর্ণ করে) ক'বার দর্শন দিয়েছে, সেটি দাস নয়, দাসী। প্রথম দিনেই মার্সেলকে স্মরণ ক'রে ঘণ্টার বোতাম টেপা গেল—তার পরেই ক্যাবিনের দরজায় টোকা-মারার শব্দ শুন্‌লুম; entrez "আঁত্রে" অর্থাৎ "ভিতরে এসো" ব'ল্‌তেই, বাইরে দেহ রেখে ঘরের ভিতরে এক্কেবারে আমাদের একটি আহ্লাদী-পুঁতুলের মুখ ঢুক্‌ল। মুখখানার সঙ্গে আহ্লাদী-পুঁতুলের মুখের যে অবিকল নিকটতম সাদৃশ্য আছে, সেটা ধ'রে ফেলেছিল সুরেন-বাবুর মতন সুপটু পটুয়ার রসজ্ঞ চোখ। একটি প্রৌঢ়া, খুব মোটাসোটা ঠান্‌দিদি-গোছ চেহারার স্ত্রীলোক, সাদা পোষাক পরা, চোখে উজ্জ্বল স্নেহ-মাখা দৃষ্টি, মুখখানা ভালো-মান্‌সিতে ভরা, ফরাসীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে আমাদের কী চাই—আর নিজের পরিচয় দিলে যে, সে জাহাজের ঝী, ডাক্‌লে পরে মার্সেল অন্য কাজে থাক্‌লে সে-ই আস্‌বে, তার নাম হ'চ্ছে Louise লুইজ্। এই ঝীটি একটি খাঁটি ফরাসী মানুষ—প্যারিসে এর জা'তের

সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল,—পরের বাছাকে আবৃত্তি করবার জন্যেই যেন এদের সৃষ্টি। আমাদের প্যারিসের বাড়ির কর্ত্রীটি, চেহারায় ভাবে-ভঙ্গীতে বোধ হয় এরই বোন্ ছিল—সে আমাদের কী যত্নই না ক'রত। এখানে জাহাজে অবশ্য তার যত্ন-আবৃত্তি করবার সুযোগ নেই; কিন্তু একে দেখলে বোধ হয় যে, এ হ'চ্ছে, ছোটো-ছোটো নাতি-পুতিদের আদর দিয়ে, তাদের মাথা বিগড়ে দেওয়া একটি আসল দিদিমা। ইনি আবার হাল-ফ্যাশানে ইউরোপীয় মেয়েদের মতন ক'রে চুল ছেঁটেছেন, তাতে মুখখানা এর কৌতুকময় হাসির সঙ্গে মিলে অদ্ভুত দেখায়। বড্ড মোটা ব'লে, যখন হাসে তখন গুরখা বা চীনার মতো চোখ দুটির জায়গায় খালি দুটি সরল রেখা মাত্র দেখা যায়। জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে দু-তিনটি ছোটো-ছোটো ছেলে যাচ্ছে, লুইজ্‌কে দেখি, বেশীর ভাগ সময় তাদের নিয়েই ব্যস্ত—তাদের খাওয়ানোর ভার এর উপর। যখন দেখা যায়, দুরন্ত ছেলেদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে হাত ধ'রে এ পরম স্নেহের সঙ্গে খাওয়ার ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন লুইজ্‌ যে একজন পয়লা নম্বরের দিদিমা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কবিকে দেখে এর ভারি ভক্তি হ'য়েছে—বলে, "কী চমৎকার চেহারা, ঠিক যেন হিব্রু ঋষি মুসা। কী মহদ্ভাব-ব্যঞ্জক কপাল, চোখ, মুখ!" আহ্লাদীর সঙ্গে দিনে ৪।৫ বার ক'রে দেখা হয়—দেখা হ'লেই একগাল হেসে, bon jour, monsieur "বঁ ঝুর, মসিও" বলা তো আছেই। জবাবে আমিও বলি, "বঁ ঝুর, লুইজ্‌"—তারপর চোখাচোখি হ'লেই ঘাড় নেড়ে হাসা আছে।

জাহাজের অন্য খানসামারা সকলেই কবির একটুখানি কাজ ক'রতে পেলে যেন কৃতার্থ হয় ব'লে মনে হয়। সবাই যে তাঁর ভক্ত পাঠক তা নয়, তবে কবিকে দেখেই এদের মনে যে একটু বিশেষ শ্রদ্ধা হ'য়েছে, তা নিশ্চয়। কবির খাস খিদমৎগারটিকে দেখেছি, ঘণ্টা টিপ্‌তেই সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়ে এসেছে। এই খিদমৎগারটির সঙ্গে আমি দু'দণ্ড আলাপ ক'রে নিয়েছিলুম। এটি একজন বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার সুশ্রী যুবক; কবির ঘরের কাজের জন্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত, এই কথা সে আমাদের জানালে, আর জিজ্ঞাসা ক'রলে যে কবি জরমান জানেন কি না; ফরাসী তিনি কইতে পারেন না সে কথা শুনেছিল। ফরাসী ছাড়া জরমান ভাষাও এ নিজে ব'লতে পারে; বার দুই একথা ব'লতে বোঝা গেল যে, এ জাত্-ফরাসী নয়, আর জরমান ব'লতে

পার্‌লে যেন খুশী হয় মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেই আমার অনুমান যে ঠিক তা প্রমাণ হ'ল—এর বাড়ি Alsace আল্‌সাস্ প্রদেশে, নব-বিজিত জরমান-ভাষী অংশে—ম্যুল্‌হাউজ়ন্ (Muelhausen)-এ। আমার ভাঙা-ভাঙা জর্‌মানে, মাঝে-মাঝে ফরাসীর জোড়া-তাড়া দিয়ে, এর সঙ্গে খানিক আলাপ ক'র্‌লুম। তার জর্‌মান জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে তাকে বেশ সচেতন আর সাভিমান ব'লে মনে হ'ল, আর ফরাসীরা যে এই জর্‌মান ভাষার—তার মাতৃভাষার—ইস্কুলে পঠন-পাঠন বন্ধ ক'রে দিয়েছে, সে-বিষয়ে এর যে প্রচ্ছন্ন একটু দরদ, একটু প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ আছে, সে কথা স্পষ্ট ক'রে না ব'ল্‌লেও ধরা গেল। এই যুবক যে লেখাপড়া ভালো জানে তা নয়; তবে কবির নাম শুনেছে—জর্‌মান ভাষায় কবির বইও দু-চার খানা প'ড়েছে। জর্‌মান যার মাতৃভাষা, তাকে জোর ক'রে তা ভুলিয়ে দিয়ে ফরাসী বানাতে হবে, ফরাসী সরকারের এই যে রাষ্ট্র-নীতি আল্‌সাসে অনুসৃত হ'চ্ছে, এর অন্তরালে জর্‌মান-ভাষী লোকেদের যে চাপা একটা আপত্তি এবং বিরাগ আছে, সেটা ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে উঠে আবার যুদ্ধের দাবাগ্নিরূপে হয়-তো কোনও দিন দেখা দেবে। এইরকম বর্বরতা—একটা জা'তের ভাষা আর সভ্যতাকে আর-একটা ভাষার আর সভ্যতার চাপে নিষ্পেষিত ক'রে তাকে অবলুপ্ত ক'রে দেবার চেষ্টা—এটা অনেকবার অনেক জা'তের মধ্যে ঘ'টেছে; ইংরেজ নির্মম-ভাবে এ চেষ্টা ক'রেছে আয়র্‌লাণ্ডে, বর্বর-ভাবে রুষ ক'রেছে পোলাণ্ডে, জাপান এখন নিষ্ঠুর-ভাবে ক'র্‌ছে কোরিয়াতে। ভারতের বাইরে প্রায় সব জা'ত ক'রেছে—ক'র্‌ছে।

জাহাজের অন্য চাকর-বাকরদের মধ্যে আনামী রাঁধুনী আছে, তাদের উপরে ফরাসী হেড-রাঁধুনী বা chef শেফ্। জাহাজে আনামী লোক সংখ্যায় খুব। এরা সব চুপে-সাড়ে নিজ-নিজ কাজ ক'রে যাচ্ছে; এদের কারো মুখ যেন কোনও রকম ভাবদ্যোতক নয়,—মোঙ্গোল ধাঁজের মুখ, যার থেকে, লোকে বলে, মনের ভিতরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু মোটের উপর, এদের, যাকে বলে good-humoured, অর্থাৎ খোলাখুলি দিল-খুশ প্রাণ—দেখে তাই ব'লেই মনে হয়

আমাদের জাহাজ ছাড়্‌ল বৃহস্পতিবার বিকালে। জাহাজের কতকগুলি অফিসারের মধ্যে প্রিয়দর্শন একটি ভদ্রলোক এসে আমায় ব'ল্‌লেন, "মসিও তাগোর-এর যাতে কোনও কষ্ট না হয় আপনারা দেখ্‌বেন।" আমি ধন্যবাদ

দিয়ে তাঁর এই কুশল-দেখানোর প্রত্যুত্তর ক'র্‌লুম। তারপর তিনি ব'ল্‌লেন যে, এই জাহাজে তাঁর একজন বন্ধু যাচ্ছেন, ফরাসী সেনাদলের অফিসার, নাম Jean Jacques Neuville ঝাঁ-ঝাক্ ন্যোভিল্; ইনি একজন চিন্তাশীল লেখক, ইংরেজি জানেন, কবির সঙ্গে এঁর আলাপ হ'তে পারে কি? এই ব'লে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটি বেশ মানুষ। অল্প-বয়সী যুবক, মোরোক্কোতে কিছুকাল ছিলেন, মোরোক্কোর জীবন আর ওখানকার মুসলমান জগতের ভাব-পরম্পরাকে অবলম্বন ক'রে একখানা উপন্যাস লিখেছেন। এঁর সঙ্গে এ কয় দিন মাঝে-মাঝে বেশ খানিক ক্ষণ ধ'রে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল —কতক ফরাসীতে, কতক ইংরেজিতে। ইনি ব'ল্‌লেন যে, ফরাসীদের মধ্যে আর ফরাসী প'ড়ে বুঝ্‌তে পারেন এমন অন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে কবির সম্বন্ধে, তাঁর জীবন, তাঁর লেখা ইত্যাদি বিষয়ে জান্‌বার জন্য খুব একটা কৌতুহল আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন ভালো বই একখানাও এ পর্য্যন্ত লেখা হ'ল না—যাতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কবি বড়ো হ'য়ে উঠেছেন তার একটা স্পষ্ট ছবি থাকে, আর গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর তাবৎ লেখার, তাঁর সব বইয়ের একটা ধারাবাহিক পরিচয় থাকে, আর আরও ভালো ক'রে খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'র্‌তে সাহায্য কর্‌বার জন্য যথোপযুক্ত প্রমাণ-পঞ্জী থাকে। তিনি ইংরেজ লেখক Thomson টম্‌সন্-এর ছোটো বই, যেখানি ভারতবর্ষের এক খ্রীষ্টীয় মিশনারি সম্প্রদায়ের প্রকাশিত একটি গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে বেরিয়েছে, সেখানি প'ড়ে দেখেছেন, কিন্তু সে বইখানি তাঁর আদৌ ভালো লাগে নি—টম্‌সন্-এর সহানুভূতির অভাব আছে ব'লে তাঁর মনে হয়, আর, ভাবে বোধ হয়, লেখক কবির ভাষাও ভালো বোঝেন না। আমি ব'ল্‌লুম যে, তিনি অনুমান ক'রেছেন ঠিক, আর টম্‌সন্ হালে আর-একখানা বই বা'র ক'রেছেন, সেটা আরও বড়ো, কিন্তু সেটাও ভালো হয় নি—বইখানিতে খবর যা আছে তা বেশীর ভাগ পরের কাছ থেকে নেওয়া; আর লেখক ভালো ক'রে কিছু না বুঝে, কেবল নথ নেড়ে গিন্নীপনা ক'রেছেন, যেন তিনি মস্ত একজন সমঝদার। রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের এত কাছে আছেন যে, আমরা এখন তাঁকে জর্‌মান পণ্ডিতদের অনুমোদিত গবেষণার পথ ধ'রে তাঁর জীবনী-কথা আর তাঁর কাব্য-কথার বিশ্লেষণ ক'র্‌তে পারি না। তবে আমাদের লেখকদের মধ্যে দু-চার জন তাঁর সম্বন্ধে ছোটো-খাটো প্রবন্ধ লিখে তাঁর কবি-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন

ক'রতে চেষ্টা করেন—যদিও ব্যাপক-ভাবে এখনও কেউ কিছু করেন নি। আর আমাদের মধ্যে দু-চার জন আমাদের বয়সের রসজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষার সাহিত্য বেশ ভালো জানেন, তার ঐতিহাসিক চর্চাও ক'রেছেন, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে রীতিমত ভাষাজ্ঞান নিয়ে সংস্কৃত আর এক বা একাধিক ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোচনাও ক'রেছেন—খামখেয়ালী ভাবে নয়, discipline হিসাবে অর্থাৎ উদ্দেশ্যবান্ শ্রমশীল শিক্ষিতুকাম হ'য়ে আলোচনা ক'রেছেন,—আমাদের আশা আছে যে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকে শিক্ষিত অভিরূপোচিত রস-বিশ্লেষণের দ্বারা, বিশ্বের রসিকজনের সামনে অনেকটা এই প্রতিভারই উপযুক্ত প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দ্বারা উপস্থিত ক'রতে পারবেন। স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসী যাঁদের কাছ থেকে এই কাজ আশা ক'রতে পারে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে সুহৃদ্বর, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, আর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এঁদের কথা-ই তখন মনে হ'চ্ছিল।

বিদ্যাপতি-সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্যিকাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক লিখিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রবন্ধটি গত জুলাই মাসের (১৯২৭ সালের) 'মডার্‌ন্-রিভিউ'তে প্রকাশিত হ'য়েছে, যাতে অন্য বিষয়ের মধ্যে কবির 'উর্বশী' কবিতার একটি চমৎকার ইংরেজি অনুবাদ আছে, আর বাঙলা তথা বিশ্বসাহিত্যের ঐ শ্রেষ্ঠ রস-সৃষ্টির একটি সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য-বিচার আছে, সেটি 'মডার্‌ন্-রিভিউ' থেকে ছিঁড়ে নিয়ে সঙ্গে রেখেছিলুম, দরকার হ'লে যোগ্য পাত্রের কাছে তার আলোচনা ক'রবো ব'লে। সেটি আমার হাতের কাছেই ছিল, আর ছিল সঙ্গে-সঙ্গে পরলোক-গত রবি দত্তের কৃত ঐ 'উর্বশী' কবিতারই আর একটি অনুবাদ—এই দু'টি শ্রীযুক্ত ন্যোভিল্-কে প'ড়তে দিই। দিন দু'-তিন এই প্রবন্ধ আর অনুবাদ তিনি রাখেন; পরে ব'ল্লেন যে কবিতার অনুবাদ আর প্রবন্ধ তাঁর চমৎকার লেগেছে,—এগুলি যদি আমি তাঁকে উপহার-স্বরূপ দিতে পারি, তা-হ'লে অতি আনন্দের সঙ্গে তিনি গ্রহণ ক'রে নিজের কাছে রাখেন। বলা বাহুল্য, আমি তাঁকে এগুলি তখন-ই দিয়ে দিলুম।

কবির সঙ্গে ন্যোভিল্-এর আলাপ করিয়ে' দিলুম। দু-এক দিন অনেকক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে এঁর কথাবার্তা হয়—বিশেষ ক'রে ইউরোপের আজ-কালকার

লড়াইয়ের পরের অবস্থা নিয়ে—কোন্ দিকে ইউরোপের মনের গতি এখন চ'ল্‌ছে, শ্রেয়ঃ কী, কি-ক'রে তার সাধনা চ'ল্‌তে পারে—এই-সব বিষয় নিয়ে।

একটি বিষয়ে ইনি কবিকে একটি প্রশ্ন ক'র্‌লেন—Yellow Peril পীতাতঙ্ক বা "পীত-ভয়", অর্থাৎ চীনা জাপানী প্রভৃতি জা'ত থেকে কোনও সত্যিকারের আশঙ্কা, ইউরোপের আছে কি না। কবি ব'ল্‌লেন, Peril ব'ল্‌লে যে কথা বুঝায়, যে একটি শক্তিশালী জা'ত তার মানোয়ারী জাহাজ, তার সেপাই-বন্দুক-কামান, তার মিশনারি-ঔপনিবেশিক-বেনে, আর যত রাজ্যের লোক-লস্কর নিয়ে আর একটি জা'ত, যে জা'ত মোটেই এদের চায় না, তার ঘাড়ের উপর একটা উৎপাতের মতন প'ড়্‌ল, আর তার মধ্যে একটা কায়েমী স্থান ক'রে নিয়ে, আরব্য-রজনীর সিন্দ্‌বাদের উপাখ্যানের Old Man of the Sea বা সাগর-পারের দ্বীপের বুড়োর মতন তার ঘাড়ে চেপে, দু-হাতে তার গলা টিপে ধ'রে, গট হ'য়ে ব'সে রইল, এই যে predatory instinct অর্থাৎ শ্যেন-বুদ্ধি, এটা হ'চ্ছে ইউরোপীয় জা'তেদেরই কীর্তি। ইউরোপ এই ক'রে সারা দুনিয়ার উপরে চেপে ব'সে আছে, জগতে সত্যকার একটা মস্ত White Peril র'য়েছে। এশিয়ার কোনও জা'ত কখনও এমন ক'র্‌তে চেষ্টা করেনি —হালে যদি কেউ ক'রে থাকে তো কোরিয়াতে জাপান ক'র্‌ছে, তাও ইউরোপের অনুকরণে। চীনারা শান্ত-শিষ্ট জা'ত—এরা-ই একমাত্র সভ্য জা'ত যাদের মধ্যে, কাটাকাটি যাদের ব্যবসায়, এমন সৈনিক-সেনানীর স্থান সমাজে কস্মিন্-কালেও উচ্চে ছিল না—সেপাইকে এরা ভাড়াটে' গুণ্ডা আর গলা-কাটার শামিল ক'রে দেখেছে। এই চীন চায় যে, সে তার নিজের বিরাট্ দেশের মধ্যে তার প্রাচীন রীতি-নীতি নিয়ে নিজের ইচ্ছা-মতন চলে, তার যা-যা দরকার এই দেশের মধ্যেই সে পায়। বাইরের জিনিসের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নেই, তার বিরাট্ সাম্রাজ্যের মধ্যে খালি জায়গাও কিছু-কিছু আছে; যদিও বাইরে প্রসারের ক্ষেত্র তার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু খামখা যদি ইউরোপের লোকেরা তাদের উপর চড়াও হ'য়ে, তাদের উপর অত্যাচার করে, যেমন আজকাল ইংরেজ, আর জাপান, আর অন্য জা'তে মিলে ক'র্‌ছে, তা হ'লে চীনের আপত্তি করাটাতে, ন্যায়-বিচার নিয়ে দেখ্‌লে, কারো রাগ করা চলে না। তবে রুষের মতো কোনও চঞ্চল দুর্দান্ত ইউরোপীয় জা'তের পরিচালনায় জাপানে-চীনে মিলে গিয়ে বন্যার মতন ইউরোপীয় ধরণের

সত্যকার একটা পীত-ভয় সৃষ্টি করা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সে রকম যে হঠাৎ হবে, কবি তা মনে করেন না (—এখানে কিন্তু অবান্তরভাবে ব'লে রাখি, কবি যেভাবে এই চীন-সমস্যাটিকে দেখেছেন, আমি নিজে কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক সেভাবে দেখি না—এ সম্বন্ধে যে তথ্য আমার চোখে প'ড়েছে, তাকে আমি আমার ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক ব'লেই মনে করি।—যাক্, সিঙ্গাপুরে নেমে মালয় দেশে এ সম্বন্ধে আরও কিছু চোখে দেখে আর কানে শুনে, কী মনে হয় পরে লেখা যাবে—কবির সঙ্গে এবিষয়ে আজ-কালের মধ্যে আলোচনাও কিছু ক'রেছি—তিনি কতকগুলি বিষয়ে, আমার তথ্যগুলি যদি সত্য হয় তা-হ'লে, আমার আশঙ্কাগুলি অমূলক নয় একথা স্বীকার ক'রেছেন)।

ন্যোভিল্ নিজের লেখা একখানি ফরাসী উপন্যাস কবিকে উপহার দিলেন। মোট কথা, এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে মিশে, বেশ সুশিক্ষিত, হৃদয়বান্, বিচার-শক্তিশালী একজন ফরাসী যুবকের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ হ'ল। এঁর সঙ্গে এঁর রেজিমেণ্টের আর একটি অফিসার ছিলেন, ইনি ইংরেজি জানেন না। হিন্দু ধর্মের মূল কথাটা কী, সংক্ষেপে জান্তে চাইলেন। আমার ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, আত্মা, কর্মবাদ, সগুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, নিত্যধর্ম, লোকধর্ম, প্রতিমা-পূজা, হিন্দু-সমাজ, জাতি-তত্ত্ব, জ্ঞান, ভক্তি—প্রভৃতি স্থূল কথাগুলি যথাসম্ভব গুছিয়ে বল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম। ইনি কিছু-ই জানেন না, মন দিয়ে শুন্‌তে' লাগ্‌লেন। আমি ব'ল্‌লুম যে, হিন্দুধর্ম ব'ল্‌লে একটা system of culture, একটা বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি বা সভ্যতাকে বোঝায়, যেটা গত তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষে নানা জা'তের ভাব-সম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বিকশিত হ'য়ে আস্‌ছে ; এতে কোনও dogma বা creed, কোনও ধরা-বাঁধা অবশ্য স্বীকর্তব্য মতের বালাই নেই। তবে এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ লোক যে কতকগুলি ভাবকে সব-চেয়ে যুক্তি-তর্কানুমোদিত ব'লে মেনে থাকে, সেগুলি ব্রহ্ম, আত্মা, দেবতাবাদ ইত্যাদি নিয়ে। সেগুলির সংক্ষেপে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা দিলুম। আর, সমস্ত মতবাদের মূলে, সব ধর্মসাধনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা হিসাবে, যে নিত্যধর্ম—দম, ত্যাগ, মৈত্রী প্রভৃতি আছে—ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধি আর সদনুষ্ঠানকে যে মুখ্য স্থান দেওয়া হ'য়েছে, কোনও বাদ—জ্ঞান বা ভক্তি প্রভৃতি—এগুলি যে গৌণ, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই কথাটি বোঝাতে

চেষ্টা ক'র্‌লুম। হিন্দু ধর্ম যে এতটা উদার, এর মধ্যে যে খ্রীষ্টোপাসক ভক্তেরও স্থান আছে—এ কথা ভদ্রলোক বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেন।

প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রীদের মধ্যে আছেন আনাম-যাত্রী কতকগুলি ফৌজী অফিসার, আর ফরাসী সরকারের কর্মচারী, ডাক্তার আর ব্যবসায়ী। এঁদের চার পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের স্ত্রীরাও আছেন। সকলেই ফরাসী, অন্য ইউরোপীয় যাত্রী কেউ বোধ হয় নেই। এরা এমন কিছু বিশেষত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নয়। তবে এঁদের মধ্যে, আভিজাত্যের, শিক্ষার আর ভব্যতার দিক্ থেকে, বেশ একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। একটি যুগল স্বামী-স্ত্রী আছেন—চাল-চলনে সব-চেয়ে aristocratic বা অভিজাত ব'লে মনে হয়। দুজনেই আধা-বয়সী মানুষ। বিশেষ ক'রে, স্ত্রীটির মুখ দেখে একেবারে বাঙালীর মেয়ে ব'লে মনে হয়। স্ত্রীটি আবার বাঙালী ধরণের একখানা সরু কালো কল্কাপাড় সাদা সাড়ীকে পিন্-টিন্ দিয়ে ঘাগ্‌রার মতন ক'রে প'রে, সকালে ডেকের উপর স্বামীর সঙ্গে ঘোরেন; পিছন থেকে বাঙালীর মেয়ে ব'লে আমার ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। এই মহিলাটি ডেকের উপরে চলাফেরার সময়ে কেমন যে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ চোখে, ডেক-চেয়ারে ব'সে আমাদের সঙ্গে কথা কইছেন, কবির প্রতি নেত্রপাত ক'রে, বিনীত-নম্র ভাবে শান্ত ভাবে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যান—সেটি ভারি সুন্দর লাগে। বাঙালী ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের গিন্নীর মতন স্নেহময় প্রশান্ত দৃষ্টি ব'লে, সুরেন-বাবু এঁর নামকরণ ক'রেছেন 'বেনে-বউ'। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে দেখ্‌ছি, ডেকের উপর এক কর্কশ-ধ্বনি গ্রামোফোনে যত সব মার্কিন Jazz জাজ্‌ ঠাটের বিকট গান আর উৎকট বাদ্য একটা শব্দের তাণ্ডব সৃষ্টি করে—যেন নোতুন খোয়া-বিছানো মেরামতী বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে রোলার-ইঞ্জিন তার সব রকম আর্তনাদ নিয়ে চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে; আর আমাদের প্রথম শ্রেণীর চার-পাঁচটি বিবাহিতা, কুমারী, আর অবীরা, প্রৌঢ়া, তরুণী আর অজ্ঞেয়-বয়স্কা, পীনা, তন্বঙ্গী আর স্থূলোর্ধ্ব-মধ্যাঙ্গী ও ক্ষীণনিম্নাঙ্গী, ততগুলি অতি-সাধারণ-ফরাসীর মতো মোটা-সোটা, থপ্-থপে' unromantic শ্রীছাঁদ-বিহীন পুরুষের সঙ্গে (এদের কারো-কারো বত্রিশ পাটী দাঁতের মধ্যে ষোলো পাটী-ই সোনা-বাঁধানো—কবি ব'ল্‌ছেন, বহুমূল্য এদের হাসি, সোনার হাসি কি না!) ধপাধপ্ ক'রে যত আজকালকার ইতরভাব-দ্যোতক মার্কিন নাচ নাচ্‌তে শুরু করে—তখন দেখি, এই দম্পতী তাতে যোগ দেন না।

এই রকম আর একটি দম্পতী আছে, স্বামী ইন্দোচীনের একটি বড়ো সেনানী হ'বেন, জবরদস্ত গোঁফওয়ালা ভারিক্কে চেহারা, যেন নেপোলিয়নের বিখ্যাত অশ্বারোহী দল—Chasseurs 'শাস্যর'-দলের—একজন সওয়ার। স্ত্রীটি ক্ষীণাঙ্গী মধ্যবয়সের মহিলা, এঁরাও একটু আল্‌গোছা থাকেন। একটি ভারি সুন্দর শ্রীমান্ ছেলে এই দম্পতীর আছে, তার সঙ্গে ভাব ক'রেছি—তার নাম Louis লুই, বয়স ন'বছর, Indo-Chine অ্যাঁদো-শীন্-এ ছেলেবেলায় কবে ছিল মনে নেই—খালি ফরাসী-দেশের ইতিহাস আর ফরাসী-দেশের ভূগোল প'ড়েছে—তার একটি দাদামশায় আছে, তার মায়ের বাপ, তিনি তাকে বড্ড ভালোবাসেন—এতদিন ধ'রে জাহাজে ক'রে জলে-জলে আস্‌ছে কিন্তু তবুও তার খারাপ লাগে না, কারণ এ-ই বেশ, আর তার দুটি ছোটো-ছোটো বন্ধুও জুটেছে, তাদের সঙ্গে সারাদিন যখন ইচ্ছে খেল্‌তে পারে—এই সব খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রেছি; আর ছেলেটির সঙ্গে ভাবের ফলে, তার বাপের সঙ্গেও আলাপ হ'য়েছে। বাপটি ব'ল্‌লেন—"বেশ, vous êtes déjà des camarades—এরি মধ্যে দুজনে দোস্ত হয়ে প'ড়েছেন।" এই থেকে, সকালে এঁর সঙ্গে দেখা হ'লে পরস্পর অভিবাদন করি, আর কবির সাম্‌নে দিয়ে যাবার সময়ে এঁর বিরাট্ সোলার টোপা বা টোপোর—সেটিকে টুপি ব'ল্‌লে তাতে ক্ষুদ্রতা আরোপ ক'রে তার অপমান করা হয়—সেটিকে ডান হাতে তুলে ইনি কবিকে অভিবাদন ক'রে যান। সাড়ীওয়ালা মহিলাটির স্বামী একদিন আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন—ইনি জান্‌তে চাইলেন, কবির পৈতৃক বাসভূমি কোথায়—আর তাঁর মাতৃভাষা কী। যখন শুনলেন যে, ক'ল্‌কাতায় এঁর বাড়ি, তখন ব'ললেন যে তা-হ'লে তো ইনি 'ব্যাঁগালী' অর্থাৎ বাঙালী। আমি ব'ল্‌লুম, "আপনি ফরাসী, কিন্তু ভারতবর্ষে যে বাঙালী আর অন্য ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতীয় লোক আছে, এ খবর আপনি রাখেন তা-হ'লে দেখ্‌ছি।" ইনি উত্তরে ব'ল্‌লেন—"আমি পণ্ডিচেরীতে কিছুকাল ছিলুম (এঁর স্ত্রীর সাড়ী-প্রীতির কারণ এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারা গেল)—সেখানে যে বিখ্যাত বাঙালী political refugee (বাঙলায় কী ব'ল্‌বো—'রাজনৈতিক কাশীবাসী'?) "গশ্" (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ) আছেন। শহরটা অতি বাজে—একটুও vie intellectuelle অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির সাড়া পাওয়া যায় এমন জীবন নেই—একজন ইংরেজ ব'লেছে যে, এই শহর হ'চ্ছে a city of ghosts অর্থাৎ

প্রেতাত্মার পুরী, সেটা ঠিক কথা—দেখ্‌তুম যে অরবিন্দের দলটিতেই কিছু সচ্চিন্তা আছে।" শ্রীযুক্ত অরবিন্দের সঙ্গে Paul Richard পোল্ রিশার্ ব'লে একজন ফরাসী আর তাঁর স্ত্রী থাক্‌তেন, এঁরা তিনজনে মিলে Arya 'আর্য্য' নামে একখানি দার্শনিক মাসিক-পত্র ইংরেজিতে বা'র ক'র্‌তেন—এঁদের নাম শুনেছেন, তবে আলাপ হয়নি এঁদের সঙ্গে।

প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রীদের মধ্যে, পুরুষদের দুই-একজনের সঙ্গে কচিৎ কখনও একটা-আধটা বাক্যালাপ হ'য়েছে মাত্র—"বঁ-ঝুর্" বা পরস্পরের জন্য শুভদিন কামনা—কপালে হাত ঠেকিয়ে' আধা-ফৌজী কায়দায় নমস্কার করা—এইটুকু যা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা এদিকে আসে না—তাদের জন্য জাহাজের পিছন দিক্‌কার খোলা ডেক্‌টার ব্যবস্থা, যেখানে জাহাজের সুকানী বা 'হাল-ধর' চাকা ঘুরিয়ে'-ঘুরিয়ে' সাম্‌নের কম্পাসের নির্দিষ্ট দিশা দেখে জাহাজকে তার গন্তব্যের অভিমুখী ক'রে রাখ্‌ছে। তৃতীয় শ্রেণীও একেবারে আলাদা, এই শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বিশেষ কোনও খোলা ডেক্ নেই—এরা সাম্‌নের আর পিছনের সাধারণ খোলা ডেক্‌গুলিতে খালাসী, আগুন-ঘরের মিস্ত্রী, বাবুর্‌চী, ফরাসী, আরব, মোপ্‌লা, আনামী, যত হরেক রকমের লোকের মধ্যে আর খোলা ডেকের চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীদের পাতা শতরঞ্জী কম্বল আর চ্যাটাইয়ের ফাঁকে, একটু-আধটু যা দাঁড়াবার জায়গা পায়, তাতে দাঁড়িয়ে' আবশ্যক মনে ক'র্‌লে বাইরের খোলা হাওয়া একটু ক'রে সেবন ক'রে যায়।

১৯এ জুলাই ১৯২৭

আমাদের জাহাজের জীবনের দৈনন্দিন কাজের একটা হিসেব দেওয়া যাক্। কবির ক্যাবিন্-দ্য-ল্যুক্স হ'চ্ছে উপরে, তার নীচের তলায় আমাদের ক্যাবিন। আমাদের তিনজনের জন্য দু'টো ক্যাবিন পাওয়া গিয়েছে—সম্পূর্ণ নিজেদের এলাকায়। প্রথম শ্রেণীতে বেশী যাত্রী নেই। প্রায় সব-ই খালি যাচ্ছে। প্রতি ক্যাবিনে দু'টো ক'রে berth বা বিছানা। ধীরেন-বাবু আর আমি একটা ক্যাবিন দখল ক'রে আছি, সুরেন-বাবু অন্যটা। সকাল ছ-টার দিকে আমাদের ঘুম ভাঙে। একজনে আগে উঠ্‌লে অন্য দু-জন যদি ঘুমোয় তো তাদের জাগিয়ে' দিই। ছ'টায় উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে যে-দিন কামাবার হয় সেদিন কামিয়ে নিই। দেখ্‌ছি যে, ফরাসী ফার্স্ট-ক্লাসের যাত্রীরা

ইংরেজদের মতো কেতা-দুরস্ত নয়—এক মুখ খোঁচা-খোঁচা আ-কামানো দাড়ী নিয়ে বেলা দশটা পর্য্যন্ত শোবার ঢিলে পায়জামা আর জামা প'রে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা বেড়াচ্ছে। কেউ-কেউ আমাদের মতন দিব্যি চটি জুতো প'রেই র'য়েছে—মেয়েরাও অনেকে তাই করে। স্নানের ঘরে গিয়ে, সমুদ্রের জলের ঝাঁঝরা-কলের নীচে দাঁড়িয়ে' স্নান ক'রে, তার পরে মিঠে জল দিয়ে গা থেকে লোনা-জল ধুয়ে ফেলে, নাওয়ার পাট চুকিয়ে' নিয়ে,—তারপর ক্যাবিনে ফিরে এসে অঙ্গে সারাদিনের মতন পোষাক চড়িয়ে' উপরের ডেকে আসা। এতেই প্রায় পৌনে-সাতটা, সাতটা বেজে যায়। উঠে দেখা যায় যে, জাহাজের ডান দিক্‌কার ডেক্, যেখানটায় আমরা সাধারণতঃ বসি (জাহাজ চ'লেছে পূব-মুখো আর অগ্নি-কোণা হ'য়ে), সেখানে কবি তাঁর কেদারায় ব'সে আছেন। তাঁকে এই বিদেশে ভ্রমণের সময় তাঁর ঢিলে জোব্বা প'রেই থাক্‌তে হয়, আর এই পোষাকেই এখন দেখ্‌ছি তাঁকে ঠিক মানায়। কবির সঙ্গে খানিক গল্প হয়, তারপর সওয়া-সাতটার মধ্যেই প্রাতরাশের জন্য আমরা নীচে খাবার হল-ঘরে যাই।

আমরা চারজনের বস্‌বার মতন একটি টেবিল আমাদের জন্য ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি—এক ধারে সেটি। কবি আর আমি পাশাপাশি বসি, আর ওদিকে সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু। প্রাতরাশ মিনিট কুড়ির মধ্যেই সেরে নেওয়া যায়। প্রাতরাশের সময়ে খাবার ঘরে তেমন ভীড় হয় না—যত যাত্রী, রাত্রে নাচা আর দাপাদাপি ক'রে, বেশীর ভাগ যে যার ক্যাবিনে শুয়ে থাকে—চাকরে ঘরে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে যায়। দেখি যে, কেবল আমাদের পণ্ডিচেরীর ফরাসী ভদ্রলোক আর তাঁর সাড়ীতে তৈরী পোষাক পরা স্ত্রী, এঁরা দু-জনেই যা সকলের আগে টেবিলে বসেন। খাবার সঙ্গে-সঙ্গে, কবির স্বচ্ছ পরিহাস-মিশ্র হাস্য-আলাপ আমাদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে' তোলে। প্রাতরাশ সেরে নিয়ে উপরে আসা যায়—খানিকটা বা কবির সঙ্গে গল্প করি। নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি, নিজের অভিমতগুলি তাঁর অনন্যকরণীয় সরল এবং ভাবদ্যোতক ভাষায় তিনি ব'লে যান। সময়ে-সময়ে ইচ্ছে হয় যে প্রত্যেক কথাটি লিখে রাখি।

সকালবেলা প্রাতরাশের পরে, আর বিকালের দিকে, যখনি মন হয়, জাহাজের খোলের ভিতরে তৃতীয় শ্রেণীতে, আর যেখানে চতুর্থ শ্রেণীতে সব

নানা জা'তের লোকে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ময়লা অপরিষ্কারের মধ্যে র'য়েছে—জাহাজের কল-কব্জার পাশে যেখানে-যেখানে একটু ফাঁক সেখানে চট-চেটাই বিছিয়ে' লোকের আস্তানা—জলের পাম্প, মুরগীর ঝোড়া, রান্নার ডেকচী, কাঠের হরেক রকম ফ্রেম, খালাসীদের যন্ত্র-পাতি—সেখানে গিয়ে আনামী সেপাই ফরাসী সেপাই, তমিল যাত্রী, আরব খালাসী, এদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই ; কোথাও বসি, কোথাও দাঁড়াই—কারো সঙ্গে ফরাসীতে, কারো সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে, কোথাও বা ইংরেজিতে, ক্বচিৎ বা ধীরে-ধীরে বানিয়ে' নিয়ে মনে-মনে দু-একবার আউড়ে' নিয়ে দু-একটি আরবী আর তমিল বাক্যের দ্বারা, এদের সঙ্গে কথা কই। এই যে এত লোক একসঙ্গে র'য়েছে জাহাজে, এটা একটা ক্ষুদ্র আন্তর্জাতিক রাজ্য ব'ল্‌লেই হয়। নরদেবতা কত বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন রূপে প্রকট হ'য়ে, যেন আমারই কৌতূহলকে চরিতার্থ কর্‌বার জন্য এসে দাঁড়িয়েছেন—এদের সঙ্গে কথাবার্তা না ক'র্‌লে আলাপ না জমালে, এদের যেন প্রত্যাখ্যান করা হবে, তার দ্বারা আমি-ই বঞ্চিত থাক্‌বো। তাই এদের মধ্যে এসে, গল্প-গুজব ক'রে, ভাষায় কুলোলে কোথাও একটা রসিকতা ক'রে, কার কী উদ্দেশ্যে গমন, কার বাড়িতে কে আছে এইসব কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে আর উত্তর দিতে-দিতে সময় কাটাতে আমার বেড়ে লাগে। ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবুও সঙ্গে থাকেন, তাঁরাও বেশ কৌতুক অনুভব করেন। এই পর্ব সেরে এসে, কখনও বা একটু চিঠি লিখি, কখনও বা ক্যাবিনে গিয়ে একটু শুয়ে-ব'সে কাটাই, আর সঙ্গে যা কিছু বই নিয়ে যাচ্ছি সেই বই একটু-আধটু পড়ি, অথবা ধীরেন-বাবুর মিঠে হাতের এস্রাজ বাজানো একটু শুনি। এদিকে কবি হয়-তো ডেকে ব'সে প'ড়্‌ছেন বা লিখ্‌ছেন, কি তাঁর ঘরে গিয়ে লিখ্‌ছেন, কিংবা ডেকে চেয়ারে আধ-শোয়া হ'য়ে সমুদ্রের দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে' আছেন—কখনও তাঁর লেখা শুনি, কখনও বা গল্প করি। এগারোটা বাজ্‌লে তাঁর স্নানের ঘরে মিঠে জল দিয়ে যায়, কবি স্নান ক'র্‌তে নামেন।

এই রকমে দুপুর বাজে—মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় এসে যায়। আবার চারজনে একত্র গিয়ে ভোজনের পালা। এখন খাবার-ঘর একেবারে ভর্‌তি হ'য়ে যায়। কবির সহজ সলীল-গতি রহস্য-বার্তার মধ্যে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনরীতি সুসম্পন্ন হয়। তারপর, সকালের মতনই হয় উপরে এসে কবির সঙ্গে আলাপ,—নয় এ ডেক্ ও ডেক্ ভ্রমণ, কিংবা মাঝে-মাঝে ক্যাবিনে এসে

মিনিট কতকের জন্য সামান্য একটু বিশ্রাম। বিকালে চারটের সময় চা-পান ক'র্‌তে আস্‌তে হয়—এ সময়ে কবিকে দেখ্‌লুম পাঁচ দিনের মধ্যে তিন দিন নীচে নাম্‌লেনই না চা খেতে।

বিকেল, সন্ধ্যে—ঐ রকমেই কাটে, ফরাসী যাত্রী মেয়ে-পুরুষদের চাল-চলন দেখি, ঘুরি ফিরি, গল্প করি—আপনারা তিনজনে, বা কবির সঙ্গে। সন্ধ্যে হয়, মুখ হাত ধুয়ে সাতটায় সান্ধ্য-ভোজনের জন্য যেতে হয়। এই ভোজনটা বিশেষ ঘটার ব্যাপার, এতে ঘণ্টাখানেক কি পৌনে-এক ঘণ্টা লাগে। তারপর আবার ডেকের উপর এসে ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক কবির চেয়ারের পাশে বসা। এর-ই মধ্যে কখনও-কখনও ফরাসী দু-একজনের সঙ্গে আলাপ হয়। তার পরেই দেখি, গ্রামোফোন আসে—নাচের যোগাড় হয়, আমরা হয়-তো খানিক এই নাচের নামে কসরৎ বা ড্রিল্ দেখি, হয়-তো একটু পরেই চ'লে আসি। ঘরে কাপড়-টাপড় ছেড়ে, রাত্রিবাস-পোষাক প'রে, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খানিক পড়া যায়, তার পরে যখন ঘুমোবার জন্য শুয়ে-শুয়েই স্থইচ্ টিপে বিজলীর বাতিটা নিবিয়ে দিই, তখন প্রায় সাড়ে-দশটা এগারোটা হ'য়ে যায়।

জাহাজের কাপ্তেন মসিও গাব্রিয়্যার্গ-এর নামটি অত গুরু-গম্ভীর ভীতি-প্রদ হ'লেও মানুষটি অতি খাসা, একেবারে মাটির মানুষ। দু'দিন সকালে এসে টুপি খুলে কবিকে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে অভিবাদন ক'রেছেন, সুখ-সুপ্তিকা-প্রশ্ন ক'রেছেন, কিছু আবশ্যক কিনা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। ওঁর কোনও অসুবিধা হ'লে, তার ব্যবস্থার জন্য তাঁকে ব'ল্‌তে বার-বার অনুরোধ ক'রেছেন। জাহাজের একটি ফরাসী ভদ্রলোক কবির খোঁজ নেন; অন্যান্য অফিসারেরা সাম্‌নে দিয়ে যেতে হ'লে, সকলেই টুপি খুলে, দেখুন না দেখুন কবিকে সম্মান দেখিয়ে' যান; ফরাসী খালাসীরাও তাই করে। চোখাচোখি হ'লেই কবিও স্মিত-হাস্যে প্রত্যভিবাদন করেন, দুই হাত দিয়ে নমস্কারও করেন।

কবির সঙ্গে ব'সে-ব'সে গল্প করার আনন্দ, সৌভাগ্য-বলে ক-দিন ধ'রে বিশেষ ক'রে লাভ করা যাচ্ছে। এঁর সঙ্গে কথা কওয়া সব সময়ে যে খালি হাল্‌কা ভাবে হয় তা নয়, সময়ে-সময়ে বিচার-শক্তির উপরও বেশ ধকল পড়ে। কবি সহজ-ভাবে অবলীলাক্রমে তাঁর নিজস্ব অপূর্ব ভাষায় যে চিন্তা ও বিচার-পরম্পরা আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত করেন, তা অনুসরণ ক'রে উত্তর দিতে-

দিতে আলাপ জমিয়ে যাওয়াতে, বেশ একটা মানসিক-ব্যায়াম-জাত স্ফূর্তি অনুভব করা যায়। কত বিষয়ে কত রকমের চিন্তোত্তেজক কথা শোনা যায়। বাঙলা ভাষার বাক্যরীতি, বাঙলা শব্দের অর্থগত বিশিষ্টতা আর তাদের ইতিহাস, এ-সমস্ত বিষয়, 'শব্দতত্ত্ব'-লেখকের উচিত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের সঙ্গে তিনি কখন-কখনও অবতারণা করেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতির সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে, আজ-কালকার বাঙলা সাহিত্যে পূতিবিশ্লেষাত্মক যে একটি ধারা প্রকট হ'য়েছে, যাতে সর্বদাই একটা গুপ্ত-ব্যক্ত অতৃপ্ত দেহের ক্ষুধা বিদ্যমান, তার সম্বন্ধে, নাট্যকলা সম্বন্ধে, কাব্য, ও কাব্য সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপের রসিকগণের মনোভাব নিয়ে, জীবনে রসের দিক্ অলংকারের দিক্ সম্বন্ধে, পোষাকে প্রসাধনে আধুনিক ইউরোপীয় আর বাঙালী আর অন্য ভারতীয় রুচি সম্বন্ধে, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের অবস্থা সম্বন্ধে, বাঙলার জমিদার ও কৃষকদের সম্বন্ধ নিয়ে তাঁর নিজের জমিদারির অভিজ্ঞতা, সেকালে লাঠিয়ালের প্রভু-ভক্তি, তাঁর মুসলমান প্রজা আর লাঠিয়াল রূপচাঁদের কথা—এখনকার নব্য বাঙালী মুসলমানের মনোভাব সম্বন্ধে ;—এইরূপ নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেই এই আধুনিক ভারতের সচ্চিন্তার প্রধানতম উৎসের অজস্র সুবিচার ও সূক্তি-বারি-পূত সরোবরে যখন ইচ্ছা তখন অবগাহন ক'রে স্নিগ্ধ হবার সুযোগ পাচ্ছি। দেখ্‌বার আর শোন্‌বার জন্য মানুষের দুটো চোখ, দুটো কান,—কিন্তু বল্‌বার জন্য মাত্র একটি মুখ, আর লেখ্‌বার জন্য একখানা হাত—এ-সমস্ত ধ'রে রাখ্‌বার শক্তি এবং সময় দুইয়েরই অভাবটা বড্ড অনুভব ক'র্‌ছি।

আবার যখন তিনি খাবার সময়ে বা অন্য সময়ে, হাল্‌কা মেজাজে একথা-ওকথা-সেকথা ব'লে যান, তখনও চমৎকার লাগে। খাবার-টেবিলে ফলের মধ্যে কলা দেখে, দুর্গাপ্রতিমার গণেশের পাশের কলা-বউয়ের কথা মনে প'ড়ে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বাল্যকালের বাড়ির গান-শিক্ষক বিষ্ণুর গানের পদ মনে এল'—যে-রকম সব পদ গেয়ে, বিষ্ণু, কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর মতন তাঁর ছোটো-ছোটো শিষ্যা আর শিষ্যদের চিত্ত-বিনোদনের সঙ্গে-সঙ্গে গান শেখাবার চেষ্টা ক'র্‌তেন—

গণেশের মা, কলা-বউকে জ্বালা দিয়ো না,—
তার একটি মোচা ফ'ল্‌লে পরে, কত হবে ছানাপোনা॥

অন্য গান মনে প'ড়ে গেল। বাঙলা দেশে পৌরাণিক দেবতারা এই রকম সবাই তাঁদের দেবত্ব ছেড়ে, বাঙালী সংসারের মানুষ হ'য়ে গিয়েছেন—জগৎ-জননী উমা, হিমালয়-দুহিতা পার্বতী, শম্ভুগৃহিণী গৌরী এখন 'গণেশের মা', বউ-কাঁটকী শাশুড়ী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন; তিনি বাঙলাদেশের আর পাঁচজন শাশুড়ীর মতন পুত্র-বধূকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেন; যাতে তাঁর এই 'বধূ-কণ্টকী' ভাব নিবারণ হয়, তাই তাঁকে এই পদের কবি অনেকগুলি নাতিপুতির লোভ দেখাচ্ছেন, যাদের কোলে-কাঁখে ক'রে তিনি পুরো আদর-দেওয়া ঠাকুরমা হ'য়ে ব'স্‌বেন। Kindergarten অর্থাৎ 'কুমার-কানন'-অনুমোদিত পদ্ধতিতে গান শেখাবার তারিফ ক'রে, গুন্-গুন্ স্বরে কবি ছেলেবেলায় শোনা বিষ্ণুর আর একটি পদ ধ'রলেন—

> বেদের মেয়ে এলো পাড়াতে—
> সাধের উল্‌কি পরাতে।
> আবার উল্‌কি পরা যেমন-তেমন, লাগিয়ে' দিলে ভেল্‌কি—
> ঠাকুর-ঝী, উল্‌কির জ্বালাতে বড়ো কেঁদেছি॥

ব'ললেন যে, এই গানটিতে বেদেকে দিয়ে উল্‌কি-পরানোর সঙ্গে-সঙ্গে তার জাদু দেখ্‌বার যে ছবিটা জাগে, সেটা ছেলেবেলায় বিশেষ একটা রহস্যের সঙ্গে তাঁর চিত্তকে পূর্ণ ক'রে দিত। এ খালি গান শেখা নয়, ছোটো ছেলের মনে এই রকম ভাঙা পদ একটি অদ্ভুত রসের অবতারণা ক'রে দিত—সেটা একটা ছোটো লাভ নয়।

জাহাজ ছাড়্‌বার পরের দিন শুক্রবার ভোরে কবির সঙ্গে যাই দেখা, তাই তিনি ব'ল্‌লেন—"ওহে, তোমাদের Ph. D.-র পরে, অর্থাৎ উপরে তো Ph. E. উপাধি? আমি সেই Ph. E. পি-এইচ-ঈ।" ব্যাপারটা বুঝ্‌লুম না। তখন ব'ল্‌লেন, "পেয়েছি হে, পেয়েছি!" তখন মনে প'ড়ে গেল, মাদ্রাজে কবির একটি ওষুধের শিশি পাওয়া যাচ্ছিল না—শারীরিক অবসাদ এলে, এই ওষুধ (বাইওকেমিক মতে তৈরী পোটাসিয়ম আর ফস্‌ফরস্ মিশ্র একটি গুঁড়ো) তিনি দুই-এক টিপ ক'রে খেয়ে উপকার পান। জাহাজে উঠে, গত রাত্রে সুরেন-বাবু প্রায় দু'ঘণ্টা তন্ন-তন্ন ক'রে প্রত্যেক বাক্স আর ব্যাগ খুঁজে হয়রান হ'য়ে যান, কিন্তু ওষধের কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি—আর

কবি আজ সকালে একটি বাক্স খুলে-ই, প্রথম হাত দিয়ে-ই দেখেন যে, সেই হারানো ওষুধ একটি জামার পকেটের মধ্যে র'য়েছে।

জাহাজের খোলা ডেক্ দুটিতে, আর সাম্‌নের উঁচু ডেক বা ব্রিজ্-এতে (ফরাসীতে বলে pont 'পঁ', তাতে) ঘুর্‌তে আমার বেশ ভালো লাগে। এখানকার যত অপরিষ্কার জিনিস আবর্জনা আর মানুষের গায়ে পোষাকে যত ময়লা, এসবের-ই, মস্ত প্রতিষেধক হিসাবে সাগরের উন্মুক্ত বাতাসকে পাওয়া যায় ব'লে, এগুলো ততটা পীড়াদায়ক হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর ভিতরে গিয়ে বেশ ক'রে ঘুরে ঘুরে একদিন দেখে এসেছি। জাহাজের মধ্যখানে সব উপরের তলায় কাপ্তেনের ঘর; তার নীচের তলায়, প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন কতকগুলি, আর কবির জন্য দেওয়া সব-চেয়ে ভালো ক্যাবিনটি, আর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের চ'লে-ফিরে বেড়াবার জন্য ডেক্। তার দুটি দিকে দুটো বড়ো হল-ঘর, একটি লাইব্রেরী আর বাদ্যশালা, আর একটি তাস-পাশা প্রভৃতি খেলা করবার আর চুরুট খাবার ঘর। এর নীচে হ'চ্ছে, প্রথম শ্রেণীর ঘর ও কয়েকটি ক্যাবিন, তার দুটিতে আমরা আছি, আর প্রথম শ্রেণীর খাবার-ঘর নাইবার-ঘর। তার নীচের তলায় জাহাজের অফিসার আর ফরাসী খালাসীদের ঘর, দ্বিতীয় শ্রেণীর খাবার-ঘর, রান্না-ঘর, স্নানের ঘর, প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা পিছনের ব্রিজ্-এ হাওয়া খেতে যায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচে, অর্থাৎ পাঁচতলা জাহাজের সব নীচের তলায় হ'চ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন। হাওয়া এখানে খুব কম আসে, ক্যাবিনগুলি ঘিঞ্জি, ছোটো এক-একটাতে নীচে উপরে তিনটে বা ছটা ক'রে বিছানা। এগুলো দেখে মনে হয় অপরিষ্কার। এর মধ্যে অনেকগুলি ফরাসী, আনামী, তমিল যাত্রী ঠাসাঠাসি ক'রে আছে। একটা ভাপ্‌সা, জাহাজের খোলের গা-ঘুলিয়ে'-দেওয়া দুর্গন্ধ, হাওয়া যেন ভারী-ভারী; উপরের খোলা সমুদ্রের নির্মল ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়ে ভিতরে ঢুক্‌লে, প্রথমটা যেন শ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার মতন হ'য়ে, গা বমি-বমি ক'র্‌তে থাকে,—পরে এটা স'য়ে যায়। এই শ্রেণীতে একটা ফরাসী ভোজনালয় র'য়েছে—তার ময়লা টেবিল-চেয়ারে লাল কাপড়ের ঢাক্‌নিগুলো খাবারের দাগে, মদের দাগে বিশ্রী দেখাচ্ছে, যেন প্যারিসের একটা শস্তা রেস্তোরাঁর খাবার ঘর; সেখানে ব'সে-ব'সে দু-চার জন অতি মোটা চেহারার সাধারণ ফরাসী মেয়ে আর পুরুষ খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌ছে। কোনও ঘরে

তমিল যাত্রী, কোনও ঘরে আনামী ওহ্‌দেদারেরা তাদের স্ত্রী আর ছেলে-পিলে নিয়ে চ'লেছে।

ক্যাবিনগুলির মাঝে-মাঝে সরু-সরু পথ। এক কোণে একটি ফরাসী স্ত্রীলোক ক্যাম্বিসের লম্বা চেয়ারে আধ-শোয়া হ'য়ে নভেল প'ড়্‌ছে, আর এক কোণে দেখি, একটি তমিল চেট্টি পরিবার, একটু জায়গা ক'রে নিয়ে, মাদুর আর কম্বল পেতে নিজেদের কাচ্চা-বাচ্ছা নিয়ে শুয়ে ব'সে আছে—পরিবারের কর্ত্তাটির কানে হীরের কান-ফুল, কপালে ত্রিপুণ্ড্র, গায়ে একটা ফতুয়ার মতন, আধা-বয়সী, গোঁফ চুল সব পাকায়-কাঁচায় মেশানো, এক বিছানায় ব'সে-ব'সে একটি তমিল মুসলমানের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌ছে; আর পাশে ঢালা বিছানায় তার স্ত্রী—নাকে লাল পাথরের নাক-ছাবি, হাওয়ার অভাবে অসুস্থ শীর্ণ মুখ, ক'টি বাচ্চা-কাচ্ছা নিয়ে শুয়ে আছে। এই চেট্টিটির সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে আলাপ ক'র্‌লুম। মুসলমানটির সুন্দর ভদ্র চেহারা; এ হিন্দুস্থানী জানে না, ফরাসী জানে, ফরাসীতেই এর সঙ্গে কথা হ'ল। এই হিন্দু পরিবার আর মুসলমান সহযাত্রী—এদের পরস্পরের মধ্যে এই বিদেশী জাহাজে কী চমৎকার সৌহার্দ্যই না দেখ্‌লুম! মুসলমানের ব্যবহারে, হিন্দুর মাথায় ঝুঁটি আর কপালের ফোঁটা, আর তার ধর্ম-বিশ্বাস, তার শৈব-পুরাণ তার তমিল ভাষায় ধর্ম-সংগীত, এ-সবের সম্বন্ধে একটি কেমন সহজ ভদ্রজনোচিত সৌজন্যের ছাপ পাওয়া গেল,—আর হিন্দুর ব্যবহারেও তার জা'তের গোঁড়ামির কোন লক্ষণই পেলুম না। খালি এই তৃতীয় শ্রেণীতে নয়, উপরের ডেকের চতুর্থ শ্রেণীতেও তাই। আমি এই তৃতীয় শ্রেণীর চেট্টিটিকে ব'ল্‌লুম যে, তার স্ত্রীকে দেখে মনে হয় সে বড়ো কাতর, উপরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে যায় না কেন? সে ব'ল্‌লে যে, উপরে মাঝে-মাঝে যায়, কিন্তু সিঁড়ি ব'য়ে বার-বার ওঠা-নামা ক'র্‌তে তার স্ত্রী নারাজ—আর উপরে সুস্থ-ভাবে বস্‌বার স্থানও যে নেই—।

ভারতীয় যাত্রীরা প্রায় সকলেই তমিল-ভাষী। এই তমিলদের মধ্যে যারা হিন্দু, তারা বেশীর ভাগ চেট্টি অর্থাৎ বেনে; এরা সমস্ত ইন্দো-চীনময় তেজারতি কারবার করে। এদের সঙ্গে দু-চারজন চাকর আর কেরানী আছে। চাকরেরা জা'তে হ'চ্ছে প্রায়ই বেল্লালা—দ্রাবিড় দেশের এক শ্রেণীর সৎ-চাষী জা'ত; তাদের তমিল জা'তের স্তম্ভ-স্বরূপ বলা হয়। বাস্তবিক, যে দু-চার জন বেল্লালার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল—ফরাসী, হিন্দুস্থানী আর

ইংরেজির সাহায্যে—তাদের বেশ খাসা লোক ব'লে মনে হ'ল। এরা পড়াশুনো করে—প্রায় সকলেই নিজেদের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে একটু-আধটু পরিচিত, প্রাচীন তমিল ভাষা প'ড়ে একটু-আটটু বুঝ্‌তে পারে। প্রাচীন তমিল সাহিত্যের ভাষাকে 'শেন্-তমিল' বলে, অর্থাৎ 'পুরাতন তমিল'—এই ভাষা, আধুনিক তমিল যাকে 'কোডুন্-তমিল' বলে, তার থেকে অনেকটা অন্য রকমের—যত্ন ক'রে প'ড়ে তবে এই প্রাচীন ভাষা শিখ্‌তে হয়। এরা বেশ রস-বোধের সঙ্গে প্রাচীন তমিল বই প'ড়্‌ছে দেখ্‌লুম। চেট্টিরা জিনিস বাঁধা রেখে, অথবা অম্‌নি টাকা ধার দেয়—আনামী, চীনে, ফরাসী, কম্বোজী, সব জা'ত এদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়; কিন্তু ফরাসী সরকার এদের উদ্দাম কুসীদ-জীবী ভাব থেকে প্রজাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য নাকি একটি সুদের হার বেঁধে দিয়েছে যে, বার্ষিক শতকরা ২৪-এর বেশী সুদ নিতে পার্‌বে না।

এই সব কুসীদ-জীবী চেট্টি মানুষ হিসাবে হয়-তো মন্দ নয়, কিন্তু এদের ব্যবসা কিছুতেই এদের একটা মর্য্যাদা দিতে পারে না। বোধ হয় এদের মধ্যে শাইলক-বৃত্ত লোকেরও অভাব নেই। টাকাকড়ি জমায় যে বেশ, তা এদের মেয়েদের গায়ে জহরতের পরিমাণ দেখ্‌লেই বোঝা যায়—কিন্তু ষ্টীমার-যাত্রা-কালে এরা কেন যে এত হেয় হ'য়ে তৃতীয় শ্রেণীতে যায়, তা বুঝ্‌তে পারা যায় না। কবি ব'ল্‌লেন যে, এদের ইউরোপীয় জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচয় নেই ব'লে, আর প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন প্রভৃতির অনেক জিনিসের ব্যবহার এরা জানে না ব'লে, প্রথম শ্রেণীর আদব-কায়দার সম্বন্ধে এদের একটা ভয় আছে; সেই জন্যই এরা কষ্ট স্বীকার ক'রেও তৃতীয়-শ্রেণীতে যায়, যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতার কসরতের দাবি নেই। কথাটি নিশ্চয়ই খুব ঠিক। কিন্তু বোধ হয়, এরা পয়সা জমিয়ে' যাওয়াই শিখেছে, এ যুগের মতন তার ব্যবহার এখনও শেখে নি।

একটি চেট্টির সঙ্গে জাহাজে প্রথম দিন থেকেই একটু বেশী পরিচয় হ'য়েছিল। তা থেকে চেট্টি-জা'তের কেউ-কেউ যে "একাং লজ্জাং বিহায় ত্রিভুবনবিজয়ী ভব" নীতির অনুসরণ ক'রে, যে-কোনও রকমে সুবিধে ক'রে নিয়ে তবে ছাড়ে, তা বুঝ্‌তে পারা গেল। বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যের মুখে তো আমাদের জাহাজ মাদ্রাজ থেকে ছাড়্‌ল। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেলে পরে, কবি উপরে এলেন, তাঁর জন্য ডেক্-চেয়ারের ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে

বসিয়ে' দিয়ে, আমরা তাঁর পাশে একখানা পিঠ-ওয়ালা বেঞ্চিতে ব'স্‌লুম। বেঞ্চের এক পাশে দেখি দুটি বালিশ র'য়েছে—নোতুন সাদা মলমলের ওয়াড় দিয়ে মোড়া। খানিক পরে বালিশের মালিক এলেন—একটি তমিল চেট্টি, কালো রঙ্, মাথাটা কামানো, ঝুঁটি নেই কারণ মাথা-জোড়া টাক, গোঁফ-দাড়ী সাফ ক'রে কামানো, গায়ে একটা কালো ডোরা-কাটা ছিটের কামিজ, পরনে এক জরীপাড় ধুতি, পায়ে মাদ্রাজী চপ্পল্, একখানা চাদর কখনও মাথায় কখনও বগলে, মুখে এক মাদ্রাজী চুরুট, আর দুই হাতে নিরেট সোনার দুই বালা, কানে জ্বল্-জ্বলে' হীরের কান-ফুল, গলায় একটা ভারী সোনার হাঁসুলীর মতো, তাতে, কণ্ঠদেশ আর বুকের সংযোগস্থলে, মাঝখানে একটা মস্ত বড়ো রুদ্রাক্ষের দানা আর তার দু'পাশে দুটো চৌকা সোনার পদক লাগানো আছে। মাদ্রাজী চেট্টি, মালয়-উপদ্বীপের দিকে যাচ্ছে, পাশে এসে ব'স্‌ল—দেখে আলাপ কর্‌বার জন্য এগোলুম। দেখি, সে হিন্দুস্থানী, ইংরেজি, ফরাসী কিছু-ই বোঝে না, আর তমিলও আমার দু'একটি শব্দ ছাড়া বড়ো একটা আসে না। সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বুঝ্‌লুম; তখন দু-একটি মালয় শব্দ যা জানা আছে তা দিয়ে-দিয়ে বাক্য বানিয়ে' তাই প্রয়োগ ক'র্‌লুম্। আলাপ বড়ো বেশী দূরে এগোলো না।

ঐ রাত্রে বোধ হয় তার দুই বালিশ মাথায় দিয়ে সে উপরে ডেকে বেঞ্চির উপরে-ই শুয়েছিল; তার পরের দিনে দেখি, সে সেখানেই আছে। লা-পরওয়া ভাবে বেড়াচ্ছে। তার কড়া মাদ্রাজী চুরুটের উৎকট ধোঁয়ার কাছে ব'স্‌তে পারা যায় না। আবার বড়ো বেশী আমাদের প্রতি 'নেওটো' বা স্নেহবৃত্ত হ'য়ে প'ড়্‌ল। দুই দিন এম্‌নি ক'রে কাটালে। তৃতীয় দিন আমায় দেখে ইঙ্গিত ক'রে, জাহাজের একটা খানসামাকে ডেকে এনে, দু-একটা তমিল আর মালয় শব্দের সাহায্যে, আর খুব হাত নেড়ে ইশারার ভাষায় বুঝিয়ে' দিলে যে, সে প্রথম শ্রেণীর স্নানের ঘরে মিঠে জল দিয়ে স্নান ক'র্‌তে চায়, যথোপযুক্ত দক্ষিণা সে খানসামাকে দেবে। খানসামা ব'ল্‌লে যে সে গিয়ে প্রধান খানসামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তার অনুমতি নিয়ে আস্‌ছে। খানিক পরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, লোকটির কোন্ শ্রেণীর টিকিট? জবাবে জান্‌লুল, তার 'কেলাস তিগা' বা 'তৃতীয় শ্রেণী'—কিন্তু সে ভালো বখশীশ দেবে। খানসামা আমায় ফরাসীতে ব'ল্‌লে যে তৃতীয় শ্রেণীর লোককে

প্রথম শ্রেণীতে আস্‌তেই দেওয়া হয় না, তবে কবি তাগোরের দলের লোক ব'লে প্রধান খানসামার হুকুম দিয়ে দেওয়া আছে যে, লোকটাকে যেন কিছু বলা না হয়, প্রথম শ্রেণীর ডেকেই যেন থাকৃতে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ঘরে তাকে নাইতে দেওয়া—সেটা বড্‌ডোই আইন-বিরুদ্ধ কাজ হয়। বুঝ্‌লুম যে, আমাদের সঙ্গে গা-ঘেঁষা হ'য়ে থাকায়, জাহাজের লোকেরা ভেবেছে যে চেট্টিটি আমাদেরই সঙ্গেকার। আমি চেট্টিকে ব'ল্‌লুম যে তার নাওয়া উপরে হ'তে পারে না, আর সে তৃতীয় শ্রেণীর লোক, এখানে থাকৃবার তার অধিকার নেই। খানসামাকে ব'ল্‌তে হ'ল যে, চেট্টি আমাদের দলের লোক নয়। তবুও সে পয়সা দেখায়। তখন চেট্টিকে সংক্ষেপে আমার ভাঙা-ভাঙা মালয় ভাষায় ব'ল্‌লুম, "তুআন্-পুঞা টিকেট কেলাস্ তিগা, ইনি কেলাস্ সাতু, ওরাঙ্ কাপাল-আপি কাতা, তুআন্ পের্‌গি তিগা—অর্থাৎ, মশায়ের টিকিট ক্লাস তিন, এটা ক্লাস এক, মানুষ আগুন-নৌকার (অর্থাৎ স্টীমারের লোক) কথা-ব'ল্‌ছে, মশায় যান্ তিনে।"

এটা বিশুদ্ধ মালয় ভাষা হ'ল না নিশ্চয়ই, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে আর খানসামার ধরণ-ধারণে এই অপরূপ মালয় বাক্যের সমস্ত দোষ দূর হ'য়ে গেল; এর অর্থ গ্রহণে কোনও কষ্ট হ'ল না—কিন্তু তবুও লোকটা নাছোড়-বান্দা; কবি ব'সেছিলেন কাছে ডেক্-চেয়ারে, শেষে তমিলে মালয়ে জড়িয়ে' তাঁর সহায়তা যাচনা ক'র্‌তে লাগ্‌ল যে, তিনি সুপারিশ ক'রে, তার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট্ সত্ত্বেও তার প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন। কিন্তু শেষটা নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, আমাদের প্রতি, "এইটুকু উপকার ক'র্‌তে পার্‌লে না তোমরা, নিজেরা বেড়ে ফাষ্টো-কেলাসে চ'লেছো—ভারী ভদ্রলোক তো"-গোছ একটা বিরক্তির দৃষ্টি হেনে, তার বালিশ নিয়ে চ'লে গেল। ভাব্‌লুম, বুঝি এর সঙ্গে এই ছাড়াছাড়ি। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ঘুরে এসে দেখি, সেই বেঞ্চিতে আবার তার বালিশ এনে রেখেছে—এবার দুটো নয়, তিন-তিনটে। সুরেন-বাবু ব'ল্‌লেন, লোকটা ঘুরে ফিরে এসে, তাঁকে ইঙ্গিত ক'রে ডেকে নিয়ে গেল জাহাজের ক্যাশ-ঘরে, আঙুল দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে' দিলে যে, সে তিনের ক্লাস থেকে দুইয়ের ক্লাসে টিকিট বদল ক'র্‌তে চায়; সুরেন-বাবু জাহাজের কর্মচারীদের ব'লে যথাশক্তি এ বিষয়ে তাকে সাহায্য ক'রেছিলেন। সে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, কাজেই নিজ অধিকারে প্রথম শ্রেণীতে থাক্‌তে পার্‌বে—

তাই এবার তিনটে বালিশ এনে হাজির ক'রেছে। কিন্তু তাকে এবারও চ'লে যেতে হ'ল। এর দুদিন পরে তার সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকে আমার হঠাৎ দেখা—সেই বেশ, সেই চুরুট মুখে; দেখা হ'তেই আমি ব'ল্‌লুম—"নাল্লা? অর্থাৎ, ভালো?"—সে খালি "আমা, নাল্লাদু—হাঁ, ভালো" ব'লেই স'রে গেল। এর ব্যবসায় বাড়-বাড়ন্ত অবস্থার নিশ্চয়ই, এরকম নাছোড়-বান্দা না হ'লে তেজারতিতে উন্নতি ক'র্‌তে পারা যায় না।

তমিল হিন্দুরা যায়—তেজারতি ক'র্‌তে, আর সরকারী চাক্‌রি ক'র্‌তে—আর দু-চার জন যায় ব্যবসা ক'র্‌তে। একটি বেল্লালা-জাতীয় তমিল হিন্দু হিন্দুস্থানীতে আমায় ব'ল্‌লে, "দেখুন না, জোয়ান্ ছোক্‌রা—ঘরে ব'সে কিছুই করে না—পাঁচ-ছ টাকাও মাসে রোজগার ক'র্‌তে পারে না—ওকে ইন্দোচীনে নিয়ে যাচ্ছে—যা হয় কিছু একটা ধরিয়ে' দিলে বছরে পাঁচ-ছ শত টাকা থোক জমিয়ে' নিয়ে, ঘরে ফির্‌তে পার্‌বে।" মাদ্রাজী (তমিল) মুসলমানেরা বেশীর ভাগ ছোটো-খাটো দোকান করে—Hanoi হানোই, Hue হুয়ে, Saigon সাইগন্, Phnom-Penh ফ্নোম-পেঞ্ প্রভৃতি শহরে কাপড়-চোপড়ের খুচরা বিক্রীর ব্যবসাটা এই-সব ব্যাপারীদের একচেটে'। এরা বেশ লোক। অনেকের সঙ্গে পরিবার আছে। এরা প্রায় সকলেই লুঙ্গি পরে—তমিল হিন্দুরাও অনেকে লুঙ্গির মতন ক'রে-ই ধুতি পরে। তুর্কী টুপির রেওয়াজ নেই। এদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে ফরাসীতেই কথা হ'ল—প্রথম যখন তাকে দেখ্‌লুম, তখন সে খুব চোস্ত আনামীতে বন্ধু-ভাবে এক প্রৌঢ় আনামী ওহ্‌দেদারের সঙ্গে তার পাশে ব'সে গায়ে পিঠে হাত দিয়ে কথা কইছে। আর একজনের সঙ্গে আলাপ হ'ল হিন্দুস্থানীতে; সাইগনে এর কাপড়ের দোকান আছে—নাম আবদুল সাহেব—'সাহেব' শব্দটি আমাদের বাঙালী মুসলমানদের 'মিয়া' বা 'শেখ'-এর মতো তমিল মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়; এই লোকটি ব'ল্‌লে যে, যখন বন্ধুবর কালিদাস নাগ ইন্দোচীনে সাইগনে যান, তখন এ তাঁকে দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতায় গিয়েছিল। আনামীতে কথা কওয়া লোকটি বল্‌লে, ত্রিশ বৎসর ধ'রে সাইগনে সে কারবার ক'র্‌ছে—রবীন্দ্রনাথ যে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন, সেখান থেকে তিনি যে বাতাবিয়া যাবেন, তা সে তাদের তমিল সংবাদ-পত্রে প'ড়েছে। হিন্দু চেট্টিদের সঙ্গে বেশ দোস্তি ক'রে চ'লেছে এরা। দক্ষিণের হিন্দুদের যে স্পর্শদোষের ভয়ের কথা শোনা যায়, আর দেশে

দেখা-ও যায়, সেটার সম্বন্ধে জাহাজ-ই the great leveller অর্থাৎ 'জবর সমীকারক' হ'য়েছে, তা বোঝা গেল। বাবুর্চীদের 'ভাণ্ডারী' বলে। গোটা কতক ভেড়া আর মুরগী নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে ক'রে, দরকার হ'লে জবাই ক'রে খায়।

আনামী সেপাইরা চ'লেছে—চীনেমানের মতো চেহারা, বেঁটে-গড়ন, দেখ্‌তে ছেলে-মানুষ ছেলে-মানুষ—হঠাৎ খাকীর উর্দীতে পাতলা-'দুব্‌লা'-গোছের গুর্‌খা ব'লে ভ্রম হয়। কিন্তু গুর্‌খার শরীরের দার্ঢ্য, তার ধীর পদক্ষেপ, আর লা-পরওয়া চাল—এসব কিছু-ই নেই। ফরাসী সেপাইগুলি সংখ্যায় কম—কিন্তু এই ফরাসীরা আর তাদের বিজিত আনামীরা বেশ সহজ-ভাবে মিলে-মিশে, বিশেষ camaraderie অর্থাৎ ফৌজী-দোস্তীর সঙ্গে চ'লেছে। ফরাসী সেপাইয়েরা বেশীর ভাগ-ই ছোক্‌রা, অনেককে ১৬।১৭।১৮ বছর বয়সের ছেলে ব'লে মনে হয়, চৌদ্দ আনা লোকের গোঁফ ওঠেইনি।—আনামীদের মাথায় গান্ধী-টুপির মতো ছোটো-ছোটো উর্দীর কাপড়েই তৈরী খাকী টুপি, দুই একজন ওহ্‌দেদারের মাথায় আমাদের ক'ল্‌কাতার ট্রামগাড়ির টিকিট-পরিদর্শকদের টুপির মতন ছাজাদার বা ছাঁচ-তোলা টুপি। ফরাসী সেপাইয়েরা মাথায় বড়ো-বড়ো সোলার 'টোপা' প'রে আছে। দুই জা'তের লোক এক-ই রকম অপরিষ্কার—সকলের পোষাক—গায়ের কোট, পেন্ট্‌লেন, পট্টি, টুপি, তা খাকীর মোটা সূতির কাপড়েরই হোক আর গরম কাপড়েরই হোক—ভীষণ ময়লা। সব পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলা-ফেরা ক'র্‌ছে, পাশাপাশি ব'সে গল্প ক'র্‌ছে, পাশাপাশি শুয়ে আছে, কাপড় কাচ্‌ছে,—এক-ই স্নানাগারের শৌচাগারের দ্বারে ভীড় ক'রে র'য়েছে—আর তমিলদের ছাগল-ভেড়ার ছাল তাড়ানো বা তাদের রান্না, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে' এক-ই ভাবের লোভী ছেলের চোখে, আপসের মধ্যে নানা রকম মন্তব্য ক'র্‌তে-ক'র্‌তে (বোধ হয় এই মাংস রান্না হ'লে কেমন লাগ্‌বে তার আলোচনা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে) দেখ্‌ছে। ফরাসী জা'ত, অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা ব'লে, আর ইংরেজের মতো prestige অর্থাৎ জাতীয় শ্রেষ্ঠতার বাতিক-গ্রস্ত নয় ব'লে, বেশ মানিয়ে' চ'লেছে। ইংরেজ গোরা, অথবা ভারতীয় রাজপুত-ব্রাহ্মণ-শিখ-পাঠান-গুর্‌খা সেপাইয়ের মতন, এই সব ফরাসী বা আনামী সেপাইয়ের একটুখানিও smartness বা চেকনাই নাই। সব যেন অপরিষ্কার, বখা ছোক্‌রার দল, মুখে ধুলো-কাদা, কারো বা মুখময় ব্রণ, কেউ বা

বড়ো-বড়ো নোংরা নখওয়ালা হাত নেড়ে-নেড়ে কথা কইছে, কেউ বা একটা সিগারেটের টুক্‌রো, তার আগুন নিবে গিয়েছে, দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' সেটা চিবোচ্ছে। শুন্‌লুম, আনামীরা আস্‌ছে সিরিয়া থেকে—সেখানে এরা ফ্রান্সের নবলব্ধ রাজ্য দখল ক'রে ছিল। প্রখ্যাত শূরকীর্তি শক্তিশালী জবরদস্ত আরবের দেশে, এরা কি সেপাইত্ব ফলিয়েছিল, তা আমি ঠাউরে' উঠ্‌তে পার্‌ছি না। একদল আনামী ডেকের পাটাতনের উপর গোল হ'য়ে ব'সে তাস খেল্‌ছে, বা কতকটা তাসের মতন স্বদেশের কি এক অজ্ঞাত খেলা সেটা খেল্‌ছে—যে খেলায় আমাদের সাধারণ তাসকে লম্বালম্বি দুই টুক্‌রা ক'র্‌লে যেমন হয় তেমনি আকারের সরু-সরু তাস—তাতে চীনে অক্ষরে সব কী লেখা আছে—তাই ব্যবহার করে। কোথাও বা এরা ডেকের উপরে খড়ির দাগ কেটে বাঘবন্দী খেলা খেল্‌ছে—আর ফরাসী সেপাইরা ঝুঁকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখ্‌ছে।

এদের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ করি। ফরাসী ছোক্‌রারা, আর আনামীদের মধ্যে যারা একটু-আধটু ফরাসী ব'ল্‌তে পারে তারা, তাতে ভারী খুশী হ'য়ে আলাপ করে।

আনামীরা চীনা চিত্রলিপির সাহায্যে নিজেদের ভাষা লেখে—চীনা সাহিত্য এরা আগে প'ড়্‌ত নিজেদের সাহিত্য ব'লে। এখন ফরাসী গভর্নমেণ্ট* চেষ্টা ক'রে রোমান অক্ষর চালাচ্ছে। চীনা অক্ষর দু-পাঁচটা যা আমি লিখ্‌তে পারি, তাই এদের দু-চার জনের কাছে লিখে দেখানোতে, ভারি আনন্দিত হ'য়ে এরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়েছে। বুদ্ধদেবের নামের পরিচায়ক চীনা অক্ষরটি লিখ্‌তেই, তারা আনামী উচ্চারণে প'ড়্‌লে, 'ফাং'; ফরাসীতে ব্যাখ্যা ক'র্‌লুম, বুদ্ধদেব আমাদের দেশের লোক, আনামীরা যেমন তাঁকে পূজা করে আমরাও তেমনি তাঁকে পূজা করি, এই ব'লে দুই হাত জোড় ক'রে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে নমস্কার ক'র্‌লুম—অমনি যে কয়জন অনামী গোল হয়ে আমায় ঘিরে আমার কথা শুন্‌ছিল আর প্রীত-বিস্মিত হ'য়ে আমার হাতের লেখা ২।৪টে চীনে হরফ দেখ্‌ছিল, তারা, কথার সুরে চীনে-ভাষার অনুকারী নিজেদের আনামী ভাষায়, আমায় সাধুবাদ দিতে আরম্ভ ক'র্‌লে—সমধর্মাবলম্বী ব'লে, ডান হাত, বাঁ হাত, যার যা সুবিধা হ'ল তাই বাড়িয়ে' দিয়ে, আমার সঙ্গে কর-মর্দন শুরু ক'রে দিলে—আমাকেও ফরাসী কায়দায় উভয় হাত প্রয়োগ ক'রে এদের উচ্ছ্বসিত আত্মীয়তার প্রতিদান ক'র্‌তে হ'ল।

কালকে দেখি, পিছনের খোলা ডেকে তমিল মুসলমানদের ভাণ্ডারী তরকারি রাঁধ্‌বার জন্য একগাদা আলু আর কাঁচকলা নিয়ে ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে' কুটুতে ব'সে গিয়েছে, আর আশে-পাশে উবু হ'য়ে ব'সে, ফরাসী আর আনামী সেপাইও জনকতক এক-একখানা ছুরি নিয়ে, তাকে সাহায্য ক'র্‌ছে। ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ব'ল্‌লে যে, তমিলদের খাইয়ে' হাঁড়িতে ভাত-তরকারি যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা তার আনামী আর ফরাসী দোস্তরা চাঁচ-পুঁছ ক'রে শেষ ক'রে দেয়। সেপাইদের জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, দিনে তিনবার ক'রে খেতে দেয়—সকালে সাতটায় দেয় ফরাসীদের একবাটি ক'রে কফী আর তার সঙ্গে দু'টুক্‌রো ক'রে রুটি; আনামীদের দেয় একবাটি ক'রে সবুজ চা, তাতে দুধ চিনি নেই, আর দুটো ক'রে ঠোঁটে' কলা; এগারোটায় দেয় ফরাসীদের খানিকটা সুপ, কিছু মাংস, কিছু মটর বা বরবটি কড়াই সিদ্ধ, রুটি, আর আধ বোতল ক'রে লাল মদ; আর আনামীদের দেয় ভাত, কিছু মাংস একটু আলু-টালু, আর সবুজ চা; আবার সেই বিকাল পাঁচটায় ঐ রকম—ব্যস্‌। একজন ফরাসী ছোক্‌রা আমায় ব'ল্‌লে—"মসিও, এতে বড়ো জুৎ হয় না—কী আর করা যায়, খিদেয় যখন পেট চুঁই-চুঁই করে, তখন il faut serrer la ceinture—কোমরবন্দটা আর একটু ক'ষে বাঁধ্‌তে হয়।" এদের শোবার ব্যবস্থা জাহাজের খোলের ভিতরে; চটান সিঁড়ি দিয়ে খোলা ডেক্‌ থেকে ভিতরে নেমে যায়—সেখানে থাক্‌-থাক্‌ রেকর্ড আপিসের র‍্যাকের মতো সব berth বা বিছানার স্থান—যেন বইয়ের শেল্‌ফের উপরে শেল্‌ফ্‌ বা তাক—তাতে সবাই ঘুমোয়।

একজন ছোক্‌রা তমিল সেপাই যাচ্ছে, বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে, এ-ও আনামীদের মতন এক ফরাসী কলোনিয়াল রেজিমেণ্টের সেপাই; পণ্ডিচেরীর তমিল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সব আছে এতে—তাদের নিয়ে এই রেজিমেণ্ট। ছোক্‌রা রোগা লিক্‌লিকে, চেহারাটা কোনও অতি-সাধারণ বাঙালী ছেলের চেয়ে একটুও বেশী সবল বা বুদ্ধিশ্রীযুক্ত নয়। অতি ময়লা খাকীর উর্দী প'রে, খুব অশুদ্ধ আর খুব তড়-বড়ে' ফরাসীতে (মাদ্রাজী সাধারণ লোকের 'বাজারু' ইংরেজির মতন) আমার সঙ্গে কথা কইলে। কথা কইতে-কইতে এক আনামী সেপাইকে একটা পাতি লেবু দিলে, সে সেটা নিজের ছুরি বা'র ক'রে কেটে তার আধখানা নিজে নিয়ে বাকীটা তমিলকে ফিরিয়ে'

দিলে। এটা হাতে ক'রে নিয়ে একটু-একটু তার রস চেখে-চেখে খেতে-খেতে এ আমার সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগ্‌ল—এতে আর আনামীতে এমন কি আমার বস্‌বার জন্য জায়গা ক'রে দিতে চাইলে, আর আমি লেবু খাবো কি না জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। খাবো ব'ল্‌লেই তার ময়লা পেন্টুলেনের পকেট থেকে আর একটা শুক্‌নো লেবু বা'র ক'রে দেয় আর কি! —ছোক্‌রা একটু বেশ চট্‌-পটে' 'স্মার্টম্মন্য' (অর্থাৎ নিজেকে যে অত্যধিক smart স্মার্ট বা চালাক ব'লে মনে ক'রে—পণ্ডিতেরা আমার এই শব্দ-সৃষ্টি ক্ষমা ক'র্‌বেন!)—আমায় জানিয়ে' দিলে সে খ্রীষ্টান—কাথলিক; প্রমাণ-স্বরূপ সে তার কোট-জামার বোতাম খুলে, কালো কার-সুতোয় ঝোলানো একটি রূপোর (কি দস্তারও হ'তে পারে) গোল পদক, তাতে মা মেরী আর শিশু যীশুর মূর্তি ঢালাই করা আছে, সেটা দেখিয়ে' দিলে। তার রেজিমেণ্ট আছে সাইগনে, ছুটির পরে সে যাচ্ছে তার পল্টনে—সে ফরাসী প'ড়েছে—তমিলও জানে। আমাকে খ্রীষ্টান ঠাউরেছিল। এ রোমান কাথলিক, অতএব লাটিন ভাষায় খ্রীষ্টানী মন্ত্র প'ড়ে থাকে। আমার এই রকম দু-চারটে লাটিন মন্ত্র মুখস্থ আছে—Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum—আর Pater noster, qui es in caelis—তাকে শুনিয়ে' দিয়ে ব'ল্‌লুম যে আমি খ্রীষ্টান নই, আমি Brahmaniste 'ব্রামানিস্ত্‌' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী, অর্থাৎ কিনা হিন্দু। তখন তাতে সে দ'মে না গিয়ে ব'ল্‌লে—"c'est la même chose—ও এক-ই কথা!" ধর্ম-সম্বন্ধে তার এই আকস্মিক উদারতাটা কতকটা যে আমারই প্রতি ভদ্রতা-প্রণোদিত, একথা মনে ক'রে একেবারে পুলকিত হ'য়ে যাওয়া গেল! তারপর সে তার দুঃখ জানালে; একেবারে ফরাসী হ'য়ে গিয়েছে কি না—যদিও তার রঙ ছিল মিশ্‌-কালো, আর তার ফরাসীতে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র দ্রাবিড়ী টান ছিল—তাই সে একটু ক'রে vin 'ভ্যাঁ' অর্থাৎ কি না 'কারণ' ক'র্‌তে অভ্যস্ত হ'য়েছে। তাকে ভারতীয় খাদ্য দেওয়া হয়—দুটি ভাত আর একটু ক'রে কারী। 'ভ্যাঁ' তাকে দেয় না; বেতন-হিসাবে দৈনন্দিন কাঁচা পয়সা যা তার হাতে আসে, তা তার ফরাসী-ধর্ম বজায় রাখ্‌বার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অবশ্য স্পষ্ট ক'রে মুখ ফুটে ব'ল্‌লে না যে, আমি তার প্রতি কার্য্যতঃ সহানুভূতি দেখাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আমাদের প্রথম শ্রেণীতে ভ্যাঁ-ট্যাঁ হ'চ্ছে কেমন। ব'ল্‌লুম

যে টেবিলে দেয় বটে, তবে আমরা খাই না। শুনে তার চোখ দুটো একটু উজ্জ্বল হ'ল; তখন ব'ললে—"তা বেশ, আপনারা যদি না খান, আমায় বোতলটা এনে দিতে পারেন, তারপর এ সম্বন্ধে আপনার চিন্তা করবার আর কিছু থাকবে না।" আমি ব'ললুম, "তা হ'লে তো বড়োই সুখী হ'তুম, কিন্তু ওরা আইন ক'রে রেখেছে যে, খাবার-ঘরের মদ বাইরে নিয়ে আসাটা বারণ।" তাতে ও দুঃখিত হ'য়ে ব'ললে—"ঐ তো যত সব অন্যায়! আরে বাপু, আমি টেবিলে ব'সেই খাই, আর ঘরের ভিতরে এনে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তারিয়ে'-তারিয়ে'-ই খাই, তাতে তোদের কী?" ছোকরা তিন-পুরুষে খ্রীষ্টান, তার নামটি Antoine du Pres আঁতোয়ান-দ্যু-প্রে—আনকোরা ফরাসী নাম—এই নাম কাগজে দেখলে, নামের মালিকের যে কালো-পাথরে-কোঁদা চেহারা, আর সে যে চমৎকার তমিল ব'লতে পারে, সে কথা অনুমান করে কার সাধ্য!

দ্রাবিড়-দেশে ফরাসী-শাসনের এই এক শ্রেণীর সৃষ্টি দেখা গেল। অন্য ধরনেরও দেখা গেল। জাহাজে কতকগুলি কালো সাহেব যাচ্ছেন। এঁরাও পণ্ডিচেরীর তমিল খ্রীষ্টান। কর্তা, গিন্নি, বড়ো মেয়ে, জামাই, ছোটো মেয়ে। কর্তা হ'চ্ছেন Hanoi হা-নোই-তে ফরাসী সরকারের একজন বড়ো চাকুরে'। আলাপের সৌভাগ্য হয়-নি—দূর থেকে দেখেছি—একেবারে কালো সাহেব—ঠিক যেন খাস ক'লকাতার সেকেলে বড়ো লোকের বাড়িতে বিয়ের দিনে সন্ধ্যেবেলা বাজনা বাজাতে-আসা ফিরিঙ্গি ব্যাণ্ডের কোনও খোশ-পোষাকী বাজিয়ে'। গৃহিণীটি সৌভাগ্যবশতঃ প'রেছিলেন ভারতীয় মেয়েদের জাতীয় পোষাক—চমৎকার সবুজ রঙের একখানি মান্দ্রাজী সাড়ী, আর প্রচুর গয়না, মায় নাকের নাক-ছাবিটি পর্য্যন্ত। কন্যাটি কিন্তু ফিরিঙ্গি পোষাকে, কিন্তু গায়ে প্রচুর গয়না; গায়ের গভীর কালো রঙে, হাল ফ্যাশানের প্যারিসের পোষাকে, পাওডারে, চাল-চলনে, হাতের চার-পাঁচগাছা ক'রে সোনার চুড়িতে, ইউরোপীয় মেয়েদের অনুকরণে চুলের কেয়ারি করাতে, গলায় আর কানে (খালি নাকে বাদ) একরাশ হীরে-মোতীর জড়োয়া গয়নাতে, এই মোটা-সোটা তরুণীটিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন একটা কিম্ভূত সমাবেশ দেখাচ্ছিল যে, তা দেখে হাসবো কি কাঁদবো তা ঠিক ক'রতে পারলুম না। অথচ এঁর পাশে এঁর মাকে কি সৌষ্ঠবশালিনী আর আত্ম-

মর্য্যাদায় পূর্ণ দেখাচ্ছিল!—বিলেতে থাক্‌তে-থাক্‌তে একটি ইংরেজ ছেলে (এর বেশ রসজ্ঞ চোখ ছিল) একবার আমায় ব'লেছিল—"দেখ হে চ্যাটারজী, তোমাদের দেশের মহিলাদের সুরুচিকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না— ইউরোপে এসেও তাঁরা যে নিজেদের জাতীয় পোষাক বর্জন করেন না, তাতে তাঁদের এত সুন্দর দেখায় যে, দেখে আমাদের চোখ তো জুড়িয়ে' যায়-ই, উপরন্তু তোমাদের জা'তের প্রতিও একটা শ্রদ্ধা হয়।" এই তরুণীটিকে যখন প্রথম দেখি, তখন এঁর বাপ-মার সঙ্গে পিছনের চতুর্থ শ্রেণীর খোলা ডেক্ দিয়ে ইনি যাচ্ছিলেন জাহাজের পিছনের ব্রিজের দিকে। পথে তখন ফরাসী সেপাই আর আনামী সেপাই ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল তমিল মুসলমানদের মেষ-মাংসের শূনার দিকে তাকিয়ে'। একটি ছোক্‌রা ফরাসী সেপাই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে' ছিল; বোধ হয় জাহাজের গতিবেগেই হবে, মেয়েটি চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে তার গায়ের উপর ধাক্কা দিয়ে প'ড়্‌ল—সেপাইটি ফিরেই দেখে এই অপরূপ মূর্তি।—কিভাবে ব্যাপারটিকে সে নেবে তা ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লে না—একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়্‌ল—"Pardon পার্দঁ, অর্থাৎ মাফ করুন" এই কথাটি অস্ফুট ভাবে ব'লে উঠ্‌ল; কিন্তু "হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।" ফরাসীরা চিরকাল gallant জাতি—chivalrous জাতি—ময়লা-জামা-পরা, ছেঁড়া-জুতো-পরা, নখে-মুখে ময়লা, মুখে মদের গন্ধ, যত সব ফরাসী সেপাই, যারা দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' আড়-চোখে তাকাচ্ছিল, তারা হাসি শুনেই হাস্‌তে-হাস্‌তে ঘুরে শ্যেন-দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—আর মেয়েটি যখন চ'লে যাচ্ছিল তখন দু'-একজন অস্ফুট স্বরে ফরাসীতে ব'লে উঠ্‌ল, "elle n'est pas mal এল্ নে পা মাল্—এটি মন্দ নয় হে!"—মেয়েটি নিশ্চয়ই শুন্‌তে পেলে, আর হাস্‌তে-হাস্‌তে চ'লে গেল। কিন্তু আমার মনটা এই ব্যাপারে, ভারতীয় মেয়ের এইরূপ conquest-এ, যে বড়ো আনন্দে গদ্‌গদ হ'ল, তা ব'ল্‌তে পারি না; বিশেষতঃ যখন ফরাসী ছোক্‌রারা উৎসুক হ'য়ে আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "মসিও, এরা কারা—কী লোক এরা, এরা কি ক্রেওল্-জাতির?" জামাইটির সঙ্গে পরে আলাপ ক'র্‌লুম; এ-ও ইন্দোচীনের এক গোবেচারী চাকুরে'। আমি প্যারিসে ছিলুম শুনে আমার সঙ্গে তখনি একেবারে হৃদ্যতা হ'য়ে গেল আর কি! বেঁটে, মোটা, কালো চেহারা; সুশ্রী নয় ব'ল্‌লে সুখ্যাতি-ই করা হয়। ইংরেজিতে ব'ল্‌লেন, সাইগনে যখন ডক্টর নাগ এসেছিলেন তখন তিনি তাঁর

'কন্‌ফেরান্স্‌'-এ 'আসিস্ট্‌' ক'রেছিলেন, অর্থাৎ কিনা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। এঁরই কাছে এই পরিবারটির পরিচয় পেলুম।

মেয়েটির পোষাকের কথা ব'ল্‌তে গিয়ে, আজকালকার ইউরোপীয় মেয়েদের পোষাকের কথা না ব'লে থাক্‌তে পারা যায় না। আমার নিজের দেশের মেয়েদের কাপড়ের সম্বন্ধে আমার একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে, সেটা খালি যে স্বজাত্যভিমান-প্রসূত, তা স্বীকার ক'র্‌বো না। যদি কোনও পরিচ্ছদ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যে অন্যতম ব'লে, জ্ঞানতঃ পুরুষের চিত্তের বিশুদ্ধিতে কোনও রকম বিকার না এনে, যথোপযুক্ত সম্মান বজায় রেখে, নারীদেহের সৌষ্ঠবকে দেখাতে পেরে থাকে, তা আমাদের ভারতীয় সাড়ী—বিশেষতঃ উত্তর-ভারতীয় আর গুজরাটী ছাঁদে পরা সাড়ী। এ একটা এতটা প্রতীয়মান সত্য যে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা বা তর্ক এখন ক'র্‌বো না। তবে একটা বড়ো কথা ব'লে রাখি—নারীদেহের তৌলপাতের স্বাভাবিক অসামঞ্জস্যকে যে পরিচ্ছদ পূরণ ক'রে দিতে পারে, সেই পরিচ্ছদেরই সার্থকতা। পুরুষের শরীর যখন পুরুষোচিত হয়, তখন তা দৃঢ়, তার শরীরের ঊর্ধ্বভাগ ঋজু, লঘু এবং সাধারণতঃ মেদবর্জিত; তার দুই জঙ্ঘা ও চরণ তার এই ঋজু, ও লঘুভার দেহকে যেন অবলীলাক্রমেই বহন করে, দুই জঙ্ঘার বা চরণের প্রকাশ দ্বারা অসামঞ্জস্য অনুভূত হয় না। তেমনি ঊর্ধ্বভাগ মেদযুক্ত আর গুরুভার যার, এমন পুরুষের পক্ষে, তার দুই জঙ্ঘার যদি প্রকাশ ঘটে, তা হ'লে স্থূলোর্ধ্ব স্থূল-মধ্য আর সূক্ষ্ম-নিম্ন হওয়ায়, চোখে কুশ্রী আর কুৎসিত ঠেকে। সেইরূপ, প্রকৃতি স্বয়ং স্ত্রীলোককে দেহের ঊর্ধ্বাংশ গুরুভার ক'রে সৃজন ক'রেছেন। সাড়ী বা ঘাগ্‌রার অববেষ্ট, জঙ্ঘা আর চরণযুগলকে ঢেকে তাদের আবশ্যক পূর্তি দিয়ে, সমস্ত দেহের মধ্যে ঊর্ধ্ব এবং অধোভাগে একটা সামঞ্জস্য এনে দেয়। এইজন্য পায়ের পাতা পর্য্যন্ত নীচু সাড়ী, বা প্রাচীন গ্রীক্‌ মেয়েদের পোষাক, বা আধুনিক লহঙ্গা বা ঘাগ্‌রা, এমন মনোহর ভঙ্গীতে স্ত্রী-শরীরের মধ্যে অবিদ্যমান ঊর্ধ্বাধঃ-সুষমতাটিকে আনে। বিগত লড়াইয়ের পরে কয়েক বছর ধ'রে ইউরোপে মেয়েদের পোষাকে ঘাগ্‌রাটা বেশ উপযুক্ত-ভাবে নীচু ছিল—তাতে ততটা এই সুষমার ভঙ্গ হ'ত না। কিন্তু এখন যে পোষাক ইউরোপের মেয়েরা প'র্‌ছে, তাতে হাঁটু পর্য্যন্ত, অনেক সময় হাঁটুর কিছু উপর পর্য্যন্ত, পা খালি থাকে, পা-দুটিকে কাপড়ের ঘেরের থেকে একেবারে

অনাবৃত রাখা হ'চ্ছে (অবশ্য রেশমের মোজা ব্যবহৃত হয়)। এতে, যাকে ইংরেজিতে বলে top-heavy অর্থাৎ উপর-ভারী দোষও এসে গিয়েছে;—দুই ক্ষীণাকার চরণের উপর গুরুভার স্ত্রীদেহ—বিশেষ সাম্যের অভাব এতে দেখা যায়। সারাদিন ধ'রে জাহাজে ব'সে-ব'সে ফরাসী মেয়েদের এই খাটো, হাঁটু-ঝুল ঘাগ্‌রা প'রে খট্‌-খট্‌ ক'রে চ'লে বেড়ানো দেখ্‌তে হ'চ্ছে—এই পোষাক যতই দেখি, ততই মনে হয় যে, নারীদেহের কুশ্রীতম প্রকাশ যেন এর দ্বারা হ'চ্ছে;—ভোরে যখন কোনও স্থূলকায়া মহিলা, এই ছোটো ঘাগ্‌রা প'রে, হাঁটু পর্য্যন্ত নগ্ন পাদদ্বয়কে প্রদর্শন ক'রে, সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া-আসা করেন, তখন পিছন থেকে পাদদ্বয়ের মেদ-বাহুল্য, কখনও বা পেশী-বাহুল্য, গুর্‌খা সেপাইয়ের স্ফীত দৃঢ়পেশী পা-কে স্মরণ করিয়ে' দেয়। ইউরোপে হঠাৎ কেন এই বিষয়ে এতটা কুরুচির পরিচয় দিতে শুরু ক'র্‌লে তা বোঝা কঠিন। এটা কি নোতুন একটা সুরুচির যুগের সন্ধিক্ষণ?

আর-একটি কথা লিখে আমাদের এই জাহাজ-পর্বটা শেষ ক'র্‌বো। মেয়েদের পোষাকের সমালোচনা থেকে একেবারে আলাদা কথা এটা। পরশু একটি আনামী যুবক এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাইলে। এই জাহাজেই যাচ্ছে, প্যারিস-ফেরৎ। কবির বই দু'একখানি অনুবাদ ক'রেছে ফরাসী থেকে তার মাতৃভাষা আনামীতে। কবির ঘরে নিয়ে গেলুম। এ ইংরেজি জানে না, ফরাসীতে কথা কইলে; আমায় দোভাষীর কাজ ক'র্‌তে হ'ল। অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে অভিবাদন ক'রে, দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত গদী-আঁটা কৌচের এক কোণটিতে ব'স্‌ল। ব'ল্‌লে যে, আমরা সকলে, বিশেষতঃ নবীন সম্প্রদায়ের আনামীরা, কবিকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহাপুরুষ ব'লে জানি—ইনি আমাদের maître 'মেত্র্‌' বা গুরু; কবি কি দয়া ক'রে আমাদের দেশে একবার পদার্পণ ক'র্‌বেন না? সেখানে তাঁর দেখ্‌বার উপযোগী কম্বোজের প্রাচীন মন্দির তো র'য়েছে; আমরা কৃতার্থ হবো, তাঁর কথা শুন্‌লে আমাদের দেশের লোক প্রবুদ্ধ হবে; ইত্যাদি। এই যুবকের মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, যেন কী এক অব্যক্ত বিষাদে মাখা। ফরাসীদের ইন্দোচীন শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্যারিসে নানা রকম বই প'ড়েছি—এই শাসন ব্রিটিশদের ভারত-শাসনের মতন কেবল যে শাসিত-বর্গেরই কল্যাণের জন্য নয়, সে বিষয়ে আমার কোনও ভুল ধারণা নেই। একে জিজ্ঞাসা ক'রে দুই-একটি কথায়

যা আভাস পাওয়া গেল, তা থেকে তুলনায় সমালোচনা ক'রে দেখে, ইংরেজকে তার prestige-এর বা অহমিকার বালাই সত্ত্বেও অনেক গুণে ভদ্র ব'লে মনে হ'ল। একদল আনামী যুবক এখন প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্ছে, যাতে তাদের ভাষা, সাহিত্য আর জাতীয়তা নষ্ট না হয়—যাতে তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তারা যোগ না হারায়। কবির জবানীতে একে আমি ব'ল্লুম যে, কম্বোজের Angkor আঙ্কর-এর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখ্তে যাবার বিশেষ ইচ্ছে আমাদের আছে, খুব সম্ভব শ্যাম হ'য়ে সেখানে আমরা যাবো—তখন নিশ্চয়ই তিনি কোচিন-চীনের রাজধানী সাইগনে যাবার চেষ্টা ক'র্বেন। এ ব'ল্লে, এই খবর যখন তার দেশবাসী শুন্বে, যে কবি আস্ছেন, তারা তখন বিশেষ আনন্দিত হবে, আর উপযুক্ত-ভাবে তাঁর অভ্যর্থনা কর্বার চেষ্টা তারা ক'র্বে। দেখা যাক্, আনাম-যাত্রা আর আনাম-ভ্রমণ কী রকমটা হয়। কবির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ-ভাবে আনন্দিত হ'য়ে যুবকটি চ'লে গেল।

আজ ১৯এ, আজ রাত্রে কোনও সময়ে কিংবা কাল ভোরের দিকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছবো। আজকে দুপুর বারোটায় মধ্যাহ্ন-ভোজনে ব'সেছি। অন্য দিনের মতন হাস্যালাপ ক'র্তে-ক'র্তে খাওয়া চ'ল্ছে। টেবিলে খাবার সময়ে ব্যবহারের জন্য একখানা ক'রে ধব্-ধবে' সাদা তোয়ালে প্রত্যেককে দেয়, আবার খাওয়া হ'য়ে গেলে, তুলে রাখ্বার জন্য প্রত্যেক তোয়ালের জন্য একটা ক'রে নীল আর সাদা কাপড়ের থ'লে দেয়। প্রত্যেক থ'লের উপর গোল, ছোটো একটা ক'রে টিকিট লট্কানো থাকে, তাতে যার তোয়ালে তার নাম বা নামের আদ্য অক্ষর লেখা থাকে, যাতে ক'রে তোয়ালে গোলমাল না হ'য়ে যায়। খেতে-খেতে কবি ব'ল্লেন—"হাঁ হে, ইংরিজি বিশেষণের তারতম্যের তম-বাচক -est প্রত্যয়টি, আর সংস্কৃতের '-ইষ্ঠ' প্রত্যয়, এ-দুটি এক-ই—না? যেমন, স্বাদু—স্বাদিষ্ঠ, sweet—sweetest, না?" আমি ব'ল্লুম, "আজ্ঞে হাঁ, এর আগে, এই আধুনিক ইংরিজির -est প্রত্যয়টি প্রাচীনতম ইংরিজিতে -ista- রূপে ছিল।" কবি ব'ল্লেন, "হুঁ—তা হ'লে এই যে দুজন artist আর্টিস্ট্ বা চিত্রকর সাম্নে র'য়েছেন (সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু)—আর আমি হ'চ্ছি R. T., এই দেখ তোয়ালের টিকিট চাক্তিতেই লেখা আছে—এই দুজন R-T-ist তা'হলে কি আমার superlative হ'লেন,—তোমার ব্যাকরণে তা হ'লে এই বলে?"

খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। প্রধান খানসামাটি, ফরাসী, রোজ খাবার সময়ে একবার ক'রে ঘুরে যায়, আর বিশেষ ক'রে বহুবার আমাদের টেবিলের কাছে আসে; সে এসে কবিকে সেলাম ক'রে একখানা বেতার টেলিগ্রাম তাঁকে দিলে; কবি খুলে ব'ল্‌লেন—"এই দেখ হে, কী মুস্কিলে ফেল্‌লে—ব্রিটিশ-মালয়ের গভর্নর তাঁর বাড়িতে অতিথি হ'য়ে থাক্‌তে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ছেন, তার খবর এল' এই।"

আমরা কালকে জাহাজ ছেড়ে যাবো। ঘনিষ্ঠতা বা এমন কি বেশী আলাপ খুব-ই কম যাত্রীর সঙ্গে হ'য়েছে, তবুও এদের মুখগুলো পরিচিত হ'য়ে প'ড়েছে। এরা যে কবির প্রতি ভক্তিযুক্ত, তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। আজ বিকেলে আর সন্ধ্যেয় এদের জনকতকের সঙ্গে নোতুন ক'রে আলাপ হ'ল। একটি ফরাসী পরিবার যাচ্ছে আনামে—স্বামিটি এঞ্জিনিয়ার, সঙ্গে স্ত্রী আছেন, আর একটি কন্যা—জাহাজের মধ্যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী এই তন্বী তরুণীটি। সন্ধ্যের দিকে লাইব্রেরী-ঘরে ব'সে এই চিঠি লিখ্‌ছি, এই মেয়েটি ঐ ঘরেই পিয়ানো বাজাচ্ছে, এর মা-ও ঘরে র'য়েছেন; এর মা আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন, আমি প্যারিসে ছাত্র ছিলুম শুনে চট্‌ ক'রে আত্মীয়তা ক'রে ফেল্‌লেন। কবির খবর জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লাগলেন।—শেষে আমি ধীরেন-বাবুকে ডেকে এনে, তাঁকে আর তাঁর কন্যাকে তাঁর এস্‌রাজ শুনিয়ে দিলুম—এঁরা দুজনে অনেকক্ষণ ধ'রে এস্‌রাজটা পরখ ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে মায়ের কথা মতন মেয়েটি—ইউরোপীয় মেয়ের অবশ্যম্ভাবী খেয়াল—তার সইয়ের খাতা নিয়ে এল'—আমাদের এই সামান্য আলাপের স্মৃতি-স্বরূপ এই খাতায় আমার নাম সই ক'রে দিতে বল্‌লে। তার মা ব'ল্‌লেন, তাঁর একথা ব'ল্‌তে সাহস হয় না, কিন্তু কবি কি দয়া ক'রে তাঁর মেয়ের খাতায় দু-ছত্র লিখে দেবেন, আর তাঁর নাম সই ক'রে দেবেন, বাঙলায় আর ইংরেজিতে? আমি ব'ল্‌লুম যে আমি কবিকে ব'ল্‌ছি—এ এমন কিছু মুস্কিলের কাজ নয়। কবির কাছে ব'ল্‌তে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার ক'র্‌লেন। পরে তিনি ছোট্ট একটি বাংলা কবিতা, আর তার ইংরেজি অনুবাদ, আর নিজের নামের দস্তখত ক'রে দিলেন; আর মেয়েটির মায়ের নির্দেশ-মতন আমি আমার নাম বাঙ্‌লায় আর ইংরেজিতে, আর একটা স্মরণযোগ্য বচন-হিসাবে, ফরাসী অনুবাদ সমেত "নাহং বেদ" কথাটি সংস্কৃতে লিখে দিলুম। কবিকে ধন্যবাদ দেবার জন্য মা

দেখা ক'র্‌তে এলেন—মেয়েটি তখন হঠাৎ বড়ো লাজুক হ'য়ে গেল—কিন্তু মা ব'ল্‌তে পরে এল'—আমাকে এঁদের শিষ্টাচারের মধ্যস্থতা ক'র্‌তে হ'ল দোভাষী হ'য়ে। ফরাসী লেখক ন্যোভিল্ এসে কবির কাছে অনেক প্রশ্ন ক'রে, খাতা বা'র ক'রে তার জবাব লিখে নিলেন—'কবি' কাকে ব'ল্‌বো' 'কবিতা' কী, কবির সঙ্গে তাঁর যুগের সম্বন্ধ কী, কবির মহত্ত্ব কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ে। কবি ধীরে-ধীরে সমস্ত কথার উত্তর দিলেন, ভদ্রলোক তা তাড়াতাড়ি লিখে নিতে লাগ্‌লেন। আমি তখন সেখানে ছিলুম না, পণ্ডিচেরীর ফরাসী ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা কইছিলুম; এঁর স্ত্রী, যে মহিলাটি খুব ধীর প্রকৃতির বাঙালী গৃহিণীর মতো, যাঁর সাড়ীর প্রতি অনুরাগের কথা আগে ব'লেছি, তিনি এসে প'ড়্‌লেন, তখন তাঁর সঙ্গেও আলাপ হ'ল। স্বামী এখন সাইগনের কাছে জজের কাজ করেন, পণ্ডিচেরীতেও জজ ছিলেন—হিন্দু আইন, দায়ভাগ মিতাক্ষরা, জানেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বাঙালীদের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা আছে। স্ত্রীটির জন্ম হ'য়েছিল পণ্ডিচেরীতে। স্ত্রী তমিল জানেন, তমিল কথা কইতে পারেন। দু'জনেই ভারতীয় কারু-শিল্পের অনুরাগী। স্ত্রীটি সাড়ীর প্রশংসা ক'র্‌লেন। তাঁর হাতে ভারতীয় স্বর্ণকারের তৈরী সোনার কাঁকন র'য়েছে তা দেখালেন; এবং প্রত্যেক ফরাসী স্ত্রীলোক যা জিজ্ঞাসা ক'রেছে, তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—কবির ছেলেপুলে কি। তার পর আমার নিজের ঘরের খবর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—বিবাহিত কি না—স্ত্রী কোথায়—ছেলেপুলে ক'টি—আমার তিন বছর বয়সের মেয়ের কথা ব'ল্‌তেই মহিলাটি একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন ব'লে মনে হ'ল, তিনি নিজেও ছেলেপুলের মা। তার পর বাড়ির আরও খবর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন,—ভাই-বোন ক'জন, বাবা মা আছেন কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এত প্রশ্ন, কোনও ইংরেজ মহিলা হ'লে, কখনও প্রথম আলাপেই, তিন মিনিটের মধ্যেই, ক'র্‌তেন না। এই যে শান্ত-স্বভাব মহিলাটির সম্বন্ধে আমরা যা ধারণা ক'রেছিলুম, এবং কতকটা স্নেহের সঙ্গে যে 'বেনে-বউ' নাম দিয়েছিলুম,—দে'খ্‌ছি, বাস্তবিকই ইনি তেমনিই কোমলহৃদয়া। আরো আগে এঁদের সঙ্গে সাহযাত্রিক সৌহার্দ্য ক'র্‌তে পার্‌তুম তো বেশ হ'ত। যাই হোক্, আঁবোয়াজ্ জাহাজের এই দম্পতীর স্মৃতি সহজে যাবে না। এঁরা কবিকে অভিবাদন ক'র্‌তে চাইতে, কবির কাছে আমি এঁদের নিয়ে গেলুম; কবিও এঁদের দুজনের শিষ্টতা আর শালীনতা

লক্ষ্য ক'রেছিলেন—স্বামীর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি আর স্ত্রীর ফরাসী দ্বারা এঁরা কবিকে সাইগন-অঞ্চলে আস্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লেন।

রাত্রি দশটা। কবি তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফে নাম সই ক'রে দিলেন, কালকে বিদায়ের কালে জাহাজের কাপ্তেনকে স্মারক-হিসাবে উপহার দিতে হবে। সকলে একে-একে শুতে গিয়েছে। নাচ আজ একটুখানি হ'য়েই থেমে গিয়েছে—বোধ হয় সকলে কাল সকাল-সকাল উঠে সিঙ্গাপুরে নেমে ঘুরে আস্‌তে চায়। আমরা নিজেদের ক্যাবিনে নেমে এসে জিনিস-পত্র গুছিয়ে' নিলুম—আর জাহাজের চাকরদের বখশীশের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌লুম।

রাত্রি সাড়ে এগারোটা; বিছানায় শুয়ে-শুয়ে, আমাদের জাহাজের পর্বটা ইতি ক'রে, এইবার কলমকে বিশ্রাম দিচ্ছি॥

॥ ৩ ॥

মালয়-দেশ—সিঙ্গাপুর

ইপোঃ, পেরাক্ রাজ্য
মালয় উপদ্বীপ
সোমবার, ৮ই আগস্ট ১৯২৭

আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলো সকাল আটটার দিকে। জাহাজের যাত্রীরা সকলে সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে' তৈরী হ'ল। মোট-ঘাট বেঁধে সবাই ঠিক হয়ে রইল, জাহাজ ডাঙায় ভিড়্‌লেই হয়। জাহাজে গত দু-তিন দিন ধ'রে যে-সব ফরাসী সহযাত্রীদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা জ'মেছিল, তাদের সঙ্গে কার্ডের অদল-বদল করা গেল। আমাদের কম্বোজ আর কোচিন-চীনদেশে যাবার কথা হ'চ্ছিল, সেটা ফরাসীদের অধিকৃত দেশ। কোচিন-চীনের রাজধানী সাইগন বন্দরের আশে-পাশে এঁদের দু-একজনের বাড়ি বা কর্মস্থল; তাঁরা নাম আর ঠিকানা দিয়ে ব'লে দিলেন যে, কোচিন-চীন আর কম্বোজের দিকে এলে পরে, যেন আমরা নিশ্চয়ই তাঁদের খবর দিই।

জাহাজ ধীরে-ধীরে জাহাজ-ঘাটার দিকে এগোচ্ছে। আমরা দেখ্‌ছি, দূরে সিঙ্গাপুর শহর, জাহাজের বাঁকের সঙ্গে-সঙ্গে শহরের জেটি ইত্যাদি ভালো ক'রে নজরে আস্‌ছে। জেটির ধারে, যেখানে আমাদের জাহাজ বাঁধ্‌বে, সেখানে কত না ভীড়! দূর থেকে দেখি, হরেক রকম পোষাক-পরা মানুষ; চীনে কুলীর কালো আর নীল পোষাক; খাকী রঙের জামা-কাপড়-পরা প্রচুর লোক; সাদা ড্রিলের গলা-আঁটা কোট-প্যাণ্টের প্রাচুর্য্য; সাদা চওড়া-জরি-পাড় কাঁচি ধুতি আর গায়ে টুইল শার্ট-পরা, ঝুঁটি-মাথা বা নেড়া-মাথা, সোনার হাঁসুলি গলায় তমিল চেট্টির দল; হাল্‌কা রঙের কাপড়ের লাউঞ্জ-সুট-পরা ভারতীয় ভদ্রলোক;—আর গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ, বেগুনে' আর লাল রঙের জরির বুটীদার সাড়ী প'রে ভারতীয় মেয়ে, তমিল; সাদা জীনের আর বাদামী রেশমের সুট্ পরা দু-দশ জন ইংরেজ; নরম ফেল্ট্ হ্যাট মাথায়, লাল লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি গায়ে তমিল কুলী; খাকী পোষাকে ঢাঙা, লম্বা-চওড়া শিখ পাহারাওয়ালা; গুর্খার মতন আকৃতির মালাই পাহারাওয়ালা। জাহাজ-ঘাটার পাথরের পোস্তার খোলা

জমি-টুকুনের উপরে, মালগাড়ির লোহার লাইন-পাতা রাস্তায়, দু-ধারে, পিছনে, আশে-পাশে স্তূপাকার ক'রে সাজানো মালের বস্তা, কাঠের পিপে, দেবদারু কাঠের বাক্স, জাহাজের কাছি, মোটা লোহার শিকল, জাহাজ আর ডাঙার মধ্যে চলাচলের জন্যে রেলিঙ্‌-ওয়ালা কাঠের সাঁকো। এইসবের মধ্যে, এই হরেক রকমের পোষাক-পরা, সাদা কালো আধ-কালো গৌরবর্ণ শ্যামবর্ণ নানা রঙের লোক নিয়ে, পিছনে করোগেটের ছাতওয়ালা মাল-গুদামের সারিকে back-ground বা পৃষ্ঠ-ভূমিকা ক'রে, সকাল সাড়ে-আটটার চচ্চড়ে রোদ্দুরে, দ্রুত সিনেমার ছবির মতন এক চিত্র ক্রমে চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল। দূরে শান্তিনিকেতনের অন্যতম অধ্যাপক ও কর্মী বন্ধুবর আরিয়মের সুদীর্ঘ বপু লক্ষ্যগোচর হ'ল, আমরা জাহাজের রেলিঙ্‌ ধ'রে দাঁড়িয়ে' হাত নেড়ে তাঁকে অভিবাদন ক'র্‌লুম, তিনিও অনুমানে আমাদের চিন্‌তে পেরে হাত তুলে আমাদের স্বাগত ক'র্‌লেন।

একদিকে ঘাটের কাছে জাহাজের ধীর-মন্থর গতি, আর অন্যদিকে জাহাজের ভিতরকার মানুষগুলির মধ্যে মনের চাঞ্চল্য আর ঔৎসুক্য, আর প্রত্যেক চলাফেরার দ্বারা দেহের মধ্যে দিয়ে তার অভিব্যক্তি—এই দুটোর মধ্যে একটা বেশ অসামঞ্জস্য দেখা গেল। নীচেকার থার্ড-ক্লাসের খোলা ডেক্‌ থেকে মাল তুলে' নামানো হবে। আমাদের পূর্ব-পরিচিত পণ্ডিচেরীর ভারতীয় সেপাই ছোক্‌রাটি দেখি, ধোপ-দস্ত জামা-কাপড় বা'র ক'রে প'রেছে, আর একটা ফেল্ট টুপি একটু কায়দা ক'রে বেঁকিয়ে মাথায় চ'ড়িয়েছে, জাহাজের কাছি বাঁধ্‌বার মোটা লোহার খোঁটা একটির উপর ব'সে-ব'সে সে চুরুট ফুঁক্‌ছে; পাছে তার ধব্‌ধবে ফরসা পেন্টুলেনের পিছনে জাহাজের ধুলো আর কয়লার গুঁড়ো লাগে, তাই ওর-ই উপরে একটা ময়লা রুমাল পেতে ব'সেছে। আমায় দেখে, দোস্তি ক'রে নীচে থেকে ফরাসীতে হাঁক্‌লে—"কেমন মশায়! এইবার তো গন্তব্য স্থানে পৌঁছুলেন! আমিও শহর দেখ্‌তে নাম্‌ছি।" শহর দেখার নামে, ক'দিন জাহাজে আট্‌কে' থাক্‌বার পর ডাঙায় নেমে একটু ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছেটা হওয়া স্বাভাবিক। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অনেকেই শহর দেখ্‌তে বেরুবে ব'লে, প্রাতরাশ সমাপন ক'রে, তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মাথায় বড়ো-বড়ো শোলার টুপি চ'ড়িয়ে ছেলেরা গম্ভীর হ'য়ে রেলিঙ্‌ ধ'রে দাঁড়িয়ে', তারা মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে শহর দেখ্‌তে নাম্‌বে।

জাহাজের যে দিক্‌টায় লোকের ভীড়, সেই ডাঙার সাম্‌নে ডান দিক্‌টা থেকে স'রে এসে, কবি এতক্ষণ খোলা দিকে ব'সেছেন। তাঁর সাম্‌নে মানুষের ভীড়, জেটি, এসব নেই—খোলা উদ্ভাসিত নীল সাগর, দূরে-দূরে ছোটো-ছোটো দ্বীপ ; কোয়াসা কেটে গিয়ে সব ঝক্-ঝক্ ক'র্‌ছে, রোদ্দুরে সব যেন হাস্‌ছে—খালি দুই-একটা ছোটো স্টীম লঞ্চের ফোঁস্‌ফোঁসানি, আর দূরে সিঙ্গাপুরের ছোটো খাড়ির মধ্যে দু-একখানা জাহাজ নঙ্গর ক'রে র'য়েছে। জাহাজ ঘাটে লাগাবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে ও দিকে, আর এ দিকে ছোটো-ছোটো তিন-চার খানা ডিঙি ক'রে মালাই আর চীনে ছোক্‌রা জনকতক এসে হাজির ,—নীচে থেকে ইংরেজিতে শোর-গোল আরম্ভ ক'র্‌লে—জাহাজের উপর থেকে জলে পয়সা ফেল্‌লে, ডিঙি থেকে জলে ঝাঁপিয়ে', পয়সাটা ডুব্‌তে-ডুব্‌তেই সেটাকে ধ'রে ফেলে তুল্‌বে। দু-চার জন ইউরোপীয়, পয়সা আনি দুয়ানি ফেলে-ফেলে এই মজা দেখ্‌তে লাগ্‌ল—আর ছোক্‌রাদেরও তারিফ্ ক'রতে হয়, ঠিক ডুব মেরে-মেরে পয়সাগুলি ধ'রে উপরে তুলে দেখাতে লাগ্‌ল।

যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা কবির সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছিলেন, তারা বিনীত শ্রদ্ধা-পূর্ণ ভাবে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। কাপ্তেনের তরফ থেকে প্রধান অফিসার এলেন. ব'ল্‌লেন যে, কাপ্তেনকে কাজের দরুন উপরে থাক্‌তে হ'চ্ছে, তিনি আস্‌তে পার্‌লেন না, তবে তাঁর বিনীত অভিবাদন তিনি জানাচ্ছেন। কবির ফোটো নেবার ধুম প'ড়ে গেল। যার-যার ক্যামেরা ছিল, সে এসে তাঁর ছবি নিতে লাগ্‌ল। খানিক পরে কাপ্তেন স্বয়ং এসে ধন্যবাদ জানালেন। কবির হস্তাক্ষরযুক্ত ছবি একখানি তাঁর কাছে কবির স্মরণ-চিহ্ন হিসাবে পাঠিয়ে' দিয়েছিলুম, তার জন্য ধন্যবাদ দিতে এলেন। ডেকের এই ধারেও কাজেই খানিকক্ষণের জন্য মানুষের ভীড় হ'ল। এর মধ্যে, নীচের ডেক্ থেকে তেতলায় উপরের ফার্স্ট-ক্লাস ডেকেতে, বিস্তর থার্ড-ক্লাসের যাত্রী এসে উঠ্‌ল, এখান দিয়েই তারা নীচে নাম্‌বে ;—চেট্টির দল ; মাদ্রাজী মুসলমানের দল ; রঙীন কাপড়-পরা, পাতলা সুন্দর দীর্ঘ চেহারার, তীক্ষ্ণনাসা, আয়ত-লোচন, কানে হীরার ফুল, কতকগুলি অল্পবয়সী তমিল মেয়ে ; আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিচেরীর সেই সেপাই ছোক্‌রা ; ফার্স্ট-ক্লাসের ডেকে লা-পরওয়া ভাবে, কড়া বিড়ির মতন গন্ধওয়ালা এক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়্‌তে-ছাড়্‌তে সে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল—উপরের ডেকে সহজ-ভাবে চলা-ফেরা ক'র্‌তে সে যে অভ্যস্ত, এটি-

ভালো ক'রে যেন সে বোঝাতে চায়। জাহাজের বাঁ দিকে যেখানে কবি ব'সেছিলেন, সেখানে সে এল'। আমি সেখানে ছিলুম, সে চেঁচিয়ে' ছুই-একটা কথা ক'য়ে, কবি যে-বেঞ্চির উপরে ব'সেছিলেন, তাঁর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় আছে যেন এই রকম ভাবটা ক'রে সেই বেঞ্চিতে, কবির পাশেই ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়্‌ল। আর কিছুর জন্য না হোক্, বয়সের জন্য, আর কবির শ্রদ্ধা-উৎপাদক চেহারার জন্য, যে একটু সমীহ করা উচিত, সেটা তার খেয়ালেই এল' না—সে ব'সে ছুই চরণ প্রসারিত ক'রে দিয়ে, তার সেই বিড়ি-গন্ধী সিগারেটের ধোঁয়া নিরুদ্বেগ হ'য়ে ছাড়্‌তে শুরু করে দিলে। আমি তখন "ওহে ছোক্‌রা, শোনো—" ব'লে, বাঁ হাতে তার বাঁ কাঁধ ধ'রে, একটু সবল সুদৃঢ় ধীরতার সঙ্গে বেঞ্চি থেকে টেনে তুলে, ডানদিকের ডেকে নিয়ে গিয়ে, মানুষের ভীড়ের মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে' দিলুম। জাহাজে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একজন আনামী সেপাই মারা গিয়েছিল—মার্সেয়ি থেকেই বেচারী বুকের অসুখে ভুগ্‌ছিল। তার শবাধার শহরে নামানো হবে, সেই বিষয়ে কতকগুলো ফরাসী খালাসীর সঙ্গে ফরাসী যাত্রীদের কথা হ'চ্ছিল,—ডাঙায় ভিড়্‌বার চব্বিশ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হ'লে, শ'-এর সংকার জলে ফেলেই ক'র্‌তে হয়, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হ'লে ডাঙায় নামিয়ে' দিতে হয়, এই রকম জাহাজী আইন আছে তার কথা হ'চ্ছিল। পণ্ডিচেরীর ছোক্‌রা আলোচ্য বিষয় শুনেই সেখানে জ'মে গেল—ছু-একজন ফরাসী মেয়ে, যারা এই দলে দাঁড়িয়ে' সব কথা শুন্‌ছিল, আর মৃত সেপাই বেচারীর জন্য স্ত্রী-সুলভ দুঃখ প্রকাশ ক'র্‌ছিল, সেই মেয়েদের কাছে সে তার ফরাসীতে গল্প ফাঁদ্‌তে লেগে গেল—ব'ল্‌লে যে, সেও একজন Soldat Français 'সল্‌দা ফ্রাঁসে' অর্থাৎ ফরাসী সেপাই—যে আনামী সেপাইটি মারা গিয়েছে সেই brave homme 'ব্রাভ্ অম্' বা ভালো মানুষটির সঙ্গে সে পরশু দিন পর্য্যন্ত কথা ক'য়েছে, ইত্যাদি। তাকে এই রকম ক'রে ঝেড়ে ফেলে কবির কাছে ফিরে এলুম—তিনি ব'ল্‌লেন—"বাঁচালে হে! আমি মনে ক'র্‌ছিলুম চুরুটের ধোঁয়ায় এইবার আমায় তাড়ালে!"

জাহাজের সিঁড়ি নামিয়ে' দেওয়া হ'ল, সিঁড়ি ডাঙায় লাগ্‌ল, ঠিক ক'রে সেটাকে আট্‌কে' দেওয়া হ'ল—তিন লাফে বন্ধুবর আরিয়ম্ উপরে এসে প'ড়্‌লেন। যাত্রীদের মধ্যে নাম্‌বার যারা, তারা নাম্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। আরিয়ম্ ব'ল্‌লেন যে, মালয় দেশের লাটসাহেব Sir Hugh Clifford স্যর

হিউ ক্লিফর্ড লাট-বাড়ির মোটর গাড়ি পাঠিয়ে' দিয়েছেন, কবিকে সেখানে গিয়ে উঠ্‌তে হবে, তিন রাত্তির তাঁর অতিথি হ'য়ে থাক্‌তে হবে, পরে তিনি অন্য জায়গায় অতিথি হবেন। লাট-বাড়ির আতিথ্যের মর্য্যাদার মধ্যে থাক্‌বেন,—কবির মুখে কিন্তু এতে মোটেই খুশী-খুশী ভাব দেখা'ল না। যা হোক্, একটু পরেই নীচে থেকে সিঙ্গাপুর মিউনিসিপালিটির সভাপতি Mr. Farrar শ্রীযুক্ত ফারার্ আর সরকার তরফের Mr. Campbell শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল, এঁরা উপরে এলেন। আরিয়ম্ এঁদের দুজনের পরিচয় করিয়ে' দিলেন। এঁরা ব'ল্‌লেন, নীচে কবির স্বাগতের জন্য অল্প একটু ব্যবস্থা হ'য়েছে, তিনি কি এইবার নীচে নাম্‌বেন? বন্ধুরা কেউ-কেউ উপরে র'য়ে গেলেন, উপরে যাত্রী আর জাহাজের লোকেরা রেলিঙ্ ধ'রে সার দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আরিয়ম্ আর আমি কবির সঙ্গে নীচে নাম্‌লুম। শিখ পাহারাওয়ালারা ভীড় ঠেকাতে লাগ্‌ল। নীচে একটু খোলা জায়গাতে কবিকে এক চেয়ারে বসিয়ে' একটি তমিল ভদ্রলোক ইংরেজিতে ছোটো-খাটো বক্তৃতা দিয়ে স্বাগত ক'র্‌লেন—মালা দেওয়া হ'ল, উপস্থিত ভদ্রবর্গের মধ্যে গোলাপ ফুলের ব্যটন্-হোল বিতরণ হ'ল, গোলাপ-জল ছিটানো হ'ল, গোলা চন্দন দেওয়া হ'ল। সকলের সঙ্গে কবির পরিচয় ক'রিয়ে দেওয়া হ'ল। কবি সংক্ষেপে দু'কথায় উত্তর দিলেন। কতকগুলি তমিল মহিলা চেয়ারে ব'সেছিলেন, তাঁদের একজনের হাতে ছিল একটি দক্ষিণী বীণা, তিনি সেই ভীড়, রোদ্দুর, আর দূর থেকে আশ-পাশ থেকে জেটি হেন হট্টস্থানের রকমারি গোলমাল, আওয়াজ, পাশের রাস্তায় চলন্ত মোটর-গাড়ির ভেঁপু, এই সবের মধ্যে, বীণা বাজিয়ে' কোমল-কণ্ঠে গান ধ'র্‌লেন—গোলেমালে তার কিছুই শোনা গেল না। খালি ক্বচিৎ বীণার ঝংকারের একটা-আধটা গিটকিরি কানে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কবির স্বাগতের এই প্রথম পালা চুক্‌তেই, তাঁকে লাট-বাড়ির গাড়িতে ক'রে নিয়ে গেলেন বন্ধুবর আরিয়ম্, আর শহরের কতকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ইপোঃ, ১০ই আগস্ট

অতিথি-রূপে আমাদের গ্রহণ ক'রেছিলেন শ্রীযুক্ত মোহম্মদ আলী নামাজী। লাট-ভবনের পর্ব শেষ ক'রে কবি এখানেই এসে উঠ্‌বেন ঠিক ছিল। সিঙ্গাপুরে আমরা সাতদিন কাটাই—আর এই সাত দিনের সব-চেয়ে আনন্দময় স্মৃতি যা

আমাদের মনে থাক্‌বে, তা হ'চ্ছে শ্রীযুক্ত নামাজী আর তাঁর পরিবারস্থ সকলের সৌজন্য, আর এঁদের এক অতি সুন্দর, স্বাভাবিক আভিজাত্যপূর্ণ ভদ্রতা। এঁদের অতিথিসৎকার কেবল বাইরের দিকের সৌজন্যে বা অতিথিদের অতন্দ্র সেবায় নয়, এঁদের সঙ্গে সাহচর্য্য আর সদালাপও, এঁদের মানসিক উৎকর্ষের গুণে, আমাদের প্রতি আতিথ্য-প্রকাশের পক্ষে সহায়ক ও আনন্দ-দায়ক হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুর শহরের পূবে আট মাইল দূরে Siglap সিগ্‌লাপ্‌ ব'লে একটি স্থান, সেখানে সমুদ্রের ধারে ঘন না'রকল বনে ঘেরা, সাদা বালির উপরে তৈরী কতকগুলি বাগান-বাড়ি আছে। তার মধ্যে চমৎকার একটি বাড়ি শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয়ের, সেখানে আমাদের মোটর-গাড়ি ক'রে নিয়ে গেল। বাড়ির পিছনে, দক্ষিণে, বেশ তাজা ঘাসে-ভরা একটি ছোটো ময়দান-মতন, আর তার পরেই সমুদ্র। দূরে ওপারে ছোটো-ছোটো দ্বীপপুঞ্জ, আকাশের গায়ে তাদের পাহাড়ের নীল রেখা। জোয়ারের সময়ে আশ-পাশের না'রকল গাছের পাতাকে মর্মর শব্দে মুখরিত ক'রে, দক্ষিণের বাতাস বইত ; বারান্দায় ব'সে, বা সমুদ্রের ধারে গিয়ে চেয়ারের উপরে গা ছড়িয়ে' দিয়ে, এই দুর্লভ বাতাসটুকু সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে পান ক'রেও যেন তৃপ্তি হ'ত না। বড়ো বাড়িটি ছাড়া, একটি ক'রে ঘর আর তারি লাগাও বারান্দা আর গোসল-খানাওয়ালা আরও দুটি চমৎকার থাক্‌বার জায়গা বড়ো বাড়িটির সাম্‌নে ময়দানের দু'ধারে ছিল, তার একটিতে কবির থাক্‌বার ব্যবস্থা হয়। সিগ্‌লাপের এই বাড়িটিতে আমরা পরম আনন্দে সাতটি দিন কাটাই।

আমাদের গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত নামাজী আর তাঁর পরিবারের সম্বন্ধে দু-চারটি কথা ব'লে, তার পরে অন্য বিষয়ের খবর দেবো। নামাজী মহাশয়েরা হ'চ্ছেন ঈরানী—পারস্য দেশে এঁদের বাড়ি। ঘরে এঁরা ফারসী বলেন, ধর্মে বাহ্যতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে এঁরা শিয়া-মুসলমান। বাল্যে নামাজী মহাশয় দেশত্যাগী হ'য়ে ভারতে আসেন, মাদ্রাজে এঁর কারবার ছিল। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে এসে ব্যবসা ফালাও ক'রে জমি-জেরাৎ বিষয়-সম্পত্তি রবার-এস্টেট ইত্যাদি ক'রে, একরকম স্থায়ী হ'য়ে ব'সেছেন। এখন শহরের গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে অন্যতম তিনি। হঙ্‌কঙ্‌-এ এঁর দূর সম্পর্কের ভাইয়েরা কারবার করেন, গত বার কবি যখন চীন-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে হঙ্‌কঙ্‌-এ যান, তখন এঁদের মধ্যে একজন কবিকে আদর আপ্যায়ন ক'রেছিলেন ; হঙ্‌কঙ্‌-প্রবাসী নামাজী গোষ্ঠীর

একজন শ্রীযুক্ত আলী মোহম্মদ নামাজী, আমরা সিঙ্গাপুরে যে সময়টা এঁদের অতিথি হ'য়ে ছিলুম, তখন সিঙ্গাপুরেই ছিলেন, এঁর সঙ্গেও আলাপ হ'ল— চমৎকার লোক ইনি। এঁদের সমাজে নামাজী-পরিবাটি বিরাট্ একটি পরিবার। শ্রীযুক্ত নামাজীর বয়স ষাট আন্দাজ হবে—এঁর আট মেয়ে, চার ছেলে। এঁদের সমাজে খুড়্‌তো জেঠ্‌তো ভাই-বোনে বিয়ে হয়—মেয়েদের মধ্যে কারো-কারো এই রকম ঘরাঘরি বিয়ে হ'য়েছে। এর বড়ো জামাইয়েরও পদবী নামাজী, মক্কায় গিয়ে হজ ক'রে এসেছেন ব'লে, এঁকে মিস্টার হাজী নামাজী ব'লে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেওয়া হয়—ইনিও বেশ লোক। নামাজী মহাশয়ের অন্য একজন জামাই, শ্রীযুক্ত শিরাজী নামে—অতি প্রিয়দর্শন, সৌজন্যের অবতার একটি যুবক, আমাদের স্বচ্ছন্দতা আর আরামের জন্য যত্ন ক'র্‌তেন—এঁরা শহরেই মস্ত বাড়িতে থাকেন, সিগ্‌লাপের সাগর-তীরের বাড়িতে শনিবার রবিবার এই দুটো ছুটির দিন কাটাতে আসেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত শিরাজী সাতদিন ধ'রে আমাদের কাছে-কাছে থেকে, আমাদের আতিথ্যের সুবিধার জন্যই সিগ্‌লাপের বাড়িতে ছিলেন। শ্রীযুক্ত শিরাজী ইংরেজের মতন খাসা ইংরেজি বলেন, আর নিজের ভাষা ফারসীও জানেন, হিন্দুস্থানী আর মালাইও ব'ল্‌তে পারেন, একটু তমিলও জানেন। কবির সঙ্গের লোক ব'লে আমরা যে যত্ন পেয়েছি, তা কথায় বল্‌বার নয়। বৃদ্ধ নামাজী থেকে আরম্ভ ক'রে সকলের আতিথ্য-কর্তব্যের মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য ক'রে প্রীত হ'য়েছিলুম—এঁরা কেমন সহজ ও সুন্দর ভাবে, এঁদের নিয়ত-সচেতন উপস্থিতি আর সেবা-পরায়ণতাকে অতিথিদের চোখের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তেন। প্রথম তিন দিন কবি সিগ্‌লাপে রাত্রিবাস করেন নি, চতুর্থ দিন তিনি এখানে বাস ক'র্‌তে এলেন। তখন থেকে বৃদ্ধ নামাজী মহাশয় প্রায় সর্বক্ষণই কবির সেবার তদ্‌বীরের জন্য উপস্থিত থাক্‌তেন। হঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী মহাশয় অতি শিক্ষিত চেতা লোক। ইংরেজি তড়বড় ক'রে ব'ল্‌তে পারেন না, কিন্তু ধীরে-ধীরে র'য়ে-ব'সে, মাঝে-মাঝে তাঁর মাতৃভাষা ফারসীর সাহায্য নিয়ে, তিনি নানা বিষয়ে আলাপ জমাতেন। আর সব কথায় এমন একটি উচ্চশ্রেণীর মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিতেন যা আমাদের কলেজে-পড়া পাস-করা ছেলেদের মধ্যেও দুর্লভ। সকালে আর সন্ধ্যায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যায়, আমাদের খাবারের-টেবিলের চারি ধারে ব'সে এইসব আলাপ চ'ল্‌ত, আর সান্ধ্য-ভোজনের পর, সাগর-মুখো

হ'য়ে বারান্দায় ব'সে, অনেক রাত পর্য্যন্ত এই পারস্থ-দেশীয় অভিজাতমনা লোকগুলির সঙ্গে বাক্যালাপের আনন্দ লাভ করা যেত। হুঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী মহাশয় একেবারে স্বদেশের মায়া কাটান নি; বৃদ্ধ নামাজী মহাশয় কিন্তু ভারতবর্ষে বহুকাল থাকার কারণ, দরখাস্ত দিয়ে ভারত-সরকারের কাছে হিন্দুস্থানের অধিবাসিত্ব কবুল ক'রে, নিজের ভারতীয়ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন; কিন্তু আর সকলে তা করেন নি। হুঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী মহাশয় ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সমগ্র ইউরোপে আর এশিয়ায় ঘুরেছেন। ইউরোপের মধ্যে রুষ দেশ, আর এশিয়ার মধ্যে সাইবিরিয়ায় তিনি অনেক কাল কাটিয়েছেন। ভ্লাডিভস্টক থেকে লেনিনগ্রাড, কিয়েভ, ওডেসা আর বাটুম, সব জানেন। দুনিয়ার গতির সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিফ-হাল, মাতৃভূমি পারস্যেরও খবর রাখেন, ও দিকে আবার যবদ্বীপ পর্য্যন্তও গিয়েছেন—আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন, ঘরে ব'সে ব'সে পড়া-শুনো ক'রে, মানব-সমাজের ইতিহাস, বিশেষ ক'রে পারস্যের ইতিহাস আর তার সভ্যতা সম্বন্ধেও বেশ জ্ঞান অর্জন ক'রেছেন। এহেন মানুষটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে মনটা যে বিশেষ খুশী হ'য়েছিল, তা বলা বাহুল্য। ইনি ইংরেজি খুব ভালো জানেন না ব'লে কবির লেখা বেশী পড়েন নি, কিন্তু কবির কাব্য-মাধুর্য্য সমস্তটা উপভোগ করার শক্তি না থাক্‌, তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির দ্বারা কবির কথাগুলির গুরুত্ব বেশ উপলব্ধি ক'র্‌তে পেরেছিলেন। মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শলোক সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, ইস্‌লাম সম্বন্ধে, জ্ঞান এবং ধর্মবিশ্বাসের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন, এবং ঐ-সমস্ত বিষয়ে আধুনিক সভ্য জগতের শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত মনোভাবের পরিচয় তাঁর মধ্যে পেয়ে আমরা চমৎকৃত ও পুলকিত হ'তুম। ঈশ্বরের জ্ঞানগম্যতা বিষয়ে ইনি কতকটা অজ্ঞেয়বাদীদের দলে; কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, তার প্রতি এঁর সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমও আছে। বৃদ্ধ নামাজী মহাশয়ের বড়ো জামাই শ্রীযুক্ত হাজী নামাজী একটু ধার্মিক, আস্তিক প্রকৃতির লোক, অজ্ঞেয়বাদিতার দিকে অগ্রসর হ'তে তাঁর সাহস হ'ত না। তবে তাঁর মধ্যে একটুকুও গোঁড়ামি ছিল না। সত্য কথা ব'ল্‌তে, হাজার শিক্ষিত হ'লেও সাধারণতঃ ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ধর্ম-বিষয়ে তর্ক ক'র্‌তে সাহস হয় না; কারণ কোথায় কার মনের কোন্‌ গোপন কোণে অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস পোষিত হ'য়ে আছে, আমাদের সোজাসুজি প্রশ্নে কোথায় কার স্পর্শকাতরতায় আঘাত

লাগ্‌বে, এত সব এড়িয়ে' খোলাখুলি বিচার সম্ভবে না। আমি নিজে যেখানে-যেখানে চেষ্টা ক'রেছি, শিক্ষিত—এমন কি বিলেত-ফেরত—হিন্দুস্থানী আর বাঙালী মুসলমানের ধর্ম-জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু আর অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে প্রশ্ন ক'রেছি—দুই-এক জায়গা ছাড়া, সেখানে সাধারণতঃ কোনও সাড়া পাইনি। যা পেয়েছি, তা হ'চ্ছে, হয় উৎকট অন্ধ-বিশ্বাস, যার ভাব-জগতের জন্য মানুষের কাছে খোঁজ কর্‌বার দরকার নেই, কোনো-কোনো বই থেকেই যা পাওয়া যায়; আর নয় তো, ভয়—সুপ্রতিষ্ঠিত ইস্‌লাম ধর্মের মূল dogma বা মতগুলি নিয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে কোনো কথা কওয়াটাই যেন অন্যায়, তাতে যেন 'গোনা' হয়—ওসব দিকে জিজ্ঞাসুর মন নিয়ে আলোচনা ক'রে কোনো লাভ নেই—করাটা শাস্ত্র-মতে পাপ,—এই রকম একটা মনোভাবেরই পরিচয় পেয়েছি। ভারতীয় মুসলমানের ঘরে, ধর্ম-মত বিষয়ে একেবারে উদার, মুক্ত—এরকম সুজনের সাক্ষাৎ যে একেবারে পাইনি, তা অবশ্য ব'ল্‌তে পারি না; কিন্তু খুব কম। কিন্তু এই ঈরানীদের সঙ্গে আলাপ—সে যেন এক নোতুন, বিচার-বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত, অপ্রত্যাশিত জগৎ; সেখানে ভারতের নব্য ইস্‌লামী গোঁড়ামির অন্ধকারের লেশমাত্রও নেই—যে অন্ধকার, ইউরোপীয় বা আধুনিক শিক্ষার আলোয় হ'ঠে-হ'ঠে, মগরেব, মিসর, শাম, ইরাক, ইস্তাম্বুল-আঙ্গোরা, ঈরান, এমন-কি তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান ত্যাগ ক'রে, যেন ভারতেই এসে শেষ আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বার জন্য জমাট বাঁধ্‌ছে। কোথায় যে সুপ্ত বা গুপ্ত অন্ধবিশ্বাসের ঘাড়ে আচমকা হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়্‌বো, এই চিন্তায়, সাম্‌লে-সাম্‌লে, বিচারের গতিকে সংযত ক'রে-ক'রে, এখানে এই ঈরানীদের সঙ্গে চ'ল্‌তে হয় নি। এইরূপ সভ্যজন-সুলভ সহজ চিন্তাপ্রণালীর পরিচয় এই ঈরানী মুসলমানদের মধ্যে পেয়ে, আমি খুবই আনন্দিত হ'য়ে, এঁদের সঙ্গে, ভারতের হিন্দু আমি, আমার মানসিক সালোক্যের কথা ব'লেছিলুম; তাতে এঁরা ব'লে উঠ্‌লেন—"দোক্তোর চাতর্জী, আপনি কি ভুলে গেলেন যে, আমরা ঈরানী—ফারসী—আর ইস্‌লামের মধ্যে সভ্যতা ব'লে যা আছে তার কতটা অংশ আমাদের জা'তের দান!"

ঈরানীয়ত্বের গৌরব—আর্য্য-বংশধর ব'লে ভারতের ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের আর অন্য জাতির সঙ্গে সাজাত্যের গৌরব—সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দু ভারতের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা, দেখে আমি বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলুম। পারস্য থেকে ভারতবর্ষের

আর্য্যেরা, না ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের আর্য্যেরা—এই তর্কের সমাধান একদিন আমায় ক'র্তে হয়—হাজী নামাজী এবং বৃদ্ধ নামাজী, এঁরা ছিলেন, ভারতেই আর্য্যজাতির উৎস, এই বিশ্বাসের পক্ষে; কিন্তু হঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী ছিলেন এই মতের পক্ষে যে ভারত আর পারস্য এই উভয় দেশের মধ্যে পারস্যেই আর্য্যজাতির প্রথম অধিষ্ঠান হ'য়েছিল, সেখান থেকে আর্য্যেরা ভারতে এসেছিল। হঙ্‌কঙ্‌-নামাজী মহাশয়ের মতের দিকেই আমাকে রায় দিতে দেখে, এঁরা, এঁদের পোষিত একটি প্রিয় বিশ্বাসে ঘা লাগ্‌ল, এইরকম ভাবে আমার প্রতি সানুযোগ নেত্রপাত ক'রেছিলেন।

কেম্‌ব্রিজের স্বর্গত অধ্যাপক ব্রাউনের বিরাট্ পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসের কল্যাণে, ইংরেজি পাঠকের কাছে ফারসী সাহিত্য আর পারস্যের মধ্য-যুগের মানসিক সংস্কৃতির নাড়ি-নক্ষত্র জান্‌তে আর কোনও কষ্ট নেই; এই অতি উপাদেয় পুস্তক অধ্যয়নের প্রসাদে, আর তা ছাড়া প্রাচীন যুগের পারস্য-ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি জানা থাকায়, এই-সব বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে, এঁদের মাতৃভূমির সংস্কৃতির একজন পূরো সমঝদার পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি লাভ ক'র্তে আমার বেশী দেরি লাগে নি। তা-ছাড়া, ফারসী ভাষার সঙ্গে অতি নগণ্য একটু পরিচয় যা আমার আছে, তা এঁদের কাছে প্রকাশ করার লোভ সাম্‌লাতে না পারায় (সদয়-হৃদয় ব্যক্তিগণ আমার এই তৃতীয় রিপুর বশ্যতাটুকু মার্জনা ক'র্‌বেন), এঁরা আমাকে ফারসীতে এক মস্ত 'ফাজিল' ও 'আলিম' ঠাউরে' ব'সেছিলেন; এর উপরে পারস্যের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার সঙ্গেও একটু পরিচয় আছে যখন বেরিয়ে' প'ড়্‌ল,—তখন, ব্যস্, আমার তুল্য পণ্ডিত আর কোথায় আছে?

এইসব বিষয়ে এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে একটা জিনিস বেশ নোতুন ঠেক্‌ল—আর এটা ভালোও লাগ্‌ল—যে, বিশেষ কিছু পড়াশুনা থাকুক আর না থাকুক, এইসব ঈরানীদের মনে স্বজাতি-সম্বন্ধে একটা গর্ব, একটা জাতীয়ত্বের অভিমান বেশ সতেজ হ'য়ে উঠেছে। আর এই গর্ব, এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান হ'চ্ছে, খ্রীষ্টীয় ৬৩২ সালের পুর্বেকার কালের পারস্যকে নিয়ে। আরব বিজেতার প্রতি পারস্যের মনোভাব দেখ্‌ছি, তের'শ' বছর ধ'রে আরবের ধর্মের পতাকার তলে থাকা সত্ত্বেও, প্রীতি-স্নিগ্ধ নয়। এইজন্যই না পারস্যের কামাল পাশা, নবীন পাদিশাহ্ রেজা শাহ্ পহ্‌লবী, বংশোপাধি গ্রহণ করেছেন—'পহ্‌লবী,'

অর্থাৎ মুসলমান আরবের পারস্য-জয়ের পূর্বের যুগের পারসীক—এইজন্যই না তিনি অ-মুসলমান যুগের বিখ্যাত পারস্য-সম্রাট্ শাহ্-পুরের নাম ধ'রে, নিজের পুত্রের নূতন নামকরণ ক'রেছেন শাহ্-পুহ্র্। ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে, আর ভারতের পারসীদের চেষ্টাতেও কতকটা,—এখন পারস্যে তার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নোতুন মনোভাব ফিরে আস্ছে। ঋষি Zarathushtra অর্থাৎ 'জরথুষ্ট্র' এখন মুসলমান ঈরানকে এক নূতন আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট ক'রেছেন —প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস-চর্চার সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রাচীন ধর্মও নবীন পারস্যের চিত্তে এখন জাতীয়তার গৌরবে মণ্ডিত হ'য়ে পুনরুদিত হ'চ্ছে।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কবিকে নিয়ে একটা বৈকালিক সম্মেলন হ'য়ে গেলে পরে, কবি বিশ্রাম ক'র্ছেন, আমরা তাঁর কাছে আছি, এমন সময়ে সিগ্লাপের বাড়ির ময়দানে কবির ঘর থেকে বৃদ্ধ নামাজী আমায় বাইরে ডেকে আন্লেন। এক কোণে তাঁর প্রায় সমস্ত আত্মীয়গুলি, তাঁর তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় (তাঁর আর দুই ছেলে অক্সফোর্ডে প'ড়্ছে—তারা মতলব ক'রেছে যে বরাবর বিলেত থেকে ফ্রান্স, জর্মানী, পূর্ব-ইউরোপ, এশিয়া-মাইনর, ইরাক, পারস্য, বেলুচিস্থান, ভারতবর্ষ, বর্মা, শ্যাম, মালয় হ'য়ে, স্থলপথে মোটর-গাড়ি ক'রে সিঙ্গাপুরে আস্বে), আর সিঙ্গাপুর-প্রবাসী পারস্যদেশীয় পোষাক পরিহিত অন্য দু-তিনটি ঈরানী ভদ্রলোক—জন সাত-আট লোক একত্র জটলা ক'রে আছে, সেখানে আমায় নিয়ে এসে ব'ল্লেন, "প্রফেসর চাতর্জী, আমাদের তর্ক হ'চ্ছে এই বিষয় নিয়ে। হঙ্-কঙ্-এর নামাজী সাহেব ব'ল্ছেন যে, প্রাচীন পারস্যে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে, ইতিহাসের চর্চা ছিল না; ইতিহাস লেখা শুরু করে 'গিরীক'-এরা; আমরা ও কথা মান্তে চাই না; আমরা বলি যে, প্রাচীনকালে আমাদের ইতিহাস খুব ছিল; কিন্তু আরব বর্বরেরা এসে আমাদের সমস্ত ধ্বংস ক'রে দেয়। আপনি কী বলেন ?"

এঁদের কথাবার্তা চল্ছিল ভাঙা আর বিশুদ্ধ ইংরেজিতে, ক্বচিৎ বা খাস ঈরানীর মুখের মিঠে ফারসীতে। শেষোক্ত ভাষাটির দু-চারটি শব্দ আর পদ ছাড়া বাকী আমার পক্ষ সাধ্যাতীত। আমি ইংরেজিতে যথাজ্ঞান ব'ল্তে লাগ্লুম—"খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে, যখন গ্রীকেরা যাকে Akhaimenian আখাইমেনীয় বলে, সেই বংশের রাজারা পারস্যে রাজত্ব ক'র্তেন, তখন তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান রাজা, সম্রাট্ Darayavahush দারয়রহুষ্ বা দারেইওস্ Dareíos

(Darius) বিসিতুন-পাহাড়ের গায়ে তাঁর রাজ্য-প্রাপ্তির আর রাজ্যে বড়ো একটি বিদ্রোহের ইতিহাস বেশ ক'রে খুঁটিয়ে' বর্ণনা ক'রে উৎকীর্ণ ক'রে গিয়েছেন ; এ থেকে অবশ্য নিশ্চয়ই এটা ব'ল্‌তে পারা যায় যে, প্রাচীন যুগের ঈরানীদের ঐতিহাসিক বোধ-শক্তিটা বেশ প্রবল ছিল। গ্রীক রাজা মাসেদোনের আলেক্সান্দর যখন পারস্য-জয় করেন, তখন তিনি সুরাপানে উন্মত্ত হ'য়ে একদিন পারস্যের এই হখামনিষীয় বা আখাইমেনীয় রাজাদের রাজধানী পর্সিপোলিস্-নগরী আগুন লাগিয়ে' জ্বালিয়ে' দিয়েছিলেন। এইরকম ঘটনা পারস্য দেশে বহু বার হ'য়েছিল। এই প্রকার গ্রীকদের মতন সুসভ্য বিদেশীদের অথবা Parthian বা পারদ জাতির মতন অর্ধ-বর্বর জা'তের হাতে প'ড়ে, পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস অন্ততঃ কতকটা যে নষ্ট হ'য়েছে, তা স্বীকার ক'র্‌তেই হয়। ওদিকে গ্রীকদের মধ্যে ইতিহাস লেখার রীতি Herodotos হেরোদোতস্-এর আগেকার কালের নয়—আর হেরোদোতস্ হ'চ্ছেন এই হখামনিষীয় রাজা দারয়রহুষের ছেলে খ্‌ষয়ার্ষ বা Xerxes-এর সমসাময়িক। তার পরের যুগে, যখন খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম পাদে (২২২ খ্রীষ্টাব্দে) পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হ'ল, তখনও যে ইতিহাস লেখা হ'য়েছিল, তার প্রমাণ আছে। অবশ্য এই ইতিহাস আধুনিক ধাঁজের নিছক কেতাবী আর 'পাথুরে' প্রমাণওয়ালা ইতিহাস নয়, গল্পচ্ছলে ইতিহাস ;—উদাহরণ-স্বরূপ, 'কারনামক্-ই-অর্তখ্‌ষীর-ই-পাপকান্' নামক পহ্‌লবী বইয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব বইয়ের গল্প অবলম্বন ক'রে, ফিরদৌসী পরে তাঁর মহাকাব্য শাহ্-নামা রচনা করেন। এই মহাকাব্যে ইতিহাস অবশ্য রোমান্সে পর্য্যবসিত হ'য়ে গিয়েছে—আর কোন্ দেশেই বা তা না হ'য়েছে ? তবে প্রাচীন পারস্যে যে ইতিহাস-চর্চা ছিল না, একথা জোর ক'রে বলা চলে না।"

ঈরানী শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দু' একজন যাঁরা ইংরেজি ভালো বোঝেন না (হিন্দুস্থানী সবাই বোঝেন ও বলেন), তাঁদের জন্য নামাজীদের একজন সংক্ষেপে ফারসীতে আমার কথাগুলি ব'লে বুঝিয়ে' দিলেন। ইতিহাস-বিষয়ে প্রাচীন পারস্যের গৌরব অটুট রইল ; আর সঙ্গে-সঙ্গে এঁরা আরবের প্রতিও একটু ঝাল ঝেড়ে নিলেন—"এই বর্বর আরবগুলো যখন আমাদের দেশ জয় করে, তখন তারা যে-সমস্ত অনাচার ক'রেছিল, তার মধ্যে যে আমাদের সব পুরাতন লাইব্রেরি পুড়িয়ে' দিয়েছিল সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই, আরব-নেতা ওমর

মিসর দেশে গিয়ে, আলেক্সান্দ্রিয়ার অমন যে বিরাট্ লাইব্রেরি তাই-ই পুড়িয়ে' দিলে।”—ইত্যাদি।

ওমরের দ্বারা আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পোড়ানো ব্যাপারটাকে কেউ-কেউ যে গল্প ব'লে মনে করেন, সে কথা আমি এঁদের ব'ল্‌লুম, কিন্তু এঁদের কেউ গল্প ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌তে চাইলেন না। তারপর, আরব আর পারস্য, এই দুই জা'তের মধ্যে ইস্‌লামী সভ্যতা সৃষ্টি ক'র্‌তে কার কতটা দান, তাই নিয়ে কথা উঠ্‌ল। এক কোরান আর মোহম্মদের ব্যক্তিত্ব ছাড়া আরবের দান যে অতি নগণ্য—কি দর্শনে, কি সাহিত্যে, কি শিল্প-কলায়, কি বিজ্ঞানে, পারস্য যে আরবের ঢের উপরে, এ কথা ইউরোপের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা ব'লে গিয়েছেন। এই সব কথা নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, পারস্যের গৌরবের প্রতি আমার মনে বরাবরই যে গভীর শ্রদ্ধা আছে তা প্রকাশের এই উপযুক্ত অবসরের সদ্ব্যবহার ক'র্‌ছি—ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর-প্রবাসী একটি গুজরাটী মুসলমান যুবক এসে আমাদের দলে যোগ দিলেন। এঁর নাম জুম্মাভাই, অতি শিষ্ট সদালাপী সহৃদয় যুবক, সিঙ্গাপুরে কবির আগমন যাতে সার্থক হয় সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন। কবির সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ ঘট্‌বার পূর্বেই, আমাদের সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে চ'লে আস্‌তে হ'ল। ইনি নানা কাজে, বিশেষতঃ কবির আগমন-সম্পর্কে সভা-সমিতির আয়োজনে, বড়োই ব্যস্ত ছিলেন। কেবল, যে-দিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি, সেই দিন যে-জাহাজে ক'রে আমরা মালাক্কা যাত্রা করি সেই জাহাজে আমাদের তুলে দিতে এসে, জুম্মাভাই জাহাজের ক্যাবিনে ব'সে দু-চারটি অন্তরঙ্গ বিষয়ে কবির অভিমত জিজ্ঞাসা করেন—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী, সার্থকতা কিসে, পরমার্থ কী ইত্যাদি বিষয়ে,—আর খুব মনোযোগ দিয়ে, বিচার-শক্তি সজাগ রেখে, কবির কথাগুলি শোনেন;—এঁর জিজ্ঞাসু মনের আর এঁর শুশ্রূষার পরিচয় পেয়ে, কবির বেশ ভালো লাগে; কিন্তু এ যাত্রায় এই-ই এঁর সঙ্গে প্রথম ও শেষ আলাপ। যাক্— জুম্মাভাই আমাদের আলোচনা খানিক শুনে, আরব জা'ত—যার সম্বন্ধে অজ্ঞ ভারতীয় মুসলমানের মনের ভাব সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুর ব্রাহ্মণ-জা'তের প্রতি অন্ধ ভক্তিরই মতন, সেই আরব জা'তের হ'য়ে দুই-একটা প্রশ্ন ক'র্‌লেন। তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কেতাব থেকে লব্ধ আরব সভ্যতার ইতিহাস, ইস্‌লামের উৎপত্তি, 'ইস্‌লামী' সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে দু-চারটে কথা ব'ল্‌তে হ'ল;

জুম্মাভাই বেশ সহিষ্ণু-ভাবে আমার কথাগুলি শুনলেন, আর এসম্বন্ধে যে অধ্যয়নের আবশ্যকতা আছে তা স্বীকার ক'র্লেন। বৃদ্ধ নামাজী আর অন্য ঈরানী ভদ্রলোকদের প্রীতিপূর্ণ স্মিত-হাস্যের সঙ্গে সেই সন্ধ্যার তর্ক-সভা ভঙ্গ হ'ল।

কবির ক্ষুদ্রতম সেবার জন্য নামাজীরা যেরূপ চেষ্টা ক'র্তেন, তার দ্বারা কবির প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা ফুটে উঠ্ত। কবির কিছু আবশ্যক কিনা, প্রতিদণ্ডে এঁরা আমাদের মারফতে খোঁজ নিতেন। এঁদের বাড়ির পাচক একজন ঈরানী, দেশ থেকে তাকে এঁরা সিঙ্গাপুরে এনেছেন। এই পাচকটিকে এঁরা সিঙ্গাপুরের নিজেদের বাড়ি থেকে এনে সিগ্লাপে রেখে দেন। নামাজী মহাশয় কবির আগমন-উপলক্ষে তাঁর সিগ্লাপের বাড়িতে একদিন একটি সান্ধ্য-সম্মিলন আহ্বান করেন, সেখানে কবির অনুরাগী কতকগুলি লোকের সমাগম হয়; যদি হঠাৎ কখনও দরকার হয়, এইজন্য এঁদের বড়ো একখানি মোটর-গাড়ি কবির জন্য সারাদিন হাজির থাক্ত, আর আমাদের ব্যবহারের জন্য এঁদের আর একখানি গাড়িও মোতায়েন ছিল।

যে-দিন আমরা সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নিই, সেদিন শহরে কবির আর তাঁর দলের একটা মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা সকলে সেখানে গিয়েছিলুম। দু'টোর সময় সেখানকার খাওয়ার ব্যাপার চুক্ল, নামাজী মহাশয় তাঁর শহরের বাড়িতে কবিকে নিয়ে গেলেন; দু'টো থেকে চারটে দুই ঘণ্টা তিনি সেখানে বিশ্রাম ক'র্বেন—তারপর চা খেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে, সাড়ে-চারটেয় মালাক্কা যাবার জাহাজে উঠ্বেন। আমাদের মাল-পত্র লরি ক'রে সিগ্লাপ্ থেকে জাহাজে পাঠিয়ে' দেওয়া হ'য়েছে, আমরা খালি-হাত-পা—ঐ সময়টুকুন শহরে দুই-একটা ছোটোখাটো কেনা-কাটার কাজ ক'রে, যথা-সময়ে জাহাজের ঘাটে গিয়ে হাজির থাক্বো এই ঠিক হয়। আমাদের কাজ চুকিয়ে' চারটের দিকে আরিয়ম্ আর ধীরেন-বাবু গেলেন জেটির অভিমুখে, জাহাজে আমাদের মালগুলো ঠিক ক'রে চড়িয়ে' দেওয়া হ'ল কি না দেখ্তে; আর সুরেন-বাবুর আর আমার উপরে ভার প'ড়্ল, নামাজী মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে, কবিকে গৃহ-স্বামী সওয়া-চারটের মধ্যে যাতে ছেড়ে দেন, তার ব্যবস্থা ক'রে, সাড়ে-চারটের মধ্যেই তাঁকে জাহাজে নিয়ে আস্বার। শহরের মধ্যে গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণের অধিবাস-ভূমি একটি ধনাঢ্য পল্লীতে উঁচু এক টিলার উপরে শ্রীযুক্ত

নামাজী মহাশয়ের প্রাসাদ। আমরা পৌঁছলে, তাঁর কাছে খবর যেতেই নামাজী মহাশয় স্বয়ং নীচে নেমে এলেন, ব'ল্‌লেন যে, কবি উপরে আছেন; তাঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কবি কথা-বার্তা কইছেন, তাঁরা তাঁকে চা জলখাবার খাওয়াচ্ছেন। শ্রীযুক্ত নামাজী আমাদের দুজনের সঙ্গে চা খেলেন, আর দু-রকম ফারসী মিষ্টান্ন খাওয়ালেন, তার মধ্যে একটি কি-একটা গাছের রসের সঙ্গে মধু দিয়ে তৈরী, চমৎকার খেতে লাগ্‌ল সেটি। তার পরে শ্রীযুক্ত নামাজী আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন—তাঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেবার জন্য। এঁরা পারস্য দেশের লোক, সেখানে এখনও কড়া পরদার রেওয়াজ। কিন্তু কবির কথা স্বতন্ত্র, তিনি মহিমান্বিত লোকগুরু, সকলেই অসংকোচে তাঁর কাছে আস্‌তে পারে, এবং এসেও থাকে। উপরে গিয়ে দেখ্‌লুম, কবি নাম্‌বার জন্য তৈরী হ'য়েছেন, আর সেখানে তাঁকে বিদায় দেবার জন্য শ্রীযুক্ত নামাজীর পত্নী আর তাঁর কন্যা আর পুত্রবধূরা ঘিরে আছেন, বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরাও র'য়েছে। শ্রীযুক্ত নামাজী ফারসী ভাষায় আমার পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন—ব'ল্‌লেন যে, ইনি একজন বুজুর্‌গ্‌ ও নামদার প্রফেসর, এবং "জ্যাবওন্‌-ই-ফওর্‌সী-রও খেইলী খূব্‌ মী-দওন্যাদ্‌"—অর্থাৎ, ফারসী ভাষাটা খুব ভালো জানেন। মেয়েরা আপসে ফারসী আর হিন্দুস্থানীতে, আর কবির সঙ্গে ইংরেজি আর হিন্দুস্থানীতে কথা কইছিলেন। এঁদের মধ্যে অসাধারণ সুন্দরী কতকগুলি মেয়ে ছিলেন। একজন শ্রীযুক্ত নামাজীর কন্যা, ইংরেজি বেশ জানেন, আমি ফারসী জানি শুনে আমায় ফারসীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন আপনি কোথায় ফারসী প'ড়েছেন? আমাকে তাড়াতাড়ি যথাজ্ঞান ভাঙা-ভাঙা ফারসী ভাষায় ব'ল্‌তে হ'ল যে, আমি ফারসী ভাষার দু-একখানি ব্যাকরণ প'ড়েছি মাত্র, এতে কথা বল্‌বার শক্তি আমার নেই—কোনোও সাহিত্যের বই পড়িনি, কিন্তু এই ভাষার প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ আছে—এটিকে পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে সব-চেয়ে সুন্দর আর মিষ্টি ব'লে মনে করি—"জ্যাবওন্‌-ই-ফওর্‌সী-রও ক্যাশ্যাঙ্গ্‌ত্যারীন্‌ উ শীরীন্‌ত্যারীন্‌-ই-জ্যাবওন্‌হও-ই-দুনিয়ও খ্যওল মী-কুনম্‌।" এঁরা একেবারে পরদা-নশীন মেয়ে ব'লে মনে ক'রেছিলুম, কিন্তু বেশ সহজ-ভাবে, উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালী মেয়ের মতনই কথাবার্তা কইলেন। কবিকে এঁরা ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন যে, আপনি এত বড়ো কবি, কিন্তু আপনি ফারসী জানেন না, ফারসী হ'চ্ছে

কবিতার ভাষা—এ বড়ো দুঃখের কথা। কবি ব'ল্‌লেন, "আমি তোমাদের দেশে যাবো, আর তখন চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো যদি শিখ্‌তে পারি, আর তখন আমাদের এই অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে প্রথম পাঠ নেবো।" আমি স্মরণ করিয়ে দিলুম যে, কবির পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন উঁচু-দরের ফারসী-দাঁ অর্থাৎ পারস্য-জ্ঞ ছিলেন, আর হাফেজের অনেক কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল; আর হাফেজের একটা পদের লাইন, যে পদটিতে বাঙলা দেশের উল্লেখ আছে—(পদটি এই—"শকর্‌-শিকন্‌ শওঅন্দ্‌ হমা তূতীআন্‌-ই-হিন্দ্‌, জীন্‌ ক্বন্দ্‌-ই-পার্‌সী কি ব-বঙ্গালা মী-রওঅদ্‌"—অর্থাৎ, "পারস্যের এই যে শর্করাখণ্ড বাঙলা দেশে যাচ্ছে, ভারতের সমস্ত শুকপক্ষীরা সেই শর্করাখণ্ড ভেঙে-ভেঙে আস্বাদ ক'র্‌বে"), সেটি স্মরণ ক'রে তার ভাবটি নিয়ে ইংরেজিতে ব'ল্‌লুম, "নিশ্চয়ই, এ বড়ো আফসোসের কথা যে, আমাদের এই কবি যিনি ভারতবর্ষের কাব্যোদ্যানের একমাত্র শুকপক্ষী, তিনি পারস্যদেশের শর্করা চাখ্‌তে পার্‌লেন না।" পারস্যের কবিশ্রেষ্ঠ কর্তৃক প্রযুক্ত ভাব—পারস্যের সন্তানেরা এই কথাটি শুনে ভারি খুশী হ'লেন। শিষ্টাচার ক'র্‌তে-ক'র্‌তে তাঁরা কবির প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় নেমে, বাড়ির গাড়ি-বারান্দা পর্য্যন্ত এলেন। কবি শ্রীযুক্ত নামাজীর মেয়েদের ও বধূদের আশীর্বাদ ক'র্‌লেন, শ্রীযুক্ত নামাজী-গৃহিণী ফারসীতে আর হিন্দুস্থানীতে কবির জন্য ভগবানের কাছে দোওয়া বা প্রার্থনা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, আর কবির জন্য চা'রটি টিনে ক'রে ফারসী মিষ্টান্ন আর কিছু আনারস গাড়িতে তুলে দিলেন, আর কবির যাত্রা যেন শুভ হয় তার জন্যও কামনা জানালেন। গাড়িতে উঠে কবি ব'ল্‌লেন, "আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—আজ এখানে সেই রকম ক'রে আমাদের সিঙ্গাপুরে অবস্থান শেষ হ'ল।" শ্রীযুক্ত নামাজী তাঁর স্ত্রীকে কবির কথা তর্জমা ক'রে ব'ল্‌লেন, কবির কাছে এই প্রশংসাবাদটুকু পেয়ে মেয়েরাও খুশী হ'লেন।—এঁদের বাড়ির মেয়েদের হঠাৎ দেখ্‌লে, বড়ো পারসী ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয়—সকলে কালো বা নীল রঙের রেশমের সাড়ী পরা, কিন্তু বেশ একটু সহজ আভিজাত্য, একটি মনোহর দীপ্তশ্রী থাকায়, এঁদের সৌন্দর্য্যকে আরও যেন উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল। পরে মালাক্কা-নগরে কথাপ্রসঙ্গে এই ঈরান-দুহিতাদের কথা উঠ্‌তে, রূপকার সুরেন-বাবু ব'লেছিলেন—এই মেয়েদের দেখে এখন বুঝ্‌তে পারা যায়, হাফেজ-টাফেজ কী

inspiration বা অনুপ্রাণনা পেয়ে কবিতা লিখ্‌তে ব'সেছিলেন। সুরেন-বাবুর মন্তব্যটি, বলা বাহুল্য, আমারও পুরা সমর্থন পেয়েছিল। এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের অপ্রত্যাশিত সম্মান আমাদের দান ক'রে, শ্রীযুক্ত নামাজী তাঁর অতিথি-সৎকারকে পূর্ণ হ'তে যেন পূর্ণতর ক'রে দিলেন। সিঙ্গাপুর থেকে যাবার সময়ে এই পরিবারের সৌজন্যের স্মৃতি একটি পরম লাভ ব'লে গ্রহণ ক'রে, আমরা নামাজী মহাশয়ের গৃহদ্বার থেকে বিদায় নিলুম।

এটা মালাই জা'তের দেশ ; এখানে ইংরেজ কর্তৃক নোতুন ক'রে স্থাপিত সিঙ্গাপুর (বা 'সিংহপুর') শহর, যে শহরের পত্তন ক'রেছিল না কি হিন্দুধর্মাবলম্বী যবদ্বীপবাসীরা ; এই সিঙ্গাপুরে চার লাখের উপর লোকের মধ্যে তিন লাখের বেশী হ'চ্ছে চীনা ; আমরা ক'জন ভারতবাসী—চারজন বাঙালী আর একজন তমিল—এহেন জগাখিচুড়ির দেশে এসে, সব-চেয়ে বেশী খুশী হ'লুম একটি ঈরানী পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ ক'রে।

এই শহরে প্রায় বত্রিশ হাজার ভারতবাসী বাস করে—বেশীর ভাগ তমিল, কিছু গুজরাটী, কিছু পাঞ্জাবী (শিখ আর মুসলমান) আর পাঠান ; আর তিপ্পান্ন হাজার মালাই-জাতীয় লোক। এখন পর্য্যন্ত মালাই-জাতীয় একজনেরও সঙ্গে আলাপ কর্‌বার সুযোগ আমার হয়নি, যদিও আমি এই সুযোগ ঘটাবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলুম। অনেকগুলি ভালো, ভদ্র, শিক্ষিত, উচ্চমনোভাবযুক্ত চীনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে ; আর ভারতবাসীরা তো দেশের-ই লোক, তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে, মিত্রতা হ'য়েছে।

১২ই আগস্ট ১৯২৭।

সিঙ্গাপুরে পা দিতে-না-দিতেই বুঝ্‌তে পারা গেল যে, "মিলে সব ভারত-সন্তান, এক-মন এক-প্রাণ" নয়,—এই বিদেশে এসেও। এই খবর পাওয়া গেল—প্রথমটা তিনি স্পষ্ট ক'রে না ব'ল্‌লেও—মোড়ল-মশাইয়ের কাছ থেকে। ইনি বোম্বাইয়ের লোক ; দোহারা বেঁটে মোটা-সোটা মানুষটি, লোক হিসাবে মন্দ নয়, উপকারও আমাদের যথেষ্ট ক'রেছেন, তবে তিনি যে একটি আস্ত মোড়ল, বাঙলা-দেশের গেঁয়ো ঘোঁট-মঙ্গলে ও পাণ্ডাগিরিতে যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পারেন, তা প্রথম থেকেই আমরা নিঃসন্দেহে বুঝ্‌তে

পেরেছিলুম। মানিকপীরের গানে যে আছে—"আপনার গণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গণ্ডা পরকে দেবা, মানী লোকের রাখ্‌বা মান"—এই নীতি তিনি পালন ক'র্‌তে তৎপর ছিলেন। নানান্‌ সুরালা আর বেসুরো যন্ত্রের সমাবেশে সিঙ্গাপুরের কবি-সংবর্ধনা ব্যাপারটি সমাধা হ'য়েছিল—মোড়ল-মশাইয়ের মোড়লি এই অনৈক্যের মধ্যকার ঐক্যতান বাদনে একটা ভাঙা-গলা যন্ত্রের মতনই শোনাচ্ছিল, তা সেটা ঢ্যাব্‌ঢেবে ঢোলক-ই হোক বা ফাট-ধরা কাঁসি-ই হোক। মোড়ল-মশাই হাঁকাহাঁকি ক'রে এক লরি ডাকিয়ে' আমাদের মাল-পত্র তুলে দিলেন। তারপর আমাদের তিনজনের পোষাকের পারিপাট্যের বিচার ক'রে, তাঁর ব্যবহারে সম্মানের তারতম্যের অনুপাত ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন। তখন আমায় ব'ল্‌তে হ'ল যে, আমাদের মধ্যে একজন হ'চ্ছেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ, একজন ক'ল্‌কাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কার্য্যকরী সভার সভ্য, আর একজন বিশ্বভারতীর কলাভবনের শিক্ষক আর ত্রিপুরার রাজগোষ্ঠীর আত্মীয়। আমাদের সকলের respectability-র, সমাজে আমাদের যে-কিছু স্থান থাক্‌তে পারে এটার কতক পরিচয় পেয়ে, তিনি তখন আমাদের সকলকেই ভালো মোটর-গাড়িতেই জায়গা দিলেন—আমরা অগ্রসর হ'লুম। পথে চুঙ্গির আড্‌ডায় আমাদের একটু আট্‌কালে—লরি-বোঝাই আমাদের মাল-পত্র বাক্স-পেটরা যাচ্ছে, তার মধ্যে আমরা সিঙ্গাপুর শহরে লুকিয়ে' মদ আমদানি ক'র্‌ছি কি না দেখ্‌বার জন্য—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ টেগোরের দলের লোকের মাল-পত্র শুনে, সেখানকার ইংরেজ কর্ম্মচারী ছেড়ে দিলে। আমাদের সঙ্গে কিছু ভারতীয় টাকা আর নোট ছিল্‌, সেগুলি মালাই দেশের টাকাতে ব'দ্‌লে নেওয়া ঠিক ক'র্‌লুম। আমাদের সঙ্গে আবিদ আলি ব'লে একটি গুজরাটী যুবক ব্যবসায়ী ছিলেন—অতি ভালো মানুষ, পরোপকারী, সহৃদয় লোক ইনি। ইনি তাঁর আপিসে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুল্‌লেন, বরফ-লেমনেড খাওয়ালেন, টাকা ব'দ্‌লে এনে দিলেন। এইখানে মোড়ল-মশাই তাঁর দুঃখের কথা আমাদের জানালেন। কবির আগমনকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য তিনি আর তাঁর দল-বল প্রাণপণ যত্ন ক'রে আস্‌ছেন। বহু অনিদ্র রজনী তিনি এর জন্য কাটিয়েছেন; কিন্তু দুনিয়ায় পাজী লোকের অন্ত নেই; সমস্ত ব্যাপারটিকে ভণ্ডুল করবার জন্য কতকগুলি দুষ্ট লোক উঠে প'ড়ে লেগেছে। কিন্তু, থ্যাঙ্ক্‌ গড্‌, তারা কিছু

ক'র্‌তে পারে নি, পার্‌বে না ; যতক্ষণ মোড়ল-মশাই আছেন, কার সাধ্য যে কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য যথোপযুক্ত হ'তে বাধা দেয়।

ভিতরের কথাটা চুম্বকে ব'লে নিই। তিন বছর পূর্বে কবি যখন চীন থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে চীন-প্রয়াণ করেন, তখন তিনি রেঙ্গুনে নামেন, পিনাঙ্‌-এ নামেন। পিনাঙ্‌-এ ভারতীয়দের আর বহু অংশে চীনাদের মধ্যে কবির আগমনে খুব সাড়া প'ড়ে যায়, তারা তাঁকে কুয়ালা-লুম্পুর পর্য্যন্ত নিয়ে যায়। কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর অন্য অর্থ-সাহায্য ক'র্‌তে অনেকে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সে-বার উদ্যোগ-পর্বেরও অনুষ্ঠান হয় নি। মালাই দেশের লোকেরা রবার-বাগানে রবার তৈরী ক'রে আর টিনের খনি থেকে টিন তুলে ফেঁপে উঠেছে। কাঁচা পয়সার দেশ। তখন রবারের বাজার বড়ো মন্দা। মালাই দেশের লোকেরা আশ্বাস দেন যে, রবারের বাজার একটু তেজ চ'ল্‌লে, নগদ টাকা দেশের লোকেদের হাতে খুব আস্‌বে, তখন দু-পাঁচ জনে বিশ্বভারতীর জন্য দানের মতন একটা সৎকাজ ক'রেও ফেল্‌বে। এইবার কবির যবদ্বীপ-যাত্রা ঠিক হ'লে পরে, পথে মালাই দেশটাও তিনি ঘুরে যাবেন স্থির হয়। তাতে সেখানকার লোকেদের মধ্যে অনেকে তাঁকে স্বাগত ক'রে আহ্বান ক'র্‌তে থাকে। গত এপ্রিল মাসে রবারের বাজার খুব গরম ছিল। বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্মী শ্রীযুক্ত আরিয়ম্‌ উইলিয়াম্‌স্‌-এর বহু আত্মীয় আর স্বদেশী বন্ধু সমগ্র মালাই দেশে বাস ক'র্‌ছেন। তাঁরা ব্যারিস্টারি ক'রে, ডাক্তারি ক'রে, রবার-বাগানের মালিক হ'য়ে, ঐ দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। স্থির হ'ল যে, আগে শ্রীযুক্ত আরিয়ম্‌ মালাই দেশে গিয়ে, কবির আগমন উপলক্ষ্যে সব বন্দোবস্ত ক'র্‌বেন, আর পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহেরও কথাটা পাকাপাকি ক'রে রাখ্‌বেন। বিশ্বভারতীর কাজ চালানোর জন্য অর্থের খুবই আবশ্যক। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান—"যত্র বিশ্বম্‌ ভবত্যেকনীড়ম্‌"—যেখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের আলোচনা হবে, যেখানে ভারত-বহির্ভূত অন্য জাতির-ও শ্রেষ্ঠ দানের চর্চা হবে—যে প্রতিষ্ঠানে বিদেশের মনিষীরা এসে অধ্যয়ন, অনুশীলন, অধ্যাপন ক'র্‌তে পার্‌বেন—আধুনিক জগতের পক্ষে এর খুবই আবশ্যকতা আছে। ভিন্ন-ভিন্ন জাতির উৎকর্ষের সমস্ত বিশিষ্ট অঙ্গগুলির আলোচনা, জগতের মধ্যে

আন্তর্জাতিক প্রীতি আর শান্তি আন্‌বার পক্ষে অন্যতম প্রথম সাধন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়েই, কবি তাঁর এই সাতষট্টি বৎসর বয়সে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে, বিশ্বভারতীকে গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ছেন। এই কাজে তিনি ইউরোপের নানা রাষ্ট্রের কর্তাদের আর চিন্তাশীল নেতাদের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ আর সাহায্য পেয়েছেন। মালাই দেশের অধিবাসীদের অনেকের এতে যোগ দিয়ে সাহায্য কর্‌বার ইচ্ছা আছে দেখে, তিনি ওখানকার লোকেদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে, আর বিশ্বভারতীর আদর্শের সম্বন্ধে তাদের কাছে কিছু প্রচার ক'র্‌তে রাজী হন।

মালাই দেশে চীনাদের একাধিপত্য—দলেও চীনারা খুব ভারী, এরা এখন সংখ্যায় দেশের আদিম অধিবাসী মালাইদের কাছা-কাছি পৌঁছেছে, আর দেশের প্রায় সমস্ত অর্থ চীনাদেরই মুঠোর মধ্যে। চীনাদের মধ্যে টাকার সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। কবি চীনে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান আকর্ষণ ক'রেছেন। চীনা ভাষায় তাঁর বইও অনেক অনূদিত হ'য়েছে, চীনাদের মধ্যে তাঁর ভক্ত পাঠক অনেক আছে। তা ছাড়া, ভারত আর চীন, এই দুই প্রাচীন জা'ত, যারা এক সময়ে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সৌহার্দ্য-সূত্রে গ্রথিত ছিল, তাদের মধ্যে আবার যাতে উৎকর্ষের ঐক্য আর মনের মিল নোতুন ক'রে হয়, তার জন্য কবির যে একান্ত আগ্রহ আছে, তার প্রতি চীনাদের মধ্যেও পূরা সহানুভূতির সৃষ্টি হ'য়েছে। কবি চান, যাতে আধুনিক ভারতে চীনা ভাষার, চীনা সাহিত্যের আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বিশ্বভারতীতে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ভালো ক'রে চীনা ভাষার আলোচনার প্রতিষ্ঠা তিনি-ই ক'রেছেন; বিখ্যাত ফরাসী চীন-বিদ্যাবিদ্ আচার্য্য Sylvain Lévi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি-র সাহায্যে, লেভি-র উৎসাহে আর শিক্ষায়, আর পরে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত যুবক অধ্যাপক Giuseppe Tucci জুসেপ্পে তুচ্চি-র, এবং চীন-দেশীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Ngo Cheong Lim ঙো-চিওঙ্‌-লিম্‌-এর সহযোগিতায়, এখন চীনাভাষা নিয়ে আলোচনা ক'র্‌ছেন এই রকম পণ্ডিত একাধিক জন হ'য়েছেন—এঁদের মধ্যে উল্লেখ ক'র্‌তে পারা যায় সুবিখ্যাত আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, আর বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-শালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এঁদের দুজনকে। ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত Ryukwan Kimura রূ্যখাঙ্‌ কিমুরা আগে থেকে একটু চীনা, একটু জাপানী পড়িয়ে' আস্‌ছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাতে বিশেষ কোনও ফল হয় নি। আচার্য্য শ্রীযুক্ত লেভি-র প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিন বৎসর প্যারিসে চীনা ভাষা, বৌদ্ধ ধর্ম আর প্রাচ্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন ক'রে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম Docteur-ès-Lettres অর্থাৎ 'সাহিত্যাচার্য্য' উপাধি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। এখন ইনি ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'র্‌ছেন; ইনি ভারতেব চীনা ভাষায় প্রথম বড়ো পণ্ডিত হ'য়ে ফির্‌লেন, এঁর দ্বারা দেশে চীন-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হ'তে অনেক সাহায্য হবে। বাগচী মহাশয়ের চেষ্টার মূলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী। এক দিকে যেমন ভারতে চীনা ভাষার একটা স্থান কর্‌বার জন্য কবি বদ্ধপরিকর, অন্য দিকেও তিনি চান যে চীনারা যেন সংস্কৃত আর পালি প'ড়্‌তে লেগে যায়। এই দুই দেশের মধ্যে চীনা আর সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকদের অদল-বদল কর্‌বার ব্যবস্থা গতবার চীনে গিয়ে তিনি পেকিঙের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের সঙ্গে ক'রে এসেছিলেন, সেখানে তাঁরা পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু চীন-দেশে ইংরেজদের সঙ্গে চীনা জাতীয় দলের মিত্রতার অবসান হওয়ায়, আর চীনে অন্তর্বিপ্লব লেগে থাকায়, আপাততঃ এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে পারা যাচ্ছে না। তা হ'লেও, বহু শিক্ষিত চীনা এই বিষয়ে এখনও কবির সঙ্গে সহ-মত, আর বিশ্বভারতীর কার্য্যের সঙ্গে এই জায়গায় তাঁরা একটা মস্ত যোগ পেয়েছেন। চীনদেশে চীনাদের মধ্যে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বিশ্বভারতীর কাজে সাহায্য ক'রেছেন এবং ক'র্‌ছেন। এখানে মালাই দেশেও চীনাদের সহযোগিতা বেশ সুন্দরভাবে পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে বারো-রাজপুতের-তেরো-চুলো অবস্থা। মোড়ল-মেজাজের লোকের, খোদ-হাকিমী মেজাজের লোকের অন্ত নেই। ঠিক দেশেরই মতন ব্যাপার। এখানে দলে ছোটো ব'লে, এই পার্থক্য আর অনৈক্য সহজেই চোখে পড়ে। এদেশে উপনিবিষ্ট ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানে দলাদলি আছে, তবে সেটা দেশে যতটা, এখানে ততটা প্রবল বা প্রকট নয়, একটু অন্তঃসলিলা হ'য়ে আছে ব'লে মনে হয়। ধর্ম না নিয়ে, এখানে প্রদেশ আর ভাষা নিয়ে ঝগড়া আছে। বলা বাহুল্য, এর মূলে আছে ছোটো স্বার্থ।

যারা ইংরেজি লেখাপড়া, আর মতলব-বাজ 'চালাক' লোকের পলিটিক্সের ধার ধারে না, তাদের মধ্যে, আমাদের রাজাদের প্রিয় placid pathetic contentment থাকায়, তারা পরস্পরের মধ্যে খেয়োখেয়ি কর্‌বার পথ পায় না। এই শ্রেণীতে পড়ে তমিল চেট্টিরা—এরা আনুষ্ঠানিক হিসাবে গোঁড়া হিঁদু—আর তমিল মুসলমান দোকানদারেরা, যাদের 'চুলিয়া' বলে, আর তা ছাড়া সাধারণ অন্য ভারতীয়েরা—যেমন ছোটো-খাটো গুজরাটী মুসলমান দোকানী, শিখ মোটরওয়ালা, হিন্দুস্থানী তুধওয়ালা, যারা তু-মুঠো কামিয়ে' খাবার জন্য এ দেশে এসেছে। তমিল আর অন্য ভারতীয় কুলিদেরকে কেউ পোছেও না। এরা নিজ-নিজ রবার বা না'রকল বাগানে, বা পাবলিক-ওয়ার্ক্‌স্‌-ডিপার্ট্‌মেণ্টে, মজুরের কাজ নিয়ে, নিজেদের মধ্যেই থাকে। বেশী রেষারেষি দেখা গেল এই কয়টি সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে—গুজরাটী খোজা বেনিয়া, যারা বড়ো-বড়ো ব্যবসায় করে আর ইংরেজিটা কাজ-চালানো-গোছ জানে—খুব লেখাপড়া না শিখ্‌লেও, এই ইংরেজির জ্ঞানটুকু এদের মধ্যে একটা শিক্ষিতের মতন বাহ্য চেকনাই দিয়েছে, এদের খুবই প্রবুদ্ধ ক'রে তুলেছে; ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রের বাইরে রাজনীতি আর অন্য ক্ষেত্রেও এদের এই ইংরেজি-জ্ঞান, ক্ষমতা-লাভের আর প্রতিষ্ঠা-অর্জনের জন্য একটি ইচ্ছা জাগিয়ে' তুলেছে (অবশ্য এটা মান্‌তে হবে যে, মালাই দেশের পলিটিক্স, বিশেষ ক'রে সেখানকার ভারতীয়দের পলিটিক্স, এখনও বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের-দপ্তরে বর্ণিত কোলু-নন্দনের পাতের তেঁতুলগুড়-মাখা ভাত আর মাছের-কাঁটা-লোলুপ জীববিশেষের পলিটিক্সের অবস্থাতেই আছে); এদেশে আরও আছে, দক্ষিণ-ভারতের তমিল আর মালয়ালী হিন্দু চাকুরে', আর সিংহলের তমিল হিন্দু আর তমিল খ্রীষ্টান শিক্ষিত-মণ্ডলী। শেষোক্ত সিংহলী তমিলদের মধ্যে থেকেই বেশীর ভাগ উচ্চ-শ্রেণীর আর নিম্ন-শ্রেণীর কেরানি আর অন্য সরকারি চাকুরে', ডাক্তার, ব্যারিস্টার প্রভৃতি, নানা প্রতিষ্ঠার স্থান দখল ক'রে, আজকাল মালাই দেশময় ছড়িয়ে' র'য়েছে। কিছু পরিমাণ সিংহলের বৌদ্ধ সিংহলী; আর মুষ্টিমেয় বাঙালী—ডাক্তার, ওভারসিয়ার, ইত্যাদি—এদেরও দেখা যায়। মনে হ'ল, বিরোধটা বিদ্যমান, মুখ্যতঃ এই তুই দলের মধ্যে—একদিকে ভারতীয় গুজরাটী আর তমিল, আর অন্যদিকে সিংহলীয় তমিল আর খাঁটি সিংহলী বৌদ্ধ।

একদিকে আছে গুজরাটীদের পয়সা, আর ভারতীয় তমিলদের বিদ্যা—কিন্তু সিংহলীরা সব কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরি আর ওকালতি-ব্যবসা আগে থেকেই দখল ক'রে ব'সে থাকার দরুন, বিদ্যাব্যবসায়ী এইসব ভারতীয় তমিল আর অন্য ভারতীয়দের বিদ্যার কোনও অর্থকর প্রয়োগ হ'চ্ছে না ব'লে, এদের মনে সিংহলীদের প্রতি আক্রোশ এসে গিয়েছে ; আর অন্য দিকে এর প্রতিকূলে যেন দণ্ডায়মান, সিংহলের জাফ্‌না তমিলদের শিক্ষা আর সরকারি কাজে প্রতিষ্ঠা। বাঙালীরা আর উত্তর-ভারতীয়েরা সংখ্যায় কম ব'লে, এসব গোলমালে তেমন ভাবে অংশ গ্রহণ ক'র্‌তে পারে নি। পরস্পরের মধ্যে এই ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা কিছু কাল ধ'রে ইস্কুলের ছেলেদের মতো খুনস্থটি ক'রে আস্‌ছে ; রেষারেষি ক'রে দু-তিনটে ক্লাব আর সমিতিও গ'ড়েছে। আর কিছুকাল হ'ল, মালয়ের নোতুন গভর্নর আসায়, তাঁরা সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে দু-দলের মোড়লদের মধ্যে মনোমালিন্যটা একটু বেশী দূর গ'ড়িয়েছে। নোতুন লাটের স্বাগতের জন্য পার্টি দিতে হবে, ভারতীয় গুজরাটী-প্রমুখ মোড়লেরা হাজার আষ্টেক ডলার চাঁদা তুলেছিলেন, সিংহলীরা না কি কয়েক শ'র বেশী তুল্‌তে পারেন নি। দু-দলে কিন্তু মিলন হ'য়ে, ভারত আর সিংহল জড়িয়ে', ঘটা ক'রে লাট-সংবর্ধনা হ'ল ; এতে (গুজরাটীদের দু-একজনের কাছে শোনা কথা), পড়িয়ে'-লিখিয়ে' আর হুঁশিয়ার লোক ব'লে, জাফ্‌না-তমিলেরাই একটু বেশী রকম মোড়লি ক'রেছিল—সেটা যাঁরা বেশী পয়সা দিয়েছিলেন তাঁদের পছন্দ-সই হয়নি। আবার তার উপরে, লাট সাহেব সংবর্ধনা পেয়ে, তাঁর স্বাগতের প্রত্যুত্তরে অনবধানতা-বশতঃ ভারতীয়দের উল্লেখ ক'র্‌তে না কি ভুলে' যান, কেবল সিংহলীদেরই সাধুবাদ দেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারটি ভারতীয় আর সিংহলীদের মিলনকে ঘনিষ্ঠ হ'তে বড়ো সাহায্য করেনি। তার পরে আছে, মালাই দেশের মন্ত্রণা-সভায় সরকার-কর্তৃক মনোনীত কাউন্সিলরদের মধ্যে, ভারতীয়দের তরফ থেকে কাউন্সিলর হ'বার জন্য দু'দলেরই মাতব্বরদের ইচ্ছে। বন্ধুবর আরিয়ম্‌ সিঙ্গাপুরে এসে যখন কবির অবস্থান আর ভ্রমণ-বিষয়ে বন্দোবস্ত ক'র্‌ছিলেন, তখন এই রেষারেষির ঘূর্ণিপাকে তাঁকেও প'ড়্‌তে হয়। তাঁর প্রতি গুজরাটী দলের স্বাভাবিক বিরাগের কারণ ছিল, কারণ তিনি নিজে জাফ্‌নার তমিল, আর তাঁর আত্মীয় আর স্বদেশ-মিত্রও অনেকে মালয় দেশে আছেন। এইসব ঘোঁট-চক্রের মধ্যে, ভারতের সব জা'তকে এক ক'রে, আর এদের

সঙ্গে চীনা আর ইউরোপীয়দের মিল ক'রে দিয়ে, আন্তর্জাতিক সিঙ্গাপুর শহরে কবির সংবর্ধনাকে একটি সর্বজন-গৃহীত যথার্থ আন্তর্জাতিক ব্যাপার ক'রে তোলার মতন দুঃসাধ্য কার্য্য, কেবল রবীন্দ্রনাথের নামের গুণেই সম্ভব হ'য়েছিল। যথার্থ শিক্ষিত লোকেরা কবির মর্য্যাদা ঠিকভাবে জানেন ব'লেই, শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ কবির আর কবির সঙ্গে আমাদের এই মালয়-ভ্রমণকে সম্পূর্ণ-রূপে সর্বজাতি-গৃহীত, সার্থক ও সফল ক'রে তুল্‌তে পেরেছিলেন।

সিঙ্গাপুরে আমরা ছিলুম সাতটি দিন। এই সাত দিনের কার্য্যাবলী আগে থাক্‌তেই ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল। এই কার্য্যাবলীর প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে আমাদের উপস্থিত থাক্‌তে হ'য়েছিল, তাতে আমরা এই দেশের আর এদেশের লোকেদের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ ক'র্‌তে পেরেছিলুম। এ ছাড়া, এখানকার অনেক সাধারণ খবরও, আমাদের নির্ধারিত সভা-সমিতির ফাঁকে-ফাঁকে, পরিচয়, জিজ্ঞাসা আর দর্শনের দ্বারা আমাদের জ্ঞান-গোচর হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুরে যা যা আমাদের চোখে প'ড়্‌ল, তার কথা ব'ল্‌বো; আর স্থানীয় অবস্থা বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনকে সম্পূর্ণ সুবোধ্য আর উপযোগী ক'রে নেবার জন্য, সিঙ্গাপুরে-ই মালাই-দেশ সম্বন্ধে দু'চার খানা বই কিনে নিয়ে প'ড়ে ফেলে, যে অবশ্য-জ্ঞাতব্য খবরটুকু জান্‌তে পেরেছি,—সেই প্রত্যক্ষ-দর্শন আর পঠন-লব্ধ জ্ঞান থেকে, দু'চারটে কথা নিয়ে, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এদেশে আমাদের ভ্রমণের বিষয় ব'ল্‌তে-ব'ল্‌তে একটু-আধটু আলোচনাও ক'র্‌বো।

বুধবার বিশে' জুলাই আটটায় তো আমরা বন্দরে ভিড়্‌লুম। জাহাজ-ঘাটায় কবিকে যে অভ্যর্থনা করা হ'ল, সেটির অনুষ্ঠান ভারতীয়দের হাতে সনাতন ভারতীয় পদ্ধতিতে হ'ল—মালা দেওয়া, আতর-গোলাপ ছিটানো, বীণা বাজিয়ে গান, বক্তৃতা, সব-ই ছিল। এই অভ্যর্থনাটির ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কবি-সংবর্ধনার জন্য সিঙ্গাপুরের সব জা'তের লোককে নিয়ে তৈরী একটি International Reception Committee আন্তর্জাতিক কবি-সংবর্ধনা মণ্ডলীর দ্বারায়। এতে ভারতীয় ছিল, চীনা ছিল, ইউরোপীয় ছিল, মালাইও ছিল। অভ্যর্থনার পরে কবি লাট-বাড়িতে গেলেন, তাঁর সেক্রেটারি হিসেবে আরিয়ম্ তাঁর সঙ্গে রইলেন। ঐ দিন কবিকে নিয়ে আর কোনও সভা-

সমিতির ব্যবস্থা ছিল না। সিগ্‌লাপে নামাজী-মশায়ের বাঙলায় আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'ল। লরি ক'রে আমাদের মাল-পত্র সেখানে পৌঁছিয়ে' দিয়ে, গৃহস্বামীদের সঙ্গে কিছু প্রাতরাশ সমাধা ক'রে, স্বরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে গেলুম। ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি ভাঙানো, চিঠি-পত্র কিছু এল' কি না তার খোঁজ নেওয়া, এই সবে আমেরিকান্-এক্সপ্রেস্-কোম্পানির আপিসে দুপুরটা কাট্‌ল। বিকেলে কবি এলেন আরিয়মের সঙ্গে, সিঁগ্‌লাপে আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা দেখ্‌তে, একটু গল্প ক'র্‌তে; তিনি ব'ল্‌লেন, "তোমরা এখানে বেশ আছো—সমুদ্রের ধারেই, লাট-বাড়ির মতন কেতা-দুরস্ত হ'য়ে থাক্‌বার হাঙ্গামা এখানে নেই।"

বুধবার দিনটা বেশ শান্তিতে কাট্‌ল। সমুদ্রের ধারে ধীরেন-বাবু আর স্বরেন-বাবু সন্ধ্যেবেলা ব'সে-ব'সে এস্‌রাজ বাজালেন। মোডল-মশাই এসে আমাদের সান্ধ্য ভোজনে যোগ দিলেন, কবির আগমনকে সাফল্য-মণ্ডিত কর্‌বার জন্য তিনি যে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'র্‌ছেন সে-সম্বন্ধে তিনি আমাদের অনেক খবর দিলেন, অনেক বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে তাঁকে যে ল'ড়্‌তে হ'চ্ছে তাও শোনালেন। পরে আরও একটু পরিচয়ে আমাদের একটু-একটু সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল যে, এই বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁর নিজের মধ্যেও অনেকটা যেন আছে।

বৃহস্পতিবার ২১এ জুলাই—এই দিনের প্রধান কাজ ছিল, বিকাল বেলা সিঙ্গাপুরের চীনা শিক্ষিত লোকেরা আর ধনী ব্যবসায়ীরা Singapore Garden Club নামে তাঁদের একটা বড়ো ক্লাবের তরফ থেকে কবির জন্য এক চা-পানের মজলিস্ আহ্বান ক'রেছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করা আর ভারতে চীনা ভাষা আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনার পত্তনের জন্য কথাবার্তা কওয়া। এই চীনারা সৌজন্য-সহকারে বিস্তর বিশিষ্ট ভারতবাসী আর অন্য জাতীয় লোককেও এই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। এই সভায় কবিকে চীনের সঙ্গে ভারতের যোগ, আর বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে ব'ল্‌তে হয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় চীনা ভাষা আর সাহিত্যের চর্চার আবশ্যকতা আমরা যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে-সম্বন্ধে তিনি বলেন। চীনের প্রতি তাঁর একটি বিশেষ অনুরাগ আছে, সেটি খালি প্রাচীন চীনের সঙ্গে ভারতের কল্যাণ-মিত্রতা স্মরণ ক'রে নয়—চীনের সংস্কৃতির, চীনের প্রাণের মধ্যে যে সার্বভৌম মানবিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত কতকগুলি উচ্চ আদর্শ

বিদ্যমান আছে, সেইগুলি মনে ক'রে চীনকে তিনি ভালোবাসেন। চীন তাঁর ভারতীয় প্রাণকে টেনেছে। আর তাঁর হৃদয়-গত আকাঙ্ক্ষা এই যে, চীন আর ভারত, প্রাচ্য জগতের এই দুই প্রাচীন মিত্র জাতির মধ্যে আবার নোতুন যোগ-সূত্রের সৃষ্টি যাতে ক'রে তিনি ক'র্‌তে পারেন। বিলাতে পড়াশুনা ক'রে আসা ডাক্তার, ব্যারিস্টার আর অন্য শিক্ষিত লোক এখানকার চীনাদের মধ্যে যথেষ্ট আছেন। এঁরা সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে কবির কথা শোনেন। তার পর কতকগুলি চীনা যুবক, কবির আদর্শ, বিশ্ব-মানবিকতার দিক্‌ বিচার ক'রে চ'ল্‌তে গেলে জাতীয়তার স্থান কোথায়, এশিয়া আর ইউরোপের সংঘাত, এই সব বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এঁরা বেশীর ভাগ হ'চ্ছেন শিক্ষক আর লেখক। কবি যথাযোগ্য ব্যাখ্যা ক'রে নিজের মতগুলি বুঝিয়ে' দেন।

সিঙ্গাপুর অঞ্চলে—সমগ্র মালাই দেশে—আর যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও—চীনাদের আগমন অনেক আগে থেকে শুরু হ'য়েছে। চীনারা টাকা রোজগারের জন্য, অন্নজলের সংস্থানের জন্য, গত পাঁচ শ' বছরের বেশী হ'ল, স্বদেশ ছেড়ে এইসব অঞ্চলে যাওয়া-আসা আরম্ভ ক'রেছে। বছর-বছর কতক স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে, কতক নোতুন আস্‌ছে, কতক বা র'য়ে যাচ্ছে। যারা র'যে যাচ্ছে, তারা মালাই জা'তের মধ্যে প'ড়ে, দু-তিন পুরুষের মধ্যে তাদের চীনা ভাব হারাতে ব'সেছে। এইরূপ উপনিবিষ্ট দু-তিন-পুরুষে' চীনা, চীনা ভাষা প'ড়্‌তে লিখ্‌তে তো অনেকে পারেই না, আর বহু বহু চীনা পরিবার চীনাভাষা ত্যাগ ক'রে ক্রমে মালাই-ভাষীই হ'য়ে প'ড়েছে। চীনের পুরাতন সংস্কৃতি, খুঙ্‌-ফূ-ৎসের ধর্ম, লাউ-ৎসের ধর্ম, আর চীনা বৌদ্ধ ধর্মও, এদের মধ্যে নিষ্প্রভ হ'য়ে প'ড়্‌ছে। তাই নিজেদের জাতীয়তা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে, এদের অনেকে ইংরেজি প'ড়্‌তে শুরু ক'রেই, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবল আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হ'য়ে, সাহেব বন্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা ক'র্‌ছিল, খ্রীষ্টান হ'চ্ছিল। এমন সময়ে চীনে বিপ্লব ঘ'ট্‌ল, নবীন জীবনের সাড়া প'ড়ে গেল—সেখানকার নব-জাগরণের কোলাহল, নোতুন প্রভাতের সমীরণ মালয় উপদ্বীপেও এলো। মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে এখন একটা আন্দোলন দেখা যাচ্ছে যে, এরা শিক্ষা-দীক্ষায় আবার পূরা চীনা হ'তে চায়। সাবেক দলের প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকেরা, যাদের শিক্ষা হ'য়েছে মালাই ভাষা আর ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে, তারাও উৎসাহ ক'রে চীনের ভাষা আর সাহিত্য প'ড়্‌তে লেগে

গিয়েছে। চীনের সাহিত্য আর সভ্যতা সম্বন্ধে একটা সজীবতা, একটা সচেতন ভাব, এই মালাই-হ'য়ে-যাওয়া বা মালাই-ভাবাপন্ন চীনাদের মধ্যে এখন বেশী ক'রে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই মনোভাবটি নোতুন ব'লে, আর অনভ্যস্ত ব'লে, ইংরেজির আব্‌হাওয়ার মধ্যে পরিপুষ্ট বুড়োর দলের কারো-কারো কাছে ততটা স্বস্তিকর আর সহজ ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। তবে জাতীয়তার দোহাইয়ের ফলে, এই চেষ্টা বা আন্দোলনের সঙ্গে, আন্তরিক-ই হোক্ আর মৌখিক-ই হোক্, সহানুভূতি সকলেই দেখাচ্ছেন। মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে এই-রকম দো-টানায় পড়া, তাদের এই শিক্ষা-সমস্যা আর তার সমাধান-চেষ্টা সম্বন্ধে পরে আরও কিছু ব'ল্‌বো। এখন গার্ডেন ক্লাবের এই চায়ের মজলিসে সাবেক-পন্থী, ইঙ্গ-ভাবাপন্ন, মালাই দেশে দু'-তিন-চার-পুরুষ-বসতি-করা আধা-মালাই চীনা দু-তিন জনকে দেখা গেল। আর নবীন যুবক চীনা, নিজেদের সংস্কৃতি মালাই দেশেও বিশুদ্ধ রাখার জন্য প্রয়াসী যারা, তাদেরও দেখা গেল।

আমি কবির সঙ্গে-সঙ্গেই ছিলুম, তাই একটু কাছ থেকেই এঁদের সব দেখ্‌বার সুযোগ আমার ঘ'টেছিল—এই সভায়, আর অন্যত্রও। চায়ের টেবিলে কবির পাশে ব'সেছিলেন শ্রীযুক্ত Song Ong Siang সোঙ্-ওঙ্-সিয়াঙ্। ইনি সিঙ্গাপুরের একজন বড়ো ব্যারিস্টার—৩০।৩৫ বছরের পসার। ইনি সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। নিজে খ্রীষ্টান-ধর্ম গ্রহণ ক'রেছেন, আর যদিও প্রাচীন চীনের চেয়ে আধুনিক ইউরোপের দিকেই তাঁর মনের টানটা বেশী ব'লে বোধ হ'ল—চীনার প্রাচীন সংস্কৃতি, চিন্তা, শিল্প প্রভৃতির যে আধুনিক জগতেও একটা বড়ো স্থান আছে সে-সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের একটু অভাব যেন দেখা গেল ব'লে মনে হ'ল—কিন্তু তা ব'লে তিনি নিজের চীনত্ব একেবারে হারান নি। তবে চীনা ব'লে এই গৌরব, এই অভিমান যেন একটু পেট্রিয়টিক্ কারণে হ'চ্ছে ব'লে মনে হ'ল, যেন পেট্রিয়টিজ্‌ম্-এর চেয়ে আন্তরিকতর গভীরতর কারণের অভাব আছে। এ রকম ভাবটা আমাদের দেশেরও বহু বহু স্বদেশপ্রেমিকের মধ্যে দেখা যায়। তবে শ্রীযুক্ত সোঙ্-ওঙ্-সিয়াঙ্ মালাই-দেশের, বিশেষ ক'রে সিঙ্গাপুরের চীনাদের পূর্বকথা খুব খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'রেছেন—One Hundred Years' History of the Chinese in Singapore, 1819-1919 নাম

দিয়ে বিরাট্ এক বই লিখে, ১৯২৩ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক জন্-ম্যরে-র দোকান থেকে প্রকাশিত ক'রেছেন। এই বইয়েতে তিনি সিঙ্গাপুর অঞ্চলের চীনাদের কথা সব লিখেছেন।

শ্রীযুক্ত সোঙ্-ওঙ-সিয়াঙ্ ছাড়া, আর একজন সৌম্য-দর্শন বয়স্ক চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁর কথা কখনও ভুল্‌বো না। ইনি চীনের বিখ্যাত শিক্ষা-ব্রতী শ্রীযুক্ত Lim Boon Keng লিম্-বুন্-কেঙ্। Straits Chinese বা মালাইদেশের চীনাদের মধ্যে ইনিও একজন প্রধান ব্যক্তি। ১৮৬৯ সালে এঁর জন্ম হয় সিঙ্গাপুরে; ঐখানেই ছেলে-বেলা থেকে ইংরেজি পড়েন, এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড়ো ইংরেজি ইস্কুল Raffles School-এর ছাত্র ছিলেন। Raffles School-এর পাঠ শেষ ক'রে, বিলাতে এডিনবরায় গিয়ে ডাক্তারি পড়েন, পরে দেশে ফিরে এসে ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। চীনাদের মধ্যে সামাজিক সুধারের কাজে লেগে যান। সোঙ্-ওঙ্-সিয়াঙ্ এঁর বাল্যবন্ধু, এঁর সঙ্গে মিলে, ১৮৯৭ থেকে ১৯০৭ পর্য্যন্ত ইনি Straits Chinese Magazine, a Quarterly Journal of Occidental and Oriental Culture নাম দিয়ে একখানি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ সালে ইনি মালাই দেশের মন্ত্রণা-পরিষদের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। যৌবনে ইনি প্রেস্‌বিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে পৈতৃক চীনাধর্ম কন্‌ফুশীয় মতে পুনরায় আকৃষ্ট হন, আর মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে কন্‌ফুশীয় মতবাদ ও সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন চীনা সাহিত্যের প্রচার-কার্য্যে লেগে যান। ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্-এর এই প্রচারের ফলে, সমগ্র মালাই দেশে চীনা ইস্কুল, চীনা পরিষৎ আর চীনাভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন, উপনিবিষ্ট চীনাদের মধ্যে ভালো রকম ক'রে পুনরুজ্জীবিত হয়। আর এই ব্যাপারের ফলে, এক-রকম প্রতিক্রিয়া বা বিপরীত গতির মতন, মালাই দেশ থেকে খাস চীন দেশেও চীনের জাতীয় ধর্ম আর সাহিত্যের আলোচনার আবশ্যকতা বিষয়ে লোকেদের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে যায়, নিজেদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে লোকেরা একটু সচেতন হ'তে থাকে। চীনে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাবার বারো বছর আগেই, ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্ মাঞ্চু-জা'তের অধীনে থাকার নিশানা, চীনাদের মাথার বেণী, কেটে ফেল্‌বার জন্য

মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ ক'রে দেন। প্রাচীন-পন্থী বহু চীনা এতে তাঁর উপর বিরক্ত হয়, কিন্তু খাস চীনাদের ১৯১২ সালের বিপ্লবের পরে এই বেণী-কাটা সংস্কার সহজ-সাধ্য হ'য়ে পড়ে। নানা দিক্ দিয়ে ইনি মালাই দেশের চীনাদের উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তোলেন। ১৯১১ সালে ইনি ইউরোপে গিয়ে লণ্ডনের Universal Races Congress আন্তর্জাতিক জাতি-সম্মেলনে যোগ দেন, জর্‌মানীতেও যান। ইংরেজ সরকার আর তাঁর স্বজাতীয় চীনা, উভয়ের কাছে তিনি সম্মান পেয়েছেন।

সিঙ্গাপুরের একজন ধনকুবের চীনা শেঠ হ'চ্ছেন Tan Kah Kee তান্-কা-কী। এঁর বড়ো-বড়ো রবারের কারখানা আছে, আর এঁর শস্তা রবারের-তলা জুতো সিঙ্গাপুর অঞ্চলে লাখো-লাখো লোকের চরণ রক্ষা ক'র্‌ছে। ইনি ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ-এর চীনা সংস্কৃতির সংরক্ষণের কাজে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় ক'রেছেন। এঁদের স্বদেশ চীনে, আময় শহরে, তান্-কা-কী দশ লক্ষ ডলার খরচ ক'রে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ক'রে দিয়েছেন। ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্ এখন তান্-কা-কী-র প্রতিষ্ঠিত এই আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কিন্তু মালাই দেশকে ইনি একেবারে ভুলে যাননি, আময় থেকে সিঙ্গাপুরে যাতায়াত করেন।

গত বার কবি যখন চীনে আসেন, তখন সেখানে ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। এবারও দু'জনের পরস্পর দেখা হওয়ায়, উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। চীনা ক্লাবের চা পানের মজলিসে দু'জনে একটু কথাবার্তা হ'ল। পরে, যেদিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি, ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্ তার আগের দিন (২৫এ জুলাই) সন্ধ্যার সময় সিগ্‌লাপে কবির সঙ্গে নিরিবিলি একটু আলাপ ক'র্‌তে আসেন। সমুদ্রের ধারে দু'জনে ব'সে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, আমরা (সুরেন-বাবু আর আমি) সেখানে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' এঁদের কথা শুনি। চীনা সাহিত্যের আর চীনা শিল্পের একজন অনুরাগী ব'লে, এঁদের এই আলোচনায় মাঝে-মাঝে যোগ দেবার লোভ সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌লুম না—বিশেষতঃ কবি যখন এই স্বনাম-ধন্য চীনা বিদ্বান্ ও কর্মীর কাছে আমাকে পরিচিত ক'রে দিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে চীনদেশে Ch'ü Yuan ছ্যু-য়ুঅন্ নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজমন্ত্রী ছিলেন, ইনি Li Sao 'লী-সাও' অর্থাৎ 'বিপদে

পড়া' নামে একটি খণ্ড-কাব্য লেখেন, তাতে কন্‌ফুশীয় আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ডাক্তার লিম্‌-বুন-কেঙ্‌ এই কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে, টীকা-টিপ্পনী-শুদ্ধ প্রকাশ ক'র্‌বেন, অনুবাদ হ'য়ে গিয়েছে, ইনি কবিকে অনুরোধ জানালেন যে, তিনি যদি তাঁর এই অনুবাদটি প'ড়ে তার একটি ভূমিকা লিখে দেন। বলা বাহুল্য, কবি সানন্দে স্বীকার ক'র্‌লেন। ডাক্তার লিম্‌ পরে এই তরজমা কবিকে পিনাঙ্‌-এ ডাকে পাঠিয়ে' দেন। কবি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। প্রাচীন চীনা কবিতা, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক জগতের সম্বন্ধে তার সরল অথচ গভীর অনুভূতি যে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে একটি নোতুন সুর দিচ্ছে—চীনা শিল্প-কলা, বিশেষ ক'রে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অবলম্বন ক'রে তার চিত্র-শিল্প, প্রাকৃতিক অনুভূতি বিষয়ে যে আধুনিক চিত্র-শিল্পকে অনুপ্রাণিত ক'রেছে, এ-সম্বন্ধেও আলাপ হ'ল। কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময়ে এঁর প্রত্যুদ্‌গমন ক'র্‌তে আমরা এঁর মোটর পর্য্যন্ত গেলুম, তখন ইনি আমাদের ব'ল্‌লেন, "তোমরা বিশেষ সাবধান থেকো যাতে রবীন্দ্রনাথের শরীর ভালো থাকে, ইনি খালি তোমাদের দেশের নন, সমস্ত এশিয়ার, সমস্ত মানব-জাতির।" সুরেন-বাবু কবির সঙ্গে চীন-জাতির এই শিক্ষানেতার ফোটো তুল্‌তে চাইলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্ধকার বেশী হ'য়ে যাওয়ায় দু'জনের এক-সঙ্গে তোলা ছবি ভালো উঠ্‌ল না।

চীনাদের এই পার্টিতে, প্রাচীন আর নবীন চীনের মনের একটু পরিচয় পেয়ে, সেদিনকার পালা সাঙ্গ ক'রে আমরা সিগ্‌লাপে বাসায় ফিরি।

তার পরের দিন, শুক্রবার বাইশে' জুলাই। কবি দুপুরে সিগ্‌লাপে এসে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন ক'র্‌লেন; তারপর এখানেই বিশ্রাম-ব্যপদেশে আমাদের সঙ্গে খানিক গল্প-গুজব ক'রে লাট-বাড়ি চ'লে গেলেন। সেখান থেকে লাট-সাহেব তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বেন সিঙ্গাপুর শহরের টাউন-হ'লে, 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার' যার নাম। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সভার সময় নির্ধারিত ছিল। সমস্ত সিঙ্গাপুর শহর যেন ভেঙ্গে প'ড়েছিল, কবির বক্তৃতা শোনার জন্য। ইউরোপীয় প্রচুর ছিল, আর ছিল চীনে', আর ভারতবাসী। স্যর হিউ ক্লিফর্ড কবিকে জন-সমক্ষে স্বাগত ক'রে পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন। কবি তখন তাঁর বিশ্বভারতীর সহানুভূতি-পূর্ণ জ্ঞানের আদর্শ, আর স্বার্থের প্ররোচনায় পরস্পরের প্রতি হিংসাশীল জগতের নানা জাতির মধ্যে শান্তি আন্‌বার জন্য ঐ

আদর্শের উপযোগিতা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবনে আপাততঃ ঐক্য আর শান্তির আশা দেখা যাচ্ছে না; নানা জাতির মানুষের মধ্যে মনের মিলের একটি-মাত্র পথ এখন খোলা আছে, সেটি হ'চ্ছে—সমগ্র মানব-সভ্যতা একটি অখণ্ড বস্তু, এই বোধ নিয়ে, পরস্পরের সভ্যতা আর কৃতিত্ব জান্‌বার আর বোঝ্‌বার চেষ্টা করা; এইরূপ জানা থেকেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; আর এই শ্রদ্ধা-ই হ'চ্ছে আকর্ষণের আর পরস্পরের প্রতি ন্যায়াচরণের মূল। কবির এই বক্তৃতাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক আর চিন্তোত্তেজক হ'য়েছিল। বক্তৃতার পর লাট-সাহেব কবিকে ধন্যবাদ দিলেন, তার পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেন।

এই দিন সন্ধ্যার পর সিগ্‌লাপে ধীরেন-বাবু সমুদ্রের ধারে ব'সে এস্‌রাজ বাজাচ্ছেন, সুরেন-বাবুও আছেন, এমন সময়ে, আমাদের পাড়ায় সমুদ্রের ধারের-ই একটি বাঙ্‌লা-বাড়ির একজন তমিল ভদ্রলোক আর একজন তমিল মহিলা, তাঁর ভ্রাতৃবধূ, এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটির নাম জ্ঞানপ্রকাশম্, ইনি ডাক্তার, সিঙ্গাপুর মিউনিসিপালিটিতে কাজ করেন। এঁর এক ভাই ছিলেন, তিনিও ডাক্তার, তাঁর নাম ডাক্তার হ্যাণ্ডি; এই মহিলাটি হ'চ্ছেন, ডাক্তার হ্যাণ্ডির বিধবা পত্নী। এঁরা জাফ্‌নার তমিল, খ্রীষ্টান, সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ গণ্য-মান্য লোক। এঁদের কাছ থেকে ভারি চমৎকার সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার পাওয়া গেল। এঁরা এস্‌রাজের আওয়াজ শুনে আসেন। এঁদের ঘরের গোরু ছিল, আমাদের খাবার জন্য তার দুধ পাঠিয়ে' দিতেন—বাকী যে ক'দিন আমরা সিঙ্গাপুরে ছিলুম। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্‌কে ব'ল্‌তেই, তার পরের দিন আমাদের সিঙ্গাপুর শহরটা একটু দেখিয়ে' আন্‌বার জন্য রাজী হ'লেন।

মোড়ল-মশায়ের সঙ্গে আবার রাত্রে দেখা, বিকালে কবির বক্তৃতাতেও দেখা হ'য়েছিল। আগেকার মতন ব্যস্ত-সমস্ত। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও দু'টো দল আছে—গুজরাটী খোজা মুসলমানেরা এক দিকে, আর অন্যদিকে তমিল মুসলমানেরা। মোড়ল-মশাই ব'ল্‌লেন,—এটা তাঁর নিজের কথা নয়—বাইরে এই দু'-দলের-ই মুসলমানদের মধ্যে জল্পনা চ'ল্‌ছে, কবি নাকি কোথায় মুসলমান নারীদের সম্বন্ধে কী মন্তব্য ক'রেছিলেন যা orthodox বা প্রাচীন-পন্থী মুসলমানদের পক্ষে রুচিকর নয়; কিন্তু এ কথা একেবারেই

বিশ্বাস্য নয়, এমন-কি মোড়ল-মশাই সব্বাইকে ব’লে বুঝিয়ে’ বেড়াচ্ছেন যে, এ-রকম একটা কথা দুষ্ট লোকে রটাচ্ছে বটে, কিন্তু কথাটা কেউ যেন বিশ্বাস না করেন। আর তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা ক’রবেন। মোড়ল-মশায়ের এই সাধু চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ দিলুম, তারপর তাঁকে ব’ললুম যে কথাটা একেবারে নির্জোশ মিথ্যে, কোনও মিথ্যাবাদী মতলব-বাজের কারসাজি; তাঁর এই সন্দেহ সত্য হ’লে, আর বিশ্বভারতীর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ মুসলমান চিন্তার কোনও বিরোধ থাকলে, কবি তাঁর বিশ্বভারতীতে ইস্লামী সভ্যতা আর চিন্তার আলোচনার ব্যবস্থা ক’রতে এত চেষ্টা ক’রতেন না, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তা-হ’লে তিনি এতটা সহানুভূতি আর সহযোগিতাও পেতেন না; আর মিসরের স্বাধীন মুসলমান সুলতান বিশ্বভারতীর পুস্তকাগারের জন্য অমন বিরাট্ এক আরবী বইয়ের সংগ্রহ দান ক’রতেন না;—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সামন্ত-রাজা, খাঁটি মুসলমান, হয়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর বিশ্বভারতীতে ইস্লামী সভ্যতার চর্চার জন্য এক লাখ টাকা দিতেন না। এই কথাগুলোতে মোড়ল-মশাই একেবারে দ’মে গেলেন—ব’ললেন যে, “হাঁ, তা আমিও তো তাই বলি, এ কথা কি সম্ভব হ’তে পারে যে, কবির কাছ থেকে এমন কোনোও কথা আসতে পারে যাতে ধর্মবিশ্বাসী লোকের মনে আঘাত লাগতে পারে? মূর্খ লোকেদের নিয়ে চলা ভার—দেখ্ছেন তো মশাই, সৎকাজে কত বাগড়া, কিন্তু কিচ্ছু চিন্তা ক’রবেন না, আমি থাকতে পাজী লোকেদের চক্রান্ত কিছুতেই কোনও ক্ষতি ক’রতে পারবে না; ইত্যাদি ইত্যাদি।” এর পর, এ সম্বন্ধে মোড়ল-মশায়ের কাছ থেকে আর কোনও কথা শুনিনি—নিশ্চয়ই তিনি বুঝিয়ে’-সুঝিয়ে’ সকলকার মুখ বন্ধ ক’রতে সমর্থ হ’য়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় কোনও লোকের কাছে, এ সম্বন্ধে যে আদবেই কোনো কথা উঠেছে, তার একটুও ইঙ্গিত পাইনি। কিন্তু মোড়ল-মশায়ের বোধ হয় মোড়ল-উচিত একটু বেশী সজাগ চোখ আর কান ছিল।

এ ছাড়া, মোড়ল-মশাই যে বেশ একজন cultured অর্থাৎ ‘বিদগ্ধ’ লোক ছিলেন, তার পরিচয় তিনি নিজেই আমাদের দিয়েছিলেন। প্রায় প্রত্যেক দিন, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে, সিগলাপের বাড়ির বারান্দায় ব’সে, রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত আমাদের কথাবার্তা চ’লত, হঙকঙের নামাজী মহাশয়ের সঙ্গে, আর শ্রীযুক্ত হাজী নামাজীর সঙ্গে; শ্রীযুক্ত শিরাজীও এসে

দু-একদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এই আলাপ-সভা আরও ভালো ক'রে জ'মে উঠ্‌ত ধীরেন-বাবুর এস্‌রাজ বাজানোর দ্বারা, তাঁর গানে, আর তাঁর পিয়ানো বাজানোতে। বাঙ্‌লাটায় বেশ বড়ো একটা পিয়ানো ছিল। মোড়ল-মশাইও দুই-এক দিন এই সভায় এসে জুটেছিলেন। ধীরেন-বাবুর দুই-একটা রাগ-রাগিণী আলাপ আর বাঙ্‌লা গান শুনে, ইনি সংগীত-বিদ্যার খুব তারিফ আরম্ভ ক'রে দিলেন; "গানাৎ পরতরং ন হি"—গান-বাজনা মানুষকে যেমন নির্মল্‌ আনন্দ দেয় এমন আর কিছুতে নয়,—কি জানেন মশাই, টাকা রোজগার-ই বলুন আর সভা-সমিতিতে লাট-বেলাটের সঙ্গে মেলা-মেশা-ই বলুন, সংগীতের কাছে কিছু-ই নয়। তিনি নিজে গানের বড্ডো ভক্ত—হাঁ, তিনি ইউরোপীয় সংগীতেরও চর্চা ক'রে থাকেন, ইউরোপীয় ধরনের সুর তাঁর বেড়ে লাগে—তিনি পিয়ানো বাজাতে শিখেছেন—ভালো কন্‌সার্ট বা ইউরোপীয় সংগীতের জল্‌সা হ'লে তিনি আগে টিকিট কেনেন—এই সংগীত-প্রিয়তার জন্য বিস্তর অর্থ তিনি ব্যয় ক'রে থাকেন, এতে তাঁর সময়ও নষ্ট হয় অনেক—তবে এ কথা তিনি স্বীকার ক'র্‌বেন যে, অনেক সময়ে গান-বাজনা শুন্‌তে-শুন্‌তে তিনি এমনি তন্ময় হ'য়ে যান যে, তাঁর business বা কারবারের কথা তিনি ভুলে যান—সিঙ্গাপুরে যখনি ভারতবর্ষ থেকে কোনো বড়ো ওস্তাদ আসে, তা নিজে-নিজেই হোক্ অথবা যাযাবর-বৃত্ত পারসী থিয়েটারের দলেই হোক্—হাঁ মশাই, খাসা সব গাইয়ে' পারসী থিয়েটারের দলে মাঝে-মাঝে আসে—তিনি তখনি অনেক টাকা খরচ ক'রে তাদের গান শোনেন, নিজের বাড়িতেও জল্‌সা দেন। আমি তাঁকে ব'ল্‌লুম যে, এই রকম ক'রে শ্রেষ্ঠ গাইয়েদের ডেকে এনে তাদের গান শুন্‌তে তিনি যে artistic আর musical taste-এর, শিল্পকলা আর সংগীত সম্বন্ধে উচ্চ অঙ্গের রুচির পরিচয় দেন, তার জন্যে অবিশ্যি তাঁর বিস্তর টাকা খরচ হ'য়ে থাকে—তবে তাঁর মনে নিশ্চয়ই fine art-এর উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটা আনন্দ জাগে। তিনি এ কথা শুনে খুশী হ'য়ে ব'ল্‌লেন, Rather! অর্থাৎ, সে কথা আর ব'ল্‌তে! আর এ বিষয়ে আমার যেন কোনও সন্দেহ না থাকে যে, the best that money can buy পয়সা খরচ ক'র্‌লে-ই যা পাওয়া যায়, সেই রকম the very best in music-কে patronise করবার জন্যে, অর্থাৎ গাওনা-বাজনার মধ্যে সব-চেয়ে সেরা যা, তার পৃষ্ঠ-পোষকতা কর্‌বার

জন্যে, তিনি তাঁর good dollar অর্থাৎ হকের ধন ডলার-মুদ্রা ব্যয় ক'র্তে একটুমাত্রও কুণ্ঠিত হন না। সংগীতবিদ্যা-সম্বন্ধে মোড়ল-মশাইয়ের কদর-দানি আর পুশ্‌ৎ-পনাহী অর্থাৎ গুণজ্ঞতা আর পৃষ্ঠ-পোষকতার সুখ্যাতি না ক'রে থাকা গেল না। তাতে তিনি উৎসাহিত হ'য়ে ধীরেন-বাবুকে পিয়ানোর কাছে ধ'রে নিয়ে গেলেন, রবীন্দ্রনাথের দু'-চারটে গান শোন্‌বার জন্যে। ধীরেন-বাবু গান গাইলেন, রবীন্দ্রনাথের "শেষ পারানির কড়ি, কণ্ঠে নিলেম গান"—বাউলের সুরে—মোড়ল-মশাই বেতালা মাথা নেড়ে-নেড়ে আর মেঝেতে পা ঠুকে-ঠুকে, পাকা ওস্তাদের চালে, দু-চার বার তাল দেবার চেষ্টা ক'র্‌লেন। পিয়ানো বাজিয়ে', কিছু আমাদের শুনিয়ে' দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল, তাতে তিনি ব'ল্‌লেন যে, তিনি এই সবে পিয়ানোতে হাত পাকাতে শুরু ক'রেছেন, তাঁর বাজনা এমন-কিছু শোন্‌বার মতন হবে না—আর অনেক রাত্তিরও হ'য়ে গিয়েছে—সে দিনের মতন তিনি বিদায় নিলেন।

মোড়ল-মশাইয়ের মোড়লির পরিচায়ক আর একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমিও তার কাছ থেকে এইবার বিদায় নেবো। স্থানীয় কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠানটিতে পদার্পণ করেন, কিছু বক্তৃতাও করেন। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দেবার জন্য তিনি মোড়ল-মশাইকে আশ্রয় ক'রেছিলেন। মোড়ল-মশাই প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিচ্ছু জানান্‌ নি, বা পাকাপাকি ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা করেন নি; অথচ ওদিকে ভদ্রলোককে আশ্বাস দিচ্ছেন, স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ কিনা মোড়ল-মশাই, যখন টেগোরের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা ক'র্‌ছেন, নিশ্চয়ই তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন। কিন্তু এদিকে কবির প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক বেলার কার্য্যাবলী স্থির হ'য়ে গিয়েছে। তার নড়-চড় হ'লেই, যাদের সঙ্গে কথা হ'য়ে গিয়েছে তাদের বিপদে ফেলা হয়। সময়ের অভাবে, আর কবির স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে, ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও আরিয়ম্‌ কবির সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর এই আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন। মোড়ল-মশাই শেষ দিন পর্য্যন্ত ভদ্রলোকটিকে আশা দিয়ে এসেছিলেন, শেষের দিকে কবির কাছে তাঁর কথা অম্‌নি একবার 'ধর্ম-ডাক' দেওয়া হিসাবে উত্থাপন ক'রেছিলেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন যে, কবির প্রোগ্রামের মধ্যে এই ভদ্রলোকের অনুষ্ঠানটিকে ঢুকিয়ে' দেওয়া কঠিন, কঠিন

কেন, প্রায় অসম্ভব, তখন তিনি তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধেই ব'লেছিলেন যে, লোকটা বড্ডো জ্বালাতন ক'র্‌ছে, কী করি, তাই তার হ'য়ে ব'ল্‌তে হ'চ্ছে। আর তার পরেই, 'লোকটা'-র সঙ্গে দেখা হওয়ায়, যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে কথা ক'য়েছিলেন, যেন তাঁর অর্থাৎ মোড়ল-মশায়ের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কবিকে রাজী করাতে পার্‌লেন না।

॥ ৪ ॥

মালয়-দেশ—সিঙ্গাপুরের চীনা পাড়া ও চীনা মন্দির

শনিবার তেইশে' জুলাই। আজ প্রায় সমস্ত দিনটা ধ'রে সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে ঘুরে' কাটানো গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ আমাদের চীনা-পাড়ায় নিয়ে গেলেন। সিঙ্গাপুর শহরটি চীনাদের শহর ব'ল্‌লেই হয়, লোক-সংখ্যার বারো আনাই চীনা। চীনদেশে না গিয়েও চীনা জগতের সঙ্গে বেশ চাক্ষুষ পরিচয় (আর চীনাদের বাজার আর খাবার দোকানের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরে যাবার সময়ে নাসিক্য পরিচয়ও) এই সিঙ্গাপুরে বেড়িয়েই পাওয়া গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ মিউনিসিপালিটির ডাক্তার ব'লে, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে। বিস্তর লোকে, কি চীনা কি ভারতীয় কি মালাই, তাঁকে চেনে, আর তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা করে। তিনি আমাদের একটা বড়ো চীনে' বাজারের সড়কে নিয়ে গেলেন। এদেশে (আর যবদ্বীপেও দেখ্‌লুম তাই) বড়ো রাস্তার ধারের ফুটপাথগুলো দু-ধারের বাড়ির দখলে; সেগুলো ঢাকা ফুটপাথ। সব বাড়ি থেকে বারান্দা বেরিয়ে' ফুটপাথগুলিকে আবরণ দিয়ে রেখেছে। এই ঢাকা ফুটপাথ, বহুস্থলে বাড়ির নীচের তলার দোকানগুলিরই অংশ হ'য়ে আছে—ফুটপাথের মধ্যে দিয়ে দু-একজন লোক চল্‌বার জন্য সরু একটি পথ রেখে, ঢাকা ফুটপাথের দু-ধারে দোকানীরা তাদের পসার সাজিয়ে' রেখেছে—জিনিস বুঝে, ঝোড়ায় বা কাঠের বারকোশে থরে-থরে সাজিয়ে', বা বাক্স, বস্তা আর পিপেতে ক'রে। দোকানের ভিতরে না ঢুকেও, কী কী জিনিসের সেখানে সওদা হয় তার একটা পরিচয় বাইরে থেকেই পাওয়া যায়। চীনে মুদীখানা—চা'ল, নানা রকম অন্য আনাজ অর্থাৎ ধান্য পদার্থ, হরেক রকমের চীনা খাদ্য, শাক-সব্‌জী, ফল-মূল, আখ; শুঁটকি মাছের স্তূপ তার নিজস্ব বাসে রাস্তা ভরপূর ক'রেছে; ধোঁয়ায়-জারিয়ে'-রাখা আস্ত আস্ত শূয়র; ডিম—তাজা ডিম, আর মাটির প্রলেপ দেওয়া বহু দিনের সঞ্চিত পুরাতন ডিম, যা চীনাদের কাছে উপাদেয় বস্তু; এই-সব, ঝুড়িতে বাক্সতে রেখে, দেওয়ালের গজালে টাঙিয়ে' বিক্রী হ'চ্ছে। চীনা মণিহারীর দোকান, তাতে চীনাদের সৃষ্ট নানা রকমের আবশ্যকীয় আর

অল্লাবশ্যকীয় টুকিটাকি জিনিসের ঝোড়া, বাক্স আর মাটির জার আর বৈয়াম ; চীনে-মাটির বাসন-কোসন ; মাটির পুতুল—অদ্ভুত আকারের রঙ-চঙ-ওয়ালা কতকগুলি চীনা নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুণ্ড, কাঁচা মাটিতে চাঁচাড়ির কাঠির উপরে লাগানো—চীনা গ্রাম্য বা লোক-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্য আমরা কিনে নিলুম ; তা ছাড়া, চীনা মন্দিরে ব্যবহার হয় লাল-রঙ-করা বাতি, প্রকাণ্ড এক-মানুষ লম্বা থেকে আরম্ভ ক'রে, ক'ড়ে-আঙুলের আকারের পর্য্যন্ত ; চীনা পূজার উপকরণ—চীনা অক্ষরে লাল আর সোনালি কালিতে ছাপা হ'ল্‌দে আর লাল কাগজের টুক্‌রো আর ফালি ; এই রকম কত অদৃষ্ট-পূর্ব জিনিসের পসার দেখ্‌লুম। প্রচুর চীনা হোটেল, তাতে আহার-নিরত লোকের অভাব নেই। চীনা কাঁসারীর দোকান—সেখান থেকে আমরা চীন দেশে তৈরী পিতলের বাসন আর চীনা দেবতার মূর্তি কতকগুলি কিন্‌লুম। সমস্ত সকালটা এই-সব দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বেশ কেটে গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ আমাদের একটা চীনা বাতি তৈরী করার কারখানায় নিয়ে গেলেন ; মস্ত-মস্ত কড়ায় মোম আর চর্বি গালিয়ে' বাতি তৈরী হ'চ্ছে, আর লাল রঙে ভর্‌তি বড়ো-বড়ো কড়ার উপরে একটা ঘূর্ণমান চাকায়, তৈরী সাদা বাতি অনেকগুলি আট্‌কে' দিয়ে, হাতায় ক'রে কড়ার রঙ নিয়ে সাদা বাতি-গুলিতে টক্‌টকে' লাল রঙ ধরানো হ'চ্ছে।

তার পরে আমরা গেলুম এক চীনা মন্দিরে। চীনা মন্দিরের ভিতরে আমাদের এই প্রথম প্রবেশ। ক'ল্‌কাতায় চীনাদের দু-তিনটে 'খোতা-খল্' অর্থাৎ 'খোদা-ঘর' বা মন্দির আছে, কিন্তু ক'ল্‌কাতার 'ককৃনি' হ'য়েও ভিতরে গিয়ে আমার তা দেখ্‌বার সুযোগ কখনও হয়নি। চীনাদের ধর্ম এখন অল্প-স্বল্প প্রাচীন খাঁটি চীনা ধর্ম, আর বহুল পরিমাণে ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ ধর্ম, এই দু'টোর মিশ্রণ। বৌদ্ধ ধর্ম চীনে আস্‌বার আগে, চীনাদের মধ্যে যে ধর্ম আর ধর্মানুষ্ঠান ছিল, সেটা ছিল মুখ্যতঃ স্বর্গের দেবতা Shang-te শাঙ্‌-তে-র পূজা, আর পিতৃপুরুষদের পূজাকেই অবলম্বন ক'রে। এই স্বর্গরাজ আর পিতৃগণের সাম্‌নে এরা ফল-ফুলরি ভাত মাছ মাংস মদ প্রভৃতির নৈবেদ্য দিত, দেবতাদের প্রতীক হিসাবে তাঁদের নাম-লেখা কাঠের বা পাথরের ফলকের সাম্‌নে নত-জানু হ'য়ে বা সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌ত, তাঁদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালা'ত, হোমের মতো অনুষ্ঠান ক'র্‌ত, আর নিজেদের কামনা নিবেদন ক'র্‌ত। চীনা ধর্ম-জগতে

লোক-গুরু Khung-fu-tze খুঙ্-ফু-ৎসে (যে নামটিকে তিন-চার শ' বছর আগে ইতালীয় জেস্থইট খ্রীষ্টান মিশনারিরা লাতীন রূপে রূপান্তরিত করেন—Confucius কন্‌ফুশিউস্) আর ঋষি Lao-tze লাউ-ৎসে, এই দু-জনের মতকে অবলম্বন ক'রে দু'টি বড়ো-বড়ো আদর্শ বা মতবাদ সৃষ্ট হয়—এক, কন্‌ফুশিউসের আদর্শ, যার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সহজবুদ্ধি-প্রণোদিত আদর্শ কর্মী মানুষ সৃষ্টি করা; গভীর দর্শন, আত্মা, পরলোক, এ সব নিয়ে এই মতবাদ বেশী মাথা ঘামায় না; আর দুই হ'চ্ছে—লাউ-ৎসে-র দর্শন, যার উদ্দেশ্য বিশ্বের মধ্যে নিহিত Tao 'তাও' বা মূল কারণের (আমাদের ভাষায় নির্গুণ ব্রহ্মের—Tao শব্দের মুখ্য অর্থ হ'চ্ছে 'পথ', বা 'বিশ্বনিয়ন্তা ধর্ম', তদনুসারে চীনা শব্দটিকে সংস্কৃত 'ঋত' শব্দ দিয়ে আমি অনুবাদ ক'রতে চাই,—সেই ঋতের) সত্তা উপলব্ধি ক'রে, 'তাও'য়ের সঙ্গে স্থর মিলিয়ে', মানব-জীবনকে শ্রেয়ের সাধনায় চালিত করা। কিন্তু ঋষি লাউ-ৎসে-র প্রচারিত এই উচ্চ তত্ত্ব, যাকে ভারতের ঔপনিষদ তত্ত্বের সঙ্গে তুলিত করা যায়, সাধারণ Tao-ist বা তাও-বাদীরা সম্যক্ ভাবে প্রণিধান ক'রে গ্রহণ ক'রতে পারেনি। তাদের হাতে Tao-ism বা তাও-বাদ কেবল নানা দেবদেবীর পূজা, অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি অর্জনের চেষ্টা, আর কতকগুলো ভূতুড়ে' কাণ্ডতে এখন পর্য্যবসিত হ'য়েছে। সে যা হোক, কন্‌ফুশীয় মতের শুষ্ক নীরস কর্তব্যবাদ, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহলোককে নিয়ে, তা চীনের সাধারণ লোকের চিত্তকে জয় ক'রতে পারে নি। তাও-বাদ চীনের মনকে অনেকটা দখল ক'রে ছিল; এমন সময়ে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষ থেকে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম এল'—ভারতের সমস্ত গভীর চিন্তা নিয়ে, ভারতের শিল্প-কলা, পূজা, অনুষ্ঠান, দেবতাদের চিরন্তন সৌন্দর্য্য নিয়ে, ভারতের অহিংসা-করুণা-মৈত্রীর বাণী নিয়ে। বৌদ্ধ ধর্ম চীনের চিত্তকে একেবারে জয় ক'রে ফেল্‌লে। কিন্তু শিক্ষিত লোকেদের অনেকে, একটু পেট্রিয়টিক্ কারণে, আর একটু জীবনের গভীর বিষয়ে চিন্তা ক'রতে অনভ্যস্ত ছিল ব'লে, নবাগত বিদেশী বৌদ্ধ ধর্ম থেকে স'রে দাঁড়া'ল। অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মের থেকে—কি তাও-বাদ আর কি বৌদ্ধ-মত—শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের কন্‌ফুশীয় মতকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখ্‌তে চাইলে। ভারতীয় বৌদ্ধ-মতের সর্বংসহ পরমত-সহিষ্ণুতা তাও-বাদের সঙ্গে বেশ একটা আপস ক'রে নিয়েছে, তাও-বাদে অনেক বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীতে বিশ্বাস, এসে গিয়েছে; কিন্তু

কন্‌ফুশীয় মত, অন্ততঃ বাহ্যতঃ, বৌদ্ধ-মতের ত্রি-সীমানায়ও যায়নি। চীনের মন মোটের উপর অনেকটা ইহলোক-সর্বস্ব; চীনারা practical বা কর্মী জাত, এরা চিন্তাশীল বা কল্পনা-প্রবণ নয়, অ-দৃষ্ট বস্তু নিয়ে বিচার করা এদের ধা'তের অনুকূল নয়। এইজন্য কন্‌ফুশীয় মত-ই হ'চ্ছে চীনের স্বতন্ত্র চিন্তা-জগতের এক বিশেষ প্রকাশ, অনেকের মতে তার চরম প্রকাশ। রসের দিক্, ভাবের দিক্ এতে তেমন নেই। লাউ-ৎসে-র তাও-বাদ থেকে চীনের মন মানব-সত্তা সম্বন্ধে গভীরতম কতকগুলি জিনিস পেয়েছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ চীনা, বিশেষ ক'রে কন্‌ফুশীয় চিন্তায় শিক্ষালাভ ক'রেছে এমন শিক্ষিত চীনা, তা গ্রহণ ক'র্‌তে পারে নি। রসের দিকে আর ভাবের দিকে চীনা সংস্কৃতির যে অভাব ছিল, তা তাও-বাদ পূরণ ক'র্‌তে চেষ্টা করে বটে,—কিন্তু সাধারণ চীনা মন একে বিকৃত ক'রে, এর মর্য্যাদার হানি ক'রে দিলে, তাও-অনুষ্ঠানগুলিকে সিদ্ধাই বা বুজরুকি লাভের সাধন হিসেবে খাড়া ক'রে। বস্তুতান্ত্রিক, দুনিয়াদারির নেশায় মস্‌গুল চীনা মন, রাজসিক ভাবে 'দেহি দেহি' রব তুলে ঐশী শক্তির সাম্‌নে দাঁড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসু চীনা প্রাচীন কালে যাঁরা ছিলেন বা এখন যাঁরা আছেন, জীবনের বড়ো-বড়ো সমস্যা সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন, তাঁরা শুষ্ক কন্‌ফুশীয় মতবাদে বা কুসংস্কারপূর্ণ তাও-অনুষ্ঠানে কিছু চিন্তার খোরাক, জীবন-সমস্যার কোনও সমাধান পেতেন না, পান না। তাঁদের কাছে বৌদ্ধ দর্শন, ভারতীয় চিন্তা এল'—একেবারে এক নোতুন মনোরাজ্য নিয়ে। খুব অন্তরঙ্গ ভাবে বৌদ্ধ ও ভারতীয় ধর্ম-জীবনের রস পান ক'র্‌তে পেরেছেন, এমন চিন্তাশীল চীনা প্রাচীনকাল থেকেই বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা (আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে), চীনে খুব কম। সাধারণ চীনা, এসব কিছুর ধার ধারে না। সে মন্দিরে যায়, আত্মনিবেদন ক'র্‌তে নয়, দেবতা-দর্শন ক'রে চিত্ত-প্রসাদ লাভ ক'র্‌তে নয়, দেবতার কাছে পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'র্‌তে নয়—সে যায়, খালি দেবতাকে পূজা দিয়ে, ভোগ দিয়ে, খুশী ক'রে কিছু আদায় ক'র্‌তে, নিজের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি ক'র্‌তে, ব্যবসাতে জুয়া-খেলাতে লাভালাভ বা সেই রকম আর্থিক আর অন্য বিষয়ে দেবতার কাছ থেকে কিছু tips বা সন্ধান-সুরাখ পেতে। আমাদের দেশেও যে এই ভাবটা নেই তা ব'ল্‌ছি না; কিন্তু প্রকৃত ভাবশুদ্ধি নিয়ে, ইহলোক-নিস্পৃহ হ'য়ে দেব-মন্দিরে যাওয়া আমাদের দেশে অসাধারণ ব্যাপার নয়, বরং খুব-ই সাধারণ। চীনা

মন্দিরে ঢুকে যা দেখ্‌লুম, তা থেকে একটা বিষয় যেন মনে বেশ স্পষ্ট ছাপ দিয়ে গেল—সেটা হ'চ্ছে এই—চীনারা সাধারণতঃ spiritually-minded অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ জা'ত নয়; ধর্ম যেন এদের কাছে পার্থিব লাভ-লোকসানের একটা short cut বা সহজ পথ, ধর্ম-জগতেও পাটোয়ারি বুদ্ধির স্থান আছে, এই রকমটা এদের ভাব ব'লে মনে হ'ল। বইয়ে প'ড়ে যা বুঝেছি, জাপানীরা কিন্তু এদের উল্‌টো, তাদের মধ্যে যথার্থ ভক্তি-ভাব বোধ হয় আরও বেশী ক'রে আছে।

মন্দিরে ঢুক্‌লুম। ফটক পেরিয়েই একটা সরু সান-বাঁধানো রাস্তার মতন; তার ডান দিকে, মন্দিরের বাইরের দিক্‌কার দেওয়াল, আর বাঁ দিকে মস্তএকটা হল-ঘর আছে, সেই হল-ঘরের দেওয়াল। ঢুকেই ডানদিকের দেওয়ালের ধারে একটা ছোটো ঘর, তার মধ্যে একটি বেদি, বেদির উপর তিনটি দেবতার মূর্তি, লাল রঙ একজনের, একজন বোধ হয় নীল, আর একজন হ'ল্‌দে, তিন জনেই প্রাচীন যুগের ঝল্‌মলে' চীনা পোষাক পরা। কী দেবতা এঁরা, তা আমাদের পাণ্ডা ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ ব'ল্‌তে পার্‌লেন না। চীনারাও অনেকে জানে না—অন্ততঃ ইংরেজি-শিক্ষিত চীনারা। এর পরে অন্যত্র চীনা মন্দিরে আমি চীনা ছবি বা প্রতিমাতে কোনও ঠাকুর-দেবতার মূর্তি দেখিয়ে' দিয়ে কোন্ দেবতা ইনি, এঁর কাজ কী, এই প্রশ্ন শিক্ষিত চীনাকে ক'রেছি; কিন্তু প্রায় সর্বত্র এক-ই জবাব পেয়েছি—some kind of fairy অর্থাৎ "কী এক দেবতা হবে", কিংবা it is a Buddha "বুদ্ধ মূর্তি হবে"; হয়-তো, ইংরেজিতে ভালো ক'রে বুঝিয়ে' বল্‌বার শক্তির অভাবই এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তরের কারণ হবে—আবার হয়-তো বা কন্‌ফুশীয় আদর্শ-মানব-বাদ আর আধুনিক ইউরোপীয় মনোভাবের ফলে, হাল-ফ্যাশানের চীনারা, তাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে-সব ঠাকুর-দেবতাতে বিশ্বাস ক'র্‌তেন তাঁদের প্রতি, সত্যকার আস্থা আর প্রীতি হারাচ্ছে।

কিন্তু চীনা দেবতাদের নাম, রূপ আর বাহনের সম্বন্ধে, চীনা ধর্মের বিষয়ে ইংরেজি বই প'ড়ে আমার যেটুকু জ্ঞান হ'য়েছে, সেটুকু ফলিয়ে' যখন খবর নেবার চেষ্টা ক'রেছি যে, এই দেবতা যুদ্ধের দেবতা Kuang-ti কোআঙ্‌-তী, কি বিদ্যার দেবতা Wen-chang য়েন্‌-চাঙ্‌, কি অষ্ট অমর Pa-hsien পা-শিয়েন্‌দের অন্যতম, কিংবা বৌদ্ধ Shih-pa Lohan শিপ্পা-লোহান্ বা

অষ্টাদশ অর্হৎদের কেউ, তখন তারা একটু চ'ম্‌কে উঠেছে, আর আমার কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য মন্দিরের কোনও পুরোহিত বা ভৃত্যকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় খবর দিয়েছে।

যা হোক্, এইরূপ ছোটো দেবতার বেদি পার হ'য়ে, আংশিক ভাবে টালিতে ছাওয়া একটি চণ্ডীমণ্ডপ বা আঙিনার মতন স্থানে পৌছুলুম। তার দু'দিকে মুখোমুখি দু'টো বেদি ; বেদির উপরে, দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে, মুখোমুখি সব ঠাকুরের মূর্তি। ছোটো বড়ো অনেকগুলি ক'রে মূর্তি। এদিক্‌কার বড়ো দাঁড়িয়ে'-থাকা মূর্তি হ'চ্ছে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর (বা অবলোকিত-স্বর)-এর মূর্তি ; ইনি চীন দেশে স্ত্রী-রূপ পরিগ্রহ ক'রে, করুণার দেবী রূপে Kun-yam বা Kuan-yin কুন্‌-য়াম্ বা কুআন্-য়িন্ (জাপানে Kwannon ক্বান্নঙ্ বা খান্নঙ্) নাম নিয়ে পূজিত হ'য়ে আস্‌ছেন। এই দেবী-ই হ'চ্ছেন এই মন্দিরটির প্রধান বিগ্রহ। অন্য দিকে আছেন Pu-tai পূ-তাই—বিরাট ভুঁড়িওয়ালা, খালি গা, মাটিতে পা ছড়িয়ে' দেওয়া, প্রাণ খুলে হাস্‌ছেন এক মোটা ভিক্ষু-বেশী মূর্তি। চীনের এই Pu-tai জাপানে Hotei হোতেই নামে পরিচিত—ইনি হ'চ্ছেন জীবনে সৌভাগ্য ও আরামের দেবতা ; ইনি বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের এক চীনা সংস্করণ। এ-ছাড়া, ছোটো-ছোটো মূর্তি অনেক ছিল, কতক ভারতীয় বৌদ্ধ দেবদেবী বা বোধিসত্ত্বদের, কতক বা খাঁটি চীনা দেবতাদের। বুক-সমান উঁচু কাঠের টেবিলের মতন বেদি, তার উপরে নানা পিতলের আর মীনা-করা তৈজসের মধ্যে প্রধান মূর্তি ; মূর্তির দু'ধারে বড়ো-বড়ো লাল বাতি জ্বল্'ছে ; সাম্‌নে ছাইয়ে-ভরা ধূপদানে, লম্বা-লম্বা ধূপ-কাঠি গুঁজে' দেওয়া আছে, সেগুলো জ্ব'ল্‌ছে—চীনে' ধূপের সুগন্ধে মন্দির আমোদিত।

ঠাকুরের সাম্‌নে ছোটো টেবিল একটি, এটি হ'চ্ছে নৈবেদ্য রাখ্‌বার আধার। ঠাকুরের সাম্‌নে মস্ত এক পিতলের পিলসুজে তেলের প্রদীপ জ্ব'ল্‌ছে। ঠাকুরের দু'দিকে মীনা-করা পিতলের, তামার আর চীনা মাটির vase বা শোভা-কলস সাজানো আছে, তার কোনোটার ভিতর টাট্‌কা ফুলের তোড়া, কোনোটাতে বা কাগজের ফুল। উপরে ছাত থেকে লম্বা-লম্বা লাল আর হ'ল্‌দে সাটিনের ফালি ঝুল্‌ছে, তাতে হ'ল্‌দে কালো আর লাল রেশমের অক্ষরে চীনা ভাষায় শাস্ত্রের বচন তোলা র'য়েছে ; আর আছে, রঙীন কাপড়ের শিকার মতন,

ফুলের মালার মতন অনেকগুলি ধ্বজা। পিতলের একটা বড়ো ড্রাগন বা মহানাগ মূর্তিও আছে—লম্বা পাঁচ-নখওয়ালা চার-পা-যুক্ত, গায়ে বড়ো-বড়ো আঁশ, দংষ্ট্রা-করাল, সর্প-জিহ্ব, সাপের মতন মূর্তি, তার পিঠে অনেকগুলি কাঁটা খাড়া হ'য়ে আছে, সেইগুলিতে বাতি গেঁথে-গেঁথে দেওয়া হয়। বেদির উপরে আর কতকগুলি জিনিস আছে, সেগুলি চীনা মন্দিরের একটি বিশেষত্ব। একটি লম্বা বাঁশের চোঙে এক গাদা সরু-সরু বাঁশের চাঁচাড়ি, তার প্রত্যেকটি বেশ মাজা ঘষা, আর প্রত্যেকটির গায়ে এক প্রান্তে কালো কালিতে একটি ক'রে চীনা অক্ষর লেখা ; আর আছে, জোড়া-কতক তে-কোণা আকারের, ডুমো-ডুমো ক'রে কাটা, বাঁশের গোড়ার গাঁট। পূজোতে এগুলোর কী কাজ তা পরে ব'ল্‌ছি।

মন্দিরে দলে-দলে মেয়ে পুরুষ পূজো ক'র্‌তে আস্‌ছে। পূজোর অনুষ্ঠানটি হ'চ্ছে এই রকম। মন্দিরের মধ্যে বড়ো বেদির আড়াআড়ি দুই দেওয়ালের দিকে দু-খানি ছোটো-ছোটো দোকান আছে, তাতে পূজোর উপকরণ বিক্রী হয়। দোকান দু'টি মন্দিরের পুরোহিতদের। পূজোর উপকরণের মধ্যে, ছোটো-বড়ো নানা আকারের লাল রঙের বাতি, ধূপ-কাঠি, পাতলা হ'ল্‌দে কাগজে সোনার অক্ষরে বা লাল অক্ষরে ছাপা চীনে' মন্ত্র, আর বাণ্ডিল-বাণ্ডিল পটকা। গৃহস্থ বা গৃহস্থ-পত্নী একা বা ছেলে-পুলে সঙ্গে উপস্থিত হ'ল ; দোকান থেকে এক পয়সার দু'টো ধূপ, দু' পয়সার দুটো বাতি, এক পয়সার কাগজ, আর দু'-তিন পয়সায় এক বাণ্ডিল পটকা কিনে নিলে ; জিনিসগুলো নিয়ে ঠাকুরের সাম্‌নে বেদির মতো টেবিলে রাখ্‌লে। ঠাকুরের সাম্‌নে জুতা খোল্‌বার নিয়ম নেই। পূজায় ধোতবাস প'রে আস্‌বার নিয়ম প্রাচীন কন্‌ফুশীয় রীতিতে ছিল, কিন্তু মনে হয় আজকাল কেউ তা মানে না। যে পূজো ক'র্‌বে, সে প্রথম হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে', বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াতে থাকে। চীনা ভাষায় এই মন্ত্র, বেশ একটা স্বরের সঙ্গে টেনে-টেনে আবৃত্তি করে। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বার কতক বসে, আর মাটিতে মাথা ঠেকায়। তেলের প্রদীপ থেকে বাতি জ্বালিয়ে' নিয়ে নাগমূর্তির পিঠের কাঁটার উপর বাতিগুলো বসিয়ে' দেয়, ধূপ জ্বেলে নিয়ে ছাইয়ে-ভরা পিতলের গামলার মতন ধূপাধারের ভিতরে ধূপগুলি খাড়া ক'রে রাখে, আর বেদি থেকে কিছু দূরে একটা মস্ত ধাতুর পাত্র আছে, তার ভিতরে মন্ত্র-লেখা কাগজগুলি জ্বালিয়ে' দিয়ে পুড়িয়ে' ফেলে।

আর পটকার বাণ্ডিলে আগুন ধরিয়ে' ফেলে দেওয়া হয়; এই পটকার দুম্‌দাম্ আওয়াজে মন্দির নিত্য-মুখরিত।

এই কাগজ জ্বালিয়ে' দেবতার পূজো একটা বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। তা এতে আমাদের আর আশ্চর্য্য বোধ করবার কিছু কারণ নেই, কারণ কাগজ জ্বালিয়ে', অ-দৃষ্ট শক্তির সঙ্গে একটা কিছু বোঝা-পড়া করার পদ্ধতি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ক'ল্‌কাতা শহরের 'শিক্ষিত' বাঙালী 'ভদ্রলোক' হিন্দু দোকানদারদের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে। আজকাল দেখা যায়, 'ভদ্রলোক' বাঙালীর দোকানে—মণিহারীর দোকান-ই হোক্, আর কাপড়ের (খদ্দরের বা তাঁতের, দেশী মিলের বা বিলিতি, সব রকমের কাপড়ের) দোকান-ই হোক্, হোটেল ('পাঁঠা-রুটির স্বদেশী কুটির')-ই হোক্, আর 'ডাইং-ক্লিনিং' (অর্থাৎ 'ডাইয়িঙ্-ক্লীনিঙ্'-ই) হোক্, প্রায় বাঙালী ভদ্রলোকের 'শিক্ষিত' ছেলেদের দ্বারায় চালিত এই-সব দোকানে, রাত সাড়ে-আট্টা নটার সময়ে দোকান বন্ধ ক'র্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে, বড়ো একখানা কাগজ জ্বালিয়ে' রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়—সাধারণতঃ এক তা খবরেব কাগজ, না হয় পার্সেল-ঢাকা মোটা কাগজ। এই আজগুবি রীতি, শিক্ষিত বাঙালীর ধর্মপ্রাণতার আর 'নবযুগের নব-নব ভাবের প্রেরণায়' ধর্ম-জগতে একটা 'প্রগতি'-র চিহ্ন, সন্দেহ নেই। মাদ্রাজে আমাদের দ্রাবিড় ভ্রাতারা নোতুন এক দেবীর পাকা মন্দিরও তৈরী ক'রে তাঁদের ধর্ম-বিষয়ে উদারতা আর openness to ideas দেখিয়েছেন—তাঁদের দেশের এই নোতুন যুগে উদ্ভূত, বিশেষ শক্তিশালিনী ('কাঁচা-খেকো') দেবী 'প্লেগাম্মা' (বা 'মা-প্লেগ')-কে আমাদের দেশে এনে, শীতলা, মনসা, মানিকপীর ওলাবিবিদের পাশে ঠাঁই দিলে হয় না? বিশেষতঃ, যখন শোনা যায় যে, মোটে এক-শ' বছর আগে, ওলাউঠা যখন একবার উত্তর-ক'ল্‌কাতায় মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল, তখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসী এক সাহেব, প্রাণভয়ে ভীত প্রজাকুলের আতঙ্ক দূর করবার জন্য, দেবী ওলাবিবিকে স্বপ্নে দর্শন ক'রে, তাঁকে প্রকট করিয়ে', হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তাঁর পূজার প্রচার করান—ভয়কে চমৎকার ভাবে এক নোতুন mumbo-jumbo-তে চালিত ক'রে, ভক্তি-রূপে তাকে sublimate করে দেন, উচ্চাবস্থায় তাকে রূপান্তরিত করেন। কাগজ পুড়িয়ে' দোকান বন্ধ করা ছেলেবেলায় দেখেছি ব'লে মনে হয় না—বছর ২০।২৫-এর পূর্বেকার কথা ব'ল্‌ছি। এখনও যারা বংশানুক্রমে দোকানদার,

যারা 'ভদ্রলোক' নয়—যেমন মুদীর দোকানওয়ালা, ঘীয়ের খাবারওয়ালা, দই-সন্দেশওয়ালা—এদের মধ্যে বাবু-ভায়াদের এই অভিনব 'কাগুজে' হোম' এখও প্রসার লাভ করেনি—যদিও দু-চার জন খোট্টা পানবিড়িওয়ালাকে এই রকম ক'রে বাবু-ভৈয়াদের দেখাদেখি কাগজ জ্বালাতে দেখেছি। এই কাগুজে' হোমের rationale, অর্থাৎ কোন্ যুক্তি অবলম্বন ক'রে এর উৎপত্তি, তা জান্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলুম। পরিচিত আর বন্ধুস্থানীয় দু-চারজন দোকানদার যাঁরা এই ritual বা অনুষ্ঠান পালন ক'রে থাকেন, তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, এটা এক রকম sympathetic magic, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে পাপকে পুড়িয়ে' উড়িয়ে' দেবার voodoo থেকেও এর উদ্ভব ;—একজন শিক্ষিত দোকানীর মতে, এই রকম ক'রে কাগজ জ্বালালে দোকানে আগুন লাগ্‌বার ভয় কেটে যায়; আর মতান্তরে, সারাদিন মাল বেচ্‌তে-বেচ্‌তে খ'দ্দেরের সঙ্গে দু-পাঁচটা মিথ্যে কথা ব'ল্‌তে হয়, কাগুজে' হোমে সেই পাপ "ভস্মসাৎ ক্রিয়তে ধ্রুবম্"। বেশীর ভাগ লোকে গতানুগতিক ভাবেই ক'রে থাকে। কিন্তু এই ritual আমাদের দেশে, ক'ল্‌কাতায়, এল' কোথা থেকে? ক'ল্‌কাতার চীনা 'খোতা-খল' থেকে কি এর অনুপ্রাণণা এসেছে? এটা ethnology-র অনুসন্ধানের বিষয়।

যা হোক্, এই রকমে কাগজ আর পটকা পুড়িয়ে', ধূপ আর বাতি জ্বেলে পূজা শেষ ক'রে, অনেকেই ঘরে চ'লে যায়। অনেকে আবার দেবতার দয়ায় ভাগ্য-পরীক্ষায় লেগে যায়। ঠাকুরের সাম্‌নে যে বাঁশের চোঙায় সরু-সরু চাঁচাড়ি বা বাঁখারিগুলি থাকে, প্রত্যেকটিতে এক-একটি চীনে' হরফ লেখা, তারই গুটি ১০।১৫ আর-একটি ছোটো চোঙায় নিয়ে, পূজার্থী আস্তে-আস্তে চোঙা নাড়্‌তে থাকে। খানিক পরেই একটি বাঁখারি ঠিক্‌রে' বাইরে প'ড়ে যায়, পূজক সেটি তুলে নিয়ে, পুরোহিত যিনি পূজার উপকরণের দোকানে ব'সে আছেন তাঁর কাছে যায়। তিনি তখন তাঁর মোটা কচ্ছপের খোলার ফ্রেমে আঁটা চীনা চশমা নাকে এঁটে, সেই অক্ষরটি দেখে, তাঁর জ্যোতিষের বই খুলে সেই অক্ষরের ফলাফল বুঝিয়ে' দেন—তা থেকে পূজক কি ভাবে জুয়া খেল্‌বে, জুয়ায় কোন্ নম্বর বা ঘোড়-দৌড়ে কয়ের নম্বরের ঘোড়া ধ'র্‌বে, তার ব্যবসার নোতুন কণ্ট্রাক্ট্‌টি সুবিধার হবে কি না, এই সব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে কিছু tips পেয়ে চ'লে যায়, পুরোহিতকে কাঞ্চন-মূল্য যৎকিঞ্চিৎ পূজার পয়সা দিয়ে

যায়। কেউ বা তে-কোণা বাঁশের গাঁট ছু'টি নিয়ে, অস্ফুট স্বরে মন্ত্র প'ড়্‌তে-প'ড়্‌তে, দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' সেগুলিকে নিজের সাম্‌নে পায়ের কাছে মাটিতে ফেলে দেয়। গাঁট ছু'টির সোজা উল্‌টো দিক্ আছে, কোন্ দিক্ উপরে প'ড়্‌ল তা নিয়ে ভাগ্য-সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। আদ্ধেকের উপরে লোক এই রকমে ভাগ্য গণনা ক'রে, ঠাকুর-দর্শনের পুণ্যের সঙ্গে শস্তায় ব্যবসায়ের বা টাকা রোজগারের বা অন্য কোনও কাম্য বস্তু বিষয়ে advance report বা warning অর্থাৎ সাবধান হবার সলা পেয়ে, রথ-দেখা আর কলা-বেচা একত্র সেরে, যে যার কাজে ফিরে যায়।

ছু-একজন বিদেশী লোকে ব'লেছে যে, চীনাদের মধ্যে জুয়াড়ীর মনোভাবটা বড্ড বেশী। কথাটি নেহাৎ বাজে ব'লে মনে হ'ল না। ধর্ম-বিষয়ে চীনারা উদার—কোনও ধর্মের কোনও দেবতাকে তারা বাদ দিতে চায় না। মালয়-দেশে তমিল চেট্টিদের শিবের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে' যখন আরতি হয়, তখন চীনারা মন্দিরের আঙিনায় ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে' আরতি দেখে, দূর থেকে পূজার জন্য পয়সাও দেয়। ক'ল্‌কাতায় বউবাজার স্ট্রীটের ফিরিঙ্গ-কালীর মন্দিরের সাম্‌নে, রাস্তার ফুট্‌পাথে দাঁড়িয়ে' একাধিক বার চীনামানকে দেখেছি, মা-কালীকে নমস্কার ক'র্‌ছে; আর বহু-পূর্বে ছেলেবেলায় যখন ইস্কুলে পড়ি, তখন একবার সেখানে দেখেছিলুম যে, এক জন চীনে' কতকগুলো বাঁশের চাঁচাড়ি, তাতে চীনে' হরফ লেখা, তাই নিয়ে মন্দিরের পুরোহিত বাঙালী ব্রাহ্মণের হাতে দিলে; ব্রাহ্মণ সেগুলিকে নিয়ে, একটি তামার পঞ্চপাত্রের ভিতরে রেখে, ভুঁয়ে উবু হ'য়ে মা-কালীর সাম্‌নে ব'সে, পঞ্চপাত্রটিতে ক'রে ভিতরের চাঁচাড়িগুলি নাড়্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক পরে একটি চাঁচড়ি বেরিয়ে' প'ড়্‌তে, সেটি তিনি চীনাটির হাতে দিলেন, বাকীগুলোও দিলেন—চীনাটি ঐ ঠিক্‌রে'-পড়া চাঁচাড়িকে আলাদা পকেটে পূরে রাখ্‌লে, তারপর মন্দিরের মার্বেল-পাথরের মেঝের উপর চার্‌টে পয়সা পুজোর জন্যে রেখে চ'লে গেল। যতক্ষণ পুরোহিত-মহাশয় চাঁচাড়িগুলি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, ততক্ষণ আমি চীনাটিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলুম—"এ চীনা সাব, এ কেয়া হোতা?" চীনা এক গাল হেসে ব'ল্‌লে, "ও খোতা হায়, সেলাম ত্তেতা"—অর্থাৎ "উও খোদা হ্যায়, সলাম দেতা,—উনি হ'চ্ছেন একটি খোদা বা দেবতা, আমি সেলাম দিচ্ছি।" পুরোহিত-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, মায়ের

পূজো দিতে সব জা'তই আসে, ফিরিঙ্গি মেয়ে-পুরুষে খুব আসে, অসুখ-বিসুখ হ'লে বা বিপদে প'ড়্‌লে অনেকে মানৎ ক'রে যায়, আর চীনারাও আসে, তাদের জুয়া-খেলার পয়মন্ত নম্বর জান্‌বার জন্য আসে।

চীনা মন্দিরে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'র্‌লুম, এখানে পাণ্ডার বা পুরুতের অত্যাচার নেই। পুরুতদের দেখাই যায় না। একটা কারণ, বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা ভিক্ষু হয়, 'তাও'-মন্দিরেও ঐ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের হাতে পূজার ভার থাকে; আর প্রায় সব মন্দিরের স্থাপয়িতার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া নিজস্ব আয় থাকাতে, আর পূজার উপকরণের দোকানের লাভও মন্দিরের প্রাপ্য হওয়াতে (এই রকমটা আমার অনুমান হয়), পূজার্থীদের উপর অত্যাচার ক'রে, তাদের ভুজং-ভাজং দিয়ে পয়সা আদায়ের চেষ্টা ক'র্‌তে হয় না; মোটের উপর, চীনা মন্দিরের ভিতরে একটা দেবমন্দিরোচিত গাম্ভীর্য্যের ভাব আছে, একটা শান্তির হাওয়া সেখানে বয়। মন্দিরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোয় নানা কিম্ভূত-কিমাকার, বৃহদাকার, বিকট-ভৈরব, উজ্জ্বল, চোখ-ঝল্‌সিয়ে'-দেওয়া লাল আর সোনালি রঙ লাগানো ছবি আর মূর্তির সমাবেশে একটা ছেলেমি ভাব, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে একটা গভীরতার, একটা রহস্যপূর্ণ অশরীরী দেবতার সান্নিধ্যের আভাস ততটা লক্ষণীয়-ভাবে না থাক্‌লেও, হিন্দু মন্দিরের আলো-আঁধারি mystic ভাব, তার dim religious light-এর অন্তরালে আব্‌ছা-আব্‌ছা কোনও দেবতার বিরাট মূর্তির ছায়া যেন ভগবানেরই ছায়ার মতন বিদ্যমান, এ রকম ভাবটা না থাক্‌লেও—হিন্দু মন্দিরের ভক্ত আর পূজকের ব্যাকুল ভক্তির ভাব দেখা না গেলেও,—চীনা মন্দির দেখে মোটের উপর মনটা অপ্রসন্ন হয় না।

ভক্ত পূজকেরা (বোধ হয় মানৎ সফল হ'লে) ভোজ্য নৈবেদ্যও উৎসর্গ ক'রে দিয়ে যায়। দুটি চীনা স্ত্রীলোক, একটি মা বা শাশুড়ী, আরটি তার মেয়ে বা পুত্রবধূ, এই রকম পুজোর ভোগ নিয়ে এসে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দেবার জন্যে বেদির টেবিলের উপর সাজাতে লাগ্‌ল। মা বর্ষীয়সী, গায়ের রঙ্‌ ফেকাসে' হ'ল্‌দে, মাথার চুল উস্ক-খুস্ক, পরনে কালো ছাতার কাপড়ের মতন কাপড়ের কোর্তা আর সরু পা-জামা, পায়ে চটি জুতো; মেয়েটি কম বয়সের, ঐ রকম কাপড়ের পা-জামা, মাথার তেল-চুক্‌চুকে চুল এঁটে খোঁপা ক'রে বাঁধা, খোঁপায় লাগানো কতকগুলি বড়ো-বড়ো রঙীন মীনার ফুল তোলা সোনার

কাঁটা, আর মাথার সাম্‌নে কপালের উপর জুলপির মতন এক গোছা চুল ঝুল্‌ছে। এদের সঙ্গে দু-চারটি কাচ্ছা-বাচ্ছা এসেছে,—কম-বয়সী মেয়েটিরই ছেলেপুলে হবে, এরা একটু-আধটু হুড়োহুড়ি ক'র্‌ছে, আর মাঝে-মাঝে দিদিমা বা ঠাকুরমার কাছে থেকে আদর-মাখা বকুনি খাচ্ছে। স্ত্রীলোক দু'জন ভোগ সাজালে। ভোগ হ'চ্ছে, চীনা ভোজের খাদ্য—হরেক রকমের ফিকে-সবুজ চীনে মাটির বাসনে সাজানো—মাঝে একটা বড়ো সাদা চীনে-মাটির তিজেলের মতন, তাতে ভাত আছে—নানা চীনা তরকারি, মাছ আর আলু, সব্‌জির তরকারি, ডিম সিদ্ধ, আর দু'টো আস্ত হাঁস সিদ্ধ; আর আছে, নূন দিয়ে ধোঁয়ায় জারানো একটা মাঝারি আকারের শূওরের দেহের একপাশ, লম্বালম্বি শিরদাঁড়া ধ'রে সেটিকে চিরে দু'খানা ক'রা হ'য়েছে তারই একখানা;—এইসব চীনা সুখাদ্য। এদের পূজোটি একটু ঘটার-ই ব্যাপার ছিল। ঠাকুরকে, অর্থাৎ করুণার দেবী কুআন্‌-য়িন্‌-এর স্ত্রী-বিগ্রহধারী অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বকে, এই ভোগ নিবেদন ক'রে দেবার জন্য পুরোহিত ঠাকুর এলেন। পুরোহিতকে দেখে মনে বিশেষ ভক্তির উদয় হ'ল না। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, 'হাঙ্গ্‌লা', hungry, scare-crow-গোছ চেহারার একটি যুবক, নখে ময়লা, মুখখানা যেন বহুদিন ধোয়া হয়নি, খোঁচা-খোঁচা দু-চার গাছা গোঁফ-দাড়ী। নীল রঙের আর কালো ছাতার কাপড়ের কোর্তা আর পা-জামার উপরে তাঁর ভিক্ষুর পোষাক,—আমাদের দেশের জোড়া বা জোব্বার মতন ঢিলে লম্বা একটা পোষাক—চড়িয়ে' তিনি এলেন, তাঁর হাতে জপ-মালা আর দু'টো ঘণ্টা। তার মধ্যে একটি হ'চ্ছে ছোটো ছড়ির আগায় লাগানো একটি ঘণ্টা, যে ঘণ্টার গায়ে ঐ ছড়িটির সঙ্গেই দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোটো একটি কাঠি দিয়ে ঘা মেরে আওয়াজ ক'রতে হয়; আর অন্যটি আমাদের দেশের পুজোর ঘণ্টার মতন। এই দু'টো ঘণ্টা নিয়ে, টেবিল-বেদির সাম্‌নে পুরোহিত এসে দাঁড়ালেন। ভিক্ষুর জোব্বাটির রঙ এক কালে হ'ল্‌দে ছিল, সেটা এখন ময়লা হ'য়ে অতি বিশ্রী দেখাচ্ছিল। এই জোব্বার ছাঁটটা জাপানী কিমোনোর মতন। দু-হাজার দেড়-হাজার বছর আগে, চীন-দেশে যখন মেয়ে-পুরুষ উভয়েই ছাতার কাপড়ের জামা-পাৎলুন প'র্‌তে আরম্ভ করেনি,—পুরুষের ঢিলে পা-জামা আর মেয়েদের অতি কুশ্রী আঁট পা-জামা,—তখন এইরকম সুদৃশ্য প্রশস্ত জোব্বা ছিল চীনাদের সাধারণ পোষাক। জাপানীরা এই পোষাকই গ্রহণ ক'রেছে, এই হ'চ্ছে তাদের

সুপরিচিত 'কিমোনো'। চীন-দেশ এখন পোষাক-সম্বন্ধে তার প্রাচীন সৌন্দর্য্যবোধ হারিয়ে', তাদের এই প্রাচীন পোষাক সাধারণ-ভাবে ত্যাগ ক'রেছে, কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু আর 'তাও'-সন্ন্যাসীরা এই প্রাচীন পোষাক এখনও ছাড়েনি। পুরোহিত মহাশয় মুণ্ডিত-মস্তক, তাতে বোঝা গেল যে ইনি ভিক্ষু, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ইনি এসে, বেদির উপর সাজিয়ে'-রাখা খাদ্যদ্রব্যগুলির দিকে একবার কাতর দৃষ্টিপাত ক'রে (এসব এঁর নিজের ভোগে লাগ্‌বে না, কারণ চীনা ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মাছ-মাংস খান না, অহিংসা নীতির প্রভাব বর্মী ফুঙ্গীদের চেয়েও এঁদের মধ্যে কার্য্যকর), ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে' দিয়ে, বাঁ হাতে আমাদের-দেশের-মতন ঘণ্টাটি ধ'রে আর ডান হাতে কাঠি-ঘণ্টাটি বুকের সাম্‌নে উঁচু ক'রে তুলে, ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে' সুর ক'রে-ক'রে মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ ক'র্‌লেন—আর ঘণ্টা দু'টির শব্দ ক'রে মাঝে-মাঝে তাল দিতে লাগ্‌লেন।

চীনা মন্দির আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু বহু পূর্বে ইউরোপেই চীনা বৌদ্ধ মন্দিরের মন্ত্র-আবৃত্তি শোনা গিয়েছিল দু'-বার। ১৯২১ সালে লণ্ডনে থাক্‌তে-থাক্‌তে East of Suez নামে একটি নাটকের অভিনয় দেখি, নাটকের ঘটনা-স্থল চীন-দেশ, পাত্র-পাত্রী ইংরেজ ও চীনা, চীনের আব-হাওয়া ভালো ক'রে দেখাবার প্রয়াসে এই নাটকের জন্য খাস চীন থেকে কতকগুলি লোককে আনা হয়। এতে একটি দৃশ্য ছিল, এক চীনা বৌদ্ধ-মন্দির, ঘণ্টা আর ডুগি বাজিয়ে' বুদ্ধ-মূর্তির সাম্‌নে পুরোহিতরা স্তোত্র পাঠ ক'র্‌ছেন। যারা এই অংশের অভিনয় ক'রেছিল, তারা সকলেই চীনা। তখন এই দৃশ্যটি আর স্তোত্র-পাঠটি অতি চমৎকার লেগেছিল ; আর খালি এই দৃশ্যটি দেখ্‌বার জন্যই আর এক বার ঐ নাটক দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। এবারও এই স্তোত্র-পাঠটি বড়ো সুন্দর লাগ্‌ল, সঙ্গের বন্ধুদেরও ভালো লাগ্‌ল। মন্ত্রের কথাগুলি চীনা, সুর ক'রে সংস্কৃত স্তোত্র-পাঠের অনুকারী বেশ ধীর-গম্ভীর ছাঁদে পুরোহিত মধুর ঘণ্টার আওয়াজের তাল দিতে-দিতে পাঠ ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। তাঁর চেহারায় আর পোষাকে যে অশ্রদ্ধার ভাবটা প্রথমে মনে এসেছিল, সে ভাবটা তাঁর পাঠের সুশ্রাব্যতায় অনেকটা চ'লে গেল। খানিকক্ষণ এই অনুষ্ঠান দেখে আর এই পাঠ শুনে তৃপ্ত হ'য়ে, আমরা মন্দিরের অন্য দুই-একটি অংশ, একটি মস্ত বড়ো ঠাকুর-ঘর, অন্য বেদিতে বড়ো আর একটি বুদ্ধ-মূর্তি, এই-সব দেখে, ফিরে এলুম।

চীনাপাড়ায় ঘুরে চীনাজাতির কর্মঠতা, তাদের অশ্রান্ত পরিশ্রম, তাদের সদাপ্রফুল্ল ভাব দেখে, মনে-মনে তাদের তারিফ না ক'রে পারা যায় না। সরু-সরু গলি বা বড়ো-বড়ো রাস্তা, ঘিঞ্জি ঘেঁষ-ঘেঁষ যত দোতলা তেতলা বাড়ি—বাড়িগুলি লোকে ঠাসা, রাস্তাতেও লোকের ভীড়; ট্রাম-মোটর, দুই-একখানা ঘোড়ার গাড়ি, নীলপোষাক-পরা চীনা কুলির টানা অগণিত রিক্‌শ গাড়ি, দু'দশখানা গোরুর-গাড়ি, তার গাড়োয়ান হয় পাগ্‌ড়ি-মাথায় শিখ, নয় ফেল্‌ট্‌ হ্যাট-মাথায় মাদ্রাজী কি চীনা; বাঁকে ক'রে জিনিস নিয়ে বিচিত্র কণ্ঠে জিনিসের নাম হেঁকে-হেঁকে বেড়াচ্ছে অসংখ্য চীনা ফেরিওয়ালা; এই সমস্ত নিয়ে চীনাপাড়ার রাস্তাগুলো, ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে, জোয়ান, বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সব-রকমের চীনাতে ভর্‌তি, মানুষ যেন কিল্‌বিল্‌ ক'র্‌ছে। ইংরেজি teeming কথার দ্বারাই এখানকার চীনাদের সংখ্যাধিক্য আর তাদের গতিশীল কর্ম-নিরত জীবন কতকটা ধারণা করা যায়। যেন পিঁপড়ের সারের মতো এই হাজার-হাজার চীনে' পিল্‌-পিল্‌ ক'রে চ'ল্‌ছে, চাকের মৌমাছির মতো তারা যেন থিক্‌-থিক্‌ ক'র্‌ছে। অসংখ্য লোক, অফুরন্ত লোক, সবাই নিজ-নিজ কাজে নিযুক্ত। এদের যেন দু'টি কাজ—খাটা, আর খাওয়া। শত-শত ভোজনালয়, আর রাস্তার ধারে বাঁশের বাঁকের দু'পাশে ঝোড়ায় ক'রে খাবার নিয়ে, হাঁড়ি-উনুন নিয়ে, চীনে' খাবারওয়ালা—ভাত, মাছ, তরকারি, আর হরেক রকম চীনে' খাবার শুঁট্‌কি মাছ আর নোনা মাংসের দুর্গন্ধে রাস্তা ভরিয়ে' দিয়ে, খাবার টাট্‌কা-টাট্‌কা রেঁধে-রেঁধে বেচ্‌ছে, আর দলে-দলে চীনা লোক, রাস্তার কুলি-মজুর গাড়োয়ান প্রভৃতি ব'সে দাঁড়িয়ে' খাবার কিনে খাচ্ছে, তার ধরা-বাঁধা সময় নেই। শুন্‌লুম, রিক্‌শওয়ালা একবার ভাড়া খেটে ২।৫ আনা পেলে, তখনি তার থেকে কিছু পয়সা নিয়ে খাবার কিনে খায়,—সে খাবার এক বাটি সেমুইয়ের পায়সই হোক্‌, আর নাড়িভুঁড়ির বা শুঁট্‌কি মাছের তরকারির সঙ্গে এক বাটি ভাতই হোক্‌।

এ জা'তকে হঠানো কি ঠেকানো বড্ড কঠিন। সুবিধা পেলে, এ জা'ত দুনিয়ার সমস্ত দখল ক'রে ব'স্‌বে। সংখ্যায় এরা আর সব জা'তের চেয়ে বেশী—চল্লিশ কোটির উপর চীনা তো এক চীন-দেশেই র'য়েছে। এদের বংশ-বৃদ্ধি হ'চ্ছে খুব জোরের সঙ্গে; এরা পরিশ্রমকে ডরায় না; কোনও

সন্দেহ নেই যে, এরা fair field and no favour অর্থাৎ অবাধগতি পেলে, অন্য কোনো জা'ত এদের সাম্‌নে টিঁক্‌তে পার্‌বে না। অবশ্য এই লাখো-লাখো লোকের ভিতরে নানা গলদ আছে; কিন্তু চীনা সভ্যতার বুনিয়াদ এমনি পাকা যে, চীনারা সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে' মাথা কাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে, নিজেদের সভ্যতা, নিজেদের জগৎ নিয়ে এরা বিশ্বজয় ক'র্‌তে বেরিয়েছে; চীনা জাতির এই-সমস্ত দেশকে আত্মসাৎ করার সূত্রপাত, ফাঁকা গৌরবের জন্য নয়, capitalism-এর ঠেলায় নয়; খালি দু'-মুঠো খেয়ে বাঁচ্‌বার আর বংশ-বৃদ্ধি কর্‌বার জন্যেই এদের ছড়িয়ে' প'ড়্‌তে হ'চ্ছে; আর যেখানে বেঁচে-ব'র্তে থাকা নিয়েই প্রতিযোগিতা, যেখানে অন্য জা'তের সঙ্গে এদের সংঘাত হবে, সেখানে এদের সংখ্যার জোরে আর কর্মক্ষমতার জোরে, এরাই যে জেতা হ'য়ে র'য়ে যাবে, কেউ এদের রুখ্‌তে পার্‌বে না, অন্য সব জা'ত যে ঝ'ড়ো হাওয়ার মুখে শুখ্‌নো পাতার মতন উড়ে যাবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকে না॥

॥ ৫ ॥

মালয়-দেশ—সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে

২৩এ জুলাই শনিবার। আজকের দিনটাকে এখানকার চীনা জগতের সঙ্গে আমাদের একটু আন্তরিক পরিচয়ের দিন ব'ল্‌তে পারা যায়। চীনাদের বাজার দোকান পাট, চীনা মন্দির দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেল। এই দিন সিগ্‌লাপে গিয়ে আহারাদি আমাদের হ'ল না, সারাদিন শহরেই ঘুর্‌তে হ'ল। আরিয়ম্ আমাদের আলাপ করিয়ে' দিলেন Feng Chih Chen ফ্যঙ্-চ্যঃ-চেন্ নামে একটি চীনা যুবকের সঙ্গে। কথা হ'ল যে ফ্যঙ্-এর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত চীনা মহলে একটু ঘুরে লোকেদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'র্‌বো, কবির বিষয়ে আর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত চীনা জান্‌তে চান, তাঁদের সঙ্গে কথা কইবো। ফ্যঙ্ আমাদের পাণ্ডা হবেন, আর দরকার হ'লে দোভাষীও হবেন। আর আরিয়ম্ নিজে বা'র হ'লেন সিঙ্গাপুরের কার্য্যাবলীর বন্দোবস্তের জন্যে, আর বিশ্বভারতীর জন্যে চাঁদা তুল্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে।

ফ্যঙ্ আর আমরা সারাদিনটা সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যেই ঘুরে-ঘুরে কাটালুম। এই যুবকটির একটু পরিচয় দিই। ইনি ফেডারেটেড-মালাই-স্টেট্‌স্-এর Selangor সেলাঙোর রাজ্যের Kajang কাজাঙ্ নগরে একটি চীনা বিদ্যালয়ে ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। যখন বন্ধুবর আরিয়ম্ মালয়-দেশে এসে কবির ভ্রমণের ব্যবস্থা ক'র্‌ছিলেন, তখন ফ্যঙ্-এর সঙ্গে আরিয়ম্-এর পরিচয় হয়। অল্পভাষী অধ্যয়নশীল উচ্চমনোভাবযুক্ত এই চীনা যুবকটি কবির গ্রন্থের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। কবির ইংরেজি বইয়ের মধ্যে অনেকগুলি-ই চীনা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে গিয়েছে। ইনি চীনা অনুবাদ থেকে আর মূল ইংরেজি থেকে, কবির বাণীর মহত্ত্ব আর উদারতা বিশেষ-রূপে উপলব্ধি ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছিলেন। কবির আগমনের সংবাদ শুনে ইনি খুব উৎফুল্ল হন, আর যাতে এঁর স্বজাতীয় চীনারা কবির মর্য্যাদা উপযুক্ত রূপে বুঝে', তাঁর যথোচিত সম্মান করে, আর কবির দ্বারা স্থাপিত আর তাঁর অনুপ্রাণিত

বিশ্বভারতীর জন্য যাতে তারা যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য ক'র্‌তে পারে, সেইজন্য নিজে থেকেই ইনি চেষ্টা ক'র্‌তে আরম্ভ করেন। আরিয়ম্‌-এর সঙ্গে এঁর বেশ হৃদ্যতা হ'য়ে যায়। ইনি মালাই দেশের চীনা সংবাদ-পত্রে আর পত্রিকায় কবির বিষয়ে আর ভারতের সভ্যতা আর চীন আর ভারতের প্রাচীন যোগের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ্‌তে থাকেন। সিঙ্গাপুরে এঁর বড়ো ভাই একটি চীনাদের ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, আর তা ছাড়া, কতকগুলি চীনা সংবাদ-পত্রের সঙ্গেও ইনি সংশ্লিষ্ট। কবি সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তাই কাজাঙ্‌ থেকে ছুটি নিয়ে ফ্যঙ্‌ সিঙ্গাপুরে চ'লে আসেন—কবি-সন্দর্শন ক'র্‌তে, আর কবির মালাই-দেশে আগমন যাতে সাফল্য-মণ্ডিত হয়, সে-জন্য সাহায্য ক'র্‌তে।

১৯২১ সালের লোক-গণনা অনুসারে সমগ্র মালাই-দেশের অধিবাসীদের সংখ্যা হ'চ্ছে সাড়ে-তেত্রিশ লাখের কাছাকাছি। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে-ষোলো লাখ মালাই-জাতীয়, প্রায় পৌনে-বারো লাখ চীনা, পৌনে-পাঁচ লাখের কাছাকাছি ভারতীয়, আর বাকী সব অন্য জা'তের। আগেই ব'লেছি, চীনারা-ই এদেশের সব-চেয়ে সমৃদ্ধ সঙ্ঘ-বদ্ধ আর শক্তিশালী জাতি। পাঁচ শ' বছর আগে থেকে চীনাদের এদেশে যাওয়া-আসা। মালাই-দেশে প্রথম-প্রথম যে-সব চীনা বসবাস কর্‌বার জন্য আস্‌তে থাকে, তারা বেশীর ভাগ দক্ষিণ-চীনের Hokkien হোক্কিয়েন (পিকিঙ্‌-এর উচ্চারণে Fu-Chien ফূ-চিয়েন্‌) প্রদেশের লোক ছিল, Amoy আময় শহর থেকে মালাই-দেশে আসে।

মালাই-দেশে এসে বসবাস ক'র্‌তে আরম্ভ করায়, দু-তিন পুরুষের মধ্যে তারা চীন-দেশের সঙ্গে যোগ হারিয়ে' ফেলে। অনেকে চীনে' ভাষা একেবারে ভুলে যায়, মালাইদের মধ্যে থেকে, মালাই ভাষা গ্রহণ করে ; আর মালাইদের ঘরে আবাহ-বিবাহ কিছু-কিছু ক'র্‌তে থাকে। মালাইরা এক সময়ে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ) ধর্মাবলম্বী ছিল, আর অনেক অংশে তাদের পূর্বেকার জাতীয় ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারেও চ'ল্‌ত। আরবের, আর বোম্বাই গুজরাট-অঞ্চলের মুসলমানেরা, আর তমিল মুসলমানেরা, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ আর চতুর্দশ শতক থেকে মালাইদের মধ্যে ইস্‌লাম প্রচার ক'র্‌তে থাকে। চীনারা মালাই-দেশে যখন আস্‌তে শুরু করে, তখন মালাইরা অনেক অংশে মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। মুসলমান মালাই, আর বৌদ্ধ আর কন্‌ফুশীয় চীনাদের মধ্যে

বৈবাহিক আদান-প্রদান অনেকটা কমই হ'ত। মোটের উপর, আগত চীনারা ধর্মে বৌদ্ধ বা চীনা আর আচার-অনুষ্ঠানে (যথা—শূকরমাংস-ভক্ষণে) পুরাপুরি চীনা থেকেও, ভাষায় মালাই হ'য়ে গিয়ে আর কতকগুলি রীতিতে মালাইদের অনুকরণ ক'রে (যেমন ঝাল-লঙ্কা দেওয়া মালাই ধরনে তৈরী তরকারি খেতে অভ্যস্ত হ'য়ে, চীনে' মেয়েদের পা-জামার বদলে এদের মেয়েরা মালাই মেয়েদের ধরনে 'সারঙ্' বা লুঙ্গি প'র্তে আরম্ভ ক'রে, আর মালাইদের অনুকরণে পান খেতে আরম্ভ ক'রে), একটি নোতুন আধা-চীনে' আধা-মালাই জা'তে পরিণত হ'তে থাকে। এইরূপ Straits-born Chinese-দের (অর্থাৎ মালাই দেশে যাদের জন্ম এমন চীনাদের) ওদেশের ভাষায় Baba 'বাবা' বলে; আর এদের পুরুষদের সম্বোধন ক'র্তে হ'লে 'বাবা' শব্দের প্রয়োগ হয়, মেয়েদের সম্বোধন ক'র্তে হ'লে Nonya 'নোঞা'। পিতৃভূমি চীন-দেশের সঙ্গে যোগ একেবারে না থাক্‌লে 'বাবা'-চীনারা ক্রমে ধীরে-ধীরে মালাই-জা'তেরই একটা শাখা হ'য়ে যেত। কিন্তু দু'টো জিনিসে মালাইদের থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এক, চীনা ব'লে এদের মধ্যে মালাইদের অপেক্ষা একটু বেশী শ্রেষ্ঠতা- বা আভিজাত্য-বোধ, আর দুই, খাস চীন-দেশের চীনাদের সঙ্গে যোগ-সূত্র ছিন্ন না হওয়া। বছর-বছর হাজার-হাজার চীনা চীন-দেশ থেকে মালাই-দেশে যাওয়া-আসা করে, অনেকে আবার স্থায়ী বাসিন্দাও হ'য়ে যায়। এদের সংস্পর্শে আসার দরুন, 'বাবা'-চীনাদের চীনত্ব একটু বেশ সাত্মাভিমান, একটু সজাগ হ'য়ে ছিল বরাবরই; পয়সা-কড়ি জমালে অনেকের মনে আগ্রহ হ'ত, যাতে চীনা বৈশিষ্ট্য আবার পুরোপূরি ফিরিয়ে' পায়। চীনদেশে বিপ্লব, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে চীনের নোতুন জাগরণের ফলে, 'বাবা'-চীনারা এখন আরও বেশী ক'রে সচেতন হ'য়ে উঠেছে। এদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোক্‌রা, তারা এখন ভাষায় সংস্কৃতিতে পোষাকে-পরিচ্ছদে জাতীয়তার বোধে আবার পুরা চীনা হবার চেষ্টা ক'র্‌ছে। বুড়ো ঠাকুরমা ঠাকুরদাদা, মা বা বাবা—আধা-চীনা আধা-মালাই; রঙীন মালাই সারঙ্ পরা, পায়ে মালাই ধরনের মল পরা, গায়ে আধা-চীনা আধা-মালাই হাঁটু-অবধি-লম্বা পাতলা সাদা কাপড়ের কোর্তা, মাথায় বড়ো-বড়ো সোনার কাঁটা, এই হ'চ্ছে সেকেলে' 'বাবা'-চীনা মেয়েদের পোষাক; এরা খুব লঙ্কা-বাটা দেওয়া আর না'রকল দুধ দেওয়া শুঁট্‌কি-মাছের তরকারি দিয়ে মালাইদের মতন

ভাত খায়, চীনা ধরনের chop-suey বা পেঁয়াজ-কলি আর বাঁশের-কোঁড়ের তরকারি এদের মুখে আর রোচে না ; এরা মালাই ছাড়া অন্য ভাষা জানে না, চীনা ভাষার দু-চার কথা জান্‌লেও, প্রায় কেউ সে ভাষা লিখ্‌তে প'ড়্‌তে পারে না ; এদের মধ্যে মালাই ভাষার একটু পরিবর্তিত রূপ যা দাঁড়িয়ে' গিয়েছে, তাকেও 'বাবা'-মালাই বলে,—কবিত্ব-শক্তি থাক্‌লে, এই ধরনের মালাই ভাষায় pantum 'পান্তুম্' বা শ্লোক রচনা ক'রে, সাময়িক ঘটনা মালাই-কবিতায় বর্ণনা ক'রে এরা আনন্দ-লাভ ক'রে থাকে ; লেখা-পড়ার কাজ কিছু ক'র্‌তে হ'লে, রোমান-অক্ষরে একটু-আধটু মালাই লিখেই কাজ চালিয়ে' নেয় ; চীন থেকে নবাগত চীনাদের সঙ্গে মালাই ভাষাতেই কথা কয় ; ঘরে কিন্তু নিজেদের বংশ-নাম গোত্র নাম পূর্বপুরুষদের নাম চীনা অক্ষরে কাঠের ফলকে লিখে' রাখে, চীনা মন্দিরেও যায়, পয়সা হ'লে নোতুন বৌদ্ধ মন্দিরও করে, তার জন্য চীন-দেশ থেকে কারিগর পুরোহিত প্রভৃতিও আনে ;—এই-সব নিয়ে হ'চ্ছে সেকেলে' ধরনের 'বাবা'-চীনাদের জগৎ। কিন্তু এদেরই নাতি-নাত্‌নী বা ছেলে-মেয়েরা এখন অন্য ধরনে মানুষ হ'চ্ছে ; মেয়েরা মালাইদের পরিপাটী চোখ-জুড়ানো নানা রঙের সারঙ্‌ ছেড়ে দিয়ে, চীনা মেয়েদের বিশ্রী কালো রঙের ছাতার কাপড়ের পা-জামা ধ'রেছে, কিংবা হাল ফ্যাশনের চীনা মেয়েদের অনুকরণে skirt বা ঘাগ্‌রা প'র্‌ছে ; সারা মালাই-দেশে চীনা-ভাষা শেখাবার জন্যে যে-সব নোতুন ইস্কুল খোলা হ'চ্ছে, তাতে ওই-সব ছেলে-মেয়ে প'ড়্‌তে যাচ্ছে, চীন-দেশে প্রবর্তিত আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে চীনা-ভাষা শিখ্‌ছে, নিজেদের চীনা সভ্যতাকে বেশে আর আচারে-ব্যবহারে, উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ ক'রে, নোতুন ক'রে গ্রহণ ক'র্‌ছে। এরূপ 'মালয়ীকৃত' বা 'অর্ধমালয়ীকৃত' চীনা পরিবারের প্রাচীন আর নবীনদের মধ্যে তেমন কোনও আদর্শ-গত মত-বৈষম্য ঘট্‌বার সুযোগ দেখা দেয় নি ; প্রাচীনেরা তাদের সামাজিক জীবনে চীনা সংস্কৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা মেনে নেওয়ার ফলে, নবীনেরা প্রাচীনদের আচরিত আধা-মালাই জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে অভিযান করার আবশ্যকতা বোধ করে নি—পাশাপাশি এই 'বাবা'-চীনা রীতি-নীতি আর নব-জাগরিত নবীন চীনা রীতি-নীতি, এক-ই বাড়িতে চ'ল্‌ছে দেখা যায়। এইরূপ বহু চীনা পরিবারের যুবক আর বৃদ্ধদের সঙ্গে মালাই-দেশে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ হ'য়েছিল। বুড়ী ঠাকুরমা লাল রঙের মালাই সারঙ্‌ প'রে,

ভুঁয়ে ব'সে মালাই ধরনে হামান-দিস্তায় পান ছেঁচ্‌তে-ছেঁচ্‌তে কোনও কারণে চ'টে উঠে মালাই ভাষায় নাত্‌নীকে ব'ক্‌ছে ; নাত্‌নী চীনা-ইস্কুলে পড়া মেয়ে, পরনে চীনা মেয়েদের পা-জামা, মাথায় লাল-রেশমের-গোছা-বাঁধা লম্বা বেণী ঝুল্‌ছে, মুখে চীনা প্রসাধন-দ্রব্যের গুঁড়ো দিয়ে, ঠোঁট চীনা কায়দায় লাল রঙে রঙিয়ে', মালাই-ভাষায় ঠাকুরমার কথার জবাব দিচ্ছে, আর সাদা রেশমের চীনা ব্লাউজ, কালো রেশমের চীনা ঘাগ্‌রা পরা এক সহপাঠিনী খেলুড়ীর সঙ্গে তাদের ইস্কুলে-শেখা পিকিঙের উচ্চারণে চীনাতে কথা কইছে—এ দৃশ্য আমি দেখেছি। সিগ্‌লাপ-এ আমাদের বাসা-বাড়ির (শ্রীযুক্ত নামাজীর বাঙলার) পাশে, এইরূপ একটি 'বাবা'-চীনা পরিবারের আর একটি বাঙলা ছিল। ময়দানের মধ্যেকার তাঁর ছোটো ঘরটিতে কবি একদিন ব'সে আছেন, কাছে আমরা আছি, নামাজীদের কেউ-কেউ আছেন, আর ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্‌ আছেন, সকলে মিলে আলাপ জমানো গিয়েছে, এমন সময়ে পাশের ঐ বাঙলা-বাড়ি থেকে তমিল মালী এসে নিবেদন ক'র্‌লে, ভারতবর্ষ থেকে ধর্মগুরু এসে এই বাড়িতে অবস্থান ক'র্‌ছেন, পাশের চীনা বাড়ির মেয়েরা এসে তাঁকে প্রণাম ক'র্‌তে চায়। তাদেরকে দর্শন দিতে কবির কোনও আপত্তি না থাকায়, ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্‌ তাদের আস্‌তে ব'ল্‌লেন। দুই বাড়ির হাতার মধ্যে ব্যবধান ছিল একটা ছোট্ট পাঁচিলের। কবি-সংবর্ধনার কারণে আগত জনসাধারণের জন্যে জায়গা সংকুলান ক'র্‌তে ও-বাড়িরও ময়দান নেওয়া হয় ব'লে, লোকের যাতায়াতের জন্য এই পাঁচিলের খানিকটা আবার ভেঙে দেওয়া হ'য়েছিল। ও-বাড়ির মেয়েরা সেই ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে সহজেই কবিকে দেখ্‌তে এলেন। তিন পুরুষের, মেয়ে আর ছেলে—বাড়ির গিন্নিমা, তাঁর দুই কন্যা কিংবা পুত্রবধূ, আর তাঁর একটি নাতী। মেয়েদের সকলেরই পরনে সারঙ্‌ ; গায়ে লম্বা কোর্তা-জামা। বুড়ী গিন্নিটি প্রাচীনা, পান খেয়ে-খেয়ে দাঁতগুলি কালো ক'রে ফেলেছেন। তাঁর পরনের সারঙ্‌টি কালো, মহিলাটি খর্বাকার, শুখ্‌নো চেহারার। কন্যা বা পুত্রবধূ দু'জনেই আধা-বয়সী, মালাই-দেশের ধনী ঘরের চীনা মেয়েদের মতনই স্থূলকায়, পরনে রঙীন সারঙ্‌, হাতে আঙুলে কানে চুলে প্রচুর ভারী-ভারী সোনার গয়না, হাতে চীনে' পাখা। ছেলেটি বছর তেরো-চোদ্দোর, বেশ smart বা চড়্‌কো, খাকী রঙের ইস্কুলের উর্দী হাফ-প্যাণ্ট পরা, মাথায় কালো রঙের কপাল-ছাওয়া টুপি। বুড়ী গিন্নি

এসে, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হেঁট হ'য়ে দুই হাত জোড় ক'রে কবিকে প্রণাম ক'র্‌লেন। অন্য মেয়ে দু'টিও প্রণাম ক'র্‌লেন, ছেলেটি একটু সংকুচিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে' রইল। চেয়ার দিতে এঁরা ব'সলেন। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম মালাই-ভাষার সাহায্যে দোভাষীর কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধা শুনেছেন যে কবি ভারতবর্ষ থেকে, বুদ্ধ-ভগবানের দেশ থেকে এসেছেন, আর তিনি একজন শ্রেষ্ঠ, লোকমান্য ধর্মগুরু; বৃদ্ধা নিজে বুদ্ধদেবের উপাসিকা, তাই তিনি কবিকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছেন। কথা-প্রসঙ্গে জানা গেল, বৃদ্ধার ধর্মগুরু, একজন প্রাচীন আর অতি ধার্মিক চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, কিছু কাল হ'ল দেহত্যাগ ক'রেছেন। গুরুর মৃত্যুতে বৃদ্ধাকে দু-বৎসর ধ'রে অশৌচ পালন ক'র্‌তে হবে, দু-বছর ধ'রে অশৌচ-জ্ঞাপক কালো রেশমের এক রকম কাপড় প'রে থাক্‌তে হবে। এটা আমার কাছে একটু আশ্চর্য্যের জিনিস ব'লে বোধ হ'ল, কারণ আমি বইয়ে প'ড়েছিলুম যে চীনাদের মধ্যে অশৌচের রঙ্‌ হ'চ্ছে সাদা, আমাদেরই মতন। ছেলেটি ইংরেজি শিখ্‌ছে, তার কাছে শুন্‌লুম যে সে ইস্কুলে চীনা-ভাষা আর ইংরেজি দুই-ই প'ড়্‌ছে। তবে সে মালাইটাই ভালো জানে। ছেলেবেলা থেকে শিখ্‌ছে ব'লে চীনা-ভাষা তার কাছে শক্ত লাগে না। কিয়ৎকাল এইরূপ শিষ্টাচার ক'রে 'নোঞা'-ত্রয় নিজেদের বাড়িতে ফিরে' গেলেন।

এই-রকম আধা-মালাই চীনাদের এখন আবার পূরা চীনা ক'রে নেবার যে একটা সজ্ঞান চেষ্টা চ'লেছে, তাতে মালাই-দেশের সব জায়গার 'বাবা'-চীনারা সমান উৎসাহ দেখাচ্ছে না। শুন্‌লুম, উত্তর-মালয়-দেশে, পিনাঙ্‌-অঞ্চলে ততটা উৎসাহ নেই। সে যা হোক্‌, সাধারণতঃ পয়সাওয়ালা 'বাবা'-চীনারা এই কাজে খুব মেতে গিয়েছে; তাদের ছেলেরা যাতে চীনা নামের যোগ্য হয়, তার চেষ্টায় সর্বত্রই অনেক টাকা খরচ ক'রে, বিস্তর Anglo-Chinese School. Confucian School খাড়া ক'র্‌ছে। এইরূপ ইস্কুল আমরা অনেকগুলি দেখেছি। এত সুন্দর-সুন্দর বড়ো-বড়ো সমৃদ্ধ ইস্কুল আমাদের দেশে খুব কম। চীনা সংস্কৃতিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার এই যে চেষ্টা চ'ল্‌ছে, তাকে সাহায্য কর্‌বার জন্য খাস চীন-দেশেও খুব উৎসাহের সঞ্চার হ'য়েছে। বহু শিক্ষিত চীনা যুবক এখন চীন থেকে মালাই-দেশে এসে, এই কাজে লেগে গিয়েছে, মালাই দেশের 'বাবা'-চীনাদের শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের হ'য়ে কাগজ চালাচ্ছে, তাদের সঙ্ঘ-বদ্ধ ক'র্‌ছে, তাদের চীনা মাতৃভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ-সূত্রে বদ্ধ

ক’র্‌ছে। আমাদের ফ্যঙ্‌ এইরূপ একটি চীনা যুবক, আর এঁর বড়ো ভাই-ও আর একজন।

প্রথমটা যখন দু’চার কথায় আলাপ ক’রে ফ্যঙ্‌-এর কাছ থেকে অবস্থাটা মোটামুটি বুঝে’ নিই, তখন, মালাই-দেশের উপবিষ্ট চীনা যারা আধা-মালাই ব’নে গিয়েছে, তাদের ধ’রে-বেঁধে শিখিয়ে-পড়িয়ে’ নিয়ে আবার পূরো চীনা কর্‌বার এই চেষ্টাটি আমার তেমন ভালো লাগে নি। কারণ, মনে হ’য়েছিল যে, যারা আচারে-ব্যবহারে ভাবে-ভঙ্গীতে মালাই হ’য়ে-ই যাচ্ছে, তাদের আবার টেনে-হিঁচ্‌ড়ে চীনা তৈরী কর্‌বার চেষ্টায় কী ফল হবে? আর এইরূপ চেষ্টার পিছনে, চীনা জাতি কর্তৃক মালয়-দেশটিকে গ্রাস ক’রে ফেল্‌বার একটা অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাও থাক্‌তে পারে। Sympathy for the under-dog—মালাই জা’ত প্রতিযোগিতায় চীনাদের সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌ছে না, পার্‌বে না—চীনারা যদি মালাই-দেশে খাঁটি চীনা অর্থাৎ চীন-সভ্যতার গর্বে দৃপ্ত চীনা হ’য়ে দাঁড়ায়, তা হ’লে ‘বাবা’-চীনাদের মধ্যে মালাইদের সঙ্গে একটা আপস, একটা মেলা-মেশা, রীতি-নীতির আদান-প্রদানের যে একটা ভাব আছে, যার দ্বারা মালাইরা একটু নিশ্চিন্ত হ’য়ে থাক্‌তে পার্‌ছে, সেটা চ’লে যাবে, এক-রকম militant nationalism বা অসহিষ্ণু জাতীয়তা-বোধ এসে, আর একটা দুর্বল জা’তকে নিষ্পেষিত ক’রে ফেল্‌বে, আর তার ফলে, ক্রমে দেশ থেকে মালাই নাম মুছে যাবে। চীনারা নিজেদের দেশে সংখ্যায় চল্লিশ কোটির উপর, পৃথিবীর সব-চেয়ে বৃহৎ বা সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ জা’ত এরা; তার মধ্যে লাখ দশেক চীনা না হয় মালাই দেশে এসে ভাষায় আর মনোভাবে মালাই-ব’নে গেল—এতে সমগ্র চীনাজাতির বিশেষ ক্ষতি নেই, বরং মালাইদেরই লাভ; এই উদ্যমশীল নবাগত উপনিবিষ্ট চীনাদের যদি ‘কবলীকৃত’ ক’র্‌তে পারে, তা-হ’লে মালাই-জা’তটা ত’রে যাবে।

কবির সঙ্গে আমি এই সম্বন্ধে আলাপ ক’রেছিলুম। ‘বাবা’-চীনাদের নোতুন ক’রে খাঁটি চীনা কর্‌বার চেষ্টায় আজকাল চীনারা নিজেদের মধ্যে যে শিক্ষা-রীতির প্রচলন ক’র্‌ছে, তার যুক্তিযুক্ততা আর সার্থকতা কত দূর, সে-বিষয়ে কবির কাছে আমার সন্দেহ নিবেদন করি। কবি ব’ল্‌লেন যে, যে-সব চীনা মালাইদের প্রতিবেশ-প্রভাবে প’ড়ে নিজেদের প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হ’য়ে গিয়েছে, তারা যে-সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণ ক’র্‌তে যাচ্ছে বা ক’র্‌ছে,

সেই মালাই সংস্কৃতি চীনা-সংস্কৃতির চেয়ে বড়ো জিনিস—অন্ততঃপক্ষে তার সমকক্ষ কিছু—কি না। যদি বড়ো বা সমান-সমান না হয়, তা হ'লে অপরিপুষ্ট অপরিণত মালাইদের জাতীয় জীবনে এই চীনাদের এনে কোনও সুফল হবে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চীনের বিদ্যা-বুদ্ধি শিল্প-কলা ভাব-সম্পৎ সমস্ত-ই, মালাইদের চেয়ে বৃহত্তর আর গভীরতর ব্যাপার; জগৎকে চীনাদের দান, মালাইদের দানের চেয়ে ঢের বেশী। তারপর, ব্যক্তি-গত আর সমাজ-গত উদ্যমশীলতার গুণেও, চীনারা মালাইদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত। মালাইদের কোনো সদ্‌গুণ যে নেই তা নয়, এরা সুখের চেয়ে সোয়াস্তি বা শান্তিকে বেশী পছন্দ করে, অল্পে সন্তুষ্ট হ'য়ে আরামে আর শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে' দিতে চায়, কিন্তু তার ফলে সব বিষয়েই তারা বে-পরওয়া হ'য়ে চলে। খালি বে-পরওয়া বা দিল-দরিয়া নয়, নিরুৎসাহও বটে। মনোরাজ্যে মালাই হ'চ্ছে সদানন্দ শিশুর শামিল, আর চীনারা হ'চ্ছে বিচারশীল প্রৌঢ়। কাজে-কাজেই, সব দিক্ বিচার ক'রে দেখ্‌লে, Straits বা মালাই-দেশের চীনাদের আবার চীনা আদর্শে, ভাষায় ভাবে চীনা সংস্কৃতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বার চেষ্টা খুব-ই করা উচিত,—এদের জাতীয় চরিত্রের জড়-ই যখন চীনা, ব্যক্তি-গত আর সমাজ-গত অনুভূতি যা মালাই ভাষার বাহ্য আবরণের তলে-তলে অন্তঃসলিলা নদীর জলের মতন বইছে, সেই অনুভূতি যখন হ'চ্ছে মূলে চীনের মনোরাজ্যের আর রীতি-নীতির উপরই স্থাপিত।

কবির এই যুক্তি অকাট্য যুক্তি। তারপরে, যখন মালাই-দেশেই বহুদিন ধ'রে সপরিবারে বাস ক'র্‌ছেন এমন দু-একটি বাঙালী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের আমি দেখ্‌লুম, যারা চীনা, মালাই আর তমিলদের মধ্যে মানুষ হ'য়ে আর ইস্কুলে খালি ইংরেজি প'ড়ে, বাঙলা আর ব'ল্‌তে পারে না, মালাই আর ইংরেজি-ই যেন তাদের ভাষা হ'য়ে যাচ্ছে; যখন আমি ভারতীয় ভাষা আর সভ্যতার প্রতিষ্ঠা থেকে এইরূপে নিপতিত আরও অন্য দু'চারজন তমিল যুবকদের দেখি, তখন এদের মধ্যে বাঙলা আর তমিল পড়াবার আবশ্যকতা আমি উপলব্ধি করি। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ-সূত্র ছিন্ন ক'রে মালাই ব'নে গেলে, এই-সব ছেলে-মেয়ে—বাঙালী, গুজরাটী আর তমিল হিন্দু, পাঞ্জাবী শিখ, আর গুজরাটী আর তমিল মুসলমান—তাদের একটা বড়ো মানসিক আর নৈতিক উত্তরাধিকার, তাদের ভারতীয়ত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে

গেলে, তারা যে জীবনে একটা মস্ত অপূর্ণতাকে স্বীকার ক'র্বে, এ কথা দৃঢ় ভাবে আমার মনে অঙ্কিত হ'য়ে যায়। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পর, আর উপনিবিষ্ট ভারতীয়দেরও দু'চার ঘরের ছেলেদের অবস্থা দেখে, Straits বা মালয়ের চীনাদের খাঁটি চীনা ক'রে নেবার চেষ্টাকে আমি আর সন্দেহের চোখে দেখ্তে পারিনি—এই চেষ্টার সঙ্গে তখন থেকে একটা সহানুভূতির ভাব-ই আমি অনুভব ক'র্তে থাকি।

আগেই ব'লেছি, ফ্যঙ্-এর বাড়ি দক্ষিণ-চীনের হোক্কিয়েন Hokkien বা ফু-চিয়েন্ Fu-Chien প্রদেশে। কার্য্য-উপলক্ষে এঁর পিতা উত্তর-চীনে ছিলেন, তাই ফ্যঙ্-ভ্রাতৃগণের শিক্ষা উত্তর-চীনে হয়। চীন-দেশের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে একটি একক এবং অখণ্ড চীনা ভাষার প্রচলন এখন আর নেই। প্রাচীন কালে যে চীনা ভাষা ছিল, সে ভাষা শতকের পর শতক ধ'রে ব'দ্লে-ব'দ্লে, চীন-দেশের নানা অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধ'রে ব'সেছে। প্রাচীন চীনা লিপি ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু লিপির অক্ষরগুলির উচ্চারণ প্রদেশ-ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। যেমন চীনা চিত্র-লিপিতে উল্‌টা V-এর আকারে একটি অক্ষর—Λ—এর মানে হ'চ্ছে 'মানুষ'; এখনকার মতনই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন চীনায় এই অক্ষরের অর্থ ছিল 'মানুষ', আর তখন শব্দটির উচ্চারণ ছিল *n'z'ıan; কিন্তু এখন এর উচ্চারণ দাঁড়িয়ে' গিয়েছে, উত্তর-চীনে (পিকিঙ্-এ) zhan, দক্ষিণ-চীনে (কাণ্টন্-এ) nin, অন্যত্র ren, বা jin। 'বুদ্ধ' Buddha শব্দটি ভারত থেকে চীন-দেশে যখন প্রথম নীত হয়—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে—তখন এই শব্দটির চীনা উচ্চারণে অনুকরণ হ'য়েছিল *Budh রূপে, পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে এই শব্দটির উচ্চারণ দাঁড়ায় *Bhyuwad বা *Bhyuwat (একাক্ষর Budh শব্দের আধারের উপর); পরে *Bhut, *Bhwat, *Bhur, *Phut, *Phu প্রভৃতি নানা বিকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, আমাদের 'বুদ্ধ', বা প্রাচীন চীনার *Bhyuwat শব্দ, পিকিঙ্-এর উচ্চারণে এখন দাঁড়িয়েছে Fu 'ফু'-তে, আর কাণ্টনে Fat 'ফাৎ'-তে; কিন্তু বুদ্ধ-বাচক অক্ষরটি এখনও অবিকৃত আছে, আর সর্বত্র 'বুদ্ধ' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা উচ্চারণে Fu 'ফু'-ই হোক, আর Fat 'ফাৎ'-ই হোক। তদ্রূপ, সংস্কৃত নাম Kashyapa 'কাশ্যপ', খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনে নীত হয়,

Ka-shyap এই দুইটি অক্ষরের দ্বারা এই নামটিকে জানাবার চেষ্টা হয়; প্রাচীন ভারতের প্রাদেশিক উচ্চারণ ধ'রে, তখনকার চীনা ভাষায় এর উচ্চারণ দাঁড়ায় *Ka-zhyap; এখন ঐ দু'টি অক্ষরই আছে, কিন্তু উত্তর-চীনে ঐ দু'টির ধ্বনি দাঁড়িয়েছে Chia-yeh 'চিয়া-ইয়েঃ', আর দক্ষিণ-চীনে Ka-yep 'কা-ইয়েপ্'। এক-ই চীনা নাম, উত্তরের উচ্চারণে Hsuan Chwang বা Yuan-Chuang, আর দক্ষিণের উচ্চারণে Hiuen Tsang। দক্ষিণ-চীনের একটি প্রদেশ প্রাদেশিক উচ্চারণে Hok-Kien, পিকিঙ্-এর উচ্চারণে Fu-Chien। চীন দেশের একজন বড়ো ডাক্তার, শাঙ্হাই-এ ডাক্তারি করেন, প্লেগের চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা ক'রে ইনি সমগ্র ইউরোপেও খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন; এঁর নাম হ'চ্ছে, Dr. Wu Lien-teh of Shanghai, formerly Dr. Ngoe Lim Tock of Singapore; অর্থাৎ—ইনি দক্ষিণ-চীনের লোক; যে তিনটি চীনা অক্ষরে এঁর নাম লেখা হয়, কান্টনের উচ্চারণে সে তিনটি পড়া হয় Ngoe Lim Tock 'ঙো-লিম্-তক্' রূপে—সিঙ্গাপুরে যখন ইনি ডাক্তারি ক'রতেন, তখন সিঙ্গাপুরের সব চীনারা দক্ষিণী ব'লে, সাধারণতঃ কান্টনের উচ্চারণ-ই রোমান অক্ষরে লেখা চ'লত; কিন্তু শাঙ্হাইয়ে বাস আরম্ভ করায়, সেখানকার কায়দা মোতাবেক Wu Lien-teh 'ব়ূ-লিএন্-তেঃ উচ্চারণ ক'র্তে হয় ব'লে, রোমান অক্ষরে ডাক্তারের নামের এই নোতুন বানান ক'র্তে হ'য়েছে; আর স্থল-বিশেষে, এঁর পূর্ব-পরিচয় জানাবার জন্য, এইরূপ formerly লিখে দিতে হয়।

এই উচ্চারণ-পার্থক্য, যেটি ভাষার সাধারণ-গতি-প্রসূত, সেটি এখন চীন-দেশে ভাষা-গত অনৈক্য এনে দিয়েছে। উচ্চারণ-গত পার্থক্য তো আছেই; তার উপরে, ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে আবার ভাষার ব্যাকরণের রীতি ব'দ্লে, তার শব্দ-বিন্যাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে, নোতুন-নোতুন চীনা উপভাষার উদ্ভব ক'রে ফেলেছে। চল্তি কথা-বার্তার ভাষায় এখন এই অনৈক্যকে দূর না ক'র্লে, সমগ্র চীনের মধ্যে ভাষা-গত ঐক্য আর তাকে অবলম্বন ক'রে রাষ্ট্র-গত ঐক্য হওয়া দুর্ঘট। চীনা লিপি অবশ্য আছে; এই লিপি মুখ্যতঃ ভাব-দ্যোতক, ধ্বনি-দ্যোতক নয়। অক্ষরটি চোখে দেখ্লে পরে, তবে সমস্ত অঞ্চলের চীনারা তার অর্থ বোধ ক'র্তে পা'র্বে, কিন্তু তার এক জায়গার উচ্চারণ ধ'রে তাকে প'ড়্লে, আর পাঁচ জায়গার লোকেরা বুঝ্তে পার্বে না। ইংরেজি k, g, t,

d, a, e, i, o, বা ভারতীয় 'ক, গ, ত, দ, আ, এ, ই, ও,' প্রভৃতির মতন ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালা চীন দেশে চালাতে গেলেই,—Λ='মানুষ' সর্বত্রই, তা উচ্চারণে যাই হোক্ না কেন,—এই যে বড়ো একটা ঐক্য আছে সেটা তখনি ভেঙে যাবে; প্রাদেশিক ভাষাগুলি, ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালায় বানান ক'রে শব্দগুলিকে নিজের-নিজের উচ্চারণ অনুযায়ী ক'রে লিখ্‌তে শুরু ক'র্‌লেই, আলাদা-আলাদা, স্বতন্ত্র, পরস্পরের দুর্বোধ্য আর অবোধ্য ভাষাতে নিজের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ফেল্‌বে।—লিখিত ভাষায় সর্বত্র-বোধ্য 'মানুষ'-বাচক চিত্রলিপি Λ-র বদলে, নোতুন কতকগুলি ধ্বনিগত শব্দ Zhan, nin, ren jin বিভিন্ন অঞ্চলের লিখিত ভাষায় স্থান পাবে।

এই ভাষা-সংকট চীনের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে সব-চেয়ে বড়ো সমস্যা। আধুনিক চীন এখন এই ভাবে এর সমাধানের চেষ্টা ক'র্‌ছে;—রাজধানী (বা রাষ্ট্র-কেন্দ্র) পিকিঙ্‌ বা পে-কিঙ্‌ (বা পে-চিঙ্‌)-এর উচ্চারণকে এখন প্রামাণিক ব'লে মেনে নিয়ে, সমগ্র চীন-দেশের ইস্কুলে চীনা-ভাষা পড়াবার সময় এই উচ্চারণ-ই শেখানো হ'চ্ছে; যাতে ছেলেরা বড়ো হ'য়ে পিকিঙের ভাষাকেই চীনাভাষার রাষ্ট্রিক স্বরূপ ব'লে মেনে নেবে। চীনদেশের প্রায় বারো আনা অংশে মোটামুটি ভাবে এই উত্তর-চীনা ভাষা বা তার নিকট-সম্পৃক্ত ভাষা-ই চলে, আর অন্য-প্রাদেশিক-ভাষা-বলিয়ে' লোক বাকী চার আনা নিয়ে। এর ফলে, ছেলেরা ঘরে হয়-তো 'মানুষ' ব'ল্‌তে nin শব্দ ব্যবহার ক'র্‌বে, কিন্তু ইস্কুলে শিখ্‌বে zhan; আর পিকিঙের ভাষার অনুমোদিত বাক্যবিন্যাস আর শব্দ-গঠন-প্রণালী শিখ্‌বে। অর্থাৎ ছোটো বেলা থেকেই, এরা ঘরোয়া ভাষা বা মাতৃভাষাকে ছেড়ে, আর একটি ভাষা, উত্তর-চীনের ভাষা শিখ্‌তে থাক্‌বে। এ কথাটা, যেন বাঙালীর ছেলেকে পাঁচ বছর বয়স থেকে বাঙলা শব্দ না শিখিয়ে' একেবারে হিন্দী বা মারাঠী ধরানোর চেষ্টার মতন। গত্যন্তর না থাকায়, সাধারণতঃ চীনারা এই সমাধানকেই মেনে নিয়েছে। স্বাভাবিক সমাধান অবশ্য এটাই হ'ত যে, ভাষার বিকাশকে স্বীকার ক'রে নিয়ে, পনেরো শ' বছর আগেকার পুরানো চীনা ভাষার পরিবর্তনে উদ্ভূত কতকগুলি আধুনিক চীনা ভাষার বা উপভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া। কিন্তু তা হ'লে রাষ্ট্রীয় একতায় ঘা লাগে, সেটা কেউ চায় না। এখানে রাষ্ট্রীয় আর সামাজিক ব্যবস্থার সাম্‌নে প্রাকৃতিক

পরিবর্তনকে গৌণ স্থান স্বীকার ক'র্‌তে হ'চ্ছে; কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃতি এত সহজে মানুষের কাছে পরাভব মান্‌বে না।

ফ্যঙ্‌ শিক্ষক হ'য়ে এসেছেন মালাই দেশে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা চীনাদের এই বিশেষ ভাষা-সংকটের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। তিনি ঘরে বলেন Hokkien-এর প্রাদেশিক ভাষা, কিন্তু আধুনিক চীনার কাম্য পিকিঙের ভাষা তিনি দখল ক'রেছেন। Hokkien-এর উচ্চারণ ধ'রে এঁর পদবী বা বংশ-নাম (চীনা নামে পদবী আগে বসে) রোমান অক্ষরে লেখা উচিত Hong 'হঙ্‌'-রূপে; কিন্তু পিকিঙের উচ্চারণের রেওয়াজ মেনে নিয়ে এঁরা রোমান অক্ষরে লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন Feng 'ফ্যঙ্‌'। এই দুই রকমের চীনাভাষা ছাড়া, অন্য রকমেরও প্রাদেশিক চীনাভাষা তিনি জানেন। মালাই-অঞ্চলের চীনারা দক্ষিণ-চীনের এই কয়টা প্রাদেশিক ভাষা ব'লে থাকে—Kwang-tung কোআঙ্‌-তুঙ্‌ বা কাণ্টনের কাণ্টনী ভাষা বলে তিন লাখ বত্রিশ হাজার, হোক্কিয়েন্‌ বলে তিন লাখ আশী হাজার, Kheh খেঃ বলে দু'-লাখ আঠারো হাজার, Tie-chiu তিয়ে-চিউ এক লাখ ত্রিশ হাজার, আর Hai-lam হাই-লাম্‌ অর্থাৎ দক্ষিণ-চীনের Hai-nan হাই-নান্‌ দ্বীপের ভাষা বলে আটষট্টি হাজার। ফ্যঙ্‌ কাণ্টনীও জানেন, বেশ ব'ল্‌তে পারেন। সিঙ্গাপুরে থাকৃতে-থাকৃতেই ঠিক হ'ল যে, আমরা ফ্যঙ্‌কে চীনা সহকর্মী, দোভাষী আর সেক্রেটারি হিসাবে আমাদের দলে নেবো, আর মালাই-দেশের যেখানে-যেখানে আমাদের যেতে হবে সেখানে-সেখানে তিনিও যাবেন। এইরূপ ভাষাবিদ্‌ উৎসাহশীল চীনা যুবক ফ্যঙ্‌-এর সাহায্য পাওয়াতে, আমাদের বিশ্বভারতীর দলের পক্ষে চীনাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে মেলামেশা আর হৃদ্যতা করা সহজ হ'য়েছিল। চীনাদের মধ্যে থেকে কবির সংবর্ধনা সর্বত্রই হ'ত, নানা চীনা প্রতিষ্ঠানে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ত। বহু স্থলে যাঁরা আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, তাঁরা ইংরেজি ভালো জান্‌তেন না, হয়-তো বা একটুও জান্‌তেন না। ফ্যঙ্‌ তাঁদের বক্তব্য বা অভিভাষণ শুনে—তা হোক্কিয়েনেই হোক্‌ বা কাণ্টনী চীনাতেই হোক্‌—মুখে-মুখে ইংরেজিতে তরজমা ক'রে দিতেন। আবার কবি যখন ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন, ফ্যঙ্‌-ও অবস্থা বুঝে যথোচিত প্রাদেশিক চীনা ভাষায় (ইস্কুল-টিস্কুল হ'লে সাধারণতঃ উত্তর-চীনা সাধু ভাষায়) ভাষান্তর

ক'রে দিতেন। আর বহু স্থলে চীনারা যখন কবির কাছে আস্‌ত, তখন ফ্যঙ্‌কেই দোভাষীর কাজ ক'র্‌তে হ'ত। এ ছাড়া, ফ্যঙ্‌ চীনা খবরের কাগজেও কবির বক্তৃতা সম্বন্ধে, বিশ্বভারতী সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা সংবাদ লিখ্‌তেন। কবির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকাতে, আর কবির রচনা পড়াশুনার দরুন কবির চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচয় থাকাতে, ফ্যঙ্‌ আমাদের একজন খুব চমৎকার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহকর্মী হ'য়েছিলেন।

ফ্যঙ্‌ ইংরিজিতে যাকে বলে খুব serious-minded অর্থাৎ চিন্তাশীল আর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। চীনের সমস্যা, এশিয়ার সমস্যা, বিশ্বের তাবৎ জাতির পলিটিক্স, চীনা সাহিত্য, চীনা সংস্কৃতি, বিশ্বভারতীর আদর্শ, বিশ্বসমন্বয়-বাদ,—এই-সব বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'ত। ফ্যঙ্‌ গভীর মনোযোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি শুন্‌তেন। কিন্তু বহুকাল ধ'রে হাসি-ঠাট্টা-মস্‌করায় এঁকে বেশী যোগ দিতে দেখিনি। সভার মধ্যে কবির ইংরেজি বক্তৃতা যখন চীনাতে অনুবাদ ক'র্‌তেন, তখন ফ্যঙ্‌-এর মুখে কোন ভাব-বৈচিত্র্য দেখা দিত না, গম্ভীর মুখ ক'রে, চোখ বুজে, কর্কশ দক্ষিণা চীনা-ভাষায় কথাগুলি সুর ক'রে উচ্চারণ ক'রে-ক'রে, ফ্যঙ্‌ তার-স্বরে ব'লে যেতেন। অন্য সময়েও সেইরূপ তাঁর ভাব-বৈচিত্র্যহীন বদন-মণ্ডলে কোনো হর্ষ-বিষাদের, কৌতুক বা অস্বস্তির রেখা ফুটে' উঠ্‌ত না। নিজের ব্যক্তি-গত সুখ-সুবিধার জন্য একদিনও আমাদের একটি কথা বলেননি, অথচ বেশ নির্বাক্‌-ভাবে সকলের সঙ্গে মানিয়ে' চ'ল্‌তেন। আর যে-কাজের ভার নিতেন, বা স্বতঃ-ই যে-কাজের কথা ব'ল্‌তেন, তা সমাধা ক'র্‌তেন। এইরকম ভাবে চলায়, ফ্যঙের চরিত্রের একটা দিক্‌—তার lighter side বা ফুর্তি-পূর্ণ হাল্‌কা দিক্‌টা—অনেকদিন ধরা পড়েনি। আমাদের হাসি-ঠাট্টায় (বন্ধুবর আরিয়ম্‌ থাকাতে তাঁর বোঝ্‌বার জন্য ইংরেজিতেই আমরা কথা কইতুম) তিনি বড়ো একটা যোগ দিতেন না, কোনও হাসির কথা বুঝিয়ে' ব'ল্‌লে তিনি অবশ্য হেসে উঠ্‌তেন—তা যেন কেবল ভদ্রতার খাতিরে ব'লে আমাদের মনে হ'ত। হঠাৎ একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফলে, ফ্যঙ্‌-ও যে প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারেন তার পরিচয় পাওয়া গেল, আর সেই থেকে ফ্যঙ্‌ একেবারে অন্য মানুষ, যেন আমাদের মধ্যে যে একটা বাধো-বাধো ভাব ছিল সেটা সেই থেকে অন্তর্হিত হ'ল।

আমরা মালাই-দেশের উত্তরে একটা ছোটো শহরে সন্ধ্যের দিকে উপস্থিত হই। সমস্ত বিকালটা ট্রেনে লম্বা পাড়ি দিয়ে এসেছি, সকলের খুব খিদে পেয়েছে। আমাদের বাসা-বাড়ি—চমৎকার বাড়ি একটি আমাদের থাক্‌বার জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল—সেখানে অভ্যর্থনাকারী ভারতীয়, চীনা আর মালাইরা আমাদের নিয়ে গেলেন। ফ্যঙ্‌-ও আমাদের সঙ্গে উঠ্‌লেন; ফ্যঙ্‌কে নিয়ে আমরা ছয়জন, আর স্থানীয় জন-দুই ভদ্রলোকও রইলেন। সন্ধ্যের পর যখন আহারের পালা এল', তখন শুন্‌লুম, স্থানীয় একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আমাদের খাবার পাঠাবার ভার নিয়েছেন। রাত্তিরও হ'য়ে যাচ্ছে,—বাড়িতে আমাদের সঙ্গে যাঁরা রইলেন সেই স্থানীয় ভদ্রলোকেরা টেলিফোন ক'রে তাড়া দিয়ে খাবার আনালেন। খাবার এল'—ভাত, দা'লের সূপ, পুরি, ভাজি, পায়স—পুরা নিরামিষ খাদ্য। এতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কোনও অসুবিধার কথা নয়। কিন্তু প্রথম তো চীনারা ভীষণ মাংসাশী জা'ত, তারপর, তরকারিগুলিতে ছিল বেশ লঙ্কার ঝাল, 'বাবা'-চীনারা তা বরদাস্ত ক'র্‌তে পার্‌লেও, ফ্যঙ্‌-এর মতন আহেলি-চীনের চীনার পক্ষে একেবারে অচল—চীনারা তরকারিতে লঙ্কা খায় না। আর, সব তরকারিতে বেশ ঘীয়ের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ ক'র্‌ছিল—এদিকে চীনা মালাই প্রভৃতি জা'ত দুধ-ঘী মোটেই সহ্য ক'র্‌তে পারে না। টেবিলের চার ধারে ব'সে, আমরা দু' তিনবার ক'রে চেয়ে খেলেও, ফ্যঙ্‌ বেচারীর মুখ দেখে আমাদের সকলেরই দুঃখ হ'ল—একখানি মূর্তিমান্ ট্রাজেডি। সে রাত্রের আহারটা পুরোপুরি সাত্ত্বিক না হ'য়ে একটু রাজসিক হ'লে, পথশ্রান্ত আর ক্ষুধার্ত আমরাও যে অখুশী হ'তুম, তা নয়। এখন, সঙ্গে ছিল দু'টিন্ ক্রীম-বিস্কুট, অর্থাৎ বিকালে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য বিলিতি মেঠাই-বিস্কুট। প্রস্তাব করা গেল যে, দা'ল-ভাত-ভাজির পর্ব শেষ ক'রে, নোতুন পদ হিসাবে এই বিস্কুট কিছু খাওয়া যাক্। এতে ফ্যঙ্‌ হঠাৎ খুশী হ'য়ে, পুলকের চোটে হেসেই আকুল। তার পর থেকে, সঙ্গে বিস্কুটের টিন্ রাখার মতন বিমৃষ্যকারিতা আর ভবিষ্য-দর্শন আর কিছু-ই নেই, এই কথা ব'ল্‌লেই, ফ্যঙ্‌ অসীম কৌতুক অনুভব করেন। এর পরের দিন থেকে, আমাদের গম্ভীর-প্রকৃতি ফ্যঙ্‌ সর্বদা দুর্বোধ্য মুখ-ভাব নিয়ে, চোখে একটি দূর-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিয়ে যিনি থাক্‌তেন, তিনি যেন একেবারে ব'দ্‌লে গেলেন; তিনি আর সে মানুষ নন—তাঁর মনের

পরদা খুলে' গেল—হাসি-ঠাট্টা, তাঁর চার-পাশের জগতের প্রতি কৌতুক-পূর্ণ নেত্রপাত, সরস কথা-বার্তা—এ-সব যেন নোতুন ক'রে এল'। একজন আন্‌কোরা ক্ষুধার্ত শূকর-মাংস-প্রিয় চীনার পক্ষে, ভারতীয় নিরামিষ খাদ্য ভাত-দা'ল-পুরির ঘৃত-স্বরভি shock বা সংঘাত—আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ-বাঁচানো শেষরক্ষাকারী বিস্কুটের টিন্ দু'টির প্রতিক্রিয়া, এই দুইয়েতে যেন তাঁর প্রকৃতিকে ব'দ্‌লে দিলে। ফ্যঙ্-এর এই পরিবর্তন দেখে আমরা তো বিস্মিত আর পুলকিত হ'য়ে গেলুম। কবি পরে ব'ল্‌লেন—এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—যে কোনো ছেলে হয়-তো ছোটো বেলায় খুব-ই নির্বোধ থাকে, কোনো বুদ্ধি বা জলুশের পরিচয় সে দেয় না, কিন্তু একটু ডাগর বয়সে, হঠাৎ একটা কোনো বিশেষ ঘটনায় বা কথায় কখনো-কখনো তার মনে প্রবল আঘাত লাগে, আর তার ফলে তার স্বভাব, তার চিন্তার ধারা এক্কেবারে ব'দ্‌লে যায়, সে খুব বুদ্ধিমান্ ছেলেতে পরিণত হ'য়ে যায়। ফ্যঙ্-এরও যেন তাই হ'ল।

এহেন ফ্যঙ্, অপ্রকটিত-রসজ্ঞতাগুণ ফ্যঙ্, তৎকাল-গম্ভীর-প্রকৃতিক ফ্যঙ্, স্বরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি, দুপুরে সিঙ্গাপুরে ঘুর্‌তে বা'র হলুম, চীনা সুধীজন-মণ্ডলীর দু-চারজনের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে। Sin Kuo Min 'সিন্-কুও-মিন্' ব'লে সিঙ্গাপুরে একখানা নামী চীনা দৈনিক কাগজ আছে, এই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব ফ্যঙ্ ক'র্‌লেন। ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে-বারোটা বেজে গিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া হয়নি, ইংরেজি কথার অনুবাদ ক'রে ব'ল্‌লে, 'আভ্যন্তর মানব'কে, আর সাদা বাঙ্‌লা কথায়, 'মহাপ্রাণী'কে' আর কষ্ট দেওয়া চলে না, তার তৃপ্ত্যর্থে একটা ভোজনালয়ের সন্ধান ক'র্‌তে হ'ল। লণ্ডনে চীনা-হোটেলে চীনা খাদ্যের স্বাদের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টেছিল, কিন্তু এদেশে চীনা হোটেলে ঢুক্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল না; বিশেষতঃ যে হোটেলগুলি বিশুদ্ধ চীনে' কায়দার হোটেল, দূর থেকে তাদের সৌরভ আকৃষ্ট করার উল্‌টাটাই করে। ফ্যঙ্ আমাদের নিয়ে গেলেন ইংরেজি কায়দার একটি ভোজনালয়ে, তার মালিক আর চাকর-বাকর কিন্তু চীনা। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা, মস্ত-মস্ত ঘর, সব চক্‌চকে' ঝক্‌ঝকে'। ভারতবর্ষে বিলিতি খানায় যেমন বহুস্থলে rice and curry-কে একটি পদ হিসাবে ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে, ও-দেশেও তেমনি। ভারতের সঙ্গে মালাই ধরনে রান্না

কারি ওদেশের রেওয়াজ। এই কারির সঙ্গে side dish অর্থাৎ টাক্‌না বা চাট্‌নি হিসাবে পাঁচ-সাত রকম অন্য আচার, শুঁট্‌কি মাছ প্রভৃতি দেয়। চুনো মাছের মতন ছোটো-ছোটো একরকম মাছ, একটা ভীষণ টক্ গোলা বা জলীয় পদার্থে কাঁচা অবস্থায় রেখে দেওয়া, এই কাঁচা মাছের টাক্‌নাও একটি উপাদান। শুনেছি, জাপানে এই-রকম কাঁচা মাছ খাওয়ার রীতি আছে। মালাই-দেশেও দেখ্‌ছি তাই।

আহার চুকিয়ে' রিক্‌শ ক'রে নানা রাস্তা আর কুঁচো গলি ঘুরে, শেষটা আমরা 'সিন্-কুও-মিন্' আপিসে উঠ্‌লুম। রিক্‌শ ভাড়া কর্‌বার সময় ফ্যঙ্ ব'ল্‌লেন যে, তিনি পারত-পক্ষে রিক্‌শ চড়েন না, একটা মানুষে পেটের দায়ে হাঁ ক'রে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাঁকে গাড়িতে ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তিনি আরাম ক'রে পিছনে ব'সে আছেন, এটা তাঁর কাছে ভারি নিষ্ঠুর, এমন কি বর্বর ব'লে মনে হয়। কিন্তু কী করা যায়,—আমাদের নানা কাজ, যেতে হবে তাড়াতাড়ি; আর সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি, মানুষের অভাব আর দারিদ্র্য বড্ড বেশী, জীবন-সংগ্রাম ভীষণ; একখানা রিক্‌শ ডাক্‌লে সাতজন রিক্‌শওয়ালা ছুটে' আসে—এদের মধ্যে ১৬।১৭ বছর বয়সের ছেলে থেকে অথর্ব আকারের বুড়োও আছে; যারা সওয়ারী পেলে না, তাদের মুখ দেখ্‌লে কষ্ট হয়।

'সিন্-কুও-মিন্' আপিসে পৌছুলুম। ক'ল্‌কাতার কোলুটোলা স্ট্রীট মুরগীহাটার মতন একটা দোকানপাট-গদী-আপিস-হৌসের পাড়ায়। নীচের তলায় দু'-ধারে দোকান, আর মাঝে খবরের-কাগজের আপিসে ঢোক্‌বার দরজা। একটা এঁধো, স্যাঁৎসেঁতে ঢাকা আঙ্গিনা-মতন পেরিয়ে', বাঁয়ে কাঠের টানা সিঁড়ি বেয়ে, Editor's sanctum অর্থাৎ সম্পাদক ঠাকুরের 'বিমান-মন্দির' বা 'গর্ভ-গৃহ'-তে গিয়ে উঠ্‌লুম। একদিকে উঁকি মেরে দেখ্‌লুম,—ছাপাখানা। কম্পোজিটরেরা সব হরফ নিয়ে 'ম্যাটার' সাজাচ্ছেন। ইংরেজিতে ছোটো হরফ আর বড়ো হরফ জড়িয়ে' ২৬ আর ২৬, একুনে ৫২, আর সংখ্যা-বাচক হরফ, ইংরেজি সংযুক্ত বর্ণ œ ff প্রভৃতি জড়িয়ে' অনধিক কুড়ি—এই গোটা সত্তর হরফের ঘর হ'লেই চ'লে যায়; এর উপর ইটালিক ছাঁদের অক্ষরও জুড়ে' দিলে, বড়ো জোর ১৪০।১৫০ হরফ ইংরেজি বই ছাপাতে যথেষ্ট। সাম্‌নে, উপরে-নীচে upper case আর lower case দু থাক বা বাক্স হরফ নিয়ে

ইংরেজি বা রোমান অক্ষরের বই, কম্পোজিটরেরা ব'সে-ব'সেই কম্পোজ ক'র্তে পারেন। বাঙলার পঞ্চাশ বর্ণ, তার পর ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হ'লে স্বর-বর্ণের যে রূপ বদ্‌লায় তা আছে, আর তা ছাড়া ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে, আর তার সঙ্গে স্বর-বর্ণ যুক্ত হ'লে যে অগুণতি সংযুক্ত-বর্ণ আছে,—সবে মিলে প্রায় ৫৫০টা অক্ষর। এই সাড়ে পাঁচ শ' অক্ষরের পাঁচ শ' ঘর—সাম্‌নে ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলি case বা বাক্স নিয়ে বাঙলা কম্পোজ ক'র্তে হয়। চীনে' ভাষা বাঙলাকেও হার মানিয়েছে। এদের ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালা নেই, আছে এক-একটি চৌকো ঘরের মধ্যে বসানো যায় এমন বহু অক্ষর, অল্প অথবা বহু রেখার সমাবেশে যা সৃষ্ট; আর প্রত্যেক অক্ষরটি একটি বস্তু বা ভাবের দ্যোতক। চীনা ভাষায় যত শব্দ, যেন তত-ই পৃথক্ অক্ষর। প্রামাণিক চীনা অভিধানে, সাতচল্লিশ হাজার অক্ষর আছে শোনা যায়। এর সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। "অবিমৃষ্যকারিতা" বা "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" লিখ্‌তে গেলে, চীনাভাষায় অত বানানের বালাই নিয়ে বিব্রত হ'তে হয় না—'স্বরে অ+ব-য়ে হ্রস্ব-ই বি+ম-য়ে ঋ-কার মৃ+মূর্ধন্য-ষ-য়ে য-ফলা ষ্য+ক-য়ে আ-কার কা+র-য়ে হ্রস্ব-ই রি+ত-য়ে আ-কার তা'—প্রভৃতির মতন এত গোলমাল নেই। চীনা লেখক বা কম্পোজিটর, এই দুই শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব-প্রকাশক দু'টি অক্ষর খুঁজে বের করে নিয়ে, ধাঁ ক'রে বসিয়ে' দিলেন, ল্যাঠা চুকে' গেল। কয় আঁচড়ে এই-ভাব-প্রকাশক চীনে' অক্ষরটি লেখা হয় সেইটি জান্‌লে, অভিধান থেকে বা চীনা অক্ষর-মালার কেস্ বা বাক্স থেকে কোনো অক্ষরকে খুঁজে বার করা কঠিন হয় না। চীনার ৪৭,০০০ অক্ষর সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। খুব পণ্ডিত লোকে ১০।১২ হাজার অক্ষর জান্‌তে পারেন; সাধারণ শিক্ষিত লোকে ২।৩ হাজারেই কাজ চালিয়ে' নেয়। আবার, খবরের কাগজের জন্য ৬।৭ হাজার অক্ষর হ'লেই যথেষ্ট। অক্ষরগুলি কয় আঁচড়ে তৈরী সেই হিসাব ধ'রে, চীনা ছাপাখানায় বিভিন্ন খুবরিতে সাজানো থাকে, কম্পোজিটর ঘুরে'-ঘুরে' দরকার মতন অক্ষর বা'র ক'রে নেন। চীনে' কম্পোজিটরের কাজ ব'সে-ব'সে হয় না। ঘরের এ-কোণে হরফের ঘর থেকে সাত-আঁচড়ে-কাটা একটি হরফ নিয়ে বসিয়ে', আবার ঘরের ও-কোণে কম্পোজিটরকে ছুট্‌তে হ'ল, সতেরো আঁচড়ের একটি অক্ষর তার পরে বসাবার জন্যে। এই রকম দৌড়াদৌড়ি ক'রে' আর আঁচড় গুণে চোখের মাথা খেয়ে, চীনা

কম্পোজিটরেরা কম্পোজ ক'রে যাচ্ছেন দেখা গেল। কম্পোজিটরদের প্রায় সকলকারই দেখলুম কোল-কুঁজো-মারা চেহারা, আর চোখে কচ্ছপের খোলার মোটা ফ্রেমের চশমা।

এডিটরের ঘর ব'লে আলাদা কুঠুরি নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বারান্দা, তার পরে একটা বড়ো ঘর। সেটা যে খবরের-কাগজের আপিস, তা রাশীকৃত পুরাতন সংখ্যার কাগজ, প্রুফ, 'কপি', বড়ো-বড়ো ডাইরেক্টরি-জাতীয় বই—এই-সব ইতস্ততঃ জঞ্জালের মতো ছড়িয়ে' থাকায়, আর ছাপার কালির গন্ধে, বুঝ্‌তে দেরি হ'ল না। মাঝে-মাঝে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ঘরের পাশের বারান্দার মেঝের একটু অংশ চৌকো ক'রে কাটা, তার ভিতর দড়ি-টানা কলে, ঝোড়ায় ক'রে নীচের ছাপাখানা থেকে প্রুফ আস্‌ছে, ঝোড়া উঠ্‌তে-উঠ্‌তে নীচের লোকেরা ঘণ্টা বাজিয়ে' দিচ্ছে, এডিটরের আপিসের লোকেরা ঝোড়া খালি ক'রে প্রুফ নিচ্ছে, আবার নোতুন 'কাপি' বা সংশোধিত প্রুফ দিচ্ছে। বেশ একটা চট্‌পটে', ক্ষিপ্র কার্য্যকারিতার ভাব। ঘরে কতকগুলি টেবিলের উপরে কাগজ-পত্র রেখে পাঁচ ছ' জন লোকে কাজ ক'র্‌ছে। সম্পাদক মহাশয় তখন ছিলেন না। একটি খর্বাকৃতি চশমা-চোখে চীনা মেয়ে ছিলেন, কালো রেশমের ঘাগ্‌রা পরা (আজকাল সেকেলে' বিশ্রী পা-জামার বদলে ঘাগ্‌রা পরা হ'চ্ছে চীনা মেয়েদের আধুনিকত্বের নিদর্শন), তিনি সহকারী সম্পাদকদের অন্যতম। ফ্যঙ্‌ আমাদের সেখানে এনে হাজির ক'রে, একে একে সকলকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দিলেন। চেয়ারের অভাবে আমরা কেউ-কেউ টেবিলের উপরে ব'স্‌লুম। এঁদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ হ'ল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এঁদের গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতি। রবীন্দ্রনাথের সিঙ্গাপুর আগমন উপলক্ষে এঁরা এঁদের কাগজের এক বিশেষ সংখ্যা বা'র ক'র্‌ছেন, তাই দেখালেন। তাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে কতকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ বা'র ক'রেছে, পৃথিবীর ভাব-রাজ্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণ, নিজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল চীনের এমন শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সাদর আমন্ত্রণ আর সংবর্ধনা, ভারতবর্ষে চীনা ভাষার আর চীনা সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা, এই-সব বিষয়েও লেখা হ'য়েছে; আর চীন-দেশে রবীন্দ্রনাথের চতুঃষষ্টিতম জন্ম দিন উপলক্ষে তাঁর চীনা বন্ধুরা তাঁর যে চীনা

নাম-করণ করেন—Chu Chen-tan 'চু চেন্-তান্' (অর্থাৎ the Thunder and Sun-light of India—এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের চীনা নাম হ'য়েছে—'চেন্' অর্থাৎ বজ্রদেব বা ইন্দ্র, 'তান্' অর্থাৎ প্রভাত বা রবি, 'চেন্-তান্' শব্দে তাঁর নাম 'রবীন্দ্র'র অনুবাদ করা হ'য়েছে ; আর ভারতের প্রাচীন চীনা নাম Thien-chu 'থিয়েন্-চু' বা স্বর্গ-রাজ্য, এই 'থিয়েন-চু' সংক্ষেপে 'চু' রূপে লিখে, 'ভারত' অর্থে ভারতের প্রতিনিধি-স্বরূপে রবীন্দ্রনাথের পদবী হিসাবে ধরা হ'য়েছে)—এইরূপে সেই নাম নিয়ে তাঁকে স্বাগত ক'রেছে। ভারতে চীনা ভাষার পঠন-পাঠনের আবশ্যকতার বিষয়ে, আর বিশ্বভারতীতে চীনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Ngo-Cheong Lim ঙো-চিওঙ্ লিম্ আর ফরাসী অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত Solvain Lévi সিল্ভ্যাঁ লেভি, এঁদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ ক'রে [illegible] চীনাদের সঙ্গে আলাপ ক'র্লুম। এঁরা কেউ ইংরেজি বোঝেন না। ফ্যঙ্ [illegible]র দোভাষীর কাজ ক'র্লেন। সুরেন-বাবু আমাদের সকলের [illegible]গ্রাফ নিলেন। এইরূপে ঘণ্টাখানেক এই খবরের কাগজের আপিসে [illegible]টিয়ে' আমরা বিদায় নিলুম।

তারপর ফ্যঙ্ আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর ভাইয়ের ইস্কুলে। পথে আর একটি চীনা ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলুম—এঁরা মালাই-দেশীয় 'বাবা'-চীনে', পাজামার বদলে সারঙ্ পরা মেয়েদের দেখে বোঝা গেল। আমাদের সিগ্লাপের বাঙলার পথে ফ্যঙ্-এর দাদার ইস্কুল। ফ্যঙ্-এর পুরা নাম Feng Chih-Chen 'ফ্যঙ্ চ্যঃ-চেন্', তাঁর দাদার নাম Feng Shu-Pang 'ফ্যঙ্ শূ-পাঙ্'। ইস্কুলটি তার স্থাপয়িতা Choon Guan 'চুন্-গুআন্' ব'লে একজন ধনী চীনার নামে। ছেলেরা আর মেয়েরা একত্র পড়ে। আমাদের "মধ্য-ইংরেজি" ইস্কুলের মতন Anglo-Vernacular ইস্কুল। ইস্কুলে যখন পৌঁছই, তখন সবে ছুটি হ'য়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে যাচ্ছে। ফ্যঙ্-এর দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। অতি প্রিয়দর্শন মধুরালাপী যুবক, ফ্যঙ্-এর চেয়ে ঢের ভালো ইংরেজি ব'ল্তে পারেন। মাষ্টারদের বস্বার ঘরে আমাদের বসালেন। গণতান্ত্রিক চীনদেশে ছাপা আধুনিক রীতির সব চীনা পাঠ্য পুস্তক র'য়েছে, ফ্যঙ্ সেগুলি দেখালেন। ছেলেদের আর মেয়েদের অঙ্কের খাতা, তাদের আঁকা ছবি, তাদের হাতের চীনা আর ইংরেজি লেখা, এ-সব দেখালেন। সব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর ছেলেদের হাতের কাজে তাদের বেশ শৃঙ্খলাযুক্ত ব'লে

বোধ হ'ল। দেওয়ালে ছেলেদের আঁকা ছবি দু-খানা ফ্রেমে বাঁধা র'য়েছে। একজন চীনা চিত্রকরের হাতের আঁকা ফুলের ছবি, রঙীন, তার সঙ্গে চীনা কবিতা, এ-ও দু-একখানা বাঁধিয়ে' রাখা হ'য়েছে। আর আছে—সনাতন চীনা পদ্ধতিতে প্রাচীন চীনা মনীষীদের বচন, সুন্দর চীনা অক্ষরে লেখা, লম্বা-লম্বা রেশমের বা কাগজের ফালিতে কালো বা সোনালি কালিতে, সেগুলি বাঁধিয়ে' দেওয়ালে টাঙানো হ'য়েছে। কন্‌ফুশিউস্, আব্রাহাম লিঙ্কন্, মাক্‌সিম্ গোর্‌কি, যীশু—এঁদেরে বচন-যুক্ত কাগজও দেওয়ালে টাঙানো আছে। ইস্কুলের কতকগুলি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আর শিষ্টাচার হ'ল, বরফ-লেমলেড পান হ'ল।

ফ্যঙ্-এর দাদা খুব জবর চীনা ন্যাশনালিস্ট্, কিন্তু ধর্মে তিনি খ্রীষ্টান। স্বয়ং খ্রীষ্টান হ'য়েছেন। চীন-দেশে ধর্ম নিয়ে ঝগড়া নেই। এক-ই পরিবারে নানা ধর্মের লোক থাক্‌তে পারে। ফ্যঙ্-এর বউদিদিও বোধ হয় স্বামীর মতনই খ্রীষ্টান। পরে এঁর দাদা আর বউদিদি উভয়কেই এক চীনা থিয়েটারে আমরা দেখি—বউদিদির মাথায় কপালের উপরে জুলপির মতন কাটা এক গোছা চুল ঝুল্‌ছে, পরনে চীনা ঘাগ্‌রা—সম্ভ্রান্ত ঘরের চীনা মেয়ের মতনই পোষাক আর সৌষ্ঠব। এঁরা দূরে ব'সেছিলেন, আর নাটক শেষ হবার আগেই আমরা চ'লে এলুম, তাই এঁদের সঙ্গে তখন কথা-বার্তা হয়নি। ফ্যঙ্-এর মা হ'চ্ছেন ধর্ম-মতে বৌদ্ধ—বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পূজা-পাঠ করেন, মাছ-মাংস খান না। ফ্যঙের বাবা ছিলেন কন্‌ফুশীয় মতাবলম্বী। ফ্যঙ্ নিজে কতকটা অজ্ঞেয়বাদী। চুন্-গুআন্ ইস্কুলে ফ্যঙ্-এর দাদা তাঁর বস্‌বার ঘরে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট ঘরে তাঁর লেখা-পড়া কর্‌বার টেবিলের উপরে একটি ছবি, একজন ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা ছবির হাফটোন প্রতিলিপি—যেরূশালেমে Gethsemane গেথ্‌সেমানির বাগানে যীশু ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা ক'র্‌ছেন। ফ্যঙ্-এর দাদার খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসের এইটি-ই একমাত্র বাহ্য নিদর্শন, যা আমাদের গোচরে এসেছিল। আমাদের সঙ্গে ৩।৪ দিন ধ'রে সিঙ্গাপুরে বার কতক এঁর কথা-বার্তা হয়েছিল, কিন্তু তিনি চীনা, এবং চীনা সভ্যতার উত্তরাধিকার পূর্ণভাবে তাঁর-ই—এরূপ কথা ছাড়া, তিনি যে খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান না হ'লে চীনের উন্নতি হ'বে না—এ রকম মন্তব্য কখনও তাঁর মুখে শুনিনি।

ফ্যঙ্-এর এক ভাগ্নে প্রাচীনা চীনা পদ্ধতিতে ভালো ছবি আঁকতে পারে। ছোক্‌রা তার বড়ো মামার কাছে আছে। ইংরেজি জানে না। কবিকে উপহার দেবার জন্য এঁরা তার আঁকা দু'খান' ছবি বেছে নিলেন। দু-তিনটি রঙ আর কালো চীনে' কালি দিয়ে আঁকা কতকগুলি ফুল, আর উপরে একটি চীনা কবিতা। "চীনের বন্ধু চু-চেন্-তান্‌কে চিত্রকর কর্তৃক সশ্রদ্ধ সমর্পণ" এইরূপ একটি সমর্পণ-বচনে চীনা ভাষায় ছবির গায়ে চিত্রকর লিখে দিলে।

মুখ খুলে সমস্ত স্পষ্ট ক'রে না ব'ল্‌লেও বুঝ্‌লুম যে, চীনদেশ থেকে আগত এই সব চীনা intellectual বা শিক্ষিত লোক যাঁরা মালাই-দেশের চীনাদের উদ্‌বুদ্ধ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন, ইংরেজ সরকার তাঁদের প্রীতির চোখে দেখে না। দেখ্‌তে পারেও না। শিক্ষকতার কাজে আর সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতার কাজে এঁদের নানা ব্যাঘাত ঘটে। ফ্যঙ্-এর দাদা আগে এক খবরের কাগজের সম্পাদকতা ক'র্‌তেন। হঠাৎ একদিন সিঙ্গাপুরের পুলিসের কর্তার এক হুকুম এল', কাগজ তাঁকে ছাড়্‌তে হবে, নইলে কাগজ বন্ধ ক'রে দেবার ভয় আছে। চীন-দেশের ঘটনাবলী, ইউরোপীয় আর বিশেষ ক'রে ইংরেজ আর জাপানীদের চীন-সম্বন্ধীয় রাষ্ট্র-নীতির তীব্র সমালোচনা, এই-সব কাগজে অনেক সময়েই নাকি বা'র হয়। চীনা লোক কুলিগিরি আর অন্য কাজ ক'র্‌তে হাজারে-হাজারে মালাই-দেশে আসে। ইংরেজ সরকার মনে ক'র্‌লেই যে-কোন চীনাকে মালাই-দেশ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিতে পারে। এই-সব কারণে এঁদের নানা অসুবিধায় চ'ল্‌তে হয়। কিন্তু স্থানীয় 'বাবা'-চীনাদের আর অন্য পয়সাওয়ালা চীনাদের কাছ থেকে এঁরা পূরা সহানুভূতি পান। তাই সরকারের তোয়াক্কা না রেখে, এঁদের দ্বারায় মালাই-দেশের চীনাদের উদ্‌বোধন আর তাদের মধ্যে সংগঠন আর সঙ্ঘ-বন্ধন কার্য্য এখন বেশ জোরের সঙ্গেই চ'ল্‌ছে ব'ল্‌তে হবে।

এই ভাবে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে' দিলুম, বেলা প্রায় চারটে বেজে গেল। পাঁচটায় সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের তরফ থেকে সিগ্‌লাপের বাড়িতে কবিকে সংবর্ধনা ক'র্‌বার কথা ছিল, সিঙ্গাপুরের বিস্তর ভারতীয় আস্‌বেন এতে, তাই আমাদের তখন বাসায় ফির্‌তে হ'ল। চীনা ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের আর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে কবির বিশেষ ক'রে একটি বক্তৃতা দেবার কথা

হ'চ্ছিল, ফ্যঙ্-ভ্রাতৃদ্বয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা ক'র্‌ছিলেন, আগামী কাল অর্থাৎ ২৪এ তারিখে সিঙ্গাপুরের চীন-রাষ্ট্রের কন্‌সুল্ বা প্রতিনিধির সভাপতিত্বে এই বক্তৃতা-সভা হবার কথা হ'চ্ছিল, সে-বিষয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য ফ্যঙ্-ভ্রাতৃদ্বয় সিগ্‌লাপে আমাদের সঙ্গে এলেন, আর এঁদের ভাগ্‌নেও তার আঁকা ছবি স্বয়ং কবিকে অর্পণ কর্‌বার জন্যে আমাদের সঙ্গে এল'।

এইরূপে সিঙ্গাপুরে চীনাদের মধ্যে ঘুরে' আলাপ ক'রে, একটা দিনে চীনা-জগতের নানা দিগ্‌দর্শন আমাদের ঘ'ট্‌ল, চীন-দেশে না গিয়েও চীনের অনেক খবর, অনেক মানসিক গতির ঢেউ, আমাদের কাছে এসে পৌঁছুল'॥

॥ ৬ ॥

মালয়-দেশ—সিঙ্গাপুরে চীনা বৌদ্ধ বিহার

২৪এ জুলাই, রবিবার। আজকের কাজ ছিল তিনটি—বেলা দু'টোর সময়ে Palace Gay Theatre নামে এক সিনেমা-প্রেক্ষাগৃহে চীনা শিক্ষক আর ছাত্রদের কাছে কবির বক্তৃতা, আর বিকাল-বেলায় সাড়ে চারটে থেকে ছটায় সিগ্‌লাপে শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয় একটি সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন, যাতে কবিকে সংবর্ধনা ক'র্‌বার জন্য সিঙ্গাপুরে সব জা'তের লোক মিলিয়ে' যে একটি International Fellowship বা আন্তর্জাতিক সম্মিলন গ'ড়ে তোলা হ'য়েছিল, তার সভ্যদের তিনি কবির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'র্‌বার জন্য আহ্বান করেন। তারপর সন্ধ্যার পরে সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের এক mass meeting বা জন-সাধারণের সভা।

সিঙ্গাপুরের চীনা শিক্ষকেরাই আগ্রহ ক'রে Palace Gay Theatre-এর সভার ব্যবস্থা করেন। বেশ বড়ো থিয়েটার ঘর, লোকে ঠাসা—চীনা ছাত্র, চীনা ছাত্রী, চীনা মেয়ে আর পুরুষ মাষ্টার। সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত ভদ্র চীনার মেলা ব'ল্‌লেই হয়। কবির সঙ্গে, উপরের মঞ্চের আসনে আমাদের বসিয়ে' দেওয়া হ'ল—নীচে খালি কালো-চুল মাথা, আর সাদা পোষাক, সাদা জীনের পাজামা আর গলা-আঁটা কোট পরা ভদ্রলোক,—আর মেয়েদের কালো বা রঙীন ঘাগ্‌রা; যুবক আর ছোক্‌রাদের উদ্‌গ্রীব উৎসাহশীল বুদ্ধিশ্রীতে মণ্ডিত চাওনি, আর তাদের সোনার ঝলক-দেখানো হাসি (প্রায় চোদ্দ আনা লোকের দু-পাঁচটা ক'রে দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো); আর কচিৎ গম্ভীর মূর্তি কচ্ছপের-খোলার চশমা পরা, সেকেলে চীনা পোষাক গায়ে, দুই-এক জন প্রাচীন চীনা —শ্মশ্রুমান্ ঋষিকল্প চেহারা, যেন এক-একটি লাউ-ৎসে বা খুঙ-ফু-ৎসে ব'সে আছেন। মেয়েদের বস্‌বার ব্যবস্থা সাম্‌নের দু'টো-তিনটে পংক্তিতে হ'য়েছিল। হলের মধ্যে সমস্ত লোকের জায়গা হয় নি, তাই বাইরেকার বারান্দাতেও খুব ভীড় হ'য়েছিল। চীনদেশের কন্‌সুল্ ছিলেন সভাপতি। বক্তৃতা ছিল দু'টোর দিকে, বিকালে। আমরা পৌছুলুম, কবির আগমনে তাঁর সংবর্ধনার জন্য চীনা-

ছাত্রদের ইংরেজি ব্যাণ্ড-বাজনা বেজে উঠ্ল। বয়্-স্কাউট বা ব্রতী বালকদের রেওয়াজ চীনা ইস্কুলের মধ্যে খুবই আছে। আবার বড়ো-বড়ো চীনা ইস্কুলে ছেলেদের দ্বারায় চালিত school band আছে। এ সব ব্যাপার বিশেষ পয়সা-সাপেক্ষ, কিন্তু চীনারা তাদের ইস্কুলগুলিকে কেতা-দুরুস্ত ক'রে রাখ্বার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ক'র্ছে। প্রায় সকল ইস্কুলেই ছেলেদের খাকী কাপড়ের উর্দী প'রে আসা নিয়ম। ক'ল্কাতার চীনেরা এক ইস্কুল ক'রেছে, সেখানেও সেই ব্যবস্থা দেখেছি। এই উর্দী পরিয়ে' ব্যাণ্ড বাজিয়ে' ব্রতী-বালকের দল তৈরী ক'রে, ছেলেদের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই যে একটা সমবেত জীবনের ধারা এনে দেওয়া হয়, সেটার প্রভাব আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাদের ব্যক্তি-গত চরিত্রকে বিশেষ ভাবে উন্নত ক'রে দেয়, আর পাঁচজনের সঙ্গে সমাজের কল্যাণের জন্য নিজের অসুবিধাকে উপেক্ষা ক'রে কাজ ক'রে যাবার একটা প্রবৃত্তিকেও জাগিয়ে' তোলে। চীনারা এইটা বেশ বুঝেছে। বাজনা থাম্ল। আমাদের ফ্যঙ্-এর দাদা (চুন্-গুআন্ ইস্কুলের হেড-মাষ্টার শ্রীযুক্ত ফ্যঙ্-শূ-পাং মহাশয়) দাঁড়িয়ে' পিকিঙের চীনায় উচ্চৈঃস্বরে জানিয়ে' দিলেন, কন্সুল্ মহাশয় বক্তৃতা ক'র্বেন। মঞ্চের উপর একখানা বোর্ডে খড়ি দিয়ে ঐ দিনকার কার্য্য-বিবরণী লেখা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বক্তার নাম ইত্যাদি শ্রোতাদের জানিয়ে' দেওয়ার এই রকম রেওয়াজ, দেখ্ছি এদের মধ্যে আছে।

কন্সুল্ মহাশয় উঠ্লেন—খর্বাকৃতি ব্যক্তিটি, অভিজাত-বংশীয় লোকের মতো চমৎকার ধরন-ধারন। তিনি ইংরেজি জানেন না, চীনা ভাষায় (পিকিঙের চীনায়) তিনি কবিকে স্বাগত ক'র্লেন। তাঁর খাস-মুন্শী তার পরে উঠে তাঁর বক্তৃতা ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে দিলেন। কবি তখন উঠ্লেন, আর চীনারা খুব জয়ধ্বনি আর করতালির সঙ্গে তাঁর সমাদর ক'র্লে। প্রথম তিনি ইংরেজিতে-লেখা শিক্ষকদের কাছে তাঁর একটি ছোটো message বা উপদেশ-বাণী প'ড়্লেন। তার পরে তিনি তাঁর বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতাটিতে একটি কথা চমৎকার ক'রে তিনি ব'লেছিলেন। নদীর বা ঝরণার জলের মতো তাঁর উক্তির ধারা সহজে অচিন্তিত-ভাবে ব'য়ে চ'লে যায়,—দুঃখের বিষয়, সব সময়ে সুযোগ্য রিপোর্টারের শ্রুতিলিখনের দ্বারা তাকে চিরকালের জন্য বেঁধে রাখা যায় না। তিনি যে কথাটি ব'লেছিলেন, সেটির আশয়

হ'চ্ছে এই যে, মানুষ যে-দেশে জন্মায়, সে তার জন্ম-সূত্রেই সেই দেশের সমস্ত অতীতের, সমস্ত ইতিহাসের, সহজ অধিকারী হ'য়ে থাকে। ক'ল্‌কাতার একটি কোণে জন্ম নিয়ে কবি তেমনি ভারতের সমস্ত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী হ'য়েছেন। তেমনি তাঁর চীনা বন্ধুগণও চীনা সভ্যতার পরিমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ অধিকার পেয়েছেন। ভারতের এই যে প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতি, তার মধ্যে তার এক কোণে চীনের সঙ্গে একটু যোগ আছে। চীনে মানবিকতার যে বিকাশ হ'য়েছিল, ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে তার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ধর্মপ্রচারকদের হাত দিয়ে, নিজের আধ্যাত্মিক জগতের, নিজের দর্শন আর চিন্তার, নিজের বিজ্ঞানের আর কলার অবিনশ্বর সমৃদ্ধির ভাগ, চীনের কাছে পাঠিয়ে' দিয়ে, তার সেই মানবিকতারই সংবর্ধনা ক'রেছিল। কবির ভারতীয় পূর্বজগণ চীনে যে এই আধ্যাত্মিক অভিযান ক'রেছিলেন, বহু দূরের অনাগত কালের কবি-ও তখন তাঁদের মধ্যে এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। গতবার যখন কবি চীনে যান, তখন এই বোধটি তাঁর কাছে যেন একটি উপলব্ধ সত্য হ'য়ে উঠেছিল। চীন আর ভারতের প্রাচীন বন্ধুত্ব, ভারতের আধ্যাত্মিক আর মানস জগতে চীনের প্রবেশ, আর চীনের কাছে উপায়ন-স্বরূপে ভারত যে তার পণ্ডিত আর সত্যদ্রষ্টা সন্তানদের পাঠিয়েছিল—এই সবের দ্বারায়, আধুনিক চীনের কাছে বন্ধুত্বের দাবি করা কবির পক্ষে এক অতি সহজ দাবি হ'য়েছিল। আর চীনের লোকেরা তাঁকে যে রকম আদর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক রেছিল, আর চীনাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁর এমন-ই অকৃত্রিম আত্মীয় হ য়ে উঠেছিলেন যে তাতে তাঁর মনে হ'য়েছিল যে, তাঁর এই দাবি চীনে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে; চীনে তাঁর চৌষট্টি বছরের জন্মদিন উপলক্ষে, তাঁর চীনা বন্ধুরা তাঁর এক চীনা নাম-করণ করেন, আর চীনা শিশুকে তার জন্মতিথির দিনে যেমন নোতুন পোষাক পরানো হয়, তেমনি ক'রে তাঁকেও নীল আর হ'ল্‌দে রেশমের এক চীনা পোষাক তাঁরা উপহার দেন। এতে ক'রে বাস্তবিক-ই কবি যেন এক নবীন জীবন—চীনা জীবন—পেয়েছেন ব'লে তিনি মনে করেন। চীনাদের সঙ্গে সখ্যের আর ভ্রাতৃত্বের আসনে ব'স্‌তে তাঁর কোনো দ্বিধা বা সংকোচ নেই। তিনি মনে-মনে ভাবেন, যে সমস্ত মহাপুরুষ চীন আর ভারতের সংস্কৃতিকে এক সূত্র গেঁথে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চ'লেছেন; এশিয়া-খণ্ডের এই দুই বিশাল জাতির একতা-

বিধান-রূপ বিরাট্ ব্যাপারের গুরুত্ব তাঁদের মতন-ই তিনি উপলব্ধি ক'রেছেন।—এই রকমে, একটি অতি সুন্দর বক্তৃতায়, আন্তর্জাতিক সংযোগেও যে দুটি জাতির মধ্যে কতখানি দরদ কতখানি সহানুভূতি থাক্তে পারে তার এক মরমী বিচার ক'রে, চীন আর ভারতের মধ্যে পুনরায় যাতে ভাবের আদান-প্রদান আরম্ভ হয় সে বিষয়ে তাঁর আন্তরিক কামনা জানিয়ে' তিনি উপসংহার করেন। শ্রীযুত ফ্যাঙ্ কবির বক্তৃতার মূল কথাটি চীনা ভাষায় ব'লে দেবার চেষ্টা করেন; আমার কিন্তু মনে হয় যে এই ব্যাপারটি তাঁর পক্ষে ততো সহজ-সাধ্য হয় নি। বক্তৃতার পালা চুকলে, একটি ছোটো ইস্কুলের-মেয়ে এসে ইংরেজিতে ছোট্টো একটি বক্তৃতা আউড়ে', কবিকে সিঙ্গাপুরের চীনা মেয়েদের তরফ থেকে তাদের হাতের দুটি ছুঁচের কাজ উপহার দিলে। তারপর ধন্যবাদের পালা, আবার ব্যাণ্ডে চীনা রাষ্ট্রগীত বাজানো, আর সভাভঙ্গ। সভা-শেষের পরে, কবি, কন্সুল্ মহাশয় আর চীনা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী জন-কতককে নিয়ে ছবি তোলা হ'ল।

চীনা সিনেমা থিয়েটার—ইউরোপীয় থিয়েটারের ঢঙে তৈরী। যতক্ষণ ফোটোগ্রাফের তোড়-জোড় চ'ল্ছিল, থিয়েটারের হাতার মধ্যে খোলা জায়গায় চেয়ার-টেবিল পাতা জলযোগের স্থানে ব'সে, থিয়েটারের ভিতরের রেস্তোরাঁর বরফ-লেমনেড খাওয়া গেল। রেস্তোরাঁয় নানা মণিহারি জিনিস আছে,—আর আছে চীনা ফিল্মের দৃশ্যের পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো। খাস চীন থেকে এই সব ফোটোর আমদানি। সিনেমার ব্যবসায় চীনে চ'ল্ছে খুব, বিস্তর চীনা ছবিও তৈরী হ'য়েছে। সিঙ্গাপুর-অঞ্চলে এই সব চীনা ছায়াচিত্র খুব-ই আসে। কতকগুলি ঐতিহাসিক আর সামাজিক ফিল্ম্ শুন্লুম অতি চমৎকার হ'য়েছে। ক'ল্কাতায় একবার এই রকম একটি চীনা সামাজিক ফিল্ম্ আসে, সেটি দেখে আসা গিয়েছিল। এই সাধারণ একটি চীনা ছবি, ভারতে তোলা যে কোনো ফিল্ম্-এর চেয়ে ঢের ভালো তোলা হ'য়েছে। এ বিষয়ে চীনারা দ্রুত উন্নতি ক'র্ছে, সন্দেহ নেই।

বিকালে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা-সমিতির সভ্যেরা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্তে আসেন—চীনা, মালাই, নানা প্রকারের ভারতীয়, ইউরোপীয়, সব সমাজের লোক ছিলেন। সন্ধ্যার পরে স্থানীয় ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েশন্ গৃহে জনসাধারণের একটি সভা হ'য়েছিল। তমিল, পাঞ্জাবী আর বাঙ্লা ভাষায়

এই সভার বিজ্ঞাপনী বিতরিত হয়। শহরতলী অংশে একটা বড়ো রাস্তার ধারে, স্থানীয় আসোসিয়েশনের পাকা বাড়ি, আর করোগেটের দেওয়াল-ঘেরা খানিকটা খোলা জমি, সেখানেই সভার স্থান ঠিক হ'য়েছে। ভূঁয়ের উপরে শতরঞ্চিতে ব'সে দু-তিন হাজার লোক, বেশীর ভাগ তমিল আর পাঞ্জাবী। আশে-পাশে চীনারা সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে উঁকিঝুঁকি মারৃছিল। কবি দেহে বড়োই দুর্বল বোধ ক'রৃছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত লোকের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হ'য়েছিল। এর আগেই তাঁর বক্তব্য হিসাবে ছোটো একটি লেখা আমি হিন্দী ক'রে নিয়েছিলুম, কারণ ইংরেজি জানে না এমন লোকেদের সাম্‌নে তাঁকে ব'ল্‌তে হবে; আর এই লেখাটার ইংরেজিটা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে আগে থাক্‌তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে একটি তমিল ভদ্রলোক এটিকে তমিলে অনুবাদ ক'রে রাখেন। কবি উপস্থিত হ'লে, "বন্দে মাতরম্, হিন্দুস্থান কী জয়, ভারতমাতা কী জয়, শ্রীরবীন্দ্রনাথজী কী জয়" ধ্বনির সঙ্গে, তাঁকে মঞ্চে বসানো হ'ল; আসোসিয়েশনের সাহিত্য-বিভাগের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত আবিদ আলী কবিকে স্বাগত ক'রে হিন্দীতে বেশ সুন্দর ভাবে ব'ল্‌লেন। তারপর কবি আমাকে তাঁর হ'য়ে তাঁর বক্তব্যটি, যেটি হিন্দীতে লেখা ছিল, সেটি পড়্‌তে ব'ল্‌লেন। আমার পরে শ্রীযুক্ত কুপ্পুস্বামী অয়্যর্ ব'লে তমিল ভদ্রলোকটি তার তমিল অনুবাদ প'ড়্‌লেন। কবিকে তার পরে আরও একটু ব'ল্‌তে হ'ল। এই জনসভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারা বেশীর ভাগ অতি সাধারণ লোক—ছোটো-খাটো দোকানদার, ব্যবসায়ী, মোটর-গাড়ির শোফার, দরওয়ান প্রভৃতি—শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, তমিল হিন্দু আর মুসলমান, গুজরাটী ভাটিয়া আর খোজা, আর দু-দশজন ভোজপুরে'। কিন্তু এই দূরদেশে স্বদেশ থেকে আগত একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দর্শন কর্‌বার জন্য, বুঝুক বা না বুঝুক তাঁর মুখের দু'টো কথা শোন্‌বার জন্য এরা যেরূপ আগ্রহান্বিত হ'য়ে এসেছে, যেরূপ শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছে, সে আগ্রহ আর সে শ্রদ্ধা একটা খুব-ই উচ্চ ভাবের জিনিস।

২৫এ জুলাই, সোমবার ১৯২৭।

আজকের কাজ ছিল এইগুলি: সকালে দশটার পর ফ্যঙ্-এর সঙ্গে চীনা বৌদ্ধ বিহার দেখা; বেলা আড়াইটেতে মালয়-দেশের কলোনিয়াল

সেক্রেটারি the Hon. E. C. H. Woolfe উল্‌ফ্‌-এর সভাপতিত্বে ভিক্টোরিয়া-থিয়েটার গৃহে সিঙ্গাপুরের ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে কবির বক্তৃতা; সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত Cashin কাশিন্‌ নামে স্থানীয় একজন ইউরেশীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ; আর রাত্রে চীনাদের নিমন্ত্রণে চীনা থিয়েটার দর্শন।

ফ্যঙ্‌কে কথা-প্রসঙ্গে বলি—"শহরের ভিতরে চীনে' মন্দির তো দেখ্‌লুম; বৌদ্ধ বিহার-টিহার এখানে নেই, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ ক'রতে পারি?" ফ্যঙ্‌ ব'ল্‌লেন, "সিঙ্গাপুরে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার আছে, আপনাদের নিয়ে যাই, আজ সকালেই। এই বিহারটি মালয়-দেশে সব-চেয়ে বড়ো নয়, কিন্তু এটি থেকে চীনা বিহারের সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রতে পার্‌বেন। সব-চেয়ে বড়ো চীনা বৌদ্ধ বিহার হ'চ্ছে পেনাঙ্‌-এ, পেনাঙ্‌-এ গেলে পরে সেটাও আপনাদের দেখ্‌তে হবে।"

স্থরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, ফ্যঙ্‌, ফ্যঙ্‌-এর ভাগ্‌নে, আর আমি, এই পাঁচ-জনে মোটরে ক'রে বেরুলুম। শহরের বাইরে, বসতি যেখানে খুব ঘন নয়, এই রকম দুই-একটা সড়ক দিয়ে মন্দিরে এলুম। মন্দিরের কাছে একটা চীনা বস্তির মধ্য দিয়ে পথ, রাস্তার দু'ধারে সারি-সারি খোলার বাড়ি; বাড়িগুলির সাম্‌নেটা জমির উপরে, আর পিছনটা মালাই বাড়ির মতন খোঁটার উপরে প্রতিষ্ঠিত—খোঁটাগুলিকে, রাস্তার দু-ধারে যে চওড়া পগার বা খাল গিয়েছে তারই মধ্যে গাড়া হ'য়েছে। রাস্তা নয়, যেন দু-ধারের নীচু জমির মধ্য দিয়ে চওড়া আ'ল। রাস্তার পাশে বাড়ি করার জন্য শুখনো জমির অভাব হওয়াতে, তাতে চীনাদের উপায়োদ্ভাবিকা শক্তি হার মানেনি। মন্দিরটা একটি উঁচু টিলায়। মোটর দাঁড়াল'; বাঁয়ে কতকগুলি আটচালা, তাতে দোকান-পাট, বস্‌বার জন্য তক্তপোষ আর কাঠের পাটাতন পাতা র'য়েছে। শুন্‌লুম, এখানে উৎসব উপলক্ষে মেলা-টেলা বসে। ডান দিকে কতকগুলো দোকান, এখানে চীনা পূজার উপকরণ আর চীনা সুখাদ্য মেঠাই-মণ্ডা পাওয়া যায়, পয়সার ভাঙানি পাওয়া যায়। কতকগুলি অঙ্গহীন অথর্ব বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা ভিক্ষা ক'র্‌ছে, শততালিযুক্ত নীল কাপড়ের জামা আর পাজামা পরা, নোংরার চূড়ান্ত। এদের দু-চার পয়সা দিয়ে, ঢালু জমি বেয়ে, মন্দিরের সাম্‌নে এ'সে দাঁড়ালুম। বেশী ভীড় নেই। চীনা বাস্তু-গঠন-প্রণালীতে, সবুজ টালিতে ছাওয়া, লাল-ইট বা'র-করা বাড়ি; পাঁশুটে' রঙের গ্রানাইট পাথরের থাম যুক্ত একটু porch

বা বারান্দা-মতন সাম্‌নে, তার দেওয়ালটা ঐ পাথরেই ঢাকা; দু'-ধারে পাথরের উপরে চীনা দেবদেবীর লীলার দুটি bas-relief বা উঁচু ক'রে কেটে তোলা ছবি আছে, আর ছাতের নীচে দিয়েও ঐ রকম পাথরে-কাটা ছবি। এইখান দিয়েই মন্দিরের ভিতরে ঢুক্‌তে হয়। বারান্দা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই একটা বড়ো ঘর, তাতে মাঝখানে খুব উঁচু বেদির উপরে বিরাট্ এক Pu-tai 'পূ-তাই' বা মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি—বিপুল ভুঁড়িওয়ালা, খালি গা, হাতে জপের মালা, এক গাল হাসি, একটি ভিক্ষু-মূর্তি ব'সে আছেন। ডান ধারে, বাঁ ধারে দেওয়ালের দিকে পিছন ক'রে, চার জন (দু'জন ডাইনে দু'জন বাঁয়ে) রাক্ষসাকার অস্ত্রশস্ত্রধারী পুরুষের মূর্তি; এঁরা চার জন দিক্‌পাল, মন্দিরের দ্বারপাল হিসাবে এঁদের অবস্থান। মূর্তিগুলি মাটির, তার উপর রঙ-চঙ করা। এই দেউড়ি-ঘর পেরিয়েই, একটা উঠান। পাথরে বাঁধানো মস্ত উঠান, উঠানে প'ড়েই সাম্‌নে আসল মন্দির লক্ষ্য হয়; আর বাঁ ধারে লম্বা ঘর একখানা, আর ডান ধারে কোণে প্যাগোডার আকারে তেতলা ছোটো একটি ইমারত—এটি হ'চ্ছে ঘণ্টাঘর; ঘণ্টাঘরের লাগোয়া ডান দিকে আর একটি লম্বা ঘর। পাথরে-বাঁধানো উঠানটির মধ্যে বড়ো-বড়ো চীনা মাটির টবে বিস্তর পাতা-বাহারের গাছ আছে। উঠান পেরিয়ে', ও ধারে বিহারের ঠাকুর-ঘর। দরজার দু'ধারে পাথরের সিংহমূর্তি, আর দু'টো পাথরের ছাতওয়ালা ঢাকা খুপরি বা গুম্‌টি ঘরের মতন আছে—জাপানী মন্দিরের পাথরের দীপাধারগুলি কতকটা এই ধরনের হ'য়ে থাকে। ঠাকুর-ঘরের দুই পাশ দিয়ে পিছনে আর একটা আঙিনায় যাবার পথ।

ঠাকুর-ঘরে ঢোকা গেল। চোখ ঝ'ল্‌সে দেয়, এই রকম তার ভিতরের সাজ। বড়ো-বড়ো অতিকায় বুদ্ধমূর্তি, কতকগুলি শ্যামদেশ থেকে আনা হ'য়েছে, শ্বেতপাথরের মূর্তি, সোনার হলকরা ধাতুমূর্তি; চীনা ধরণের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি; একটি চমৎকার Kuan-yin কুআন্-য়িন্ দেবীর মূর্তি। লাল, হ'ল্‌দে, আর অন্য রঙের সাটিনে, সোনার কাজে, ছাত থেকে ঝোলানো চীনা অক্ষর লেখা রঙীন সাটিনের লম্বা-লম্বা ফালিতে, ব্রঞ্জের আর চীনা মাটির বড়ো-বড়ো কলসে, সমস্তটায় একটা ঐশ্বর্য্যের আর জাঁক জমকের ছবির সৃষ্টি ক'রেছে। আমাদের বুক সমান উঁচু বেদির উপরে এই সব ছোটো বড়ো মূর্তি। চীনাদের হাতের নানা ছোটো-খাটো কারুকার্য্যময় জিনিস। বেদির সাম্‌নে

ধূপ জ্ব'ল্‌ছে—দুপুরের আলো তো বাইরে থেকে এসে ঘরটাকে ভরিয়ে' দিয়েছে, উজ্জ্বল নানা জিনিসে প্রতিফলিত হ'য়ে সে আলো আরও বেশী তেজোময় ব'লে মনে হ'চ্ছিল ; ধূপের ধোঁয়ার একটা ঘোর এনে, জায়গায়-জায়গায় সেই চক্ষু-পীড়াদায়ক আলোটাকে যেন একটি ধূম্র বর্ণের কাপড়ে ঢেকে কোমল ক'রে দিয়েছে। একটি চীনা পুরুষ বেদির সাম্‌নে নতজানু হ'য়ে ব'সে, ঘাড় হেঁট ক'রে চোখ বুজে বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা ক'র্‌ছে, কি মন্ত্র-টন্ত্র প'ড়্‌ছে। ঠাকুর-ঘরের কোণে, ছোটো একটি পূজার উপকরণের দোকান ; সেখানে একজন বৃদ্ধ চীনা ভিক্ষু, তার সাজিয়ে'-রাখা পটকা, মন্ত্র-লেখা কাগজ, ধর্ম্ম-পুস্তক, ধূপ-ধূনা প্রভৃতির মাঝে, একটি চেয়ারে ব'সে বাঁ হাতে পাখার বাতাস খাচ্ছে, আর টেবিলের উপর খাতা রেখে ডান হাতে তুলি দিয়ে তাতে কী লিখ্‌ছে। বেশ একটা নিস্তব্ধ শান্তির ভাব, যেন কোনও মহারাজার সজ্জিত সভায় সকলে রাজার প্রতীক্ষায় র'য়েছে। বাজে লোকের যাওয়া-আসা হুটোপাটি এখানে নেই। আর সমস্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে—ভগবান বুদ্ধের করুণাপূর্ণ স্মিত দৃষ্টি, অতগুলি বড়ো-বড়ো বুদ্ধ-মূর্তির চোখ থেকে যেন করুণা ঝ'রে প'ড়্‌ছে।

ফ্যঙ্‌ বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখেন না, আমাদের সব ভালো ক'রে দেখাবার জন্য বিহারের একজন চাকরকে ডাক্‌লেন। বুড়ো ভিক্ষু যিনি ঠাকুর-ঘরে ব'সেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দিলেন—আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেকার লোক এই শুনেই ভিক্ষুটি খুব বিনয়ের সঙ্গে আমাদের অভিবাদন ক'র্‌লেন, ব'স্‌তে ব'ল্‌লেন। বিহারের প্রধান যিনি, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। বিহারের সংক্রান্ত আরও জন কতক ব্যক্তি এসে প'ড়্‌ল। সুরেন-বাবুর কাঁধে ক্যামেরা ঝুল্‌ছে, মাঝে-মাঝে তিনি ছবি নিচ্ছেন, আর পকেট থেকে আঁক্‌বার খাতা বা'র ক'রে সুরেন-বাবু ধীরেন-বাবু দু'জনের পেন্সিল দিয়ে স্কেচ্‌ করাও চ'ল্‌ছে। বিহারের একজন চাকর এস', আমাদের সমস্ত ঘুরিয়ে' নিয়ে দেখাবার জন্য। অনেক খানি জায়গা জুড়ে বিহার আর মন্দির। প্রথম আঙিনা, তারপর বড়ো ঠাকুর-ঘর বা মন্দির, মন্দিরের পিছনে সান-বাঁধানো ধারে-ধারে নীচু রোয়াক-ওয়ালা আর একটি আঙিনা, এই আঙিনাতে পা দিয়েই বাঁ দিকে কতকগুলি দোতলা ঘর, সাম্‌নে একটা মস্ত দোতলা ঘর, আর ডান দিকে আরও কতকগুলো ঘর। বাঁ দিকের

দুই-একটি ঘরে দেবতাদের মূর্তি আছে, সেগুলি ছোটো-ছোটো ঠাকুর-ঘর। আর আছে একটি মস্ত হল-ঘর। সেটি হ'চ্ছে, ভিক্ষুদের ধ্যান আর জপের ঘর। এই ঘরটিতে দেওয়ালের ধারে-ধারে পাশাপাশি সুন্দর-কাজ-করা কালো আবলুস কাঠের বড়ো-বড়ো জল-চৌকির মতন কতকগুলি আসন আছে, প্রত্যেকটিতে একজন ক'রে লোক বেশ আরামে 'খাটন-মালা' হ'য়ে ব'সতে পারে। প্রত্যেক চৌকির পাশে একটি ক'রে ছোটো টেবিল। এই ঘরে ভিক্ষুরা যে যার নির্দিষ্ট চৌকিতে পদ্মাসনে ব'সে প্রত্যেক দিন যত ঘণ্টা পারেন তত ঘণ্টা ধ'রে ধ্যান করেন, আর 'নান্-মো-ও-মি-তো-ফো' অর্থাৎ 'নমো অমিতাভবুদ্ধায়'—এই মন্ত্র জপ করেন। এই ধ্যান-চর্য্যা চীনের বৌদ্ধ বিহারের —বিশেষতঃ Ch'an 'ছান্' অর্থাৎ ধ্যান-মার্গী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহারের একটি প্রধান চর্য্যা। এই ধ্যান-মার্গ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় দক্ষিণ-ভারত থেকে বোধিধর্ম নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে গিয়ে প্রচার করেন। বোধিধর্ম এখন পর্য্যন্ত চীনে Ta-mo 'তা-মো' আর জাপানে Daruma 'দারুমা' নামে পূজিত হ'য়ে আস্‌ছেন। তাঁর প্রবর্তিত ধ্যান-বাদ, চীনে Ch'an আর জাপানে Zen নামে পরিচিত; সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দ, প্রাকৃতে 'ঝাণ' হয়, এই 'ধ্যান' বা 'ঝাণ' শব্দ এখন চীনে 'ছান্', আর জাপানে 'জেন্' রূপে উচ্চারিত হয়। ধ্যানের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের গভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলি এঁরা উপলব্ধি কর্‌বার প্রয়াস করেন। পাশের ছোটো টেবিলে এঁদের ধর্ম-গ্রন্থ—চীনা অনুবাদে—অবশ্য-পঠনীয় বৌদ্ধ সূত্র প্রভৃতি রাখেন, কেউ বা মূর্তি রাখেন, জপমালা রাখেন, রুমাল চায়ের বাটিও রাখেন। ধ্যান-মন্দিরের উপরের তলায় ভিক্ষুদের সারি-সারি বাসের কুঠুরি; সে জায়গাটা আমাদের দেখা হয় নি। ধ্যান মন্দিরের পাশে (আঙিনার বাঁ ধারে, কোণে) একটি দরজা দিয়ে বিহারের আর একটি অংশে যাবার পথ। সেখানে ঢুকেই একটি বড়ো ঘর; তার অর্ধেকটা খোলা অর্ধেকটা ছাত-ঢাকা, খোলা অংশে একটি কৃত্রিম প্রস্রবণ আর একটি ছোটো কৃত্রিম পাহাড়; আর ঢাকা অংশটি চীনা টেবিলে, বইয়ের আলমারিতে ছবিতে মূর্তিতে একটি চীনা বৈঠকখানার মতন ক'রে সাজানো। এই জায়গাটি হ'চ্ছে বিহারের অধ্যক্ষের খাস কামরা, এখানে তিনি সমাগত লোক-জনের সঙ্গে আলাপ করেন। এর পাশেই একটি ঘর, সেটি তাঁর শয়ন-গৃহ আর পাঠ-গৃহ। এর পরে, বড়ো ঠাকুর-ঘরের ঠিক পিছনকার ঘরগুলিতে

গেলুম ; এখানে নীচের তলায় কতকগুলি ঘরে নানা দেবতার মূর্তি—কাঠে খোদা, আর মাটির—ছোটো, বড়ো ; বৌদ্ধ মূর্তি—নানা বোধিসত্ত্ব, 'পূ-তাই' বা মৈত্রেয়, 'কুআন্-য়িন্' বা অবলোকিতেশ্বর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নানা দিক্পাল ; আর প্রাচীন চীনেরও দেবতা, চীনাদের দেবলোকে যাদের পাশাপাশি-ই ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ দেবতাদের স্থান হ'য়েছে। এর পরে, কাঠের সিঁড়ি ব'য়ে দোতালায় উঠ্লুম—এখানে বিহারের পুস্তকালয়। মাঝারি আকারের একটি ঘর, দু দিকে তার বারান্দা—একটা বারান্দা ভিতরের আঙিনার দিকে আর একটি বাইরের দিকে, সেখানে দাঁড়ালে গাছ-পালায় ঢাকা উঁচু পাহাড়ের মতন একটু জায়গা দেখ্তে পাওয়া যায়। ঘরে এক পাশে কোন্ বোধিসত্ত্বের মূর্তি —মঞ্জুশ্রী বোধ হয় হবেন—তাঁর সাম্নে ধূপ জ্বালানো র'য়েছে। কাজ-করা আবলুস-কাঠের আলমারি আর কর্পূর-কাঠের আলমারিতে সব চীনে' বই। একজন ভিক্ষু সেখানে ব'সে বই প'ড়্ছিলেন, মঞ্জুশ্রী-মূর্তির সাম্নে। ফ্যঙ্ আর সঙ্গের বিহারের ভৃত্যটি আমাদের পরিচয় দিতে, তিনি কেবল নত মস্তকে মনোহর ভঙ্গীতে আমাদের অভিবাদন ক'র্লেন। দু-চার খানা চেয়ার আর ছোটো টেবিল আছে, বেশ শান্তিতে পড়া-শুনা কর্বার জায়গা। এই পাঠাগার থেকে নেমে নীচে এলুম। আঙিনার ডান ধারের ঘরে এই বার যাবো। মাঝে একটা ঘর নোতুন ক'রে মেরামত করা হ'চ্ছে, সেই ঘরেও মূর্তি থাকৃত।

আঙিনার ডান ধারের ঘরটিতে হ'চ্ছে বিহারের খাবারের জায়গা। ভোজনশালায় ঢোক্বার পথে, বড়ো ঠাকুর-ঘরের কাছে, আঙিনার ধারের রোয়াকের উপর, মানুষ সমান উঁচু কাঠের তে-কাঠা থেকে ঝুল্ছে একটা মস্ত কাঠের মাছ, তার পাশে একটি ছোটো কাঠের হাতুড়ি। এটি বিহারের ভিক্ষুদের জন্য ঘণ্টার কাজ করে ; হাতুড়ি দিয়ে কাঠের মাছে ঘা মার্লে, টঙ্-টঙ্ ক'রে কতকটা ধাতব আওয়াজ বা'র হয়। বিভিন্ন সময়ে এই আওয়াজ শুনে, ভিক্ষুরা শয্যা ত্যাগ করেন, মন্দিরে অর্চনা কর্বার জন্য, উপাসনার জন্য সমবেত হন, ধ্যানের ঘরে যান, আহারের জন্য উপস্থিত হন।

আমরা সমস্ত জিনিস তন্ন-তন্ন ক'রে খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখ্ছিলুম। এদিকে ঘণ্টা দেড় কি দুই কেটে গেল, বেলা বারোটা। একজন ভিক্ষু ব'ল্লেন, আমরা ওখানে খেলে তাঁরা ভারি খুশী হবেন। সকালে সিঙ্গাপুরে প্রাতরাশ

সে'রে বেরিয়েছি, নামাজীদের অতিথিপরায়ণতার গুণে তার পরিপাটী ব্যবস্থাই ছিল, খিদে তেমন পায়নি, তবুও চীনা বৌদ্ধ বিহারে 'সেবা' কেমন হয় দেখ্‌বার জন্য রাজী হ'লুম। বিশেষতঃ যখন দেখ্‌লুম যে, ফ্যঙ্‌ আর তাঁর ভাগ্‌নের-ও ইচ্ছে যে আমরা বিহারের এই অঙ্গটার-ও ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে যাই। ভোজনশালায় প্রবেশ করা গেল। বাইরে খর উজ্জ্বল আলো, ভিতরটায় বেশ কম আলো, আর খুব ঠাণ্ডা। চেয়ারে, টেবিলে, আর এক পাশে রেলিঙ্‌-দেওয়া জায়গায় মস্ত-মস্ত টেবিলে বড়ো-বড়ো গামলায় আর অন্য পাত্রে ভাত তরকারি সমস্ত সজ্জিত থাকাতে, ভোজনশালার ভিতরটায় যেন একটা বাজারে' হোটেল বা রেস্তোর াঁর ভাব। কিন্তু সমস্তটা পরিপাটী পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন। হাত-মুখ ধুয়ে এসে, আমরা পাঁচজনে একটি টেবিলের চারধারে ব'স্‌লুম। অন্য টেবিলে লোক নেই, খালি একটি টেবিলের ধারে দু'জন বর্ষীয়সী চীনা মহিলা ব'সেছেন—সেই সনাতন চীনা পোষাকে—ছাতার কাপড়ের মতন দেখ্‌তে কালো-রেশমের চীনা কোর্তা, চাপকানের মতন একধারে বোতাম দিয়ে আঁটা, আর আঁট পাজামা। ফ্যঙ্‌ ব'ল্‌লেন যে বৌদ্ধ বিহারে মাছ মাংস ডিম চর্‌বি এ সব একেবারে নিষিদ্ধ, ভিক্ষুরা সকলেই নিরামিষাশী, মন্দিরের চাকর-বাকরেরাও তাই। বহু ধর্ম-প্রাণ বৌদ্ধ চীনা মেয়ে আর পুরুষ আছেন, যাঁরা মাছ-মাংস খাওয়া পাপ মনে করেন। চীনা গৃহস্থের বাড়িতে বা বাজারের চীনা হোটেলে মাছ-মাংসের পাট থাক্‌বেই, সর্বত্রই চীনারা খুব মাংস খায়—তাই নিরামিষ খাবার জন্য অনেকে বিহারের ভোজনশালায় এসে আহার ক'রে যান। শুঁটকি মাছ, শূকরের মাংস আর চর্‌বি, আর বহু দিনের রক্ষিত ডিম—এ সব না হ'লে চীনাদের ভালো ক'রে খাওয়া হয় না; এহেন রাজসিক আর তামসিক আহারে প্রবৃত্তি যাদের মজ্জাগত, তাদের অনেককে যে সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারে অতি সহজেই আকৃষ্ট ক'রে তুলেছে—ভগবান্ বুদ্ধের প্রভাবের, তাঁর অহিংসার আর জীব-দয়ার, মৈত্রীর আর করুণার বাণীর পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

খেতে বসা গেল। চীনাদের সঙ্গে একত্রে আহার আমাদের পক্ষে এই প্রথম না হ'লেও, চীনাদের সঙ্গে চীনা রুচির খাদ্য চীনা প্রথায় খাওয়া এই আমাদের প্রথম। একজন পরিবেশক আমাদের তিনটে চারটে বড়ো-বড়ো বাটি ক'রে তরকারি দিয়ে গেল। আর দিলে, ছোটো-ছোটো পাঁচটি পিরিচে

কিছু চীনাবাদাম ভাজা, খোসা শুদ্ধ, মিয়োনো ; আর কিছু খরমুজের বীচি, নুন জল মাখিয়ে' ভাজা। আর দিলে, কয় বাটি ভাত, আর পানের জন্য লেমনেড। কাঁটা চামচের বদলে এল' দু'টো ক'রে উল-বোনার কাঠির মতন লম্বা কাঠি, chop-stick বলে যাকে। তাতে আমাদের অসুবিধা হবে বুঝে, শেষটা আমাদের জন্য একটা ক'রে কাঁটা আর চামচ যোগাড় ক'রে নিয়ে এল'। চীনা খাদ্যের তারের সঙ্গে আমার পরিচয় লণ্ডনে আর প্যারিসেই বহুবার হ'য়ে গিয়েছে। তবে এখানে সমস্ত আহার্য্য নিরামিষ, সুতরাং নির্ভয়ে খাওয়া চলে। আহার-কালে চীনা ভদ্র-সমাজের রীতির সম্বন্ধে, বন্ধুবর কালিদাস নাগ প্রমুখের কাছে তাঁদের ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা কিছু-কিছু শোনা গিয়েছিল, পরে দূর থেকে চীনাদের আহার দেখে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা-ও কিছু করা গিয়েছিল। Forewarned is forearmed : চীনা খাওয়ায়, ভাতের বাটি যার-যার নিজের-নিজের থাকে ; বাঁ হাতে ভাতের বাটি মুখের কাছে এনে, এমন কি মুখে লাগিয়ে' ধ'রে থাকে, আর ডান হাতে ক'রে কাঠি দু'টি দিয়ে, ভাত ঠেলে-ঠেলে মুখের ভিতর পুরে দেয়। তারপর, সাম্‌নে বড়ো-বড়ো বাটিতে যে তরকারি থাকে (এই বাটিগুলো হ'চ্ছে যৌথ সম্পত্তি), তা থেকে নিজের-নিজের মুখের এঁটো কাঠি দু'টি দিয়ে তরকারি তুলে নিয়ে সকলে খায়। বন্ধুদের এই রীতির কথা ব'লে দিলুম ; সুতরাং প্রথমেই আমরা তিনজনে খাবার যোগ্য তরকারি নিজের আলাদা-আলাদা পাত্রে একটু-একটু ক'রে তুলে নিলুম। এতে চীনা বন্ধুরা একটু আশ্চর্য্য-ই হ'লেন। তারপর, খাওয়ার পালা। দা'ল বা ছোলা ভিজিয়ে' রেখে দিলে তার লম্বা-লম্বা কোঁড় বা কলি বা'র হয়, তার তরকারি ; পানীফলের দু-তিন রকম তরকারি ; আলু আর পেঁয়াজের কলির তরকারি ; বাঁশের কোঁড়ের তরকারি ; আর উদ্ভিজ্জ তেলে ভাজা দু-একটা সব্‌জি। ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবুর এ-সব জিনিস বরদাস্ত হ'ল না, কারণ এদের স্বাদ একেবারে আলাদা ; ঘী নেই, মশলা নেই, লঙ্কা-হ'লুদ নেই, soya bean ব'লে এক রকম কড়াইয়ের তেলে সাঁতলানো তরকারি। আমার কাছে এর স্বাদ অপরিচিত না থাকায়, চীনা বন্ধুদের সঙ্গে আমি বেশ পাল্লা দিয়ে চ'ল্‌লুম। কিন্তু ধীরেন-বাবু ও সুরেন-বাবুর অবস্থা হ'ল, ঈসপের গল্পে বর্ণিত বকের নিমন্ত্রণে শেয়ালের মতন বা শেয়ালের নিমন্ত্রণে বকের মতন। দু-একটি চীনাবাদাম খোসা ছাড়িয়ে' বা দু-একটি খরমুজের বীচি নিয়ে দাঁতে ক'রে কাট্‌তে লাগ্‌লেন। চীনারা

খরমুজের বীচি ভাজা আমাদের দেশের চাল-কড়াই ভাজার মতন খায়। এইরূপে আহার শেষ হ'ল, আমরা টেবিল ছেড়ে উঠ্‌লুম, তারপর খাবারের দাম দেবার জন্য পকেটে হাত দিচ্ছি, এমন সময়ে আমাদের পরিবেশক ফ্যঙ্‌-কে কী ব'ল্‌লে, তাতে ফ্যঙ্‌ আমাদের ব'ল্‌লেন, পাশে রান্না-বাড়ির আঙিনায় মুখ ধোবার জল আছে, খাওয়া-দাওয়ার পর মুখ ধোয়া দস্তর। কথাটি বেশ লাগ্‌ল। ভারতের আর আরব পারস্য তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলির বাইরে, আহারের পরে মুখ ধোয়ার রেওয়াজ যেন কম। অন্ততঃ যেখানে-যেখানে হালের 'ইউরামেরিকা'র দস্তর গৃহীত হ'চ্ছে। আমাদের কাছে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের কাছে—এটা একটা ম্লেচ্ছাচার। চীনা ভদ্র-ঘরে কী দস্তর জানি না; ইউরোপের ভদ্র-ঘরে বা হোটেলে খাওয়ার পর আঁচাতে যাওয়াটা বিরল। আর সিঙ্গাপুরে চীনাদের মধ্যে সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানোর বাহুল্য দেখে মনে হয়, এখন এদের মধ্যেও ইউরোপের মতনই এই ম্লেচ্ছাচার-ই বিদ্যমান। বৌদ্ধ বিহারের এই স্বাস্থ্যকর সদাচার পালনের ব্যবস্থা দেখে, মনটা বড়োই পুলকিত হ'ল। নিশ্চয়ই এটা প্রাচীন ভারতীয় ভিক্ষুদের-ই প্রবর্তিত একটি 'বিনয়' ব্যবস্থা; আর এর থেকে এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, ভারতের বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রচারকেরা ভারতের বাইরে গিয়ে এইরূপ খুঁটিনাটি বিষয়েও নানা সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে-সব সদাচার এখনও বহির্ভারতের নানা দেশে অন্ততঃ সম্প্রদায়-বিশেষে বিদ্যমান আছে। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক I-tsing ঈ-ৎসিঙ্‌ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে অত ঘটা ক'রে চীনাদের এই-সব স্বাস্থ্যকর ভারতীয় সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেটা চীনা ভিক্ষুদের জীবনে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও কার্য্যকর হ'য়েছে। ভোজনশালার পাশে আর একটি ছোটো আঙিনা, তার চার পাশে ঘর—সেই আঙিনায় একটা মস্ত জালার মতন মুখ-খোলা পাত্রে হাত-মুখ ধোবার জল র'য়েছে। ঠিক যেন কোনো সাবেক চালের, জলের-কলের প্রবেশ যেখানে হয়নি এমন জায়গায়, ভারতীয় বাড়ির উঠান। আমাদের খাওয়ার দাম দিতে গেলুম, এরা নিতে চাইলে না, একরকম জোর ক'রেই উপযুক্ত অর্থ হাতে গুঁজে দিলুম।

তারপরে আমরা বড়ো ঠাকুর-ঘরে ফিরে এলুম—এসে দেখি যে, বিহারের অধ্যক্ষ তখন ফিরেছেন। ফ্যঙ্‌ তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে' দিলেন। আধা-

বয়সী লোকটি, মুণ্ডিত মস্তক, দিব্য কমনীয় কান্তি, মুখে বেশ একটি শান্তোজ্জ্বল হাসি। পরনে হ'লদে রেশমের পোষাক, প্রাচীন চীনের পোষাক যা জাপান গ্রহণ ক'রেছে আর যার মর্য্যাদা চীনদেশে এখন খালি বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই আর 'তাও'-পন্থী পুরোহিতেরাই বজায় রেখেছেন। এক হাতে একটি পাখা, আর হাতে সবুজ জেড-পাথরের কি কাঁচের একটি জপমালা। ফ্যঙ্ এঁর কাছে আমাদের পরিচয় দিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের কথাও ব'ল্‌লেন। চীনে' খবরের-কাগজে রবীন্দ্রনাথের কথা ইনি প'ড়েছেন—তাই খুব খুশী হ'লেন। রবীন্দ্রনাথ চীনের সঙ্গে ভারতের নোতুন যোগ-স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন, চীনা পড়াবার ব্যবস্থা ক'রেছেন তাঁর ইস্কুলে, আর চীনেও সংস্কৃত, পালি প্রভৃতির আলোচনার ব্যবস্থা যাতে হয়, সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট—এ সব কথা ফ্যঙের মুখে শুনে, বিহার-স্বামী ভারি আনন্দিত হ'লেন। আমাদের তাঁর ঘরে পূর্ব-বর্ণিত ফোয়ারার ধারের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন, সেখানে বসালেন। নির্বন্ধ ক'রে চা খাওয়ালেন। ফ্যঙ্ দোভাষীর কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বিহারের অধ্যক্ষকে প্রায়-ই কোনও কথা বল্‌বার সময়, 'ও-মি-তো' বা 'ও-মি-তো-ফো' কথাটি ব'ল্‌তে শুন্‌লুম—উত্তর-চীনা উচ্চারণে 'অমিতাভ-বুদ্ধ'র নাম, যেমন আমাদের দেশের প্রাচীন লোকেরা 'শিব শিব মহাদেব', 'হরি', 'রাধেগোবিন্দ', 'দুর্গা' প্রভৃতি দেবতার নাম উচ্চারণ করেন, এ-ও তেম্‌নি ক'রে কথার মধ্যে দেবতার নাম নেওয়া। চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষু আর সন্ন্যাসীদের কর্তব্য আর দায়িত্ব, ভারতেরও দায়িত্ব, এই সব নিয়ে কথা হ'ল। ইনি ব'ল্‌লেন যে চীনে সম্প্রতি বৌদ্ধ ধর্মের এক-রকম পুনরুত্থান আরম্ভ হ'য়েছে। কন্‌ফুশীয়-পন্থী পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্ম প'ড়্‌তেন না, এখন গভীরতর আধ্যাত্মিক জগতের খবরের জন্য সকলেরই একটা ঝোঁক এসেছে। শিক্ষিত-মণ্ডলীর অনেকে এখন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনা ক'র্‌ছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও উদাসীন নন। বিহারগুলিতে নূতন জীবন-সঞ্চার হ'চ্ছে। অনেক স্থলে ভিক্ষুরাও সাধারণ্যে এসে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ ক'র্‌ছেন। এইরকম খানিক আলাপ হ'ল। ইনি এঁর পরিচয়ের কার্ড আমায় দিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের জন্য একখানি চীনা ধরনে আঁকা ফ্রেমে বাঁধা বুদ্ধের ছবি দিলেন। তার পিছনে উপহার-সূচক বচন চীনা ভাষায় লিখে দিলেন। আর আমাকে দিলেন, একটি প্রাচীন সাদা চীনা-মাটির

'পু-তাই' মূর্তি, চমৎকার জিনিস এটি, মূর্তিটির গায়ে সূক্ষ্ম ফাট-ধরার মতন দাগ ছিল, এইরকম দাগ (ইংরেজিতে একে crackle বলে) চীনা-মাটির বাসন বা মূর্তির সৌন্দর্য্য বাড়াবার একটি উপায়, ইচ্ছা ক'রেই এইরূপ crackled China তৈরী করা হয়। আমার কাছে একখানা নোতুন মুর্শিদাবাদী রেশমের ছাপানো রুমাল ছিল, সবুজ জমিতে লাল পদ্মের নকৃশা, একেবারে ভারতীয় জিনিস—সেই সামান্য জিনিসটি তাঁকে আমি উপহার দিলুম; তিনি বেশ আদর ক'রেই সেটি নিলেন। তারপর, সঙ্গে ক'রে আমাদের নিয়ে এলেন বড়ো ঠাকুর-ঘরে, সেখানে আমাদের আরও কতকগুলি চীনা ছবি উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন। এই চমৎকার লোকটির সঙ্গে আলাপ কর্‌বার কালে Fa-Hien ফা-হিয়েন, Hiuen-Tsang হিউয়েন্-ৎসাঙ্, I-tsing ঈ-ৎসিঙ্ প্রমুখ এঁর দেশের ভক্ত বৌদ্ধ আচার্য্যদের কথা ক্রমাগত আমার মনে হ'চ্ছিল।

বিহারের মধ্যেকার ঘণ্টাঘরটি চীনা প্যাগোডার এক সুন্দর নিদর্শন। ছোটো তেতলা ঘরটি, উপরের তলায় ব্রঞ্জের একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা, মোটা কাঠ মেরে বাজাতে হয়—খুব গম্ভীর আওয়াজ বেরোয় যার রেশ অনেকক্ষণ ধ'রে থাকে।

বিহারের বাইরে আশে-পাশের জায়গাগুলি দেখে আসা গেল। বিহারের পাঁচিলের বাইরে, একটু নির্জন স্থানে, বিহারের চিতাগৃহ দেখ্‌তে গেলুম। চীনদেশের প্রাচীন রীতি, শবদেহকে মাটিতে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু ভিক্ষুদের দেহ দাহ করা হয়। তাই প্রায় সব বড়ো-বড়ো বিহারের সংলগ্ন একটি ক'রে ছোটো ঘর থাকে, যেখানে দাহকার্য্য হয়, একে বাঙলায় 'চিতাগৃহ'-ই বলা গেল। আবার বিহারে ফিরে এলুম। মন্দির-গৃহে দেওয়ালে সব চীনা বচন লেখা র'য়েছে। এগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রের চীনা তরজমা থেকে নেওয়া। ফ্যঙ্ ব'ল্‌লেন যে, আমরা সংস্কৃতে কোনো মন্ত্র বা বচন বেশ বড়ো ক'রে যদি লিখে দিই, তা হ'লে এঁরা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের সঙ্গে রেখে দেবেন। আমি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কাছে শুনেছিলুম, চীনারা খোশ-নবিসী অর্থাৎ ভালো ছাঁদের হাতের লেখাকে একটা উচ্চ কোঠার শিল্প ব'লে মনে করে ব'লে, বহুস্থলে তারা নন্দবাবুর হাতের লেখা বাঙ্‌লা অক্ষর রাখ্‌তে চাইত। ফ্যঙ্-এর প্রস্তাবটা আমাদের ভালোই লাগ্‌ল। মস্ত-মস্ত কয়েক তা চীনা কাগজ এনে হাজির ক'র্‌লে, আর মোটা চীনা তুলি; আর জল দিয়ে ঘ'ষে অনেকটা চীনা

কালি তৈরী করা হ'ল ; স্থরেন-বাবু তুলি ধ'রে মোটা হরফে বেশ সাপটা টান দিয়ে বাঙ্‌লা হাতে 'শ্রী' আর 'নমো ভগবতে বুদ্ধায়' এই রকম কতকগুলি বচন লিখে দিলেন, একটু-আধটু ফুলপাতা দিয়ে লেখাটা পূরিয়ে' দিলেন।

এইরূপে বৌদ্ধ বিহার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাড়িমুখো হ'য়ে ফির্‌লুম। কোথায় চীনারা, আর কোথায় বাঙ্‌লী আমরা : কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রসাদে, প্রাচীন ভারতের মোক্ষপথের পথিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রসাদে, এদের সঙ্গে এই যে আমাদের একটা আত্মিক যোগ, একটা হৃদ্যতা, একটা আধ্যাত্মিক স্বাজাত্য-বোধ অনুভব ক'র্‌লুম, যা আমাদের কাছে কত সহজ, স্বতঃসিদ্ধ আর অন্তরঙ্গ জিনিস ব'লে মনে হ'ল,—সে জিনিসটা কত বড়ো—স্বার্থপ্রণোদিত জগতে, যেখানে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে, সেখানে এই সমান-ধর্ম ভাব, এই এক-ই ভাব-জগতের পূজা কত আবশ্যক জিনিস! মাত্র একদিনের দেখা ব'লে চীনা বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতির সমস্তটা, প্রথম দিনের দেখার মতো আর স্পষ্ট থাক্‌ছে না। কিন্তু এই বিহারের কথা মনে হ'লে, তার সঙ্গে-সঙ্গে এই ক'টা জিনিস আপনা-আপনিই মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে—তার প্রশস্ত, স্থপরিষ্কৃত, ঝক্‌ঝকে' তক্‌তকে' আঙিনা, আর আঙিনার গাছপালা,—তার একটা আঙিনার কোণের ছোট্ট কাঠের তৈরী ঘণ্টাঘরটি, তার হ'ল্‌দে পোষাক পরা মুণ্ডিত-শীর্ষ ভিক্ষুদের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌজন্য, আর তার মন্দিরের ভিতরের নানা উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ আর বিশাল-কায় আর ভীষণ-দর্শন নানা দেবমূর্তিকে অতিক্রম ক'রে বুদ্ধদেবের অর্ধনিমীলিত-নেত্র মুখ-মণ্ডলে ফুটে-ওঠা আশ্চর্য্য প্রশান্তি-মণ্ডিত হাসি ॥

॥ ৭ ॥

সিঙ্গাপুরে শেষ দু' দিন—চীনা থিয়েটার—জাহাজে মালাক্কা যাত্রা

২৫এ জুলাই সোমবার

আজ বিকালে ছিল, সিঙ্গাপুরের সব জা'তের ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে কবির বক্তৃতা, ভিক্টোরিয়া-থিয়েটারে। এই বক্তৃতায় সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত E. C. H. Woolfe উল্‌ফ্‌, কলোনিয়াল সেক্রেটারি। এই বক্তৃতাতেও খুব ভীড় হ'য়েছিল, আর কবি অতি সুন্দর ব'লেও ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেন। সুখের বিষয়, এই বক্তৃতাটির পূরো রিপোর্ট নেওয়া হ'য়েছিল, আর মালয়-দেশের কতকগুলি পত্রিকাতে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হ'য়েছিল।

কা'ল আমরা সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নেবো। আজ বিকালে কবির বক্তৃতার পরে আমাদের কেনা-কাটার কাজ দু-একটি সেরে নেওয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীযুক্ত ডাক্তার লিম্‌বুন-কেঙ্‌ কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলেন। এঁর কথা আগেই ব'লেছি। আজ সন্ধ্যার পরে কবির—আর তাঁর সঙ্গে আমাদেরও—ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল, মিস্টার Cashin ক্যাশিন্‌ ব'লে স্থানীয় একটি ভদ্র-লোকের বাড়িতে। ইনি ইউরেশীয়। শুন্‌লুম, এঁর পিতৃকুল সিঙ্গাপুরের অধিবাসী আরব-জাতীয়, আর মাতৃকুল ইউরোপীয়। নিজে বিবাহ ক'রেছেন রুমানিয়া দেশের একটি মহিলাকে। রবারের বাগানের মালিক, বিশেষ ধনী লোক। এঁর, আর এঁর পত্নীর নির্বন্ধাতিশয্যে কবি এঁদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হ'লুম। কবি বিকালের পরে বিশেষ ক্লান্ত ছিলেন, কিন্তু এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁকে যেতেই হ'ল। আমাদের গাড়ি পৌঁছলে, গৃহস্বামী বিশেষ সম্মানের সঙ্গে কবিকে গাড়ি-বারান্দা থেকে অভ্যর্থনা ক'রে উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে খুব কলা-নৈপুণ্যের সঙ্গে অল্প দু-চারটি কারু-দ্রব্যে সাজানো একটি বড়ো ঘরে, আর আর নিমন্ত্রিতেরা ব'সেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দেওয়া হ'ল। গৃহস্বামিনী

খুব সুন্দরী মহিলা, উচ্চ-শিক্ষিতা, কবির একজন ভক্ত পাঠিকা ; গৃহস্বামীরও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এঁদের সন্তান, দু-তিনটি মেয়ে, এসে কবিকে অভিবাদন ক'র্‌লে। মিস্টার ক্যাশিনের শ্যালিকা, গৃহস্বামিনীর একটি বোনও ছিলেন, তিনিও মধুরালাপিনী। অন্য অভ্যাগত খুব কম ছিলেন, তিন-চার জন মাত্র—ইটালিয়ান কন্‌স্যুল্, ফরাসী কন্‌স্যুল্ ও তাঁর পত্নী, আর দু-একটি উচ্চমনোভাব-যুক্ত ইংরেজ বণিক্। ইটালিয়ান কন্‌স্যুলটি সুরসিক পুরুষ ; আধা-বয়সী, কিন্তু তাঁর অজস্র হাস্যরসপূর্ণ আলাপ অব্যাহত চ'ল্‌ছিল ; ক্বচিৎ ঈষৎ আদিরসমিশ্র-ও হ'চ্ছিল তাঁর আলাপ, আমাদের গৃহকর্তার শ্যালিকা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও। কথাবার্তা ইংরেজিতেই হ'চ্ছিল, আর চীনা খানসামাদের সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল মালাইতে। ফরাসী কন্‌স্যুল্ মহাশয়ের স্ত্রীটি ইংরেজি জানেন না, সুন্দরী, আর মুখের ভাবে তাঁকে অতি ভালো মানুষ, সরল সাদাসিধে মানুষ ব'লে মনে হ'ল, তিনি কথাবার্তায় যোগ না দিয়ে চুপ ক'রে একটি চেয়ারে ব'সে ছিলেন। পরিচয়ের পরেই, ইংরেজিতে তাঁর দু-একটি একাক্ষর কথায় আলাপ শুনে, আর তিনি ফরাসী-জাতীয়া শুনে, সাহস ক'রে আমার ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতেই আমি কথা শুরু ক'র্‌লুম। তিনি অম্‌নি বিশেষ খুশী হ'য়ে আমায় ব'ল্‌লেন যে সম্প্রতি অল্পদিন হ'ল তাঁরা সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তিনি ইংরেজি জানেন না ; তাঁর স্বামী ফরাসী, কিন্তু তিনি নিজে রুষ-জাতীয়া। কবিকে দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অনেক দিন থেকে। তাঁর ভারি আফ্‌সোস হ'চ্ছে যে, তিনি কবির সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে বা তাঁর মুখের কথা শুনে হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পার্‌ছেন না। তবে কবিকে নিকটে দেখে, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই তিনি খুশী। আমরা কোথায়-কোথায় ঘুরেছি, কবির কোন্-কোন্ বই তাঁর ভালো লাগে (ফরাসী আর রুষ তর্‌জমায়), এই-সব নানা বিষয়ে একটু-আধটু আলাপ চ'ল্‌ল। মাঝে কবিও দু-চারটি কথা ব'ল্‌লেন তাঁর লেখা সম্বন্ধে,—এমনি কথা-প্রসঙ্গে, এই বিষয় উঠ্‌তে। তারপরে আহারের পালা। আহারের পরে কবি বিদায় নিলেন, তাঁর শরীর বড়োই ক্লান্ত। তিনি চ'লে গেলেন, তার খানিক পরে একটু ব'সে আলাপ ক'রে আমরাও বিদায় নিলুম। শুন্‌লুম, কবির যাবার সময়ে মিস্টার ক্যাশিন বিশ্বভারতীর জন্য একখানি হাজার ডলারের চেক দেন। এই ছোটো-খাটো আন্তর্জাতিক মিলন-ক্ষেত্রে মিস্টার ক্যাশিনের বাড়িতে এই দিনকার সন্ধ্যাটা বেশ কাটল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে-নটা দশটায় সিগ্‌লাপে ফির্‌লুম। কবি তখনও শোন্‌ নি। সাগরে জোয়ার উঠেছে, তার সঙ্গে না'রকল গাছের পাতা কাঁপিয়ে'-কাঁপিয়ে', গাছের মধ্যে মনোরম মর্মর-ধ্বনি তুলে, বেশ বাতাস বইছে, সেই বাতাসে ঈজি-চেয়ারে আধ-শোয়া হ'য়ে কবি সাগরের দিকে তাকিয়ে' আছেন। সব অন্ধকার, খালি অস্ফুট তারার আলো, আর বহু দূরে দু-একখানা স্টীমারে বিজলীর আলো জ্ব'ল্‌ছে দেখা যাচ্ছে। কবির কিছু আবশ্যক হয় কি না হয়, সেই জন্য বাঙ্‌লা-বাড়ির বারান্দায় হঙ্‌-কঙের নামাজী মহাশয় একখানি চেয়ারে ব'সে আছেন। আমরা ফির্‌তে কবি ব'ল্‌লেন, "ওহে, আজ নাকি চীনের থিয়েটারে আমার যাবার কথা ছিল, তার জন্য দু-তিন বার তারা ফোন্‌ ক'রেছে, আমি বাপু আর পার্‌ছি না, তোমরা গিয়ে আমার হ'য়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো, আর পারো তো খানিক ক্ষণ থেকে দেখে এসো।" কোন্‌ থিয়েটার, কোথায়, কিছু জানা নেই, এমন সময়ে আমাদের ফ্যঙ্‌ এক মোটর নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সিঙ্গাপুরের একটি বড়ো চীনা থিয়েটারের মালিকেরা আরিয়মের মারফৎ কবিকে তাঁদের থিয়েটারে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। ইউরোপীয় নাটকের অনুকারী হাল ফ্যাশনের নাটক অভিনয়ের চেয়ে, প্রাচীন পদ্ধতির খাঁটি চীনা অভিনয় কবি আর তাঁর শিল্পী অনুগামীদের কাছে বেশী রোচক হবে শুনে, তাঁরা ঐ রাত্রে ঐ রকম-ই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কবি এতটা ক্লান্তি অনুভব ক'র্‌ছিলেন যে তাঁকে অত রাত্রে আবার চীনা থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া চলে না। এদিকে ফ্যঙ্‌ এসে ব'ল্‌লেন যে চীনের কন্‌সুল্‌ মশায় থিয়েটারে এসেছেন, স্বয়ং উপস্থিত থেকে কবির সম্মাননা কর্‌বার জন্য, আর কবির পদার্পণ আশা ক'রে থিয়েটারওয়ালারা থিয়েটার সাজিয়েছে, আর লোকের ভীড়ও খুব হ'য়েছে।

চীনা থিয়েটারটি যে কী বস্তু তার একটি ভয়াবহ পরিচয় আমার আগেই হ'য়েছিল, ক'ল্‌কাতায়; আর কবিরও সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আর প্রতিশ্রোত্র অভিজ্ঞতা ঘ'টেছিল, তাঁর চীন-ভ্রমণের সময়ে। চীনা নাট্যাভিনয় তার ঝাঁঝ কাঁসা কাঁসির একটানা অবিশ্রান্ত ঐক্যতান বাদন নিয়ে যে কর্ণপটহ-ভেদী নিনাদ সৃষ্টি করে, সুস্থকায় লোকের পক্ষেও তা বরদাস্ত করা কঠিন। যা হোক্‌, কবিকে রেখে আমরাই ফ্যঙ্‌-এর সঙ্গে বা'র হলুম। সিগ্‌লাপের রবার আর না'রকলের বাগানের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ বিরল-পথিক গ্রাম্যপথ অতিক্রম

ক'রে শহরে এসে পৌঁছুলুম, সেখানে চীনা মহল্লায় লোকের ভীড়, চেঁচামেচি, আলো, চীনা হোটেলের ভিতরের উজ্জ্বল দৃশ্য, রাস্তার দু-ধারে ফেরিওয়ালারা উনুন জ্বালিয়ে' খাবার তৈরী করে বুভুক্ষু নিম্নশ্রেণীর চীনা খ'দ্দেরের দলকে বিক্রী ক'র্‌ছে, কোথাও বা চীনাদের বাড়ির উপরের তলা থেকে উঁচু সপ্তকে মেয়ে গলায় গানের আওয়াজ ভেসে আস্‌ছে—এই-সবের মধ্য দিয়ে, মোটরে আর রিক্‌শতে ভরা একটা ছোটো রাস্তায়, থিয়েটার-বাড়ির সাম্‌নে আমাদের মোটর এসে দাঁড়াল'। থিয়েটারের ভিতর থেকে চীনে' নটীর বিচিত্র গলায় গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে সংগতের আওয়াজ—একটা কর্কশ তারের যন্ত্রের কঁ্যা-কঁ্যা ধ্বনি, আর তালের জন্য দু'টো কাঠে-কাঠে ঠুকে টক্‌-টক্‌ টকাটক্ আওয়াজ। রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন আশা ক'রে সাম্‌নে নাট্যালয়ের ললাট-ভূষণ স্বরূপে এক মস্ত সাদা কাপড়ে লাল অক্ষরে ইংরেজিতে স্বাগত-বচন টাঙানো হ'য়েছে, আর মস্ত-মস্ত চীনা হরফেও ঐ কথা লেখা হ'য়েছে। রাস্তায় কবি-দর্শনার্থী চীনার ভীড়, কবির মোটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে'। নাট্যগৃহের দরওয়ান হ'চ্ছে এক বিশাল-বপু পাঞ্জাবী মুসলমান—সে এসে আমাদের মোটরের দরজা খুলে দিলে। আমরা ভিতরে এলুম—ফ্যঙ্‌ কতকগুলি চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দিলেন। কবির অনুপস্থিতির কারণ, তাঁর দৈহিক অবসাদ আর অসুস্থতার কথা, প্রচুর মার্জনা-প্রার্থনার সঙ্গে সকলের কাছে আমাদের ব'ল্‌তে হ'ল। চীনা কন্‌সল্‌ মশায়ের আশে-পাশে কতকগুলি আসনে আমাদের নিয়ে বসালে, ফ্যঙ্‌ কাছেই রইলেন। কন্‌সলের ইংরেজিওয়ালা খাস-মুন্‌শীটিও ছিলেন। এঁদের কাছে কবির অনুপস্থিতির কথা ব'ল্‌লুম—তাঁর শরীর ভালো নয় শুনে সকলেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'র্‌লেন।

চীনা থিয়েটার—সে এক অপূর্ব ব্যাপার। ইংরেজি ঢঙের থিয়েটারের মতনই প্রায় সব ব্যবস্থা, তবে কোনও-কোনও বিষয়ে পার্থক্য আছে। দামী আসনগুলি আমাদের থিয়েটারের স্টল, পিট আর গ্যালারির স্থানে। দামী আসনগুলির ব্যবস্থা এই রকম—দু'খানি চেয়ার পাশাপাশি, আর এই চেয়ারের ডাইনে আর বাঁয়ে একটি ক'রে ছোটো টেবিল। এই চেয়ার টেবিল সব দামী আবলুস কাঠের, খুব চীনা কারুকার্য্য করা। এই টেবিলগুলি, চেয়ারে উপবিষ্ট দর্শকদের ডান হাতের কাছে বা বাঁ হাতের কাছে থাকে। এই টেবিলগুলি খাদ্য-দ্রব্য চা প্রভৃতি রাখ্‌বার জন্য। দর্শকেরা চোখে অভিনয় আর নাচ-টাচ

দেখেন, কানে গান বাজনা আর কথা শোনেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে মুখেরও কার্য্য চলে। হয় গরম চা চলে—চীনা চা, দুধ-চিনি-বিহীন,—নয় কমলা লেবু, নয় চীন-দেশে আমাদের চা'ল-কড়াই-ভাজার মতো লোকে যা খেয়ে থাকে সেই-রকম খরমুজের বীচি ভাজা—নখে ক'রে ভেঙে-ভেঙে তার শাঁসটুকু মুখে দিতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহে নীচের তলায় বাঁ দিকে খানিকটা জায়গা কাঠগড়া দিয়ে ঘেরা, সেখানে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' নাটক দেখ্‌বার ব্যবস্থা, অত্যন্ত গরীব লোকেরা দু-এক আনা দিয়ে টিকিট কিনে সেখানে এসে তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে' থেকেই নাটক দর্শন করে। সর্বত্রই থিয়েটার দেখার সঙ্গে-সঙ্গে 'মুখ-চলা'র রেওয়াজ। এক পাল রিক্‌শওয়ালা, জেলে, কুলি, নৌকার মাঝিদের ঘরের মেয়ে—ময়লা মুখ, উস্ক-খুস্ক চুল—এরা গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে' নাটক দেখ্‌ছে। দোতলায় তেতলায় বক্স আসন, নানা রকম চীনা জালি-কাটা কাঠের পাটাতন দিয়ে আলাদা ক'রে দেওয়া, সেখানে ধনী ঘরের পরিবারের মেয়ে আর পুরুষেরা এসে ব'সেছে।

উঁচু রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্তটা পুরোপূরি ইউরোপীয় থিয়েটারের মতন নয়। দৃশ্যপটের জন্য খুব বিশেষ ব্যবস্থা নেই। প্রেক্ষকদের স্থান থেকে সিঁড়ি বেয়ে রঙ্গমঞ্চে ওঠ্‌বার পথ আছে। রঙ্গমঞ্চের উপরেই, দর্শকদের বাঁ দিকে orchestra বা 'ঐকতান বাদক'-দলের স্থান। এদিকে নাটক-অভিনয় চ'ল্‌ছে, পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে প্রণয়ী আর প্রণয়িণী গানে বা মৃদু আলাপে কথা কইছে, বা দুই বীর হুহুংকার ক'রে (খালি হুংকার নয়!) বাগ্‌যুদ্ধ ক'র্‌ছেন, তার-ই মাঝে-মাঝে নাট্যালয়ের লোকে রঙ্গমঞ্চে এসে অভিনয়ে-ব্যাপৃত নট-নটীদের পোষাক বা গহনা ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, বা বীরদের হাতের অস্ত্র-শস্ত্র মাটিতে প'ড়ে গেলে আবার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে। স্টেজের উপরেই, দু-ধারে রঙ্গমঞ্চের উপরে, দর্শকদের চোখের সাম্‌নে, বাজে লোকে ভীড় ক'রে আছে। বাদকদের দলে দু-একজন খালি গায়েও আছে—থিয়েটারের ভিতরটা বড্‌ডো গরম কিনা।

আমরা বস্‌বার পরেই দেখ্‌লুম, চীনাভাষায় লাল কালিতে লেখা একখানা খুব বড়ো ইস্তাহার, যেটা স্টেজের একদিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ছিল, সেটা ব'দ্‌লে তার জায়গায় কালো অক্ষরে লেখা আর একটি বিজ্ঞাপনী দিয়ে গেল। ফ্যঙ্‌ ব'ল্‌লেন, কবি আস্‌বেন ভেবে লাল অক্ষরে তাঁর স্বাগত করা

হ'য়েছিল, এখন কালো অক্ষরের বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হ'ল যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর আগমন সম্ভব হ'ল না। সন্ধ্যারাত্র থেকেই নাটক আরম্ভ হ'য়েছে, এখন রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটা, অভিনয় পূর্ববৎ চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। প্রাচীন চীন ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে এই নাটক; অদ্ভুত-অদ্ভুত পোষাক প'রে অভিনেতারা আস্‌তে লাগ্‌ল—এ সব হ'চ্ছে চীনাদের প্রাচীন পোষাকের থিয়েটারী নকল—নানা রঙের সমাবেশ, নানা জরীর আর ছুঁচের কাজের ফুল পাতা, নক্‌শা, ড্রাগন বা চীনা নাগমূর্তি, প্রভৃতির রঙীন ছবি এই-সব পোষাকে। নট নটীদের মুখে এম্‌নি ক'রে রঙ মাখানো হ'য়েছে—লাল, হ'ল্‌দে, কালো—আর এম্‌নি ক'রে ভূরু এঁকে দেওয়া হ'য়েছে যে, মুখ দেখে মনে হয়, মানুষ নয়, পুঁতুল। বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়দের আবক্ষ পাটের গোঁফ-দাড়ী, পাকা বা কালো, চীনা-সুলভ গোঁফ-দাড়ী যা বেরিয়েছে তা কেবল ওষ্ঠের উপরে আর থুঁতিতে। লড়াইয়ে' সেনাপতির চণ্ড মূর্তি, তার পোষাকে আর মুখের রঙে বিশেষ ভাবেই প্রকট। অভিনীত ঘটনাটি সব বুঝ্‌তে পারা গেল না। দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল—অভিনেতারা ঢুকে, বহু স্থলে ধীর-গম্ভীর পদবিক্ষেপে এসে, স্টেজের মাঝখানে খাড়া হ'য়ে, পরে নতজানু হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, বোধ হয় দর্শকদেরকে। কোথাও রাজসভা, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও গ্রাম্যজনের সভা আর তার আনুষঙ্গিক হাস্যরস আর ভাঁড়ামি, আর কোথাও বা চীনা প্রেমিক-প্রেমিকার বিশেষ সংযত ভাবে রমন্যাসের বিন্যাস। নাচ-ও সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল—ঝল্‌-মলে' ঢিলা পোষাক পরা তন্বঙ্গী নটীর মনোহর নৃত্য, যাতে দৌড়-ধাব নেই, আছে কেবল চমৎকার হাতের ভঙ্গী; আর, ঢাল-তলওয়ার নিয়ে বিকটোজ্জ্বল পোষাক প'রে, মুখে সিঁদুর আর কালি মেখে যোদ্ধার পাঁয়তারা আর উদ্দণ্ড নৃত্য। ছবির মতন এক-একটি দৃশ্য চোখের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল।

জিনিসটা তার নোতুনত্বের জন্য, আর একটা বড়ো সুসভ্য জাতির নাট্য-সৃষ্টি হিসাবে, আর তার প্রাচীন নাচ-গান আর অভিনয়-রীতির নিদর্শন হিসাবে, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল ব'লে, আর তার নিজস্ব সৌন্দর্য্য আর সার্থকতাও একটা ছিল ব'লে, অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে দেখ্‌তে পারা যেত'। কিন্তু তা পারা গেল না। আমরা বারোটার সময় বিদায় নিলুম, প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা থাক্‌বার পরে। চীনা ঐকতান বাদনই আমাদের তাড়ালে। এই বাজনার

বিরাম নেই। বোধ হয় এই বাজনা শোনার অভ্যাসের দরুন চীনাদের কর্ণ-পটহের সহন-শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হ'তে লাগ্‌ল, বুঝি বা এক রাত্তির চীনা orchestra শুনে, চির জীবনের জন্য আমাদের কানে তালা লেগে যায়। আগেই ব'লেছি, কয়েক বৎসর পূর্বে কাণ্টন থেকে আগত 'ভ্রাম্যমাণ' একটি চীনা থিয়েটারের দল সপ্তাহ খানেক ধ'রে ক'ল্‌কাতায় থিয়েটার দেখিয়েছিল, বিডন্-স্ট্রীটের অধুনা-লুপ্ত 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-ভবনে; নিজেদের জাতীয় অভিনয় দেখ্‌তে ক'ল্‌কাতার সমস্ত চীনাপাড়া সেখানে ভেঙে প'ড়েছিল। কৌতূহল-বশতঃ আমিও সেখানে গিয়েছিলুম। দু'টো তিনটে দৃশ্যের পরে, আমার মতন বাঙালী যে ক'জন গিয়েছিল, তারা সবাই স'রে প'ড়্‌ল, আমি বাহাদুরি ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ছিলুম, তার পরে আর পার্‌লুম না। সুতরাং এ বিষয়ে আমি ভুক্তভোগী। Orchestra-র যন্ত্রগুলি প্রায় সবগুলি-ই gong বা কাঁসর জাতীয়, সেগুলি হ'চ্ছে এই—মস্ত বড়ো কাঁসর, হাত দুই তার ব্যাস হবে, এ-রকম গোটা দুই, কাঠের ফ্রেমে সে দু'টো ঝুল্‌ছে, মাঝারি আকারের কাঁসা গুটি তিন-চার; ছোটো কাঁসা চার-পাঁচ খানা; কাঠের ফলকের উপরে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মেরে তবলার কাজ হয়; একতারা কি দোতারা জাতীয় অতি কর্কশ-ধ্বনি তন্ত্রীময় যন্ত্র গুটি তিনেক; আর একটি কি দু'টি বাঁশের বাঁশুলি অভিনয় চ'ল্‌ছে, তার সঙ্গে ছবির background বা ভিত্তি-ভূমিকার মতন এই কাঁসরের ঐকতান বাদন চ'লেছে, তার আর বিরাম নেই, কখনও বা মৃদু-মন্দে আর কখনও বা প্রলয়-নিনাদে আওয়াজ ক'রে। গান হ'চ্ছে, তারও সঙ্গে এই বাদ্যির সংগত, আর বহুস্থলে বাজনার চোটে গলার স্বর-ঢাকা প'ড়ে তলিয়ে' যাচ্ছে। দুই বীরে তলওয়ার ঠোকাঠুকি আরম্ভ ক'রে দিলেন, অমনি প্রাণপণ জোরে যুগপৎ ছোটো বড়ো ডজন-খানেক ঝাঁঝ কাঁসর আর কাঁসিতে হাতুড়ি বা কাঠি প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। কান ঝালাপালা হ'য়ে যায়, 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়্‌তে হয়। তবুও রক্ষা ছিল যে, কি জানি কেন আমাদের একটু দূরে ব'সিয়েছিল, একেবারে স্টেজের সাম্‌নে নয়; স্টেজের সাম্‌নে হ'লে তো প্রাণ নিয়ে পালাতে হ'ত। তারপর, একটুও বিশ্রাম ছিল না কানের। একটা গর্ভাঙ্ক বা অঙ্কের মাঝে-মাঝে যে বিরাম দেবার কথা, তখন এই কাঁসার বাজনা, স্টেজটিকে না পূরো দখলে পেয়ে, আমাদের নানা করুণ আর মিঠে চীনা গৎ শুনিয়ে' দিচ্ছিল; আর বাজিয়ে'দের

হাতে যে জোর আছে, সেটাও মাঝে-মাঝে তারা বেশ এক হাত দেখিয়ে' দিচ্ছিল। চীনা শ্রোতারা কিন্তু নির্বিকার। বাঁশের বাঁশুলি বেচারিদের দুরবস্থার একশেষ—তারা ঐ কাঁসরের ঝংকারের মধ্যে প'ড়েছিল, এই 'ঝা—ঙ্ ঝা—ঙ্ ঝাঝাঙ্ ঝাঙ্'-এর ফাঁকে-ফাঁকে যে বাঁশের বাঁশীর আওয়াজটুকু পাবো, তারও জো ছিল না, কারণ কাঁসরের আওয়াজের বহুক্ষণব্যাপী রেশের কল্যাণে কোনও ফাঁক পাবার উপায় ছিল না। মাঝে-মাঝে কোনও সুকণ্ঠী গায়িকা যখন গান ধ'র্ছিল, তখন কাঁসর আর কাঁসাগুলি এক-আধবার একটু-আধটু 'ক্ষ্যামা' দিচ্ছিল, খালি দু-একটি কাঁসি চাপা গলায় বাঁশীকে উপহাস ক'রে তাল দিচ্ছিল মাত্র, তখনই যা বাঁশীর আওয়াজ একটু কানে আস্‌ছিল। তাও আবার দোতারাগুলির আওয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে'। 'সুকণ্ঠী গায়িকা' ব'ল্‌লুম, মনে রাখ্‌তে হবে চীনা রুচি অনুসারে সুকণ্ঠী। এদের গায়িকাদের বা নটীদের গলার আওয়াজ শুনে আমাদের দেশের লোকেরা হাস্‌বে। এরা গান করে, যাকে ইউরোপীয় সংগীতের পরিভাষায় বলে falsetto-তে, স্বাভাবিক গলায় যে সপ্তকে গাইতে পারে, এরা তার উপরের সপ্তকেই গান ধ'রে থাকে ; তাতে এদের অভিনয়ে নটীদের গান কথা-বার্তা বড়োই অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়, আর এতে এরা জোরও পায় না। সুতরাং পোষাক-পরিচ্ছদে, কায়দা-করণে, নাচে, চীনা-নাট্য-শাস্ত্রানুযায়ী অভিনয়-ভঙ্গীতে মিলে, জিনিসটাকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ক'রে তুল্‌লেও, এই falsetto গলায় গাওয়াতে আর অভিনয় করাতে, আর কাঁসরের বাজনার উৎপাতে, অ-চীনা ব্যক্তির পক্ষে চীনা-থিয়েটারে বেশী ক্ষণ থাকা কষ্টকর হ'য়ে ওঠে।

কন্‌সুল্ মহাশয়ের দোভাষী আর ফ্যঙ্-এর সাহায্যে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লুম। কন্‌সুল্‌কে বেশ অমায়িক, সরল প্রকৃতির লোক ব'লে মনে হ'ল। শান্তিনিকেতনে আর ভারতের অন্যত্র চীনা পড়াবার ব্যবস্থা কী হ'য়েছে সে সম্বন্ধে বেশ কৌতুহলী হ'য়ে খোঁজ নিলেন। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর আস্থা জ্ঞাপন ক'র্‌লেন।

রাত্রি বারোটার দিকে আমরা বিদায় নিয়ে সিঙ্গাপে ফির্‌লুম—আর রাত জাগা যায় না, সমস্ত দিন ঘুরে-ঘুরে আর নানা লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরাও ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আবার বিশেষতঃ যখন কাল আমাদের মালাক্কা যাত্রা ক'র্‌তে হবে, তাই বাক্স-পেঁটরা গুছিয়ে' নিতে হবে।

২৬এ জুলাই, মঙ্গলবার

সিঙ্গাপুরে এক সপ্তাহ ধ'রে আমাদের নানা কর্মময় অবস্থানের শেষ দিন আজ। সকালে আজ কোনও কাজ ছিল না। আমাদের ক' জনের লগেজ অনেকগুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, সব গুছিয়ে'-সুছিয়ে' নিয়ে, কিছু সিঙ্গাপুরে রেখে, বাকী সব জাহাজে তুলে দেবার জন্য আমেরিকান এক্‌স্‌প্রেস কোম্পানির লোকের জিম্মা ক'রে দিলুম। দুপুরে একটি কাজ ছিল—Malaya Tribune 'মালায়া ট্রিবিউন' ব'লে একখানা ইংরেজি খবরের-কাগজ আছে, তার সম্পাদক Granville Roberts গ্রান্‌ভিল্‌ রবার্টস্‌ ব'লে একজন ইংরেজ, সিঙ্গাপুরের আন্তর্জাতিক সম্মিলনীর তরফ থেকে তার বাসা-বাটিতে (flat-এ) কবিকে আর আমাদের ল্যাঞ্চ্‌ বা দুপুরের-খাওয়া খাওয়ায়। ল্যাঞ্চ্‌-এ অন্য কতকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সস্ত্রীক জর্‌মান কন্‌সুল্‌ ছিলেন, ফরাসী কন্‌সুল্‌ ছিলেন। আর দু-একজন ইউরোপীয়, আর চীনা আর দক্ষিণ-ভারতীয়। জর্‌মান কন্‌সুল্‌-এরই সঙ্গে কবির বেশী আলাপ হ'ল—জর্‌মানিতে এঁর সঙ্গে কবির পূর্বে পরিচয় হ'য়েছিল। রবার্টস্‌ কবির প্রশস্তি-বাচক বক্তৃতা ক'র্‌লে, কবিও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন।

এদিকে দু'টো বেজে গেল, চারটেয় আমাদের ষ্টীমার ধ'র্‌তে হবে। কবি গেলেন নামাজীদের শহরের বাড়িতে, সেখানে বিশ্রাম ক'রে চা-টা খেয়ে' তিনি জাহাজে যাবেন। আমরা শহরে চ'ল্‌লুম, ছোটো-খাটো দু-একটা কাজ সেরে নিয়ে, নামাজীদের বাড়িতে কবির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জাহাজে যাবো, এই ঠিক হ'ল। গ্রান্‌ভিল্‌ রবার্টস্‌ সকলকার একটা গ্রূপ ফোটো তোলার ইচ্ছায় ছিল, কিন্তু কবি চ'লে যাওয়ায় আর তার ফোটোগ্রাফ-ওয়ালা দেরি ক'রে ফেলায়, তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না।

আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা-সমিতিতে যোগ দিয়ে তার পাণ্ডাগিরি ক'রে এই ব্যক্তি আরিয়মের সঙ্গে পরিচিত হয়, তারপর কবির সঙ্গেও দেখা করে। এর আগে নাকি এ কবির বিরোধী ছিল। ভারতীয়দের কাছ থেকে সৌজন্য পেয়েও ভারত-বিদ্বেষী। গতবার কবি যখন মালয়-দেশে আসেন, পেনাঙ্‌-এ নামেন, তখন এই লোকটা মোড়লি ক'র্‌তে সিঙ্গাপুর থেকে পেনাঙ্‌ অবধি নাকি ছুটেছিল। এর সম্বন্ধে অনেক কথা পরে শোন্‌বার অবকাশ হ'য়েছিল। এবার রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে এ প্রস্তাব করে, "সিঙ্গাপুরের কাছে জোহোরে

ইংরেজ সরকার রণতরীর squadron অর্থাৎ নাওয়ারা বা নৌবাটের উপযুক্ত বন্দর আর ডক বানাচ্ছেন, চলুন আপনাকে দেখিয়ে' আনি।” এখন, এই সিঙ্গাপুরে এক বিরাট্ Naval Scheme হ'চ্ছে, তার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চ'ল্‌ছে। উদ্দেশ্য আর যাই থাকুক, ভারতে ইংরেজের অধিকার রক্ষা যে তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আর ভবিষ্যৎ কোনও একটা আন্তর্জাতিক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকাও একটা উদ্দেশ্য। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ প্রথমটা ব'লেছিলেন যে তিনি গেলেও যেতে পারেন; পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। কতকগুলি ঘটনায় দেখা গেল, লোকটার সঙ্গে না গিয়ে কবি ভালোই ক'রেছিলেন। অন্যথা, হয়-তো সে পরবর্তী দু-তিন ঘণ্টা কবিকে একা-একা পেয়ে, তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে, তাঁর কাছে কোনও বিষয়ে কিছু শুনে, নিজেই তাঁর উক্তিকে বাড়িয়ে' কমিয়ে' একটা ভীষণ কিছু খাড়া ক'র্‌ত। পরে এই লোকটাই নিজের কাগজে নানা নির্জোশ মিথ্যা-কথা আর অর্ধ-সত্যকে অবলম্বন ক'রে, কবির বিরুদ্ধে হঠাৎ একটি প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। তার জের ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছয়; আর বাঙ্‌লাদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তি এই গ্রান্‌ভিল্ রবার্টসের আক্রমণকে চরম সত্য ভেবে, পরম উৎফুল্ল চিত্তে কবির সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাবে নানা নিন্দাবাদ ক'রে, খবরের-কাগজ বিশেষে যথারীতি নিজেদের শিক্ষা আর রুচির উপযুক্ত পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে মালাক্কা দেখে কুআলা-লুম্পুরে গিয়ে পৌঁছান—৩রা-৪ঠা আগস্টের দিকে—তখন গ্রান্‌ভিল্ রবার্টসের কাগজে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে লেখা শুরু হয়। এই আক্রমণে অন্য কোনও কাগজ যোগ দেয় নি, আর অল্প কয় দিন বিষ উদ্গীরণ ক'রে এই কাগজকে অপ্রস্তুত হ'য়ে তুষ্ণী-ভাব অবলম্বন ক'র্‌তে হয়।—সে-সব কথা যথাস্থানে বিবৃত ক'র্‌বো।

চারটের সময়ে আমরা Johnstone Pier-এ উপস্থিত হ'লুম, শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ নামাজী আর তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে। জাহাজ মাঝ-গাঙে ছিল, গভর্নরের লঞ্চ্ এল' কবিকে তুলে দিয়ে আস্‌বার জন্য। অনেক লোকে কবির প্রত্যুদ্গমন ক'র্‌তে এসেছিলেন—ইউরোপীয়, চীনা, ভারতীয়, জাপানী। চীনের কন্‌সল্ এসেছিলেন। বিদায় নিয়ে আমরা Larut ‘লারুৎ’ জাহাজে

চ'ড়লুম। চীনা সেক্রেটারি হিসাবে ফ্যঙ্-ও আমাদের সঙ্গে চ'ল্‌লেন। জাহাজে কতকগুলি ভারতীয় বন্ধু-ও উঠ্‌লেন—নামাজীরা, শ্রীযুক্ত আলী খাঁ সুরতী, শ্রীযুক্ত জুম্মাভাই। খানিক শিষ্টাচারের পরে, জাহাজ ছাড়্‌বার সময়ে এঁরা বিদায় নিলেন। জাহাজ ছেড়ে দিলে। নানা-ঘটনা-বিজড়িত, নানা প্রত্যক্ষদর্শনে আর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ আমাদের সাত দিনের সিঙ্গাপুর-প্রবাস এইরূপে শেষ হল।

২৬এ জুলাই মঙ্গলবার বিকাল থেকে ২৭এ জুলাই বুধবার সকাল পর্য্যন্ত—ষ্টীমারে সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কা।—

'লারুৎ' জাহাজখানি ছোট্টো—আমাদের পদ্মানদীতে পাড়ি দেয় যে-সব বড়ো জাহাজ সেগুলির চেয়ে বেশী বড়ো নয়, তবে সাগর-গামী ব'লে একটু আলাদা ভাবে তৈরী। ইংরেজ কোম্পানি Straits Steamships Co.-র জাহাজ। এদের জাহাজগুলি বর্মা, মালয়-উপদ্বীপ আর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘোরা-ফেরা করে। জাহাজের খালাসীরা চীনা বা মালাই জাতীয়, খানসামারা চীনা। আমরা প্রথম শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম। জন চার-পাঁচ ইংরেজ মেয়ে আর পুরুষ, আর ফ্যঙ্-কে নিয়ে আমরা ছ' জন, এই হ'ল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-সংখ্যা। জাহাজে তেমন যাত্রীর ভীড় নেই। মাঝখানটায় প্রথম শ্রেণী, আগায় দ্বিতীয় শ্রেণী, পিছনে তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণী ঘুরে এলুম। মালাই, চীনে', তমিল চেট্টি, তমিল মুসলমান, দু-চার জন গুজরাটী খোজা মুসলমান, হিন্দুস্থানী মুসলমান জন-কতক—এরা হ'ল ডেক্-যাত্রী।

কতকগুলি মালাই পরিবার আরব-দেশ থেকে হজ সেরে আস্‌ছে—এদের দলে গরীবও আছে—বড়ো লোকও আছে। সিঙ্গাপুরকে একরকম চীনা শহর ব'ল্‌লেই হয়। সেখানে সভা-সমিতিতে এক-আধ জন শিক্ষিত মালাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেও, সাধারণ মালাইদের দূর থেকেই অল্প-স্বল্প যা দেখা যেত'। সারঙ্-পরা মালাই মেয়ে, এদের চলা-ফেরায় একটা ভারি সহজ আর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল, আর তাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পুরুষেরা বেশ দৃপ্ত-ভাবে চ'লেছে—সমস্ত মালাই জা'তটা আমাদের আকৃষ্ট ক'রৃত। বেশ শিল্প-কুশল, খোশ-পোষাকী দিল-দরিয়া জা'ত এরা। তার পর, সুইটেনহাম্, ক্লিফর্ড, উইন্‌স্টেট প্রভৃতির লেখা মালাই জা'তের আর মালাই দেশের সম্বন্ধে

রোমাণ্টিক-ভাবে পূর্ণ কতকগুলি গল্প আর প্রবন্ধ প'ড়েছি, তাতে এদের সম্বন্ধে বেশ একটা সহানুভূতির ভাব মনে জেগেছে। জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ঘুরে-ফিরে এদের দেখ্তে লাগ্লুম। এরা বেশ মিশুক। আমি গত সাত দিন ধ'রে সিঙ্গাপুরে একখানি ইংরেজি-মালাই, আর মালাই-ইংরেজি পকেট-অভিধান নিয়ে, চীনা তমিল যাকে পেয়েছি তার উপর আমার পুস্তক-লব্ধ মালাই ভাষার জ্ঞান চালিয়ে' এসেছি। বিশুদ্ধ মালাইয়ে কথা-বার্তা শোন্বার অবকাশ হয় নি। মালাইদের কথা-বার্তা ধরন-ধারন লক্ষ্য ক'র্‌তে লাগ্লুম। সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েছে; মালাই যাত্রীরা খাবার বা'র ক'রে খেতে লাগ্ল,—সুন্দর কাজ-করা বেতের ডালা দেওয়া চুবড়ি থেকে ভাত, মালাই তরকারি, শুঁটকি মাছ, সব বা'র ক'র্‌তে লাগ্ল। আর durian ডুরিয়ান ফল। এই ফল কাঁঠাল-জাতীয়; এর নিজস্ব অত্যন্ত উগ্র অপরূপ একটি বাস আছে, সুগন্ধ হোক্ আর দুর্গন্ধ হোক্ সেটা যে একটা ভীষণ উগ্র গন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—দূর থেকেই এই ফল নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানান্ দেয়; বিদেশী লোকেদের অনেকে এই গন্ধের জন্য মোটেই এই ফল খেতে সাহসী হয় না। এ যাত্রায় কবি, আরিয়ম্, আর আমি, আমরা তিনজনে অবলীলা-ক্রমে শ্রীযুক্ত নামাজীর ভোজনের টেবিলে ব'সে ডুরিয়ানের এই গন্ধ-test পার হ'য়ে, স্থানীয় native-দের বিস্ময় আর সম্ভ্রমের পাত্র হ'য়ে উঠেছিলুম। ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবুর ডুরিয়ান বরদাস্ত হয় নি। গন্ধটি তো অনির্বচনীয়, স্বাদও সেই রকম—স্বাদের কথা মনে হ'লে, প্রচুর রশুনের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে যদি ক্ষীর তৈরী হয়, সেইরূপ ক্ষীরের সঙ্গেই তার একমাত্র তুলনা দিতে ইচ্ছে হয়। আমাকে কাছে দেখে আর ডুরিয়ানের গন্ধে না পালানোতে, একজন বয়স্ক মালাই পুরুষ আহ্বান ক'র্‌লে—"তুআন নাস্তি মাকান্?" অর্থাৎ—মহাশয়, খেতে ইচ্ছে করেন? আমি "তিদা, ত্রিমা কাসি"—না, ধন্যবাদ, ব'লে মাফ চাইলুম। আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে, আর এদের একজনের ভাঙা-ভাঙা হিন্দুস্থানীর সাহায্যে বুঝ্লুম যে এরা মক্কা-মদিনা থেকে হজ ক'রে ফির্‌ছে, কাল মালাক্কায় নাম্‌বে, মালাক্কার কাছেই এদের বাড়ি। এরা অবস্থাপন্ন কৃষক শ্রেণীর লোক। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে এদেশে বেশ ভদ্র আর বেশ উৎকর্ষ-যুক্ত ব'লে বোধ হ'ল।

চীনা যাত্রীরা ছোটো-ছোটো দল পাকিয়ে' বিছানাপত্র ছড়িয়ে' ব'সে গিয়েছে। এদের কতকগুলিকে আনকোরা চীনদেশ থেকে 'তাজা-আওর্দ'

বা নবাগত ব'লে বোধ হ'ল—এদের চোখে একটু ভীত-ভীত ভাব। ফ্যঙ্ ব'ল্লে যে এরা যাচ্ছে উত্তর-মালাই-দেশে, টিনের খনিতে কাজ ক'র্বে ব'লে—কুলি শ্রেণীর লোক এরা। এরা এদের মেয়েদের খুব কমই বিদেশে আন্তে সমর্থ হয়। এদের ভাষা জানি না, কোনও আলাপ সম্ভব নয়, তবুও দূর থেকে দেখ্তে লাগ্লুম, কেমন সুন্দর সব বিধি-ব্যবস্থা এদের।

কানে হীরার কানফুল লাগিয়ে' তমিল চেটি, অথবা আচকান-পরা, মাথায় জরীর মোড়া পাগড়ি (যেন মূর্তিমান্ 'নাফা-নোকসান্' !) গুজরাটী খোজাদের সম্বন্ধে তাদৃশ ঔৎসুক্য আমার ছিল না। এক জায়গায় ডেকের রেলিঙ্-এর ধারে চার-পাঁচ জন হিন্দুস্থানী মুসলমান, দুই-এক জনের মাথায় তুর্কী টুপি, উর্দু-মেশানো ভোজপুরে'তে কথা কইছে শুনে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারা তখন রুটি-কাবাব বা'র ক'রে খাবার আয়োজন ক'র্ছে। তাদের কাছে শুন্লুম, তারা মালাই-দেশে মুসলমানদের মধ্যে ইস্লামী বই, তাবিজ, মক্কা-মদিনার ছবি প্রভৃতি বিক্রী ক'রে বেড়ায়। ধর্মপ্রাণ জাতি ব'লে, এরা মালাইদের সুখ্যাতি ক'র্লে ; কোরান-শরীফ, নমাজের বই, বিশুদ্ধ আরবীতে লেখা বই, কিছু-কিছু রাখে। এই-সব বই, আর তার সঙ্গে আরবী-মন্ত্র-লেখা তাবিজ নিয়ে, এরা মালাই-দেশের গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে মুসলমান মালাইদের মধ্যে বিক্রী ক'রে থাকে। পরমেশ্বরের আশীর্বাদে এই সৎকার্য্যে তাদের লাভও মন্দ হয় না। লোকগুলি আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "সাহ্ব্, উও জো পীর-সা আদমী, হমারে সাথ ইস জহাজ্ মেঁ চঢ়ে হৈঁ, রাবীন্দ্রানাথ টেগোর উ-হী হৈ, না? বাহ্, ক্যা নূরানী শকল্ (অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আকৃতি)।" তার পর প্রশ্ন হ'ল, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কী। সত্য ধর্ম যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মের অতীত, এই-রকম একটা ভূমিকার অবতারণা ক'রে বলা গেল যে, উনি মুসলমান নন্। তখন এরা ভদ্র-ভাবে আমার কথা একটু শুনে, আহারে মনোনিবেশ ক'র্লে।

সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিল কতকগুলি চীনা ছাত্র আর ছাত্রী। মালাক্কাতে একটা খ্রীষ্টানী (রোমান-কাথলিক) ইস্কুল আছে, এদের কতকগুলি সেখানে পড়ে, আর কতকগুলি মালাক্কার কাছে Muar মুআর ব'লে এক ছোটো শহরে চীনাদের একটি বড়ো ইস্কুল আছে সেখানে পড়ে। ছুটি শেষ হ'য়েছে, ইস্কুলে যাচ্ছে। চীনা ছোক্রাদের সাদা জীনের পোষাক, গলা আঁটা কোট,

ফেল্ট টুপি; মেয়েদের কালো রেশমের ঘাগ্‌রা, গায়ে সাদা রেশমের চীনা কোট, মাথার চুল চীনা-ধরনে খোঁপা ক'রে বাঁধা, কপালের উপরে কিছু চুল জুলফির আকারে ভেঙে প'ড়েছে, মাথায় টুপি বা আবরণ নেই। এই চীনা মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদেরই মতো লাজুক, তারা একটু দূরেই রইল'। কতকগুলি ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল; আঠারো-বিশ-বাইশ বছর বয়সের সব ছোক্‌রা, দেখ্‌তে বেশ বুদ্ধিমান্‌। কবির সম্বন্ধে নানা খবর জান্‌তে চায়। স্থরেন-বাবুর হাতে ক্যামেরা ছিল, চীনা ছোক্‌রাদের হাতেও ছিল। তখন বিকালের রোদ্দুর আছে, গোটা-দুই ছবি তোলা হ'ল, গ্রুপ, এই সব চীনা ছাত্র আর ছাত্রী, আর আমাদের নিয়ে।

সিঙ্গাপুরের দক্ষিণেই ছোটো একটি দ্বীপ। মনোরম স্থান, পাহাড়, না'রকল গাছ, ঝরনা, জল, মাঝে-মাঝে দু-একটি বাড়ি। সিঙ্গাপুর আর এই দ্বীপের মাঝখানের খাড়িটা একটা বড়ো নদীর মতন, পাতলা মেঘের মধ্যে অস্তগামী লাল সূর্য্যের আলোয় স্বর্ণ-মণ্ডিত। পরে আমরা সমুদ্রে গিয়ে প'ড়্‌লুম। জাহাজের উপরের ডেকে, সাগর-জলের আর আকাশের গাঢ়ায়মান ধূম্রবর্ণের মধ্যে, ব'সে-ব'সে কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল—সিঙ্গাপুরের ঘটনাবলীর, আর যবদ্বীপ প্রভৃতিতে আমাদের কর্তব্যের সম্বন্ধে।

রাত্রের আহারের ঘণ্টা প'ড়্‌ল। একত্রে খাওয়া শেষ ক'রে এসে আবার বসা গেল, নীচের ডেকে। দূরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন যেখানে চীনা ছাত্রেরা আছে সেখান থেকে বেহালার ধ্বনি আস্‌ছে। কবির কাছে এখন শুন্‌লুম যে কানাডা থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এসেছে, শীঘ্রই তাঁকে সেখানে যেতে হ'তে পারে, হয়-তো সেই জন্য তাঁর যবদ্বীপের ভ্রমণ তাঁকে সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে; কিন্তু যাতে আমরা যবদ্বীপে বেশী দিন থেকে, সমস্ত দেখ্‌তে শুন্‌তে পারি, তার ব্যবস্থা তিনি ক'রে দিয়ে যাবেন। কথাটা একটু উদ্বেগকর মনে হ'ল। কিন্তু সুখের বিষয়, অত শীঘ্র-শীঘ্র কানাডা যাওয়ার পক্ষে কতকগুলি অনপনেয় বাধা ক্রমে-ক্রমে প্রতীয়মান হ'য়ে পড়ায়, এ যাত্রা কানাডা যাওয়া কবি স্থগিত রাখেন, আর আমাদের যবদ্বীপ-দর্শন মোটামুটি ভালো ক'রেই হ'য়েছিল।

রাত প্রায় এগারোটা। বিরাট্ কোনও জানোয়ারের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতো ধুক্‌ধুক্ শব্দে ইঞ্জিনের আওয়াজ হ'চ্ছে, জল কেটে-কেটে জাহাজ চ'লেছে,

মাঝে-মাঝে খালাসীদের খালি পায়ে দুপ্-দাপ্ চলা ফেরার শব্দ, বা দূর থেকে অবোধ্য ভাষায় তাদের কথার আওয়াজ। চিঠি-পত্র দু'চার খানা লিখে, পরদিন থেকে আবার মালাক্কার পর্য্যায় কি রকমে আরম্ভ হয় সে বিষয়ে উৎসুক-চিত্ত হ'য়ে' উঁচু ব্যর্থের উপর উঠে আলো নিবিয়ে' দিয়ে ঈশ্বর-স্মরণ ক'রে শয়ন করা গেল ॥

॥ ৮ ॥

মালাই-দেশ—মালাক্কা

২৭এ জুলাই ১৯২৭, বুধবার

আমাদের জাহাজ সকাল সাড়ে-ছটা—সাতটার মধ্যে মালাক্কা শহরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল', লঙ্গর ফেলে দিলে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার নয়, ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, হাওয়া দিচ্ছে একটু-একটু—সমুদ্রের জল হাল্‌কা সবুজ, তাতে একটু পাঁশুটে' রঙের আমেজ; ছোটো-খাটো ঢেউ বেশ র'য়েছে, জাহাজের গায়ে প'ড়ে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দের সঙ্গে ভেঙে প'ড়্‌ছে। মালাক্কা শহর দূরে; জাহাজ থেকে একেবারে শহরে নাম্‌তে পারা যায় না, ডিঙি ক'রে যেতে হয়। চারিদিকে যত ছোটো-বড়ো নৌকা সাম্পান এসে হাজির হ'ল। আমাদের নিয়ে যেতে মালাক্কা থেকে লোক আস্‌বে, সেইজন্য আমাদের একটু অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'ল। ডেক্‌-যাত্রীরা, আর অন্য সব যাত্রী, নৌকায় ক'রে নাম্‌বার জন্য তৈরী হ'তে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে জাহাজেই আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলুম। ডেকের রেলিঙ্‌-এর উপর ভর দিয়ে অন্য যাত্রীদের অবতরণ দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। নৌকাগুলির মাল্লারা বেশীর ভাগ মালাই-জাতীয়। আমাদের জাহাজের পূর্ব-কথিত মালাই হাজীদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার জন্য তাদের আত্মীয় বন্ধুরা একখানা নৌকো ক'রে এসেছে। এরা বহুদিন পরে বাড়ি ফির্‌ছে, সফল যাত্রা, মুসলমান-মাত্রের প্রার্থিত 'হাজী' পদবী নিয়ে ফির্‌ছে; তাই মেয়ে পুরুষ সকলেই ভালো-ভালো কাপড় বা'র ক'রে প'রেছে। একটি জিনিস লক্ষ্য ক'র্‌লুম—কতগুলি মালাই—জন দুই স্ত্রীলোক, জন তিন-চার পুরুষ—তাদের সুন্দর মালাই সারঙ্‌ আর কোর্তার বদলে, পুরাপূরি আরব পোষাক প'রে তৈরী হয়েছে—পুরুষদের কালো কাপড়ের লম্বা আবা, ভিতরে সাদা চাপকানের মতন, মাথায় আরবী কায়দায় কাঁধ আর ঘাড় ঢেকে একখানা বড়ো তোয়ালের মতন রুমাল, তার উপরে ছোটো পাগড়ি একটি, পায়ে আরবী চাপ্‌লি; আর মেয়েদের পরনেও কালো কাপড়ের লম্বা 'সওব্‌' বা বহির্বাস, আর 'বুর্‌কা' বা মুখ-ঢাকা ওড়না; একেবারে 'মক্‌কা-বুড়ী'র সাজ—

কালো রঙের ছাতার কাপড়ের এই পোষাক আমাদের চোখে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাচ্ছিল, বিশেষতঃ সুঠাম রঙীন সারঙ্ আর ওড়না পরা আর সোনার মল দেওয়া খালি পায়ে চটি-জুতা পরা মালাই মেয়েদের পাশে। বোর্নিও-দ্বীপে কতকগুলি মুসলমান রাজবংশে এখন এই আরব পোষাক দরবারী পোষাক হিসাবে গৃহীত হ'য়েছে। যাক্, দেশে ফেরার আনন্দে উৎফুল্ল এরা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে নেমে গেল, নীচে নৌকায় অপেক্ষমাণ আত্মীয়াদের সঙ্গে মেয়েদের কলরবপূর্ণ আলাপ আর অভিনন্দন শুরু হ'ল। চীনা যাত্রীরা, চেট্টিরা, সকলেই নেমে গেল; চীনা ছাত্রেরা দূর থেকে টুপি তুলে আমাদের দিক চেয়ে অভিবাদন ক'রে গেল।

একটু পরেই সরকারি লঞ্চ্-এ ক'রে কবিকে স্বাগত ক'র্‌তে এলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার Dodds ডড্‌স্, আর মালাক্কার অধিবাসীদের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ, মালাক্কার ব্যারিস্টার আর একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন অধিবাসী। শিষ্টাচারের পরে আমরা কবির অনুগমন ক'রে লঞ্চ্-এ চ'ড়্‌লুম। মালাক্কা নদীর মোহনায় এই শহর, লঞ্চ্ এই নদীর মুখে ঢুকে, শহরের একটি ঘাটে আমাদের হাজির ক'র্‌লে। সেখানে স্থানীয় গণ্য-মান্য লোকেরা কবির অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন, অন্য লোকেরও ভীড় খুব ছিল। অভিনন্দন পাঠ হ'ল, তারপর জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে মোটরে ক'রে আমরা আমাদের বাসার দিকে রওনা হ'লুম। সমুদ্রের ধারে-ধারে মাইল ছয়েক ধ'রে চমৎকার একটি রাস্তা দিয়ে, মালাক্কার পশ্চিমে Tanjong Kling তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্ (অর্থাৎ 'কলিঙ্গবাসীদের অন্তরীপ') নামে বেশ ঘন নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে অতি মনোরম স্থানে একটি সুন্দর বাঙলা-বাড়িতে এসে পৌঁছুলুম। এই বাড়ির মালিক একজন ধনী চীনা, এঁর নাম Chan Kang Swee চান্-কাঙ্-স্থই, ইনি পরে কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছিলেন; অতি অমায়িক, সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ—তাঁর বাড়িতে কবির অবস্থানে তিনি ধন্য ইত্যাদি ব'লে নানা শিষ্টাচার ক'রে সৌজন্যের পরিচয় দিয়ে যান। এই বাড়িটিতে আমাদের ত্রিরাত্র অবস্থান হ'য়েছিল—না'রকল গাছের ঘন সবুজ, সাগরের নীল, আর বালির হ'লদে রঙ, আর আলোয় ভরা আকাশের হাসিমুখ, এই নিয়ে, একটি বড়ো খোলা বারান্দাযুক্ত এই বাড়িটি আমাদের স্মৃতি-পটে চিরকাল জেগে থাক্‌বে।

মালাক্কা শহরের সঙ্গে সমস্ত মালাই-দেশের ইতিহাস জড়িত র'য়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে এই শহরের বাড়-বাড়ন্ত হয়—যবদ্বীপের লোকেরা মালাইদের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর শহর কেড়ে নেয় ১৩৭৭ সালে, তারপর থেকে মালাই জা'তের একটি বড়ো কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায় এই মালাক্কা শহর। সুমাত্রাদ্বীপ নিকটেই ; আর দ্বীপময় ভারত, ইন্দোচীন, আর চীনদেশ ওদিকে, আর এদিকে ভারতবর্ষ, আর পশ্চিমের জগৎ—এর মধ্যকার বাণিজ্যের গতি-পথেই এই শহরের অবস্থান। ওদিকে চীন, এদিকে আরব, মধ্যে ভারত—সব জায়গা থেকে বণিকেরা এখানে এসে জমা হ'ত। চীনারাও নাকি মাঝে এই শহর দখল ক'রে ছিল। ১৫১১ সালে পোর্তুগীসেরা দ্বীপময় ভারতের পথ-স্বরূপ এই শহরটিকে করায়ত্ত করে, আর এ অঞ্চলে আরবদের প্রতিপত্তি কমিয়ে' দেয়। পোর্তুগীসদের অধীনে এ অঞ্চলে মালাক্কার খুব প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, এখানে এরা খুব সুদৃঢ় একটি দুর্গ নির্মাণ করে, আর খ্রীষ্টানী বিদ্যালয় ধর্মস্থান ইত্যাদিও স্থাপন করে। মালাক্কার নামেই সারা দেশটির নামকরণ হ'তে থাকে ; এখনও ডচেরা Malaka ব'ল্লে, সমগ্র Malaya Peninsula-কেই বোঝে। পোর্তুগীসদের কাছ থেকে ১৬৪১ সালে ডচেরা মালাক্কা কেড়ে নেয়, আর তারপরে শহরটি ১৭৯৫ সালে ইংরেজদের হাতে আসে ; আর সেই থেকেই মালাক্কা ইংরেজদের দখলে আছে। পেনাঙ্, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর—বহুদিন ধ'রে ভারত থেকেই ইংরেজ সরকার কর্তৃক এই তিনটি জায়গা শাসিত হ'ত ; ক'ল্‌কাতা থেকে ভারতের লাটসাহেব এই-সব দেশের চরম ব্যবস্থা ক'র্‌তেন। ক'ল্‌কাতা থেকে ভোজপুরে' পাহারাওয়ালা সেপাই গিয়ে সেখানকার শান্তি রক্ষা ক'র্‌ত, ইংরেজদের হ'য়ে ল'ড়্‌ত। ক'ল্‌কাতার তখনকার যুগের (অর্থাৎ ১০০ বছর আগেকার) অনেক কায়দা-করন এখনও এ অঞ্চলের রাজ্যশাসনের অঙ্গ হ'য়ে আছে। সিঙ্গাপুরের লাট-বাড়িতে দেখেছিলুম, মান্দ্রাজী খানসামা আর খিদমৎগার সব ঘুর্‌ছে, মান্দ্রাজী আর হিন্দুস্থানী চাপরাসী জমাদার বেহারারা ঘুর্‌ছে, তাদের মাথার পাগড়িটা হ'চ্ছে খাঁটি বাঙলার পাগড়ি, উকীলের শামলার ধরনের, লাল সালুতে মোড়া, আর লাল সালুর কোমরবন্দে আঁটা পিতলের একটা ক'রে বড়ো চাপরাশ। সমগ্র মালাক্কা জেলার লোকসংখ্যা দেড় লাখের কিছু বেশী, এর মধ্যে মালাইরা সংখ্যায় খুব বেশী—ছিয়াশী হাজার। চীনারা হ'চ্ছে ছেচাল্লিশ

হাজার; আর ভারতীয় উনিশ হাজার; বাকী ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়।

মালাক্কাতে এসে আমাদের একটি মালাই গ্রামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল। তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্ যাবার পথে রাস্তার ধারে এই মালাই গ্রাম বা বসতি। না'রকল বনের মধ্যে অতি নয়নাভিরাম মালাই বাড়িগুলি, সাদা বালির জমির উপরে, না'রকল গাছের গহন সবুজ ছায়ার মধ্যে, মাটি থেকে উঁচু মাচা তুলে বাড়ি, দরমার বেড়া, দরমার বুনানিতে একটু-আধটু নক্‌শা কাটাও হ'য়েছে। সিঁড়ি দিয়ে বাড়িতে উঠ্‌তে হয়। খড়ের, বা তাল জাতীয় একরকম গাছের পাতায় ছাওয়া ছাত। আশে-পাশে বাড়ির ছেলে-মেয়েরা রঙীন সারঙ্ প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলা ক'র্‌ছে। পরিষ্কার সাদা বালির উঠানের মধ্যে ঘন সবুজের ভিত্তিভূমির উপর এই সব আধা-চীনে' আধা-ভারতবাসী চেহারার মালাই ছেলে-পুলেদের ভারি সুন্দর দেখায়। মাঝে রাস্তার ধারে একটি মসজিদ, প্রশস্ত উঠানে হাত-মুখ ধোবার হৌজ, চারদিকে না'রকল গাছ, তিন দিক খোলা, কাঠের আর বাঁশের খ'ড়ো চালে ঢাকা মসজিদ-বাড়ি, মস্‌জিদ-বাড়ির ঠাট্‌টা বর্মী প্যাগোড়ার মতন, আর আলাদা একটি চৌকো কাঠের মিনার—সেখান থেকে আজান ডাকা হয়; সৌম্য-দর্শন মালাই মোল্লা, আরবী পোষাক পরা, ব'সে-ব'সে বই প'ড়্‌ছেন। মোটের উপরে, প্রথম এই বড়ো মালাই পল্লীটি দেখে মনটা বেশ খুশী হ'য়ে গেল। এখানকার মালাই অধিবাসীদের বেশ অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হ'ল।

তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এর বাঙ্‌লায় তো আমরা অধিষ্ঠিত হ'লুম। ইংরেজি ধরনের সাজানো বাড়ি, কিন্তু হল-ঘরে এক কোণে রঙীন চীনামাটির একটি বড়ো Pu-tai পু-তাই বা মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি, তার স্থূলোদর রূপে আর অপূর্ব অমায়িক হাসিতে সমস্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে। দেয়ালে গৃহস্বামীর আত্মীয়বর্গের নানা ফোটো।

মালাক্কায় এসে একটি জিনিস দেখে মনটা একটু বিশেষ খুশী হ'ল—এই জায়গাটিতে জনকতক বাঙালী একটু প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। এত বড়ো মালাই দেশটায় বাঙালীর সংখ্যা একে তো বড়ো কম, তারপর বড়ো কাজ করেন এ-রকম লোকও কম—কেরানিগিরি চাকুরি নিয়ে জনকতক আছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ওভার্সিয়ার কিছু-কিছু আছেন, ডাক্তারও

বাঙালী কচিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙালী এখানে তেমন ভালো ক'রে জমিয়ে' নিয়ে ব'স্‌তে পারে নি। কিন্তু মালাক্কায় প্রথম দেখ্‌লুম, কতগুলি বাঙালী ব্যারিস্টার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চারিত্র্যে স্থানীয় তমিল-চীনা-মালাই-ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশ সম্মান-জনক স্থান একটু ক'রে নিতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ ক'ল্‌কাতার বিখ্যাত গুহ-পরিবারের বংশধর; এঁরই এক ভ্রাতুষ্পুত্র হ'চ্ছেন স্বনাম-ধন্য বিখ্যাত বলী গোবর গুহ। এঁরা নিজ পদবী ইংরেজিতে Goho রূপে লেখেন। এখানে ইনি একটি এটর্নি আর ব্যারিস্টারের আপিসের মালিক; কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি এক চীনা ব্যবহারজীবীর কাজে অংশীদার হ'য়ে এদেশে আসেন, এখন তাঁর অংশীদারের অবর্তমানে সমস্ত ব্যবসায় এঁর হাত এসেছে। চীনা আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে এঁর কাজ চ'ল্‌ছে, বেশ সদ্ভাবের সঙ্গেই। মালাক্কার আশে-পাশে আরও কতকগুলি ছোটো-ছোটো শহরে এঁর আপিস আছে। যখন জজেরা শহর থেকে শহরে ঘুরে-ঘুরে বিচার ক'রে বেড়ান, তখন ৬০।৭৫।১০০।১৫০ মাইল পর্য্যন্ত দিনে মোটরে ঘুরে-ঘুরে এঁকেও কেস্‌ ক'রে বেড়াতে হয়। শ্রীশ বাবুর কাছে শুন্‌লুম, খাট্‌তে ডরায় না, একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে এমন কোনো বাঙালী ব্যারিস্টারের প্রতিষ্ঠা ক'রে নেবার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ এখনও মালাই-দেশে আছে; কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা হ'চ্ছে এই যে, সহজে দেশ ছেড়ে বাঙালী যুবক কেউ বাইরে আস্‌তে চায় না। ইনি নিজে আরও কতকগুলি বাঙালী ব্যারিস্টারকে দেশ থেকে আনিয়ে' এই অঞ্চলে বসিয়েছেন—সুশিক্ষিত, সদালাপী, প্রিয়দর্শন এই স্বজাতীয় যুবক কয়টিকে এখানে দেখে মনটা বেশ পুলকিত হ'ল। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত, আর শ্রীযুক্ত সুধীর দাস—এঁরা আমাদের মালাক্কায় অবস্থান-কালে যে হৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ কর্‌বার জিনিস। শ্রীশ-বাবু আর শচীন-বাবু মালাক্কাতে সপরিবারে অবস্থান ক'র্‌ছেন; এবার বিদেশে বেরিয়ে', এখানে এসে বাঙালী মেয়ের হাতে মায়ের আর বোনের যত্ন পাওয়া গেল। শ্রীশ-বাবুর সহধর্মিণী এই দূরদেশে এসে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে একটি খাঁটি বাঙালী হিন্দু পরিবারের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন—তাঁর গৃহস্থালীর গভীর ধর্মীয় অনুভূতি আর পবিত্রতাতে পূর্ণ শান্ত সরল আর অনাড়ম্বর ব্যবস্থা আমাদের অন্তরকে বিশেষ-ভাবে প্রসন্ন ক'রে তুলেছিল, আর কবিরও সাধুবাদ আকর্ষণ ক'রেছিল। এই বাঙালী কয়েকজনের সাহচর্য্য

মালাক্কাতে আর কুআলা-লুম্পুরে আমাদের কাছে খুব-ই প্রীতিকর হ'য়েছিল; অবশ্য একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে, অ-বাঙালী ভারতীয়দের আর চীনাদেরও অমায়িক বন্ধুত্বের আর যত্নের কথারও সকৃতজ্ঞ উল্লেখ ক'রতে হয়।

শ্রীশ-বাবু, বরেন-বাবু, সুধীর-বাবু, এঁরা, রবীন্দ্র-স্বাগত-কারিণী সভায় শ্রীযুক্ত Aiyathurai ঐয়াতুরেই ও শ্রীযুক্ত Haji Pitchay হাজী পিচ্চেই প্রমুখ স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে আমাদের তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এর বাড়ি পর্য্যন্ত অনুবর্তন ক'রলেন, আমাদের জিনিস-পত্র আনিয়ে' দিয়ে, থাকবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমাদের তদারক করবার জন্য রইল শ্রীশ-বাবুর উড়িয়া পাচক গোকুল। সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট আর পেণ্টুলেন পরা—জামার ভিতর থেকে যেন তার গলার কণ্ঠীরও দর্শন পেয়েছিলুম—গোকুল-ঠাকুর চোস্ত মালাই-ভাষায় তমিল কুলিদের চালিয়ে' নিয়ে জিনিস-পত্র আমাদের নির্দেশ মতন গুছিয়ে' দিলে। বাবুর কাছে অনেক দিন ধ'রে কাজ ক'রছে, বার কতক দেশে আর মালাক্কায় যাওয়া-আসা ক'রেছে; লোকটিকে বেশ কাজের ব'লে মনে হ'ল। গোকুলের সঙ্গে আলাপ জমানো গেল। একটু ঘুরে এলেই, আর চোখ মেলে দুনিয়ার হাল দেখবার সুযোগ পেলেই যা হ'য়ে থাকে—একজন অশিক্ষিত উড়িয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে তার মনটা আশ্চর্য্যভাবে সংস্কারমুক্ত হ'য়ে গিয়েছে। অথচ হিন্দুত্বের গৌরব সম্বন্ধে তার একটি বেশ সাত্মাভিমান আর সচেতন ধারণাও আছে। কতকগুলি শিক্ষিত হিন্দুমনের সান্নিধ্য এর একটা কারণ ব'লে মনে হ'ল।

আমাদের বাসার সব ঠিক-ঠাক ক'রে দিয়ে আমাদের বন্ধুরা ঘণ্টাকতকের মতন বিদায় নিলেন। দুই জাপানী ফোটোগ্রাফার এল'—হাতে টুপি, ঘাড় হেঁট ক'রে হাঁটু আধ-ভাঙা ক'রে নীচু হ'য়ে নমস্কার জানিয়ে' প্রার্থনা ক'রলে, রবীন্দ্রনাথের দু-একখানা ছবি তারা নিতে পারে কি না। অনুমতি পেয়ে দূরে গাছতলায় রক্ষিত ক্যামেরা নিয়ে এসে কবির খানকতক ছবি নিলে। পরে আমাদের মালাক্কা ত্যাগের ২।৪ দিনের মধ্যেই তারা চমৎকার একখানি এলবাম কবিকে পাঠায়, তাঁর ছবিতে আর মালাক্কায় অবস্থানের সময়ে তাঁর অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর ফোটোতে পূর্ণ।

আজকের দিনে আমাদের কাজ ছিল খালি নিমন্ত্রণ খাওয়া, আর স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেশা। দুপুরে স্থানীয় গভর্নমেণ্ট-হাউসে মালাক্কা-বিভাগের

কমিশনর শ্রীযুক্ত Crichton ক্রাইটন সাহেবের সঙ্গে ছিল ল্যাঞ্চ্ খাওয়া; এই আহারের নিমন্ত্রণে অন্য জন-কতক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, একজন মালাই রাজাও ছিলেন। বিকালে আবার গভর্নমেণ্ট-হাউসের বাগানে একটি সান্ধ্য চা-পান সভা ছিল, তাতে শহরের গণ্য-মান্য বিস্তর লোক আহূত হন। সেখানে নানা ভারতীয়, সিংহলী আর চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত রেড্ডি নামে একটি তেলুগু ভদ্রলোক, ভারতীয় কুলিদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখ্বার জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে নিযুক্ত রাজ-কর্মচারী, তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটি বেশ সহৃদয়। তাঁর কাছ থেকে শুন্‌লুম যে ভারতীয় কুলিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন তমিল-জাতীয়, আর ১৫ জন তেলুগু-জাতীয়, বাকী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি। এই সব কুলিদের অনেকে যাতে দেশে আর ফিরে না গিয়ে মালাই-দেশেই বসবাস ক'র্‌তে থাকে, এইরূপ নাকি মালাই-দেশের ইংরেজ সরকারের বাসনা। কারণ দেশটা মস্ত বড়ো, লোকসংখ্যা খুবই কম, আর ভারতীয় প্রজা চাষ-আবাদের কাজে খুবই পোক্ত—বিশেষতঃ এরা অতি গোবেচারি, নির্বিরোধ সহিষ্ণু জাতি, চীনাদের মতন দুর্ধর্ষ নয়—তাই ঔপনিবেশিক-হিসাবে ভারতীয়দেরই পছন্দ হ'চ্ছে। কিন্তু আবার অনেকের মনে ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ-ভাবও আছে। এ ছাড়া, ভারতীয়েরা সাধারণতঃ একটু বেশী ঘরমুখো, দু' পয়সা জমালেই দেশে ফিরে গিয়ে উড়িয়ে' দিয়ে ফতুর হ'তে চায়—আর অনেকের স্ত্রী-পুত্রকে এদেশে নিয়ে আসা সামর্থ্যে কুলোয় না। শ্রীযুক্ত রেড্ডির অনুমান যে প্রায় ছ-সাত লাখ ভারতবাসী মালাই-দেশে বাস করে, এর অর্ধেক আন্দাজ হ'চ্ছে থিতু বাশিন্দে।

চা-পানের মজলিস ভঙ্গের পর, ম্যাজিস্ট্রেট আর কমিশনর সাহেবদের কাছ থেকে আর অভ্যাগতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ ফিরে আসা গেল। সন্ধ্যার পর রবীন্দ্র-সংবর্ধনা-সভার তরফ থেকে এক ডিনারে কবি আর তাঁর সাথীদের আপ্যায়ন ছিল। একে একে এই সভার সভ্যেরা এসে উপস্থিত হ'লেন। চীনা, তমিল হিন্দু খ্রীষ্টান আর মুসলমান, শিখ, ইংরেজ। ডিনারের আয়োজনটি বেশ ছিল। আর ছিল পানের ব্যবস্থাটা; ডিনার ভেঙে গেলে, পরে কবির অসাক্ষাতে, আহৃত নানা পানীয়ের সদ্ব্যবহার কতকগুলি অভ্যাগতের দ্বারা অনেক রাত পর্য্যন্ত চ'লেছিল। এই মালাই-দেশে

দেখ্ছি যে ভোজনের সঙ্গে বা পরে পান করাটা হ'চ্ছে সাধারণ রীতি। ইংরেজদের আদব-কায়দা অনেক কিছুর মধ্যে এটাও এই আভিজাত্য-হীন দেশে একটু বেশী রকমই ঢুকেছে; চীনা, ভারতীয়, ইংরেজ—এরা বেশ দোস্তির সঙ্গে পান-বিষয়ে পরস্পর পাল্লা দিতে লাগ্ল ব'লে মনে হ'ল। ডিনারে মালাক্কার আশপাশ থেকে কতকগুলি ইংরেজ রবারের আর না'রকল বাগানের মালিক এসেছিল। এদের মোটের উপর বেশ ভদ্র ব'লেই মনে হ'ল। খাবার টেবিলে আমার পাশে ব'সেছিলেন একটি ইংরেজ, 'তুআন্, হাজী' অর্থাৎ 'হাজী সাহেব' ব'লে সবাই তাঁকে ডাক্ছিল। লোকটি নিজেই আমায় তাঁর পরিচয় দিলেন, ব'ল্লেন যে তিনি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন ক'রেছেন মক্কায় গিয়ে হজ পর্য্যন্ত ক'রে এসেছেন। আর কিছু ব'ল্লেন না। হঠাৎ কেন মুসলমান হ'তে গেলেন সে প্রশ্ন ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হ'তে পারে মনে ক'রে, আমি স্পষ্ট এঁকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্লুম না; আর একটু মুচ্কে হেসে ভদ্রলোক সে বিষয়ে নিজেও কিছু অবতারণা ক'র্লেন না। ভদ্র ব্যবহারের দ্বারায় এঁকে বেশ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'লে ধ'র্তে দেরি হয় না। শুন্লুম, এঁর সত্যকারের নাম হ'চ্ছে মিস্টার Brunton ব্রাণ্টন্। কার কাছে যেন শুন্লুম, উচ্চ-বংশীয়া একটি মালাই মহিলাকে বিবাহ করার সঙ্গে এঁর ইসলাম-ধর্মগ্রহণ জড়িত আছে। মুসলমান ব'লে পরিচয় দিলেও, পানে বিরতি দেখ্লুম না। সেই রাত্রেই ডিনার খেয়ে অনেক মাইল দূরে তাঁর না'রকল বাগানে তিনি ফির্বেন। আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরের দিন কোনও সময়ে নিরিবিলি দু'-পাচ মিনিট তাঁর আলাপের সুযোগ হ'তে পারে কিনা। কবিকে জিজ্ঞাসা ক'রে সময় স্থির ক'রে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তারপরে তিনি আর দেখা দেন নি।

এই ডিনারে সভাপতি ছিলেন মালাক্কার ম্যাজিস্ট্রেট্ মিস্টার ডড্স্। ভোজনের পরে বক্তৃতার পালা। কবির 'স্বাস্থ্য-পান'-এর প্রস্তাব ক'র্তে উঠে সভাপতি ব'ল্লেন, মালাক্কায় কতকগুলি বিশ্ব-বিখ্যাত বড়ো লোকের পদার্পণ ঘ'টেছিল—যেমন পোর্তুগীস সেনাপতি Albuquerque আল্বুকের্কে, রোমান-কাথলিক প্রচারক সাধু Francis Xavier ফ্রান্সিস্ জাভিয়র, আর ইংরেজ লোকনায়ক আর প্রতিনিধি Sir Stamford Raffles স্টাম্ফর্ড র‍্যাফ্ল্স্—কিন্তু বিশ্বমৈত্রীর বার্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতন ভাবুক কবি

আর শিল্পীর আগমন এদেশে এই প্রথম; আর এই রকম দেশে, যেখানে নানা জা'তে মিলে তাল-গোল পাকিয়ে' একটা নোতুন রাজ্য গ'ড়ে তুল্‌ছে, সেখানে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বার্তা নিয়ে তাঁর মতন চিন্তা-নেতার আসার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে; ইত্যাদি। কবিকে জবাবে কিছু ব'ল্‌তে হ'ল; তাঁর বক্তৃতা হাস্যরসোজ্জ্বল হওয়ায়, after-dinner speech হিসাবে বেশ সময়োপযোগী হ'য়েছিল। তিনি ব'ল্‌লেন যে আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ'—সে নিয়মের ব্যতিক্রম রূপ নাগরিকতা-বিরোধী কাজ তাঁকে ক'র্‌তেই হ'চ্ছে নাচার হ'য়ে। তারপর বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি অল্প-স্বল্প কিছু ব'ল্‌লেন।

এই রকম গোলেমালে সামাজিকতায় মালাক্কায় আমাদের প্রথম দিনটা কেটে গেল।

২৮এ জুলাই, বৃহস্পতিবার

আজকে মালাক্কা শহরটা দেখ্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল সকালে আর দুপুরে। ছোটো শহর। মালাক্কা-নদীর উত্তর ধারে এটি একটি পুরাতন শহর। সরু-সরু গলি নিয়ে চীনা পল্লী, দোকান-পাট। নদীর দক্ষিণ ধারে একটা পাহাড়ের উপরে গভর্নমেণ্ট-হাউস আর পুরানো কেল্লার ভগ্নাবশেষ। একটি মাদ্রাজী মুসলমান মণিহারির দোকান আবিষ্কার করা গেল, তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্ থেকে শহরে যাবার রাস্তায়, শহরে ঢুক্‌তে, সেখানে হরেক রকমের মালাই আর চীনা কাজের curio বা পুরাতন টুকিটাকি জিনিস দেখা গেল, আজ আর কাল দু' দিন ধ'রে তার জিনিস-পত্র ঘেঁটে-ঘেঁটে আমরা কতকগুলি সুন্দর চীনা আর মালাই জিনিস সংগ্রহ ক'র্‌লুম। দুটি পিতলের চীনা পু-তাই মূর্তি, আর একটি চীনা জালিকাটা-পিতলের চৌকো table-top, টেবিল অলংকার, তাতে অতি সুন্দরভাবে বাঁশ আর অন্য গাছের উপবনের মধ্যে চীনা কবি আর গায়ক-বাদকের দলের চিত্র খোদাই করা আছে,—এগুলি আমি সংগ্রহ ক'র্‌লুম। ভদ্র চীনা পাড়া দিয়ে ঘুরে যাওয়া গেল, বাড়ির সামনে কাঠের সাইন্-বোর্ডে—সোনালি বা লাল বা কালো জমির উপর চমৎকার ভাবে অন্য রঙে লেখা মস্ত-মস্ত চীনা অক্ষর—তাতে গৃহস্বামীর নাম আর পরিচয় দেওয়া; বাড়ির সাম্‌নেটায় একটু বারান্দা; তারপরেই একটি ঘর,

তাতে দরজার সামনেই, নানা চিত্র-বস্তুতে ভরা এক টেবিলের উপরে পরিবারের মৃতদের আত্মার প্রতীক হিসাবে কাঠের ছোটো-ছোটো নাম-ফলক, বেদির উপর দেবতাদের মূর্তির মতন, কাঠের পাদ-পীঠের উপর খাড়া করা র'য়েছে। শ্রীশ-বাবুদের আপিস দেখ্‌লুম,—মালাক্কা-নদীর ধারে কাঠের বাড়ি, চীনা আর মাদ্রাজী কেরানিতে বেশ একটা ক্ষিপ্র কর্ম-তৎপরতার ভাব—এরা চীনা আর তমিল মক্কেলদের দেখ্‌ছে। শ্রীশ-বাবু ক'ল্‌কাতার এক বিখ্যাত ব্যবহারজীবের আইনের বইয়ের সংগ্রহ কিনেছেন, সেই-সব বই এসেছে, তাদের রক্ষণের ব্যবস্থা ক'র্‌ছেন।

দুপুরে গুহ-গৃহে আমাদের আহার হ'ল, গুহ-মহাশয় আর দত্ত-মহাশয়ের সহধর্মিণীদের তত্ত্বাবধানে। পূরা ভারতীয় আর বাঙালী আহার হ'ল। আহারান্তে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'র্‌তে হ'ল। তারপরে বেলা সওয়া-তিনটায় Muar মূআর্‌ যাত্রা।

ব্রিটিশের খাস এলাকা মালাক্কা-জেলা ছাড়িয়ে' দক্ষিণে Johore জোহোর রাজ্যের অধীনে মূআর-নদীর মুখের কাছে একটি ছোটো শহর গ'ড়ে উঠেছে, তারও নাম মূআর, এটি একটি প্রবর্ধমান বাণিজ্য-কেন্দ্র। চীনা আর তমিলদের বাস এখানে খুব। এখানকার লোকেরা কবিকে তাদের মধ্যে পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে শ্রীশ-বাবুর একটি আপিস আছে, শ্রীযুক্ত সুধীর দাস এই আপিসের কাজ-কর্ম দেখেন। মোটরে ক'রে আমরা রওনা হ'লুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মূআর পৌঁছানো গেল, তারপর খেয়া স্টীমারে ক'রে মোটর-শুদ্ধ নদী পেরিয়ে' ওপারে যাওয়া গেল। মালাই-দেশের এই রাস্তাগুলি অতি সুন্দর, আর এই রাস্তার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ থেকে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। পথে আমরা কতকগুলি মালাই 'কাম্পঙ্‌' অর্থাৎ গ্রাম বা পল্লী দেখ্‌লুম, তাঞ্জঙ্‌-ক্লিঙ্‌-এর পথের মালাই পল্লীটির মতোই শ্রীসৌন্দর্য্য-সম্পন্ন। অনেক বাড়ির সংলগ্ন কাঠের মোটর 'গারাজ' বা মোটরের ঘরও আছে, গৃহস্থদের অনেকেই যে মোটর রাখ্‌বার মতো অবস্থার, তা বুঝ্‌তে পারা গেল।

মূআরে আমরা ঘণ্টা দুই ছিলুম। এখানে বেশ বড়ো একটা চীনা ইস্কুল আছে, তাতে চীনা ছেলেদের ইংরেজি শেখানো হয়, আবার খাঁটি চীনে' করবার জন্য চীনাও শেখানো হয়। এইরকম ইস্কুলের কথা আগে ব'লেছি।

এই ইস্কুলে আমাদের আগে নিয়ে গেল। এখানে স্থানীয় শিক্ষিত আর বিশিষ্ট চীনা জনগণের সঙ্গে বৈকালী চা-ভোগ ক'রতে হ'ল, ফোটো তোলাতেও হ'ল, কবিকে শিষ্টালাপ ক'রতে হ'ল। সুন্দর চীনা হরফে লেখা কারুকার্য্য-খচিত একটি অভিনন্দন-পত্র কবিকে দেওয়া হ'ল। তারপর স্থানীয় চীনা সিনেমা থিয়েটারে এসে মুআরের সমাগত অধিবাসী, মালাই, ইংরেজ, চীনা, আর ভারতীয়দের কাছে কবির বক্তৃতা। মুআর জোহোর-রাজ্যের অধীনস্থ স্থান; এখানে জোহোরের সুলতানের ছেলে, যাঁর উপাধি হ'চ্ছে Tungku 'টুংকু', তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি এই বক্তৃতা-সভায় সভাপতি হবেন কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থ হ'য়ে পড়াতে তিনি আস্তে পার্লেন না, স্থানীয় মালাই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বদলে এলেন। কবি বক্তৃতা দিলেন, পরে তাঁর বক্তৃতা চীনাতে আর বন্ধুবর আরিয়ম্ কর্তৃক তমিলে অনূদিত হ'ল। প্রভূত সংবর্ধনার সঙ্গে মুআর থেকে বিদায় নিয়ে, নদী পেরিয়ে' আমরা আবার মালাক্কা তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্ অভিমুখে যাত্রা ক'র্লুম। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্ছে, না'রকল গাছের মাথার উপর সূর্য্যাস্তের রঙের সমাবেশ মুগ্ধ-নেত্রে দেখ্তে-দেখ্তে বাসায় ফেরা গেল। মালাক্কার উত্তর-পূর্বে Jasin জাসিন শহরে আরিয়মের এক আত্মীয়ের বাড়ি; আত্মীয়টি ডাক্তার, ঐ দেশেই বসবাস ক'রেছেন। আরিয়ম্, সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবুকে সেখানে নিয়ে গেলেন, এঁদের মালাই থিয়েটার দেখাবেন ব'লে। কবির সঙ্গে আমি তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ র'য়ে গেলুম; শচীন-বাবু আর শ্রীশ-বাবু এলেন, বেশ আলাপ আলোচনায় আড্ডা জমানো গেল। আরিয়মেরা অনেক রাত্রে জাসিন থেকে ফির্লেন।

কবির আগমনে স্থানীয় তমিল চেট্টিদের খুব-ই উৎসাহ দেখা গেল। এঁরা আজ সকাল থেকে দলে-দলে আস্তে লাগ্লেন, কবির দর্শনের জন্য। এক এক মোটরে ৫।৬ জন ক'রে আসেন, সঙ্গে থালায় আর বারকোষে প্রচুর ফল, মিছরি আর এলাচ প্রভৃতি নিয়ে। গায়ে কারো জামা আছে কারো বা নেই, সুন্দর সুঠাম কৃষ্ণবর্ণ দেহ, কণ্ঠে সোনা-বাঁধানো রুদ্রাক্ষ, কানে হীরার কানফুল, হাতে সোনার বালা, মাথায় উড়ে-খোঁপা, গায়ে বা কোমরে জড়ানো জরীপাড় ধব্ধবে' চাদর, খালি পা বা চামড়ার চপ্পল-মণ্ডিত পা, প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি চেট্টিরা। খোলা বারান্দায় চেয়ারে ব'সে রবীন্দ্রনাথ লিখ্ছেন কি প'ড়্ছেন, এঁরা এসে পরম ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে, ফল প্রভৃতি তাঁর সাম্নে

দিতে লাগ্‌লেন। আরিয়ম্‌কে দোভাষীর কাজ ক'র্‌তে হ'চ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের দু-একটি শিষ্টালাপ-যুক্ত বচন শুনেই তাঁরা খুশী হ'য়ে চ'লে যাচ্ছেন। আজকের দিন, আর কাল, দু'দিন চেট্টিদের উপহৃত ফলে আমাদের ঘরের টেবিল ভ'রে গেল—কলা, আনারস, রাম্বুতান, মাঙ্গোস্তীন, লিচু, আপেল, আঙুর, কমলালেবু, আর মিছরি বিস্তর জড়ো হ'ল। মালাক্কা ত্যাগ ক'রে আস্‌বার সময় যথেষ্ট সঙ্গে নিয়েও বাকী চীনা খানসামা আর চাকরদের ভোগের জন্যে রেখে দিয়ে যেতে হ'ল। এই যে চেট্টিরা তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌বার জন্য ফলের রাশি নিয়ে উপস্থিত হ'চ্ছিলেন, এঁরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। তবে, রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়েছেন, তিনি এঁদের মতন আচার-যুক্ত নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু নন, এটা এঁরা জানেন, শুনেছেন, দেখেছেন; কিন্তু তিনি যে ভারতের সংস্কৃতির, ভারতের চিন্তার আর আধ্যাত্মিকতার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা, এটা এঁরা অস্পষ্ট-ভাবে হ'লেও বুঝেছেন, আর সেই বোঝার দরুন এঁরা তাঁদের সামাজিক আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান-আর রীতি-মূলক অন্ধ সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে, রবীন্দ্রনাথকে সপ্রণাম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'র্‌তে এসেছেন।

২৯এ জুলাই, শুক্রবার

আজকে প্রায় সমস্ত দিনটা তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ ব'সে-ব'সেই কাট্‌ল। মাঝে আমরা একবার শহরে ঘুরে এলুম। তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এর বারান্দা একেবারে সমুদ্রের ধারে—খানিকটা সিকতাভূমি, তার মধ্যে-মধ্যে না'রকল গাছ দু-চারটে, আর তার পরে সমুদ্র। বারান্দায় ব'স্‌লে হাওয়ায় যেন মাঝে-মাঝে উড়িয়ে' নিয়ে যায়। মেঘ-মুক্ত আকাশ, দূরে মাছ ধ'র্‌ছে মালাই জেলেরা, বালির উপর মালাই ছেলেরা ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে, খেলা ক'র্‌ছে, ঝিনুক কুড়োচ্ছে; আর কিছু দূরে নীল সাগর, নীল আকাশের নীচে—সমস্ত দৃশ্যটা খুব-ই উপভোগ্য। সারা সকালবেলা ক্রমাগত কবিদর্শনেচ্ছুদের আগমন—চেট্টিদের বিশেষ ক'রে। চেট্টিরা আসে, কবিকে দেখে প্রণাম ক'রে চলে যায়—ইংরেজি জানে না, অতএব বেশ একটা সেকেলে ভদ্রতা এদের সব ব্যবহারে সব কথায় পরিস্ফুট। একটি ইংরেজি-শিক্ষিত তমিল যুবক, ঘোর কালো রঙে নিখুঁত-ভাবে সাহেব সাজা, সে এই রকম একদল চেট্টির পাণ্ডা হ'য়ে কবিকে দর্শন

করিয়ে' দেবার জন্য তাদের নিয়ে আসে তাঞ্জঙ্-কিঙ্-এ। একে একটি অল্প বয়সের ছোক্‌রা ব'ল্‌লেও হয়। সপ্রতিভ, 'স্মার্ট';—খালি গায়ে ছাইয়ের বিভূতি মাখা রুদ্রাক্ষ আর সোনার তাড় পরা চেট্টিদের সঙ্গে এক জাতির হ'লেও, তার ইংরেজি ভাষায় আর সাহেবী পোষাকের দৌলতে সে যে নিজেকে এদের চেয়ে একটু উঁচু ধাপের জীব ব'লে মনে করে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। চেট্টিরা নিজেরা যখন দেখা ক'র্‌তে আসে, এসেই চট্‌পট কবির দর্শন সেরে ফেলে চ'লে যাবার তাগিদ নিয়ে আসে না; রবীন্দ্রনাথ লেখায় কি অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত থাক্‌লে, এরা প্রসন্নচিত্তে তাঁর সুবিধার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু এই ছোক্‌রার সময়ের মূল্য বোধ হয় একটু বড়ো বেশী ছিল, সে এসেই ঘড়ি খুলে "সতেরো মিনিট মাত্র র'য়েছে সময়"-গোছ ব্যস্ততা দেখাতে অরম্ভ ক'র্‌লে। উপর-উপর একটু ইংরেজি পালিশের ঝাঁজটা অনেক সময়ে নিজেকে উৎকট-ভাবে প্রকট ক'রে থাকে। আর এই প্রকারের আভিজাত্য-বিহীন আর শালীনতা-বিহীন দিগ্‌বিজিগীষুদের অহমিকাপূর্ণ ভাব অনেক সময়ে যেমন কৌতুককর তেমনি করুণ লাগে। চেট্টিরা নির্বাক্, তারা তো আর ইংরেজি জানে না, সাহেব-সাজা স্বজাতীয় পাণ্ডাটিকে অবলম্বন ক'রে এসেছে মাত্র। ইতিমধ্যে আরিয়ম্ এসে ছোক্‌রাকে তার মাতৃভাষা তমিলে দু'চার কথা বলায়, সে তুষ্ণীভাব অবলম্বন ক'র্‌লে—চেট্টিরা যথা-রীতি রবীন্দ্র-দর্শন ক'রে আনন্দিত হ'য়ে চ'লে গেল। চেট্টিদের আর এক দল এসে রবীন্দ্রনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তিনি যাতে দয়া ক'রে একবার তাদের মন্দিরে আসেন। তাঁর হ'য়ে চেট্টি-মন্দিরে ঘুরে আস্‌বার ভার আমার উপরে প'ড়্‌ল—স্থির হ'ল, আমি বিকালে বা সন্ধ্যার দিকে গিয়ে তাঁদের মন্দির দর্শন ক'রে আস্‌বো। তাঁদের মন্দিরে গিয়েও ছিলুম। বিস্তর দেব-মূর্তিতে ভরা শিবের মন্দির। যখন যাই, তখন সবে সন্ধ্যার আরতি শেষ হ'য়েছে। মন্দিরের আঙিনায় তমিল আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে পূজাদর্শনার্থী কতকগুলি চীনাম্যানেরও ভীড়। মন্দিরে বিস্তর সম্পত্তি আছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কেউ-কেউ বেশ ইংরেজি জানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গের লোক ব'লে জান্‌তে পেরে আর ব্রাহ্মণ ব'লে আমার পরিচয় পেয়ে, তারা সমাদর ক'রে মন্দিরের সমস্ত ব্যবস্থা, সংলগ্ন ধর্মশালা, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি, দেবতার রত্নাদি, সব দেখালে। একজন পুরোহিত আমার কল্যাণের জন্য বিশেষ ক'রে কতকগুলি

মন্ত্র প'ড়্‌লে, মহাদেব আর কার্ত্তিকেয়ের পিত্তল-মূর্তির সাম্‌নে। মন্দিরের রাস্তাতেই কাছাকাছি মালাইদের একটি মস্‌জিদ আছে। বলা বাহুল্য, মন্দিরের সঙ্গে মস্‌জিদের কোনও গোলমালের কথা এদেশে এখনও শোনা যায় নি।

দুপুরে গুহ-মহাশয়ের বাড়ি থেকে আমদের জন্য আহার্য্য এল'। সস্ত্রীক শ্রীশবাবু আর শচীন-বাবুও এলেন। আহারের পরে গানে গল্পে দুপুরটা কাট্‌ল। বিকালের দিকে আরও চেট্টিদের আগমন। আজকের অনুষ্ঠান ছিল দু'টি। একটি, বিকাল সাড়ে-চারটেয় স্থানীয় ভারতীয় আর চীনাদের মহলে কবির অভিভাষণ; আর দ্বিতীয়টি, সন্ধ্যায় স্থানীয় রোমান-কাথলিক ইস্কুল St. Francis Institution গৃহে কবির বক্তৃতা। চীনাদের একটি ক্লাব-গৃহে বিকালের সভাটি হয়; চীনা, ভারতীয় তমিল গুজরাটী আর শিখদের খুবই ভীড় হ'য়েছিল। সন্ধ্যার সভায় শ্রীযুক্ত ক্রাইটন সভাপতি ছিলেন। তিনি কবির প্রশস্তি-বাচক একটি বক্তৃতা দেন। কবিকে একজন চীনা ভদ্রলোক মালা পরিয়ে' দেওয়ার পরে তিনি তাঁর বক্তব্য বলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ আর উদ্দেশ্য যে পৃথিবীতে তাবৎ জাতির-ই, এই ছিল আলোচ্য বিষয়। বক্তৃতাটিতে মালাক্কার প্রায় সকল শিক্ষিত লোকের সমাগম হ'য়েছিল।

সন্ধ্যের পরে আবার তাঙ্গঙ্-ক্লিঙ্-এ বন্ধু-সম্মেলন, আর এইরূপে মালাক্কায় আমাদের তৃতীয় দিনের অবসান।

৩০এ জুলাই, শনিবার

আজকে আমাদের মালাক্কা ত্যাগ করে যাবার দিন। সকালে জিনিস-পত্র গুছিয়ে' বেঁধে ঠিক হ'য়ে রইলুম। আজও কবিদর্শনার্থীদের আগমন। বেলা দেড়টায় বেরুনো গেল—২০।২৫ মাইল উত্তরে Tampin তাম্‌পিন পর্য্যন্ত মোটরে গিয়ে, সেখান থেকে মেন্‌-লাইনের ট্রেন ধ'রে Kuala Lumpur কুআলা-লুম্পুরে যেতে হবে। বন্ধুরা কেউ-কেউ তাঙ্গঙ্-ক্লিঙ্-এ এলেন। মালাক্কা থেকে তাম্‌পিন পর্য্যন্ত মোটর-পথটি সুন্দর। উঁচু পথ—খুব নীচু দেশের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। দু-ধারে ক্রমাগত রবারের বাগান, আর না'রকল বাগান,—খালি ঘন সবুজের সৌন্দর্য্য। মাঝে-মাঝে রাস্তায় দু-একটি চীনা মুদীর বা খাবারওয়ালার দোকান, আর ভারতীয় কুলিদের লাইন বা বস্তি,—

এক-একটি তমিল পল্লী ব'ল্‌লেই হয়। তাম্‌পিনে পৌঁছে' স্থির হ'ল যে ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু, শচীন-বাবু আর সুধীর-বাবুর সঙ্গে সোজাসুজি মোটরে ক'রেই কুআলা-লুম্পুরে যাবেন, আর কবি, আরিয়ম্‌ আর আমি ট্রেনে ক'রে যাবো। কুআলা-লুম্পুর পর্য্যন্ত, আমাদের সঙ্গে চ'ল্‌লেন শ্রীশ-বাবু, তাঁর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা, আর শচীন-বাবু আর তৎপত্নী। তাম্‌পিন স্টেশনে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, ইনি এখানে একটি কাঠের কারবারে কেরানীর কাজ করেন, কবির গমন হবে তাম্‌পিনের পথে, তাই তাঁকে দেখ্‌তে এসেছেন।

মালাক্কার পাট চুকিয়ে', কুআলা-লুম্পুরের দিকে এইরূপে আমরা অগ্রসর হ'লুম।

॥ ৯ ॥

কুআলা-লুম্পুর যাত্রা—চীনা ক্লাব—'রোঙ্গেঙ্‌' নাচ

৩০এ জুলাই, তাম্‌পিন থেকে কুআলা-লুম্পুর। রেল-পথ উঁচু-নীচু পাহাড়ে' দেশের ভিতর দিয়ে, আবার কতকটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই পথ মনোহর। তাম্‌পিন স্টেশনেই বুঝ্‌লুম, আর পথের ধারের প্রত্যেক স্টেশনেই সেটা দেখ্‌লুম, এদেশের রেল-পথের সেবক—রেলের কর্মচারী, কারিগর, কুলি-মজুর, প্রায় সব-ই ভারতবাসী। চাকরি কর্‌বার জন্য এত লোকও এদেশে এসেছে ভারতবর্ষ থেকে! আমাদের দেশের লোকের তুলনায় চীনারা কত কম চাকরিজীবী! কতটা স্বাধীনবৃত্ত তারা!

বর্মায় একজন বর্মী ভদ্রলোক, ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তার অবজ্ঞা জানিয়ে' ব'লেছিল যে, ভারতবাসীরা এতই নিম্ন স্তরে প'ড়ে আছে যে, চেহারায়, দারিদ্র্যে, আচারে ব্যবহারে they spoil the landscape—তারা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে তাকে খারাপ ক'রে দেয়। বাস্তবিক-ই, শস্তা বিলাতি চ্যাব্‌ড়েবে' রঙের ছিটের সাড়ী বা ঘাগ্‌রা পরা, নাক-কান ফুঁড়ে একরাশ রুপোর বা কাঁসার গয়না পরা, সমস্ত ভঙ্গীতে একটা দারিদ্র্য-জনিত কুরুচি ফুটে উঠেছে, এ-রকম ভারতীয় মেয়ে আর পুরুষকে এই সুন্দর দেশে সৌষ্ঠবশালী মালাই—বা বর্মাদেশে বর্মী—মেয়ে-পুরুষদের পাশে, এমন-কি সুদৃঢ়, স্বাধীনতার মূর্তি চীনাদের পাশে, কতটা নগণ্য কতটা খেলো দেখায়! ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে দেখা যায়, যেখানে ভারতবাসী জনসাধারণ এসেছে সেখানেই ভারতের সেই অপরিসীম দারিদ্র্যের চিত্র স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে আর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বা উপবিষ্ট অন্য জাতীয় লোকেদের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্নের মতন দেখা দেয়। ভারতবর্ষ যে এককালে কত বড়ো ছিল, ইন্দোচীনে আর ইন্দোনেসিয়ায় এসে, স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব না দেখ্‌লে তা অনুমান ক'র্‌তে বা অনুভব ক'র্‌তে পারা যায় না; আর আধুনিক ভারতবর্ষ যে কত হীন, কত অসহায়, কত পতিত, তাও এই-সব উপনিবিষ্ট অতি মামুলী ভারতীয় লোকেদের, চীনা বা মালাই, শ্যামী বা যবদ্বীপীয়দের পাশে

না দেখ্‌লে কল্পনা করা যায় না। স্টেশনে তমিল স্টেশন-মাষ্টার, তমিল কেরানী, শিখ ইঞ্জিনের-কারিগর, কচিৎ শিখ ঠিকাদার—আর অস্থিচর্ম্মসার চেহারার তমিল কুলি, পরিধানে শতছিন্ন ক্লেদলিপ্ত গেঞ্জি আর কটীবস্ত্র বা ময়লা লুঙ্গি, মাথায় হয়-তো ঝুঁটি-বাঁধা চুলের উপরে এক টুকরা লাল কাপড় জড়ানো নয়-তো একটা ময়লা ফেল্ট হ্যাট—কানে মাকড়ি প্রায় সবার আছে, কারো বা নাকও বেঁধানো। মালাই-দেশের সমস্ত রেল-পথ আর মোটরের পথ গ'ড়ে তুল্‌ছে এই ভারতীয় কুলিরা। এই-সব সুন্দর-সুন্দর রাস্তায় আমরা বিশ পঞ্চাশ মাইল ক'রে পথ মোটরে বেড়িয়েছি, পরিষ্কার সমতল রাস্তা, যেখানে-যেখানে মেরামত হ'চ্ছে দেখেছি সেখানেই ভারতীয় কুলি। একবার আমাদের সঙ্গে ঐ দেশে উপনিবিষ্ট একজন স্থানীয় তমিল ভদ্রলোক ছিলেন। মালাই-দেশের রাস্তার আর তার দু-ধারের না'রকল-কুঞ্জের আর রবারের বাগানের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ক'র্‌তে, তিনি হঠাৎ একটু sentimental বা ভাব-বিলাসী হ'য়ে, গলার স্বরে বিশেষ একটা ঐকান্তিকতা আর একটা গর্ব-ভাব এনে, থিয়েটারি ঢঙে হাত নেড়ে আমায় ব'ল্‌লেন—"আমার দেশের লোক! এরাই তো এদেশে সভ্যতা এনেছে। এই জঙ্গলের দেশের নানা অংশে lines of communication বা গমনাগমন-পথ এরাই তো বানিয়েছে! জানেন, ডক্টর, এই সব বড়ো-বড়ো সড়কের প্রতি ইঞ্চি আমার জা'তের লোকেই তৈরী ক'রেছে।" ভাব-জগতে তথা বাস্তব সভ্যতায় পৃথিবীকে ভারতের দান সম্বন্ধে, ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন কালে এই-সব দেশে কি আশ্চর্য্য স্পর্শমণির কাজ ক'রেছিল, সেই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছিলেন; সঙ্গের ভদ্রলোকটি কাগজে সেই-সব কথা প'ড়ে, তাঁর ভারতীয় স্বাজাত্য-বোধ সম্বন্ধে খুব-ই সচেতন হ'য়ে উঠেন, খুব-ই গৌরব আর গর্ব অনুভব করেন; তাই রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ একজনকে পেয়ে, আধুনিক কালেও বহির্ভারতে ভারতীয়দের কৃতিত্বের আর তাদের glorious destiny বা দেবতাদিষ্ট গৌরবময় ভবিষ্যতের এই পরিচয় দিয়ে, একটু আত্মহারা ভাব দেখিয়ে' ফেল্‌লেন। কিন্তু ভারতের প্রাণশক্তি যখন অটুট ছিল, সেদিনকার ভারতের সংস্কৃতিবাহী মূর্তি কোথায়, আর কোথায় বা অন্নাভাব-পীড়িত, সামাজিক অত্যাচারে আর অবিচারে জর্জরিত আর পরাধীনতা-ভারে নিপিষ্ট, বিদেশে বৈদেশিক প্রভুর দাস ভারতীয় কুলি—মূর্তিমান্ দাস্য, অজ্ঞতা, নিঃস্বতা, কুসংস্কার; তাম্রখণ্ডের বিনিময়ে দেহের রক্ত জল ক'রে, তার এই

বিদেশী ধনিকের বাণিজ্য- বা বিলাস-যান গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করা—এ জিনিসকে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার-ফল কল্পনা করাকে একটি অদ্ভুত, হাস্য- ও করুণ-রস-পূর্ণ ট্রাজেডি ব'লে আমার কাছে মনে হ'তে লাগ্‌ল। এ যেন ভারতের চা-বাগানের কুলির পরিশ্রমের দ্বারা অর্ধেক জগৎকে চা খাওয়ানো, আর ফ্রান্সে, ইরাকে বা চীনদেশে ইংরেজ-জাতির সুবিধার জন্য ভারতীয় সেপাইদের প্রাণ দেওয়াকে ভারতের শাশ্বত আত্মার আর আধুনিক ভারতের জনগণের এক অভিনব দান আর অভিনব বিকাশ ব'লে গর্ব অনুভব করা।

কুআলা-লম্পুরের পথে Negri Sembilan নেগ্‌রি-সেম্বিলান্ রাজ্যের রাজধানী Seremban সেরেম্বান পড়ে। এখানে আমাদের এ যাত্রায় নামা হ'ল না। স্টেশনে বিস্তর লোকসমাগম হ'য়েছিল। কবিকে মাল্যদান ক'র্‌লে; তাঁকে গাড়ি থেকে নেমে আর সকলের সঙ্গে ছবি তোলাতে হ'ল। স্থানীয় বাঙ্গালী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত এন্-এস্ নন্দী মহাশয় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, ইনি কুআলা-লুম্পুর অবধি আমাদের সঙ্গে যাবেন। আর এইখানেই কুআলা-লুম্পুর থেকে এসে উপস্থিত হ'লেন, ঐ স্থানের বাঙ্গালী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত মনোজেন্দ্রনাথ মল্লিক, আর একটি সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত B. Tallala বি. তালালা; এঁরা এখান থেকে কুআলা-লুম্পুরের লোকেদের তরফ থেকে কবিকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন। ক'ল্‌কাতায় মনোজ-বাবুর পিতার সঙ্গে কবির পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনিও আগে থাক্‌তেই কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কুআলা-লুম্পুরে এঁর আপিস আছে, সেরেম্বানের নন্দী মহাশয় এঁর সঙ্গে মিলে কাছ ক'র্‌ছেন। কুআলা-লুম্পুরে অবস্থান-কালে মনোজ-বাবুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হ'য়েছিল, আর ঐ স্থানে তাঁর সদানন্দ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রতিপত্তি দেখে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রেছিলুম। শ্রীযুক্ত তালালা সিংহলী বৌদ্ধ ভদ্রলোক, কুআলা-লুম্পুরে বাড়ি, স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, ভারতবর্ষে বেড়িয়ে' এসেছেন, শান্তি-নিকেতনে গিয়ে কবিকে দর্শন ক'রে এসেছেন, বিনয়ী ভদ্র সুজন, শান্তি-নিকেতনের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে এসেছেন।

সেরেম্বানে উঠ্‌ল আমাদের সহযাত্রী হ'য়ে একটি তমিল ছেলে, বছর আঠারো কুড়ি বয়স হবে, খর্বাকার, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল বুদ্ধিমান্ মূর্তি, নামটি তার সভাপতি তুরৈসিংহরাজন্। এর বাড়ি সিংহলে জাফনায়, কিন্তু বছর কতক

থ'য়ে এদেশে বাস ক'র্‌ছে, এর আত্মীয়েরা এখানে আছে, এই খানেই থিতু হ'য়ে ব'সে যেতে পারে। সেরেম্বানের একটি ইস্কুলে মাষ্টারি করে—গভর্নমেণ্ট ইস্কুল, সরকারী চাকরি। কুআলা-লুম্পুরের আরও উত্তরে Ipoh ইপোঃ শহরে মালয়-দেশের শিক্ষকদের একটা সম্মেলন হবে, সেই উপলক্ষ্যে যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। ছোক্‌রার খুব আগ্রহ আর ইচ্ছা ভারতের ইতিহাস আর বহির্ভারতের সভ্যতার বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করে। C. F. Andrews সী-এফ্‌. এণ্ড্রুস্‌ সাহেবের সঙ্গে সিংহলেই দেখা-সাক্ষাৎ করে। সংস্কৃতি-বিষয়ে সিংহল যে ভারতেরই অংশ, আর ভারতের সঙ্গে সিংহলের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা যে অনুচিত, এই বিষয় অবলম্বন ক'রে দু'চারটি প্রবন্ধও লিখেছে। মালাই-দেশের বিবরণ আর ইতিহাস, আর সেখানে ভারতীয়দের কীর্তি ইত্যাদি নিয়ে লেখা একখানা ইংরেজি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমায় দেখালে। ব'ল্‌লে, ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে-ই মালাই জাতির নাড়ির টান আছে, এই কথা অবলম্বন ক'রে যাতে ভারতীয়দের সঙ্গে মালাইদের সৌহার্দ্য আরও বাড়ে এই মতলবে পত্র-পত্রিকায় চিঠি আর প্রবন্ধও লিখেছিল; কিন্তু মালাইদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বেশী উৎসাহ পায়নি, বরং বিরূপ ভাবই পেয়েছে। ভারতবাসীরা মালাইদের দেশে গিয়ে দেশটায় উপনিবেশ স্থাপন ক'র্‌ছে—মালাইরা নানা বিষয়ে হ'ঠে যাচ্ছে, শিক্ষিত বহু মালাইয়ের মনে সেইজন্য ভারতীয়দের প্রতি একটা প্রতিযোগিতা-জনিত বিরোধ-ভাব আছে। চীনাদের সম্বন্ধেও আছে। দুরৈসিংহরাজন্‌-এর লেখার প্রতিবাদ ক'রে Anak Negri 'আনাঃ-নগরী' বা 'দেশ-সন্তান' এই ছদ্ম-নামে একজন মালাই ভদ্রলোক প্রবন্ধ লেখেন, বলেন, এ সব-কথা, যে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গেই মালাইদের যোগ আছে, এ-সব হ'চ্ছে বাজে কথা, খালি ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্যে এই-সমস্ত কথার অবতারণা,—মালাইদের উচিত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যা আছে তাকেই অবলম্বন ক'রে থাকা। দুরৈসিংহরাজন্‌ ছোক্‌রা আমায় ব'ল্‌লে যে, সে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশুনা ক'র্‌তে চায়, প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ক'র্‌তে চায়। তার সঙ্গে কুআলা-লুম্পুরে আর ইপোঃতে রোজই দেখা হ'ত। ছেলেমানুষ কি না, তায় আবার কল্পনাশক্তি প্রবল, একেবারে গবেষণা করার দিকে বড়ো উৎসাহ। শেষটা ঠিক হ'ল যে, একটু পড়া-শুনো ক'রে তারপর ভবিষ্যতে যাবে শান্তিনিকেতনে। যা-হোক্‌, কুআলা-লুম্পুরের পথে অনেকটা

সময় এর সঙ্গে গল্প ক'রে, মালাই-দেশে ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে নানা টুকিটাকি খবর সংগ্রহ ক'রতে-ক'রতে কাটিয়ে' দেওয়া গেল।

বিকাল পাঁচটার দিকে গাড়িতেই বৈকালী চা-সেবা হ'ল। তাম্‌পিন থেকে কুআলা-লুম্পুর, সারা দেশটায় ছোটো-ছোটো পাহাড়। Kajang কাজাঙ্ শহর পেরিয়ে' যাওয়া গেল, এখানকার স্টেশনেও লোকের ভীড়। এর পরে, এই অঞ্চলে রেল-পথের ধারে টিনের খনি দেখা গেল। পাহাড়ে' জমি, দূরে দূরে সব খনির কলের উঁচু-উঁচু কাঠের তৈরী বিরাট্ scaffolding বা ভারা, আর কল-ঘর, ধোঁয়ার চিম্‌নি। গভীর খনির খাদ থেকে টিন্-মিশ্র পাথরের চাবড়াগুলিকে ছোটো-ছোটো মালগাড়ি ক'রে টেনে উপরে তোল্‌বার জন্যে ঢালু রেল-পথ উঠেছে, অনেকটা লম্বা, কাঠের ভারার উপরে তৈরী রেল পথ। মাঝে-মাঝে টিন্-পাথরের গুঁড়োর ঢিপি, লাল পাহাড়ে' জমির গা কাটা, আর মাঝে-মাঝে দু-চারটে ডোবা আর পুখুর, এই শক্ত-মাটি পাহাড়ে' জমির মধ্যে। গাছপালার বেশী আধিক্য নেই; পৃথিবী এখানে শ্যামল শস্যের বদলে কঠিন ধাতু দিচ্ছে ব'লে, তার বাহ্য রূপটিও যেন এখানে কোমলতা-বিহীন ক'রে নিয়েছে—সাদা আর লাল, পাথুরে'। ক্বচিৎ চীনা কুলিদের কুটীরের আশপাশে একটু-আধটু শস্যক্ষেত্র। টিন্-খনিতে কাজ করে চীনা কুলিরা। মালাই তো নেই-ই; আর ভারতীয় কুলি, খুবই কম একাজ পরিপাটী-রূপে কর্‌বার উপযুক্ত সামর্থ্য পোষণ করে। মালাই-দেশের টিনের খনিগুলি চীনাদের একচেটে'—কোথাও-কোথাও বা মালিক হিসাবে, আর সর্বত্রই পরিচালক আর শ্রমিক হিসাবে। এ অঞ্চলে ইংরেজ, ডচ্, পোর্তুগীসদের আস্‌বার আগে থাক্‌তেই চীনারা এ দেশে এসে মালাই রাজাদের কাছ থেকে খনি খুঁড়ে টিন্ বা'র ক'রে চালান দেবার অধিকার কিনে নিত; Perak পেরাঃ রাজ্যে চীনা টিন্-ওয়ালারা বেশ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছিল, Taiping তাই-পিঙ্ ব'লে একটা চীনা শহরেরও পত্তন ক'রেছিল। এ অঞ্চলে চীনারাই সংখ্যাধিক্যে সব-চেয়ে বেশী—মালাইদের চেয়ে, ভারতীয়দের চেয়ে। ইপোঃতে আমাদের একটা টিনের খনির ভিতরে গিয়ে সব পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল। সে-সম্বন্ধে পরে ব'ল্‌বো। কুআলা-লুম্পুরের পথে আমাদের রেল চ'লেছে, সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে' আস্‌ছে। দলে-দলে নীল পোষাক পরা চীনা কুলি, সারা দিন খেটে ঘরে ফির্‌ছে। জামা অনেকের গায়েই নেই, অনেকের অঙ্গে খালি একটা ক'রে

নীল কাপড়ের জাঙিয়া। মাথায় বাঁশের তৈরী চওড়া টোকা। অনেকে পুখুরের বা বাঁধের লাল ময়লা জলে নেমে স্নান ক'র্‌ছে। এদের খোলা হাসি, আর সুদৃঢ়পেশীযুক্ত সবল দেহ দেখে আনন্দ হয়। ভারতীয় কুলিদের কঙ্কালসার দেহ আর গরানের খুঁটির মতন পেশীহীন মাংসহীন হাত-পায়ের কথা মনে হ'ল।

সন্ধ্যা সাড়ে-ছটার দিকে কুআলা-লুম্পুরে পৌছুলুম। স্টেশনে ভীষণ ভীড়। শহরের সমস্ত ভারতীয় যেন ভেঙে প'ড়েছে স্টেশনে। তমিলদের সংখ্যাই বেশী। শিখ আর অন্য জা'তও কিছু-কিছু আছে। এই শহরটি হ'চ্ছে Selangor সেলাঙর রিয়াসতের রাজধানী। সেলাঙর রিয়াসতের লোকসংখ্যা চার লাখের কিছু উপর, তার মধ্যে একলাখ সত্তর হাজার চীনা, একলাখ বত্রিশ হাজার ভারতীয়, আর মোটে একানব্বই হাজার হ'চ্ছে মালাই। সমস্ত মালাই দেশটায় তিন রকমের শাসন প্রচলিত আছে; প্রথম, ইংরেজদের খাস অধীনে —সিঙ্গাপুর শহর আর সিঙ্গাপুর দ্বীপ, মালাক্কা জেলা, পেনাঙ্ দ্বীপ, আর ওয়েলেস্‌লি প্রদেশ—এগুলি হ'ল ইংরেজদের কলোনি বা উপনিবেশ, শাসন পূরোপূরি ইংরেজদের হাতে। দ্বিতীয়, Federated Malay States—Perak পেরাঃ, Selangor সেলাঙর, Negri Sembilan নেগ্‌রি-সেম্‌বিলান, Pahang পাহাঙ্, এই কয়টি মালাই রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে একই শাসন-সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে, ইংরেজদের অধীনে আছে; এইসব রাজ্যের রাজা আছে, সর্‌দার আছে, রাজাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা আছে, এদের আলাদা ঝাণ্ডা-নিশান আছে, আলাদা ডাক-টিকিট;—নামে স্বাধীন রাজ্য, কিন্তু কাজে ইংরেজদের অধীন; ইংরেজদের রেসিডেণ্ট বা প্রতিনিধি, আর এই-সমস্ত রাজ্যের তথাকথিত ইংরেজ চাকররাই হ'চ্ছে সত্যকার প্রভু। কুআলা-লুম্পুর সেলাঙর রাজ্যের রাজধানী; আবার তা-ছাড়া হ'চ্ছে এই সঙ্ঘবদ্ধ-মালাই-রাষ্ট্রমণ্ডলীর রাজধানী। এ ছাড়া আছে, তৃতীয়, Non-Federated Malay States—Johore জোহোর, Kedah কেডাঃ, Perlis পের্লিস, Trengganu ত্রেঙ্গানু আর Kelantan ক্লান্তান—এই কয়টি রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কতকগুলি বিশেষ শর্ত মেনে নিয়ে ইংরেজদের অধীনে আসেনি, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা-আলাদা ভাবে ইংরেজ সরকারকে ব্যবহার ক'র্‌তে হয়। Federated Malay States বা সাঁটে F. M. S.-এ যে-সব ভারতীয় বা ইংরেজ কাজ করে, তারা মুখে মালাই রাজাদের চাকর, কাজে অবশ্য ইংরেজ

গভর্নমেণ্টের চাকরির থেকে আলাদা নয়। মালাইরা অলস, অল্পে তুষ্ট সদানন্দ জাতি ; সংখ্যায় বেশী নয় ; দেশ প্রকাণ্ড ; প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে কৃষিজে খনিজে দেশ অতুলনীয় ; এইরূপ দেশকে exploit করার জন্য, তা থেকে যা পারা যায় তা আদায় ক'রে নেবার জন্য বাইরেকার লোক না হ'লে চলেই না। তাই বাইরে থেকে ভারতীয় আর চীনাদের আমদানি। মালাই রাজাদের তাতে আপত্তি নেই, কারণ জঙ্গল কেটে আবাদ হ'লে তাদেরই লাভ ; মাটির ভিতর থেকে টিন্ উঠ্‌লে, খনির জমির মালিক হিসাবে তাদের একটা হিস্‌সা প্রাপ্য হয়। কিন্তু বাইরের সকলেই আস্‌ছে, দেশ থেকে কিছু আদায় ক'রে পয়সা ক'র্‌তে অথবা দু-মুঠো ক'রে খেতে। চীনা, মালাই, ভারতীয়—আর অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়, এক-ই দেশে ভিন্ন-ভিন্ন রীতি-নীতি, রুচি আর মনোভাবের এই জা'তগুলির একত্র অবস্থানে, ভবিষ্যতে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভবের পথ তৈরী হ'চ্ছে ; কারণ—এ চার জা'ত মিলে এক হ'তে পারা কঠিন। যাই হোক, ইংরেজের রাজদণ্ডের তলায় সকলে নিজ-নিজ অধিকারের মধ্যে শান্ত-ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের অর্থাগমের বা আজীবিকার প্রবর্ধমান পন্থা বা উপায়গুলি এক রকম আপসে এদের মধ্যে ভাগ হ'য়ে গিয়েছে।

যাক্—কুআলা-লুম্পুরে তো গাড়ি পৌছুল। স্টেশনে ভীড় হঠিয়ে' অনেক কষ্টে একটু জায়গা ক'রে স্থানীয় স্বাগত-কারিণী সভার সভ্যেরা এসে কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন। একজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক কবির গলায় মাল্য দান ক'র্‌লেন। সঙ্গে-সঙ্গে তমিল চেট্টি মন্দিরের রৌশন-চৌকী বাদ্য বেজে উঠ্‌ল—শাঁখ, ঝাঁঝর, ঢোলক, মন্দিরা আর শানাই। কি কর্ণভেদী আওয়াজ সেই শানাইয়ের। বাদ্যের দল স্টেশনকে কাঁপিয়ে' কাঁপিয়ে' চ'ল্‌ল আগে-আগে, আর তার পরে কবির সঙ্গে আমরা, আর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির দল। অনেক চেষ্টা ক'রে ভীড় ঠেলে, আমরা আমাদের জন্য রক্ষিত মোটরের আশ্রয়ে গিয়ে উঠ্‌লুম। স্টেশনে আমাদের কাণ্ডারী হ'লেন মনোজ-বাবুর মামাতো ভাই,—আর মনোজ-বাবুর বন্ধু, কুআলা-লুম্পুরের অধিবাসী অতি সজ্জন, প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী একটি বাঙালী যুবক, শ্রীযুক্ত কীর্তিপ্রকাশ নান্দের। এঁর বাড়ি বর্ধমানে, ইনি বর্ধমানের রাজ-পরিবারের সঙ্গে সংপৃক্ত, আসলে হ'লেন পাঞ্জাবী ক্ষেত্রী, কিন্তু বাঙালী ব'নে গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত মনোজ-বাবু এঁকে দেশ থেকে

এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন, ইনি এখন সপরিবারে এখানে আছেন, এখানে estate-valuer বা বিষয়-সম্পত্তির মূল্য-নির্ধারকের কাজ করেন শুন্‌লুম। কুআলা-লুম্পুরে কয় দিন ধ'রে, কীর্তিপ্রকাশ-বাবুর আলাপে চাল-চলনে সব সময়েই একটা সহজ আভিজাত্যপূর্ণ আর অমায়িক সৌজন্যের প্রকাশ আমাদের মনকে বেশ প্রসন্ন আর আনন্দিত ক'রে দিয়েছিল। দেখে আরও সুখী হ'লুম যে, কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয় আর চীনা মহলেও তাঁর প্রভাব পৌঁছেচে—অভিজাত ভব্যতার আর সৌজন্যের যে একটা অনির্বচনীয় শক্তি আছে, যা সকলেরই সম্ভ্রম আকর্ষণ করে, তা এখানে একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে বিকীর্ণ হ'চ্ছে দেখে বাস্তবিকই আমরা সকলে খুশী হ'য়ে গেলুম।

আমাদের অবস্থানের জন্য এখানকার লোকেরা বেশ ভালো ব্যবস্থাই ক'রেছিলেন। স্থানীয় জন আষ্টেক অতিশয় ধনশালী চীনা বণিক্ আর বিষয়ী লোকে মিলে একটি ক্লাব ক'রেছেন, এই ক্লাবে বাইরের লোকেরা পাত্তা পায় না। ক্লাবটিতে এঁরা এসে আহারাদি করেন, আড্ডা দেন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করেন, কখনও বা কারও বন্ধু প্রভৃতি এলে তাঁদের থাক্‌বারও ব্যবস্থা হয় ক্লাব-বাড়িতে। নীচের তলায় খাবার ঘর, বৈঠকখানা প্রভৃতি সাধারণ ঘর, উপরে দু'টি বড়ো শোবার ঘর। খুব খরচ-পত্র ক'রে সাজানো গোছানো। এই ক্লাবটির বাড়ি বেশ চমৎকার পল্লীতে স্থাপিত, এর ঠিকানা চব্বিশ নম্বর Weld Road ওয়েল্ড রোড, ক্লাবটির নাম Chun Chook Kee Lo চ্যন-চুক্-কী-লো; কিন্তু এখানকার ভদ্র লোকেরা এটিকে Millionaires' Club বা 'দশ-লাখিয়াদের ক্লাব' ব'লে থাকে। এই ক্লাব-বাড়িটি তার চীনা চাকর-বাকর সমেত আমাদের বাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় স্থানীয় চীনারা যে প্রাণ দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন, এই ব্যাপারটি তার একটি বড়ো প্রমাণ।

রাস্তার তে-মাথার উপরে প্রশস্ত হাতার মধ্যে হাল ঢঙের সুন্দর বাড়িটি। আশপাশের বাড়িগুলি ধনী লোকের, সেই-সব বাড়ির হাতায় খুব গাছপালা। ক্লাব-বাড়ির দরওয়ানেরা হ'চ্ছে পাঞ্জাবী মুসলমান, খানসামারা চীনা। উপরের একটি ঘরে রবীন্দ্রনাথের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'ল, তার পাশের ঘরে রইলুম আমরা তিন জন, আরিয়ম্, সুরেন-বাবু, আমি; আর নীচে রইলেন ধীরেন-বাবু আর ব্যাগু। ৩০এ জুলাই থেকে ৬ই আগষ্ট পর্যান্ত এই কয়দিন আমাদের

কুআলা-লুম্পুরে এই ক্লাব-বাড়িতে অধিষ্ঠান হ'য়েছিল। প্রথম যে-দিন পৌছুলুম, ঐ দিনই সন্ধ্যায় ক্লাবে স্বাগত-কারিণী-সভার সভ্যেরা আমাদের সঙ্গে ডিনার খেলেন। জন দশেক ভদ্রলোক; চীনা ভদ্রলোক কতকগুলি, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মিস্টার Loke Chow Thye লোক্-চাউ-থাই, একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ; কতকগুলি তমিল, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় রবার-বাগানের মালিক শ্রীযুক্ত এস্ কুমারস্বামী পিল্লেইকে-ই বিশেষ ভাবে মনে হয়, মুখে রা টি নেই, অতি গোবেচারি-গোছের 'ডুব্লা' চেহারার একটি ভদ্রলোক; মিস্টার তালালা; মনোজ-বাবু; আর অন্য ভারতীয় দু-এক জন। শ্রীযুক্ত এ, কে, মুস্‌লিম্ ব'লে সাহেবি-পোষাক-পরা একটি আধা-বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় (বোধ হয় পাঞ্জাবী) মুসলমান, মা চীনা, জন্মস্থান হঙ্‌কঙ্, চেহারায় খাঁটি চীনে', বলেনও কাণ্টনী-চীনে', ভারতীয় কোনও ভাষার ধার ধারেন না, কিন্তু ভারতীয় ব'লে একটু গর্বের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন। ইনিও ধর্মে মুসলমান। আহার হ'ল আধা-চীনা আধা-ইউরোপীয় ধরনে। খাবার টেবিলে বেশীর ভাগ কথা হ'ল, স্থানীয় পলিটিক্স্ নিয়ে। কবি যাঁদের অতিথি তাঁরা প্রায় সকলেই বিষয়ী লোক; দুই একজন ব্যারিস্টার ছাড়া, culture ব'লে জিনিসের কেউ-বড়ো-একটা ধার ধারে না, তবে কবির ব্যক্তিত্বের প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল; আর কবির আগমন-উপলক্ষে সিঙ্গাপুরের ইংরেজ আর চীনা বইওয়ালারা কবির বই কিছু আনিয়েছিল, এখানে তার বিক্রীও কিছু হ'য়েছিল—এই সব টিনের-খনিওয়ালা, আর রবার-ওয়ালা, আর বণিক্, সরকারী চাকুরে' আর ব্যারিস্টারদের মধ্যে, আর চীনা আর ভারতীয় যুবকদেরও মধ্যে। সুতরাং কবির সাম্‌নে বেশীর ভাগ লোক চুপ-চাপ ব'সে ছিল, কিন্তু প্রসঙ্গ-ক্রমে পলিটিক্‌সের কথা উঠ্‌তে সকলেরই মুখ খুল্‌ল। আর প্রায় সমস্ত চীনা সাহেবি পোষাক প'রে এলেও, একটি চীনা ভদ্রলোক সাবেক ধরনের চীনা পোষাক প'রে এসেছিলেন—অতি সুন্দর আর সুঠাম দেখাচ্ছিল তাঁকে, তাঁর কালো রেশমের পা-পর্য্যন্ত লম্বা আলখাল্লায়, তাঁর চীনা টুপিতে, আর চীনা মান্দারিনের অনুকারী লম্বা গোঁফে। দেখ্‌লুম, এই ভদ্রলোকটির পলিটিক্সের উপর সকলেই বিরূপ। ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির একজন সদস্য; অন্য সদস্য আর কতকগুলি ছিলেন; আর সদস্য-পদ যাঁদের ফ'স্‌কে গিয়েছে কিংবা জোটেনি—কি নির্বাচনে, কি মনোনয়নে—এমন কতকগুলি

ব্যক্তিও ছিলেন ; তাঁর সম্বন্ধে এঁরা একটু চাপা কটাক্ষ ক'রে কথা ব'ল্‌ছিলেন। ইনি এই সকল বাক্যবাণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'র্‌ছিলেন। দেখ্‌লুম, এ দেশের পলিটিক্যাল-মনোভাবযুক্ত লোকেদের ধরন-ধারন আমাদের দেশেরই মতন। পলিটিক্স এখানে যেটুকু আছে, সেটুকু হ'চ্ছে—এক, চীনাদের মধ্যে জোর সংগঠন, যাকে সরকার ভয় করে আর যা বাইরে চেঁচামেচি হৈ-চৈ না ক'রে ধীরে-ধীরে চ'ল্‌ছে ; আর দুই, মাঝে-মাঝে অতি মোলায়েম-ভাবে কেঁউ-কেঁউ-করা, কমলাকান্ত-বর্ণিত কোলুর ছেলের পাতের মাছের কাঁটার বা তেঁতুল-গোলা ভাত এক গ্রাসের প্রার্থী কুকুরের পলিটিক্স। ওখানে সকলেই বাইরে মস্ত পেট্রিয়ট আর স্বাধীনচেতা ব্যক্তি—যদিও দেশাত্মবোধ নেই, কারণ দেশ-ই নেই—বিশেষতঃ যখন সরকারের জান্‌বার সম্ভাবনা কম ;—আর ভিতরে মিউনিসিপ্যাল কমিশনের কাজটা-আস্‌টার জন্য সাহেবেদের উমেদারি চ'ল্‌ছে। ইংরেজদের অনুগ্রহের উপর এই দেশে চীনা আর ভারতীয় উভয় জা'তের অবস্থান, এদের চটাতে কেউ ভরসা পায় না। শ্যাম আর কুল দুই রাখ্‌তেই চেষ্টা সকলের। সাহেবের খোশামদ ক'রো, যাতে কাক-পক্ষীও টের না পায় ; আর বাইরে জোর-গোলায় অভাব অভিযোগ অবিচারের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এসবের প্রতিকারের কথাও ব'লো, কিন্তু বাড়াবাড়ি না ক'রে, যাতে সাহেবরা টের পেয়ে চ'টে না যান। কিন্তু যদি কেউ সাহেবদের সঙ্গে মানিয়ে'-জুনিয়ে' চলা যা সকলেই ক'র্‌ছে সেইটেই তার রাজনীতি ব'লে প্রকাশ্যে স্বীকার করে, তা হ'লে সে হ'ল কাপুরুষ, আর সকলে মিলে তাকে গালিগালাজ ক'র্‌বে, প্রকাশ্যে অপমান ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'র্‌বে।

খাওয়া-দাওয়া চুক্‌ল সাড়ে-নটার মধ্যে। ঐ সময়ে কুআলা-লুম্পুরে একটি সরকারী কৃষি-প্রদর্শনী হ'চ্ছিল, তাতে নানা রকম কৃষি- আর শিল্প-জাত জিনিস আনা হয়। এ ছাড়া, মোটর-কার, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, আর নানা দেশীয় আর বিদেশীয় দ্রব্য-সম্ভারের প্রদর্শনও হ'চ্ছিল। সাধারণ লোককে আকর্ষণ কর্‌বার জন্যে বায়োস্কোপ, আর নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিল। ভিন্ন-ভিন্ন মালাই রাজ্য থেকে আগত ফুট-বল খেলোয়াড় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার খেলাও ছিল। মালাইদের শিল্প আর মালাই নাচ-গান আমাদের এদেশে পদার্পণ ক'রে এত দিনেও কিছুই দেখা হয় নি, সেই লোভে এই প্রদর্শনীতে যাওয়া ঠিক হ'ল। তালালা মহাশয় ফোন ক'রে খবর নিলেন যে, প্রদর্শনী-বিভাগ—শিল্প-

দ্রব্য প্রভৃতির ঘরগুলি—তখন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, সন্ধ্যাতেই এগুলি বন্ধ হয়, কিন্তু ঐ রাত্রে মালাই নাচের ব্যবস্থা আছে। কবি ক্লান্ত ছিলেন, তিনি তাঁর ঘরে বিশ্রামের জন্য গেলেন, আর তালালা মহাশয় তাঁর গাড়ি ক'রে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেলেন ঐ নাচ দেখাতে। শহরের ঘোড়দৌড়ের ময়দানে প্রদর্শনী। আগত দর্শকদের ভীড় খুব। দীর্ঘকায় শিখ পাহারওয়ালা, গুর্খার আকারের মালাই পাহারাওয়ালার সাহায্যে, ইংরেজ সার্জেন্টের কর্তৃত্বে অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে গাড়ির ভীড় মানুষের ভীড় নিয়ন্ত্রিত ক'র্‌ছে। চীনা, মালাই, ভারতীয় বয়-স্কাউটের দল প্রদর্শনীর দরজায় হাজির, যাত্রীদের সাহায্য ক'র্‌ছে, তাদের গাড়ি ডাকিয়ে' এনে আর অন্য উপায়ে। স্থানটি আলেক-মালায় সুসজ্জিত। সরকারী প্রদর্শনীর ঘরগুলি বন্ধ, কিন্তু ব্যবসায়ীদের পণ্যবীথিগুলি খোলা, সেগুলি খুব জ'মেছে। ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে যেখানে মালাই নাচের ব্যবস্থা সেই ঘেরা জায়গায় এসে পৌঁছুলুম, আলাদা দর্শনী দিয়ে ঢুক্‌তে হ'ল।

নাচের নাম Ronggeng 'রোঙ্গেঙ্'। 'রোঙ্গেঙ্' শব্দের মানে হ'চ্ছে 'নাচওয়ালী', এই প্রকারের নাচকে বোঝাতেও শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। মালাইদের নাচ কয়েক রকমের আছে, তার কতকগুলি আবার যবদ্বীপ থেকে ধার ক'রে নেওয়া, যেমন Joget 'জোগেৎ' নাচ। রোঙ্গেঙ্ কিন্তু মালাইদের নিজস্ব নাচ। চমৎকার কবিত্ব-মণ্ডিত এর ভাবটি। এই প্রদর্শনীতে, রোঙ্গেঙ্ নাচের মজলিসের বাহ্য সমাবেশটির কথা আগে বলি। খোলা মাঠ একটা, চার দিক কাঠের পাঁচিল বা বেড়া দিয়ে ঘেরা। এক দিকে একটা উঁচু মাচা, বুক-সমান উঁচু, কাঠের পাটাতনের মেঝে তার, থিয়েটারের স্টেজের মতন বাঁধা, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হয়। তার উপরটা ঢাকা। সাজানো-গোছানো। মাচাটি বেশ বড়ো, ঠিক থিয়েটারের মঞ্চের মতন। দু-জন নাচওয়ালী, একপাশে তাদের জন্য বস্‌বার চেয়ার আছে; আর বাজিয়ে'র দল পিছনে, বাজনা হ'চ্ছে একটা ঢোলক আর গোটা দুই-তিন বেহালা—ব্যস্। বাজিয়ে'রা ব'সে আছে চেয়ারে, মাচার কোণে, নাচিয়ে'দের পিছনে, দর্শকদের সাম্‌নে মুখ ক'রে। মাচার সাম্‌নে, বাঁ পাশে, ডান পাশে, নীচে মাটির উপরে দর্শকদের জন্য চেয়ার পাতা। মাচার সাম্‌না-সাম্‌নি, প্রেক্ষা-গৃহের ওধারে খানিকটা জায়গা আলাদা ক'রে রাখা, মালাই-জাতীয়া ভদ্রমহিলাদের বস্‌বার স্থান সেখানে হ'য়েছে।

সব জা'তের সব বয়সের দর্শক এসেছে, তবে 'বাবা'-চীনা বা মালাই-দেশে

উপবিষ্ট চীনা, আর মালাই যুবকের দলই বেশী। ইউরোপীয়ও কতকগুলি এসেছে। এই নাচ মেয়ে আর পুরুষের নাচ, মাঝে-মাঝে মেয়েদের গানও আছে। পিনাঙ্-শহর মালাই থিয়েটার আর মালাই নাচ-গানের জন্য বিখ্যাত; এই রোঙ্গেঙ্ নাচউলীরা পিনাঙ্ থেকে এসেছে। আমাদের দেশের যে শ্রেণীর মেয়েরা এই ব্যবসায় অবলম্বন ক'রে থাকে, এই নটীরা সেই শ্রেণীর। এদের পোষাক সাধারণ মালাই মেয়েদের মতন—গায়ে একটা লম্বা জামা, কব্জি পর্য্যন্ত তার আঁট হাতা, সাদা রঙের; একটা রঙীন ওড়না উত্তরীয় আকারে সাম্‌নে ঘাড়ের দু পাশ দিয়ে দু কাঁধ থেকে ঝুল্‌ছে; গলায় সোনার হার আর হাতে সোনার চুড়ী কয়েক গাছা ক'রে; মালাই ধরনে চুল বাঁধা, তাতে ফুল গোঁজা; পায়ে সোনার মল, আর মেয়েদের উঁচু-গোড়ালিযুক্ত বিলিতি জুতো। কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে, অনির্দ্দিষ্ট-বয়স্কা, শ্যামবর্ণ, নাক চেপ্‌টা, মধ্যাকার, তন্বঙ্গী; মোটের উপর ব'ল্‌তে হয়, নাচের উপযুক্ত সুশ্রী ছিপ্‌ছিপে চেহারা। নাচুনী দু'জনে প্রথমে চেয়ারে ব'সে-ব'সে গান ধ'র্‌লে। বিশুদ্ধ মালাই-জাতীয় সুর আর সংগীত মালাই-দেশে আর নেই, যা আছে তা বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপে। মালাইরা নানা জা'ত থেকে এখন গানের সুর নিচ্ছে—ইউরোপীয়, ভারতীয়, চীনা। মালাই থিয়েটারে মালাই নাটকের মধ্যে ভারতের ভ্রাম্যমাণ পারসী থিয়েটারের কাছ থেকে সংগৃহীত গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, ফারসী ভাষার গান হঠাৎ গেয়ে ওঠার রেওয়াজ খুবই আছে; তমিল গানেরও সুর এরা নিয়েছে। এ বিষয়ে এদের মধ্যে একটা অন্তঃসারহীনতা এসে গিয়েছে; গ্রহণ আছে, স্বাঙ্গীকরণ নেই। তারপর, মেয়েদের গানে, চীনা নটীদের মতন উঁচু সপ্তকে গান্ ধর্‌বার চেষ্টায়, falsetto গলায় গাইবার রেওয়াজ—বড়োই অস্বাভাবিক শোনায় প্রথমটায়; পরে, যবদ্বীপেও এই অবস্থা ব'লে, সেখানে বিস্তর শুনে-শুনে দেখেছি যে, এটা স'য়ে যায়, তার পর আর মন্দও লাগে না। গান হ'চ্ছে মালাই Pantum 'পান্তুম্'—চার লাইনের ছোটো-ছোটো সম্পূর্ণ কবিতা—প্রেমের বিষয়েই সাধারণতঃ। কবি সত্যেন্দ্র দত্তের রসজ্ঞতা আর কবিত্ব-শক্তির কল্যাণে শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের কাছে মালাই 'পান্তুম্' তার ভাবসম্পদ্ আর তার গতিভঙ্গী দুই নিয়ে, এখন আর অজ্ঞাত বস্তু নয়। 'পান্তুম্'-এর রস ইউরোপীয় সাহিত্য-রসিকেরাও পেয়েছেন, ফরাসীতে এর অনুকরণে কবিতাও রচিত

হ'য়েছে। জাপানী 'তান্‌কা' বা 'উতা' ছন্দের ছোট্টো-ছোট্টো চিত্র-কবিতার মতন, 'পান্তুম্' মালাই সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট জিনিস। খাঁটি মালাই সুরে 'পান্তুম্' দু-একটি শুনলুম। শেষ শব্দটি একটু নীচু পরদায় টেনে শেষ ক'রে দেওয়া হয়, বেশ করুণ লাগে। কিছুক্ষণ ধ'রে 'পান্তুম্' গাওয়ার পরে, নাচওয়ালীরা নাচ্‌তে উঠ্‌ল। এ নাচে ইউরোপীয়, বিশেষ ইংলাণ্ডের country dance-এর মতন একটু উদ্দাম ভাব আছে—ঘুরে ফিরে নাচ্‌তে হয়,—বর্মী নাচের মতন একটু-আধটু পাঁয়তারা আর ঊর্ধ্বাঙ্গের ভঙ্গী নয়;—ভারতীয় যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয় নাচের মতন অতটা ধীর-স্নিগ্ধ ভাবেরও নয়। যে দু'টি মেয়ে নাচ্‌ছিল; তারা দু'জনে যুগপৎ ঠিক এক-ই ভঙ্গী পালন ক'র্‌ছিল না, একটু বৈষম্য ক'র্‌ছিল, কিন্তু বাজনার তাল ঠিক রেখে; তাতে এক-ঘেয়ে ভাব চ'লে গিয়ে বেশ একটু বৈচিত্র্য আস্‌ছিল। কেউ কারো অঙ্গ স্পর্শ না ক'রে, সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে চ'ল্‌ছিল। কখনও কোমরে দু'হাত দিয়ে ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে', মাথা উঁচু ক'রে যেন একটু মনোহর তাচ্ছিল্য-মিশ্র স্বাধীন ভাব দেখিয়ে', সলীল ভাবে ভেসে যাওয়ার মতো এগিয়ে' বা ঘুরে গেল; কখনও বা হাতের রঙীন রুমাল ঘুরিয়ে', বিলাস-বিলোল ভাবে উঠ্‌ল; আবার কখনও বা অবনতমুখী হ'য়ে লজ্জানম্র ভাব দেখিয়ে' অল্প স্থানের মধ্যে পদবিক্ষেপ ক'র্‌তে লাগল। মোটের উপর, বিশেষ সংযত নাচ, আপত্তিযোগ্য কিছু নেই এতে। মেয়েরা খানিক নাচ্‌তে-নাচ্‌তেই দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন-একজন ক'রে দু'জন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নৃত্যমঞ্চে উঠ্‌ল, মেয়েদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে', কোমর বেঁকিয়ে' ঘাড় নীচু ক'রে কতকটা যেন ইউরোপীয় ঢঙে তাদের অভিবাদন ক'রে, এক-একটি জুড়ি ঠিক ক'রে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। এই ছোক্‌রারা হয় পূরো ইউরোপীয় পোষাকে, নয় হালের মালাই পোষাকে—গায়ে বর্মীদের কোর্তার ধরনে একটা ঢিলে' জামা, কিংবা বিলিতি কোট, পায়ে পাজামা বা পেন্‌টুলেন, কারো বা তার উপর হাঁটু পর্য্যন্ত একটা রঙীন সারঙ্ বা লুঙ্গি জড়ানো, পায়ে বিলিতি জুতো, খালি মাথা বা নরম মখমলের কালো বা অন্য গাঢ় রঙের তুর্‌কি টুপির মতন রেশমের-থোপা-বিহীন টুপি। এরা নিজের জুড়িদারের সঙ্গে নাচে, কিন্তু এই মেয়ে-পুরুষের নাচও অত্যন্ত সংযত; এক-এক জুড়ির দু'জন নাচিয়ে' মেয়ে আর পুরুষ, কেউ পরস্পরের মধ্যে এক হাতের চেয়ে বেশী কাছে আসে না—গাত্র-স্পর্শ হওয়া তো দূরের

কথা। এদের এই নাচ, কতকটা যেন নাচের ভাষায় প্রেমাভিনয়। যুবকের ভঙ্গীতে কোথাও যেন কন্যার কাছে প্রেম-নিবেদন, আর সেইক্ষণ-ই কন্যার ভঙ্গীতে যেন তাচ্ছিল্য-ভরে তার প্রত্যাখ্যান, আবার যুবকের যেন অনুরাগের সঙ্গে বৈমুখ্য-ভাব প্রদর্শন, আর কন্যার তখন হয় ঘাড় হেঁট ক'রে লজ্জার ভাব বা ধীরে-ধীরে উৎসুক উৎকণ্ঠিত ভাবে অনুসরণ। সঙ্গে-সঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে এরা ঘোরা-ফেরা ক'র্‌তে থাকে, দ্রুত লয়ে তালে-তালে পা প'ড়্‌তে থাকে। এই রকমে যখন নাচ বেশ চ'ল্‌ছে, তখন হয়-তো আর-একজন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নৃত্য-মঞ্চের উপরে উঠে এল', নৃত্য-রত দুইজন যুবকের মধ্যে একজনের কাছে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে' তাকে খালি অভিবাদন ক'র্‌লে—অমনি সে দ্বিরুক্তি না ক'রে, তখনি তার নমস্কারের প্রতিনমস্কার ক'রে, তার জন্য স্থান দিয়ে নেমে চ'লে এল'; নবাগত যুবক নাচুনী মেয়েটিকে অভিবাদন ক'রে তার সঙ্গে নাচ শুরু ক'রে দিলে। মেয়েটির নাচের নিবৃত্তি নেই। খানিক পরে আবার তৃতীয় ব্যক্তির এইরূপে আগমন, আর দ্বিতীয়ের প্রত্যাবর্তন। মিনিট পনেরো ধ'রে এই নাচের এক-একটা পর্ব চলে, তার মধ্যে হয়-তো দু-চার জন যুবক এই রকম ক'রে এসে যোগ দিলে; তার পরে নাচ থামে, মেয়েরা এসে চেয়ারে বসে, বিশ্রাম করে, হাত-পাখার বাতাস খায়; বাজিয়ে'দের কেউ গিয়ে এদের পানীয় লেমনেড ইত্যাদি এনে দেয়। এই নাচ যে বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ নাচ যেন পূরো-দস্তুর ঠাণ্ডা দেশেরই নাচ, গরম মালাই দেশে আর আল্‌সে' মালাই জাতের মধ্যে এর উদ্ভব কি ক'রে হ'ল, তা ঠাওর করা মুস্কিল। ইউরোপীয়েরা এই নাচ ভারি পছন্দ করে শুন্‌লুম, আর কখনও-কখনও নৃত্যপ্রিয় ইউরোপীয় দর্শক ব'সে স্থির থাক্‌তে পারে না, উঠে গিয়ে নটীদের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়। 'বাবা'-চীনে' ছোক্‌রাদেরও অনেকের অবস্থা এই রকম। আর মালাই যুবকদের তো কথাই নেই।

এই 'রোঙ্গেঙ্' নাচ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ নাচ হ'চ্ছে মূলে প্রাচীন মালাই পল্লী-জীবনে ছোক্‌রাদের আর মেয়েদের প্রাণময় স্ফূর্তির আর বিবাহোদ্দেশে তাদের প্রণয়-রীতির একটি মনোহর কলা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ অভিব্যক্তি। মানুষের প্রাণের স্ফূর্তি বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অব্যক্ত অভিলাষ প্রকাশ পায় নানা কলার মধ্য দিয়ে—কোথাও বা গানে কবিতায়, কোথাও বা মহাকাব্যে গল্পে রোমান্সে; কোথাও বা ভাস্কর্য্যে চিত্রকলায়, কোথাও বা চমৎকার চমৎকার

গানের স্থরে ; কোথাও বা বাস্তু-শিল্পে ; আবার কোথাও বা নানা ছোটো-খাটো গৃহ-শিল্পে ; কোনও-কোনও ভাগ্যবান্ জাতির মধ্যে একাধিক উপায়ে। সমগ্র মালাই-জাতির মধ্যে তাদের সৌন্দর্য্য-বোধের আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রধান বা মুখ্য প্রকাশ হ'য়েছে তাদের নাচে। গান—কথা বা স্থর—এদের হয়-তো নগণ্য ; কিন্তু নাচ এদের আশ্চর্য্য-রূপে ভাব-প্রকাশক। যবদ্বীপের নাচের কথা পরে যখন ব'ল্‌বো, তখন এ বিষয়ে আর একটু আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা করা যাবে। যবদ্বীপে খালি নাচের মধ্য দিয়ে রামায়ণ প্রভৃতির নাটকাভিনয় দেখে প্রীত-বিস্মিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব'লেছেন। মালাই-জাতি যখন তার নিজের মধ্যে উদ্ভূত প্রাচীন রীতি-নীতি নিয়েই খুশী ছিল, যখন তার জীবন ছায়া-ঘন পল্লীর শান্তি আর প্রাচুর্য্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সে-সময়ে তার মেয়েদের আর যুবকদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা চ'ল্‌ত (এখনও এই অবস্থা একেবারে যায় নি, যদিও যতই দিন যাচ্ছে তত 'ধর্ম-প্রাণ' মুসলমান হবার চেষ্টায় এরা নিজেদের দেশের সুন্দর-সুন্দর রীতি-নীতি ত্যাগ ক'রে একেবারে আরব ব'নে যাবার চেষ্টা ক'র্‌ছে—তার মধ্যে মেয়েদের ঘেরা-টোপ ঢেকে রেখে দেবার বর্বরতা আমদানি কর্‌বার চেষ্টাটা হ'চ্ছে একটা)। মালাই জা'তের জীবনের সেই 'সোনার যুগে' তাদের মধ্যে পূর্ব-রাগ হ'য়ে বিয়ে হ'ত, আর তখনই এই রকম নাচ এই পূর্ব-রাগের বাহ্য প্রকাশ হিসাবে দাঁড়িয়ে' যায়। এখন মোহম্মদীয় ধর্মের প্রভাবে গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের নাচ পূরোপূরি বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, এই নাচ 'রোঙ্গেঙ' নটীদের উপজীব্য হ'য়ে প'ড়েছে। যুবকেরা এই নাচে এখনও নটীদের সঙ্গে যোগ দেয় বটে, কিন্তু জিনিসটা আর নির্দোষ সামাজিক ব্যাপার থাক্‌তে পারে না, কারণ এর বিশুদ্ধি আর পূরো নেই। কিন্তু ইউরোপের নানা উদ্দাম নাচের বীভৎসতার কথা ভাব্‌লে, এই ধরনের নাচকে খুবই একটা মার্জিত রুচির, সংযত-ভাবের অথচ মাধুর্য্য-পূর্ণ নাচ ব'লে স্বীকার ক'র্‌তে হয়। কুআলা-লুম্পুরের প্রদর্শনীতে এই নাচ দু-বার দেখ্‌বার আমাদের সুযোগ হ'য়েছিল। পরে ইপোঃতে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য আমাদের বাসাতে এই নাচের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল—এর সংযত শালীনতাটুকু কবিকেও বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট ক'রেছিল।

নাচুনী দু'জনে মাঝে-মাঝে ব'সে-ব'সে অথবা আস্তে-আস্তে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে' গান ক'র্‌ছিল—সেই falsetto স্থরে। এই ব'সে-ব'সে-বা ঘুরে-

ঘুরে গান গাওয়ার সময়ে, তারা কাঠের পাটাতনে জুতো-পরা পা ঠুকে-ঠুকে তাল দিচ্ছিল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের পায়ের মলগুলি বেজে উঠ্ছিল। মালাই সুরগুলি বেশ করুণ, সোজা সুর, এত সোজা যে কতকটা যেন আমাদের দেশের সুর ক'রে সংস্কৃত বা বাঙলা শ্লোক পাঠের মতো লাগ্ছিল। মোটের উপর, এই 'রোঙ্গেঙ্' নাচে, মালাই সংস্কৃতির একটুখানি সুন্দর আর উপভোগ্য বিকাশ দেখ্বার সুযোগ ঘ'টল আমাদের। রাত প্রায় বারোটায় বাসায় ফেরা গেল।

মালাই ছোক্‌রারা অনেকেই বড়ো ঘরের, তালালার সঙ্গে ইংরেজিতে আলাপ জুড়ে' দিলে, আমাদের সঙ্গেও বেশ সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার ক'র্‌লে। এরা আপসে মালাই ভাষায় হাসি ঠাট্টা মস্করা ক'রে কথা ক'চ্ছিল—এদের মুখে মালাই ভাষা যেন তার অন্ত্য ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণে আর তার টান-টোনে, আমার কাছে পরিচিত সাঁওতালী মুণ্ডারী ভাষার মতন লাগ্ছিল। মালাই আর সাঁওতালী মুণ্ডারী, এই ভাষাগুলি সম্পর্কে পরস্পরের জ্ঞাতি হয়—মূলে এক ভাষা থেকেই এদের উৎপত্তি; তাই কি আমার কাছে প্রতীয়মান হ'ল এদের মধ্যে এই উচ্চারণ-সাম্য?

॥ ১০ ॥

কুআলা-লুম্পুর

রবিবার, ৩১এ জুলাই, ১৯২৭

আজ রবিবার। সকালে নানা কবি-দর্শনার্থী লোকের আগমনে, আরিয়ম্‌কে আর আমাকে ব্যাপৃত থাক্‌তে হ'ল তাদেরকে নিয়ে। আমরা এদেশে ভ্রমণের জন্য সাধারণ ইংরেজি ঢঙের পোষাক মাত্র এনেছিলুম—সাদা জীনের স্যুট্—সাদা গলা-আঁটা জামা। ডিনার, সান্ধ্য-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে কবির সঙ্গে আমাদেরও উপস্থিত থাক্‌তে হ ছে—সঙ্গে দেশী পোষাক ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছু নেই। আজ আমরা স্থানীয় এক দরজির দোকানে গিয়ে সাদা আর কালো রেশমের আচকান পা-জামা আর টুপি তৈরী কর্‌বার ব্যবস্থা ক'রে এলুম। ভারতীয় অন্যতম ভদ্র পোষাক হিসাবে, কোনও রকমের লম্বা আচকান-বা শেরওয়ানি-জাতীয় আঙরাখা এক-রকম গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে। বাঙলাদেশে অবশ্য আমরা সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ-সভাদিতে আমাদের খাঁটি বাঙালী পোষাক—ধুতি পাঞ্জাবি আর চাদর—প'রেই যাই, কিন্তু বাইরের দেশের পক্ষে, যেখানে সমস্ত অ-বাঙালী আর ভারত-বহির্ভূত লোক নিয়েই কারবার, সেখানে ধুতিটি ঠিক সুবিধার নয়। আমাদের অভ্যস্ত হ'লেও, একটু বিসদৃশ ঠেকে; পা-জামা-জাতীয় সেলাই-করা আধোবস্ত্র পরিহিত, শিরোভূষণ-যুক্ত অন্য-জাতীয় লোকেদের মধ্যে, ধুতি-পরা খালি-মাথা বাঙালীকে কেমন যেন ঢিলে-ঢালা, কেমন 'হংসমধ্যে বকো যথা'-গোছ বেখাপ্পা দেখায়। তাই মনে হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর পোষাকে তার প্রাদেশিকতা বর্জন করাই ভালো। যে-সকল ভারতীয় মুসলমান মহিলা আজকাল পর্দার বাইরে আস্‌ছেন, ঘেরা-টোপ ছেড়ে দিয়ে সহজ-ভাবে অন্য মেয়ে পুরুষদের সাম্‌নে মুখ খুলে দাঁড়াতে সংকোচ বোধ ক'র্‌ছেন না, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঘরে পা-জামা প'র্‌তে অভ্যস্ত, তাঁরা বাইরে এই অশোভন ভারত-বহির্ভূত পা-জামা আর প'র্‌ছেন না, তাঁরা পৃথিবীর অন্যতম সৌষ্ঠবময় নারীর পরিচ্ছদ সাড়ী-ই প'র্‌ছেন। শিক্ষিতা সিন্ধী, পাঞ্জাবী হিন্দু, শিখ, আর অন্য হিন্দু মেয়েরাও, ক্রমে পোষাকে এই অশোভন এবং প্রাদেশিক রুচি বর্জন ক'র্‌ছেন, সাড়ীর চল ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। পুরুষের

লম্বা আঙরাখা, পা-জামা, মাথায় পাগড়ি বা কোনও রকম টুপি; আর মেয়েদের সাড়ী; এই এখন জাতি-নির্বিশেষে আধুনিক কালের শিক্ষিত ভারতবাসীর বাইরেকার পোষাক দাঁড়িয়ে' যাচ্ছে। আমাদের তাই ইংরেজি পোষাক আর ধুতি, এই দুইয়ের বদলে আচকান প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'ল। কিন্তু আচকান বা চাপকান ততটা অভিজাত দেখ্‌তে নয়; আর হালে এই রকম ছাঁটের আচকান, ইংরেজদের ঘর-গৃহস্থালীর আর কুঠি-আপিসের চাকর-নৌকরদের কথাই মনে করিয়ে' দেয়। বোতাম-আঁটা চাপকানটা যেন জোব্বা আর বিলিতি কোটের মাঝামাঝি একটা আপস-নিষ্পত্তি; বাবু-ভাইয়ার চাপকান, বা খিদ্‌মদ্‌গারের চাপকান, যেন আংগ্লো-ইণ্ডিয়ার মূর্তিমতী অনুচারণা। প্রাচীনকালের দিল্লীয়াল বা লখ্‌নবী মুসলমানদের সাদা মল্‌মলের বা অন্য কাপড়ের যে চমৎকার পোষাক হ'ত, ঠিক একেবারে চাপকান বা আচকান নয়, বরং তার চেয়ে লম্বা জিনিস, তার উপর সদ্‌রি বা ওয়েস্ট্‌-কোট, সঙ্গে চুড়িদার পা-জামা, আর মাথায় দোপাল্লা সাদা রেশমের সূতোর কাজ করা টুপি,—তার সাম্‌নে আজকালকার আলীগড়-অনুমোদিত স-ফেজ আচকান-ময় মুসলমানী পোষাক আমার চোখে অতিশয় সৌষ্ঠবহীন দেখায়। এই-সব কারণে চাপকানটা আমার ততটা পছন্দসই নয়, যতটা সাবেক কালের আভিজাত্যের অনুসারী ঘুণ্টিদার শেরওয়ানী-জাতীয় জামা। যাই হোক্‌, এই সমস্ত sartorial বা পরিচ্ছদ-বিজ্ঞান-ঘটিত খুঁটি-নাটি চিন্তার অবসর ছিল না; দেশ থেকে মনের মতন দেশী পরিচ্ছদ তৈরী ক'রে সঙ্গে আনিনি, আর সঙ্গে বিলিতি ঈভ্‌নিঙ-স্যুট্‌ও ছিল না (আর তিন বছর ছাত্রাবস্থায় ইউরোপে থাক্‌বার কালে, ও পাট কখনও করি-ও নি), ধুতি বা সাদা স্যুট্‌ প'রে যেখানে যাওয়া শোভা পাবে না, সেখানকার জন্য তাড়াতাড়ি একটা কিছু করিয়ে' নেওয়া চাই। কুআলা-লুম্পুরে গিয়ান সিং নামে এক শিখ ভদ্রলোকের কাপড়-চোপড় আর দরজির মস্ত দোকান চ'ল্‌ছে,—একটি ছোটো-খাটো হোয়াইটাওয়ে-লেড্‌ল-কোম্পানির দোকান ব'ল্‌লেই হয়; সেখানে কাপড় দেখে জামার মাপ দিয়ে এলুম। দোকানের যে ওস্তাগরটি এসে আমাদের মাপ নিয়ে কাপড় ছাঁটবে, সে পোষাকে ইউরোপীয়, ধর্মে মুসলমান, জাতিতে মিশ্র—তার বাপ ভারতীয়, মা মালাই; আর ইংরেজি ছাড়া আর কোনও ভাষা সে জানে না।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে আজ আকাশে খুব ঘনিয়ে' মেঘ ক'রে এল', খুব ঝম্-ঝম্ ক'রে বৃষ্টিও প'ড়্তে লাগ্ল। নীচে ক্লাব-ঘরের বৈঠকখানাটিতে আমরা জমায়েৎ হ'লুম। সময়োপযোগী বই হিসাবে আমার সঙ্গে আনা পকেট-সংস্করণ 'মেঘদূত' একখানি ছিল, সেটি বা'র ক'র্লুম। ব'সে-ব'সে পড়া যাচ্ছে, এমন সময়ে কবি নীচে এলেন। বইখানি তাঁর দিকে এগিয়ে' দিলুম। বর্ষার কবিতা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ চ'ল্ল। আমি তাঁকে ব'ল্লুম—"এটি একটি লক্ষ্য কর্বার জিনিস, বৈদিক কবিতায় পরবর্তী যুগের সংস্কৃত কবিতার মতো বর্ষার বড়ো একটা স্থান নেই, দু-চারটি জায়গায় ছাড়া। সাধারণ সংস্কৃতে আর হিন্দী আর বাঙলায় বর্ষার কবিতায় আমরা যে রস আস্বাদ ক'র্তে পাই—প্রাবৃটের ঘনঘটা, বিদ্যুতের চমকানি, কদম ফুল, কেয়া, বিরহিণী, ময়ূর, বৃন্দাবন—এক-একটি সংস্কৃত শ্লোকে আর পুরাতন হিন্দী পদে বা মল্লারের গানে যে রস যেন জমাট বেঁধে আছে—'বিজুরী চওঁঅকৈ, মেহা গরজৈ, লরজৈ মেরৌ জিয়রা। পূরব পছ্ও্আ পও্অন চলতু হৈ, কৈসে বারেঁ৷ দিয়রা॥'—'মহারাজা, কেও্অডিয়া খোলো। ছাই ঘন-ঘটা রসকী বুঁদ পড়ৈ॥'—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর'—আরও কত ছোটো-ছোটো পদ বা পদের ভগ্নাংশ যা আমাদের মনে লেগে আছে—সেই সবে, আর সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে রস ওত-প্রোত ভাবে মিশে র'য়েছে, তার কোনও পরিচয় কি ভারতের প্রাচীনতম কবিতায় নেই! বর্ষার মধ্যেকার যে রোমান্স্, যে মিস্টিসিজম্ বা ভাবের অন্তর্মুখিতা,—এ জিনিস কি প্রাচীন আর্য্যেরা উপলব্ধি ক'র্তে পারে নি? অথচ ইন্দ্র বজ্র হেনে বৃত্র অসুরকে মেরে, মেঘ থেকে বারি-ধারা উন্মুক্ত ক'র্ছেন, প্রচুর বর্ষা নাম্ছে,—পর্জ্জন্য-দেব র'য়েছেন, মরুদ্গণ র'য়েছেন; বর্ষার কিছু কমি ছিল না, বর্ষার জল পেয়ে ব্যাঙের ফুর্তি আর তাদের হাঁক-ডাকও বৈদিক কবি লক্ষ্য ক'রেছেন, তাতে আর কিছু হোক্ না হোক্ তাঁর পরিহাস-রস-বোধ সাড়া দিয়েছে, তিনি গুরুকুলের পড়ুয়া ছেলে বা দক্ষিণাকামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মাঠের মধ্যে গলা-সাধায় তৎপর এই দর্দুর-মণ্ডলীর তুলনা ক'রেছেন—কিন্তু বর্ষার মেঘের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, বনের কোমল সবুজ—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ'—বৈদিক যুগের লোকের চোখে পড়ে নি, তাদের চিত্তকে স্বপ্নাবিষ্ট মোহাবিষ্ট করে নি। অথচ বৈদিক কবি যে কিছু দেখ্তে জান্তেন না, তা তো নয়। আকাশের আলো, ঊষার গোলাপি

আর সূর্য্যোদয়ের সোনালি—এইগুলি-ই তাঁদের চিত্তকে যেন বেশী ক'রে অভিভূত ক'রেছিল। আকাশ, উদার উন্মুক্ত আকাশে উষার পরে সূর্য্যের উদয়, আকাশ-ভরা আলো, পূর্ণ আলো—এই হ'চ্ছে যেন বৈদিক প্রকৃতি-বর্ণনার মূল-সূত্র। কিন্তু পরবর্তী যুগে ভারতের কাব্য-সরস্বতীর বীণায় প্রকৃতির যে সুরটি বেশী ক'রে, আর সব-চেয়ে বেশী দরদের সঙ্গে বেজেছে, সেটি হ'চ্ছে বর্ষার সুর, অরণ্যানীর মহিমা। এর কারণ কী?"—কারণ-সম্বন্ধে আমার একটি মতবাদ আমি কবির কাছে নিবেদন ক'র্‌লুম যে, বৈদিক কবিতার প্রাকৃতিক অনুপ্রাণনা ভারতের বাইরের, ভারতের ভিতরকার নয়,—ঈরানের মরু-প্রান্তরের মধ্যে, তার বিরল-শষ্প পর্বত-পথের মধ্যে, যেখানে ভারতের ঘনঘটাময় প্রাবৃট্‌কাল অজ্ঞাত ছিল, সেখান দিয়ে যখন আর্য্যেরা ভারতাভিমুখে আগমন ক'র্‌ছিল, সেই সময়েই, ভারতের বাইরে, তাদের কবিরা যে-সমস্ত দেবার্চনার ঋক্ বা সূক্ত বা কবিতা রচনা করেন, তার অনেকগুলি-ই ভারতে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে এসে পৌঁচেছিল, আর তার পরবর্তী যুগে ভারতে রচিত ঋক্-সূক্তের সঙ্গে একত্র ঋগ্বেদে আর অন্য বেদে গ্রথিত হ'য়েছিল। ভারতের বাইরের প্রকৃতির ছাপ বৈদিক আর্য্যের মনে কিছুকাল ধ'রে বিদ্যমান ছিল, ভারতে এসে ভারতের প্রকৃতিকে আস্তে-আস্তে সে দেখ্‌তে শিখ্‌লে। তার পরে যখন ভারতে এসে কোল (বা অষ্ট্রিক) আর দ্রাবিড় অনার্য্যের সঙ্গে আর্য্যদের মেলা-মেশা হ'ল, আর্য্যে অনার্য্যে মিলে যখন ভারতীয় হিন্দু জাতি আর সভ্যতা গ'ড়ে তুল্‌লে, যখন আর্য্যেরা আর বিদেশী বিজেতা রইল না, তখন ভারতের প্রকৃতি আর্য্যের ভাষার কাব্যে ধরা দিলে—মহাভারত রামায়ণের কবিতায় ভারতের বন আর ভারতের বর্ষার আকাশ পুরোপুরি ধরা দিলে।—যাই হোক্, 'মেঘদূত' থেকে স'রে আলোচনা ক্রমে প্রাগৈতিহাসিক যুগ আর বৈদিক ভাষা-তত্ত্বের দিকে গতি নেবার যোগাড় ক'র্‌ছে দেখে, নিজেই 'ক্ষ্যামা' দিলুম। কারণ, বহুদিন পরে অমন ঘন মেঘের কোলে না'রকল গাছের চুড়োর পুঞ্জীভূত সবুজ সুষমাকে নিরর্থক আর ব্যর্থ ক'র্‌লে, নিজেকে বঞ্চিত করা হয়, আর কবির উপরও উৎপীড়ন করা হয়। বর্ষা-প্রকৃতির শোভার পূর্ণ অনুভূতির মধ্যে তাঁকে একলা রেখে, আমার 'মেঘদূত' নিয়ে আমি অন্যত্র চ'লে এলুম।

বিকাল তিনটে সাড়ে-তিনটের দিকে বৃষ্টি একটু ধ'রতে, আমরা আবার এগ্‌জিবিশনে গেলুম, যেখানে গত রাত্রে 'রোঙ্গেঙ্' নাচ দেখে এসেছিলুম। এগ্‌জিবিশনে আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মালাই শিল্পের নিদর্শন দেখা। একটি ঘরে মালাই জাতির হাতের কাজ নানা সুন্দর-সুন্দর জিনিসের সংগ্রহ ক'রেছে। এদের রূপোর কাজ বেশ সুন্দর—ছোটো-ছোটো জিনিস, কোমরবন্দের কাজ-করা রূপার বগ্‌লস, ছোটো-ছোটো নক্সাদার বাটি, কৌটো, এই সব; রেশমের লুঙ্গি, অতি চমৎকার সব রঙ; সোনার জরীর কাজ করা, বেনারসী কাপড়ের মতো রেশমি কাপড়; Trengganu ত্রেঙ্গান্নুতে তৈরী পিতল-কাঁসার বাসন, পানের বাটা; লোহার দা, ছুরি; ইস্পাতের ক্রিস; পয়সা বা চুরুট রাখ্‌বার ঢাকনদার ছোটো পেটক—নানা রঙে রঙানো বেতের বা তালপাতার তৈরী এই সব। Basket-work অর্থাৎ পাতায় বা বেতে বোনার কাজ হ'চ্ছে এদের এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। আমি ছোটো-ছোটো দুই-একটি জিনিস নিলুম, বেতের কাজের নমুনা হিসাবে। সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের জন্য কিছু কিংখাব-জাতীয় কাপড় আর অন্য জিনিস সংগ্রহ ক'রলেন।

আজ বিকালে পাঁচটায় ছিল কুআলা-লুম্পুর শহরের মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে কবির অভিনন্দন, স্থানীয় টাউন-হলের বাড়িতে। প্রচুর লোক-সমাগম হ'য়েছিল, স্থানাভাবে অনেকে হলে জায়গা পেলে না। চীনা আর তমিল লোক-ই বেশী ছিল; কিছু পাঞ্জাবীও ছিল। সেলাঙর-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত J. Lornie জে় লরনী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; সভাপতি, আর স্বাগত-কারিণী-সভার নেতা শ্রীযুক্ত Loke Chow Thye লোক্-চাউ-থাই কবির প্রশস্তি প'ড়লেন, কবিকে মাল্য-দান করা হ'ল, তার পর চমৎকার একটি রূপোর আধারে ক'রে তাঁকে অভিনন্দন-সূচক মান-পত্র দেওয়া হ'ল। কবি সংক্ষেপে দুই এক কথা ব'ল্‌লেন; আর তাঁর জীবনের কার্য্য আর তাঁর বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে যা তিনি ব'ল্‌তে এসেছেন তা পরের দিনের সভায় ব'ল্‌বেন ব'ল্‌লেন।

সভাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল। এঁর নাম স্বামী আত্মানন্দ। এঁর কাছে শুন্‌লুম যে কুআলা-লুম্পুর শহরের বাইরে শহরতলীতে মিশনের একটি শাখা আছে। তার সংলগ্ন পাঠাগার আছে, স্থানীয় তমিল হিন্দু যুবকেরা সেখানে গিয়ে পড়া-শুনো ক'রে থাকে। বাইরে-

থেকে আগত হিন্দু জন-সাধারণ এসে ২।৪ দিনের মতন সেখানে আশ্রয় পায়—কতকটা ধর্মশালার ভাব। বৎসরে কতকগুলি উৎসব হয়। পরমহংসদেবের জন্মদিনে প্রচুর আহার্য্য অন্ন-ব্যঞ্জন বিতরিত হয়, তমিল কুলি আর অন্য গরীব লোক আর ভদ্র হিন্দুরাও এই মহোৎসবে যোগ দেন। চীনাদের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব আছে, এই জন্মোৎসবে তারা স্বেচ্ছায় টাকা দিয়ে সাহায্য ক'রে, পুণ্য-কার্য্যে 'শরীক' হয়।

আমাদের বাসায় অন্যান্য অভ্যাগত কবি-দর্শনেচ্ছুদের মধ্যে একটি পাঞ্জাবী ব্যারিস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। একেবারে প্রৌঢ় নন। হিন্দু। এদেশে কিছুকাল থেকে, বেশ পশার জমাচ্ছেন। একটু অত্যধিক সরল লোক। দেখি, ইনি আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বাসার বৈঠকখানায় ব'সে মহা তর্ক জুড়ে' দিয়েছেন। এঁর শ্রোতারা বিশেষ কৌতুক আর পরিহাস-মিশ্র ভাবে এঁর কথা শুন্‌ছেন। এঁর কথা হ'চ্ছে এই :—কবি যে বিশ্বভারতীর আদর্শ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা তাঁর পণ্ডশ্রম হ'চ্ছে। লোকে তাঁর কথা বুঝ্‌বে না। তাঁর উচিত, ভারতীয়দের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রে একটি বড়ো বিজ্ঞান-মন্দির খোলা। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক আর পদার্থবিৎ সকলে আহূত হবেন, আর তাঁরা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে একটা জিনিস আবিষ্কারের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবেন। জিনিসটা আর কিছু নয়—কোনও রকম সাঙ্ঘাতিক প্রাণহন্তারক রশ্মি—যার নাম আগে থাক্‌তেই তিনি দিয়ে রাখ্‌ছেন Death Ray অর্থাৎ 'মৃত্যু-রশ্মি'। এই রশ্মি ভারতবর্ষের কোনও স্থানে ব'সে পৃথিবীর যেখানে খুশী চালাতে পারা যাবে, আর যে-বস্তুর উপরে এই রশ্মি প'ড়্‌বে, তা একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যাবে—রকমারি poison gas বিষাক্ত গ্যাস আর লড়াইয়ের বোমায়ও সে রকম ধ্বংস ক'র্‌তে পার্‌বে না। ভারতবাসীরা যে দিন এই Death Ray আবিষ্কার ক'র্‌তে পার্‌বে, সেই দিনই পৃথিবীর তাবৎ জাতি বিশ্বভারতীর বাণী শুন্‌বে, ভারতের সভ্যতায় তাদের আস্থা হবে। ভদ্রলোক নিজে তাঁর এই Death-Ray-বাদ আর কার্য্যে তার পরিণতির সম্ভাবনা আর উপযোগিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁর কথায়, অন্য ভদ্রলোকেরা কেউ তাঁকে উৎসাহিত ক'রে, আর কেউ বা তাঁর সঙ্গে মত-বৈপরীত্য প্রকাশ ক'রে, তাঁকে নাচাচ্ছে। কথাটি পাগলের মতন শোনালেও, যে মূল চিন্তা থেকে এই Death Ray-র

খেয়াল তাঁর মগজে গজিয়েছে সে মূল চিন্তাটি হ’চ্ছে এই—Si vis pacem, para bellum “যদি শান্তি চাও, তো লড়াইয়ের জন্য তৈরী থাকো”। শক্তির অনুপাতে শ্রদ্ধা, আর শান্তি। অবশ্য এই মনোভাবের বিপক্ষে যুক্তি আছে। যাক্—Death-Ray-ওয়ালা ভদ্রলোকটি কবির কাছে তাঁর প্ল্যানটি কবি যাতে অনুমোদন ক’রে স্বীকার ক’রে নেন তার জন্য বিনীত-ভাবে নিবেদনও ক’রেছিলেন। প্রথমটায় কবি একটু চ’ম্‌কে উঠেছিলেন—এই অভিনব প্রস্তাব শুনে; পরে তিনি হাস্‌তে-হাস্‌তে তাঁকে ব’ল্‌লেন যে তিনি ও প্ল্যান বোঝেন না—আপাততঃ তাঁর-ই প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে চেষ্টা ক’রে দেখা যাক্ না।

রাত্রে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত মনোজ মল্লিক মহাশয়ের বাড়িতে কবির নিমন্ত্রণ ছিল, সঙ্গে আমরাও বাদ পড়ি নি। কবির কুআলা-লুম্পুরে আগমন উপলক্ষে মনোজ-বাবুর বাড়িতে যেন কুটুম্ব-সমাগম হ’য়েছে, সেরেম্বানের শ্রীযুত নন্দী, মালাক্কার গুহরা, আর অন্য বাঙালী, সপরিবারে এঁর অতিথি। বাঙালী ছাড়া, স্থানীয় ভারতীয় অন্য কতকগুলি ভদ্র-সজ্জন্‌ও নিমন্ত্রিত হ’য়েছিলেন—সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত তালালা, শ্রীযুক্ত বীরস্বামী, রাও সাহেব শ্রীযুক্ত সুব্বায়া নায়ুড়ু (ইনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধি, ভারতীয় কুলিদের সুবিধা-অসুবিধা দেখ্‌বার জন্য নিযুক্ত) প্রভৃতি। একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য ক’র্‌লুম, আর সে সম্বন্ধে কবিও আমাদের কাছে সাধুবাদ ক’রেছিলেন, যে এই বাঙালী ভদ্রলোকটি অন্য ভারতীয়দের মধ্যে কেমন জমিয়ে’ নিয়ে ব’সেছেন—প্রাদেশিক-অভিমান-বর্জিত হ’য়ে, অকৃত্রিম হৃদ্যতার সঙ্গে এঁরা যে মেলা-মেশা ক’র্‌ছেন—বাঙালী, তমিল, তেলুগু, সিংহলী, পাঞ্জাবী—এটা দেখে খুব-ই আনন্দ হ’ল। মল্লিক-মহাশয় যে সকলেরই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পাত্র হ’য়ে এখানে আছেন, এটা দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ’লুম। আমাদের খাওয়াচ্ছেন বাঙালী ঘরের গৃহিণীরা, আহারের ব্যবস্থা স্বদেশী মতে চমৎকারই হ’য়েছিল। শ্রীযুক্ত নান্দের মহাশয়ের শিশু কন্যার সঙ্গে ভাব জমিয়ে’ নেওয়া গেল; এই শিশুটি আমার মালয়-ভ্রমণের একটি আনন্দময় স্মৃতি। বাঙালী অ-বাঙালী কেউ কবিকে ছাড়্‌লেন না, তাঁকে গান শোনাতে হ’ল। এইরূপ স্বজাতীয় বান্ধব-সম্মিলনে পরম আনন্দে আমরা সন্ধ্যা আর প্রথম যাম যাপন ক’রে বাসায় ফির্‌লুম।

১লা আগস্ট ১৯২৭, সোমবার

রাও সাহেব শ্রীযুক্ত সুব্বায়া নায়ুডু, মালাক্কায় এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল, ইনি আজ দুপুরের পর এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে। এঁর কাছ থেকে মালাই-দেশের ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে আরও কিছু খবর জানা গেল। ইনি ব'ল্‌লেন, শতকরা ৮০ জন শ্রমিক তমিল, ৯ জন তেলুগু, ৪ জন মোপলা (মালয়ালম্‌-ভাষী মুসলমান), বাকী হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী। রবার-বাগানে না'রকল-বাগানে যারা কুলিগিরি ক'র্‌তে আসে, তারা অনেকে অর্থাভাবে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আস্‌তে পারে না। যদি এ-রকম সম্ভাবনা থাক্‌ত যে তারা যে কয় বছরের মেয়াদ নিয়ে বাগানে খাট্‌তে যাচ্ছে, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে, নিজে ধান চাষ কর্‌বার জন্য বা ফল-ফুলুরির তরি-তরকারির বাগান কর্‌বার জন্য সরকারের কাছ থেকে এক টুক্‌রো ক'রে জমি পাবে, তা হ'লে প্রায় সকলেই স্ত্রী-পরিবার নিয়ে এসে এদেশে কায়েমী অধিবাসী হ'য়ে যেত। কিন্তু এ যাবৎ এদের ছোটো একটু ক'রে ভূখণ্ড পাবার কোনও সুযোগ ঘ'ট্‌ছে না। তাই এই সব ভারতীয় কুলির অবস্থা হ'য়েছে ত্রিশঙ্কুর মতন, বা ধোবার কুকুরের মতন, "ন ঘর-কা, ন ঘাট-কা"। কিছু টাকা জমিয়ে' যদি ঘরে ফির্‌ল, সে টাকা দু'দিনে ফুঁকে দিয়ে আবার এল' কুলিগিরি ক'র্‌তে। তবে এরা স্ত্রী-পুরুষে খাটে ব'লে, অনেকে আবার সস্ত্রীকও আসে। সমস্যা হ'চ্ছে, কি ক'রে জমি দিয়ে এ দেশে এদের বসানো যায়। মালাই সরকার (আর কতকটা ইংরেজও) নারাজ—দেশে বেশী ভারতীয় বাস করে এটা পছন্দ ক'র্‌ছে না। অথচ দেশে বিস্তর জমি প'ড়ে আছে, মানুষের অভাবে আবাদ হ'চ্ছে না। শ্রীযুক্ত সুব্বায়া ব'ল্‌লেন যে ভারত সরকারের লেখালেখি চ'ল্‌ছে মালয় সরকারের সঙ্গে, যাতে ভারতীয় কুলিরা মেয়াদ-অন্তে কিছু ক'রে চাষের জমি পায়, আর তিনি আশা করেন যে এ বিষয়ে মালয় সরকার অনুকূল হবে। —তাঁর মতে, কুলিদের নৈতিক অবস্থা মোটের উপরে ভালোই। বিকালে একদল পাঞ্জাবী এল' কবিকে দর্শন ক'র্‌তে—শিখ, হিন্দু, মুসলমান। এদের মাতব্বর হিসাবে সঙ্গে ছিল একটি মুসলমান ফৌজী লোক, বোধ হয় কোনো ধনী চীনা বা অন্য-জাতীয় লোকের বাড়িতে দরওয়ানি করে। সকলেই সামান্য কাজ করে, মিস্ত্রি, মোটর-চালক প্রভৃতি। দুই একজন অর্ধ-শিক্ষিত হিন্দুও আছে, এদেশে চাকরির প্রত্যাশায় এসেছে। কবি তখন অন্য কতকগুলি

লোকের সঙ্গে কথা কইছিলেন, তাই আমাকে খানিকক্ষণ ধ'রে বাড়ির ছাতার ময়দানে ব'সে ব'সে এদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে' তুল্‌তে হ'ল। মুসলমান ফৌজী লোকটি জানালে যে সে শুনেছে যে কবি একজন 'আ'লা দর্‌জার শাএর' অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর কবি তো বটেন-ই, তা ছাড়া তাঁর প্রতি খোদা-তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি সূফী সাধকের যোগ্য তসওউফ্‌ বা ব্রহ্মজ্ঞানও পেয়েছেন। এই শ্রেণীর লোকেরা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নমস্য। তাই এরা তাঁর দর্শনের জন্য এসেছে। আমি সংক্ষেপে বিশ্বভারতী, কবির কী উদ্দেশ্যে এই বৃদ্ধ বয়সে ভ্রমণে বহির্গমন, এই-সব সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌লুম। কবিকে উপহার দেবার জন্য সঙ্গে ক'রে এরা নিয়ে এসেছিল একটি সামান্য জিনিস—রঙ্‌-করা ছোটো একটি মাটির ভাঁড়ে একটি কাপড়ের গোলাপ গাছ, তাতে দু'টো লাল কাপড়ের ফুটন্ত গোলাপ, একটি কালো পাখি গোলাপের পাশে ব'সে আছে। কবির কাছে এদের নিয়ে যেতে, এরা তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়াল', ফৌজী লোকটি উর্দূতে বিনয় ক'রে তার আনীত উপহারটি দিলে, ব'ল্‌লে যে কবি হ'চ্ছেন ভারতের বুল্‌বুল, ভারতের দিল্‌ হ'চ্ছে গোলাপ, তার কাছে কবি তাঁর গান শোনাচ্ছেন তাকে মুগ্ধ ক'রে দিচ্ছেন, তাই কাপড়ের তৈরী এই গুল্‌ আর বুল্‌বুলের মূর্তি তারা এনেছে। কবি এই-সকল অতি-সাধারণ লোকের কাছ থেকে এই ভাবে সমাদর পেয়ে আনন্দিত হ'লেন, যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে খুশী ক'রে সকলকে বিদায় দিলেন। আমি এদের প্রত্যুদ্‌গমন কর্‌বার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে এলুম। একটি পাঞ্জাবী হিন্দু ছোক্‌রা আমার কাছে এসে অতি বিনীত-ভাবে তার পাঞ্জাবী গ্রাম্য উচ্চারণের উর্দূ-মিশ্র ইংরেজিতে ব'ল্‌লে যে, "মিডিল্‌" আর "সাকুল্‌-ফায়্‌নল্‌" বা "ম্যায়্‌ট্রিকিউল্যাশন্‌" পাস-করা সুযোগ্য ভারতীয় লোকেদের এদেশে চাকরি জুট্‌ছে না, সে শেষোক্ত পরীক্ষা পাস ক'রে এসেছে, কোনও কিছুর সুবিধা হ'চ্ছে না, বেকার ব'সে থাক্‌তে হ'চ্ছে—কবির সঙ্গে গভর্নর-সাহেবের বন্ধুত্ব আছে, লাট-বাড়িতে তিনি মেহ্‌মান্‌ বা অতিথি ছিলেন এ কথা সে অখ্‌বারে প'ড়েছে,—এখন হুজুর যদি কবিকে ব'লে দেন আর কবি যদি গভর্নর-সাহেবকে এক ছত্র লিখে দেন তা হ'লে বিস্তর বেকার শিক্ষিত ভারতীয় যুবকের এই মালাই-দেশে একটা হিল্লে হ'য়ে যায়—আর বিশেষতঃ যখন ভারতীয়দের তরক্কী বা উন্নতি হোক্‌ এ'টি তাঁর বিশেষ কাম্য বস্তু।

কতকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক সপরিবারে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’র্‌তে এলেন। দূর দূর জায়গা থেকে এসেছেন, এঁদের কেউ-কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেই উঠেছেন। কেউ কেউ এখানে ফেডারেটেড্-মালাই-স্টেট্‌স্-এর সরকারে চাকুরি করেন, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার। এদেশে কারো-কারো অনেক বৎসর ধ’রে বাস। এঁদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে প্রতিবেশী একটি গুজরাটী ভদ্রলোকের স্ত্রীও এসেছেন। ছেলে-পুলে এখানেই বড়ো হ’য়েছে। দেশে যাওয়া কচিৎ ঘটে, এক বছর দু’ বছর অন্তর। ছোটো বড়ো ছেলে মেয়ে কতকগুলি দেখ্‌লুম। খোঁজ নিলুম, এদের অনেকে ভালো ক’রে বাঙলা ব’ল্‌তে পারে না। খেলুড়ীদের সঙ্গে মালাই বলে, অন্য লোকেদের সঙ্গে মালাই, এমন-কি কখনো-কখনো বাপ-মায়েরও সঙ্গে ছেলেরা মালাই বলে। ইস্কুলে শেখে আর বলে খালি ইংরেজি। এক্ষেত্রে তারা যদি বাঙলা না শেখে, বা ভুলে যায়, তাদের দোষ কী? এঁদেরই একটি উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলেকে দেখ্‌লুম, খাসা বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত চেহারা, চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি, এই দেশেই বড়ো হ’য়েছে, এখানকার ইস্কুলে বরাবর প’ড়ে পাস ক’রে এখানেই একটি সরকারি ইস্কুলে মাষ্টারি ক’র্‌ছে, এর ছাত্ররা তমিল, চীনে’, পাঞ্জাবী, মালাই; এ কিন্তু বাঙলা কইতে পারে না। ছোক্‌রা বাঙলায় আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে পার্‌লে না ব’লে বিশেষ দুঃখিত আর লজ্জিত হ’ল, তবে প্রতিশ্রুতি দিলে যে মাতৃভাষার চর্চা ক’র্‌বে। এর দিন কয়েক পরে আবার যখন অন্যত্র তার সঙ্গে দেখা হ’য়েছিল, তখন সে আমার সঙ্গে দু চারটে কথা বাঙলাতেই ক’য়েছিল।

২ আগস্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার

আজ কবির শরীর অসুস্থ, জ্বরভাব মতন, আর অত্যন্ত দুর্বল অনুভব ক’র্‌ছেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে বিকালে তাঁর বক্তৃতা দিতে হ’য়েছিল। চীনা থিয়েটার (থিয়েটারটির নাম Drury Lane Theatre!—আমাদের Minerva Theatre, Star Theatre, Classic Theatre, Emerald Theatre, এমন কি Thespian Temple ব’লেও ক্ষণিকের জন্য এক বাঙলা থিয়েটার হ’য়েছিল, সেই সব বাঙলা থিয়েটার-ওয়ালাদের বিদেশী নামের প্রতি প্রীতি স্মরণ করিয়ে’ দেয়)—স্থানীয় চীনা থিয়েটার-হলে তাঁর বক্তৃতা, চীফ

সেক্রেটারি সাহেব হ'লেন সভাপতি। বক্তৃতা হ'য়েছিল সুন্দর; ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, সমগ্র জগতের জাতিগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, এই বিষয়ে কবি ব'ল্লেন। বিশ্বভারতীকে অর্থ-সাহায্য করার জন্য টিকিট বিক্রী ক'রে স্থানীয় ভারতীয় আর চীনারা মিলে এক Variety Entertainment করে, এটি রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত চ'লেছিল। কবিকে রাত্রে আহারের পরে এক সময়ে এসে তাঁর ইংরেজি কবিতা গুটি পাঁচেক পাঠ ক'রে যেতে হ'য়েছিল। আমরা এই entertainment-এ ছিলুম—নানান দিক্ দিয়ে এটি বেশ কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হ'য়েছিল। এর প্রোগ্রামটিতে এই জিনিসগুলি ছিল:—একটি চীনা ক্লাবের ব্যাণ্ড কর্তৃক ইউরোপীয় গত্ বাজানো; দুটি চীনা নাটিকা—Yan Kheng Benevolent Dramatic Association কর্তৃক আধুনিক চীনা সমাজ অবলম্বন ক'রে ছোটো একটি হাল-ফ্যাশনের নাটক, আর Chui Lok Amateur Dramatic Association কর্তৃক সেকেলে ধরনের একটি চীনা নাট্যাভিনয়; আরও ছিল Chin Woo বা চীনে কসরৎ, কতকটা জাপানী জিউ-জুৎস্থর মতন; চীনা যুবকদের জিম্‌নাষ্টিক; Selangor Chinese Women's Athletic Association-এর চীনা মেয়েদের নাচের তালে জিম্‌নাষ্টিক আর ব্যায়াম প্রদর্শন; আর স্থানীয় Vivekananda Tamil Girls' School-এর ছোটো-ছোটো মেয়েদের গানের সঙ্গে নাচ—Kollattam 'কোল্লাট্টম্' এই নাচের নাম। চীনাদের Chin Woo চিন্-উ কসরৎ আগে কখনো দেখিনি, এর নাম-ই শুনিনি, এটিকে কার্য্যকরতায় জিউ-জুৎস্থর প্যাঁচের চেয়ে কম ব'লে মনে হ'ল না। চীনে' মেয়ে আর পুরুষদের ব্যায়াম প্রদর্শন দেখে বেশ মনে হ'ল, চীনা জাতিটা এদেশে এসে ঘুমিয়ে' নেই, এরা একেবারে যেন তৈরী হ'য়ে র'য়েছে। চীনা boy scout বা ব্রতী বালকেরা খুব চতুর, চট্‌পটে'। চীনাদের একটা অদম্য প্রাণবন্ত উৎসাহ সব কাজেই দেখা যায়, সেটার সাম্‌নে ভারতীয়েরা মরারও অধম। আধুনিক চীনের কার্য্যকরতা আর ভারতের নিষ্ক্রিয়তা, এই দুই জা'তের মেয়েদের প্রদর্শিত ব্যায়াম-ক্রীড়ায় আর নাচে-গানে পরিস্ফুট হ'ল। চীনা মেয়েরা খুব যোগ্যতার সঙ্গে ড্রিল দেখালে, তাদের নৃত্য-মিশ্র ব্যায়াম-রীতি, আর নাচ দেখালে। তাতে সমস্ত জিনিসটাতে কোথাও শালীনতার ত্রুটি দেখ্‌লুম না, বরং এদের মেয়েদের শিক্ষায় একটি

বেশ দৃঢ়তার ভাবের সমাবেশ দেখা গেল, যেটা হয়-তো এই যুগে আবশ্যক হ'য়ে প'ড়্ছে। চীনারা নিজেদের উন্নতির জন্য নানা রকম ব্যবস্থা ক'রছে, অনেক ক্লাব ব্যায়াম-শালা নিজেরা চালাচ্ছে, কিন্তু বাইরে তাই নিয়ে হৈ-চৈ নেই। ভারতীয় শিশু মেয়ে কতকগুলি, হাতে দু'টো ক'রে রঙীন ছড়ি বা কাঠি নিয়ে, ছড়িগুলি মাঝে-মাঝে ঠুকে-ঠুকে, কখনো বৃত্তাকারে কখনো ঘুরে-ফিরে নাচ্‌ল, সঙ্গে-সঙ্গে ভজন-জাতীয় তমিল গানও চ'ল্‌ল। ছোটো মেয়েদের সামান্য নাচ—এই হ'ল ব্যপার। কিন্তু একজন তমিল ভদ্রলোক এই কোল্লাট্টম্ নাচের cosmic বা আধ্যাত্মিক এক ব্যাখ্যা ক'রে, লম্বা দু-তিন পৃষ্ঠার এক বিরাট্ লেখা তৈরী ক'রে এনে আমাদের হাতে দিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে কবি সেটা প'ড়ে এই নাচের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থটি একটু উপলব্ধি করেন।

চীনে' নাটিকা দু'টির মধ্যে যেটি হাল-ফ্যাশনের, সেটির কথা-বস্তু হ'চ্ছে, একটি শিক্ষিত পরিবারে নানা হাস্যরসের কথার মধ্যে কবিতা-লেখার প্রতিযোগিতা—আর রবীন্দ্রনাথের উপরে যে কবিতাটি একটি যুবক লিখ্‌লে, সর্বসম্মতি-ক্রমে সেইটিকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হ'ল। নাটকের এই কবিতাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হ'য়েছিল, আমাদের অবগতির জন্য, চীনা ভাষায় লেখা প্রোগ্রামের মধ্যে। অনুবাদের ইংরেজিটা ঠিক বিশুদ্ধ না হ'লেও, তার আশয় থেকে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি এখানকার চীনারা যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান ক'র্‌ছে সেই শ্রদ্ধার হার্দিকতা আর গভীরতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

দ্বিতীয় নাটিকাটি তার আখ্যায়িকা-বিষয়ে মামুলি ঢঙের জিনিস। তবে একটি বাঁচোয়া ছিল যে, এই নাট্যে চীনা ঝাঁঝ, কাঁসা. আর কাঁসীর "ঐকতান বাদন" ছিল না। গল্পটি এই :—শাশুড়ী বউয়ের উপর বড়োই অত্যাচার করেন; আদর্শ মাতৃভক্ত পুত্র, বউয়ের স্বামী, মায়ের এই দুর্ব্যবহারের প্রতীকারের জন্য কিছু ক'র্‌তে না পেরে, মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধ মঠে গিয়ে ভিক্ষু হ'য়ে গেল; বউটি অনেক যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, আদর্শ চীনা পুত্রবধূর মতন শাশুড়ীর সেবা ক'র্‌লে; পরে শাশুড়ীর মৃত্যু। এইখানে নাটক আরম্ভ। বউটি তার নিরুদ্দেশ স্বামীকে এখন খুঁজ্‌তে বা'র হ'য়েছে। স্টেজে এসে কতক falsetto গলায় গান গেয়ে, কতকটা বা 'গদ্যচ্ছন্দ' আউড়ে', মেয়েটি দর্শকের কাছে নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়ে' দিলে। তার পর চীনা

ভিক্ষুর পোষাকে মাতৃভক্ত স্বামী মহাশয়ের প্রবেশ—হাতে জপমালা আর একটি চামর, মুখে একেবারে নির্বিকার পুরুষের ভাব। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে চিন্‌তে পারলে। স্ত্রীর কাতর মিনতি, স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে' নিয়ে যাবার জন্য। স্বামী তখন মঠের মধ্যে ধর্মের শান্তি (আর আরাম) পেয়েছেন—স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে, ভিক্ষুর ব্রত ভাঙা অধর্ম এই বুঝিয়ে', তাকে বিদায় ক'রে দিলেন। যে অভিনেতা মেয়েটির অভিনয় ক'রেছিল, তার ভাবে, ভঙ্গীতে, গানে, কথায় একটা ব্যাকুলতা, একটা একাগ্র আহ্বান বেশ ফুটে উঠেছিল। স্বামীটির এই ধর্মপ্রাণতা আমাদের মোটেই অনুমোদিত না হ'লেও, বৌদ্ধ ভিক্ষুর অভিনয়ে এমন সুন্দর একটি গাম্ভীর্য্যের ভাব, তার গানের সহজ সুরে এমন একটি ধীর শান্ত ভাব অভিনেতা এনেছিল যে মনে-মনে তাকে আমরা খুবই সাধুবাদ দিচ্ছিলুম। স্বামীর ভূমিকার অভিনেতা ছোক্‌রা শুন্‌লুম এখানকার এক বহুলক্ষপতির বংশধর।

বুধবার, ৩রা আগস্ট ১৯২৭

সকালে কবি বেশ প্রফুল্লচিত্ত। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় খানিক খুব আলোচনা চ'ল্‌ল—বংশ-পরম্পরাগত মানসিক প্রবণতা এক দিকে, আর এক দিকে দেশের জলবায়ুর পারিপার্শ্বিক, Heredity vs. Climate and Environment, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টার প্রভাব মানুষের মনে বেশী ক'রে হয়। এ বিষয়ে নিষ্পত্তি অবশ্য হ'ল না, কিন্তু দেশের প্রকৃতির প্রভাব যে একটি মস্ত জিনিস, Heredity-কেও যে ব'দ্‌লে দেয়, এই মতবাদের অনুকূল কবির মত।

ফেডারেটেড-মালায়-স্টেট্‌স্-এর সরকারি ছাপাখানায় গিয়ে মালাই জাতি আর সভ্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি বই কিনে আনা গেল। আর স্থানীয় বিবেকানন্দ তমিল স্কুল দেখে এলুম। এটি তমিল মেয়েদের ইস্কুল, স্থানীয় হিন্দু তমিল ভদ্রলোকেদের উৎসাহে স্থাপিত হ'য়েছে। ইস্কুলটি বেশ চ'ল্‌ছে; অনেকটা জায়গা জুড়ে বাড়ি, বড়ো-বড়ো ঘর, অনেকগুলি ছোটো বড়ো মেয়ে প'ড়্‌ছে; তমিলদের যোগ্যতার পরিচায়ক এই ইস্কুলটি দেখে বেশ খুশী হ'লুম।

২০এ জুলাই আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছেচি। এ পর্য্যন্ত এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সকল জাতির লোকে উচ্ছ্বসিত ভক্তি আর শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে

সংবর্ধনা ক'রেছে, কোন জায়গায় একটুও বিরোধ-ভাবের আভাস বা প্রকাশ পাইনি। সাধারণ ইউরোপীয়েরা কিন্তু এ-দেশে ভারতবাসীদের অতি হীন চোখে দেখে থাকে, কুলির জা'ত ব'লে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতের লোক হ'য়ে এদেশে এসে রাজাধিরাজের চেয়েও বেশী সম্মান পাচ্ছেন, সকলেই ভক্তি আর ভালবাসার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ ক'র্‌ছে—এই ব্যাপারটি কিন্তু আমাদের সুপরিচিত আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান মনোবৃত্তির অধিকারী অনেক শ্বেত-চর্মের কাছে বড্ড একটা অস্বস্তির কথা হ'য়ে উঠেছিল; মালয়-দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর ভ্রমণ যে একটি বিরাট্ triumphal progress হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, এটা অনেকের ভালো লাগ্‌ছিল না। এই অস্বস্তি আর বিরূপ-ভাবকে প্রকাশ ক'র্‌লে সিঙ্গাপুরের "মালায়া ট্রিবিউন" কাগজ। এই কাগজের সম্পাদক গ্রান্‌ভিল্ রবার্টস্-এর কথা আগে ব'লেছি—লোকটা কবিকে সিঙ্গাপুর নাওয়ারার বন্দর দেখাতে চেয়েছিল, আর যেদিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে আসি সেদিন সদলে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিল। শুন্‌লুম, লোকটা ভারতীয়দের কাছে নানা বিষয়ে সাহায্য পেয়েছিল; কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কাগুজে' অভিযান ক'রে, সে তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিয়েছিল। ২রা আগস্টের "মালায়া ট্রিবিউন"-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল'—Dr. Tagore's Politics: রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ imperialism-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ক'রেছেন, তিনি "শাঙ্‌হাই টাইম্‌স্" সংবাদ-পত্রে ইংরেজদের চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ জা'তের রাজনৈতিক কীর্তি-কলাপকে কঠোর কশাঘাত ক'রেছেন, ইংরেজদের বহু নিন্দাবাদ ক'রেছেন, আরও ইঙ্গিত ক'রে হুমকি দেখিয়েছেন যে এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। এইরূপ বহু কথা ব'লে তাঁর কাছে এই সংবাদ-পত্রে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় যে, তিনি ব্রিটিশ-শাসিত মালাই-দেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'র্‌ছেন, রাজার আদর পাচ্ছেন, সর্বত্র সমস্ত ইংরেজ রাজকর্মচারীর সহানুভূতি আর সহযোগিতা পাচ্ছেন; বাইরে সত্যিই সেই ব্রিটিশ জাতির নিন্দা তিনি ক'রে বেড়াচ্ছেন কি না। ঐ দিনেরই কাগজে "শাঙ্‌হাই টাইম্‌স্"-এর প্রবন্ধ ব'লে খানিকটা লেখা তুলে' দেওয়া হয়।

এখন, রবীন্দ্রনাথ "শাঙ্‌হাই টাইম্‌স্"-এ কোনও পত্র লেখেননি।

হ'য়েছিল কি, ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণ-কালে রবীন্দ্রনাথ শাঙ্‌হাইয়ে চীনাদের উপরে ইংরেজ কর্তৃক আনীত ভারতীয় শিখ পাহারাওয়ালার অত্যাচার দেখে বড়োই ব্যথিত হন, আর এই ব্যাপার নিয়ে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটি "শূদ্র ধর্ম" নামে, ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে বা'র হয়। এই প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনূদিত হ'য়ে ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের "মডার্ন-রিভিউ"-তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজি প্রবন্ধ "মডার্ন-রিভিনিউ" থেকে নানা কাগজে উদ্ধৃত হ'য়ে, ঘুরে-ফিরে শেষে "শাঙ্‌হাই টাইম্‌স্" কাগজে ওঠে, আর তা থেকে "মালায়া ট্রিবিউন" এই প্রবন্ধের বিকৃত অংশবিশেষ নিয়ে কবির বিরুদ্ধে লিখ্‌তে আরম্ভ করে। ঐ সময়ে চীন-দেশে ইংরেজদের অবস্থা বড়ো সন্তোষপ্রদ ছিল না; ইংরেজদের বিরুদ্ধে শত্রুভাব, ইংরেজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি; চীনের ইংরেজ অধিবাসীদের ধন-প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভারতীয় সেপাই যাচ্ছে, বিলেত থেকে মানোয়ারি জাহাজ যাচ্ছে। সুতরাং ঠিক সময় বুঝেই, "মালায়া ট্রিবিউন্" মালাই-দেশের মালিক ইংরেজদেরকে কবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে' দেবার চেষ্টা ক'র্‌লে। আর কবির বিরুদ্ধে দেশের রাজা ইংরেজ চ'টে গেলে, ভয় পেয়ে ভারতীয় আর চীনা কেউ-ই প্রকাশ্যে কবির প্রতি শ্রদ্ধা বা তাঁর বিশ্বভারতীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে সাহস ক'র্‌বে না। উদ্দেশ্য যে ছিল এই, তাতে সন্দেহ হয় না।

"মালায়া ট্রিবিউন"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা কবির কানে উঠ্‌তে, তাঁর নামে যে প্রবন্ধ চালানো হ'য়েছে তাতে দু'-চারটে কথা সম্পূর্ণ-রূপে বিকৃত ক'রে, আর কবির নিজের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ক'রে ছাপানো দেখে, তিনি সিঙ্গাপুরের সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজে বিশেষ ক'রে সেই অংশের প্রতিবাদ ক'রে এক তার পাঠিয়ে' দিতে ব'ল্‌লেন। "মালায়া ট্রিবিউন"-কে গ্রাহ্যই করা হ'ল না। কিন্তু তা ব'লে "মালায়া ট্রিবিউন" ছাড়্‌লে না, দিন তিনেক ধ'রে খুব আস্ফালন ক'র্‌লে। ইংরেজদের দু' একখানা কাগজও এই ঘোটে যোগ দিলে। এখন "মডার্ন-রিভিউ"-এর প্রবন্ধের কথা আমাদের কারো মনে ছিল না, কবিরও না। কিন্তু কুআলা-লুম্পুরের আদালতের একজন তমিল কর্মচারী এই প্রবন্ধটি আমাদের গোচরে আন্‌লেন। একটা that-কে ব'দ্‌লে and ক'রে, একটা সেমিকোলন লাগিয়ে', তাঁর "মডার্ন-রিভিউ"-তে ছাপা প্রবন্ধের কোনও বাক্যের অর্থ উল্‌টে দিয়েছে। কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয়দের

সংবাদপত্র "মালায়ান ডেলি এক্স্‌প্রেস্" তাদের ৬ই অগস্ট তারিখের সংখ্যায় এই-সব কথা খুলে লিখে দিলে—Anti-Tagore bubble pricked—an object lesson in dishonest journalism—mischievous propaganda exposed ব'লে কড়া মন্তব্য লিখ্‌লে। কুআলা-লুম্পুরের ইংরেজদের কাগজ "মালায় মেল" আগে থাকৃতেই কবি তথা ভার•বাসীদের বিরোধী ছিল, এখন দিন দুই ধ'রে "মালায়া ট্রিবিউন"-এর সঙ্গে গলা মেলালে। এদিকে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে কবি যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদেরই মতন তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছিলেন, সে মত থেকে একটুও সরেন নি, সে কথা তিনি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে' দেন। বিরোধী ইংরেজদের কাগজের মধ্যে দুই একখানা কাগজ দু'-তিন দিন ধ'রে বিপক্ষে লিখ্‌লে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমরাই অবাক্ হ'য়ে গেলুম—বে-সরকারি ইংরেজ, আর ইংরেজ কর্মচারীরা, এই খবরের কাগজের লেখালেখি সত্ত্বেও আর চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে কবির নিজের মত স্পষ্ট ক'রে কাগজের মারফৎ শুনিয়ে' দেওয়া সত্ত্বেও, কেউ বিচলিত হয় নি। স্থানীয় কতকগুলি বিশিষ্ট ইংরেজ কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসে তাঁদের কার্ড দিয়ে গেলেন; সিঙ্গাপুরের ইংরেজদের সব-চাইতে বড়ো ক্লাব থেকে সেক্রেটারি হিসাবে আরিয়ম্‌কে চিঠি লিখে জানালে যে, এইরকম ঘৃণ্য কলম-বাজির সঙ্গে ভদ্র ইংরেজের যোগ নেই; আর কুআলা-লুম্পুরে আর তার আশ-পাশের দুই-একটি শহরে যেখানে-যেখানে কবি আহূত হ'য়ে গেলেন, সেখানেই রাজকর্মচারী ইংরেজ আর বেসরকারি ভারতীয় মালাই চীনা আর ইউরোপীয় সকলেই এসে পূর্ব বন্দোবস্ত-মতো যোগদান ক'র্‌লেন। এটা আমাদের অনুমান হয়, মালয় গভর্নমেণ্ট "মালায়া ট্রিবিউন"-এর এই ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর আতিশয্য, যা রবীন্দ্রনাথের মতো জগৎপূজ্য কবিকে অপদস্থ ক'রে নিজেরই বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছিল, তার অনুমোদন করে নি। এইসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, কবি মালয়-দেশের ইংরেজ কর্মচারী বা বেনিয়া কাগজওয়ালা-দের ভয়ে বা খাতিরে তাঁর "মডার্ন-রিভিউ"তে প্রকাশিত প্রবন্ধ, যা নিয়ে কতকটা জল ঘোলাবার চেষ্টা হ'ল, তার জন্য একটুও 'কিন্তু-কিন্তু' হন্ নি। এসম্বন্ধে তাঁর হ'য়ে আরিয়ম্ ৭ই অগস্ট তারিখে মালাই-দেশের সমস্ত খবরের কাগজে যে চিঠি লেখেন, সে চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ব'লে শেষ

কথা বলেন—কোনও গভর্নমেণ্টের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যায়-বুদ্ধির অনুমোদিত উক্তিকে প্রত্যাহার ক'রতে পারেন না;—আর এই চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটাও চুকে যায়। কুআলা-লুম্পুরের "মালায় মেল"-এর লোক এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁকে খুঁটিয়ে' জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁর রাজনৈতিক মত যা-ই হোক্ না কেন, ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কী রকম; তখন তিনি বলেন যে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আর অন্য বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, ব্যক্তিগত-ভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধু-ভাব আছে, লর্ড লিটন্ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসেন, তাঁকে লাট-বাড়িতে আমন্ত্রণ করা হয়, আর বাঙলার লাটেরা তাঁরও আতিথ্য স্বীকার ক'রেছেন।

ব্যাপারটা তো সহজেই মিট্‌ল মালাই-দেশে, কিন্তু ভারতে তার ঢেউ এসে পৌঁছুল'। দেশে ফিরে শুন্‌লুম, এই নিয়ে দেশের খবরের-কাগজের মধ্যে দুই-একটিতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেশের লোকের চোখে হীন প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা হ'য়েছে। ভারতের তথা রবীন্দ্রনাথের পরম হিতৈষীরা, ভারতবর্ষের সংবাদ-পত্রে মালাই-দেশের এই-সব ভারতীয়দের বিরোধী ইংরেজদের খবরের-কাগজের মন্তব্য পাঠিয়ে' দেয়। তা থেকে, জাতীয়তার উদ্বোধক এই দেশী কাগজগুলিতে, মোটা হরফের শিরোলিখন দিয়ে এইরূপ ইঙ্গিত করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে যা ব'লেছিলেন, মালয়-দেশে গিয়ে সেখানকার ইংরেজদের খুশী রাখ্‌বার জন্য তিনি নিজের সেই উক্তির প্রত্যাহার ক'রেছেন। একেই ইংরেজি প্রবচনে বলে, 'পিছনদিক্ থেকে ছুরি মারা'। অমনি বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের একজন দিগ্‌গজ মোড়ল, যিনি নিজের সম্বন্ধে নাকি ছাপায় উক্তি ক'রেছেন যে সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চের আসরে তিনি অনেক নাচ-ই নেচেছেন, সম্প্রতি অবসর নিতে চাইছেন, তিনি কাগজে চিঠি লিখে তাঁর righteous indignation বা ন্যায্য ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌লেন যে, লাট-বাড়ির ভোজের আর আরামের লোভে বুড়ো বয়সে রবীন্দ্রনাথ সাহসের অভাব দেখিয়ে' কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হ'য়ে নিজের উক্তিগুলি ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। হায় রে, ইউরোপের স্বাধীন রাজারা যাঁকে সম্মানের স্থান ডানদিকে বসিয়ে' খাওয়াতে পার্‌লে কৃতার্থ

হয়, যাঁর বাড়ি ব'য়ে এসে নিজ দেশে যাবার জন্য যাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে যায়, এক-একটা সমগ্র জা'তের কাছ থেকে যাঁর জন্য নিমন্ত্রণ আসে—পৃথিবীর প্রধানতম কবি ব'লে বিশ্বজগতের তাবৎ শিক্ষিত লোকে যাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছে, যিনি নিজের আর নিজের দেশের মর্য্যাদার কথা, আর জগতের শ্রেষ্ঠজনগণের মধ্যে নিজের আসন কোথায় তা বিলক্ষণ বোঝেন—তাঁর সম্বন্ধে, আমাদের গেঁয়ো ঘোঁট-মঙ্গলের পাণ্ডা, নূতন পরকীয়াতত্ত্বের সাহিত্যের ওস্তাদ এসে, শিষ্টজনোচিত ভদ্র ভাষা প্রয়োগ ক'রে ব'ল্‌ছেন—to save his skin and to retain for himself the comfort and the honour of the Government hospitality ইত্যাদি; অগস্টের ৩রা তারিখে, "মালায়া ট্রিবিউন্" কবির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ ক'র্‌লে, আর তার দিন ১৩।১৪ আগে কবি কেন এই আক্রমণ প্রতিবাদ করবার জন্য ২০এ-২২এ জুলাই যখন তিনি সিঙ্গাপুরে লাটের অতিথি ছিলেন তখন লাট-বাড়ি ত্যাগ ক'রে humblest Chinese dwelling-এ গেলেন না—এটা কবির অমার্জনীয় অপরাধ, তাঁর কাপুরুষতা। জবর psycho-analyst, সেইজন্য তারিখের আর ঘটনার ক্রমের সম্বন্ধে একটু "ব্যাভ্রোম" হয়। সেই যে গল্পে আছে, মিঞা-সাহেব স্বপ্ন দেখ্‌লেন, বিবির পর উঠেছে; পর উঠেছে তো চিঁড়িয়া, আর চিঁড়িয়া তো এক্কেবারে মুরগী—অম্‌নি নিদ্রিত অবস্থায় ছুরি নিয়ে বিস্‌মিল্লা ব'লেই গলায় আড়াই প্যাঁচ।

অপ্রিয় কথার আলোচনা যাক্। ব্যাপারটা নিয়ে, দেশ-উদ্ধারের sole agency প্রাপ্ত মোসাহেবি-মার্কা স্বাধীনতার জন কতক অগ্রদূত (যারা, রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ ছিলেন ফিরিঙ্গি পোতু´গীস, এই অপূর্ব তথ্য একাধিকবার প্রকাশ ক'রে নূতন গবেষণার পুলকে আত্মহারা হ'য়ে গড়াগড়ি দিয়েছিল), রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ইতর ঘোঁট তুলেছিল ব'লেই, কথাটার অবতারণা ক'রে, রবীন্দ্রনাথের সাথী হিসেবে, যা ঘ'টেছিল, সে-সম্বন্ধে দেশবাসীর কাছে সংক্ষেপে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখ্‌লুম।

আজ দু'টোর পরে স্থানীয় গভর্নমেণ্ট ইস্কুল ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনে কবির বক্তৃতা ছিল। ছেলেরা আর মাষ্টাররা, আর স্থানীয় বহু শিক্ষিত ইংরেজ জড়ো হ'ল। ছেলেদের মধ্যে চীনা আর মালাই-ই বেশী, কিছু সিংহলী

আর তমিল আছে ; মাথায়-পাগড়ি দুই-একটি শিখ ছেলেকেও দেখ্‌লুম। নানা জা'তের সমাবেশ এই দেশে, যারা এদেশে বসবাস ক'র্‌ছে তাদের মধ্যে প্রধান যোগ-সূত্র হ'চ্ছে ইংরিজি ভাষা—আর আছে ইংরিজি শিক্ষার যোগ-সূত্র। চীনা, মালাই, তমিল, পাঞ্জাবী—এক-ই ইংরিজি বা ফিরিঙ্গিয়ানা ভাবে গ'ড়ে উঠ্‌ছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা নেই, বা নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় নেই। এরা যাতে কালা বা হ'ল্‌দে ইংরেজ ব'নে যায়—এই হ'চ্ছে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর অবস্থা-গতিকে, এই উদ্দেশ্য না হ'য়েই বা যায় কি ক'রে ? কী রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার—কোথায় চীনা, কোথায় তমিল, কোথায় পাঞ্জাবী, কিন্তু একস্থানে এসে এরা মিলিত হ'ল, আর এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের অধীনে এদের যেন এক কড়ায় ঢেলে গালিয়ে' নেওয়া হ'চ্ছে। এর ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, তা কে জানে ?—ইস্কুলে কবি ছোটো একটা বক্তৃতা দিলেন, আর "শিশু"-র তরজমা Crescent Moon থেকে কিছু প'ড়ে শোনালেন।

তারপরে কবিকে মোটরে ক'রে নিয়ে গেল Seremban সেরেম্বানে, Negri Sembilan নেগ্‌রি-সেম্বিলানের রাজধানী এই শহর। তিনি সন্ধ্যার দিকে সেখানে পৌঁছুবেন, সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা, পরের দিন দুপুরের মধ্যে ফির্‌বেন। ধীরেন-বাবু আর আমি র'য়ে গেলুম। বিকালে আমরা ফ্যঙ্‌-এর সঙ্গে গেলুম কুআলা-লুম্পুর শহরের মাইল কতক উত্তরে, ঐ দেশের এক দর্শনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র দেখ্‌তে—Batu বাটু পাহাড়ের বিরাট্ গুহা। একটি পাহাড়ের পাদদেশে মোটর থেকে নাম্‌তে হ'ল। গোটা কতক সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের সানুদেশে ওঠা গেল, সেখানে অল্প একটু সমতল জায়গা, স্বাভাবিক বারান্দার মতন। আশে-পাশে কতকগুলি বিরাট্ বিশাল মহীরুহ। একটি ছোটো ঝরনা। মনোরম স্থান, অল্পের মধ্যে পাহাড় আর অরণ্যানীর মিশ্রণ। বারান্দার সাম্‌নেই গুহার মুখ। চুনা পাথরের পাহাড়। গুহার ভিতরে যথেষ্ট আলো আছে। ভিতরটা তিন চার তলার সমান উঁচু হবে। গুহার ছাদ থেকে পাথর জমাট বেঁধে বট-গাছের ঝুরির মতন যেন নীচে নেমে আস্‌বার চেষ্টা ক'রেছে ; তাতে ভারতের প্রাচীন-যুগের কোনও মন্দিরের ভিতরের পদ্ম-কাটা পাথরের চাঁদোয়া, বা মধ্য-যুগের ইউরোপীয় গথিক গির্জার ছাতের ভিতরের দিক্‌কার সাজের কথা মনে করিয়ে' দেয়। কোণে কোণে,

আলো-আঁধারির মধ্যে, সাম্‌নে, ছোটো-বড়ো বিরাট্ পাথরের লম্বা-লম্বা চাব্‌ড়া খাড়া র'য়েছে ; দূর থেকে সেই সবগুলি দেখে, নানা প্রকারের মানুষ দৈত্য দানব পশু পক্ষী যেন প্রস্তরীভূত হ'য়ে র'য়েছে এই রকম কল্পনা করার একটা প্রবৃত্তি সহজেই জেগে ওঠে। পরে সুরেন-বাবুর সঙ্গে আর একবার এই গুহা দেখ্‌তে আসি ; শিল্পীর কল্পনা—সুরেন-বাবু ব'ল্‌লেন, এই-সব পাথর যেন দিনের আলোয় পাথর, রাত্রে এরা বেঁচে ওঠে, আর নিজের-নিজের রূপ ধ'রে এই গুহার ভিতর অতীত জীবন-লীলার পুনরভিনয় করে। গুহার ভিতরটার পরিসর খুব বেশী নয়। পাহাড়টাকে কিন্তু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে গুহা ; গুহার অপর পারে পাহাড়ের আর এক অংশ, সেখান থেকে আকাশ দেখা যায়, পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে চড়া যায়। এটি যেন প্রকৃতির তৈরী একটি মন্দির ; মধ্য-যুগের হিন্দু মন্দিরের বা খ্রীষ্টান cathedral বা গির্জাঘরের পরিকল্পনা মানুষ যেন এই রকম গুহা দেখেই ক'রেছিল। গুহার বাইরে, গুহামুখে পাথরের গায়ে, চীনেরা এসে নিজেদের অক্ষরে কি খুঁদে রেখে গিয়েছে ; আর গুহার ভিতরে এক কোণে তমিলেরা একটি মন্দির ক'রে নিয়েছে—সেখানে শিব সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি দেবতার মূর্তি নিয়ে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রদীপ জেলে ব'সে আছে। বলা বাহুল্য, এই মন্দিরে পূজার জন্য সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থদান ক'রে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করা গেল।

বহুদিন পরে একটি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ ক'র্‌লুম।

কুআলা-লুম্পুর থেকে যেতে হবে Ipoh ইপো-তো—এটি Perak পেরাঃ রাজ্যের সব-চেয়ে বড়ো শহর। ইপো-তে ৯ই আর ১০ই তারিখে মালাই-দেশের সরকারি আর অন্য ইস্কুলের শিক্ষকদের একটি সম্মেলন হবে, কবিকে তার উদ্বোধন ক'র্‌তে হবে ; আর কথা হ'ল যে, এই উপলক্ষ্যে আমাকে একটি প্রবন্ধ প'ড়্‌তে হবে। ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতির উপর প্রবন্ধ। ক'দিনে একটু-আধটু সময় ক'রে নিয়ে প্রবন্ধটা লিখে ফেল্‌তে হবে। আজ রাত্রে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করা গেল।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আগস্ট

কবি দুপুরে সেরেম্বান থেকে ফির্‌লেন। বিকেলে এক বিশেষ চা-পান সভা আহ্বান ক'রে, স্থানীয় চীনারা কবিকে সংবর্ধনা ক'র্‌লে, আমাদের বাসা-বাড়ির হাতায়। অনেকগুলি চীনা ভদ্রলোক এসেছিলেন, আর সিংহলী আর ভারতীয়ও অনেক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। যথারীতি বক্তৃতা শিষ্টাচারাদি হ'ল। এই চা-পান সভায় ফোটো নেওয়ার পালা এল', অনেকেই সঙ্গে ক্যামেরা এনেছিল, ফোটো তুল্‌লে। বাঙালী মহিলা কয়জন ছিলেন, কেবল কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁরা এই সভায় উপস্থিত হন। নিজেদের ছবি ওঠাতে এঁরা নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল যে সে লোক এসে, এক-ই সভায় উপস্থিত হয়েছি ব'লে, ছবি তুলে নিয়ে যাবে, এ বড়ো উৎপাত। একটা আধ-বুড়ো লোক, জা'তে সিংহলী, নানা দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে' ক্যামেরা ঘুরিয়ে'-ঘুরিয়ে' এঁদের ছবি নেবার চেষ্টা ক'র্‌ছিল। লোকটা অতি অভব্য। কিন্তু দেখে খুশী হ'লুম, তার ছবি নেওয়া হ'ল না। মহিলারা একটি টেবিলের চারধারে ব'সেছিলেন, লোকটির ছবি নেবার মতলব বুঝ্‌তে পেরে এঁরা অতি সহজ-ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে' নিলেন। কিন্তু এ নাছোড়বান্দা। ব্যাপারটা দেখে আমরা একবার ধীরে-ধীরে এসে তার ক্যামেরার সাম্‌নে আড়াল ক'রে দাঁড়ালুম। তখন আস্তে-আস্তে সে স'রে গেল, আর বিরক্ত ক'র্‌লে না। বাঙালী মেয়েদের স্বাভাবিক এই শালীনতাটুকু আমাদের ভালোই লাগ্‌ল।

রাত্রে এখানকার টাউন-হলে আমাকে আর আরিয়ম্‌কে ম্যাজিক লাণ্টার্নের সাহায্যে বক্তৃতা দিতে হ'ল। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি মহাশয়ের কাছ থেকে ভারতীয় স্থাপত্য আর ভাস্কর্য্য আর ভারতীয় চিত্রকলার কতকগুলি স্লাইড নিয়ে এসেছিলুম; এই সব স্লাইড দেখিয়ে' ভারতীয় চিত্রশিল্পের উপরে হ'ল আমার বক্তৃতা। আর আরিয়মের কাছে ছিল শান্তিনিকেতনের স্লাইড। ঘণ্টা দুই লাগ্‌ল দু'টো বক্তৃতায়—ভীড় হ'য়েছিল বেশ, লোকে পালাল' না, বিষয়টা নোতুন ছিল, অনেকে তাই মন দিয়ে চুপ ক'রে শুন্‌লে; বক্তারা এতেই খুশী।

শুক্রবার, ৫ই আগস্ট

বিকেলে আমরা কবির সঙ্গে Klang ক্লাঙ্ ব'লে একটা ছোটো শহরে গেলুম। কুআলা-লুম্পুরের পূবে, বাইশ মাইল রাস্তা মোটরে যাওয়া গেল। দেশটি এখানে চমৎকার, সবুজে ভরা, রবারের আর না'রকল গাছের ঘন বন, ছোটো-ছোটো ঢালু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উঁচু নীচু পথ। ক্লাঙ্-এ স্যর মাল্কম্ ওয়াট্সন্ নামে একজন ইংরেজ, রবারের বাগান ক'রে বাস ক'র্ছেন। ইনি এ অঞ্চলে একজন নামী সরকারি ডাক্তার ছিলেন, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এঁকপত্রী। কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই দেশেই র'য়ে গিয়েছেন। এক পাহাড়ের উপর তাঁর চমৎকার বাড়িটি; আশ-পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। স্থানীয় ভারতীয় চীনা মালাই আর ইউরোপীয় ভদ্রলোকের আগমন হ'য়েছিল এঁর-ই বাড়িতে, কবিকে অভ্যর্থনা কর্বার জন্য। স্যর মাল্কম্ অতি অমায়িক লোক, বিশেষ শিক্ষিত, কবির ভক্ত পাঠক। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে একত্র চা-পান ক'রে আমাদের ঘণ্টাখানেক বেশ কাট্‌ল। তারপর শহরে এলুম। এখানকার আংগ্লো-চাইনীজ ইস্কুল-ঘরের হলে সভা। কবিকে বাইরে দাঁড়িয়ে', সমাগত জনমণ্ডলীর আর ছাত্রদের কাছে দর্শন দিতে হ'ল, হল-ঘরে সকলের স্থান হওয়া অসম্ভব। স্যর মাল্কম্ কবির একটি অতি সুন্দর পরিচয় দিলেন, অতি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কবির মহত্ত্ব, আর কি ভাবে তিনি নিজে কবির কাছে ঋণী তার কথা ব'ল্লেন। কবি একটু বক্তৃতা দিলেন, তারপর তাঁর ইংরেজি বই থেকে কিছু-কিছু কবিতা প'ড়্লেন। ইংরেজ মেয়ে পুরুষ অনেকে ছিল। কবি যখন Crescent Moon থেকে 'শিশু'-র 'বিদায়' কবিতাটির অনুবাদ প'ড়্ছিলেন, তখন একটি ইংরেজ মেয়ের চোখ দিয়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে জল প'ড়্ছে, আর সে সঙ্গে-সঙ্গে রুমাল দিয়ে উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টা ক'র্ছে দেখ্লুম। এই রকমে বিকালটি অতি আনন্দে কাটিয়ে' সন্ধ্যার পরেই কুআলা-লুম্পুরে আমরা বাসায় ফির্লুম। রাত্রে মনোজ-বাবুর বাড়িতে আহার হ'ল—আর সেখানে অন্য নানা ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আর আলাপ হ'ল।

একজন চীনা লক্ষপতি আমাদের ব্যবহারের জন্য তাঁর মোটর-গাড়ি দিয়েছেন। কবিকে একদিন তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এঁর পিতা চীন দেশ থেকে নাকি সামান্য কুলি হ'য়ে মালাই দেশে আসেন। কিন্তু ক্রমে

ব্যবসায়ে হাত দিয়ে কোটি ডলারের মালিক হ'য়ে মারা যান। স্কচ্ বণিকদের পরামর্শে ছেলেকে স্কট্‌লাণ্ডে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পাঠান। পড়াশুনো কিছু হয়নি। কিন্তু ছেলে বিষয়-বুদ্ধি খোয়ায় নি, যদিও একটু আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস করে। এক তমিল জ্যোতিষী এর ঠিকুজী তৈরী ক'রে আর ভাগ্য গ'ণে এর কাছ থেকে অনেক পয়সা নিয়েছে। এঁর মনে বিশ্বাস, কবিও একজন অলৌকিক শক্তিশালী যোগী, গণৎকার, দয়া হ'লেই তাঁকে বৈষয়িক tip দুই-একটা দিতে পারেন।

শনিবার, ৬ই আগস্ট

সকালে বন্ধু-সমাগম। তিনটেয় চীনাদের Confucian School-এ কবির বক্তৃতা, তার পরে Kajang কাজাঙ্ ব'লে কুআলা-লুম্পুরের দক্ষিণে একটি ছোটো শহরে বিকালের মতন কবি গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এলেন। রাত্রে সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত তালালার বাড়িতে ছিল নৈশ ভোজ। এখানে পরিচিত ভারতবাসী অনেকেই ছিলেন। বহু সিংহলীর মতন তালালা একেবারে সাহেব ব'নে গিয়েছেন। ঘরে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে ইংরিজিই বলেন। মেয়েদের পোষাক ইংরেজি। দুই ছেলে, একজনের নাম Cyril, আর একজনের Cecil, বা ঐ রকম একটা "কুসুম-পেলব" নাম। এরা মোটেই সিংহলী জানে না। এই নানা জা'তের মিশ্রণের দেশে, ক্রমে সকলেরই অবস্থা এই রকম-ই দাঁড়াবে। বাঙলা ভালো জানে না, এ রকম বাঙালী ছেলেও তো এই দেশেই দেখেছি। যাক্, তালালা-রা মানুষ হিসাবে চমৎকার। এই ভোজন-সম্মেলনে আমি সব-চেয়ে বেশী খুশী হ'য়েছিলুম, এক মালাই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে। মালাই দেশে এসে এতদিন পরে এই প্রথম একজন উচ্চ বংশের আর উচ্চ-শিক্ষিত মালাইয়ের সঙ্গে দু'-দণ্ড আলাপ কর্‌বার সুযোগ হ'ল। এঁর নাম Dato' Rambau দাতোঃ রাম্বাউ। 'দাতোঃ' অর্থে ক্ষুদ্র রাজা। ইনি বিলেত-ফেরত, স্থানীয় এফ্-এম্-এস্ কাউন্সিলের সদস্য। মালাই ভাষা, মালাইদের সংস্কৃতি ইত্যাদির আলোচনা, রক্ষা আর উন্নতি-কল্পে মালাই জা'তের মধ্যে কোনও সচেতন চেষ্টা আছে কি না, শিক্ষিত মালাইরা এ বিষয়ে অবহিত কি না—এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম যে, এ-সব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত মালাই কেয়ার করে না। মালাই জা'তের নিজস্ব শিল্প প্রায় সর্বত্রই

লোপ পেয়েছে। এক সুদূর মফস্‌সলে বা কোথাও-কোথাও একটু-আধটু আছে। তবে কলা-শিল্প রক্ষার জন্য ইংরেজরা সচেষ্ট; আর মালাই জা'তের মধ্যে যে কলাকৌশল বিদ্যমান সেটা যাতে লোপ না পায়, সেজন্য পেরাঃ-রাজ্যের রাজা তাঁর রাজধানী কুআলা-কাঙ্‌সার-এ একটি শিল্পবিদ্যালয় খুলেছেন। এ ছাড়া, মালাই জা'তের ছোক্‌রাদের জন্য একটি গুরু-ট্রেনিং বিদ্যালয় আছে,—এখানেই যা অল্প-স্বল্প মালাই ভাষার অনুশীলন হয়। আর সাহেবেরা (অর্থাৎ সরকারি কর্মচারী আর মিশনারী, দুইয়ে) মিলে কিছু-কিছু মালাই ভাষা আর সাহিত্যের চর্চা ক'রেছে। আমি ব'ল্‌লুম, আচ্ছা, আপনারা শিক্ষিত লোকে মিলে একটা মালয়-সাহিত্য-পরিষৎ করুন না কেন, তা হ'লে তো আপনারা মিলে আপনাদের ভাষা আর সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে, নিজেদের বিপর্যাস্ত জাতীয় সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ক'রে একটি গৌরবের বস্তু ক'রে তুল্‌তে পারেন; আপনাদের জা'তের মধ্যে কল্পনা আছে, কবিত্ব-শক্তি আছে—আপনাদের প্রাচীন গদ্য-কাব্য আর বীর-গাথা তো উঁচু দরের জিনিস; আপনাদের গীতি কবিতা 'পান্তুম্‌'-এর নাম আর রূপ, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের খোঁজ যিনি রাখেন তিনি-ই জানেন; তা ছাড়া, আপনাদের কারিগরের হাতের রূপার কাজ, জরীর আর রেশমের কাপড়, বেত বোনার কাজ—এ-সব কলা-শিল্প হিসাবে খুব-ই সুন্দর;—এ-সব জিনিস থেকে কেন আপনারা বঞ্চিত হন, আর জগৎকেও বঞ্চিত করেন? A federation of all cultures; সব জাতির সংস্কৃতি মিলে একটি বিরাট্ সভ্যতা-সংঘ—তাতে আপনার জা'তেরও স্থান থাকা উচিত। ইনি বেশ ধীর-ভাবে আমাদের সঙ্গে কথা কইলেন, আমায় ব'ল্‌লেন—মহাশয়, আপনি যা ব'ল্‌ছেন তা সব-ই ঠিক; একটি মালাই ভাষা-, সাহিত্য- আর সভ্যতা সংরক্ষণী সভার আবশ্যকতা হ'য়েছে; শিক্ষিত মালাইদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার; এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে আরো আলাপ ক'র্‌তে চাই। সেদিনের মতন এঁর সঙ্গে আলাপ শেষ হ'ল। পরে শ্রীযুক্ত তালালা এঁর সঙ্গে আমার পুনর্দর্শন ঘটাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু কী একটা জরুরি মীটিং-এ এঁকে কোথায় চ'লে যেতে হয় ব'লে, এই মালাই সজ্জনটির সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি॥

॥ ১১ ॥

ইপোঃ

রবিবার, ৭ই আগস্ট

আজ আমরা কুআলা-লুম্পুর ত্যাগ ক'র্‌লুম দুপুরের গাড়িতে। বাড়ি থেকে বিদায় নেবার আগে চীনা চাকর আর খানসামারা এল'—হাত জোড় ক'রে কবিকে প্রণাম ক'র্‌লে। এদের নিঃশব্দে অতি ক্ষিপ্র দক্ষতার সঙ্গে কাজ ক'রে যাওয়া, আর এদের চির-প্রফুল্ল ভাব চিরকাল আমাদের মনে থাক্‌বে। একটি বুড়ো চাকর ছিল, তার যত্ন—আর একজন ছোক্‌রা, তার সদানন্দ হাসিমুখ, আর তার নাম Ah Hoy "আ-হয়" ব'লে তাকে ডাক্‌লেই তার একগাল হাসি, কখনও ভুল্‌বো না।

শহরের অধিকাংশ ভারতীয় আর চীনা বন্ধুরা স্টেশনে এলেন আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে। ইপোর পথে মাঝে দু'টো স্টেশনে কবিকে সংবর্ধনা করা হ'ল, অভিনন্দন-পত্র পড়া হ'ল, মালা দেওয়া হ'ল। যেখানে গাড়ি থামে, সেখানেই কবিদর্শনার্থী লোকের ভীড়। বাঙালী ভদ্রলোক দু-চার জন এলেন, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার। আমাদের গাড়িতে ইপোঃ থেকে আগত ভারতীয় আর চীনা ভদ্রলোক ছিলেন, ইপোঃ শহরের অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে এঁরা আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে Chong Ling চঙ্‌-লিঙ্‌ ব'লে একটি চীনা ভদ্রলোক, কবির সঙ্গে চীনাদের ধর্ম-সংক্রান্ত কথা নিয়ে বেশ সদালাপ ক'র্‌লেন।

এবারকার পথটাও বেশ পাহাড়ে' পথ। মাঝে-মাঝে পাহাড়ের গায়ে বন পুড়িয়ে' জঙ্গল সাফ করা হ'চ্ছে; রবারের বাগান হবে সেখানে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ইপোতে পৌছানো গেল। এখানে স্টেশনে পূর্ববৎ ভীড়। পেরাকের রাজার বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, রাজার তরফ থেকে তাঁর মন্ত্রী Raja Bendahara রাজা বন্দাহারা স্টেশনে এসে কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন।

সোমবার, ৮ই আগস্ট

রাজার বাড়ি যে রাস্তায়, তার নাম Jalan Astana অর্থাৎ রাজার আস্থানের বা প্রাসাদের সড়ক। মালাই দেশে মালাই ভাষায় রাস্তার নামকরণ, বেশ লাগ্‌ল। ক'ল্‌কাতায় এটা এখনও হ'ল না, হবে কিনা তাও জানি না; সেই অনাবশ্যক 'স্ট্রীট, রোড, লেন, স্কোয়ার, এভেনিউ', ইত্যাদি; 'সড়ক, রাস্তা, গলি, চত্বর, কুঞ্জবীথি'—এ-সব বাঙলা কথা বাঙলা অক্ষরে নামের ফলকে এখনও স্থান পেলে না। অথচ পশ্চিমের শহরে New City Road হিন্দী আর উর্দূতে 'নয়া শহর সড়ক' ব'লে লেখা হ'য়েছে। এই দেশে উপনিবিষ্ট একজন তমিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, এঁর নাম শ্রীযুক্ত গুণরত্ন ডসন (Dawson), ইনি ভারতীয়দের তরফ থেকে আমাদের তদ্‌বীর কর্‌বার জন্য রইলেন। পেরাকের রাজার এক কর্মচারীও ছিলেন; এই ভদ্রলোকটি মালাই-জাতীয়, নাকে চোখে রঙে মালাই, কিন্তু খুব ভারিক্কে চেহারা, বিরাট্‌-বপু, পাঠান বা ঈরানী অথবা খাঁটি আরবের মতন চেহারা। এঁর নামটি হ'চ্ছে "ইওপ্‌"।

আজকের দিনে নানা কাজ। মালাই-দেশের শিক্ষকদের সম্মেলনের উদ্বোধন হ'ল সকালে। প্রথম অধিবেশনে স্থানীয় এক ইংরেজ জজ সভাপতি হলেন, কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল। দেশটায় জীবনযাত্রা সহজ, পয়সাও শস্তা, তাই লোকের মনে শ্রমসাধ্য culture-এর প্রতি টান হওয়া শক্ত—এই রকম কথা ব'লে, সভাপতি তাঁর বক্তৃতার অবতারণা ক'র্‌লেন, আরও ব'ল্‌লেন যে কবির আগমনের ফলে দেশে একটা culture-এর হাওয়া বইবে আশা করা যায়, ইত্যাদি। সম্মেলনের একজন নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত নবরত্নম্‌ ব'লে একটি তমিল ভদ্রলোক, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ী, খর্বকায়, শ্যামবর্ণ, পাতলা একহারা মানুষটি, একটু খোশ-পোশাকী; তিনি তাঁর অভিভাষণ প'ড়্‌লেন। মালাই-দেশের শিক্ষকদের এক পরিষৎ, বহু চেষ্টার পর বিলেতের ইস্কুল-মাষ্টারদের সঙ্ঘের সঙ্গে তাদের শাখা হিসেবে গৃহীত হ'য়ে যুক্ত হ'য়েছে, এইটে ছিল অভিভাষণের একটি প্রধান কথা। এতে নাকি মালয়-দেশের শিক্ষা-বিভাগের শ্বেতচর্মদের আপত্তি ছিল; সে আপত্তি সত্ত্বেও, শেষে বহুবিঘ্ন-প্রতিষেধক এই গৌরবময় সম্পর্ক ঘ'টেছে—তাই সম্মেলনে একটু বিশেষ উল্লাস ছিল।

বিকালে টাউন-হলে নগরবাসীদের পক্ষ থেকে কবিকে অভ্যর্থনা করা হ'ল; এখানে চা-পান, বক্তৃতা, আলাপ। চীনা মালাই,—আর তমিল,

সিংহলী, সিন্ধী, ভাটিয়া, শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দু; চার-পাঁচ-জন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, একজন ডাক্তার, একজন এখানকার ব্যারিস্টার, আর বাকী সকলে সরকারি দপ্তরে কাজ করেন। এই চা-পান সভা শেষ হবার পরে, শ্রীযুক্ত ডসন আমাদের শহরটায় একটু ঘুরিয়ে' নিয়ে, শহরের বাইরে এক চীনা মন্দির দেখাতে নিয়ে গেলেন। শহরটা চারিদিকে ছড়িয়ে' প'ড়্ছে,। এক জায়গায় সরকার থেকে কেরানী আর অন্য অন্য অফিসারদের জন্য বাড়ি ক'রে দিয়েছে। প্রশস্ত ঘাসে-ভরা চত্বরের চার পাশে ছোটো-ছোটো সুন্দর-সুন্দর বাঙলা-বাড়ির সারি, ঘন না'রকেল গাছের কুঞ্জের মাঝে; চত্বরে চীনা, তমিল, আর মাথায় বিরাট্ পাগড়ি প'রে শিখ ছেলেরা একত্রে খেলা ক'র্ছে; কোনও বাড়িতে রঙীন সাড়ী প'রে তাদের অপূর্ব ভারতীয় লালিত্য-মণ্ডিত চেহারায় তমিল ভদ্রঘরের মেয়েরা ব'সে-ব'সে সেলাই ক'র্ছে, বই প'ড়্ছে, চকিতের মতো চোখ তুলে আমাদের চলন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে' কবিকে দেখে প্রীত-বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছে। কোথাও পাজামা-পরা চীনা বা পাঞ্জাবী মা ছেলে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে'। শহর ছাড়িয়ে' আমরা বাইরে এসে প'ড়্লুম। পরিষ্কার রাস্তা, দেশটা যেন মাজা-ঘষা। চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী। ভর-সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্য্যের ম্রিয়মাণ আলোয় একটা উদাস-করা শান্তির ভাব।

চীনে' মন্দিরে এসে পৌঁছুলুম। একটি বাঁধ-মতন, তার ধারেই পাহাড়, পাহাড়ের ভিতরে একটি স্বাভাবিক গুহা, ভিতরে নানা মুখে সেই গুহা গিয়েছে। গুহাটিকে অবলম্বন ক'রে মন্দির। কোথাও-কোথাও বা পাথর কেটে দুই-একটা দোতলা কুঠরি তৈরী করা হ'য়েছে। মন্দিরের ভিতরে নানা দেবতার মূর্তি, প্রধান বেদির উপরে, আর আশে-পাশে; মূর্তিগুলি হয় কাঠের, নয় মাটির, খুব উজ্জ্বল রঙে রঙানো। Tao তাও-ধর্মের মন্দির। এক পুরোহিত আছে; অতি অপরিষ্কার ব'লে বোধ হ'ল লোকটাকে—নীলরঙের আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা লম্বা চুল, তার উপরে নীল কাপড়ের একটা ছোটো টুপি। তাও ধর্মের দেবতা আছে, আবার বুদ্ধমূর্তিও আছে। তাও-বাদীরা দেবতার বিষয়ে উদার। পুরোহিত আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে সব দেখালে। গুহাটি চৌরস নয়, তাই মন্দিরও চারিদিকে সমান বা সমতল হয়নি। এক জায়গায় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্তে হ'ল; পাহাড়ের ভিতরে সুবিধা-

মতো ledge বা তাক পেয়ে, পাথর কেটে দোতলা ঘর বানিয়েছে। আলো জ্বেলে আমাদের একটা অন্ধকারময় পথ দিয়ে গুহার আর এক অংশে নিয়ে গেল, সেখান থেকে পাহাড়ের ওধারে বাইরে যাবার পথ আছে। বেশ একটা mystic বা রহস্যময় ভাব ছিল এই গুহা-মন্দিরটার ভিতরে। সব বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখা। মন্দিরের প্রধান বেদির কাছে ফিরে এলুম। পুরোহিতের দক্ষিণা হিসাবে, কিছু বখশীশ্ দেওয়া গেল। লোকটা খুশী হ'য়ে নিলে। শ্রীযুক্ত ফ্যঙ্ ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তিনি দোভাষীর কাজ ক'র্লেন। একজন ধর্মপ্রাণ ধনী চীনা ভদ্রলোক পুণ্যকর্ম-হিসাবে বিতরণের জন্য চীনা ভাষায় তাও-ধর্ম সংক্রান্ত একখানি লিথো-ছাপা বই রেখে দিয়েছেন পুরোহিতের কাছে। এতে নরক-দুঃখ বর্ণনার বিস্তর ছবি আছে। এই বই এক খণ্ড ক'রে পুরোহিত মহাশয় আমাদের উপহার দিলেন।

শহরে যখন ফিরে এলুম, তখন পূরো রাত্রি হয় নি। কবিকে বাসায় রেখে আমরা ক'জন সদলে বা'র হ'লুম ইপোর বাজারে ঘুর্তে—barang-barang tembaga, melayu-bikin, lama-punya "বারাঙ্-বারাঙ্ তম্বাগা, মলায়ু-বিকিন্, লামা-পুঞা"—অর্থাৎ প্রাচীন মালাই কাজ পিতলের জিনিসের সন্ধানে। কোথাও মিল্ল না। মালাই শিল্প যে লোপ পেয়েছে, তার সন্দেহ নেই। অভাবে তমিল মুসলমান মুদীর দোকানে নানা রকমের দক্ষিণ-ভারতের জিনিসের সমাবেশের মধ্যে, দুই-একটি দক্ষিণী পিতলের প্রদীপ আর অন্য জিনিস দেখে, তাই কেনা গেল

মঙ্গলবার, ৯ই আগস্ট

সকালে কবিকে চীনাদের Yuk Choy Public School য়ক্-চয় স্কুলে নিয়ে গেল, ফ্যঙ্ আর আরিয়ম্ সঙ্গে রইলেন। সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি, মোটরে ক'রে পেরাঃ রাজ্যের রাজধানী, আর পেরার রাজার বাসভূমি Kuala Kangsar কুআলা কাঙ্সার নগর দেখ্তে বেরুলুম, আমাদের সঙ্গে রইল সেরেম্বানের তমিল ছেলেটি দুরৈরাজসিংহন্, আর পেরার রাজবাটীর জবরদস্ত চেহারার কর্মচারীটি। মালাই-দেশের অপূর্ব-রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ। পথে প'ড়্ল ক'টা গণ্ডগ্রাম—Tanjong Rambutan তাঞ্জঙ্ রাম্বুতান, Sungei Siput সুঙেই সিপুৎ,

Salak সালাঃ, Enggor এঙ্গোর। উড়িষ্যার গাঁয়ের "বড়-দাণ্ড"-র মতন বড়ো সড়ক গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে। এই সড়কের দু'ধারে দোকান-পাট, বাজার; সমস্ত চীনা আর তমিল দোকানী,—মালাইদের দেখা-ই নেই—অথচ এই অঞ্চলটা এদিকে মালাইদের প্রধান নিবাস-ভূমি, তাদের সভ্যতার একটা বড়ো কেন্দ্র। প্রত্যেক গাঁয়ের বাজারের মধ্যে, মোটর-রাস্তার ধারে, রেল-স্টেশনের নাম লেখা পাটাতনের মতন বড়ো-বড়ো কাঠের ফলকে ইংরিজিতে, আরবী অক্ষরে মালাইয়ে, তমিলে, আর চীনায়, গাঁয়ের নাম লেখা —মোটর-চড়া পথিকের গোচরার্থে। আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ ক'র্‌তে-ক'র্‌তে পেরাঃ নদীর তীরে এসে প'ড়্‌লুম। নৌকায়-তৈরী সাঁকোর উপর দিয়ে মোটর পার হ'ল। ওপারে পৌঁছে, গাড়ি একটা চড়াই জায়গা বেয়ে আস্তে-আস্তে উঠে, তারপর বেগ বৃদ্ধি ক'রে চ'ল্‌বে; দেখি, একটা অতি শিশু বেড়াল-বাচ্ছা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে', আমাদের গাড়ি আস্‌ছে, তার দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে' আছে। মোটর চালক মালাই, তার লক্ষ্য নেই, সে গাড়ির গতি বাড়াচ্ছে। Kuching, Kuching! "কুচিঙ্‌, কুচিঙ্‌" অর্থাৎ 'বেরাল, বেরাল' ব'লে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌তে, গাড়ি থামালে। যেখানে বেরালটি ছিল, সেখানে রাস্তার ধারে এক পাল মালাই ছেলে-বুড়ো ব'সে ছিল; রাস্তার মাঝখানে বেরাল-ছানা, হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল,—এই ব্যাপারটি তাদের কৌতুক-রসবোধকে বড়োই উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌লে, তারা ঐকতানে হেসেই আকুল; বেরালটাকে সরাবার আগ্রহ কারো নেই। শেষে হাত নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে দেখাতে, একটা ছোঁড়া দল থেকে বেরিয়ে' এসে, বেরালটাকে ধ'রে তুলে ছুঁড়ে রাস্তার ধারের পগারের ভিতর ফেলে দিলে। মালাই মনোভাব আর জনসাধারণের রসবোধ জিনিসটা ভালো বুঝ্‌লুম না, ভালোও লাগ্‌ল না।

কুআলা-কাঙ্‌সারে মালাই কলেজের বাড়ি দেখ্‌লুম। এই কলেজটি মালাই-দেশের রাজবংশের ছেলেদের জন্য—ভারতবর্ষের 'রাজকুমার কলেজ'-গুলির মতন। মালাই আর্টস্‌-এণ্ড-ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ স্কুলে গেলুম। প্রাচীন মালাই শিল্পকে জীইয়ে' রাখ্‌বার জন্য এই ইস্কুল। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কোনও-কোনও স্থানে এই রকম ইস্কুলে স্থাপন ক'রেছেন, যেখানে আধুনিক রীতিতে শিল্প-বিদ্যা তো শিক্ষা দেওয়া হয়-ই, তার সঙ্গে-সঙ্গে, দেশের সাবেক কলা-শিল্প যাতে লোপ না পায়, তারও কারিগর যাতে হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

আছে। লখ্‌নৌতে, লাহোরে, মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে এইরূপ Arts and Crafts School আছে। দেশী রাজ্যের মধ্যে জয়পুরে, মৈসূরে আর ত্রিবাঙ্কুরে আছে। সিংহলের কান্দীতে এক বেসরকারি সমিতিরও এইরূপ একটি ইস্কুল আছে। এই সব ইস্কুলে সাবেক চালের ওস্তাদ্ কারিগরদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়, তাদের কাছে শাগরেদ বা ছাত্র হ'য়ে, সাধারণতঃ যে-জাতীয় লোকের মধ্যে এই শিল্পকার্য্যের প্রচার আছে সেই জাতির ছেলেরা কাজ শেখে। গুরু আর শিষ্যের হাতের কাজ ইস্কুলেই বিক্রী হয়, কলা-রসিক ব্যক্তিগণ কিনে ইস্কুলের উদ্দেশ্যের সহায়তা করেন। গেঁয়ো যোগী ভীখ পায় না; সাধারণতঃ ভারতবাসী ধনী ব্যক্তি নিজের দেশের শিল্প-সম্পদ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ আর অন্ধ, বেশী দাম দিয়ে বাজে বিদেশী জিনিস কিন্‌বে, কিন্তু শিল্প কলার পরিচায়ক হাতে-তৈরী যে-সব কাজ—যেমন ধাতুর কাজ, পাত্র, গহনা, প্রভৃতি; মীনা; খোদাই কাজ—পাথরে, কাঠে, হাতীর-দাঁতে; কাপাস, পাট বা রেশম আর উন বা পশমের কাপড়; জরীর কাজ, ইত্যাদি—বিদেশী-কলাবিদ্‌গণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যে শিল্প-দ্রব্য অর্জন ক'রে থাকে, সে কাজের দিকে তারা ফিরেই চাইবে না; তার সৌন্দর্য্য বোঝ্‌বার মতো চোখ আর বিদ্যা, দুই ই আমাদের নেই। এই-সব ইস্কুলে কিছু সরকারি সাহায্য পেয়ে আর বিদেশী রূপ-রসিকদের রস-বেত্তৃত্বের উপরে নির্ভর ক'রে, কোথাও-কোথাও প্রাচীন হাতের শিল্প কিছু-কিছু বেঁচে আছে। কুআলা-কাঙ্‌সারের ইস্কুলের কথা শুনে অবধি তাই সেটি দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল। মালাই রূপার কাজ ভারি সুন্দর। আমাদের পদ্মলতার মতো কতকগুলি নক্‌শা বেশ সাবলীল জোরালো হাতে আঁকা, সুন্দর ধাঁজে ছেনিতে কাটা। Niello কাজ, মালাই ভাষায় যাকে Chutam "চুটাম্" কাজ বলে—এই কাজে রূপোর খোদাই, মধ্যে-মধ্যে কালো মীনায় ভরতি করা—অতি চমৎকার; কিন্তু বড় দামী, আর আজকাল দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে যাচ্ছে। কুআলা-কাঙ্‌সারে সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতনের জন্য দুই-চারিটি রূপার জিনিস নিলেন, আমি পাঁচ ডলারে না'রকেল-মালা বা মাটির শরার মতন গোল-তলা-ওয়ালা ছোটো একটি সাবেক চালের রূপোর বাটি নিলুম, ধারে পদ্মলতার মতো নক্‌শা কাটা। মালাই-দেশের সভ্যতার অন্য অঙ্গের মতন তার শিল্পও ভারত থেকে এসেছিল, কি হিন্দু যুগে আর কি মুসলমান যুগে। কিন্তু মালাই শিল্পী ভারতের অন্ধ অনুকরণ করেনি।

সে তার কাজে এমন একটু মনোহর বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল, যাতে এই শিল্পকে তার জা'তের নিজস্ব সে ক'রে নিয়েছিল। স্থরেন-বাবু এই রকমের বাটির সম্বন্ধে ঠিক-ই মন্তব্য করেন, এমন স্থন্দর পাত্রে ক'রে কোনও জিনিস খেলে তার সোয়াদ যেন বাড়ে—আর যা-তা এতে খেতে নেই—দেবভোগ্য আহার্য্য, যেমন স্থন্দর স্থগন্ধি পায়েস, নিয়ে এই রকম বাটি থেকে খেতে হয়, আর সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পীর রূপকর্মের সৌন্দর্য্যকেও উপভোগ ক'র্তে হয়। জাপানী Cha-no-yu "চা-নো-ইউ" অনুষ্ঠানে চা-পানের সঙ্গে-সঙ্গে তার চীনামাটির পাত্র-গুলির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যেমন।

এর পরে, কুআলা-কাঙ্সারের বাজারে খানিক ঘুর্লুম। এক চীনা মণিহারীর দোকানে মালাই জাঁতি আর ছোটো একটি মালাই ছুরি (ক্রিস্) কিন্লুম ; এক চীনা হোটেলে সকলে কিছু জলযোগ ক'র্লুম। তারপর Astana Besar "আস্তানা বেসার" বা বড়ো রাজবাটী দেখা গেল, দূর থেকে ; এটি রাজার হাল ফ্যাশনের বসত-বাড়ি। একটি জিনিস দেখে আশ্চর্য্য মান্লুম—রাজবাড়িতে ভারতীয় পাঞ্জাবী সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। রাজবাড়ির কাছেই এখানকার রাজার পিতার তৈরী ছোট্টো একটি মসজিদ দেখ্লুম ; স্থন্দর ভারতীয় মুসলমানী ঢঙে, দিল্লী আগরা ফতেপুর-সিক্রির ঢঙে তৈরী তার আজানের মিনারটি ; কিন্তু এক-গম্বুজের ছোটো মসজিদ-বাড়িটি আদিযুগের বিশুদ্ধ আরব পদ্ধতিতে তৈরী। কাছে এক মক্তব, সেখানে আরবী পড়ানো হয়। রাজা-বন্দাহারার বাড়ি, উঁচু টিলার উপর ব্রিটিশ হাই-কমিশনের বাড়ি, এগুলিও দেখানো হ'ল। তারপর আমাদের পাণ্ডা ইওপ্ আমাদের নিয়ে চ'ল্ল রাজার পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে। Bukit Stiakelimpahan "বুকিৎ স্তিয়া-কেলিম্পাহান্ ব'লে নাতি-উচ্চ একটি ঢালু পাহাড়ের গায়ে পুরাতন মালাই ঢঙে খুঁটির উপরে তৈরী কাঠের কতকগুলি বড়ো-বড়ো বাড়ি। এই প্রাসাদের নাম Astana Putra "আস্তানা পুত্রা" বা Astana Merchu আস্তানা "মের্চু"। আমাদের সংস্কৃত 'পুত্র' আর 'পুত্রী' শব্দ মালাই ভাষায় 'রাজপুত্র' আর 'রাজপুত্রী' অর্থে ব্যবহৃত হয়,—যেমন ভারতবর্ষে 'কুমার, কুঁওর, কোঙার' শব্দ, স্পেনে Infant শব্দ অর্থে 'রাজপুত্র'। Astana Putra-তে রাজার আর রাজপরিবারের ছেলেরা থাকে, রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরা অনেকে থাকেন। ইপোঃ থেকে আমরা পেরার রাজার মোটরে এসেছি, সঙ্গে

আছে রাজভৃত্য ইওপ্। আমরা বিনা প্রশ্নে রাজবাড়ির আঙিনায় এলুম। একদিকে খোঁটার উপর কাঠের একটা মস্ত একচালার মতন, তাতে অনেক-গুলি মালাই স্ত্রীলোক র'য়েছে, সে দিকে আহারের আয়োজন চ'ল্‌ছে। একটি চমৎকার নোতুন বাড়ি দেখ্‌লুম, মালাই ধাঁজে তৈরী, ইওপ্ ব'ল্‌লে সেটি রাজার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষ্যে তৈরী হ'য়েছিল। পেরার রাজার মেয়ের বিয়ে হয় আর এক মালাই-রাজ্যের রাজকুমারের সঙ্গে। মালাই বিয়ের একটা প্রধান অনুষ্ঠান, বর-ক'নেকে একটি দামী গদির বিছানার উপর বসানো হয়। এই বিয়ের গদির তাকিয়ার দুই মুখে কাজ-করা রূপোর চাকৃতি থাকে। এই বিছানা খুব এক জমকালো ব্যাপার। যেন সিংহাসনে রাজা-রাণীকে বসানো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগত, বড়ো লোক হ'লে প্রজারা, সকলে এসে বর-ক'নের সামনে ভেট বা উপহার দেয়। এই রকম রীতি যবদ্বীপেও আছে, আর রাজা-রাজড়া আর বড়ো লোকের বাড়িতে এই বর-ক'নের বিছানা বা গদি আলাদা একটা ঘরে থাকে। এই গদি যেন পবিত্র জিনিস, আর কেউ কোনও সময়ে তার উপর বসে না, এই গদিকে যবদ্বীপে 'দেবী শ্রীর গদি' বলে। কুআলা-কাঙ্সারের এই বিয়ের বাড়িতে এই রকম গদি দেখ্‌লুম। আর তা ছাড়া, মালাই জা'তের বৈশিষ্ট্য নানা দ্রব্য-সম্ভারে ভরা এই বাড়িটি; সাবেক ধরনে সাজানো মালাই রাজাদের বাস-ঘর বেশ দেখা গেল। বাড়িটিতে রাজপরিবারের মহিলারা ছিলেন; আর ছিলেন কতকগুলি বৃদ্ধ, যেন প্রাচীন ভারতের রাজপ্রাসাদের বিশ্বস্ত কঞ্চুকী। মালাইদের মধ্যে পরদা-প্রথা নেই, এই যা রক্ষা। সোনা-রূপার তৈজস-পত্র, "কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত", প্রজাদের উপহৃত নানা জিনিস, সোনা রূপার ময়ূর, সব পরিষ্কার ভাবে সাজানো র'য়েছে। অথচ বাড়িটি মিউজিয়ম নয়, বাসের বাড়ি, ছেলেপুলেদেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

কুআলা-কাঙ্সারে এক চীনা জহুরী আর মহাজনের দোকানে তার কাছে বাঁধা-রাখা মালাই কারু-শিল্পের কতকগুলি সুন্দর নমুনা দেখা গেল, দুই-একটা ছোটো জিনিসও আমরা নিলুম। তারপরে আবার সেই সুন্দর পথ দিয়ে ইপোতে আমাদের বাসায় ফেরা।

সন্ধ্যায় ইপোর টাউন-হলে কবির বক্তৃতা আর পাঠ হ'ল। পেরাঃ রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট-সাহেবের সভাপতি হবার কথা ছিল, তিনি অলজ্ঘ্য কারণে

আস্‌তে না পারায়, স্থানীয় প্রধান-বিচারপতি সভাপতি হ'লেন। পরে রেসিডেণ্ট-সাহেব চিঠি লিখে কবিকে জানান, নদীর জল বেড়ে যাওয়াতে সাঁকো অচল হয়, তাই তিনি আস্‌তে পারেন নি; পরে Tai-Ping তাই-পিঙ্‌ শহরে যখন কবি বক্তৃতা করেন, তখন তিনি উপস্থিত থেকে সভাপতির কাজ করেন, আর বলেন যে ইপোর সভায় তিনি হাজির থাক্‌তে পারেন নি, এটা তাঁর কাছে একটা বিশেষ আফ্‌সোসের কথা, ইত্যাদি। "মালায়া ট্রিবিউন"-এর সাধু চেষ্টা এই ভাবেই মাঠে মারা গেল।

রাত্রে ন-টায় আমার বক্তৃতা হ'ল, ছায়াছিত্র-যোগে, আধুনিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উপর, স্থানীয় আংগ্লো-চাইনীজ ইস্কুল-গৃহে।

একটি চীনা যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, একে বেশ লাগ্‌ল। "বাবা"-চীনা, খাঁটি চীনা সংস্কৃতির ধার ধারে না, তোয়াক্কাও রাখে না। এর নাম Goon Khooi Koon গুন্‌-খুই-কুন্‌। ইংরিজি ইস্কুলেই বরাবর লেখাপড়া শিখেছে, কি একটা আপিসে কাজ করে। লম্বা-চওড়া দোহারা চেহারা, কথা-বার্তায় এমন চমৎকার হৃদ্যতার পরিচয় খুব কম পেয়েছি, ভারি সদালাপী রসালাপী আমুদে' লোকটি। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে এর বেশ সদ্ভাব। চীনা গান, চীনা বাজনা, মালাই গান আর নাচ এর চেষ্টায় আমরা ইপোতে আবার ভালো ক'রে শুন্‌তে আর দেখ্‌তে পাই।

বুধবার, ১০ই আগস্ট

পেরার রাজার বাড়ির অবস্থানটি অতি চমৎকার। বাড়ির পিছন দিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে' ছোট্ট Kinta কিন্তা নদীটি ব'য়ে যাচ্ছে। ওপারে কাছে পাহাড়, দূরেও পাহাড়। নদীর ধারে সুন্দর ঘাসের মাঠ, একটি ঘাট, কতকগুলি বড়ো-বড়ো গাছ, আর ফুল-বাগান। মালী তমিল-জাতীয়। দুপুরে নদীর ধারে একটি চেয়ার নিয়ে গাছের তলায় ব'সে বই পড়া বড়ো আরামের। মাঝে-মাঝে দূরে পাহাড়-অঞ্চল থেকে ডিনামাইট দিয়ে টিনের খনির পাহাড়-ফাটানোর গুরু-গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি-দ্বারা বাহিত হ'য়ে স্নিগ্ধ-গম্ভীর হ'য়ে কানে লাগ্‌ছে। ইপোতে আমাদের চারিদিনের অবস্থানের স্মৃতির সঙ্গে এই বাড়িটির সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে জড়িত।

সকাল সাড়ে-আটটায় মালায়ান্-টীচার্‌স্-কন্‌ফ্রেন্স্-এ আমার প্রবন্ধ প'ড়্‌লুম, "ভারতের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কতকগুলি সমস্যা, আর ইস্কুলে মাতৃভাষার স্থান" এই বিষয়ে। এর পরে শ্রীযুক্ত গুণরত্ন ডসন্ মহাশয় আমাদের এক টিনের খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন।

টিন্ এদেশের এক প্রধান খনিজ সম্পদ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে চীনা লেখকেরা মালয়-দেশের টিনের কথা উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন; ডচেরা সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকে এ দেশ থেকে খুব টিন্ কিন্‌ত। মালাইরা নিজেরা আগে উপর-উপর মাটি খুঁড়ে টিন্ বা'র ক'র্‌ত। খনি অনেক, লোক কম; চীনারা এসে এই কাজে যোগ দিলে, আর ঊনবিংশ শতকের মধ্যে চীনারাই এই কাজ প্রায় পূরো দখল ক'রে নিলে। মালাই খনির মালিক বা খনির কুলি খুব কম। চীনারা মালাই সরকারকে আইন-মোতাবেক মুনাফার একটা হিস্‌সা দেয়, কিন্তু নিজেরা টিন্ খুঁড়ে বা'র করে। ইংরেজ কোম্পানি কিছু কাজ চালাচ্ছে, খাজনা দিয়ে দু' তিনটে ফরাসী কোম্পানিও কাজ ক'র্‌ছে; কিন্তু শ্রমিক সব চীনা, আর চীনাদেরও অনেকগুলি Kong-si "কঙ্‌সী" বা কোম্পানি আছে। মালাই-দেশের টিন্ যা বা'র করা হয়, তার বারো আনা চীনা কোম্পানিদের হাতে। টিন্ বা'র কর্‌বার তিন রকম পদ্ধতি আছে। উপর থেকে খুঁড়ে যায়—এটি প্রাচীন পদ্ধতি। খনি হয়—যেন বিরাট্ পুখুর খোঁড়া। মাটি আর ধাতুমিশ্র মাটি বা পাথর কেটে-কেটে উপরে তোলে। এই পুখুর-কাটা খনি জলে ভ'রে যাবার আছে, তাই জল ছেঁচে তুল্‌তে হয়। অন্য এক রকম রীতি আছে, তাতে পাইপে ক'রে জল এনে খুব জোরে পাহাড়ের গায়ে ফেলা হয়; তাইতে ক'রে পাহাড় আর মাটির ভাঙন ধরে। তারপরে আছে, কয়লার খনির মতন মাটির তলায় সুরঙ্গ কেটে যাওয়া। এই তৃতীয় পদ্ধতিটি হ'চ্ছে আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতি, খালি ইংরেজদের হাতে যে অল্প কতকগুলি খনি আছে সেখানেই এই রীতিতে কাজ হয়। এই তৃতীয় রীতি বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ।

আমরা যে খনি দেখ্‌তে গেলুম, সেটি ইপোঃ-শহর থেকে অল্প কয় মাইল দূরে। খনির নাম Beatrice Mina, জমির দখলকার Dr. Rogers ডাক্তার রজার্স ব'লে একজন সিংহলের তমিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, তাঁর মেয়ে বেয়াট্রিস-এর নামে এই খনি। Thong-yin Kong-si ব'লে এক চীনা

কোম্পানি কাজ চালাচ্ছে। সরকার (অর্থাৎ ফেডারেটেড্-মালাই-স্টেট্স্-এর গভর্নমেণ্ট) নিজের প্রাপ্য কর পায় ; ডাক্তার রজার্স্ শতকরা একটি রয়ালটি বা উপসত্ত্ব পান, সেটি নাকি মাসে হাজার চল্লিশ ডলারের কাছাকাছি। খনির কাজ চালানোর সমস্ত খরচ চীনাদের, বাকী লাভও তাদের। শ্রীযুক্ত ডসন্ আমাদের নিয়ে খনিতে পৌছুলেন। খনির ম্যানেজার এক চীনা যুবক, সুগঠিত দেহ, অতি ভদ্র, বিলেতে গিয়ে খনির কাজ শিখে এসেছেন, তিনি সঙ্গে ক'রে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। সে-সব লিখে বর্ণনা কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো না, কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত। দেখে মানুষের শক্তিকে প্রশংসা ক'র্‌তে হয়, আর অদ্ভুত মেনে প্রাচীন গ্রীক কবির সঙ্গে ব'ল্‌তে হয়,—পৃথিবীতে বহু আশ্চর্য্য বস্তু আছে, কিন্তু সব-চেয়ে আশ্চর্য্য হ'চ্ছে মানুষ। কেমন ক'রে মাটির ভিতরে বিরাট্ গহ্বর কেটে তার মধ্যে থেকে চাব্‌ড়া-চাব্‌ড়া টিন্-মিশ্র পাথর উপরে আনা হ'চ্ছে, কেমন ক'রে খুব উঁচুতে সেই-সব চাব্‌ড়া কলে ফেলে পিষে গুঁড়োনো হ'চ্ছে, তারপরে গুঁড়ো থেকে নানা প্রাকৃতিক আর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারায় টিন্ আর অন্য ধাতু আলাদা ক'রে ফেলা হ'চ্ছে—এ-সব ব্যাপার এক দিকে ; আর ওদিকে কাজ চ'লেছে বিরাট্ বিশাল গুহার মধ্যে। এই গুহা মাটির ভিতরে কাটা হ'য়েছে—এই lode বা খনির-পথ প্রায় ৩০০ ফীট গভীর, আরও বেড়ে যাচ্ছে ; ঢালু রেলে ক'রে lode-এর তলা থেকে, যেখানে খনির কুলিরা কাজ ক'র্‌ছে, সেখান থেকে, ছোটো-ছোটো গাড়ি ক'রে টিন্-মিশ্র পাথরের চাব্‌ড়া উপরে আনা হ'চ্ছে ; সেখান থেকে জল ছেঁচে উপরে তুলে ফেলা হ'চ্ছে। সেই ঢালু রেলের পাশে কাঠের সিঁড়ি তৈরী হ'য়েছে, তাই দিয়ে খনির ভিতরে আমরা নাম্‌লুম। তেরছা ভাবে গুহা-পথ ধ'রে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। তলায় পাথরের গা থেকে ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে চীনা কুলিরা সব ধাতু-মিশ্র মাটি পাহাড় কাট্‌ছে—ভূগর্ভস্থ বিরাট্ গুহাটা বিজলীর আলোতে উদ্ভাসিত ; খালি খনির ভিতর ব'লে আর ভূগর্ভে জল থাকার দরুন, একটা ভাপ্‌সা গন্ধ, একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব। সেখানে চীনা কুলিরা পিল্‌পিল্ ক'র্‌ছে ; বহুসংখ্যক পাথর-কাটা ছেনির আওয়াজ, গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিতে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রতিফলিত হ'চ্ছে। চীনা কুলিদের মুখে রা-টিও নেই, সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে কলের মতন কাজ ক'রে যাচ্ছে। যতটা টিনের চাব্‌ড়া এক-এক জনে ওঠাবে, সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক পাবে।

সমস্ত জিনিসটার ক্ষিপ্রকারতা আর সুব্যবস্থা দেখে চীনাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা না হ'য়ে যায় না।

দেখে-শুনে উপরে ফিরে আসা গেল। খনির ম্যানেজার শিষ্টতা ক'রে আমাদের বরফ-লেমনেড্ খাওয়ালেন। ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম। পথে শ্রীযুক্ত ডসন্ এই খনির সম্বন্ধে দু-চারটি খবর দিলেন। প্রথমটায় এই খনির কাজ ভালো চ'ল্‌ছিল না, উপর-উপর টিন্ যা পাবার তা বা'র ক'রে নেওয়া হ'য়েছিল, তারপরে কিছু বা'র হ'চ্ছিল না, মালিকেরা খুব গভীর-ভাবে খোঁড়্‌বার জন্য যথোপযুক্ত টাকা খরচ ক'র্‌তে পার্‌ছিল না। তারপরে ডাক্তার রজার্সের হাতে আসে খনিটা। তিনিও প্রথম সুবিধা ক'র্‌তে পারেননি, কারণ কোনও বড়ো চীনা কোম্পানি সাহস ক'রে হাত দিতে চায়নি। তখন এক চীনা কুলির বিধবা স্ত্রী, তার পুঁজি ছিল মাত্র কয়েক শত ডলার, সে কপাল ঠুকে এই খনির ইজারা নিলে, ছ'মাসের জন্য। অল্পস্বল্প খুঁড়ে কিছু হ'ল না, তার সব টাকা প্রায় ব্যর্থভাবে নিঃশেষিত হ'য়ে গেল। ইজারা শেষ হ'তে যখন দিন পনেরো বাকী আছে, তখন ধাতুর একটা ছোটো আকর, যাকে ইংরিজিতে 'পকেট' বলে, তা'তে হাত প'ড়্‌ল। এইতেই তার কপাল ফিরে গেল। যে কয়দিন খনি তার হাতে ছিল, তার শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সে লোক লাগিয়ে' প্রাণপণ যত্নে যতটা পারে টিন্ তুলে নিলে। একটা বিশেষ তারিখের মাঝ-রাত্তির পর্য্যন্ত তার ইজারা ছিল; তাকে আর তার কুলিদের সেই নির্দিষ্ট সময়ে সরিয়ে' দেবার জন্য ফৌজী পুলিস মোতায়েন ক'র্‌তে হ'য়েছিল। কিন্তু চীনা স্ত্রীলোকটি এই কয় দিনেই বহু সহস্র ডলারের মালিক হ'য়ে গেল।

আজকে কবিদর্শন-কামী নানা লোকের আগমন। সিঙ্গাপুরের মেথডিস্ট্ মিশনের এক আমেরিকান মিশনারি এলেন, মিস্টার Lee লী। গোঁড়ামি নেই; কবির সঙ্গে বেশ আলাপ ক'র্‌লেন। এই মিশনের লোকেরা মালাই সাহিত্যের অনেক ভালো-ভালো প্রাচীন বই রোমান অক্ষরে আর আরবী অক্ষরে ছাপিয়েছেন, মালাই অভিধান প্রভৃতিরও প্রণয়ন ক'রেছেন,—মালাই সংস্কৃতির একটা দিক্ এঁদের দ্বারা খুবই সংরক্ষিত হ'য়েছে।

Sungei Siput সুঙেই-সিপুৎ বলে কুআলা-কাঙ্সারের পথে একটি গ্রাম পড়ে, সেখান থেকে বীরস্বামী ব'লে একজন চেট্টি মহাজন এলেন কবির সঙ্গে

আলাপ ক'র্তে। এই ভদ্রলোকটি ইংরিজি জানেন না। গত কালও ইনি সপরিবারে কবিকে দর্শন ক'র্তে এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে পরিচয়ে বেশ আনন্দ হ'ল। কবিও খুশী হ'লেন। কবির লেখা যা তমিলে বেরিয়েছে, ইনি সে-সব প'ড়েছেন। গোঁড়া চেট্টি-ঘরের আধা-বয়সী লোক, কিন্তু তাঁর উদার মন আর সমাজ আর ধর্মের দোষ সংস্কারের চেষ্টা দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়। প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে এই অঞ্চলে মহাজনী আর টিনের খনির কাজ ক'র্ছেন। এঁদের গদির চীনা কুলিরা কিছু কাল হ'ল মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের কতকগুলি জিনিস পায়, সোনা রূপার জিনিস, মূর্তি-টুর্তিও কিছু ছিল ব'লে ইনি অনুমান করেন। কুলিরা সেগুলি আত্মসাৎ ক'রে এঁদেরকে খালি একটি তামার মূর্তি দেয়, সেই মূর্তি ইনি আমাদের দেখাতে আনেন। মূর্তিটি দেখেই আমার বুকের ভিতর ঢিপ্-ঢিপ্ ক'রে উঠ্ল। এটি একটি যবদ্বীপীয় বিষ্ণু-মূর্তি, খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকের হবে; আধ-হাত প্রমাণ, দুই-এক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের জন্য মূর্তিটি দিতে এঁর নিজের আপত্তি ছিল না, কিন্তু মূর্তিটি এঁদের ফার্মের বা গদির সম্পত্তি, অন্য অংশীদার রাজী হ'লেন না —কারণ এই মূর্তিটি পাওয়ার পর থেকেই নাকি এঁদের ব্যবসায়ের উন্নতি, মূর্তিটি ভারি পয়মন্ত মূর্তি—তার নিয়মিত পূজা হ'চ্ছে। এর উপরে কথা চলে না। এখন, মালয়-উপদ্বীপ এক সময়ে যবদ্বীপের রাজাদের অধীন ছিল; সুতরাং যবদ্বীপের হিন্দু-যুগের শিল্পের আর ধর্মের নিদর্শন যে কিছু-কিছু এদেশেও পাওয়া যাবে, তা আশা ক'র্তে পারা যায়। এই ঐতিহাসিক যোগের, আর এ অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার অস্তিত্বের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে এই মূর্তিটির দাম আর তার শিল্প-সৌন্দর্য্য তো আছেই।

বিকালে মালাই-দেশের শিক্ষকেরা কবিকে আর আমাদের নিয়ে ছবি তুল্লেন, চীনা ইস্কুলের হাতায়। তমিল, চীনা, দুই-একটি মালাই, একজন বাঙালী—এঁরাই শিক্ষক। তারপরে আমরা গেলুম চীনা চেম্বার-অফ্-কমার্স-এর বাড়িতে। এখানে চা-পানের ব্যবস্থা। চীনা ধরনে ব্যবস্থা, নানাবিধ চীনা মেঠাইয়ের সমাবেশ। কবিকে চীনা ভাষায় এখানকার কর্তারা অভিনন্দন দিলেন, তাঁর জন্য ইংরিজিতে অভিনন্দনের উক্তিকে অনুবাদ করা হ'ল। কবি যথাযোগ্য উত্তর দিলেন, ভারত ও চীনের যোগ সম্বন্ধেও ব'ল্লেন। ফ্যঙ্ তার অনুবাদ ক'র্লেন কাণ্টনী চীনাতে। এর পরে যেতে হ'ল, ভারতীয়দের এক

মাস্-মীটিং বা সাধারণ-সভায়। এক মস্ত মাঠের মধ্যে এই সভার আয়োজন হ'য়েছে। হাজার দুই-তিন ভারতবাসী—তমিল আর শিখ-ই বেশী—জমা হ'য়েছে। এখানেও কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল, ইংরেজিতে, পরে অভিনন্দনের তমিল আর পাঞ্জাবী অনুবাদও পড়া হ'ল। কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল—এ দেশে ভারতবাসীর দায়িত্বের কথা নিয়েই তিনি ব'ল্লেন। বক্তৃতা আর সভা চুক্‌লে, এক চীনা খনির অধিকারী Tow-kay Leong Sin Nam তাও-কে লিওঙ্ সিন্-নাম্ কবিকে শহরের আশে-পাশে খনি-অঞ্চলে নিজের গাড়ি ক'রে একটু ঘুরিয়ে' আন্‌লেন। চীনাদের মধ্যে যাঁরা অর্থে আর সমাজ-সেবায় বড়ো হন, তাঁদের এই সম্মানের পদবী Tow-kay দেওয়া হয়। কথাটির ঠিক মানে জানি না, তবে কতকটা ভারতীয় "শেঠ-জী"র মতন এর অর্থ।

এই শহরে সিন্ধী রেশম আর কিউরিও অর্থাৎ মণিহারী ব্যবসায়ীদের দু-তিন খানা দোকান আছে। এদের মধ্যে একটি ফার্ম্ Messrs. Wassiamall Assomall—ৱাসিয়ামল্ আস্‌সোমল্ পিনাঙে, বাতাবিয়ায় আর অন্যত্র এঁদের কারবার আছে। এঁরা আমাদের আহার্য্য পাঠাবার ভার নিয়েছিলেন। এঁদের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরখচন্দ্ আজ রাত্রে তাঁদের দোকান-বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। স্থানীয় কতগুলি ভারতীয় আর অন্য ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। অতিথিদের 'সেবা'র জন্য রাজোচিত আয়োজন ক'রেছিলেন, তবে এঁদের বড়ো দুঃখ হ'ল যে কবি স্বয়ং আস্‌তে পার্‌লেন না। সিন্ধী বণিকেরা রেশমের কাপড়, গালিচা আর নানা রকমের কিউরিও বা মণিহারী জিনিসের দোকান ক'রে পৃথিবীময় ছড়িয়ে' আছে। এখানে এঁদের সঙ্গে একটু পরিচয় হ'ল, পরে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় যবদ্বীপে গিয়ে—এঁদের অতিথি হ'য়ে এঁদের সঙ্গে বাতাবিয়ায় কয় দিন পরম আনন্দে কাটিয়ে' আসি। তাতে ক'রে একটু নিকট থেকেই এঁদেরকে দেখ্‌বার সুযোগ হয়; আর এঁদের ধরন-ধারন দেখে এঁদের সম্বন্ধে বেশ একটা প্রশংসার ভাব আমার মনে এসেছে—এঁদের নানা সমস্যার কথাও মনে জেগেছে, তা নিয়ে এঁদের সঙ্গে আলোচনাও হ'য়েছে। সে বিষয়ে যথাস্থানে যবদ্বীপের প্রসঙ্গে ব'ল্‌বো।

বৃহস্পতিবার, ১১ই আগস্ট

সকালে ছবি-তোলার পাট—স্বাগতকারিণী-সভার সভ্য আর অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কবির ফোটো নেওয়া হ'ল। দুপুরে আমাদের জন্য তমিল রীতিতে রান্না নিরামিষ নানা রকম তরকারি আর অন্ন এল ব্যারিস্টার কুমারস্বামীর বাড়ি থেকে। ব্যারিস্টার সাহেব নিজে এসে আমাদের সঙ্গে আহারে যোগ দিলেন। খোলা প্রকৃতির সরল-চিত্ত এই ব্যারিস্টারটি, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা, মাথায় বাবরি চুল। ফ্যঙ-ও সঙ্গে ছিলেন, নানা হাস্য-রসের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া হ'ল। আজ কবিকে Telok Anson তেলোঃ-আন্‌সোন্‌ ব'লে একটি শহরে যেতে হবে, ইপোর দক্ষিণে পঞ্চাশ-ষাট মাইল মোটর-পথে। কবিকে নিয়ে যাবার জন্যে সেখান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন, পেরার 'রাজা মুদা' বা যুবরাজের তরফ থেকে একটি মালাই ভদ্রলোক এসেছেন। ফ্যঙ্‌ আর আমি রইলুম, আরিয়ম্‌, ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু কবির সঙ্গে গেলেন। Telok Anson-এ কবিকে গিয়ে যথারীতি অভিনন্দন গ্রহণ আর বক্তৃতা দান ক'র্‌তে হ'ল। ঐ দিন রাত্রেই প্রায় সাড়ে-এগারোটায় তিনি ফির্‌লেন। যাওয়া-আসায় এক শ' মাইলের উপর মোটর-ভ্রমণ, এক বেলায়॥

॥ ১২ ॥

তাই-পিঙ্

শুক্রবার, ১২ই আগস্ট

আজ ইপোঃ ত্যাগ। Tai-ping—তাই-পিঙ্ যেতে হবে, মোটরে। পথে কুআলা-কাঙ্সারে অবতরণ ক'রে সেখানে কবিকে শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে মান-পত্র নিতে হবে, তাঁকে কিছু ব'ল্‌তেও হবে। কুআলা-কাঙ্সার থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে—তিন জন শিখ ভদ্রলোক, একজন তমিল খ্রীষ্টান, আর একজন চীনা ভদ্রলোক। 'তাই-পিঙ্' শহর পেরাঃ রাজ্যের রাজধানী,—যদিও রাজার পৈতৃক বাস-ভূমি হ'চ্ছে কুআলা-কাঙ্সারে, আর বেশীর ভাগ ঐখানেই তিনি থাকেন। 'তাই-পিঙ্' চীনা কথা, মানে 'মহতী শান্তি'। এটি ইপোর চেয়ে ছোটো শহর; রাজ্যের মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো শহর হ'চ্ছে ইপোঃ। বেলা দেড়টায় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করা গেল। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ডসন্ চ'ল্‌লেন। কুআলা-কাঙ্সারে তাই-পিঙ্ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল—তাঞ্জোর থেকে আগত ঐ শহরে উপনিবিষ্ট ডাক্তার মোহম্মদ ঘোস, লাহোরের শ্রীযুক্ত নবাব দীন, আর তমিল ভদ্রলোক মুরুগেশন্ পিল্লেই। কুআলা-কাঙ্সারে চীনা ইস্কুল-বাড়িতে কবিকে নিয়ে সভা হ'ল, পেরার রাজবংশের Raja Di Hilir রাজা দি হিলির সভাপতি ছিলেন। স্থানীয় তমিল ভদ্রলোক, জজ Louis Thivy লুইস্ তিভী, আর চীনা ইস্কুলের অধ্যক্ষ Lau Lam Boh লাউ লাম্-বোঃ বক্তৃতা দিলেন। অল্প কথায় কবি কিছু ব'ল্‌লেন। তার পরে তাই-পিঙ্-এর উদ্দেশে যাত্রা করা হ'ল।

তাই-পিঙ্-এর মোটর-রাস্তাটি যে স্থান দিয়ে গিয়েছে, সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহর। দেড়-ঘণ্টা পরে, সাড়ে-চারটেয় আমরা তাই-পিঙ্ পৌঁছুলুম। আমাদের সরাসরি টাউন্-হলে নিয়ে গেল। সেখানে কবিকে যথারীতি অভিনন্দন দেওয়া, পরে চা-পান। ডাক্তার মোহম্মদ ঘোস স্থানীয় ভারতীয়দের নেতা, তাঁরই যত্নে ওখানকার ভারতীয়দের একটি ক্লাব আর একটি সমিতি বেশ চ'ল্‌ছে, সমিতির বাড়ির জন্য জমি তিনি-ই দিয়েছেন। হৃদয়বান্

জনপ্রিয় লোক। সভায় তিনি কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন। পেরাঃ-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট অনারেবল মিস্টার H. W. Thomson এচ্‌-ডব্‌লিউ টম্‌সন্‌ ছিলেন সভাপতি। তারপরে বাসায় যাওয়া গেল। আমাদের বাসা-বাড়িটি পেরার রাজার একটি Rest House, অর্থাৎ বড়ো-বড়ো সরকারী অফিসারদের জন্য তৈরী ডাক-বাঙ্‌লা বা হোটেল। এর-ই একটি আলাদা অংশে কবির থাক্‌বার জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

তাই-পিঙ্‌-এর সিনেমা-থিয়েটারে কবির বক্তৃতা হ'ল। Human Dignity—এই ছিল বক্তৃতার বিষয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শের ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস নামে একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি ইপোর ডাক-বিভাগে কাজ করেন।

রাত্রে আমাদের বাসায় স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিদের সঙ্গে নৈশ ভোজ ছিল। রাজার ছেলে, Tunku 'তুঙ্কু' যাঁর উপাধি, তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার Fernandes ফর্নাণ্ডেস্‌ নামে সিংহল থেকে আগত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি সিংহলের Burgher 'বার্গর'-জাতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ মিশ্র ডচ-পোর্তুগীস-সিংহলী। এঁদের সমাজ এখন সিংহলের দেশী খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

Woodall উডল্‌ নামে এক সিংহল-দেশীয় তমিল খ্রীষ্টান পরিবারের দুই ভাই তাই-পিঙ্‌-প্রবাসী ; আর এক ভাই শ্যাম-দেশে গিয়ে বাস ক'র্‌ছেন, ইনি শ্যাম-দেশের প্রজা হ'য়ে গিয়েছেন, শ্যামদেশীয় জনৈক মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন, আর শ্যাম-দেশের সরকারে খুব বড়ো পদ পেয়েছেন, Kun 'কুন্‌' ব'লে শ্যাম-রাজের দেওয়া যে উচ্চ উপাধি আছে তা পেয়েছেন, এঁর পূরা নাম এখন Kun Phra Woodall। ইনি দক্ষিণ শ্যামে সিঙ্গোরা নগরে একজন উচ্চভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাই-পিঙ্‌ থেকে সিঙ্গোরা দু'শো মাইলেরও বেশী পথ, মোটরে ক'রে এসেছেন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে। এঁর ছেলেপুলেরা মাঝে-মাঝে তাই-পিঙ্‌-এ তাদের পিতৃব্যদের কাছে এসে থাকে। ফ্রা উডল আরিয়মের পিতৃবন্ধু। কবি যাতে শ্যামদেশে যান, সে বিষয়ে এঁর খুব আগ্রহ। কবির যাওয়া সম্বন্ধে সম্মতি পেলে ইনি সব ব্যবস্থা ক'র্‌বেন। কবির সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হ'ল। কবি শ্যামে যেতে রাজী হ'লেন। আজ রাত্রেই ইনি আবার সিঙ্গোরা যাত্রা ক'র্‌লেন।

রাত্রি দশটা হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু শুন্‌লুম, তাই-পিঙ্-এ এক্‌জিবিশন আর আর মেলা ব'সেছে; আমরা দেখ্‌তে বেরুলুম। শ্রীযুক্ত ডসন্ আমাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন। গিয়ে দেখি, ঠিক মেলা বা এক্‌জিবিশন্ নয়, ক'ল্‌কাতায় যে সব carnival বা প্রমোদ-মেলা আসে, এ সেই-গোছের ব্যাপার। নানা তাঁবু, ভিতরে নাচ গান কৌতুক দর্শনের ব্যবস্থা। ফিলিপিনো নাচ, আর হাওয়াইই-দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত একদল নাচিয়ে' আর বাজিয়ে'দের দেখ্‌লুম, হাওয়াইই-দ্বীপের বিখ্যাত Hula-hula 'হুলা-হুলা' নাচ দেখ্‌লুম। এই নাচের রুচি অতি কদর্য্য বোধ হ'ল। রাত্রে ডিনারে আমাদের সঙ্গে অভিজাত ঘরের এক মালাই যুবক যোগদান ক'রেছিলেন; বেশী কথাবার্তা ইনি কন্ নি। মেলায় গিয়ে দেখি, ইনি নিজ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে ক'রে এনেছেন। একটু আশ্চর্য্য লাগ্‌ল, মালাই হ'য়েও এঁর স্ত্রী ওড়নায় মুখ ঢেকে চ'লেছেন। এঁদের এই দলটি, বিশুদ্ধ ধরনের মালাই পোষাকের সৌষ্ঠবে, আর দূর থেকে দৃষ্ট দেহের লালিত্যে আর চলন-ভঙ্গীতে যে উচ্চ বংশের, তার সন্দেহ থাকে না, দর্শকের দৃষ্টিকে অম্‌নিই আকৃষ্ট করে।

শনিবার, ১৩ই আগস্ট

আজ সকালে একটি তমিল যুবক কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এল'। শ্যামবর্ণ, পাতলা একহারা চেহারা, খালি পা, খদ্দরের ধুতি পরা, অতি সাদাসিধে মানুষ। গুটিকতক চমৎকার গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছে। কবি ব'সে-ব'সে লিখ্‌ছেন, তাঁর কাছে একে নিয়ে এলুম। কবির টেবিলের উপর ফুলগুলি রেখে, সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লে। তার পরে হঠাৎ ভাবের উচ্ছ্বাসে ডুক্‌রে' কেঁদে উঠ্‌ল। তার ভক্তির আধিক্য আর তার সঙ্গে-সঙ্গে এই অহেতুক রোদন দেখে কবি তো অবাক্—আমিও অবাক্। সে তার কান্নার মধ্যে বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে এই কথাগুলি জানালে যে, মাস কতক পূর্বে সে দেশে গিয়েছিল, উত্তর-ভারতে সর্বত্র ঘুরেছে, কিন্তু এক গান্ধীজীর শবরমতী আশ্রম আর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম ছাড়া আর কোথাও সাধারণ-ভাবে খদ্দর ব্যবহৃত হ'তে সে দেখে নি। খদ্দর না হ'লে দেশের উন্নতি হবে না, মহাত্মা গান্ধীজী এই শিক্ষার দ্বারা দেশকে উজ্জীবিত ক'র্‌ছেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক আর ছাত্রেরা তাঁর এই শিক্ষা পালন ক'র্‌ছে, অতএব ভারতবর্ষের

উদ্ধারের আর দেরী নেই। (সেই সময়ে খদ্দরের ঢেউ অন্য সব জায়গার মতো শান্তিনিকেতনেও পৌঁচেছিল, খদ্দর "মীটিং-কা-কপড়া" হ'য়ে তখনও পেট্রিয়টিক ভণ্ডামির আবরণ এতটা হয় নি, এর অন্ধ গোঁড়া তখন চারিদিকে)। চরখা-ধর্মের সম্বন্ধে কবির প্রকাশিত অভিমত সে জানে না। তাকে শান্ত ক'রে, তার সঙ্গে সহজ-ভাবে আলাপ করা গেল। খদ্দর-বাদ সম্বন্ধেও দু-একটা কথা কওয়া গেল। যাই হোক্‌, সে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে, আর একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে চ'লে গেল।

সকালে দু'ঘণ্টা আমরা তাই-পিঙ্‌-এর মিউজিয়মে কাটালুম, চমৎকার-ভাবে এই সময়টা কাট্‌ল। এখানে মালাইদের শিল্পের এক অপূর্ব সংগ্রহ আছে—সিঙ্গাপুরের মিউজিয়ম বা কুআলা-লুম্পুরের মিউজিয়মের চেয়েও ভালো। আর তা ছাড়া, এদেশের বন্য জাতি, মালাইদের জ্ঞাতি Semang সেমাঙ্‌ আর Sakai সাকাই জাতির ঘর-গৃহস্থালীর আর তাদের আদিম সংস্কৃতির নানা দ্রব্যেরও চমৎকার সংগ্রহ আছে। মালাইদের সামাজিক অনুষ্ঠানে যে-সব জিনিস ব্যবহার হয়, তারও কিছু-কিছু রেখেছে। আমাদের দেশের মঙ্গল-অনুষ্ঠানে স্ত্রী-আচারে রঙীন চালের গুঁড়োর যে 'শ্রী' থাকে,—একটা পাহাড়, তার গায়ে গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি—এরাও তদনুরূপ একটা পাহাড় করে, এটা খড়ের, কাগজের বা সোলার হয়, আবার ধান গাদা ক'রেও করে। আমাদের অবৈদিক বহু আচার অনার্য্য যুগ থেকে পাওয়া, আর হয়-তো ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত অনুষ্ঠান আর আমাদের বেদ-বহির্ভূত অনুষ্ঠান, উভয়েরই সাধারণ মূল হ'চ্ছে—আর্য্য-পূর্ব যুগের নানা রীতি-নীতি আর অনুষ্ঠান। সাকাই আর সেমাঙ্‌ জাতি বাঁশের তৈরী নানা ভোজনপাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করে, বাঁশের চোঙ, বাঁশের কাঁকুই প্রভৃতি। এগুলিতে আঁচড় টেনে কাটা নানা নক্‌শা আছে। অনেক নক্‌শা নাকি আমাদের বাঙলা দেশের কাঁথার সেলাইয়ের নক্‌শার সঙ্গে মেলে। সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু মিউজিয়মের জিনিস-পত্রের নকল এঁকে-এঁকে তাঁদের নোট-বুক ভরাতে লাগ্‌লেন। শ্রীযুত ডসন্‌ তো এই-সব জিনিসের প্রতি আমাদের টান, আর এগুলিকে বোঝ্‌বার জন্য এগুলির আলোচনার জন্য আমাদের এই সামান্য শ্রম-স্বীকার দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। এর মধ্যে কী রস আমরা পাই, তা তিনি ঠাহর ক'র্‌তে পার্‌লেন না, তবে মান্‌লেন যে

এর ভিতরে নিশ্চয়-ই কিছু আছে, অনভিজ্ঞ বলে তিনি তা ধ'র্‌তে পার্‌ছেন না।

দুপুরের 'সেবা'র পরে রেলে করে পিনাঙ্‌ যাবার জন্য আমরা স্টেশনে যাত্রা ক'র্‌লুম। পথে Indian Association গৃহে কবিকে পদার্পণ ক'র্‌তে হ'ল। সুন্দর দোতলা বাড়ি। Association-এর সভাপতি ডাক্তার ঘোস্‌-ই এর প্রাণ। বাড়িটি, আর এই সভার নানা শ্রেণীর সদস্যের মধ্যে একতা, এই অঞ্চলের ভারতবাসীদের যোগ্যতার আর পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যের পরিচায়ক।

তারপরে স্টেশনে পৌঁছে বিদায়ের পালা। স্টেশনে একখানা গাড়ি দক্ষিণ দিক্‌ থেকে এল'। একদল শিখ নাম্‌ল। স্টেশনের বাইরের সড়কে এরা মিছিল ক'রে ঢোলক বাজিয়ে' গান ক'র্‌তে-ক'র্‌তে গেল। শুন্‌লুম, এরা বর-যাত্রী, ক'নেদের বাড়ি তাই-পিঙ্‌-এ, এখানে বিয়ের জন্যে এসেছে।

স্টেশনে বন্ধুদের কাছে বিদায় নেওয়া গেল। সকলেই যেন কতদিনের বন্ধু হ'য়ে গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ডসন্‌ ইপোঃ থেকে এসেছেন। এই ক'দিন তো আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতন ছিলেন। কবির পায়ের ধুলো নিলেন, বিদায়-কালে ভদ্রলোকের গলার স্বর ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল। আমাদেরও মনে কষ্ট হ'ল॥

॥ ১৩ ॥

পিনাঙ্

সাড়ে-তিনটেয় গাড়ি তাই-পিঙ্ ছাড়্‌লে। পিনাঙের পথে পূর্ববৎ যে যে স্টেশনে গাড়ি থাম্‌ল সেখানেই ভীড়। Parit Buntar পারিৎ-বুন্‌তার্-এ কতকগুলি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে দেখা—এঁরা কুআলা-লুম্পুর গিয়েছিলেন। সন্ধ্যের দিকে আমরা Prai প্রাই স্টেশনে পৌঁছুলুম। পিনাঙ্ শহর একটি ছোটো দ্বীপে। সরকারী লাঞ্চের ব্যবস্থা হ'য়েছিল, তাতে ক'রে আমাদের শহরে নিয়ে গেল। শহরের জেটিতে কবির অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হ'য়েছিলেন অনেক লোক। কবির পূর্ব-পরিচিত অনারেবল্ মিস্টার পি, কে, নাম্বিয়ার এসেছিলেন। ইনি পিনাঙের একজন প্রধান ব্যক্তি। মালয়ালী-ভাষী নায়র, এখানে ব্যারিস্টারি করেন, স্টেট্‌স্-সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌স্ কাউন্সিলের সদস্য। শরীর অসুস্থ, কিন্তু সৌজন্যের অবতার বৃদ্ধ স্বয়ং এসেছেন। সঙ্গে তাঁর পুত্র ডাক্তার মেনোন্, আর তাঁর পুত্রবধূ; ইনি জর্‌মানদেশীয়া। আলাপ আর শিষ্টাচারের পরে আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় যাত্রা ক'র্‌লুম।

পিনাঙ্ শহর থেকে আট মাইল দূরে, পিনাঙ্ দ্বীপের উত্তরে, Tanjong Bungah তাঞ্জঙ্ বুঙাঃ বলে একটি জায়গাতে সমুদ্রের ধারে Ooi Hong Lim উই-হঙ্-লিম্ নামে এক চীনা ভদ্রলোকের দোতলা বাঙলা বাড়িতে আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। অনেকগুলি চীনা আর ভারতীয় ভদ্রলোক সঙ্গে এলেন। রাত্রে খুব বড়ো ডিনার হ'ল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণন্ নামে একটি তমিল যুবক, ইনি কুআলা-লুম্পুরে আমাদের পরিচিত কুমারস্বামী নামে একজন রবার-বাগানের মালিক আর ধনী ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র, আর Ong Huck Lim ওঙ্-হাক্-লিম্ ব'লে একটি চীনা ব্যারিস্টার যুবক, এঁরা দু'জনে রাত্রে এখানে র'য়ে গেলেন, আমাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখ্‌বার জন্য। এই দুইটি যুবকের সঙ্গে আমাদের চমৎকার ব'নে গিয়েছিল; বিশেষতঃ হাক্-লিম্—চীনা হ'লেও ক'দিনে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে হৃদ্যতা হ'য়েছিল, তাতে মনে হ'য়েছিল, এই রকম সৌজন্যপূর্ণ খোলা-প্রাণ শিক্ষিত লোক পেলে, তাঁর সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে এক দেশে বেশ আনন্দেই বাস করা যায়। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে হাক্-লিমের খুব-ই অন্তরঙ্গতা।

রবিবার, ১৪ই আগস্ট

পিনাঙ্ শহরে আগে একবার আমি এসেছিলুম, ১৯১২ সালে, পনেরো বছর আগেকার কথা। তখন এখানে দু' দিন মাত্র ছিলুম। শহরটা একটু ছড়িয়ে' প'ড়েছে, এই যা, অন্য পার্থক্য কিছু নজরে প'ড়্ল না। পূর্ব-পরিচিত বিষ্ণু-মন্দিরে গেলুম; এই মন্দির অনেক দিনের—পিনাঙ্ যখন ভারত সরকারের অধীন ছিল, আর দ্বীপান্তরের আসামীদের যখন "পুলি-পোলাও" খাওয়াবার জন্য বিদেশে পাঠানো হ'ত, অর্থাৎ "পুলো-পিনাঙ্" বা পিনাঙ্ দ্বীপে পাঠানো হ'ত, যখন আন্দামানে পাঠানোর ব্যবস্থা হয় নি, তখন এখানকার ভারতীয় কেরানী আর পাহারওয়ালারা মিলে এই মন্দিরটি করে। জমি তখন শস্তা ছিল; মন্দিরের কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, এখন সেই জমির উপস্বত্ব থেকে মন্দির চলে। মন্দিরের পুরোহিত চট্টগ্রাম থেকে আগত, এঁর নাম শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। পিনাঙ্-এর লোকেদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সম্মান আছে। মালয়-দেশে শ্যাম-দেশে যে-সব ভোজপুরিয়া আর অন্য হিন্দু চাকরির জন্য যায়, তারা পথে পিনাঙে এই মন্দিরেই আশ্রয় নিয়ে থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে মন্দিরে দেখা হ'ল না, পথেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘ'টে গেল।

শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের পরিবারের সঙ্গে এ কয়দিনে বেশ আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের জর্‌মান পুত্রবধূ স্বামীর সংসারে বেশ মানিয়ে' নিয়েছেন। এঁরা হিন্দু। আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের এক ছোটো ভাই, ইনি অবিবাহিত, ভাইপো ডাক্তার মেনোনের ছেলেমেয়েদের নিয়েই আছেন। ছেলেদের দেশী নাম রাখা হ'য়েছে—রামন্, অচ্যুতন্, দেবকী। স্বামী, ছেলেপিলে, শ্বশুর, খুড়-শ্বশুর—এদের নিয়ে ঘরের গৃহিণী হ'য়ে এই জর্‌মান মহিলাটি কেমন সহজ-ভাবে সকলের সঙ্গে বনিয়ে' সংসার চালাচ্ছেন, দেখে তাঁকে মনে-মনে সাধুবাদ দিতে হ'ল। ডাক্তার মেনোন্ বেশ সজ্জন। পিনাঙে একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র, ইনি আমার পূর্ব-পরিচিত স্নেহভাজন যুবক, বিদেশে এসে নাম্বিয়ার-পরিবার আর ডাক্তার মেনোনের কাছে বেশ সৌহার্দ্য লাভ ক'রেছেন।

আজকে বিকালে স্থানীয় চীনাদের একটি বড়ো ক্লাবে, Hu Yew Seah হু-ইউ-সিয়াতে কবিকে যেতে হ'ল। চা-পানের পাট এখানে ছিল। এইখানে এই ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত Heah Joo Seang হিয়া-জু-সিয়াঙ্ কবিকে

মান-পত্র দিলেন। মান-পত্রের উত্তরে কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল, চীন আর ভারতের সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাবে ব'ল্লেন। এই সভায় পিনাঙের বহু লোকের আগমন হ'য়েছিল। এই সভার নোতুন বাড়ি হ'চ্ছে— কবিকে তার মঙ্গলেষ্টক-স্থাপন ক'রতে হ'ল।

এই অনুষ্ঠান হ'য়ে গেলে, কবি তাঞ্জঙ্-বুঙাঃ-তে ফির্লেন, আমরা গেলুম শহরের বাইরে চীনাদের এক মন্দির দেখ্তে। বৌদ্ধ মন্দির। এখানে কতকগুলো সাপ পুষে রেখেছে; সবুজ রঙের ছোটো-ছোটো সাপ, এগুলো বেদির আশে-পাশে আর মন্দিরের নানা স্থানে নিঃস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে আছে। এদের ডিম খেতে দেয়। এখানে এই সাপ দেখ্বার জন্য ভীড় হয়, পয়সাও পড়ে। মন্দিরের পুরোহিতেরা পয়সা-আকর্ষণের এই এক বেশ ফন্দী বা'র ক'রেছে।

সোমবার, ১৫ই আগস্ট

সকালে চীনা ইস্কুলগুলির ছাত্রেরা Chung Ling High School-এ সমবেত হ'ল, কবি তাদের সামনে কিছু ব'ল্লেন। ছেলেদের খুব-ই উৎসাহ। এখানে ভারতবাসীরাও এসেছিল। দেখ্লুম, উপনিবিষ্ট 'বাবা'-চীনা আর ভারতবাসী, এরা বেশ বন্ধু-ভাবেই থাকে।

বিকালে ছিল এম্পায়ার-থিয়েটার-হলে বক্তৃতা। পিনাঙের রেসিডেন্ট্-কাউন্সিলর অনারেবল্ মিস্টার R. Scott আর. স্বট্ সভাপতি হ'লেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Nationalism : এই বিষয়ে কবির যে স্পষ্ট মত আছে, যা অনেক শক্তিশালী জাতির পক্ষে রোচক হয় না, তা-ই তিনি আর একবার বেশ স্পষ্ট ক'রে বলেন। আর, জগতের শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক মনোভাবের আবশ্যকতা, আর এই কার্য্যে বিশ্বভারতীর সহায়তা সম্বন্ধেও উল্লেখ করেন। চীনের কন্সলের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। কন্সল্ কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর জন্য, বিশেষতঃ সেখানে চীনা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য, চীনাদের মধ্যে থেকে যাতে সাহায্য পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন স্বীকার ক'র্লেন।

সন্ধ্যের দিকে, শহরের বাইরে, পিনাঙ্-দ্বীপের প্রায় মাঝামাঝি, Ayer Hitam 'আয়ের্ ইতাম্' ব'লে একটা পাহাড়ের উপরে এক চীনা বৌদ্ধ-মন্দির আছে, তাই দেখ্তে গেলুম। এখানে চীনারা এক বিরাট্ ব্যাপার ক'রেছে। রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে' আস্ছিল, তাই বেশীক্ষণ থাক্তে পার্লুম না। ঝ্যাঙ্ সঙ্গে ছিলেন, তাঁর সাহায্যে পুরোহিতদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'র্লুম :

সুরেন-বাবু তুলি ধ'রে "নমো বুদ্ধায়" লিখে দিলেন খানকতক কাগজে—তারপর বিদায় নিলুম। মন্দিরের স্মারক হিসাবে পুরোহিতেরা একটি ছোটো ঘণ্টা উপহার দিলেন, একটি কাঠিতে লাগানো এই ঘণ্টা, পূজার সময় পুরোহিতেরা মন্ত্র আওড়াতে-আওড়াতে এই ঘণ্টা বাজায়।

ফিরে এসে, স্থানীয় United Indian Association গৃহে কবির সঙ্গে ডিনার খেতে যেতে হ'ল।

মঙ্গলবার, ১৬ই আগস্ট

হাক্-লিমের এক চীনা বন্ধু মিস্টার Ui উই এলেন কবিকে একটু বেড়িয়ে' আন্‌বার জন্য। মিস্টার উই একজন স্থানীয় ধন-কুবের, ছেলেপুলে নেই, একটি ভাগ্‌নীকে দত্তক নিয়েছেন। পিনাঙ্‌ শহরের উপর দিয়ে, প্রায় বারো শত ফীট উঁচু পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়ে মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন। অতি-সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা। সবুজ না'রকল গাছের শ্রেণী, সবুজ পাহাড়। শ্রীযুক্ত উই-য়ের একটি বাগানে আশ্চর্য্য এক সাত-ডেলে' না'রকল গাছ হ'য়েছে, পরে সেটি দেখিয়ে' আন্‌লেন।

আজকে আমরা পিনাঙ্‌ থেকে সুমাত্রা যাত্রা ক'র্‌বো। দুপুরে নাম্বিয়ারদের বাড়িতে মধ্যাহ্ন-ভোজন, বিকালে মিস্টার উইয়ের বাড়িতে চা-পান। সিন্ধী দোকানী রাসিয়ামল্‌-আস্‌সোমল্‌ কোম্পানি বাতাবিয়ায় তাঁদের ব্রাঞ্চ্‌কে তার ক'রে দিলেন, কবি আজ যবদ্বীপ যাত্রা ক'র্‌ছেন। আরিয়ম্‌ র'য়ে গেলেন, মালয়-দেশে বিশ্বভারতীর জন্য স্বীকৃত চাঁদা সংগ্রহ ক'রে, পরে শ্যামদেশে যাবেন, কবির শ্যামে অবস্থানের বিষয়ে সব স্থির ক'র্‌তে। বিকাল সাড়ে-চারটায় আমরা সুমাত্রা-গামী জাহাজে চ'ড়্‌লুম। Blue Funnel ব্লু-ফনেল লাইন, ইংরেজ কোম্পানি; তাদের ছোটো জাহাজ, নাম Kuala 'কুআলা'। সারা রাত ধ'রে পাড়ি দিয়ে, কাল সকালে ওপারে উত্তর সুমাত্রার বন্দর Belawan বেলাওয়ানে পৌঁছুবো। সেখানে কাল-ই জাহাজ ব'দ্‌লে আমরা ডচ্‌ জাহাজে চ'ড়্‌বো, সেই জাহাজ সিঙ্গাপুর হ'য়ে আমাদের যবদ্বীপে পৌঁছে' দেবে।

জাহাজে চ'ড়্‌লুম, আরিয়ম্‌-প্রমুখ বন্ধুরা বিদায় দিলেন। ইপোর গুণবন্ত ডসন্‌ এসেছিলেন, হাক্-লিম্‌, কৃষ্ণন্‌ আর অন্য স্থানীয় বন্ধুরা এসেছিলেন। বন্ধুরা চ'লে গেলেন। জাহাজ ছাড়্‌ল। এইবার আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্ব—মালাই পর্ব—চুকল, যবদ্বীপের পথে মালাই-দেশটা ঘোরা হ'ল। ব্রিটিশ অধিকার ছেড়ে, কাল ডচেদের এলাকায় সুমাত্রায় পৌঁছুবো। সুমাত্রার জগৎ যবদ্বীপের জগতের-ই অংশ; এইবার সত্যি-ই যবদ্বীপের দিকে চ'ল্‌লুম॥

॥খ॥ দ্বীপময় ভারত—সুমাত্রা বলিদ্বীপ যবদ্বীপ

॥ ১ ॥

সুমাত্রা

মঙ্গলবার, ১৬ই আগস্ট ১৯২৭

বিকালে পিনাঙ্ থেকে সুমাত্রার জন্য Kuala 'কুআলা' জাহাজে রওনা হওয়া গেল। কাল সকালে সুমাত্রার Belawan বেলাওয়ান্ বন্দরে পৌঁছুবো। সেখানে ওলন্দাজ জাহাজে ক'রে কাল বিকালেই যবদ্বীপ-যাত্রা। সুমাত্রায় মাত্র ঘণ্টা-কতকের জন্য আমাদের অবস্থান ঘ'টবে। "সুমাত্রায় দশ ঘণ্টা"—মার্কিন ভব-ঘুরে'র উপযুক্ত দেশ-দর্শন বটে!—সুমাত্রা-দ্বীপ আকারে আমাদের বাঙলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ।

'কুআলা' জাহাজখানি ছোট্ট। আমাদের পাড়িও ছোটো। পিনাঙ্ আর বেলাওয়ান্, সুমাত্রা প্রণালীর এপার-ওপার মাত্র, স্টীমারে ঘণ্টা ১৫।১৬-র পথ। জাহাজে অন্য যাত্রী বেশী নেই। প্রথম শ্রেণীতে আমরা চার জন, আর জন তিন চার ইউরোপীয়, আর দুটি ছেলে, একটি চীনে' একটি শিখ। চীনে' ছেলেটি এসে তার হস্তাক্ষর-সংগ্রহের বইয়ে কবির হস্তাক্ষর লিখিয়ে' নিয়ে গেল। এর আত্মীয়েরা সুমাত্রায় থাকে, পিনাঙ্-এ ইস্কুলে পড়াশুনো করে; ছুটি হ'য়েছে, বাপ-মায়ের কাছে যাচ্ছে। শিখ ছেলেটির জন্ম এই মালাই স্টেট্স্-এ, ভারতবর্ষে কখনও যায় নি, এ-ও পিনাঙ্-এ ইস্কুলে পড়ে, এর বাপ আছেন সুমাত্রার Brastagi ব্রাস্তাগী ব'লে একটি পাহাড়ে' শহরে, সেখানে বোধ হয় কোনও ঠিকাদারি কাজ নিয়ে গিয়েছেন, বাপের কাছে যাচ্ছে। ছেলেটির মাথায় লম্বা চুল, প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে লোহার কড়া—ভারতের শিখদের পরিচ্ছদের সব বৈশিষ্ট্য তার আছে। ভারতবর্ষে যাবার তার ইচ্ছে হয় খুব, কিন্তু বাপ-মা ভাই-বোন সকলেই এ দেশে আছে, কবে যে যাওয়া হবে ব'লতে পারে না। সে জুনিয়র-কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দেবে।

সেকেণ্ড-ক্লাস আর ডেক্-প্যাসেঞ্জরদের স্থানটাও ঘুরে এলুম। সেখানে বেশী যাত্রী নেই। জন-কতক চীনা, দু'-চারজন মালাই, আর কিছু ভারতীয়—হিন্দুস্থানী মুসলমান, গুজরাটী বোহ্‌রা। একটি তমিল ছোক্‌রা এসে নমস্কার ক'রলে। মুখখানা চেনা ব'লে বোধ হ'ল। পরিচয় দিলে, নাম হ'চ্ছে কী যেন

অয়্যর্; পিনাঙ্-এ ফোটোগ্রাফরের কাজ করে, ক'দিন আমাদের সঙ্গে পিনাঙ্-এ ঘুরেছে, কবির কতকগুলি ছবিও তুলেছে, আর এই ছবি আশাতীত ভাবে বিক্রীও ক'র্‌তে পেরেছে। আমাদের সঙ্গে চ'লেছে বেলাওয়ান্ আর মেদান্-এ, সঙ্গে তার তোলা ছবি নিয়ে যাচ্ছে, আশা করে, কবির শুভাগমনের ফলে তাঁর ছবিরও কিছু চাহিদা হবে। কালকেই আবার পিনাঙ্ ফিরবে। ডেকেই যাচ্ছে। ফরসা পাতলা চেহারার ছোক্‌রা, তমিল-ব্রাহ্মণ-সুলভ বুদ্ধি-মণ্ডিত মুখশ্রী। তার যাত্রার সাফল্য কামনা ক'র্‌লুম।

জাহাজের খালাসীরা মালাই-জাতীয়, চাকর-বাকর চীনা।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডেকের রেলিঙ্ ধ'রে, সাগরের প্রশান্ত সান্ধ্য মূর্তি একটু দেখা গেল। মনে-মনে নানা রকমের ভাবের উদয় হ'তে লাগ্‌ল। হাজার-বারোশো বছরের পূর্বে, এই সাগর দিয়ে ভারতবাসীদের চালিত কত জাহাজ—বাঙলা-দেশের কত 'বোহিত' আর 'নাওড়ী', গুজরাটের কত 'কাটিয়া' আর নৌরী', আর দক্ষিণ-ভারতের কত 'কপ্পল্, সংগাত, তোণী, কুল্ল' আর 'পডগু'—যাওয়া-আসা ক'রেছে। মালাই, ভারতীয়, চীনা, আরব, আর পরে পোর্তুগীস্, ডচ্, ইংরেজ—এ কয় জা'তের সম্মেলন-স্থান এই সমস্ত উপকূল। হাজার বছর পূর্বে এ-সমস্ত দেশ ভারতেরই এক অংশ ব'লে পরিগণিত হ'ত। এই সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজ্য এক সময়ে কত উচ্চ গৌরবেই না মণ্ডিত হ'য়েছিল! এখানকার শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা যবদ্বীপ, মালয়, দক্ষিণ-শ্যাম পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রেছিলেন; আর ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের এক অদ্বিতীয় কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল এই দেশ—আর বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চা ক'র্‌তে এখানে কেবল I-tsing ঈ-ৎসিঙ্-এর মতন বিদেশী চীনা বিদ্যার্থী বা ভিক্ষুরা-ই যে আস্‌তেন, তা নয়, এখানে খাস ভারতবর্ষ থেকেও ছেলেরা আস্‌ত শাস্ত্রাধ্যয়ন ক'র্‌তে; বাঙালীর গৌরব দীপঙ্কর অতীশ এই সুবর্ণদ্বীপেই এসে আচার্য্য চন্দ্রকীর্তির কাছে বহুবৎসর ধ'রে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা ক'রে দেশে ফিরে যান, তার পরে ইনি-ই আটান্ন বছর বয়সে ভোটদেশ বা তিব্বতে গিয়ে, খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ সালে, সেখানে বৌদ্ধ ধর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দেন—তিব্বতীরা এখনও তাঁর পূজা করে; শৈলেন্দ্র-বংশের রাজা বলপুত্রদেব বিহারের নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার আর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তার ব্যয়-নির্বাহের জন্য স্থানীয় কতকগুলি গ্রাম কিনিয়ে' যাতে তাদের আয় থেকে

সমস্ত ব্যবস্থা ভালো-ভাবে নিয়মিত-রূপে হয় সে বিষয়ে তিনি মগধ আর গৌড়-বঙ্গের পালবংশীয় রাজা দেবপালদেবকে অনুরোধ ক'রে পাঠান; মহারাজ দেবপালদেব সেই-মত কার্য্য করেন, আর পরে একখানি তাম্রশাসনে সব কথা লেখান; ভাগ্য-ক্রমে নালন্দায় মাটি খুঁড়্‌তে-খুঁড়্‌তে এই তাম্রশাসনখানি পাওয়া গিয়েছে,—এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৮৯০-এর দিকে; এই প্রাপ্তির ফলে, অপ্রত্যাশিত-ভাবে দ্বীপময় ভারত আর ভারতবর্ষের মধ্যে যোগ-সূত্র কী প্রকারের ছিল, সে বিষয়ে একটি বড়ো খবর আমরা জান্‌তে পার্‌ছি। সেই এক দিন ছিল, আর এই এক দিন। আমরা হংসাবতী, সুবর্ণভূমি আর শ্রীক্ষেত্র (দক্ষিণ বর্মা), দ্বারাবতী (দক্ষিণ-শ্যাম), কম্বোজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (আনাম আর কোচিন-চীন), নগর শ্রীধর্ম্মরাজ (ক্রা-সংযোগ), কটাহ-দেশ (উত্তর মালয়), সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), যবদ্বীপ, বলি-অঙ্ক (বলিদ্বীপ) প্রভৃতি দেশের কথা এখন ভুলে' গিয়েছি; আর সে-সব দেশের লোকেরাও—বিশেষতঃ সুমাত্রার আর মালয়ের লোকেরা—ভারতের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগের কথাও অনেকটা ভুলে' গিয়েছে। খালি যবদ্বীপে, আর শ্যামে আর কম্বোজে, তার স্মৃতি এখনও যা জাগরূক র'য়েছে;—আর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে, তাদের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, সেই ম্লান স্মৃতি আজকাল একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছে, এইটুকু যা আশার কথা।

বুধবার, ১৭ই আগস্ট ১৯২৭

সকাল সাতটায় জাহাজ বেলাওয়ানের জেটিতে গিয়ে ভিড়্‌ল। জাহাজ ভিড়্‌তে-ভিড়্‌তে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলুম। ডেকের উপরে এসে দেখি, জেটিতে বিস্তর লোকের সমাগম হ'য়েছে; সাদা পোষাকে ডচ্‌ কর্ম্মচারীদের পাশে বিস্তর তমিল চেট্টি, কতকগুলি সিন্ধী, আর শিখ। ডচ্‌ ভদ্রলোক জন কতক এসেছেন মেদান্‌ শহর থেকে। বেলাওয়ান্‌ বন্দরটি তেমন বড়ো নয়,—সমুদ্র থেকে মাইল কতক দূরে দেশের অভ্যন্তরে Medan মেদান্‌ বা Medan Deli মেদান্‌-দেলি শহর হ'চ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান নগর, সরকারী কেন্দ্র; বেলাওয়ান্‌ এই মেদান্‌ শহরেরই বন্দর মাত্র। ভারতবাসী যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই মেদান্‌ থেকে। জেটিতে দেখ্‌লুম, আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত A. A. Bake বাকে সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে' কবিকে প্রণাম ক'র্‌ছেন। শ্রীযুক্ত বাকে

হলাণ্ড-দেশীয়, প্রিয়-দর্শন দীর্ঘকায় যুবক, হলাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, সেখানে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ক'রতে আরম্ভ করেন, কিছুকাল ধ'রে শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক বাস ক'রছেন। বাকে-দম্পতীর সংগীত-বিদ্যায় খুবই অনুরাগ। শান্তিনিকেতনে বাকের প্রধান কাজ—সংস্কৃত আর বাঙলা ভাষার চর্চা, আর ভারতীয় সংগীত আলোচনা করা। ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাকে আর সাড়ী-পরা তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁদের চরিত্র-মাধুর্য্যের দ্বারা আর ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার দ্বারা সকলের প্রিয় হ'তে পেরেছিলেন। কবির যবদ্বীপ-যাত্রার কথা যখন স্থির হ'ল, তখন বাকে আর তাঁর পত্নী সঙ্গে থাকবেন এটাও ঠিক হয়। এঁরা নিজেরা ডচ্, যবদ্বীপে ঘোরবার সময় নানা বিষয়ে কবিকে এঁরা সাহায্য ক'রতে পারবেন, আবশ্যক হ'লে কবির দোভাষীর কাজও ক'রতে পারবেন; এঁরা ইংরেজি জানেন খুব চমৎকার; আর তা ছাড়া, কবির লেখার সঙ্গে এঁদের খুব পরিচয়ও আছে; এঁরা শান্তিনিকেতন আশ্রমের জীবনে অংশ-গ্রহণ ক'রেছেন, আর কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন; কবির ভাব আর উদ্দেশ্য, আর বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র ক'রে কবির নানাবিধ চেষ্টা, এ-সকলের প্রতি এঁরা আস্থাযুক্ত, এ-সকলের মর্মজ্ঞ; সুতরাং যবদ্বীপের ডচ্ ও ডচ্-ভাষী যবদ্বীপীয়দের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী অনুবাদ ক'রে বা ব্যাখ্যা ক'রে ব'লতে বাকে-দম্পতীর মতো এরূপ গুণী সহকর্মী দুর্লভ। বাকে-কে দেখে আমাদের বিশেষ আনন্দ হ'ল। বিদেশে পরিচিত লোক, যিনি সেখানকার সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও বেশী অভিজ্ঞ, তাঁকে পেলে, একটা মস্ত আশ্রয় পেলুম, এই রকম একটা আরামের ভাব মনে জাগে।

আমরা অবতরণ ক'রলুম। জেটিতেই কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে বাকে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দিলেন। স্থানীয় ডচ্ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা পরিচিত হ'লেন; মেদান্ থেকে আগত ডচ্ ভদ্রলোক ও মহিলা জন-কতক; স্থানীয় থিওসোফিস্টদের প্রতিনিধি; চেট্টিদের প্রতিনিধি; সিন্ধীদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লীলারাম; আর মালাই-দেশের ইপোঃ-নগরের ডাক্তার রজার্স্। কবিকে তিন-তিন বার মাল্যদান করা হ'ল। তারপরে, পাসপোর্ট দেখানো, আর চুঙ্গিতে মাল-পত্র দেখিয়ে' খালাস ক'রে নেওয়ার পালা; কবির সম্মানের জন্য এ ব্যাপারে কোনও রকম ঝঞ্ঝাট ক'রলে না। ডাক্তার রজার্স্ কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর অতিথি হিসাবে, মেদানে কে

হোটেলে তিনি অবস্থান ক'র্‌ছিলেন সেখানে। বাকে, ধীরেন বাবু, আমি—আমরা তিনজনে মিলে' আমাদের মাল-পত্র বাতাবিয়া-গামী জাহাজ Plancius প্লান্‌সিউস্‌-এ তুলে দিয়ে এলুম। সারা দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মেদানের চেট্টিরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদেরই মোটরে ক'রে ডাক্তার রজার্স্‌-এর হোটেলে তাঁরা আমাদের পৌঁছে দিয়ে' গেলেন। বেলাওয়ান্‌ থেকে মেদান্‌, মোটরে মিনিট কুড়ির পথ হবে। পরিষ্কার রাস্তা। পথে শ্রীযুক্ত বাকে যবদ্বীপে কবির ভ্রমণের কী রকম ব্যবস্থা হ'য়েছে সে সম্বন্ধে ব'ল্‌লেন। কবির আগমন-সংবাদে ডচ্‌ ও যবদ্বীপীয় তাবৎ শিক্ষিত লোক অত্যন্ত খুশী হ'য়েছেন, তাঁর সংবর্ধনার জন্য নানা সম্প্রদায় থেকে আয়োজন চ'ল্‌ছে। কবিকে সম্মান দেখাবার জন্য ডচ্‌ জাহাজ কোম্পানি Koninklijke Paketvaart Matschappij (বা 'রাজকীয় বাষ্প-পোত পরিচালক সমিতি') তাঁকে স্বাগত ক'র্‌ছেন, আর ঐ অঞ্চলে যেখানে-যেখানে তাঁদের জাহাজে ক'রে তিনি যাবেন, তাঁকে তাঁরা বিনা-ব্যয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁর কাছ থেকে কোনও ভাড়া নেবেন না, আর তাঁর সঙ্গীদের জন্য অর্ধেক ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রেছেন। এই জাহাজ-কোম্পানি ডচ্‌ সরকারের পৃষ্ঠপোষিত—ডচ্‌ সরকার বোধ হয় এর আংশিক মালিক। আমরা যে সময়ে বাতাবিয়ায় পৌঁছোবো, তার অল্প কয় দিন পরেই বলিদ্বীপে কতকগুলি ঘটার ব্যাপার আছে—স্থানীয় রাজাদের অন্ত্যেষ্টি আর শ্রাদ্ধ—ঠিক সময়েই আমরা এসেছি, বাতাবিয়ায় দু-চার দিন থেকেই এই সব জিনিস দেখ্‌বার জন্য আমাদের বলিদ্বীপে ছুট্‌তে হবে। বলিদ্বীপ ঘুরে', পরে আবার যবদ্বীপে আস্‌তে হবে, তখন যবদ্বীপ ভালো' ক'রে দেখা হবে। কোন্‌ কোন্‌ শহরে যেতে হবে, কোথায় কোন্‌ দিন কী কী অনুষ্ঠান হবে, মোটামুটি তার একটি তালিকা তৈরী হ'য়ে গিয়েছে।

মেদানের Hotel Deboer হোটেল দেবুর্‌-এ উপস্থিত হ'লুম। তখন বেলা দশটা হ'য়ে গিয়েছে। ডাক্তার রজার্স্‌ কবির দিন-যাপনের জন্য আর আমাদের জন্য কামরা নিয়ে' রেখেছিলেন, সেইখানে বিশ্রাম করা গেল। ঐশ্বর্য্যশালী লোকেদের জন্য এই হোটেল। বাকে আর আমি ডচ্‌ জাহাজ-কোম্পানির আপিসে গিয়ে আমাদের সকলকার টিকিট করিয়ে' নিয়ে এলুম। একটু পরেই কবি-দর্শনার্থী নানা লোকের সমাগম হ'তে লাগ্‌ল। স্থানীয় চীনা খবর-কাগজের পরিচালকেরা সদলে এলেন, কবির সম্বন্ধে লিখেছেন

দেখালেন, কবিকে নিয়ে' গ্রুপ ছবি তুল্‌লেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল; বেশ বুদ্ধিমান্ এই চীনা যুবক কয়টি, মালয়-দেশের চীনারা যেমন।

মেদানে যে কয়-ঘণ্টা ছিলুম, তার-ই মধ্যে বার দুই হোটেল থেকে বেরিয়ে' শহরটা ঘুরে এলুম, খানিক হেঁটে, খানিক গাড়ি ক'রে। এক-ঘোড়ার দু-চাকার গাড়ি, ঠিক পশ্চিমে' তাঙ্গার ভাব; বর্মী টাট্টুর মতন ছোট্টো ঘোড়া; গাড়োয়ান আর সওয়ারী পিঠাপিঠি বসে; মালাই ভাষায় এই গাড়ির নাম Sado 'সাদো', কথাটি ফরাসী dos-à-dos ('দোসাদো') অর্থাৎ 'পিঠাপিঠি' শব্দের অপভ্রংশ। গাড়িগুলি পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে', ধোপ-দস্ত চাদরে গদী মোড়া, ঘোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চালকের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার আর প্রচুর। মেদান্ শহরটি ছোটো, নোতুন পত্তন হ'য়েছে। বেশীর ভাগ বাড়ি একতলার, টালিতে ছাওয়া ঘর, প্রশস্ত হাতার মধ্যে। স্থানীয় এক মালাই সুলতানের বাড়ি ছাড়া দ্রষ্টব্য আর কিছু-ই নেই। তবে বাড়ন্ত শহর। দেশটা ডচ্‌দের হাতে এসে নোতুন ক'রে যেন উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে, লোকসংখ্যা বাড়ছে, আবাদ বেশী ক'রে হ'চ্ছে, স্থানীয় লোকেদের অবস্থাও বেশ ভালো ব'লেই মনে হ'ল; সুতরাং নগরের শ্রীও যে প্রবর্ধমান হবে, তার আর আশ্চর্য্য কী। মেদান্ থেকে আরও ভিতরে পাহাড়ের উপর Brastagi ব্রাস্তাগী ব'লে একটি স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সুমাত্রার অন্য অংশ, যবদ্বীপ, ব্রিটিশ মালয়, এমন কি সুদূর শ্যাম দেশ থেকে লোকে সেখানে হাওয়া বদলাতে আসে; ব্রাস্তাগীর পথেই মেদান্ পড়ে। এখানে ধনী ডচ্ আর অন্য ভ্রমণকারীর দলের খুব আমদানি হয়; তাই শৌখিন জিনিসের দোকানও খুব—সিন্ধী রেশম আর মণিহারী জিনিসওয়ালাদের কতকগুলি দোকান বেশ চ'ল্‌ছে। রাস্তায় ভারতীয় লোক দেখ্‌লুম সংখ্যায় মন্দ নয়, তবে ব্রিটিশ মালয়ের মতন অত বেশী নয়। চীনাদের সংখ্যাও কম ব'লে মনে হ'ল। মালাই আর যবদ্বীপীয় লোক-ই খুব বেশী। রঙীন সারঙ্ প'রে অতি সুশ্রী মালাই বা সুমাত্রার মেয়েরা দল বেঁধে চ'লেছে; বাজারে তরি-তরকারি বিক্রী ক'র্‌ছে মালাইরা-ই; কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দোকান ভারতীয়দের; আর হাতের কাজে যেখানেই হুনরের দরকার সেখানে চীনাদের একাধিপত্য। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই শহরটা ঘুরে আসা যায়। শহরের ডাক-ঘরে গেলুম, দেশের জন্য চিঠি ছাড়্‌তে, কবির হ'য়ে তার ক'র্‌তে। তমিলদের ভীড়; কেরানীরা

চীনা, কিংবা যবদ্বীপীয়। এক দীর্ঘকায় শিখ ডাক-ঘরে পাহারালার কাজ ক'র্ছে; আরও গুটি কতক শিখ এসেছে। ডচ্ সরকারও যে শিখ পাহারালা রাখে, তা দেখে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'লুম। লোকটির সঙ্গে আলাপ ক'র্লুম। সে রবীন্দ্রনাথের আগমনের কথা কাগজে প'ড়েছে, সসম্ভ্রমে তাঁর বিষয় উল্লেখ ক'র্লে—ব'ল্লে, 'হমারে সিক্খ্ গুরুলোগ জৈসে থে, আপ ভী বৈসে হৈঁ।' এ অঞ্চলে—উত্তর-পূর্ব সুমাত্রায়—বিস্তর শিখ আছে, এরা দরোয়ানের কাজ করে, গোয়ালার ব্যবসা চালায়—নিজেরা গোরু রাখে। পাঠানও কিছু-কিছু আছে। পূরবিয়া হিন্দুস্থানীও আছে। মোটের উপর, ডচ্ সরকারের ব্যবহারে এরা সকলেই সন্তুষ্ট।

শহরের একপাশে হাওড়ার ময়দানের মতন একটা মস্ত মাঠ। তার-ই লাগোয়া ব্যবসায়-কেন্দ্র—ইউরোপীয়দের আপিস, আর বিশেষ ক'রে তাদের জন্য যত দোকান-পাট। তার পরে দেশী পাড়া। তমিলদের জন্য আলাদা একটা পাড়া আছে। অন্য প্রদেশের ভারতীয়দের জন্যও বোধ হয় সেইরূপ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে' গিয়েছে।

শহরে ঘুরে'-ঘুরে' কিছু ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড কিন্লুম। সুমাত্রার পাহাড়ে' অঞ্চলের অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির ঘর-বাড়ি আর জীবন-যাত্রার ছবি। রাস্তার দোকানের সাইন-বোর্ডগুলি একটু অদ্ভুত লাগ্ল—তাদের ভাষার দরুন। ইংরিজির রেওয়াজ নেই ব'ল্লেই হয়। ডচ্ আছে—কিন্তু মালাই ভাষারই চলন বেশী। তা আবার মালাই দেশের মতন আরবী অক্ষরে লেখা নয়, আমাদের সহজবোধ্য রোমানে; আর এই রোমান মালাই, ডচ্ উচ্চারণ অনুসারী বানানে লেখে, ইংরিজি বানানে নয়। সরকারী ইস্তাহারও বেশীর ভাগ এই রোমান-মালাইয়ে। দ্বীপময় ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা এই মালাই-ই দাঁড়িয়ে' গিয়েছে, আর তা ডচ্দেরই চেষ্টায়। এই ভাষা সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে, তাদের মধ্যে ঐক্য-বোধ এনে দিচ্ছে। একটু অভ্যাস হ'য়ে গেলেই, ডচ্ বানানের oe-কে 'উ' (যেমন ইংরেজির shoe-র উচ্চারণে), j-কে 'য়', tj-কে 'চ', dj-কে 'জ', ngg-কে 'ঙ্গ' আর খালি ng-কে 'ঙ', nj-কে 'ঞ', আর sj-কে 'শ' পড়ায় আর কোন বাধো-বাধো ঠেকে না। দেওয়ালে মারা কাগজের বিজ্ঞাপনেও এই রোমান-মালাই। Soesoe tjap prahoe 'সুসু চাপ্ প্রাহু'

—নৌকা-ছাপ (বা মার্কা) দুধ—ভাইকিং(Viking)-দের জাহাজের রঙীন ছবি নিয়ে' এক সুইস্ কোম্পানির টিনের দুধের বিজ্ঞাপন ; সিন্ধীদের দোকানের উপরে সাইন-বোর্ডে প্রায়ই লেখা Toko Bombay অর্থাৎ 'বোম্বাইয়ের দোকান' ; সেকরার দোকানে, Toekang Emas 'তুকাঙ্ এমাস্' বা 'সোনার কারিগর' ; দাঁত-বাঁধাইয়ের দোকানের উপর, Toekang Gigi 'তুকাঙ্ গিগি' 'দাঁতের কারিগর' (দাঁতের পরিচর্য্যা দেখ্ছি এ দেশে খুব-ই দরকার হয়)। ক'ল্কাতায় বাঙালীর দোকানের নাম-ফলকের কথা মনে প'ড়্ল—সাইন-বোর্ডে ইংরিজি বা (আরও কিম্ভুত !) বাঙলা অক্ষরে লেখা 'গোল্ড-স্মিথ্স্ এণ্ড জুয়েলার্স্' আর 'ডেন্টিস্ট্স্'—আমরা সহজে 'সেকরা বা স্বর্ণকার বা মণিকারের দোকান' বা 'দাঁত-বাঁধাইয়ের দোকান' লিখ্বো না ; মাতৃভাষার অক্ষর ব্যবহার ক'র্বো, কিন্তু তার শব্দ ব্যবহারে যেন লজ্জা হয়। এ সেই বাঙলা থিয়েটারের ইংরিজি নামকরণের মতো ব্যাপার। মালাই ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটা আপিসের উপরে বড়ো-বড়ো রোমান অক্ষরে মালাই ভাষায় লেখা—Banka Boemipoetra 'বাঙ্কা বুমিপুত্র' (অর্থাৎ 'ভূমিপুত্র')—তলায় ডচ্ ভাষায় লেখা, Inlandersbank বা 'দেশীলোকদের ব্যাঙ্ক' ; ডচে Inlander মানে দেশী, Uitlander (ইংরেজি Outlander) মানে বিদেশী ; ইন্দোনেসিয়ার মালাই ভাষায়, 'দেশীয়' অর্থে 'ভূমি-পুত্র'—এই সংস্কৃত সমস্ত পদটি ব্যবহার করা হয়। কথাটি বেশ লাগ্ল—আদি-যুগ থেকে যে জা'তের মানুষ দেশে বাস ক'র্ছে, তাদেরকে জানাবার জন্য, Aborigines বা 'আদিম অধিবাসী' অর্থে এই 'ভূমি-পুত্র' শব্দটি বাঙ্লাতেও প্রযুক্ত হ'তে পারে—ভাষার শব্দের উচ্চারণ-মাত্রেই যাঁরা শব্দের মধ্যে ভাবের দ্যোতনা দেখ্তে চান, তাঁরা এই যোগরূঢ় শব্দটি নিশ্চয়ই পছন্দ ক'র্বেন।

তমিল-পাড়া দিয়ে ঘুর্তে-ঘুর্তে জন-কতক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরা খাতির ক'রে তাঁদের একজনের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানা ঘরটিতে বাঙালীর বাড়ির বৈঠকখানার মতন একদিকে তক্তাপোষের উপর মাদুর-পাতা আর বিছানা, আর একদিকে কতকগুলি চেয়ার। দেওয়ালে প্রচুর ফ্রেমে-বাঁধা ছবি— ঠাকুর-দেবতার ছবি-ই বেশী—মাদ্রাজী পট, রবি বর্মার আঁকা বোম্বাইয়ে' ছবি, দুই-এক খানা ক'ল্কাতার সেকেলে' লিথোগ্রাফ-ছাপা দেবতার ছবিও আছে ; আর আছে গৃহস্থের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন আর

পৃষ্ঠপোষক সাহেব-সুবার ফোটোগ্রাফ। বাড়ির মালিক এলেন, এক ধনী চেট্টি মহাজন; ইংরিজি বা ডচ্ জানেন না। সকালে এঁকে আমরা বেলাওয়ানে দেখেছিলুম। পরে আবার এঁকে দেখি—স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে যখন হোটেলে কবির ছবি তোলা হয়, তখন ইনিও ছিলেন; আবার বেলাওয়ানে স্টীমার পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যুদ্গমন ক'র্তেও এসেছিলেন। এঁরই চেষ্টায় তমিল্দের একটি মিলন-কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি, কতকগুলি দাঁত সোনা দিয়ে' বাঁধানো, মাথাটি উড়ে'-কামানো, প্রসন্ন উজ্জ্বল চাহনি, শ্রীমানের মতো চেহারা, দু' কানে দু'টি হীরের ফুল; নিজের বাড়িতে খালি-গায়েই ছিলেন, কিন্তু পরে ছবি তোলাবার সময়ে দেখি, ইনি পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে এসেছেন, সাদা ফুল-তোলা জাপানী রেশমের লম্বা একটি কোট গায়ে, তার গোটা আষ্টেক সোনার বোতাম আস্ত-আস্ত গিনি দিয়ে তৈরী, হাতে অনেকগুলি হীরা চুনি মরকত আর নীলার আঙটি, মাথায় জরীর-পাড় পাগড়ি, গলায় জরী-পাড সাদা চাদর, লুঙ্গির ধরনে পরা ধুতি, খালি পা। এঁরা খুব-ই শিষ্টাচার ক'র্লেন, কবির আগমনে তাঁরা যে ধন্য সে কথা জানালেন, তবে দুঃখ এই রইল যে, কবি দুই-এক দিন থেকে যেতে বা তাঁদের কিছু উপদেশ দিয়ে যেতে পার্লেন না।

মেদান্ শহরের ময়দানে দেখি, একজন ভারতীয়—হিন্দুস্থানী মুসলমান—একটি ঠেলা-গাড়িতে জলের হাঁড়ি, বরফ, রঙীন কাঁচের গেলাস নিয়ে শরবৎ বিক্রী ক'র্ছে। লোকটির সঙ্গে আলাপ ক'র্লুম। তার বাড়ি আজমগড় জেলায়; শরবৎ বিক্রী করে, এ রকম দেশোয়ালী লোক, ভোজপুরী মুসলমান, এ তল্লাটে দু'-দশ জন আছে। তা ছাড়া পাউরুটির ব্যবসাও করে, এমন তার দেশোয়ালী ভাইও আছে। এই রুটি-বিস্কুটের কাজে আবার বাঙালী মুসলমানও দু-চার জন আছে। এরা ঘরে তুন্দুরের রুটি-বিস্কুট বানিয়ে' সাহেব-সুবার বাড়ি বাড়ি দেয়, আবার ঝুড়িতে ক'রে মাথায় চড়িয়ে' মালাই আর অন্য জা'তের লোকেদেরও বাড়ি বাড়ি বিক্রী করে। ভোজপুরে' হিন্দুও আছে, তারা মটর-ভাজা ফেরি ক'রে বেড়ায়। এক রকম ক'রে দিন গুজরানো হয়—আর, 'কেয়া করেগা সাব, তকদীরমেঁ এইসা লিখা হৈ, রোটীকে বাস্তে পরদেসমেঁ ঘুমনা পড়তা'। 'এক সাল দো সাল বাদ ঘর লৌট্তা, দো পাঁচ মাহিনাকে লিয়ে।' হিন্দুস্থান থেকে মেদানে একজন 'বড়া ভারী আলেম

আদমী' এসেছেন, একদিনের জন্য, সে কথা সে শুনেছে ; তবে সে গরীব লোক, 'অন্‌পঢ়', সে জানে না কী ব্যাপার হ'চ্ছে। 'বংগালী বাবু' কেউ এ দেশে কখনও এসেছে, এমন কথা সে শোনে নি। বিদায়-কালে ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের খুব সেলাম ক'রলে।

হোটেল-দেবুর্-এর ব্যবস্থা খুব উঁচুদরের, ধনী লোকেদেরই উপযুক্ত। দেশের জল-বায়ুর উপযোগী ক'রে হোটেল তৈরী হ'য়েছে। মস্ত মস্ত ঘর, প্রায় প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া একটু ক'রে বারান্দা আছে। দুপুরে বিশ্রাম করা গেল, আর ডাক্তার রজার্স্-এর সঙ্গে আলাপ করা গেল। এই ভদ্রলোকটির কথা আগে ব'লেছি, ইপো-র প্রসঙ্গে। ইনি সিংহল থেকে আগত তমিল খ্রীষ্টান, আর ইপো-র একজন প্রসিদ্ধ ধনী। আমরা ইপোঃ-তে যে Beatrice বিয়াট্রিস্ টিনের খনি দেখ্‌তে যাই, ইনি সেই খনির মালিক। লম্বা পাতলা একহারা চেহারার মানুষটি, উজ্জ্বল চোখ, শিষ্টাচার-সম্মত চলা-ফেরা, কথাবার্তা, ব্যবহার। শরীর ভালো নয়, হাওয়া বদ্‌লাতে সুমাত্রায় ব্রাস্তাগী পাহাড়ে এসেছিলেন, এইবার ইপোঃ-তেই ফির্‌বেন, রবীন্দ্রনাথ আস্‌ছেন জেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য মেদানে র'য়ে গিয়েছেন। বস্‌বার ঘরের টেবিলে কতকগুলি ইংরিজি পত্র-পত্রিকা ছিল, আর ছিল ফোটোগ্রাফের আল্‌বম্, আর ছবিওয়ালা দুই-একখানি বই। আল্‌বম্‌টি হাতে নিতেই তিনি আমাদের দেখ্‌তে ব'ল্‌লেন। তা'তে দেখ্‌লুম তাঁর মেয়ের ছবি, বিলিতি কোর্ট-ড্রেস্ বা মেয়েদের দরবারী পোষাক-পরা, বিভিন্ন রূপে অবস্থানের কতকগুলি ছবি, লণ্ডনের এক উচ্চশ্রেণীর ফোটো-গ্রাফরের তোলা। সুশ্রী শ্যামবর্ণা তন্বী একটি ভারতীয় তরুণী ; পাতলা কাপড়ের বিলিতি পোষাকটা শ্যামবর্ণ চেহারার সঙ্গে কেমন বে-মানান লাগ্‌ছিল। ডাক্তার রজার্স্ একটু পিতার গৌরবে, আর উচ্চ-সম্মান-বোধ-মিশ্র সম্ভ্রমের সঙ্গে, আমাদের জানালেন যে তাঁর এই মেয়েটি বিলেতে presented হ'য়েছিলেন, অর্থাৎ রাজ-সকাশে পরিচিত হ'য়েছিলেন—যেমন ইংলাণ্ডের অভিজাত ঘরের মেয়েরা হ'য়ে থাকেন। এইরূপ debutante হওয়া, অর্থাৎ ইংরেজ অভিজাত সমাজে এইরূপে প্রথম পরিচিত হওয়া, ভারতীয় বা অশ্বেতকায় জাতির মেয়েদের প্রায় ঘটে না, এইজন্য ডাক্তার রজার্স্-এর এই গৌরব-বোধ। ইনি আমাদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, যখন তাঁর টিনের খনি আমরা দেখ্‌তে যাই, তখন আমাদের

ভালো ক'রে খাতির-টাতির ক'রেছিল কিনা, আর আমাদের কী পানীয় দিয়েছিল। আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে' ব'ল্‌লুম যে আমরা সকলের ভদ্র ব্যবহারে খুব-ই আপ্যায়িত হ'য়েছিলুম, আর খনির কাজ যা দেখেছিলুম তা অপূর্ব, তার কথা আমাদের চিরকাল মনে থাক্‌বে—এত বড়ো একটা খনির মালিক তিনি, এর কাজ যে বেশ ভালোই চ'ল্‌ছে, নিশ্চয়ই এটা একটা আনন্দের কথা। এতে তিনি ব'ল্‌লেন, "হুঁ, তা কাজ মন্দ চ'ল্‌ছে না—কিন্তু খনিতে আপনাদের শ্যাম্পেন মদ পান ক'র্‌তে দিয়েছিল কি? আমার বন্দোবস্ত আছে, আপনাদের মতন অতিথি এলে ঢালাও শ্যাম্পেন খাইয়ে' খাতির ক'র্‌বে!" আমরা ব'ল্‌লুম, চীনা ইঞ্জিনীয়ার আর কর্ম্মচারীরা আমাদের শ্যাম্পেন দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা লেমনেড্-ই যথেষ্ট মনে ক'রেছিলুম। আমরা শ্যাম্পেন্ খেলেই তিনি খুশী হ'তেন, কারণ তিনি আমাদের ব'ল্‌লেন যে তাঁর খনির মর্য্যাদার জন্যে তিনি সব-চেয়ে-সেরা শ্যাম্পেনের প্রচুর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। —ডাক্তার রজার্স্ একখানি ছোটো সচিত্র পুস্তিকা আমাদের দেখ্‌তে দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা ইংলাণ্ডে বছরে একবার ক'রে খেল্‌তে যায়, ইংলাণ্ডের সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াডদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। এই খেলা আর এতে হার-জিত ইংলাণ্ডের খেলার জগতে একটি বড়ো ঘটনা, এ নিয়ে' দুটো দেশে সপ্তাহ-কয়েক ধ'রে খুব হৈ-চৈ চলে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়, তারা যাচ্ছে ইংলাণ্ডে, বা ফির্‌ছে ইংলাণ্ড থেকে, ইংলাণ্ডে গিয়ে খেল্‌ছে, আর কখনও-কখনও ইংলাণ্ডের সেরা খেলোয়াড়দের খেলাতে হারাচ্ছেও;—কাজেই সিঙ্গাপুর হ'য়ে যখন এরা যায় আসে, সেখানকার ইংরেজ, আধা-ইংরেজ, আর মালাই আর ভারতীয় মহলে একটা সম্ভ্রম-মিশ্র সাড়া প'ড়ে যায়—অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের অনেক সময়ে রাজোচিত আপ্যায়ন চলে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের উপযুক্ত সংবধনা করবার এই রকম সুযোগ আর সম্মান ডাক্তার রজার্স্ একবার পেয়েছিলেন, আর তাতেই তিনি কৃতার্থম্মন্য। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তিনি মালাই দেশের ভালো ভালো খেলোয়াড় বেছে নিয়ে একটি দল গঠন করেন, 'ডাক্তার রজার্স্-এর দল' Dr. Roger's XI; অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা সিঙ্গাপুর থেকে এসে এদের সঙ্গে খেলে, আর ডাক্তার রজার্স্-এর আতিথ্য স্বীকার করে, ডিনারে আপ্যায়িত হয়। এই ঘটনার স্মারক এই চিত্রময়

পুস্তিকাখানি। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের ছবি, ডাক্তার রজার্স্-এর আর তাঁর দলের লোকেদের ছবি, খেলার ছবি, কে কে বড়ো লোক এসে দর্শন দিয়েছিলেন তাঁদের কথা, আর ডিনারে কী কী পদ ছিল, তার তালিকা—menu card ; একটু চাপা কিন্তু বিপুল আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ডাক্তার রজার্স্ আমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর এই সার্থক অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধে খুঁটি-নাটি আমাদের শোনাতে লাগ্‌লেন। আমিও যথোচিত অভিভূত হ'য়ে গিয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। ব'ল্‌লুম—এত বড়ো একটা function বা অনুষ্ঠান হ'য়ে গেল, আপনার খরচ হ'য়েছিল খুব, নিশ্চয়ই। তিনি ব'ল্‌লেন, তা তো হবেই—প্রায় হাজার ডলার লেগেছিল।—ডাক্তার রজার্স্ বিশ্বভারতীর জন্যও কিছু দান ক'রেছিলেন; তবে ঠিক মনে প'ড়্‌ছে না, কত। ডাক্তার রজার্স্-এর মতন অমায়িক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ আনন্দ লাভ ক'র্‌লুম।

দুপুরের সেবা কর্‌বার জন্য ডাক্তার রজার্স্ হোটেলের ভোজন-শালায় আমাদের নিয়ে গেলেন। একটি আলাদা কামরা আমাদের জন্য ঠিক ছিল। ডচ্ হোটেলে খাওয়া। দ্বীপময় ভারতের বিখ্যাত Rijsttavel 'রাইস্ট্-টাফ্‌ল্' (Rice-table) বা 'ভাতের হাজরী' নামক আহার-পর্বের সঙ্গে পরিচয় ঘ'ট্‌ল। এই ব্যাপারটি আর কিছু নয়—যবদ্বীপের রীতিতে প্রস্তুত 'পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ভাত', ইউরোপীয় রীতিতে পরিবেশন করা। ডচেরা, যবদ্বীপের সংস্কৃতির কতকগুলি জিনিস গ্রহণ করে; প্রাচীন যবদ্বীপীয় পদ্ধতিতে ভাত-তরকারি খাওয়াটাও গ্রহণ করে। অনেক যবদ্বীপীয় ব্যেন্নন ডচেদের ভালো লাগায়, তারা তা বর্জন ক'র্‌তে পারে নি। বেশী ঝাল মশলা যে-সব জিনিসে দেওয়া হ'ত, সেগুলিকে একটু সংশোধন ক'রে নিজেদের রুচির অনুরূপ ক'রে নিয়েছে, আর নিজেদেরও দু'-চারটি জিনিস জুড়েছে। এই যবদ্বীপীয় ভোজনের ডচ্ সংস্করণে, মোটের উপর যবদ্বীপীয় ভাবটাই বিদ্যমান আছে। সোপকরণ 'রাইস্ট্-টাফ্‌ল্'-এর মারফৎ যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ—তার পাক-প্রণালীর সঙ্গে চাক্ষুষ ও রাসনিক পরিচয় হ'ল। একটি বড়ো পিরিচ দিলে, সেটি সাম্‌নে রইল; একজন পরিবেশক ভাত নিয়ে এল, তার কাছ থেকে ভাত নিয়ে সেই পিরিচে রাখা গেল। তার পরে দেখি, সার বেঁধে পরিবেশকের দল, প্রায় জন বারো পনেরো হবে। সকলেরই মাথায় যবদ্বীপীয় কায়দায় রঙীন আর চিত্রিত রুমালের পাগড়ি, গায়ে সাদা জীনের

গলা-আঁটা কোর্ট, পরনে সাদা ইজার, আর জামার নীচে ইজারের উপরে আজানুলম্বিত রঙীন সারঙ্, চওড়া কোমর-বন্ধের মতন বা কটি-বস্ত্রের মতন জড়ানো। প্রত্যেকের হাতে থালায় বা অন্য পাত্রে এক এক রকমের তরকারি। বাঁ পাশে টেবিলের উপরে আর একখানি বড়ো পিরিচ থাকে, তাতেই এই সব তরকারি একটু একটু ক'রে নিয়ে রাখ্‌তে হয়, আর ঝোল-জাতীয় জিনিস ভাতের পাত্রেই নিতে হয়। যবদ্বীপের প্রধান খাদ্য হ'চ্ছে ভাত আর মাছ; রাইস্ট্-টাফ্‌ল্-এর তরকারির মধ্যে মাছের পাট-ই বেশী, তবে মাংসও নানা রকম আছে। এ সব তরকারির সোয়াদ ঠিক আমাদের দেশের তরকারির মতন নয়, একটু আলাদা; না উত্তর-ভারতের মুসলমানি কোর্মা-কালিয়া-কোফ্‌তার বা হিন্দু দাল-ভাজি-সাগ প্রভৃতির মতন, না আমাদের বাঙ্‌লার শুক্ত-ঘণ্ট-ডালনা বা মাছের-ঝাল-ঝোল ইত্যাদির মতন; তবে এই রান্নার গোষ্ঠীটা শেষোক্ত পর্য্যায়েরই,—যদিও তার ব্যঞ্জনগুলির তার একটু অন্য ধরনের; তবে একেবারেই চীনা রান্নার মতন নয়—সে এক পান্‌সে ব্যাপার, মরিচ আর মশলার সম্পর্ক নেই তাতে। বড়ো মাছ কেটে সিদ্ধ ক'রে তাকে চ'টকে নিয়ে একটা তরকারি করে; মাছের পাঁপর এক রকম হয়—ভাজা অবস্থায় দেখ্‌তে ঠিক আমাদের দালের পাঁপরের মতো,—এটি এ দেশের একটি অতি প্রিয় খাদ্য; ভাজাভুজির মধ্যে সুপক্ক কলা ভাজার রেওয়াজ আছে; নানা রকম তরকারি আর মাংস দিয়ে ঝোলের মতনও একটা জিনিস করে; চুনো-জাতীয় মাছ, কাঁচা অবস্থায় টকে জারিয়ে' এক রকম চাট্‌নি করে; এ ছাড়া ডিমের ব্যাপারও আছে। প্রায় ১৮ কি ২০ রকম ব্যঞ্জন নিয়ে এই আহার-পর্ব—ব্যঞ্জন কখনো-কখনো সংখ্যায় আরও বেশী হয়।—বিস্তর ডচ্ ঔপনিবেশিক এই ভোজের মোহে প'ড়ে গিয়েছে, তারা দুপুরে রাইস্ট্-টাফ্‌ল্-ই খায়, ইউরোপীয় খাদ্য খায় না। তবে ইউরোপীয় জঠরের (তায় আবার ডচ্ ইউরোপীয়!) মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ভারী-গোছ খাবার হিসাবে, এই সঙ্গে মাংসের রোস্ট একটি বেশী পদ ধরা যাকে— এত রকম তরকারি আর ভাতে যাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, তাঁরা অগত্যা এইতেই শেষটা পুরিয়ে' নেন।

গুরুতর আহার, তাই পরে একটু বিশ্রাম চাই ই। ডচেরা যবদ্বীপ-অঞ্চলে এই বিশ্রামের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। দুপুরের আহারের পরে নিদ্রার আবশ্যকতা ডচেরা স্বীকার ক'রে নিয়েছে, তাই আপিস আদালত দোকান

সমস্ত-ই এগারোটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। আমরা কিন্তু একটি দিনের জন্য সুমাত্রায় নেমেছি; তাই, খেয়েই আমরা আবার বা'র হ'লুম, খানিক শহর দেখ্‌বার জন্য।

বেলা আড়াইটে-তিনটে আন্দাজ স্থানীয় প্রধান-প্রধান ভারতীয়েরা এলেন, আর এলেন জন কতক ডচ্‌ ভদ্রলোক, কবিকে দর্শন ক'র্‌তে। অল্প দু'-চার কথা সকলের সঙ্গে হ'ল। ঐ দেশের অধিবাসী বা ডচ্‌ সরকারের প্রজা যারা নয়, সম্প্রদায় ধ'রে ডচ্‌ সরকার তাদের এক একজন মাতবর ঠিক ক'রে দেন। তাদের যা অভাব-অভিযোগ, এই মাতবর বা মোড়ল প্রমুখাৎ তারা সরকারকে জানায়; আর তাদের সম্বন্ধে কিছু বিধি-নিষেধ ঠিক ক'র্‌তে হ'লে, মোড়লের মত নেওয়া হয়, মোড়ল নিজের দলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের মতামত সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নেন। এই নিয়মে এ-সব দেশে কাজ চ'ল্‌ছে বেশ—এই মোড়লদের কতকগুলি সম্মান-সূচক অধিকার আছে। স্থানীয় মালাই ভাষায় এই মোড়লদের Kapten 'কাপ্তেন' বলে (ইংরেজি captain); চীনাদের মোড়ল হ'চ্ছেন Kapten Tjina কাপ্তেন চীনা, তমিলদের হ'চ্ছেন Kapten Keling কাপ্তেন ক্লিঙ্‌ অর্থাৎ 'কলিঙ্গদের প্রধান', আর শিখ হিন্দুস্থানী আর সিন্ধীদের মোড়ল হ'চ্ছেন Kapten Banggali 'কাপ্তেন বাঙ্গালী' অর্থাৎ 'বাঙালীদের কাপ্তেন'। (মালাই দেশে আর দ্বীপময়-ভারতে যে-সব ভারতবাসী আসে, দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণ-ভারতীয় আর আর্য্য-ভাষী উত্তর-ভারতীয় হিসাবে তাদের দু'টি ভাগে ফেলা হয়—দক্ষিণীদের অর্থাৎ তমিল-তেলুগুদের বলে Keling বা Kling 'ক্লিঙ্‌' অর্থাৎ কলিঙ্গ দেশীয়, আর উত্তর-ভারতীয়দের বলে Banggali 'বাঙ্গালী'—বাঙলাদেশের প্রধান বন্দর ক'ল্‌কাতার জাহাজেই এরা বেশী ক'রে আসে ব'লে। তাই এ-সব দেশে, 'হিন্দুস্থানী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান' ব'ল্‌লে কেউ বুঝ্‌বে না, এদের সাধারণ নাম হ'য়ে গিয়েছে 'বাঙ্গালী'; মালাই-দেশের বাঙালী ডাক্তারের মুখে শুনেছি, সরকারী হাসপাতালে পাঠান রোগীরও জাতি লেখা হয় 'বাঙ্গালী' ব'লে)। মেদানে ভারতীয়দের সভায় 'কাপ্তেন ক্লিঙ্‌' কাউকে দেখ্‌লুম না, 'কাপ্তেন বাঙ্গালী' ব'লে হরনাম সিং নামে একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। আমাদের কিছুক্ষণ-আগে-পরিচিত গিনির বোতামওয়ালা কোট গায়ে চেট্টিটিও এলেন।

এর পরে আমাদের জাহাজ ধ'রতে যেতে হবে। চারটেয় জাহাজ ছাড়বে, বেলাওয়ান্ বন্দর থেকে। আমরা সাড়ে তিনটের মোটরে ক'রে রওনা হ'লুম। সিন্ধীদের অনুরোধ মতন একটু ঘুরে' যে রাস্তায় তাঁদের দোকান সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হ'ল, তাঁদের দোকানের লোকেরা দোকানের সাম্নে এসে সকলে দাঁড়িয়ে' ছিল। তারপরে বেলাওয়ানের পথ ধরা গেল। বাকে আর আমি একত্র একখানি গাড়িতে ছিলুম ; সঙ্গে ছিলেন দু'জন তমিল ভদ্রলোক, এঁদের একজন ধুতি-পরা চেট্টি মহাজন, ইংরিজি জানেন না ; আর অন্যটি কোট-প্যাণ্টুলেন-আঁটা ইংরিজি-শিক্ষিত ব্যক্তি, সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট আর প্যাণ্ট পরা, কপালে শৈব ত্রিপুণ্ড্র, কানে হীরের ফুল, আর মাথায় ফেল্ট্ হ্যাট্—মাথার চুল ছাঁটা (কিন্তু ফেল্ট্ হ্যাটের নীচে ঝুঁটিওয়ালা আধা-কামানো মাথাও দক্ষিণীদের মধ্যে অন্যত্র দেখেছি, আবার টুপিটি পর্বার সময় মাথার উড়ে' খোঁপাটি টেনে ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে তুলে নেওয়াও হয়, যাতে হ্যাটের তলায় বেরিয়ে' না পড়ে !) । যাক্, পথে এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মেদানের কোন ইংরেজ কোম্পানির আপিসে কাজ করেন ব'ল্লেন, নিজেই জানালেন যে তিনি একজন থিওসোফিস্ট্। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্লুম, কোন্ দলের—কৃষ্ণমূর্তিকে জগদ্গুরু ব'লে মানা বেসান্তী দলের, না, কৃষ্ণমূর্তির বিরোধী দলের। ইনি কৃষ্ণমূর্তি-ভজা দলের। এই জগদ্গুরু-বাদটি কী, তা আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা ক'র্লেন। 'যেন সর্বমিদং ততং'—সেই পরব্রহ্ম, লোক-শিক্ষার জন্য এক-একটি জগদ্গুরু সৃষ্টি করেন ; এই যুগের উপযুক্ত জগদ্গুরু কৃষ্ণমূর্তির দেহ আশ্রয় ক'রে প্রকট হ'য়েছেন বা হবেন। ঠিক মতন তাঁর বক্তব্যটি ব'ল্তে পার্লুম কি না, জানি নে ; তাঁর দ্রুত মাদ্রাজী ইংরিজিতে তাঁর আলোচিত গভীর তত্ত্ববাদ আমাদের বোধের পক্ষে একটু কঠিন হ'য়েছিল, সুতরাং তাঁর বক্তব্যটি আমাদের দ্বারায় ঠিক ধরা হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। কৃষ্ণমূর্তির বিশেষত্ব কোথায়, তা জিজ্ঞাসা করাতে ইনি ব'ল্লেন, তাঁর At the Feet of the Master আর অন্য বই পড়ুন, তা'হলে জান্তে পার্বেন। At the Feet of the Master বইখানি দেখেছি ; ব'ল্লুম, শুনেছি যে ঐ বইয়ে নাকি শ্রীযুক্তা আনি বেসান্তেরও হাত আছে। ইনি তা অস্বীকার ক'র্লেন না। ব'ল্লেন, তাঁদের প্রতি নির্দেশ আছে, ঐ বই পড়া, আর তার ভিতরের বচনগুলির গভীর ভাবের উপলব্ধি কর্বার

চেষ্টা করা, তার ধ্যান করা (to try to realize and to meditate on passages from the book)। বাকে ব'ল্‌লেন, তা গীতা উপনিষদ্ তো র'য়েছে, তা ছেড়ে হালের এই বই ধরা কেন, এর এমনই কী বা বিশেষত্ব। এর মধ্যে বেলাওয়ানের জাহাজ-ঘাটে পৌঁছে গেলুম, আমাদের আলাপ এইখানেই ইতি ক'র্‌তে হ'ল। ভদ্রলোকটিকে বেশ সরল, বিশ্বাসী, ভক্ত থিওসোফিস্ট্ ব'লে বোধ হ'ল।

জাহাজে আমাদের ক্যাবিন দখল ক'র্‌লুম, সকলের মাল-পত্র ঠিক আছে দেখে নিলুম। মেদানের বন্ধুরা শেষ বিদায়ের জন্য জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বৈঠকখানায় সমবেত হ'লেন, কাপ্তেন আর অন্য অফিসারেরা রইলেন। সমস্ত ডচ্ যাত্রীরা আশে-পাশে সম্ভ্রমের সঙ্গে রইল। আমাদের পরিচিত চীনারাও এলেন। একদিনের আলাপে মেদানের ভারতীয়দের সারল্য আর হৃদ্যতার পরিচয় পেয়ে আমরা বিশেষ তৃপ্ত হ'য়েছিলুম, এঁদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালুম। রবীন্দ্রনাথ দুই-এক দিন রইলেন না, এই তাঁদের আক্ষেপ রইল। তার পরে যাত্রার ঘণ্টা প'ড়্‌ল, যাঁরা প্রত্যুদ্‌গমন ক'র্‌তে এসেছিলেন তাঁরা নেমে গেলেন। জাহাজ ছাড়্‌ল।

পরিষ্কার, রোদে-ভরা স্থনীল আকাশ, প্রসন্ন নীল সাগর,—আমরা যবদ্বীপের অভিমুখে চ'ল্‌লুম। রুচি- আর অভ্যাস-মতো জাহাজটি একটু ঘুরে' এলুম। এখানি বেশ বড়ো জাহাজ, ইউরোপ-থেকে যবদ্বীপ যাওয়া-আসা করে। কিন্তু যাত্রী বেশী নেই—কি প্রথম শ্রেণীতে, কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে, আর কি-ই বা ডেকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে জন দুই সিন্ধী আছেন, এঁরা কলম্বোয় উঠেছেন, যবদ্বীপে যাবেন। জাহাজখানি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা। খালাসীরা মালাই আর পশ্চিম-যবদ্বীপের Sunda স্থন্দা-জাতীয় লোক; ক্যাবিনের চাকরদের মধ্যে যবদ্বীপীয় লোক আছে, কিন্তু মাদুরা দ্বীপের লোক-ই বেশী।

আজ সন্ধ্যায় উপরের ডেকে ব'সে যবদ্বীপের সম্বন্ধে আর ঐ অঞ্চলে আমাদের আসন্ন ভ্রমণ সম্বন্ধে বাকের সঙ্গে খুব আলাপ জ'মল;—কবিও এই আলাপে যোগ দিলেন।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই আগস্ট

সকালে প্রাতরাশের টেবিলে এসে, ডচ্ আদব-কায়দা আর খাবার সময়-কার রীতি-নীতি একটু-আধটু দেখা গেল। ডচেরা খুব গুরু-ভোজন-শীল।

জ্যাম, রুটি, মাখন, পনীর অঢেল ; তা ছাড়া ডিম, মাছ, মাংস ; আর আমাদের সরু-চাকলির মতো এক রকম পিঠে, pankookje বা ইংরিজির pancake, পাতলা গুড় দিয়ে খায়—বাঙালীর জিভে এ জিনিসটি মন্দ লাগ্‌ল না। ডচেরা ইংরেজদের মতন এত কেতা-দুরুস্ত নয়—একটু ঢিলা-ঢালা ভাব ; তাই এদের সঙ্গে আমাদের বনে-ও বেশ চট্ ক'রে। প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারের হেড-খানসামাটি হ'চ্ছে ছ ফুট লম্বা একটি ডচ্ পুরুষ। ডচেরা ইংরেজদের মতন জাতি-ভেদ মানে না, সাদায়-কালোয় অতটা পার্থক্য-বোধ নেই। ডচেরা যবদ্বীপের মেয়ে বিয়ে করে, দেশী স্ত্রী ডচ্-সমাজে নিমন্ত্রণ-সভায় ডচ্ মহিলার মতনই সম্মান পায়। খাঁটি ডচ্-সমাজে মিশ্র ফিরিঙ্গি মেয়ে-পুরুষ অবাধে মেলে মেশে। আমাদের এই হেড-খানসামাটিকে দেখ্‌তুম, আধা-কালো ফিরিঙ্গি মেয়ে বা পুরুষ যাত্রীকে সে যে সম্মান দেখাত', তা বিশুদ্ধ ইউরোপীয় ডচ্ যাত্রীদের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান থেকে কোনও অংশে কম নয়। বাকে ব'ল্‌লেন, এইরূপটি-ই ডচ সমাজে হ'য়ে থাকে।

আজ সারাদিন খালি কুড়েমি ক'রেই কাট্‌ল—ব'সে-ব'সে যবদ্বীপের ইতিহাস পড়া গেল। Dr. Goris ডাক্তার খোরিস্ ব'লে একজন ডচ্ পণ্ডিত বলিদ্বীপে আছেন, সেখানকার প্রচলিত হিন্দুধর্ম আলোচনা ক'র্‌ছেন, তিনি ডচ্ ভাষায় এই বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন ; এই বই অবলম্বন ক'রে বাকে ইংরিজিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাতে সংক্ষেপে বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দুধর্ম আর অনুষ্ঠানের একটু পরিচয় আছে ; এই প্রবন্ধটি বাকে আমায় প'ড়্‌তে দিলেন। (পরে Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XXII, 1926, No. 6, Article No. 36, 'Java and Bali', pp. 361-364 রূপে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হ'য়েছে) ।

বিকাল পাঁচটার দিকে আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলুম। কবি যে এই জাহাজেই সিঙ্গাপুর হ'য়ে বাতাবিয়ায় যাচ্ছেন, এ কথার প্রচার হয় নি, কবির সেদিন আবার সিঙ্গাপুরে নাম্‌বার কথাও ছিল না। জাহাজ জেটিতে লাগ্‌ল—ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে একটু ঘুরে এলুম, আর দেশে একটা তার ক'রে দিলুম।

সন্ধ্যার পরে উপরে নিরিবিলিতে আমাদের বেশ কাট্‌ল। কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে খুব আলাপ-আলোচনা জ'ম্‌ল।

মাঝ-রাত্রে ঘুম ভাঙ্‌তে, ক্যাবিন থেকে বাইরে খোলা ডেকে এসে খানিক সময় কাটানো গেল। পরিষ্কার রাত্রি, আধা-চাঁদের আলো সমুদ্রে প'ড়েছে, এক দিকে আলোকমালা-পরিহিত সিঙ্গাপুর শহর—কাছাকাছি কতকগুলো বড়ো-বড়ো আলো জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে; আর এক পাশে সিঙ্গাপুরের লাগোয়া একটি দ্বীপের উঁচু পাহাড়। খুব দূরে কোনো জাহাজের মেরামতি কাজের হাতুড়ির ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আস্‌ছে, আর জেটির ধারে রাস্তার পাশে মাল-গাড়ি নিয়ে নাড়ানাড়ি ক'র্‌ছে এমন ইঞ্জিনের হুস্‌-হুস্‌ আওয়াজ মাঝে-মাঝে কানে আস্‌ছে; আর সব চুপ—দিনের অত কোলাহল কোথাও নেই, এই সব টুকরো আওয়াজ সত্ত্বেও একটা বিরাট্‌ গাম্ভীর্য্যের আর শান্তির ভাব।

শুক্রবার, ১৯এ আগস্ট ১৯২৭

আজ বিকালে জাহাজ ছাড়্‌বে। সকালে জাহাজে মাল ভর্‌তি হ'তে লাগ্‌ল, দলে দলে তমিল আর চীনা কুলির আগমন হ'ল। এদের জন্য, আর ডেকের যাত্রী যারা দুপুর থেকে এসে জাহাজে চ'ড়্‌তে লাগ্‌ল তাদের জন্য, জাহাজের সামনে জেটির সড়কে এক বাজার ব'সে গেল। এই-সমস্ত কুলি আর যাত্রী আর ফেরিওয়ালাদের গমনাগমন হাঁক-ডাক বিকি-কিনির সঙ্গে প্রবহমান জীবন-স্রোতে বিরাট্‌ জেটির এই অংশটুকু খুব সর-গরম হ'য়ে উঠ্‌ল। নানা রকম ফল-ফুলুরি, ভাত মাছ-মাংস-তরকারি, মণিহারী-জিনিস, কাপড়-চোপড়ের পসারীরা পসার সাজিয়ে' ব'স্‌ল; তমিল পোদ্দারের দল সিঙ্গাপুরের টাকা ডচ্‌ টাকায় ব'দ্‌লে দেবে, আর অন্য দেশের টাকাও বদলাবদলি ক'র্‌বে, তারা হাঁকাহাঁকি ক'র্‌তে লাগ্‌ল—দু-চার আনা ক'রে বাটা নেবে, এই তাদের লাভ। ক্ষুধার্ত তমিল আর মালাই খালাসী আর কুলিদের দল এসে ভাত-তরকারির পসারীর সাম্‌নে উবু হ'য়ে ব'সে, চীনা-মাটির রেকাবে ক'রে ভাত, সবজি, মাছ আর জলে-গোলা লঙ্কা-বাটার মতন একটা টক্‌না নিয়ে খেতে ব'সে গেল; পসারী বোধ হয় তমিল মুসলমান, বাঁকে ক'রে দু'টো বোঝায় তার মাল-পত্র নিয়ে এসেছে, একটা দিকে তোলা উনুন, রাঁধা আর কাঁচা মাছ তরকারি, আর এক দিকে হাঁড়িতে ক'রে ভাত, আর জলের বালতি আর চীনামাটির রেকাবি আর বাটি, আর তৈরী তরকারি সাজানো; নোতুন রান্না আর

খদ্দেরকে খাওয়ানো এক সঙ্গেই চ'লছে। কবি একবার নামলেন, Kelly and Walsh-এর দোকানে বই কিনতে; আর আমেরিকান এক্স্‌প্রেস্‌ কোম্পানির আপিসে দরকার ছিল, সেখানে গেলেন। নামাজীদের আপিসে কেউ তখনও আসেনি—কবি শ্রীযুক্ত নামাজীর এক কন্যার কাছে প্রতিশ্রুত তাঁর নিজের বই একখানি তাঁদের আপিসে পৌঁছে' দিলেন, তারপরে তিনি বাকের সঙ্গে জাহাজে ফিরে গেলেন। সঙ্গীদের জিনিস-পত্র কেনবার দরকার ছিল—সুরেন-বাবু আর আমি এই সওদা ক'রে পরে জাহাজে ফিরলুম।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে জাহাজেই ব'সে-ব'সে জেটির উপরে যে হাট জ'মে উঠেছে তাই দেখতে লাগলুম। দুপুরের পর থেকেই ডেক্‌-যাত্রীদের আগমন আরম্ভ হ'ল। গুজরাটী খোজা আর বোহরারা আসতে লাগল—তাদের অতি কুশ্রী পোষাক প'রে—মাথায় জরিদার পাগড়ি, গায়ে আচকান আর ওভার-কোটের অদ্ভুত সংমিশ্রণ কিম্ভুত-কিমাকার কালো কাপড়ের এক লম্বা বুক-খোলা জামা। বিস্তর মালাই আর যবদ্বীপীয় এল'—তাদের মধ্যে চোখ-জুড়ানো রঙের নানা রঙীন সারঙ্‌ প'রে কতকগুলি তন্বঙ্গী মালাই মেয়ে, সঙ্গে কতকগুলি অতি সুশ্রী ছোটো ছেলে; জন কতক পাঠান এল', এরা বাতাবিয়া যাচ্ছে; খাদা-নাক খর্বকায় চীনা আর মালাই,—আর কৃষ্ণবর্ণ তমিল,—এদের মধ্যে সুদীর্ঘ-বপু উচ্চশির উন্নত-নাসা আর গৌরাঙ্গ পাঠান কয়জনকে কত না তেজীয়ান্‌ কত না সুন্দর দেখাচ্ছিল! এই পাঠানদের সঙ্গে পাঠান মেয়েদের অবগুণ্ঠনযুক্ত পরিচ্ছদে একটি মেয়ে ছিল, এদেরই একজনের স্ত্রী। পাঠান মেয়েরা এমনি ভারতবর্ষেই বড়ো একটা আসে না—এত দূর দেশে কি ক'রে কোথা থেকে এল'—মনে একটু কৌতূহল হ'ল। তারপরে দেখি, মেয়েটি অত পর্দা মানলে না, মুখের ঘেরা-টোপ অনেকখানি সরিয়ে' দিয়ে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পাঠান পুরুষদের সঙ্গে জাহাজে উঠল। তার স্বামী তার হাত ধ'রে সঙ্গে-সঙ্গে চ'লল; তখন তার মুখ দেখা গেল—দেখলুম যে, সে পাঠান বা ভারতীয় নয়, একটি সুন্দরী মালাই-জাতীয়া মেয়ে। বুঝলুম, পাঠানদের মধ্যে একজন দূর মালাই-দেশে চাকরি বা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে এসেছে, আর এই দেশের মেয়েই এর চিত্ত জয় ক'রেছে—দুজনেই মুসলমান, বিবাহে বাধা হয় নি। তারপরে পাঠান তার মালাই স্ত্রীকে নিয়ে চ'লেছে যবদ্বীপে।

বিকালে শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ নামাজী, শ্রীযুক্ত হাজী নামাজী, শ্রীযুক্ত শিরাজী, শ্রীযুক্ত সুরতী, শ্রীযুক্ত জুম্মাভাই প্রমুখ ভারতীয় বন্ধুরা এসে উপস্থিত হ'লেন। কবির আগমনের খবর এঁরা পেয়েছেন, দেখা ক'রে শিষ্টাচার ক'রে গেলেন।

পাঁচটার দিকে জাহাজ ছাড়্‌ল। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে, আর ডেকে, এখন বিস্তর নূতন যাত্রী হ'ল—ইংরেজ, মালাই আর যবদ্বীপীয়, জাপানী, জরমান, চীনা, আর তমিল, গুজরাটী মুসলমান, সিন্ধী। ডেক একেবারে ভর্‌তি। যবদ্বীপীয় নিম্নশ্রেণীর লোক অনেক; বেতের ঝোড়ায় ক'রে সব খাবার-দাবার নিয়ে যাচ্ছে, রঙীন সারঙ্‌ প'রে ডেক জুড়ে শুয়ে আর ব'সে আছে।

আজও সান্ধ্য-ভোজনের পরে অনেক ক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে উপরের ডেকে ব'সে-ব'সে নানা বিষয়ে গল্প আর আলোচনা চ'ল্‌ল। যবদ্বীপে পরশু আমরা নাম্‌বো। এতদিন পরে, এই নব যুগের জন্য ভারতের সভ্যতার চিরন্তন বাণীর যোগ্য বাহক হ'য়ে, কবি যবদ্বীপে যাচ্ছেন। একরকম ভারতের প্রতিভূ হ'য়েই তিনি চ'লেছেন, যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগের কত না স্মৃতি তাঁর এই যাত্রায় জাগিয়ে' তুল্‌বে। সময় আর অবস্থার উপযোগী একটি কবিতা তিনি লিখ্‌বেন। সেই কবিতা, ইংরেজি থেকে ডচ্‌ আর যবদ্বীপীর ভাষায় অনুবাদের দ্বারায়, যবদ্বীপের জনগণের কাছে ভারতের প্রীতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক বা অর্ঘ্য স্বরূপে উপস্থাপিত করা হবে।

বাতাবিয়ার পথে, সরাসরি দক্ষিণ-মুখো চ'লেছি। আকাশ খট্‌খটে', সমুদ্র পরিষ্কার। দুপুরে সুমাত্রার পূবে Banka বাঙ্কা দ্বীপের প্রধান বন্দর Muntok মুন্তোক্‌-এ জাহাজ থাম্‌ল। সুমাত্রা আর বাঙ্কা—এই দুইয়ের মাঝে একটি প্রণালী, তার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবে। ডাইনে সুমাত্রা, দক্ষিণ-সুমাত্রার রাজধানী Palembang পালেম্‌বাঙ্‌—যার প্রাচীন নাম ছিল শ্রীবিজয়, বা শ্রীবিষয়। বাঙ্কা দ্বীপটিতে টিনের খনি আছে, তাই এ জায়গার কদর। জন কয়েক ডচ্‌ খনির-ইঞ্জিনীয়ার খনির কাজের তদ্‌বীর কর্‌বার জন্য আছেন, আর আছে কিছু চীনা কুলি, কিছু মালাই। মুন্তোক্‌ বন্দর অতি চটান অগভীর উপকূলে অবস্থিত, বড়ো জাহাজ বন্দরের কাছে যেতে পারে না; দূরে গভীর জলে তাই আমাদের জাহাজ লঙ্গর ক'র্‌লে, দ্বীপ থেকে নৌকা এল', নোতুন যাত্রী,

ডাক আর মাল-পত্র এনে তুলে দিলে, বাঙ্কার জন্য যাত্রী প্রভৃতি নিয়ে গেল। জন ছয়-সাত ডচ্ পুরুষ, আর তাদের সঙ্গে জন দুই-তিন ডচ্ মেয়ে, সরকারী নিশান-আলা নৌকা ক'রে এসে আমাদের জাহাজে উঠ্‌ল,—আর যে ঘণ্টা-খানেক ওখানে আমাদের জাহাজ আট্‌কে' ছিল, এরা সেই সময়টুকু জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বৈঠকখানায় ব'সে কাপ্তেন আর অফিসার আর অন্য সব ভদ্র মেয়ে পুরুষের সঙ্গে গল্প ক'র্‌লে, বিয়ার খেলে। এই দূর দ্বীপে বেচারীরা প্রবাসে কাটাচ্ছে; সপ্তাহে দুই একবার এই রকম যা যাওয়া-আসার পাড়ি দিচ্ছে এমন জাহাজে স্বজাতীয়দের মুখ দেখ্‌তে আসে, বাইরের দুনিয়ার দুই-একটা খবর শুন্‌তে আসে। আমাদের জাহাজ ছাড়্‌বার সময় হ'লে, এরা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

বাঙ্কা আর সুমাত্রার মধ্যকার সাগর-প্রণালীটি নাকি বড়োই বিপৎসঙ্কুল। এখানে চোরাবালি আছে, আর জলের তলায় ডোবা পাহাড়ও আছে, পাহাড়ের সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লেগে গেলেই সর্বনাশ, জাহাজ ভেঙে যায় আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুবে যায়। বছর কয় পূবে একখানা জাহাজ এই অবস্থায় ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ভেঙে ডুবে যায়—ইউরোপ-যাত্রী জাহাজ। পরিষ্কার চাঁদিনী রাত, সমুদ্র প্রশান্ত ছিল—জাহাজে একটি থিয়েটারের দল যাচ্ছিল, সন্ধ্যার আহারের পরে একটু নাচ-গান চ'ল্‌ছিল, এমন সময়ে এই সর্বনাশ, হঠাৎ জাহাজ ডুবে যায়। যাত্রীদের মধ্যে যারা জলে প'ড়েছিল তারা সাঁত্‌রে' কোনও রকমে ডাঙায় উঠ্‌তে পার্‌ত, কিন্তু এ অঞ্চলে ভয়ানক হাঙরের উৎপাত—হাঙরের হাত থেকে অতি অল্প লোকই বাঁচ্‌তে পেরেছিল।

একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী এসে আলাপ ক'র্‌লেন—কবির সঙ্গে দুই-একটি কথা কইতে তাঁর বড়ো ইচ্ছে, সিঙ্গাপুরে কবিকে দেখেছেন, তাঁর বইও প'ড়েছেন। নিজের পরিচয় দিলেন; বগ্‌দাদের আরবী-ভাষী য়িহুদী, বোম্বাইয়ে ব্যবসা ক'র্‌তে আসেন, বোম্বাই থেকে সিঙ্গাপুরে আগমন, আর সেইখানেই অবস্থান; এঁরা এখন ডচ্ প্রজা ব'নে গিয়েছেন;—এঁর এক ছেলে হলাণ্ডে গিয়ে ডাক্তারি প'ড়েছেন, চোখের ডাক্তার হ'য়ে ফিরেছেন, যবদ্বীপে সুরাবায়াতেই পেশা শুরু ক'র্‌বেন; ছেলের সঙ্গে ইনি সুরাবায়াতে চ'লেছেন। কবির অনুমতি পেয়ে এঁকে এনে কবির সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলুম, সপুত্রক ভদ্রলোকটি এলেন, কবির শিষ্টাচারে তুষ্ট হ'য়ে চ'লে গেলেন।

কাল সকালে বাতাবিয়ায় পৌঁছুবো। কবি যবদ্বীপের উপর একটি চমৎকার কবিতা রচনা ক'রেছেন। আমাদের শোনালেন, আর আমরাও নিজেরা নিয়ে প'ড়লুম। সেটির একটি ইংরেজি তর্জমা ক'র্তে ব'স্লুম সন্ধ্যাবেলায়। জানি যে নিজের তর্জমা ছাড়া অন্য কারো তর্জমাতে কবির পূর্ণ প্রীতি হয় না, আর আমার অনুবাদ মূল কবিতার উপযুক্ত হবে না; তবে আমার তর্জমা ক'র্তে বসার উদ্দেশ্য, সেটা দেখে তাকে বাতিল ক'রে কবি নিজেই তর্জমা ক'রে তাঁর বাঙলা কবিতার মর্য্যাদা নিজে রক্ষা ক'র্বেন। হ'লও তাই—এই কবিতাটির ইংরিজিটি নিজেই আগাগোড়া ক'রে ফেল্‌লেন। বাকে তখন সেটির ডচ্ অনুবাদ ক'র্তে লেগে গেলেন। (এই বাঙলা কবিতাটি ১৩৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হ'য়েছে—কবিতাটির আরম্ভটা এই রকম—"তোমায় আমায় মিল হয়েচে কোন্ যুগে এইখানে, ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েচে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।" ইংরিজি তর্জমাটি পরে 'বিশ্বভারতী'-ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হ'য়েছিল।) কবিতাটির যবদ্বীপীয় অনুবাদও হ'য়েছিল, আর যবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটির উত্তরে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন, ডচ্ আর ইংরেজি অনুবাদ সমেত রোমান অক্ষরে তার মূলটি আমরা যথাসময়ে পাই॥

॥ ২ ॥

যবদ্বীপ—বাতাবিয়া—প্রথম পর্ব

২১এ আগস্ট ১৯২৭, রবিবার

বাতাবিয়ার বন্দর Tandjong Priok তান্‌জোঙ্-প্রিওক্-এ যখন আমাদের জাহাজ পৌঁছুলো, তখন বেলা প্রায় আটটা। দু'রাতের পাড়ির পর সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজ আস্‌ছে, মস্ত জাহাজ, কাজেই খানিকটা ব্যস্ততার সাড়া চার দিকে প'ড়ে গেল,—যাত্রীরা মোট-ঘাট বেঁধে ঠিক হ'তে লাগ্‌ল। আমাদের প্রাতরাশ ইতিমধ্যেই চুকে' গিয়েছে; মাল-পত্র ডেকের উপরে এক-জায়গায় স্তূপাকার ক'রে রেখে, দূর থেকে যবদ্বীপের ভূমি দর্শন কর্‌বার জন্য রেলিঙ্‌ ধ'রে দাঁড়ালুম। সকালেই কাপ্তেনের সঙ্গে কবির বিদায়-অভিভাষণ হ'য়ে গিয়েছে। আমাদের জাহাজে সেকেণ্ড ক্লাসে ভারতবর্ষ থেকে এক দল ইউরেশীয় ফুটবল খেলোয়াড় যাচ্ছিল; তাদের মধ্যে জনকয়েকের খাকী শার্ট আর ফুটবলের মোজা পরা; এরা মালাই-দেশ হ'য়ে, যবদ্বীপ ফিলিপীন দ্বীপ প্রভৃতি ঘুরে, আবার দেশে ফির্‌বে—আমাদের মোহন-বাগানের দল যেমন একবার ক'রেছিল। এদের কতকগুলো ছোক্‌রা আর আধ-বুড়ো খেলোয়াড়, ক'ল্‌কাতার ইউরেশীয়দের খুব-ভব্য-নয় এমন ধরন-ধারন নিয়ে আমাদের আশে-পাশে এসে দাঁড়াল'। জাহাজ ঘাটে লাগ্‌ল, সিঁড়ি নামাচ্ছে, নীচে ডাঙায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট্ এক জনতা হ'য়েছে, ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো বৃহৎ এক মোটর-গাড়ি এনেছে, আর ফুলের মালা আর মস্ত-মস্ত তোড়া হাতে ভারতবাসীর দল এসেছে—সিন্ধী, শিখ, তমিল,—সিন্ধী ই বেশী;—আর তা ছাড়া ডচ্, যবদ্বীপীয়, চীনা। এই ফিরিঙ্গি খেলোয়াড়ের দল বলাবলি ক'র্‌তে লাগ্‌ল—"ব্যাপারটা কী হে, লোকের ভীড় যে, কেউ বড়ো লোক এই জাহাজে যাচ্ছেন নাকি?" কবি তখন ভিতরে তাঁর কামরাতে ফিরে গিয়েছেন। একজন ফিরিঙ্গি একটি ডচ্ যাত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লে, এই সমারোহের উপলক্ষ্য কে;—রবীন্দ্রনাথের নাম শুন্‌লে,—ফিরিঙ্গি খেলোয়াড়, তার জ্ঞান-গোচরের বা বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতটাই বা

হবে; তাকে বুঝিয়ে' দেবার জন্য ডচ্ ভদ্রলোকটি ব'ল্লেন He is the Bengali poet "ইনি হ'চ্ছেন বাঙ্গালী কবি";—এসব দেশে 'বাঙ্গালী' আর 'কিলিঙ্' অর্থে 'ভারতীয়', কারণ Indian ব'ল্লে এদেশে যবদ্বীপীয়দেরই বোঝায়। ভারতের ইউরেশিয়ান এই ভিতরের কথাটুকু বুঝ্তে না পেরে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, দূর থেকে চীৎকার ক'রে সে দলের আর পাঁচজনকে শুনিয়ে' দিলে যে এত সব আয়োজন ক'রেছে for a Bengali poet. এদের মধ্যে আপসে একটু আলোচনা চ'ল্ল কী ব্যাপারটা হ'চ্ছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাইরে ডেকের উপরে এলেন—দূর থেকে তাঁকে দেখে, এরা চুপ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে' স্থান ক'রে দিয়ে স'রে গেল।

সিঁড়ি লাগাতেই রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত কর্বার জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক জাহাজে এলেন। আমরা অবতরণ ক'র্লুম। বাকে-গৃহিণী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে, ডাক্তার Bosch বস্, ইনি ডচ্ সরকারের নিযুক্ত দ্বীপময়-ভারতের Oudheid-kundige Dienst অর্থাৎ প্রত্ন-বিভাগের অধ্যক্ষ, প্রাচীন-ভারত-বিদ্যায় প্রবীণ, আর ডাক্তার Hoesein Djajadiningrat হুসেন জয়দিনিঙ্রাট্, ইনি একজন অভিজাত যবদ্বীপীয় বংশের বিদ্বান্, হলাণ্ডে আইন অধ্যয়ন ক'রেছেন, সংস্কৃত প'ড়েছেন, মালাই ভাষায় একজন বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত, স্থানীয় আইন-কলেজের অধ্যাপক—এঁরা এসেছিলেন; এঁদের দুজনের নামের সঙ্গে পূর্বেই পরিচিত ছিলুম। আরও কে কে ছিলেন—পরে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। 'কাপ্তেন পাঞ্জাবী' ব'লে সিন্ধীদের একটি মাতবরের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ডচ্ ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয়ের পর, সিন্ধীদের দ্বারা কবিকে মাল্যদানের, ফুলের তোড়া দানের আর তাঁর পদধূলি গ্রহণের ধুম লেগে গেল। স্থানীয় চীনাদের Tjong Hoa Kwe Kwan 'চোঙ্ হোআ কে কান' সভার পক্ষ থেকে কবিকে দু'টো বিরাট্ ফুল-লতা-পাতার wreath বা মালা দেওয়া হ'ল, কবি এঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হ'লেন।

স্থানীয় ভারতবাসীরা কবির জন্য যে সাজানো মোটর-গাড়ি এনেছিল, তাতে তিনি উঠ্লেন না, সাধারণ একখানি গাড়িতেই উঠ্লেন। মাল-পত্র Hotel des Indes 'হোতেল্-দেজ্-আঁ্যাদ্' যেখানে আমরা উঠ্বো সেখানকার লোকেদের জিম্মে ক'রে দেওয়া হ'ল। তান্জোঙ্-প্রিওক্ বন্দর থেকে

বাতাবিয়া শহরের Weltevreden ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন্ নামক অংশে যেতে প্রায় বিশ মিনিটের মোটরের পথ। চওড়া এক খালের ধার দিয়ে এই রাস্তা। আদি বাতাবিয়া শহরের এখন আর পূর্বের মতন জৌলুশ নেই—খালি ডচ্ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের কতকগুলি প্রাচীন বাড়ি, খালের ধারে কতকগুলি চীনা বস্তি, আর কিছু কিছু আপিস আর গুদাম-বাড়ি নিয়ে এই শহর তার পুরাতন গৌরবের স্মৃতি রক্ষা ক'র্‌ছে। বাতাবিয়ার পত্তন হ'য়েছিল ভারতবর্ষে যে ভাবে মাদ্রাজ বোম্বাই আর ক'ল্‌কাতার পত্তন হয়; ১৬১৯ সালে ডচেরা এখানে প্রথম একটি গড় তৈরী করে, আর গড়ের নাম দেয় 'বাতাবিয়া'—হলাণ্ড দেশের লাটিন নাম হ'চ্ছে Batavia—বাতাবি লেবুর সঙ্গে-সঙ্গে এই দেশ- বা নগর-বাচক নামটি বাঙলা ভাষাতেও প্রবেশ ক'রেছে। ডচ্ শক্তি আর ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাতাবিয়ারও উন্নতি। হলাণ্ড কাটা খালের দেশ; ডচেরা এদেশে এসে, পিতৃভূমির অনুকরণে বাতাবিয়াতে অনেকগুলি খাল কাটায়, সেগুলির পাশে-পাশে রাস্তা। এই শহরের এক বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে এই-সব খাল। বাতাবিয়ার দক্ষিণে ডচ্ অধিবাসীরা নিজেদের বাসের জন্য দু'টি পল্লী গ'ড়ে তোলে, তাদের নাম দেয় Weltevreden ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন্ (অর্থাৎ Well-content বা স্বস্তি-সন্তোষময়) আর Meester Cornelis মেস্টর্‌-করনেলিস্। ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন্ এখন পুরাতন বাতাবিয়াকে অতিক্রম ক'রেছে—আপিস-আদালত, বড়ো-বড়ো দোকান, ইস্কুল, হোটেল, মিউজিয়ম, অভিজাত জনগণের বাস, সব-ই এখানে। বাতাবিয়া, ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন আর মেস্টর্‌-করনেলিস্, তিনে জড়িয়ে' লোক-সংখ্যা হ'চ্ছে তিন লাখের উপর, এর মধ্যে হাজার ত্রিশেক হ'চ্ছে ইউরোপীয়, বাকী দেশী আর মিশ্র।

রাস্তায় লোকজন যাদের দেখ্‌লুম, তারা মালাই-দেশের থেকে একটু অন্য ধরনের। সাধারণ যবদ্বীপীয়দের গায়ের রঙটা মালাইদের মতো অতটা ফর্‌সা বা হরিদ্রাভ নয়, একটু কালাটে'-কালাটে', একটু বেশী ভারতবর্ষকে স্মরণ করিয়ে' দেয়। লোকগুলিকে কিন্তু একটু বেশী 'মজবুত' ব'লে মনে হ'ল, আর পোষাকে এরা, মালাইদের তুলনায়, রঙ পছন্দ করে ঢের বেশী। শহরতলীর বিরল-বসতি সড়ক পেরিয়ে' ভেল্‌টেফ্রেড্‌নের ট্রাম-মোটর-ঘোড়ার-গাড়ি-সঙ্কুল রাস্তা পেরিয়ে' বা কাটিয়ে', আমাদের হোটেলে পৌঁছলুম। এই হোটেলটি দ্বীপময় ভারতের সব-চেয়ে বড়ো হোটেল; নামটির অর্থ 'ভারতের

হোটেল’—Hotel des Indes। প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নিয়ে এর নানা ইমারত; বিস্তর কুঠরি, বেশীর ভাগ কুঠরির সাম্‌নে একটু ক’রে বারান্দা—এদেশের বাড়ির রেওয়াজ মতন। দোতলার উপরে আর তলা নেই; এদেশে বাড়ি-ঘর আশে-পাশে ছড়িয়ে’ পড়ে, মার্কিন-দেশের মতো ‘আকাশ-চাঁচা’ পদ্ধতির বাস্তু-শিল্প এখনও আবশ্যক হয়নি। এই হোটেল-বাড়ির দ্রষ্টব্য জিনিস হ’চ্ছে, এর প্রধান ফটকের দু’পাশে দু’টো বিরাট্ বিশাল মহীরুহ আছে, সে দু’টি; এই গাছের নাম Waringin ‘ওআরিঙিন’। আমাদের বটগাছের মতো এর ঝুরি নামে,—গাছটা বটগাছেরই ভাব, এই জন্য কখনও-কখনও এদেশে একে banian-ও বলে; কিন্তু বটগাছ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে’ পড়ে, এ সে-রকম নয়, বরং উঁচুতেই ওঠে; তবে অনেকটা জায়গা জুড়ে’ এই গাছ হয় বটে। এ রকম বিশাল আর উঁচু গাছ দেখে মনটা বিরাট্-দর্শনের আনন্দ-বিস্ময়ে পূর্ণ হয়।

আমাদের ঘর ঠিক ক’রে নিয়ে ব’স্‌লুম, মাল পত্রও এসে গেল। জেটি থেকে হোটেল পর্য্যন্ত যে সমস্ত ডচ্, ভারতীয়, চীনা আর যবদ্বীপীয় বন্ধুরা সঙ্গে-সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা উপস্থিত কালের মতো বিদায় নিয়ে গেলেন। Mr. Crossby মিস্টার ক্রস্‌বি বাতাবিয়ার ইংরেজ কন্‌সুল, ইনি রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী, কবির সঙ্গে দেখা ক’রে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা প’ড়ে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত যারা হ’য়েছে, তাদের মধ্যে ক্রস্‌বি সাহেবের মতন চমৎকার অমায়িক মানুষকে দেখে ভারি আনন্দ হ’ল। কবির আগমনে ক্রস্‌বি সাহেবের বিশেষ আনন্দ হ’য়েছিল, পরে কবিকে আর অন্য ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ ক’রে, কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক’রে তাঁর সেই আনন্দের পরিচয় দেন।

দুপুরে বিশ্রামের পরে, সকলে মিলে কবির সঙ্গে হোটেলের সাধারণ ভোজনশালায় গিয়ে আহার সেরে নিলুম। এখানেও সেই rijst-tavel রাইস্ট্-টাফ্‌ল্-এর পালা, তবে সুমাত্রার চেয়েও আরও গুরুতর ব্যাপার। পরে সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে যথেচ্ছ একটু ঘুরে আস্‌বার জন্য বা’র হলুম। এবার আমরা বাতাবিয়ায় দিন তিনেক মাত্র থাক্‌বো, আজ রবিবার, মঙ্গলবার দিন বলিদ্বীপ যাত্রা ক’র্‌বো—তাই যতটুকু পারা যায় এ কয় দিনে যা দেখ্‌বার দেখে নিতে চাই। শহরের প্লান হাতে ছিল—পথ ভোল্‌বার সম্ভাবনা নেই। মিউজিয়মে গেলুম—মিউজিয়ম্ তখন বন্ধ। মিউজিয়মটির সাম্‌নে

Koningsplein অর্থাৎ King's-plain বা 'রাজার ময়দান' ব'লে মস্ত বড়ো একটা ময়দান, তার মধ্যে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে। সেখানে এক একজিবিশন ব'সবে, তার বাড়ি-ঘর সব তৈরী হ'চ্ছে। প্রদর্শনীর তোরণ আর কতকগুলি বাড়ির কাঠামো ক'রেছে স্থমাত্রা-দ্বীপের বাতাক্ জাতি যে ধরনের কাঠের বাড়ি করে সেই ধরনের। এই রকম বাড়ির নিজস্ব বেশ একটা সৌষ্ঠব আছে। কাঠের পাটাতনের উপরে বাড়ি, খুঁটির উপরে তৈরী; দেওয়ালের কাঠে নানা নকশা খোদা; খড়ের চাল। মালাই জা'তের স্বকীয় বাস্তু-শিল্প। দিন তিন-চারেকের মধ্যেই একজিবিশন ব'স্বে, আমরা বলিদ্বীপ আর পূর্ব-যবদ্বীপ দেখে বাতাবিয়ায় ফিরে আস্তে-আস্তেই শেষ হ'য়ে যাবে। এই একজিবিশনটি বাতাবিয়ায় বছর-বছর বসে, এর নাম Passar Gambir 'পাসার-গাম্বির' বা 'ছবির বাজার'। দোকান পাট সব সাজাচ্ছে। এক সিন্ধী রেশম আর মণিহারী জিনিসওয়ালার দোকান ব'স্ছে, সিন্ধী লোক র'য়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ ক'র্লুম। Chotirmal চোটিরমল হ'চ্ছে মালিকের নাম—এঁর কারবার খুব ফালাও, বোম্বাই ক'ল্কাতা সিঙ্গাপুর বাতাবিয়া হঙ্কঙ্ শাঙ্হাই আর জাপানে এঁর অনেকগুলি দোকান আছে। ধনী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসী দেখে, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গের লোক জেনে', খুব যত্ন ক'র্লেন, লেমনেড খাওয়ালেন। তাঁর দোকানটিকে নানা স্থন্দর জিনিসের সমাবেশে একটি Museum of Art শিল্পের সংগ্রহশালা ব'ল্লেই হয়, দোকানের সব জিনিস দেখালেন;—সে কোথায় বা জাপানী হাতীর-দাঁতের জিনিস বা ব্রঞ্জের মূর্তি বা কিংখাব, কোথায় বা চীনা ছবি বা মাটির বাসন, কোথায় বা ভারতের, যবদ্বীপের, ব্রহ্মের আর শ্যামের অপরূপ শিল্পের ভাণ্ডার। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা খানিক পায়ে হেঁটে আর খানিক ঘোড়ার-গাড়ি ('সাদো') ক'রে বেড়ালুম। এখানকার মেয়েরা দল বেঁধে চ'লেছে, রঙীন সারঙ্ আর জামা পরা, খালি পা, একখানা ক'রে রঙীন চিত্র-বিচিত্র বড়ো রুমালের মতন চাদর পিঠে—অপূর্ব ধরনের স্থন্দরী বোধ হ'ল এদের। শহরটায় যেন দারিদ্র্য কোথাও নেই। Senen 'স্নেনেন্' ব'লে একটি মহল্লায় গেলুম—সেখানে চীনাদের পুরাতন মণিহারী জিনিসের দোকান ঘুরে, প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'র্লুম—আমি পেলুম একটি ছোটো পিতলের বৌদ্ধ ভিক্ষু-মূর্তি, চীনা কাজ, ভিক্ষুর মুখের ভাবটি ফুটিয়েছে

অতি চমৎকার, আর পেলুম একটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাজ, পিতলের ছোটো পান রাখ্‌বার ঠিলি।

এখানকার শিক্ষিত ডচেরা মিলে একটি সাহিত্য- আর কলা-চর্চার সমিতি ক'রেছেন, সমিতির নাম Kunstkring 'কুন্‌স্ট্‌-ক্রিঙ্‌' বা 'শিল্পচক্র'। ইউরোপীয়-শিক্ষিত কতকগুলি যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকও এতে যোগ দিয়েছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য—চিত্র-বিদ্যা, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলার প্রসার করা;—ইউরোপ থেকে বড়ো চিত্রকর বা গাইয়ে' কিংবা বাজিয়ে' অথবা সাহিত্যিক এলে, এখানে তাঁকে সমাদর ক'রে গ্রহণ করা হয়, তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়, বা তাঁর গান-বাজনার জলসা হয়, অথবা সাহিত্যিক পাঠ বা বক্তৃতা হয়। নানা রকম প্রদর্শনীও এঁরা করেন। যবদ্বীপের প্রায় সব বড়ো-বড়ো শহরে এই সমিতির শাখা আছে, অনেক জায়গায় সমিতির চমৎকার নিজস্ব বাড়িও আছে। মানসিক-উৎকর্ষ-বর্ধনের জন্য ডচেরা এই সমিতির মারফৎ যথেষ্ট খরচাও ক'রে থাকেন। যবদ্বীপে আস্‌বার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা যাঁরা আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, তাদের মধ্যে এই 'কুন্‌স্ট্‌-ক্রিঙ্‌' সমিতি ছিল প্রধান। এই সমিতির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের আগমনে এক সান্ধ্য সম্মিলন হ'ল। বাতাবিয়ার প্রায় সমস্ত উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সুন্দর দোতলা বাড়ি, তখন সেখানে একটা ছবির প্রদর্শনী চ'ল্‌ছিল. আমরা সেখানে এলুম। সকালে যাঁদের দেখেছিলুম, সেই ডচ্‌ আর যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেশা গেল। নানা বিষয়ে আলাপ চ'ল্‌ল, আর কবির কথা শোন্‌বার জন্য বা তাঁকে দেখ্‌বার জন্য সকলের কী আগ্রহ! দ্বীপময়-ভারতের শিক্ষা-বিভাগের ডচ্‌ কর্তা ছিলেন; মানুষটিকে বেশ হৃদয়বান্‌ ব'লে মনে হ'ল, তিনি কবির সঙ্গে খুব আলাপ ক'র্‌লেন। ডাক্তার Bosch বস্‌ আর ডাক্তার Hoesein Djajadiningrat হুসেন জয়দিনিঙ্‌রাট্‌, প্রাচীন বিদ্যা আর ভাষা, ইতিহাস আর সাহিত্যের লোক, এঁদের সমান-ধর্মা পেয়ে কথা ক'য়ে আমার বেশ আনন্দ হ'ল। ডাক্তার J. Kats কাট্‌স্‌ ব'লে এখানকার একজন বড়ো প্রত্নবিদ্‌—যবদ্বীপের ছায়া-নাট্যের উপর মস্ত এক বই লিখেছেন, যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প আর বিদ্যার নানা দিকে এঁর মূল্যবান্‌ গবেষণা আছে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অনেক বই সম্পাদন ক'রেছেন, এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। আর একজন ছিলেন, শ্রীযুক্ত P. A. J. Moojen

মোয়্‌ন্‌—ইনি বলিদ্বীপের বাস্তু-শিল্পের উপর সম্প্রতি এক বৃহৎ সচিত্র পুস্তক লিখেছেন। এই সমস্ত শিক্ষিত লোক, যাঁরা নিজেদের সমগ্র বিদ্যা, বুদ্ধি আর শক্তি অর্পণ ক'রেছেন যবদ্বীপের সংস্কৃতির আলোচনায়,—প্রথম দিনেই এঁদের সঙ্গে পরিচয় আর সদালাপ আমার পক্ষে একটা পরম লাভের বিষয় হ'ল।

হোটেলে ফিরে এসে আহার চুকিয়ে' নিলুম। গরমের দিন; এদেশে ডচেরা আরামের সব ব্যবস্থা ক'রেছে, খালি বিজলীর পাখার ব্যবস্থা করে নি। ঘরের ভিতর জোর হাওয়া বওয়াকে এরা বড়ো ভয় করে—পাছে ঠাণ্ডা লাগে। হলাণ্ডের শীতের হাড়-কাঁপানো উত্তুরে' আর সাগুরে' হাওয়ার কথা, সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর পারের এই চির-বসন্তের দেশে এসেও এরা ভুল্‌তে পারে নি। গ্রীষ্ম কালেও পাখা না নিয়ে, বোধ-হয় দরজা জানালা বন্ধ ক'রে, কি ক'রে যে ডচেরা কাটায়, তা ভারতবর্ষে ইংরেজদের আর ধনীলোকের ঘরে পাখার ঘটা দেখা থাকায়, আমাদের আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। রাত্রি সাড়ে-দশটা; হোটেলে নাচের জন্য চার পাশ খোলা চণ্ডীমণ্ডপের মতো কাঠের পাটাতন দেওয়া একটা হল-ঘর আছে, সেখানে প্রতি রবিবার রাত্রে নাচ হয়। বাতাবিয়ার ডচ্‌ আর অন্য ইউরোপীয় সমাজের অনেকে আসে। আমরা একটা টেবিল দখল ক'রে ব'সে নাচের সঙ্গে এদের কায়দা-করন দেখ্‌তে লাগ্‌লুম, আর কিছু লেমনেড আনিয়ে' পান ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। আমাদের আশঙ্কা হ'চ্ছিল, অদূরে কবি তাঁর ঘরে র'য়েছেন, এই নাচের jazz জাজ্‌ ব্যাণ্ডের উৎকট আর উদ্দাম আওয়াজে হয়-তো অর্ধেক রাত ধ'রে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘ'ট্‌বে; কবির অনুরাগী দু'চার জন ডচ্‌ সজ্জনেরও এই আশঙ্কা হ'য়েছিল। ঘণ্টা খানেক হোটেলের অতিথি অভ্যাগত মেয়ে-পুরুষদের এই নাচ দেখে, আমরা রাত সাড়ে-এগারোটায় নিজ-নিজ কামরায় এলুম।

সোমবার, ২২এ আগস্ট

সকালে ইংরেজ কন্‌স্যাল্‌ ক্রস্‌বি সাহেব এসে কবিকে নিয়ে গেলেন ডচ্‌ গভর্নর-জেনারেলের সঙ্গে দেখা করাতে। আমরা বা'র হলুম শহর দেখ্‌তে, আর বই-টই কিছু কিন্‌তে। সকাল বেলা ভেল্‌টেফ্রেড্‌নের বড়ো এক সড়ক Noordwijk নোর্ড-ওয়েইক্‌-এর (ইংরিজিতে 'North-wick' বা Norwich) ধার দিয়ে বেড়িয়ে' যেতে বেশ মনোরম লাগ্‌ল। বিদ্যুতের ট্রাম চ'লেছে,

কতকগুলি গাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখা Inlanders বা 'দেশী লোক'—কুলি-মজুরদের জন্য শস্তা-ভাড়া গাড়িতে এই লেখা থাকে। নোর্ড-ওয়েইক্ রাস্তাটা একটি খালের দুই ধার দিয়ে গিয়েছে। খালে অতি ময়লা ঘোলা জল—ক'ল্‌কাতার রাস্তায় জোর বৃষ্টির পরে জল দাঁড়ালে যেমন ঘোলা জল হয়, এ যেন তেম্‌নি। জল কোথাও এক বুকের বেশী হবে না, তবে গতি আছে। খালটি খুব চওড়াও নয়। খালের পাড় ইটে গাঁথা, আর মাঝে-মাঝে দু'ধারেই পাড় বেয়ে ইটের বা পাথরের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে; আর দু'পাশের রাস্তাকে যোগ ক'রে কতকগুলি সাঁকো-ও আছে। সিঁড়ি-বাঁধানো ঘাটগুলিতে বিস্তর মেয়ে পুরুষ এই সকাল বেলায় খালের ঘোলা জলে স্নান ক'র্‌ছে। ঠিক ভারতবর্ষের ভাব। আর এ দেশে মেয়েদের এই-সব ঘাটে ব'সে সাবান দিয়ে কাপড় কাচ্‌বার ঘটাটাও একটা লক্ষ্য কর্‌বার জিনিস। গৃহস্থের বাড়ির ঝী-বউ রঙীন সারঙ্, জামা কাপড় সব নিয়ে এসে, ঘাটের সিঁড়িতে ব'সে গল্প-গুজবের সঙ্গে এই দৈনন্দিন ব্যাপারটি সার্‌ছে। যবদ্বীপীয়দের দৈনন্দিন জীবনের এটি হ'চ্ছে একটি নিত্য ঘটনা। বেশ বিচিত্র দেখায় এই ব্যাপারটি। মনে হয় যেন সারা শহরের মেয়েরা খালের ঘাটে এসে কাপড়-কাচা ছাড়া সকালে আর কিছু করে না—মাইলের পর মাইল ধ'রে বাতাবিয়া আর ভেল্‌টেফ্রেডন্-এ এই সব খাল চ'লে গিয়েছে, আর তার ধারে-ধারে কোথাও যেন একটুও ফাঁকা জায়গা নেই, সব খানেই গল্প-নিরত ব্যস্ত-সমস্ত মেয়েদের দল মহা উৎসাহে স্নানে বা বস্ত্র-ধাবনে নিযুক্ত।

দুই-একটি ডচ্ বইওয়ালার দোকানে যবদ্বীপের ইতিহাস আর শিল্পের সম্বন্ধে, আর যবদ্বীপের নৃত্যকলার সম্বন্ধে কিছু বই কেনা গেল। তারপর ডাক্তার Bosch বস্-এর আপিসে গেলুম। এখানকার প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগকে বলে Oudheidkundige Dienst (Antiquities Service)—ভারতবর্ষের Archaeological Survey-র মতন এই বিভাগ কার্য্য করেন। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি যে কেবল রক্ষা করেন তা নয়, জীর্ণ-সংস্কারও করেন, ভাঙা চোরা মন্দিরকে আবার নোতুন ক'রে গ'ড়েও তোলেন। যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু আমলের কীর্তি সংরক্ষণে এদেশের প্রত্ন-বিভাগ যা ক'রেছেন, তা অতুলনীয়; প্রত্যেক ভারতবাসীর, প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের এজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত। উপস্থিত এঁদের যে-যে কাজ চ'ল্‌ছে, তার কিছু-কিছু

পরিচয় ডাক্তার বস্ আমায় দিলেন। Boro-Budur 'বোরো-বুদুর'-এর কাজ এক রকম শেষ হ'য়েছে—বোরো-বুদুর যবদ্বীপের হিন্দু আমলের এক অদ্ভুত কীর্তি, বিরাট্ বৌদ্ধ স্তূপ এটি ; বোরো-বুদুরের গায়ে যে সমস্ত খোদিত চিত্র আছে, তার ছবি নিয়ে বই ক'রে বা'র করা হ'য়ে গিয়েছে। Prambanan 'প্রাম্বানান্'-এর ব্রাহ্মণ্য মন্দির-ত্রয়ের পুনর্গঠন চ'ল্‌ছে, তার দেওয়ালের গায়ের খোদিত চিত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা হ'চ্ছে। বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানান্ খ্রীষ্টীয় অষ্টম আর নবম শতকের কীর্তি। এর পূর্বেকার যুগের Dieng 'দিয়েঙ্' মালভূমির মন্দিরগুলির জীর্ণ-সংস্কার হ'য়ে গিয়েছে। এখন পূর্ব-যবদ্বীপ অঞ্চলে যবদ্বীপের শেষ হিন্দু রাজধানী Madaja-pahit 'মজ-পহিৎ' নগরের ধ্বংসাবশেষে অনুসন্ধান চ'ল্‌ছে ; আর সেখানকার Panataran 'পানাতারান্' আর অন্য অন্য স্থানের ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের সংস্করণ আর মন্দিরের ভাস্কর্য্যের অনুশীলন চ'ল্‌ছে। মজ-পহিৎ নগরের পতন হয় খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের শেষ পাদে। তার পূর্বেই যবদ্বীপের শিল্প নোতুন এক পথে গিয়েছে—ভারতের শিল্পের যে বিকাশ যবদ্বীপের ভূমিতে দিয়েঙ্, বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানানে প্রথম হ'য়েছিল, সে বিকাশ এখন যবদ্বীপের আব-হাওয়ার গুণে, যবদ্বীপীয়দের জাতিত্বের মূল তাদের মালয়-প্রকৃতির আত্মবিকাশের ফলে, তার ভারতীয় প্রকৃতিকে যেন অনেকটা বর্জন ক'রে, শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পের গুণ—তার নিসর্গ-নিবদ্ধ অনৈসর্গিকতা, তার ধীরোদাত্ত শান্ত-সমাহিত ভাব আর তার দান্ত স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বিরাট্ রূপকে—যেন ভুলে গিয়ে, মালাই-জাতি-সুলভ কল্পনার উদ্দাম লীলায়, নিসর্গকে উপহাসকারী 'অপস্মার'-পুরুষোচিত ভঙ্গীতে, অন্য এক ধরনের রূঢ় শক্তিশালী সারল্যে গিয়ে পৌঁচেছে। যবদ্বীপের প্রাচীনতম যুগের শ্রেষ্ঠ কতকগুলি নিদর্শনের সঙ্গে আগে থেকেই চাক্ষুষ পরিচয় ছিল ; বস্-সাহেবের আপিসে অর্বাচীন যুগের মজ-পহিৎ শিল্পের কতকগুলি চমৎকার শিল্প-বস্তুতে—পোড়া-মাটির কতকগুলি মুখের ছবিতে—সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এই শিল্প দেখে, নোতুন জ্ঞান আর আনন্দ লাভ ক'র্‌লুম।

ডচ্-সরকার যবদ্বীপে বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ কর্‌বার জন্য আর তাদের সাহায্য করার অভিপ্রায়ে একটি Official Tourist Bureau স্থাপন ক'রেছেন। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ সম্বন্ধে এই আপিস থেকে কিছু বই, ম্যাপ, আর প্ল্যান সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। এই আপিসের প্রধান কর্মচারী

শ্রীযুক্ত P. J. van Baarda ফান্ বার্দা সৌজন্যের অবতার, তিনি নানা বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।

বিকালে ছিল ভারতীয়দের অভিনন্দনের পালা। আমাদের হোটেলের একটি বড়ো সভাগৃহে এর আয়োজন হ'য়েছিল। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ভারতীয় বণিক্ আর অন্য লোক এসে জমা হ'লেন—ইংলাণ্ডের কন্সল্ মিস্টার ক্রস্‌বি আর অনেক ডচ্ আর দু-চার জন যবদ্বীপীয় ভদ্র-ব্যক্তির সমাগম হ'য়েছিল। চা-পান, অভিনন্দন-পাঠ, ছবি-তোলা—এই হ'ল এই অনুষ্ঠানের কার্য্যক্রম। সিন্ধীদের সঙ্গে বিশ্বভারতী আর কবির জীবনের কার্য্যাবলী, তাঁর লেখা আর জগতের সাহিত্যে তাঁর দান, এই সব বিষয়ে কথাবার্তা কইলুম। সকালে শহরে বেড়াতে-বেড়াতে, যে পাড়ায় এঁদের দোকান, সেই Pasar Baroe 'পাসার বারু' পাড়ায় একটু ঘুরে এসেছিলুম, এঁদের সঙ্গে আমার বেশ জ'মে গেল। এঁরা প্রায় সকলেই রেশমের আর curio বা মণিহারীর দোকানের মালিক, ম্যানেজার বা কর্মচারী; উচ্চাঙ্গের মানসিক উৎকর্ষের ধার না ধার্‌লেও, সব বিষয়ে খুব খবর রাখেন; এঁরা বেশ বুদ্ধিমান্; আর ভদ্র-সজ্জনের সঙ্গে এঁদের কারবার ক'র্‌তে হয় ব'লে এঁরা খুব-ই মিশুক আর ভদ্র। বলিদ্বীপ ঘুরে এসে বাতাবিয়ার এই সিন্ধীদের সঙ্গে কয়দিন একত্রে বাস ক'রেছিলুম, তাতে এঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশ্‌তে পাই, আর বিদেশে এঁদের সমাজের সুখ-দুঃখের নানা কথা জান্‌তে পারি। যথা-সময়ে সে-সব কথা ব'ল্‌বো। থিওসোফিকাল সোসাইটির প্রভাব ওলন্দাজদের মধ্যে খুব-ই বেশী, এদেশে থিওসোফির বিস্তর ভক্ত আছে; এই দলের প্রধান-স্থানীয়া একটি মহিলাও এসেছিলেন। এক আমেরিকান মেথডিস্ট মিশনারী আর তাঁর স্ত্রী, দুজনেই খাসা লোক, কবির বিশেষ ভক্ত, এঁরাও ছিলেন। তমিলদের মধ্যে জীবরাজ ডেনিয়েল ব'লে একটি খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, যুবক, ত্রিবাঙ্কুরে বাড়ি, ধর্মে খ্রীষ্টান হ'লেও জা'ত অর্থাৎ জাতীয়তা হারান নি, ভদ্রলোকটি তাঁর একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়েটির নাম রেখেছেন সরোজিনী। এঁর সঙ্গে সদালাপে বেশ খুশী হ'লুম। ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অসীম অনুরাগ। মাতৃভূমির উদ্দেশে নিজের লেখা একটি ইংরিজি কবিতা আমায় দিলেন। পরে বাতাবিয়াতে আমাদের দ্বিতীয় বার অবস্থানের কালে নানা বিষয়ে আমাদের সাহচর্য্য ইনি ক'রেছিলেন।

সন্ধ্যে একটু বেশী ঘনিয়ে' আস্‌তে সভা ভঙ্গ হ'ল, কবিকে একটু বেড়িয়ে' আনবার জন্য মোটরে ক'রে নিয়ে গেল।

রাত আটটায় মিস্টার ক্রস্‌বির বাড়িতে ছিল ভোজ, মিস্টার ক্রস্‌বির সহকারী ভাইস্-কন্‌সল্ সাহেব এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। অন্য অভ্যাগতদের মধ্যে ডাক্তার বস্, ডাক্তার জয়দিনিঙ্‌রাট্, আর শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মিস্টার Hardeman হার্ডেমান ছিলেন। এই ভদ্রলোকটি কবিকে শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর মত আর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। আহারের পরে বাইরে বারান্দায় গিয়ে সকলে ব'স্‌লুম। দেখি যে, আরও কতকগুলি অভ্যাগত এসেছেন,—ভারতীয়দের প্রধান ব্যক্তিরা, আর অন্য ডচ্ আর যবদ্বীপীয় লোক। আহারের পরে যোগদানের জন্য এঁরা নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। মিস্টার ক্রস্‌বি একটি অতি সুন্দর আর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে, কবির রচনা তাঁর জীবনকে কতটা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রেছে আর তাঁকে কতটা অপরিসীম আনন্দ দান ক'রেছে সে কথা ব'লে, তাঁকে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'র্‌লেন। তাঁর ক্ষুদ্র বক্তৃতার আবেগময়ী ভাষা আর তার হার্দিকতা আমাদের সকলেরই খুব মনোজ্ঞ হ'য়েছিল। তারপর ডাক্তার হার্ডেমান ব'ল্‌লেন, তার পরে কবিকে সংক্ষেপে উত্তর-স্বরূপে দু-চার কথা ব'ল্‌তে হ'ল। ক্রস্‌বি-সাহেবের আগ্রহে কবিকে কিছু পাঠ ক'র্‌তে হ'ল—তিনি তাঁর যবদ্বীপের উপর লেখা কবিতাটির ইংরিজি অনুবাদ The Indian Pilgrim to Java পাঠ ক'র্‌লেন। Volkslectuur অর্থাৎ 'জন-সাধারণের পাঠ' ব'লে (ফরাসীতে এর নাম-করণ ক'রেছে Service pour la Littérature populaire অর্থাৎ 'জন-সাধারণের জন্য সাহিত্য প্রচার-বিভাগ') ডচ্ সরকার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রেছেন—উদ্দেশ্য, দেশীর ভাষায় শস্তায় সৎসাহিত্য-প্রচার করা, লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষা আর মানসিক উৎকর্ষের পরিপোষক পত্র-পত্রিকা দেশ-ভাষায় প্রকাশ করা, আর এই-সব উপায়ে এদেশের জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করা। এই প্রতিষ্ঠানের মাইনে-করা লেখক আর অনুবাদক আছে, চিত্রকর আছে, মস্ত ছাপাখানা আছে; এর কার্য্যালয়টিকে মালাই ভাষায় বলে Balai Poestaka 'বালাই পুস্তাকা' অর্থাৎ 'পুস্তকের আগার'; মালাই, যবদ্বীপীয়, সুন্দা, মাদুরা আর বলিদ্বীপীয় প্রভৃতি ভাষায় এখান থেকে বহু বহু পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। এই

প্রতিষ্ঠানটির কর্মসচিব মহাশয়-ও এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে এর সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গেল ;—ঠিক হ'ল, কাল আমরা 'বালাই পুস্তাকা' দেখতে যাবো। এই রকম সৎপ্রসঙ্গে রাত্রির অনেকটা কাটিয়ে', বারোটায় হোটেলে ফেরা গেল। হোটেলে এসে এত রাত্রেই জিনিস-পত্র গুছিয়ে' ফেলা গেল, কারণ কালই আমাদের জাহাজে ক'রে সরাসরি বলিদ্বীপ যাত্রা ক'র্তে হবে।

মঙ্গলবার, ২৩এ আগস্ট ১৯২৭

আজ বিকাল চারটায় আমাদের বলিদ্বীপ যাবার জাহাজ ছাড়্বে। সকাল আর দুপুরটুকুনের মধ্যে এ যাত্রায় বাতাবিয়ার যতটা পারি দেখে নিতে হবে। জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা তৈরী হ'য়ে আছে, সে দিকে আর কিছু ঝঞ্চাট নেই। প্রাতরাশের পরে বাকে আমায় নিয়ে গেলেন 'বালাই পুস্তাকা'র বাড়িতে। কাল রাত্রে এখানকার ম্যানেজার যাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল, তিনি আমাদের স্বাগত ক'র্লেন, আর তারপর সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে' সব দেখালেন। সৎশিক্ষা আর সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য ডচেরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে অবলম্বন ক'রে যা ক'রেছে, তার জন্য এদের উদ্দেশে প্রাণ খোলা প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। মালাই আর অন্য ভাষায় এরা একটি বিরাট্ সাহিত্য গ'ড়ে তুল্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে এই-সব ভাষার প্রাচীন সাহিত্যেরও মুদ্রণ ক'রে সংরক্ষণ আর প্রচারও ক'র্ছে। মালাই ভাষার বই সাধারণতঃ এই 'বালাই পুস্তাকা' থেকে রোমান হরফেই ছাপা হ'য়ে বা'র হয় ; আর যবদ্বীপীয় ভাষা, হয় যবদ্বীপীয় অক্ষরে, নয় রোমান অক্ষরেই ছাপে। ম্যাপ, প্রাচীন ছবি, ঐতিহাসিক চিত্র, ছেলেদের জন্য নানা সচিত্র গল্পের আর জ্ঞান-বর্ধনের অন্য বই-ও ছাপানো হ'চ্ছে। নানা ইউরোপীয় ভাষা থেকে সৎসাহিত্যের বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হ'চ্ছে ; এক তর্জমা বিভাগ ব'সে গিয়েছে, সেখানে এই কাজ হ'চ্ছে। আবার উচ্চ শ্রেণীর গবেষণাত্মক বই—ডচে, বা দেশ-ভাষায়—বিজ্ঞান, প্রাচীন বিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে, তাও প্রকাশিত হ'চ্ছে। যবদ্বীপের ছায়াবাজির পুতুল-নাচের মধ্য দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন ইতিহাসের গল্প নিয়ে এক রকম অভিনয়—Wajang Poerwa 'ওআইআঙ্ পূর্ব' এর নাম—এটি হ'চ্ছে যবদ্বীপের সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ, জিনিসটি খুব-ই লোকপ্রিয়—এই

নাট্টাভিনয় সম্বন্ধে সচিত্র রঙীন আর এক-রঙা ছবিতে ভরা যে বিরাট্ পুস্তক ডচ্ ভাষায় Kats কাট্‌স্-সাহেব লিখেছেন—সেই বই 'বালাই পুস্তাকা' থেকে বেরিয়েছে। যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতির জ্ঞানকেও সাধারণ্যে সুলভ ক'রে দেবার চেষ্টাও এখান থেকে হ'চ্ছে। প্রাম্বানান্ আর পানাতারান্ এই দুই জায়গায় প্রাচীন মন্দিরের গায়ে পাথরের উপরে রামায়ণের ছবি উৎকীর্ণ আছে; এই-সব ছবি দামী photogravure ফোটোগ্রাভিওর পদ্ধতিতে ছাপিয়ে' এক খণ্ডে প্রকাশ ক'রেছে, যবদ্বীপীয় ভাষায়, রোমান অক্ষরে, টিপ্পনী সমেত; সঙ্গে-সঙ্গে আর দুই খণ্ডে ঐ ভাষায় রামায়ণের আলোচনা আছে, বাল্মীকির রামায়ণের মূল আখ্যান, প্রাচীন যবদ্বীপে এই রাম-কথা যে-রূপ গ্রহণ ক'রেছে তার আলোচনা, আর যবদ্বীপে সব-চেয়ে বেশী প্রচলিত এদের ভাষায় লেখা কবিতাময় প্রাচীন রামায়ণ একখানি —সঙ্গে-সঙ্গে Wajang-এর পুতুলের ঢঙে আঁকা ছবি; এই তিন খণ্ড বই প'ড়ে বা দেখে, যবদ্বীপে রাম-কাহিনীর সম্বন্ধে মোটামুটি খবর নেবার পক্ষে, আর যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পে রামায়ণ-কথা কী ভাবে চিত্রিত হ'য়েছে তা বোঝ্‌বার পক্ষে সহজ হয়—সমস্ত বইখানি রোমান অক্ষরে ছাপা ব'লে ভারি সুবিধা। বড়ো আকারের তিন খণ্ডে এই উপযোগী বই, সুন্দর কাগজ আর ছাপা, অনেক ছবি—টাকা তিনেকের মধ্যে বিক্রী ক'র্‌ছে। যবদ্বীপের রাজপরিবারের কুমারী মেয়েরা প্রাচীন হিন্দু আমল থেকেই এক অপূর্ব সুন্দর নৃত্য-কলার চর্চা ক'রে আস্‌ছেন, Tyra de Kleen তিরা ডে-ক্লেন্ নামে এক সুইডেন-দেশীয়া মহিলা এই নাচের চমৎকার কতকগুলি রঙীন ছবি আঁকেন, এই ছবিগুলি ডচ্ আর ইংরেজি ভূমিকার সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়েছে। ছোটো-বড়ো জড়িয়ে' প্রায় আট-ন' শ' বই, একুনে প্রায় চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা, এই-সব ভাষায় এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে। Sri-Poestaka 'শ্রী-পুস্তক' নামে রোমান-মালাইয়ে আর যবদ্বীপীয় ভাষায় দু'খানি সচিত্র মাসিক পত্র এখান থেকে বা'র হয়, আর এই দুই ভাষায় Pandji-Poestaka 'পঞ্জী-পুস্তক' অর্থাৎ 'পুস্তক-কেতন' নামে সাপ্তাহিক কাগজও একখানি প্রকাশিত হয়। দ্বীপময়-ভারতে চারিদিকে 'বালাই পুস্তাকা'র বই খুব প্রচার লাভ ক'রেছে। ডচেরা এ দেশে উচ্চ-শিক্ষার জন্ত বেশী কিছু করেনি, কিন্তু গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইস্কুল খুলেছে অনেক; এই-সব ইস্কুলের মারফতে বইয়ের প্রচার হয়; ইস্কুলের সংশ্লিষ্ট ছোটো-

ছোটো পুস্তকালয় প্রায় সর্বত্রই আছে ; এই রকম পুস্তকালয় সারা দ্বীপময়-ভারতে আড়াই হাজারের উপর হ'য়েছে, এক-একটি পুস্তকালয় ২৫ থেকে ৩০০।৪০০ পর্য্যস্ত বই নিয়ে—এই সব পুস্তকাগারকে মালাই ভাষায় Taman Poestaka অর্থাৎ 'পুস্তকের উদ্যান' বলে ; পনেরো দিনের জন্য এক-আধ আনা দিয়ে এই সব লাইব্রেরি থেকে গ্রামের লোকেরা বই নিয়ে প'ড়্‌তে পারে। ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত, প্রায় দেড দুই লাখ বই বিক্রী হ'য়েছে, আর দু'লাখের উপর লোকে এই সব লাইব্রেরি থেকে ষোলো সতেরো লাখ বই নিয়ে প'ড়েছে। এই সবের ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তলা থেকে আস্তে-আস্তে এদেশে শিক্ষা বেড়ে যাচ্ছে ; আর, সমগ্র দ্বীপময়-ভারতকে মালাই-ভাষার সূত্রে আস্তে-আস্তে এক ক'রে ফেল্‌তে সাহায্য করা হ'চ্ছে। 'বালাই পুস্তাকা'-র বই, আর এই সব গেঁয়ো লাইব্রেরির কল্যাণে, সুদূর Timor তিমোর দ্বীপের জেলের ছেলে, আর সুমাত্রার পাহাড়ের বর্বর বাতাক্ জা'তের ছেলে, অথবা সেলেবেস বা বোর্নিও দ্বীপের জঙ্গলী জা'তের ছেলে, desa 'দেসা' বা পল্লীর ইস্কুলে গিয়ে রোমান অক্ষরে মালাই প'ড়্‌তে শিখে,—Kipling-এর Jungle Book, Jules Verne-এর উপন্যাস 'আশী দিনে পৃথিবী-পরিক্রমণ,' Ballantyne-এর Coral Island, Marryat-এর Peter Simple, Alexandre Dumas-এর Monte Cristo, F. W. Bain-এর Digit of the Moon, আর সংস্কৃত মহাভারত থেকে ডচ্ অনুবাদের মারফৎ অনূদিত সাবিত্রী-চরিত, এই-সব বিদেশী সাহিত্য, আর তা-ছাড়া প্রাচীন মালাই, যবদ্বীপীয় আর অন্য ইন্দোনেসীয় ভাষার সাহিত্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, কৃষির উন্নতি, আর অন্য সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান আর আলোচনা নিয়ে নানা বই—ঘরে ব'সে পড়্‌বার সুযোগ পাচ্ছে। দ্বীপময়-ভারতের যে-যে অংশে ভারতীয় সভ্যতা ভালো ক'রে প্রবেশ ক'র্‌তে পারেনি, সেই-সেই অংশ এখন আর বর্বরের দেশ থাক্‌ছে না। এই কাজ দেখে, ডচ্ জা'তের মানসিক-উৎকর্ষ-কামিতা যতটা উপলব্ধি করা গেল, আর কিছুতে ততটা নয়।

'বালাই পুস্তাকা'র প্রকাশিত বইয়ের মুদ্রিত তালিকা কতকগুলি নিয়ে, 'পুনর্দর্শনায়' ব'লে, এবারের মতো বিদায় নেওয়া গেল। তার পরে ডাক্তার বস্-এর আপিসে এলুম। মালাই-দেশে Sungei-Siput সুঙেই-সিপুৎ-এ যে তামার বিষ্ণু-মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, যেটি তমিল চেট্টি বীরস্বামী আমাদের দেখান,

তার ছবি বস্-সাহেবকে দেখালুম, এই তাম্রমূর্তির কথায় যবদ্বীপের তাম্র আর পিত্তল-মূর্তির শিল্প নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা হ'ল। তাঁর দপ্তরে যবদ্বীপের প্রাচীন শিল্পের আলোক-চিত্র কিছুক্ষণ ধ'রে দেখে,—কাছেই মিউজিয়ম্-বাড়ি, সেখানে ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে এলুম। মিউজিয়মের মধ্যেই যবদ্বীপের প্রাচ্য-বিদ্যা আর বিজ্ঞান আলোচনার জন্য Koninklijk Genootschap van Kunst en Wetenschappen অর্থাৎ 'রাজকীয়-কলা-বিজ্ঞান-পরিষৎ'-টি প্রতিষ্ঠিত। এটি আমাদের Asiatic Society of Bengal-এর অনুরূপ পরিষৎ; আর পৃথিবীর মধ্যে এই ধরনের যত প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির মধ্যে এটি সব-চেয়ে প্রাচীন। ১৭৮৪ সালে Sir William Jones স্যর্ উইলিয়ম জোন্স্-এর চেষ্টায় ক'ল্‌কাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এই এশিয়াটিক সোসাইটির পরে ইংলাণ্ডে ফ্রান্সে আর ইউরোপের অন্যত্র প্রাচ্য সভ্যতা আর ইতিহাস আলোচনার জন্য নানা পরিষদের উদ্ভব হয়। ভারতে ইংরেজদের হাতে এ রকম কাজ আরম্ভ হবার ছ' বছর পূর্বেই, ডচেরা বাতাবিয়ায় এই পরিষৎটি স্থাপন ক'রেছিল—১৭৭৮ সালে। মিউজিয়মের মধ্যেই এই পরিষদের আপিস, পুস্তকালয়, সভা-গৃহ। দ্বীপময়-ভারতের ভাষা ইতিহাস সাহিত্য সমাজ-তত্ত্ব আর নৈসর্গিক জগৎ নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা করবার জন্য খুব বড়ো পুস্তকালয় আর সংগ্রহশালা এই পরিষদের সঙ্গে বিদ্যমান। এখানকার পুস্তকাধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, আর এদেশের নৃতত্ত্ব আর সমাজ-তত্ত্বের সম্বন্ধে একজন মস্ত একপত্রী পণ্ডিত অধ্যাপক Schrieke স্‌খ্রীকে-র সঙ্গে আলাপ হ'ল। ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে তার পরে মিউজিয়মটা একটু ঘুরে আসা গেল। ইতিমধ্যে ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু মিউজিয়মে এসে গিয়েছেন, আর তাঁরা প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তির সংগ্রহের ঘরে সেখানকার ভাস্কর্য্যের নিদর্শনের মধ্যে এক সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খোলা পেয়ে, খাতা বা'র ক'রে পেন্সিলে স্কেচ্ ক'র্‌তে লেগে গিয়েছেন। ডাক্তার বস্ আমায় পিত্তল আর তামার মূর্তির ঘরে আগে নিয়ে গেলেন। প্রাচীন যবদ্বীপের শিল্পের এদিক্‌টা আমার প্রায় কিছুই জানা ছিল না, এখানকার সংগ্রহে সুন্দর-সুন্দর মূর্তি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলুম। নানা বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব মূর্তি; বোর্নিও-দ্বীপ থেকে প্রাপ্ত চমৎকার একটি দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্তি, প্রায় হাতখানেক লম্বা হবে; অপূর্ব সুন্দর কতকগুলি দাঁড়ানো শিবের মূর্তি, আর বসা শিব-উমার

মূর্তি ;—রাক্ষস-মূর্তি ; পিতলের ঘণ্টা, তামার বড়ো-বড়ো নক্‌শা-কাটা থালা ; এ সব দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। ডাক্তার বস্ আমায় ব'লেছিলেন যে যবদ্বীপের এই-সব মূর্তির সঙ্গে বিহারের নালন্দায় প্রাপ্ত তামার আর পিতলের মূর্তির সাদৃশ্য আছে—আর এই সাদৃশ্যের কারণ, তাঁর মতে, যবদ্বীপের শিল্প ভারতের প্রভাবে জাত ব'লে ঘ'টেছে মনে না ক'রে, যবদ্বীপ থেকেই মাতৃভূমি ভারতে শিল্প-বিষয়ে প্রতি-প্রভাব গিয়েছে তাই এই সাদৃশ্য, এ রকমটাও মনে করা যেতে পারে। যবদ্বীপের ওলন্দাজ পণ্ডিত কারো-কারো একটা ধারণা দাঁড়িয়েছে যে, যবদ্বীপের হিন্দু আমলের সংস্কৃতি, তার বাস্তু-শিল্প ভাস্কর্য্য আর অন্য কলাকে অবলম্বন ক'রে যা দাঁড়িয়েছিল তা, বেশীর ভাগ-ই যবদ্বীপীয় লোকেদের নিজেদের চেষ্টার ফল, এর কৃতিত্ব বেশীর ভাগ ভারতের ব'লে তাঁরা মান্‌তে চান না। এ কথা কিন্তু বিনা বিচারে সহজে মেনে নেবার নয়। যা হোক, এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'য়েছে, বিচার চ'ল্‌ছে, শেষ কথা এখনও বহু দূরে,—এই তো সবে চর্চার আরম্ভ। একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিত, যিনি এতাবৎ এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, তিনি হ'চ্ছেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। পিতল আর তামার মূর্তির আর তৈজসের ঘরটি মোটামুটি সেরে, ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে মিউজিয়মের Schats kamer 'স্খাট্‌স্-কামের্' বা রত্ন-ভাণ্ডার দেখ্‌তে গেলুম। লোহার দরজা, লোহার কপাট আটা এই ঘর, দরজায় প্রহরী, এক সঙ্গে এক জনের বেশী ঢুক্‌তে বা বেরুতে পারে না। ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লুম, সোনা রূপোর জহরতের কাজে বড়ো-বড়ো আলমারি ভরা, পাঁচটা রাজকন্যার বিবাহের যৌতুক যেন সাজানো র'য়েছে। প্রাচীন সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপের সোনার কাজের প্রচুর নমুনা ; সব-চেয়ে বিস্ময়কর হ'চ্ছে, বলি-দ্বীপের সোনার কাজ। বিস্তর ক্রিস বা ছোরা আর ছোটো তলওয়ারের খাপ, সোনার নকাশী কাজ করা, হাতলগুলিতে সোনার রাক্ষস-মূর্তি, বলিদ্বীপের শিল্পের এ একটি বৈশিষ্ট্য-যুক্ত সৃষ্টি ; আর বলিদ্বীপের সোনা-রূপো-মোড়া মূর্তি, আর খাঁটি সোনার ভারী ভারী পাত্র—পানের বাটা, পান-পাত্র, থালা-বাটি। অপরূপ লতা-পাতা, হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি, রাক্ষস-মূর্তি, এই-সব সোনার পাত্রের গায়ে ক'রেছে। প্রাচীন যবদ্বীপের প্রচুর সোনার মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীয়—সীল-আঙ্‌টি—দেখ্‌লুম ; যবদ্বীপীয় অক্ষরে নাম খোদা র'য়েছে, বা পদ্মফুল, মাছ ইত্যাদি মাঙ্গল্যচিহ্ন, আর "শ্রী" শব্দটি প্রাচীন অক্ষরে লেখা র'য়েছে ; সোনার ছোটো একটি অঙ্গুলি-ত্রাণ

দেখ্‌লুম ; অতি সূক্ষ্ম কাজে সেটিতে পাহাড় গাছ-পালা হরিণ প্রভৃতি খোঁদাই করা। এ-ছাড়া রূপার আর সোনার নানা দেব-দেবীর মূর্তি আছে।

এই ঘরটি বেশ ক'রে দেখে যখন বেরুলুম, তখন দেখি অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে ; শীঘ্র-শীঘ্র হোটেলে ফির্‌তে হবে, খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌তে হবে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। তাই তাড়াতাড়ি মিউজিয়মের অন্য অংশগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঘুরে এলুম। নীচের তলায় পাথরের ছোটো বড়ো মূর্তি সব এনে রেখেছে। এখানেই অনায়াসে দু'-তিন ঘণ্টা কাটানো যায়। এ যাত্রায় একবারের মতন খালি চোখ বুলিয়ে' নিলুম মাত্র, বলিদ্বীপ থেকে ফিরে ভালো ক'রে দেখ্‌বার জন্য রেখে দিলুম—এ-সব না দেখে যেতে বড়ো কষ্ট হ'ল। সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু ইতিমধ্যে তাঁদের স্কেচ্‌-বইয়ের বিস্তর পৃষ্ঠা পেন্সিলে আঁকা ছবিতে ভরিয়ে' ফেলেছেন। পাথরের মূর্তির ঘরে, ছবির সাহায্যে পূর্বেই পরিচিত কতকগুলি মূর্তি দেখ্‌লুম। মজ-পহিতের প্রথম রাজা কৃতরাজস জয়বর্ধনের মূর্তি, হরি-হর-রূপে কল্পিত—বিরাট্ ভাব-দ্যোতক অতিকায় আকারের মূর্তি—খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতকের ; এইটি, আর জয়বর্ধনের প্রধানা মহীষীর এরই অনুরূপ একটি মূর্তি, পার্বতী-রূপে কল্পিত,—এই দুইটি, পাথরের মূর্তির ঘরে প্রবেশ কর্‌বার দরজার দু'-ধারে দণ্ডায়মান, দেখে আগেই মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-বিস্ময়-জনিত আনন্দের উদয় হয়, পরে আমরা ঘরের ভিতরে যেতে পারি। ভিতরে অন্য বহু-বহু মূর্তির মধ্যে, তিনটি অতি গম্ভীর-ভাব-দ্যোতক দেবমূর্তি দেখে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না—মনে শুদ্ধ ভাব হয় এই তিনটি মূর্তি দেখে, দেব-দর্শনের উদ্দেশ্য যা, তাই। তিনটি মূর্তি হ'চ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিবের। মূর্তিগুলি মানুষের চেয়ে একটু বড়ো আকারের ; মধ্য-যবদ্বীপের Tjandi Banon চণ্ডী-বানোনের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এনে রেখে দিয়েছে, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্বেকার কাজ। চতুর্মুখ ব্রহ্মা আর শ্মশ্রুযুক্ত লম্বোদর শিব এখন আর সম্পূর্ণাঙ্গ নেই,—হাত আর হাঁটুর নীচের অংশ ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু আর সব অংশ এক রকম ঠিকই আছে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল। দ্বীপময় ভারতে শিবকে নির্বাণমন্ত্র-দাতা গুরু ব'লে কল্পনা করে, আর ভারতবর্ষ থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আনয়নকারী মহর্ষি অগস্ত্যকে শিবেরই অংশ বা অবতার ব'লে মনে করে ; তাই শিবের সাধারণ নাম "বটার' গুরু" (অর্থাৎ 'ভট্টারক গুরু'), আর শিবের এক সাধারণ রূপ হ'চ্ছে শ্মশ্রুযুক্ত

ব্রাহ্মণ বা ঋষির রূপ। বিষ্ণুমূর্তিটির হাত চারিটি ভেঙে গেলেও, মূর্তিটি প্রায় সম্পূর্ণ আছে; বিষ্ণুর পিছনে পাখাওয়ালা গরুড় র'য়েছে; অতি মনোহর এই মূর্তিটি—যবদ্বীপ যাত্রার কালে মাদ্রাজ মিউজিয়মে পল্লব যুগের যে বিষ্ণু-মূর্তিটি দেখে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলুম, সেটির কথা মনে হ'ল। দেবতাদের যাঁরা এমন বিরাট্ ক'রে দেখেছিলেন, তাঁদের ধ্যানকে আর দর্শনকে যাঁরা প্রাণহীন পাথরে মূর্ত ক'রে যেন জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন, কত বড়ো জা'তের লোক ছিলেন তাঁরা, আর কী গভীর ভক্তি আর ভাবশুদ্ধি-ই বা ছিল তাঁদের! এসব মূর্তি দেখে, সুদূর অতীত কালে যাঁরা ভারতের চিন্তা আর ভারতের আধ্যাত্মিকতার আধারের উপরে ভারতের দেব-মূর্তির সব মহনীয় কল্পনা ক'রে গিয়েছেন, উমা শিব বিষ্ণুর কল্পনা ক'রে যাঁরা বিশ্বমানবের কাছে এক চিরন্তন রহস্যময় অপার্থিব শাশ্বত-বস্তুর রসানুভূতির দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিয়ে গিয়েছেন,—যাঁরা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন শিল্পকলার উৎস আবিষ্কার ক'রে দিয়ে গিয়েছেন,—তাঁদেরই চিন্তা-ধারার উত্তরাধিকারী, আধুনিক যুগের ভারতীয় আমি, আমি তাঁদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ চিত্তে মনে-মনে বার-বার প্রণাম ক'র্‌লুম।

যবদ্বীপের কতকগুলি সুন্দর মহিষ-মর্দিনী মূর্তি র'য়েছে। ভারতের নানা অংশে মহিষ-মর্দিনী দুর্গা বা চামুণ্ডার যে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা আছে—যেমন মহাবলিপুরের পল্লব-শিল্পে, এলোরার চালুক্য শিল্পে, মৈসূরের হোয়সাল শিল্পে, আর আমাদের বাঙ্গালাদেশের পাল-যুগের শিল্পে আর তারই বিকারে জাত আধুনিক বাঙলার মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তিতে—যবদ্বীপের পরিকল্পনা এ-সব থেকে যেন অনেকটা আলাদা। প্রাচীন যুগের শিল্প ছাড়া, যবদ্বীপের মধ্য বা পরবর্তী হিন্দু যুগের ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন দেখ্‌লুম। এগুলির সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না, তাড়াতাড়ি দেখে গেলুম—কিন্তু এর এক নোতুন ধরনের সৌন্দর্য্য দেখা-মাত্রেই মনকে আকৃষ্ট ক'র্‌লে। এই শিল্প, মানুষের বোধের আর মানব-জগতের অতীত, কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত, সৌন্দর্য্য- আর মহিম-মণ্ডিত এক দেবলোকে সুধর্মা-সভায় বিহার ক'র্‌ছে না—সে উচ্চ কল্পনা, সে শান্ত ভাব, সে ধরনের মানসিক শক্তি আর নেই। কল্পনা এখন ধরণীর সুখ-দুঃখের মধ্যে নেমে এসেছে। তার উড্ডয়ন-শক্তি বা আধ্যাত্মিক দর্শন নেই; কিন্তু এ-সবের বদলে পেয়েছে ভূয়োদর্শন, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অলংকার-জ্ঞান,—

পেয়েছে একটা আদিম কালের শক্তি আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত-রস আর ভয়ানক-রস সম্বন্ধে একটা সচেতনতা। Sublime আর imaginative, classic আর noble থেকে শিল্পের ধারা পরিবর্তিত হ'য়েছে realistic আর decorative, Gothic আর grotesque-এ। যেখানে এই শেষোক্ত যুগের শিল্প realistic-এর দিকে ঝুঁকেছে, সেখানে কল্পনাকে একেবারে বর্জন করে নি—আর বিষয়-গৌরব বা বিষয়ের লঘুতাকে ভোলে নি, তাই যবদ্বীপের মধ্য-যুগের এই শিল্পে পুরুষের আর মেয়েদের প্রস্তরময় প্রতিকৃতি অতি সজীব আর সুন্দর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দু-তিনটি এই রকম মেয়ে আর পুরুষের মূর্তি আমার বড়োই চমৎকার লাগ্‌ল। সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবুর শিল্পীর চোখে সেগুলি এড়ায় নি, এঁরা তার স্কেচ নিয়েছেন। (পরে দেশে ফিরে আমি দু-চারটির ফোটোগ্রাফ আনিয়েছি)।—পাথরের ঘরগুলি তাড়াতাড়ি ঘুরে, দ্বীপময় ভারতের সভ্যতার অন্য নিদর্শন যাতে প্রচুর আছে, নৃতত্ত্ববিদ্যার উপযোগী জিনিসে ভরা অন্য বড়ো-বড়ো ঘরগুলির মধ্য দিয়ে একবার চ'লে গিয়ে, এবারের মতো মিউজিয়ম-দর্শন সাঙ্গ ক'রে আমরা হোটেলে ফিরলুম।

আহারাদির পরে, স্থানীয় ভারতীয়েরা কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলেন। বিশ্বভারতীর কথা, আর বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের কোন্ বাণী কবি প্রচার ক'র্‌তে চান্, আর বিদেশে এসে প্রবাসী ভারতীয়ের দায়িত্ব কী, এই-সব বিষয়ে তিনি এঁদের ব'ল্‌লেন। এঁরা সকলেই বিশ্বভারতীকে সাহায্য ক'র্‌তে স্বীকার ক'র্‌লেন ; ঠিক হ'ল, এঁরা এখানে যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত যত বই পার্‌বেন সংগ্রহ ক'রে বিশ্বভারতীর পুস্তকালয়ে উপহার দেবেন। তার জন্য টাকা তোল্‌বার বন্দোবস্ত এঁরা ক'র্‌বেন। সিন্ধী বণিকেরাই এই কার্য্যটি স্বীকার ক'রে নিলেন, কারণ এখানে এঁরাই সব-চেয়ে লক্ষ্মীমন্ত আর প্রতিষ্ঠাশালী। এই কাজে শ্রীযুক্ত মেথারাম আর শ্রীযুক্ত নবলরায় রূপচন্দ্ অগ্রণী হ'লেন।

তার পরে আমরা জাহাজ ধর্‌বার জন্য তান্‌জোঙ্-প্রিওক্-এ গেলুম। চারটেয় জাহাজ ছাড়্‌ল। অনেকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। এক ডচ্ পাদরি সস্ত্রীক এই জাহাজে চ'লেছেন ; দাড়ীওয়ালা, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, পাতলা একহারা চেহারার লোকটিকে দেখে খুব ভক্ত খ্রীষ্টান ব'লে মনে হ'ল, তবে যেন

মোটাবুদ্ধির লুথার-গুরুর মতের খ্রীষ্টান, বাইবেলের গণ্ডীর বাইরে যাবে না, বা তার বাইরেকার কিছু বুঝ্‌বে না। তাঁর দলের অনেকগুলি লোক এসেছিল, পাদরি আর তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিতে, ডচ্‌ মেয়ে আর পুরুষ, আর দু-চার জন যবদ্বীপীয়—এরা নীচে দাঁড়িয়ে' তার-স্বরে ডচ্‌ ভাষায় খ্রীষ্টান ধর্ম-সংগীত গাইতে লাগ্‌ল, আর জাহাজের উপর থেকে আমাদের পাদরি-মহাশয় খুব হাত নেড়ে যোগ দিতে লাগ্‌লেন—এক-একটা গান শেষ হয়, আর সকলে মিলে হিব্রু শব্দ Halleluja 'হাল্লেলুইয়া' ('ঈশ্বরের স্তব করো') উচ্চারণ ক'রে জয়ধ্বনি করে; পাদরি-ও শেষ মুহূর্তে যতক্ষণ পাবেন ধর্ম বিষয়ে এদের উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন—জাহাজ-ছাড়ার ব্যস্ততা, কাছে দূরে চেঁচামেচি আর আওয়াজ, এ সবে ভ্রূক্ষেপও ক'র্‌লেন না। শেষটায় যখন জাহাজ ধীরে-ধীরে ছাড়্‌ল, শেষ বার 'হাল্লেলুইয়া' চীৎকার হ'ল, তখন সব মিট্‌ল। বহু দিনের স্বপ্নের দেশ বলিদ্বীপের দিকে এইবার চ'ল্‌লুম ॥

॥ ৩ ॥

বলিদ্বীপের পথে

মঙ্গলবার, ২৩এ আগস্ট ১৯২৭

আমাদের এই জাহাজখানি আকারে ছোটো—K. P. M.-এর জাহাজ, এটি হলাণ্ডে যায় না, দ্বীপময়-ভারতের মধ্যেই ঘোরাঘুরি ক'রে থাকে। যে ইংরেজ কোম্পানির জাহাজে আমরা সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কা, আর পিনাঙ্ থেকে বেলাওয়ানে যাই, তাদের জাহাজগুলির চেয়ে K. P. M.-এর জাহাজ বেশ বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'ল। জাহাজের খালাসী খানসামা সব যবদ্বীপীয়। বেশী যাত্রী এই জাহাজটিতে নেই, তবে শুনলুম, সুরাবায়া শহরে অনেকগুলি যাত্রী উঠ্‌বে—বলিদ্বীপের যাত্রী কতকগুলি, আর বাকী সব অন্য-অন্য দ্বীপে যাবে। Semarang সেমারাঙ্ আর Soerabaja সুরাবায়া হ'য়ে, আমাদের বলিদ্বীপে নামিয়ে' দিয়ে, এই জাহাজ উত্তরে Celebes সেলেবেস্ আর বোর্নিও দ্বীপে যাবে।

আজকের বিকালটি বেশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের দ্বারা উদ্ভাসিত সাগরের উপর দিয়ে পূব মুখে আমাদের জাহাজ চ'লেছে। ডানদিকে দক্ষিণে যবদ্বীপের উপকূল, দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। একজন ওলন্দাজ সংবাদিক চ'লেছেন আমাদের সঙ্গে, বলি-দ্বীপের রাজঘরের দাহ আর শ্রাদ্ধ এইসব দেখ্‌তে, "মালায়া-ট্রিবিউন" প্রমুখ ইংরেজদের কাগজগুলিতে মালাই-দেশে কবিকে আক্রমণ ক'রে লিখ্‌লে কেন, সে বিষয়ে আমায় প্রশ্ন ক'র্‌লেন। যবদ্বীপীয়, ভারতীয়, আর ইউরোপীয় অন্যান্য জা'তের প্রজা যে-সব জা'ত,—তাদের ভালো দেখ্‌তে পারে না, তাদের চেপে রাখ্‌তে চায়, এমন একদল ওচ্, যবদ্বীপে আছে। রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপের-ই যেন এক রকম অতিথি, সভ্য জগতে তাঁর আসন কোথায় তাও এরা জানে, তাই এরা কিছু ব'ল্‌তে চায় না, কিন্তু "মালায়া-ট্রিবিউন"-শ্রেণীর পত্রিকার লেখা প'ড়ে, আর রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপে এলে যবদ্বীপের স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর তাঁর প্রভাব কি ভাবে প'ড়্‌বে তা চিন্তা ক'রে, এরা একটু ভীত হ'য়ে প'ড়েছে। আর "মালায়া-

ট্রিবিউন”-এর ইঙ্গিতে নাচ্‌তে আরম্ভ ক’র্‌বে, এ রকম একদল ডচ্‌ও আছে। তবে “মালায়া-ট্রিবিউন”-এর রবীন্দ্র-বিদ্বেষ, আর মালয়-দেশের ইংরেজ শাসকবর্গের ভদ্রতা—এই দু’টোর সামঞ্জস্য এরা ক’র্‌তে পার্‌ছিল না। বাকে অনুরোধে ব্যাপারটা কী হ’য়েছিল তা এই ডচ্‌ সংবাদিকটিকে আমি সবিস্তারে ব’ল্‌লুম। এ সম্বন্ধে ইনি লিখ্‌বেন ব’ল্‌লেন।—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডচ্‌ সাম্রাজ্যবাদীর দল কিছু লেখে-টেখে নি, যদিও দুই এক জায়গায় তিনি সাধারণ-ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর ইউরোপের হাতে নানা দিক্‌ দি এশিয়ার লাঞ্ছনার কথা ডচ্‌ শ্রোতাদের সামনেই ব’লেছিলেন।

সন্ধ্যায় ব’সে কবির সঙ্গে অনেক কথা হ’ল। ভারতবর্ষের আভ্যন্তর অবস্থার শোচনীয়তা, তার নানা জাতির আর নানা ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরিবর্ধমান অনৈক্য, তার অর্থনৈতিক অবনতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক অবনতি দ্রুত বৃদ্ধি, স্বরাজ-অর্জন বিষয়ে ভারতের উত্তরোত্তর শক্তিহীনতা—দেশে এই-সব নৈরাশ্য-জনক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হ’ল। যেখানে আমাদের শক্তির অভাব, সেখানে কিসে অভাবাত্মক কারণগুলিকে দূর ক’রে শক্তির বৃদ্ধি কর যায় তার চিন্তা না ক’রে, সেই কাজ ক’র্‌তে কোমর বেঁধে লেগে না গিয়ে আমরা সে সম্বন্ধে চোখ বুজেই র’য়েছি, বড়ো-বড়ো কথার মোহে নিজেদে ভুলিয়ে’ রাখ্‌ছি। দেশের সাম্‌নে আমাদের ভিতরকার গলদের সম্বন্ধে সত্য কথ স্পষ্ট ক’রে বলার দরকার হ’য়েছে।

বুধবার, ২৪এ আগস্ট ১৯২

আজ সকাল সাড়ে-আট্‌টায় সেমারাঙ্‌ বন্দরের সাম্‌নে জাহাজ ভিড়্‌ল এখানে শহরের ধারে জল গভীর নয়, ডাঙা পর্য্যন্ত জাহাজের পৌছনো কঠি তাই অনেকটা দূরে নঙ্গর ক’র্‌লে। সেমারাঙ্‌ একটি বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র, দে লাখের উপর এর অধিবাসী, কিন্তু সেমারাঙ্‌-এ যবদ্বীপীয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠি দুই-একটি ইস্কুল ছাড়া বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস কিছু নেই। আমরা নাম্‌লুম না কতকগুলি ডচ্‌ সজ্জনের সঙ্গে ব’সে-ব’সে দুপুর বেলাটা নানা আলোচনা কাটিয়ে’ দিলুম। কবিও মাঝে-মাঝে তাতে যোগ দিলেন। ডাঙার ধা থেকেই জাহাজের একটু বেশ দুলুনি আরম্ভ হ’ল, সমুদ্র বেশ একটু চঞ্চ যদিও হাওয়া এমন বিশেষ কিছু নেই। একটি ডচ্‌ ইস্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলে

ুটে-খাটো মানুষটি, কথাবার্তায় যবদ্বীপীয়দের প্রতি এঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি র সৌহার্দ্যের পরিচয় পাওয়া গেল। Official Tourist Bureau-র যুক্ত P. J. Van Baarda ফান্-বার্দা-মহাশয় চ'লেছেন এই জাহাজে, ইনি ষ্ঠীক বলিদ্বীপে যাচ্ছেন, এঁর কাছ থেকে নানা খুঁটিনাটি খবর পেলুম। লিদ্বীপে যে-সমস্ত ঘটা হবে, তার চলচ্চিত্র নেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে, কতকগুলি মেরিকান ফিল্‌ম্-ওয়ালাও বলিদ্বীপে জুটছে। বলিদ্বীপের উপর খান-দুই লো বই ছিল, এঁর কাছ থেকে নিয়ে সেগুলি একটু দেখা গেল। ডচ্ রকর W. O. J. Nieuwenkamp নিউএন্‌কাম্প্-এর আঁকা ছবিতে ভরা লিদ্বীপের অধিবাসী আর তাদের জীবনের সম্বন্ধে একখানি চমৎকার বড়ো বই ছে—Zwerftochten op Bali—সেখানির সঙ্গে পরিচয় হ'ল। উএন্‌কাম্প্-এর চোখ আছে, যা দেখ্‌বার তা তাঁর চোখকে এড়াতে পারে , আর তাঁর হাতও আছে, তাঁর চিত্রাঙ্কন-রীতি সম্পূর্ণ-রূপে তাঁর নিজস্ব, এই িতির একটি বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। ইনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন, মথুরা াশী আগরা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন, আর উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারতের াস্থ-শিল্পের বন্দনা ক'রে গিয়েছেন তাঁর আঁকা ছবিতে।

২৫এ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

কালকের দিনটি যেমন চুপ-চাপ শান্তির সঙ্গে জাহাজে কেটেছে, আজ তার ্টো, প্রায় সমস্ত দিন ধ'রে খুব ঘোরাঘুরি করা, অনেক কিছু দেখা, অনেক াকের সঙ্গে মেশা। সকাল সাড়ে-সাতটায় সুরাবায়ায় Tanjong Perak ন্‌জোঙ্-পেরাক্-এর জেটিতে আমাদের জাহাজ পৌছুল'। সুরাবায়া পূর্ব-দ্বীপের সব-চেয়ে বড়ো শহর, যবদ্বীপের ব্যবসায়ের প্রধানতম কেন্দ্র—দ্বীপের চিনি রপ্তানি হয় এই বন্দর থেকে ; এর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দু । নানা দেশ থেকে ব্যবসা উপলক্ষে এখানে নানা জা'তের লোক সছে। চীনা আছে, আরমানী আর বগ্‌দাদী যিহুদী আছে, আর রতীয়দের মধ্যে আছে গুজরাটী খোজা, পাঞ্জাবী মুসলমান আর হিন্দু, আর ন্ধী। তমিল চেট্টি বা অন্য শ্রেণীর লোক নেই। গুজরাটী আর পাঞ্জাবীরা ব্যবসা করে—যবদ্বীপ থেকে চিনি ভারতে চালান দেয় ; আর সিন্ধীদের গমের কাপড় আর curio বা মণিহারী জিনিস আর গালিচার দোকান

আছে অনেকগুলি। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জেটিতে যথারীতি ভীড় হ'য়েছিল। ভারতীয় অনেকে এসেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে মদনলাল ঝাম্ব্ (Jhamb) নামে একটি যুবক ছিলেন, ইনি এক পাঞ্জাবী চিনির-মহাজনের আড়তের ম্যানেজার। ডেরা-ইস্মাইল্-খাঁ-তে এঁর বাড়ি, জাতিতে খত্রী অরোড়া, অতি সুপুরুষ, বুদ্ধিশ্রী-মণ্ডিত চেহারা, লেখা-পড়া জানা, কলেজে ইংরিজি-হিন্দী-সংস্কৃত-পড়া যুবক, উচ্চ শিক্ষা আর নানা সদ্গুণে আর যোগ্যতায় এখানকার ভারতীয়দের সহজ নেতা ব'লে এঁকে মনে হ'ল। জাহাজের সিঁড়ি লাগানো হ'তেই এঁরা উপরে এলেন, ঘন ঘন—'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি আর 'ডক্টর রবীন্দ্রনাথ টেগোর কী জয়', 'মহাৎমা গান্ধী জী কী জয়' ধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে কবিকে মাল্য-দান করা হ'ল, সকলকে ফুলের তোড়া বিতরণ করা হ'ল, আর পুষ্প-বর্ষণ করা হ'ল। এঁদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করা হ'ল। আজকে বিকালেই জাহাজ বলিদ্বীপের জন্য যাত্রা ক'র্বে। আমরা বলিদ্বীপ দেখে যখন ফিরে আস্বো, তখন এই সুরাবায়াতে তিন-চার দিন থাক্বো। তখন আমরা এখানকার একজন অভিজাত যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর অতিথি হবো। ইনি আগে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সুরাকর্তা শহরে। কী কারণে ডচেদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে, উনি নাকি সেই রাজপদ পরিত্যাগ ক'রেছেন। সেই রাজপদের উপাধি হ'চ্ছে Mangkoenogoro 'মঙ্কুনগর' অর্থাৎ 'নগর বা দেশ-পাল' (যবদ্বীপীয় ভাষায় 'মঙ্কু' অর্থে 'ক্রোড়', 'মঙ্কু-নগর' কিনা 'যার কোলে নগর আছে, যিনি নগর বা দেশকে পালন করেন')। ইনি ছিলেন Mangkoenogoro VI ; এঁরই এক জ্ঞাতি এখন রাজপদ পেয়েছেন—তাঁর পদবী হ'চ্ছে Mangkoenogoro VII. এই Ex-Mangkoenogoro মহাশয়ের ছেলে এলেন, কবিকে স্বাগত ক'র্তে ; ইনি একজন প্রিয়দর্শন যুবক, ইংরেজি জানেন, কাজেই আলাপ বেশ জ'ম্ল। ভারতীয়েরা কবির অভ্যর্থনার যেরূপ ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, সেই অনুসারে ঠিক হ'ল যে, কবি আপাততঃ জাহাজেই থাক্বেন, পরে এগারোটায় বাকের সঙ্গে বেরিয়ে' সুরাবায়া জেলার ডচ্ রেসিডেন্ট্ বা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'র্তে যাবেন। তারপরে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আস্বেন। বাকের এক ভাই সুরাবায়াতে থাকেন, সরকারী কর্মচারী, সকালে কবিকে স্বাগত ক'র্তে এসেছিলেন, বাকে তারপরে কবিকে তাঁর এই ভাইয়ের বাড়িতে নিয়ে যাবেন

একটু বিশ্রাম ক'র্‌তে। Hotel Oranje হোটেল ওরান্‌য়ে-তে ভারতীয়েরা বেলা সাড়ে-বারোটার কবির জন্য মাধ্যাহ্নিক আহারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাতে কতকগুলি প্রধান ভারতীয় আর অন্য লোকে আস্‌বেন, কবির সঙ্গে সকলকার পরিচয় করানো হবে। ভারতীয়দের দ্বারা এইরূপে আপ্যায়ন হ'লে পরে তিনি জাহাজে ফির্‌বেন। কবির সঙ্গে সুরেন-বাবু আর বাকে রইলেন। ধীরেনবাবু আর আমি সিন্ধীদের সঙ্গে বা'র হ'লুম, শহরটা একটু দেখ্‌বার জন্য। শ্রীযুক্ত ভী, লোকুমল ব'লে একজন বর্ধিষ্ণু সিন্ধী বণিক্ তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে চ'ল্‌লেন। পথে কতকগুলি পাঞ্জাবী মুসলমান আর গুজরাটী খোজার সঙ্গে দেখা হ'ল। (গুজরাটী খোজাদের পোষাকটা কিছুতেই আমার চোখে ভালো লাগ্‌ল না।) শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকান শহরের ব্যবসায়ের কেন্দ্রের মধ্যে। মোটরে আস্‌তে-আস্‌তে শ্রীযুক্ত লোকুমল বলিদ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের সামান্য কিছু খবর দিলেন। ওই দ্বীপে তাঁর দোকানের একটি শাখা খোলা যায় কিনা সে বিষয়ে খোঁজ ক'র্‌তে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও দেশে ইউরোপীয় আর আমেরিকান যাত্রী বেশী যাওয়া-আসা ক'র্‌ছে না, আপাততঃ সেদিকে বিশেষ কিছু সুবিধার না দেখে তিনি ফিরে আসেন। তবে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে আর সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে খুব বিশেষ কিছু জানেন না। এ অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের কথা তাঁকে কিছু-কিছু ব'ল্‌লুম। বলিদ্বীপের ভারতীয় সভ্যতা আর সেখানকার লোকেদের অবস্থা আমরা চর্চা ক'র্‌তে এসেছি শুনে তিনি বিশেষ প্রীত হ'লেন। আমার সঙ্গে কতকগুলি শাস্ত্র-গ্রন্থ—সংস্কৃত আর ইংরেজি বই আছে, আর পূজার উপকরণও সব নিয়ে যাচ্ছি, ভারতে প্রচলিত পূজার রীতি বলিদ্বীপের 'পেদণ্ড' বা পুরোহিতদের দেখাবো ব'লে;—এ-সব শুনে, ভারত আর বলিদ্বীপের ধর্ম আর সংস্কৃতির পুরাতন যোগ আবার হয়-তো আমাদের বলি-ভ্রমণের ফলে সুদৃঢ় হবে, এই আশা ক'রে, তিনি বিশেষ হর্ষ প্রকাশ ক'র্‌লেন। এই কাজে আমাদের সামান্য কিছু সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌লে তিনি কৃতার্থ হবেন, বার-বার আমাদের এই কথা ব'ল্‌লেন। আমি তাঁকে ব'ল্‌লুম, ডচ্ ভাষায় লেখা হিন্দু সভ্যতা আর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বই সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌লে হ'ত, গীতার ডচ্ অনুবাদ হ'য়েছে, অন্ততঃ তার দুই-একখানা হ'লে বেশ হ'ত। এই কথা শুনে তিনি একেবারে সুরাবায়ার সব-চেয়ে বড়ো বইয়ের দোকানে আমাদের নিয়ে

হাজির ক'র্‌লেন, আর ব'ল্‌লেন, যে রকম বই আমি চাই তা যদি ঐ দোকানে থাকে, তা হ'লে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কিনে দেবেন। দোকানে ডচ্‌ ভাষায় ভগবদ্‌গীতা তিনখানা পাওয়া গেল, থিওসফিস্টদের প্রকাশিত হিন্দু ধর্ম আর দর্শন বিষয়ে শ্রীযুক্তা আনী বেসান্টের খান কতক বই পেলুম, রবীন্দ্রনাথের গুটিকতক গদ্য গল্পের ডচ্‌ অনুবাদ, আর যবদ্বীপীয় লেখক Noto-soeroto নত-সুরত (নাথ-সুরথ) কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে লেখা বই,—এইগুলি মিল্‌ল, প্রায় টাকা ত্রিশেকের বই হবে—শ্রীযুক্ত লোকুমল আমায় কিনে দিলেন। আমি সানন্দে তাঁর এই দান গ্রহণ ক'র্‌লুম, পরে বলিদ্বীপে এই বইগুলি বিশেষ কাজে লেগেছিল, ডচ্‌ প'ড়্‌তে পারেন বলিদ্বীপের এমন দুই-চার জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমি গীতার অনুবাদ আর অন্য বই দিই,—আর 'সুরাবায়ার ভারতীয় বণিক্‌ শ্রীযুক্ত ভী লোকুমলের উপহার', ইংরেজিতে এই কথাটি বইগুলির ভিতরে লিখে দিই।

তারপরে আর্মানী ফটোগ্রাফার Kurkdjian কুর্কজিয়ানের দোকানে গিয়ে যবদ্বীপের কিছু ছবি কেনা গেল, কিছু অর্ডারও দেওয়া গেল। তখন শ্রীযুক্ত লোকুমল তাঁর দোকানে নিয়ে এলেন। আশে-পাশে আরও দু-পাঁচটা সিন্ধীদের দোকান। এঁরা জাপান থেকে রেশমের কাপড় আনিয়ে' পাইকেরি আর খুচরা বিক্রী করেন। এইটাই এঁদের বড়ো ব্যাপার। তা ছাড়া, নানা রকমের জাপানী, চীনা, যবদ্বীপীয়, সিয়ামী, বর্মী, ভারতীয়, সিরীয়, মিসরীয় curio, কাপড়-চোপড়, গাল্‌চে—এ সব আছে। মোটের উপর, এঁদের ব্যবসা ভালোই চ'ল্‌ছে।—সিন্ধীদের আরও পাঁচজন, এসে জ'ম্‌লেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা, ভারতের সেবায় তাঁর কার্য্য, জগতের সাহিত্যে তাঁর স্থান—এ-সব বিষয়ে জিজ্ঞাসু সিন্ধীদের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে হ'ল। এঁরা উচ্চ-শিক্ষিত ডচেদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছেন, অথচ তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানেন না, তাই লজ্জিত। সিন্ধীরা কেমন-ভাবে ব্যবসা করেন, কী রকম জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকান দেখে এই প্রথম তার একটু ধারণা করা গেল। দোকান একটি মস্ত বাড়ি নিয়ে। নীচের তলায় সাম্‌নে দোকান-ঘর—এখানে খ'দ্দেরের জন্য জিনিস-পত্র সাজিয়ে' রাখা হ'য়েছে। নীচের তলায়, বাড়ির ভিতরে, গুদামঘর, রান্নাঘর। সিন্ধী ১০।১২ জন কর্মচারী যারা আছে তাদের

আর মালিক বা ম্যানেজারের থাকবার ঘর দোতলায়। একটি মস্ত হল জুড়ে' এদের কর্মচারীদের শোবার ব্যবস্থা। এরই মধ্যে কাঠের আড়াল দিয়ে ঘিরে একটি ছোটো ঠাকুর-ঘর ক'রে নিয়েছে। লোকুমল তাঁর ঠাকুর-ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন—কাঠের পাটাতনের দেয়ালের উপরে নানা ঠাকুর-দেবতার রঙীন ছবি—ক'ল্‌কাতাই আর বোম্বাইয়ে' ছবি, আর সেকেলে' হাতে আঁকা রাজপুত পদ্ধতির ছবি দু-একখানি; মূর্তি নেই, তবে শিখদের বিরাট্ এক গ্রন্থ-সাহেব খোলা র'য়েছে, রোজ সকাল-সন্ধ্যা একটু ক'রে তা থেকে পড়া হয়; আর ছোটো-খাটো দু-চারখানা অন্য ধর্ম-গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে হিন্দী আর সংস্কৃত গীতাও দেখ্‌লুম। ব্যবসার হিসাব-কেতাবের অন্তরালেও যে এই ধর্মের জন্য একটু চিন্তা, এটি বেশ লাগ্‌ল। এমনি ক'রে সুদূর-প্রবাসী ভারত-সন্তান তার ধর্মের মধ্য দিয়ে নিজ জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটু যোগ বজায় রাখ্‌বার জন্য এই আকুল উদ্বেগ দেখাচ্ছে। গীতা, গ্রন্থ-সাহেব—প্রাচীন আর মধ্য-যুগের ভারত-ধর্মের দুই প্রধান বই—সিন্ধীরা এই দু'খানি বই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, আর এই দু'খানি বইয়ের আশ্রয়ে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে, তাদের ভারতীয়ত্বকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে।

একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসায়ী এলেন লোকুমলের দোকানে, আলাপ হ'ল; অতি অমায়িক কথাবার্তা, বিশেষ ভদ্র সজ্জন ব'লে মনে হ'ল, ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, নানা বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন। শ্রীযুক্ত লোকুমল তারপরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন শহরটা একটু দেখাতে। 'সাদো' গাড়ি ক'রে বেরুলুম। চীনাদের বাস খুব, আর তারা বেশ স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছে ব'লে মনে হয়। এ অঞ্চলের যবদ্বীপীয়েরা—কি মেয়ে কি পুরুষ—বাতাবিয়া অঞ্চলের লোকেদের মত অতটা সুশ্রী বা গৌরবর্ণ নয়। একটা সরকারী Laand-Kantoor অর্থাৎ Loan Office বা টাকা-ধার-দেওয়ার আপিস পথে পড়ায়, আর সেখানে খুব ভীড় জ'মেছে দেখে, এই-সব সরকারী মহাজনী দোকান কী জিনিস তা দেখ্‌বার জন্য ঢুক্‌লুম। দ্বীপময়-ভারতের কাবুলীওয়ালা হ'চ্ছে আরবেরা। এরা মুসলমানদের ধর্মগুরুর স্বজাতীয় ব'লে, মুসলমান যবদ্বীপীয়দের কাছে খাতির পায়; কিন্তু এরা অনেক স্থলে অর্থগৃধ্নুতা দেখিয়ে' সেই খাতিরের খতরা ক'র্‌ছে। এরাই দেশে মহাজনী কারবার ক'রে থাকে, খুব বেশী সুদে যবদ্বীপীয়েদের টাকা ধার দেয়, আর নির্মম-ভাবে প্রাপ্য আদায় করে।

মালাই-জাতীয় লোকেরা বড়ই অপরিণামদর্শী, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে' চলে না। আজ হাতে টাকা এল', অমনি রঙচঙে' পোষাক কিনে, হাত-ঘড়ি কিনে, ভালো-ভালো মোজা জুতো জামা কিনে, সব খরচ ক'রে ফেল্‌লে; এদের মনে ছেলেমানুষি ভাব খুবই বিদ্যমান, নোতুন কিছু শৌখীন বা বিলাসের দ্রব্য দেখ্‌লে আর স্থির থাক্‌তে পারে না—অথচ দু'দিন পরে অভাবে প'ড়ে সেই জিনিসই হয় আধা-ক'ড়েতে বিক্রী ক'র্‌বে, নয় বাঁধা দেবে। অবস্থা বুঝে ডচ্‌ সরকার একটা ব্যবস্থা ক'রেছে—এতে প্রজার অসুবিধা নেই, আর সরকারী রাজস্বেরও যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হ'চ্ছে। সেটি হ'চ্ছে—একটি সরকারী তেজারতী বিভাগ। সমস্ত বড়ো-বড়ো শহরে, আর মফস্‌সলেও, এই-সব লান্‌ড্‌-কান্‌টোর বা ধার-দেওয়ার-আপিস আছে—সাধারণ লোকে জিনিস-পত্র নিয়ে বাঁধা দিতে পারে—সোনা-রূপোর গয়না, পিতল্‌-কাঁসার তৈজস, পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যা-দ্রব্য—যা বাজারে বিক্রী হ'তে পারে, সব-ই নেয়, তার ন্যায্য মূল্য ধ'রে নিয়ম মতো তার উপর টাকা ধার দেয়, খুব কম হারে সুদ নেয়। মেয়াদের মধ্যে খালাস ক'র্‌তে না পার্‌লে জিনিসটি নীলামে চড়ে। এই রকম নীলামে অনেক সময়ে নানা টুকিটাকি জিনিস বেশ শস্তায় পাওয়া যায়। আমরা যে লাণ্ড্‌-কাণ্টোরে যাই, সেখানে তখন নীলাম লেগেছে। গৃহস্থালীর জিনিস, শস্তা ঘড়ি, টেবিল চেয়ার—এই সবই বেশী। কতকগুলি চীনা খরিদ্দারও এসে জমেছে। হৈ চৈ বেশী নেই। মিনিট দু'-পাঁচ সেখানে থেকে, আবার রোদ্দুরে বেরিয়ে' প'ড়্‌লুম।

এদিকে প্রায় বেলা বারোটা বাজে, আমরা Oranje 'ওরাঞ্জে' হোটেল-এ এলুম। কবির বস্‌বার জন্য একখানি ঘর ঠিক করা হ'য়েছে, শ্রীযুক্ত মদনলাল ঝাবু তার বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। একে একে অতিথিরা আস্‌তে লাগ্‌লেন, কবি এলেন। মঙ্কুনগরের পুত্র, যিনি সকালে জাহাজে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন, তিনি এলেন। দু-তিন পুরুষ ধ'রে এদেশে বাস ক'র্‌ছেন এমন একটি গুজরাটী খোজা পরিবারের একজন ভদ্রলোক হ'চ্ছেন স্থানীয় "কাপ্তেন বাঙ্গালী", তিনি এলেন। এই ভদ্রলোকটি নিজের জাতীয়তা হারিয়েছেন, এক রকম মালাই ব'নে গিয়েছেন; গুজরাটী জানেন না, হিন্দুস্থানী দুই-এক কথা মাত্র জানেন, ইংরিজি জানেন না। সুরাবায়ার প্রতিনিধি-কনসাল শ্রীযুক্ত Hillyer হিলিয়ার ব'লে একটি ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন। সকালে

ইনি জাহাজে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন। আহারের সময়ে এঁর পাশেই আমার স্থান নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। একটু পরিচয় হ'ল। অতি নম্র প্রকৃতির ভদ্রলোক। লড়াইতে একটি হাত কাটা গিয়েছে। কেম্ব্রিজের Magdalen মড্‌লিন-কলেজের ছাত্র ছিলেন। সিন্ধীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁরাও এসেছিলেন। ইউরোপীয় ভোজের পূরণ-স্বরূপ কিছু ভারতীয় মিষ্টান্নও তৈরী ক'রে এঁরা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গে নানা আলাপের মধ্যে ভোজনকার্য্য সমাধা ক'রে, খানিক বিশ্রামের পর, তিনটের দিকে আমরা সকলে জাহাজে ফির্‌লুম।

জাহাজ ছাড়্‌ল সাড়ে-চারটেয়। এর মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত ডচ্‌ ভদ্রলোক এলেন, কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে। আমরা আবার যাত্রা ক'র্‌লুম। সুরাবায়ার ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি Madoera মাদুরা দ্বীপ। দ্বীপটি ছোটো, আর যবদ্বীপ আর এর মাঝখানে একটি সংকীর্ণ প্রণালী আছে, সেই প্রণালীর ভিতর দিয়ে আমাদের জাহাজ চ'ল্‌ল। উত্তরে মাদুরার পাহাড় বেশ দেখা যেতে লাগ্‌ল। সুরাবায়ার কাছাকাছি অনেকটা পথে, নৌকা আর পালের জাহাজের খুব চলাচল দেখ্‌লুম। জেলেরা আবার অনেকগুলি বড়ো-বড়ো নৌকা ক'রে মাছ ধ'র্‌ছে। আমাদের স্টীমার মৃদু গতিতে চ'লেছে।

সুরাবায়া থেকে বিস্তর নূতন যাত্রী উঠ্‌ল। একজন হলাণ্ডের অভিজাত-বংশীয় ব্যক্তি—কাউণ্ট—স্ত্রী, কন্যা আর অন্য আত্মীয় সঙ্গে নিয়ে চ'লেছেন। শ্রীযুক্ত G. W. J. Drewes নামে একটি ডচ্‌ যুবক, মালাই-ভাষাবিৎ, Volkslectuur-এর একজন কর্মচারী, ইনিও চ'লেছেন। বলিদ্বীপ পরিভ্রমণ-কালে ইনি আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন, মালাই ভাষা বেশ ব'ল্‌তে পারেন, মালাই সাহিত্যের খবর রাখেন, একটু সংস্কৃতও প'ড়েছেন শুন্‌লুম। যবদ্বীপীয় সংগীতে ওস্তাদ একটি ডচ্‌ ভদ্রলোক চ'লেছেন। একটি আমেরিকান দম্পতীও উঠ্‌লেন—কর্তাটি একজন ধর্মজীবী, পাদরি। আমার ক্যাবিনে আমি একাই ছিলুম, আজ বিকালে একজন সহযাত্রী এলেন, উত্তর-Celebes-সেলেবেস্‌-দ্বীপের একটি ভদ্রলোক। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি আনন্দ হ'ল, রাত্রে ঘুমোবার সময় নিজ-নিজ বার্থে শুয়ে-শুয়ে অনেক রা'ত অবধি নানা বিষয়ে কথা হ'ল। এঁর নামটি হ'চ্ছে ডাক্তার Ratoe Langgie রাতু লাঙ্গি—('রাতু' অর্থে রাজা, 'লাঙ্গি' বা 'ল্যাঙ্গিৎ' অর্থে স্বর্গ—'স্বর্গ-রাজ')। ইনি উত্তর-সেলেবেস্‌-

এর Minahasa মিনাহাসা-জাতীয়। সেলেবেসের রাজধানী Makassar মাকাসার-এ যাবেন। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, সুইট্জারলাণ্ডের কি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D., গণিত-শাস্ত্রে। ইংরিজি বেশ বলেন, জর্‌মান আর ডচ্ ভালোই জানেন, ফরাসীও একটু জানেন। ইনি বাতাবিয়ায় রাজকীয় রাষ্ট্র-পরিষদের একজন সভ্য, সেলেবেস্-দ্বীপের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্যতম। উত্তর-সেলেবেস্ থেকে এ-রকম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘ'টবে, ওই দ্বীপে এ রকম শিক্ষার বিস্তার ঘ'টছে, এ তথ্য জান্‌তে পারবো, স্বপ্নেও এ কথা ভাবিনি। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি বেশ সদালাপী পুরুষ। বেঁটে-খাটো মানুষটি, আমাদের গুরখার মতন ভাব। সঙ্গে চাকর আছে। এঁর দেশের খবর নিলুম। সেলেবেসের লোক-সংখ্যা তিরিশ লাখের উপর—নানা বিষয়ে যবদ্বীপের পরেই এই দ্বীপটির স্থান। দ্বীপটির মধ্যে এক মালাই জাতির-ই কয়টি ভিন্ন-ভিন্ন শাখা বাস করে—Makassar মাকাসার জাতি, Bugi বুগী জাতি, Toradja তোরাজা জাতি, আর উত্তরে মিনাহাসা জাতি। মাকাসার আর বুগীরা যবদ্বীপীয়দের মতন, ধর্মে মুসলমান। তোরাজারা আর মিনাহাসারা সেদিন পর্য্যন্ত বন্য বর্বর Head-hunter 'মুণ্ড-গ্রাহী' ছিল, আমাদের ভারতবর্ষের নাগা, আর বোর্নিও-র Dayak ডায়াক্‌দের মতন—শত্রুদের মাথা কেটে নিয়ে এসে জারিয়ে' ঘরে শিকেয় টাঙিয়ে' রাখ্‌ত। এখন তোরাজারা মুসলমান আর খ্রীষ্টান হ'য়েছে। মিনাহাসারা সকলেই খ্রীষ্টান হ'য়েছে—মিনাহাসাদের সংখ্যা আড়াই লাখের কাছাকাছি; এরা এখন বেশ সভ্য, চাষবাস ক'রে খায়। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি নিজেও খ্রীষ্টান।

ডাক্তার রাতু লাঙ্গির সঙ্গে আলাপ জ'ম্‌ল ক্যাবিনে। চমৎকার সূর্য্যাস্তের পরে, ডেকের উপরে ব'সে, আর-আর পাঁচ জন সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে সন্ধ্যাটা কাট্‌ল। সূর্য্যাস্তের একটু পরে, মাদুরা-প্রণালীর পরিষ্কার তারায়-ভরা আকাশের তলায়, স্বচ্ছ সমুদ্রের উপরে আমাদের জাহাজের ডেকে সেই আলো-আঁধারির ছবি চোখে যেন ভাস্‌ছে। কবিকে ঘিরে, দ্রেউএস্, বাকে আর আমরা ব'সে নানা কথা কইছি। সদানন্দ-প্রকৃতির শ্রীযুক্ত ফান্-বার্দা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও বা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ওলন্দাজ কাউণ্ট্‌টি কবির সঙ্গে পরিচিত হবার পরে, তাঁর স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে আলাদা ব'সেছেন; তাঁর মেয়েটি একটি নিখুঁত Nordic উদীচ্য বা Germanic type এর সুন্দরী;

আকারি চেহারা, সোনালি চুল, নীল চোখ—তিনি ব'সে চিঠি লিখ্ছেন ; পরে বলিদ্বীপে ঐ-দেশীয় সুন্দরীদের পাশে এঁকে আর অন্য ইউরোপীয় মেয়ে দুই-একটিকে দেখে,—মালাই আর জর্‌মানিক, দুই বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাবেশ দেখেছি। মানুষ স্বাস্থ্য-শ্রীযুক্ত হ'লে সর্বত্রই সুন্দর—সৌন্দর্যের ছাঁদ বা ঢঙ্ আলাদা হ'তে পারে ; কিন্তু সে বিষয়ে ভালো-লাগা না-লাগা মাত্র ব্যক্তিগত রুচি আর শিক্ষার কথা।

আমেরিকার পাদরিটিকে দেখে মনে হ'ল, তাঁর স্ত্রী-ই তাঁকে চালিয়ে' নিয়ে যাচ্ছেন। লোকটি অতি ভালোমানুষ। বোকা ধরনের। আমার কাছে এসে মার্কিনী উচ্চারণের ইংরিজিতে ব'ল্লেন, "আপনি তো কবির সঙ্গে যাচ্ছেন, ঘড়ি ধ'রে দু' মিনিটের মতন কবির সঙ্গে আমায় কথা কইয়ে' দিতে পারেন, for two minutes by the clock?" কবিকে গিয়ে এঁর অনুরোধের কথা জানালুম। কবি আড়-চোখে ওঁদের দেখে নিয়েছিলেন—পাদরিদের মতন জামার কলার উল্‌টো ক'রে পরা। আমি ভদ্রলোকের অনুরোধের কথা জানাতে উনি একটু যেন বিব্রত হ'য়ে ব'ল্লেন—'দেখে পাদরি ব'লে মনে হ'চ্ছে, না? কী চায়?" কবিকে খ্রীষ্টান কর্‌বার আকাঙ্ক্ষায় পাদরিদের দুই-একজন ইতিপূর্বে তাঁর উপর চড়াও হ'য়েছিল, আমি তা জান্‌তুম। আমি ব'ল্লুম, "যদি বেয়াদবি করে, সরিয়ে' নিয়ে যাবো।" তখন তিনি যেন নিরুপায় হ'য়ে ব'ল্লেন—"আচ্ছা, নিয়ে এসো।" তখন তাঁর কাছে এঁকে নিয়ে এলুম। কবির সঙ্গে সরাসরি কর-মর্দনের পরে ব'ল্লেন—"আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড্ড খুশী হলুম। দেখুন, আপনার ধর্ম আর আমাদের ধর্ম—দুইয়ে বড়ো বেশী পার্থক্য নেই। আমরা তো এক-ই ভগবানের আরাধনা করি—ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তো এক।" কবি ব'ল্লেন, "সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।" উত্তর হ'ল—"কেন? আমরা উভয়েই তো God the Father-কে মানি।" কবি লোকটিকে কী ভাবে নেবেন তা বোধ হয় ভাব্‌ছিলেন—মাঝে-মাঝে উৎসাহী খ্রীষ্টান পাদরি তাঁকে খ্রীষ্টান-মতে দীক্ষিত কর্‌বার আশায় কোমর বেঁধে ধর্ম-আলোচনায় লেগে গিয়েছে, বিশেষতঃ যখন এরূপ উৎপাতের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। আমি পাদরির মুখের কথার সঙ্গে-সঙ্গে ব'ল্লুম, "হাঁ, আর তা-ছাড়া আমরা God the Mother, God the Son, God the Friend, God the Lover, আর এমন কি God the Sweet-

heart-কেও মানি।" সদা-প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে শেষ সম্পর্কগুলির কথা শুনে' বেচারী একটু হক্‌চকিয়ে' গেলেন। এক রসবোধহীন, অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ব্রাহ্ম প্রচারকের কথা শুনেছিলুম—কোনো উপাসনা-সভায় তিনি আচার্য্যের কাজ ক'রেছিলেন, সেখানে একটি ব্রহ্ম-সংগীত গাওয়া হ'য়েছিল, তাতে ঈশ্বরকে "ওহে জীবন-স্বামী" ব'লে আহ্বান করা হ'য়েছে; তা শুনে, আর গানটিতে মানবাত্মা আর ঈশ্বরের সম্পর্কে কতকটা বৈষ্ণব রূপকের ভাব আরোপিত হ'য়েছে দেখে, উপাসনার শেষে গৃহকর্তা আর গায়ক দু'-জনকে ডেকে তিনি ব্রাহ্ম উপাসনায় 'এই প্রকারের গানের অনুপযোগিতা এবং অবৈধেয়তা' সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধ'রে উপদেশ দিয়েছিলেন—তাঁর একটি প্রধান আপত্তি ছিল এই—'সকল মানবাত্মা ঈশ্বরকে ব্যক্তিগত-ভাবে যদি স্বামী-রূপে আবাহন করে, তা হ'লে কি সমবেত-ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বহুবিবাহের আরোপ করা হয় না?' পাদরি বেচারীর অবস্থা বোধ হয় সেই রকমটি হ'য়েছিল—আমার কথা শুনেই তিনি আর দেরী না ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেলেন, আর তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে, ধপ্‌ ক'রে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে, আমরা বলি কী, বোধ হয় তাই নিবেদন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

কাল ভোরে বলিদ্বীপে পৌঁছুবো—কথায়-কথায় ঘুমোতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। কিন্তু ভোরে উঠে তৈরী হ'য়ে নাম্‌তে হবে এই চিন্তায়, আর উৎসাহে, বাকী রা'তটুকুও ভালো ঘুম হ'ল না॥

॥ ৪ ॥

দ্বীপময় ভারত—আধুনিক অবস্থা

ছোটো-বড়ো অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে দ্বীপময় ভারত। যবদ্বীপ এই দ্বীপাবলীর কেন্দ্র-স্থানীয়। আমাদের ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৮ লাখ বর্গ-মাইলের উপর, লোক-সংখ্যা ৩১ কোটির উপর; দ্বীপময় ভারতের পরিমাণ ৭ লাখ বর্গ-মাইলের কিছু কম, লোক-সংখ্যা ৫ কোটি। বাঙলা দেশের পরিমাণ ৭৮,৬৯৯ বর্গ-মাইল, লোক-সংখ্যা ৪ কোটি ৬৬ লাখ। কতকগুলি দ্বীপের পরিমাণ বাঙলাদেশের চেয়েও বড়ো। সুমাত্রার পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বর্গ-মাইল, যদিও লোক-সংখ্যা ষাট লাখেরও কম; নিউ-গিনি হ'চ্ছে আকারে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় দ্বীপ, এর অর্ধেকটা ডচেদের—তার পরিমাণ ১ লাখ ২১ হাজার বর্গ-মাইল। মাদুরা আর যবদ্বীপ জড়িয়ে' পরিমাণ হ'চ্ছে ৫০,৫৫৭ বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা সাড়ে-তিন কোটি। বোর্নিও একটা বিরাট্ দ্বীপ, এর বেশীটুকু ডচেদের অধীনে। প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটি অতুলনীয়। কিন্তু যবদ্বীপ, মাদুরা, বলিদ্বীপ আর সেলেবেস্ ছাড়া, অন্যত্র লোকের বাস কম—বহু স্থল আদি-যুগের বনের দ্বারা এখনও আবৃত। এক নিউ-গিনি ছাড়া, আর সর্বত্র একটি বিরাট্ মালাই-জাতির শাখা দ্বারা এই দ্বীপগুলি অধ্যুষিত। মালাই-গোষ্ঠীর নানা ভাষা এরা বলে— তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আমাদের বাঙলা, উড়িয়া, মৈথিল, মারহাট্টি, গুজরাটী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, নেপালীর মতন; কেবল মালাই-ভাষা এদের মধ্যে আমাদের হিন্দুস্থানীর মতন কাজ করে। ধর্মে এরা এখন বেশীর ভাগ মুসলমান—কিন্তু বনে-জঙ্গলে এখনও অনেকে আদিম বর্বর অবস্থায় আছে, বিশেষতঃ বোর্নিও দ্বীপে আর সুমাত্রায়। নিউ-গিনির লোকেরা Papuan "পাপুআন্"-জাতীয়, Negrito নেগ্রিটো বা "নিগ্রোবটু"-শ্রেণীর মানুষ এরা; সভ্যতায় অতি নিম্ন স্তরে এরা প'ড়ে আছে, মালাই জা'তের সঙ্গে এদের কোনও সম্বন্ধ নেই। দ্বীপময়-ভারতে এখন যারা মুসলমান, তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ ধর্ম মান্ত। একমাত্র বলিদ্বীপে আর তার পূর্বের লম্বক দ্বীপে হিন্দু এখনও পাওয়া যায়—

বলিদ্বীপের লোকেরা সরকারী গণনা অনুসারে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, লম্বকের দশভাগের একভাগ আন্দাজ হিন্দু। এদেশের মুসলমানেরা মোটেই গোঁড়া নয়; যবদ্বীপে দেখেছি, তারা মক্কা-মদীনা দর্শন ক'রে হাজী হ'য়ে এলেও, ভারতের সাধারণ মুসলমানের মতো পিতৃপুরুষের কৃতিত্ব বা সভ্যতাকে অস্বীকার করে না, বরং তা নিয়ে যথেষ্ট গৌরব করে। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান যথেষ্ট পালন করে, এখনও মন দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত শোনে, তার পুতুল-নাচ আর যাত্রা-গান সারা রা'ত ধ'রে জেগে দেখে, ছেলেমেয়েদের বড়ো-বড়ো সংস্কৃত নাম দিয়ে থাকে। অথচ মসজিদেও যায়, নমাজও পড়ে, হজও খুব করে। হজের সময়ে সমস্ত মোসলেম-জগৎ থেকে আজ-কাল একলাখ থেকে একলাখ বিশ হাজার যাত্রী মক্কায় এসে জমে। এদের মধ্যে সব-চেয়ে বেশী সংখ্যা—অর্ধেক হবে—ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার প্রায়—আসে এক যবদ্বীপ আর দ্বীপময়-ভারতের অন্য অংশ থেকে। এইরূপে হজ ক'রে এসে, পাকা মুসলমান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, স্বজাতির প্রাচীন সংস্কৃতি আর ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'র্তে এদের মোটেই বাধে না।

যবদ্বীপ আর মাদুরায় মালাই জাতির শাখা তিনটি জাতি বাস করে—পশ্চিম-যবদ্বীপে Sunda সুন্দা জাতি, মধ্য আর পূর্ব যবদ্বীপে খাস যবদ্বীপী জা'ত, আর মাদুরা দ্বীপে মাদুরী জা'ত। সুন্দারা সংখ্যায় ৭০ লাখের কিছু উপর, মাদুরী জা'ত প্রায় ১৭ লাখ, আর যবদ্বীপীয়েরা ২৷৷০ কোটির উপর। এ-ছাড়া, মালাই-ভাষী লোক আছে, বিশেষতঃ পশ্চিমে বাতাবিয়া-অঞ্চলে। বলিদ্বীপের বলী জা'ত, সংখ্যায় এরা সাড়ে-পনেরো লাখের কিছু উপর, এরা প্রায় সবাই হিন্দু। বলিদ্বীপের পূর্বেই হ'চ্ছে লম্বক দ্বীপ—সেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার বলী-জাতীয় লোক আছে, এরাও হিন্দু; এ ছাড়া লম্বক দ্বীপে আছে ওই দ্বীপের আদিম অধিবাসী, যাদের Sasak সাসাক্ বলে, সংখ্যায় এরা প্রায় সাড়ে-চার লাখ, এরা মুসলমান। দ্বীপময়-ভারতের অন্যান্য জা'তের নাম করবার বা তাদের সংখ্যা-নির্দেশের দরকার নেই।

ডচেরা এই দ্বীপগুলিতে এখন অপ্রতিহত-প্রতাপে রাজত্ব ক'র্ছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ, আর ইন্দোচীনে ফরাসীরা যেমন। সমগ্র দ্বীপময়-ভারতে এক গভর্নর-জেনেরাল আছেন, বাতাবিয়া তাঁর রাজধানী, আর Buitenzorg বইটেন্‌সর্গ তাঁর গ্রীষ্মাবাস। দ্বীপময়-ভারত ৩৭টি প্রদেশ বা জেলায় বিভক্ত,

এক যবদ্বীপেই এইরূপ ১৭টি জেলা আছে, আর বলিদ্বীপ আর লম্বক দ্বীপ নিয়ে একটি জেলা। দেশটি শাসন হয় Dyarchy বা 'দ্বৈত-রাজ্য' নিয়ম অনুসারে। খাস যবদ্বীপের শাসন-পদ্ধতি এই—প্রত্যেক জেলার যিনি প্রধান শাসক, আমাদের জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর পদবী হ'চ্ছে Resident রেসিডেণ্ট্। ইনি ডচ্-জাতীয়। রেসিডেণ্ট্-এর অধীনে জেলার প্রতি মহকুমাতে দু'জন ক'রে কর্মচারী থাকেন, একজনের পদবী হ'চ্ছে Regent রেখেণ্ট্, আর একজনের পদবী Assistant Resident সহকারী রেসিডেণ্ট্। Regent দেশীয় লোক হন, আর Assistant Resident ডচ্-জাতীয়। Regent-এর অধীনে থাকেন Patih (এঁর খাস-মুন্‌শী), আর Wedono আর Mantri নামে দু'জন দেশীয় কর্মচারী; আর Assistant Resident-এর অধীনে থাকেন Controleur, ইনিও ডচ্। Regent-এর কাজ, 'আদৎ' বা প্রচলিত দেশীয় আইন অনুসারে Patih, Wedono আর Mantri-র সাহায্যে দেশীয়দের পরিচালনা করা। Resident, Assistant Resident, Controleur এঁরা হ'লেন জেলা-শাসনের ডচ্ অঙ্গ, আর Regent আর তাঁর সঙ্গে Patih, Wedono আর Mantri, এঁরা হলেন দেশীয় অঙ্গ। পূর্ণ আর যথার্থ ক্ষমতা এই ডচ্ অঙ্গেরই আয়ত্ত থাকে, কিন্তু দেশীয় অঙ্গের প্রতিপত্তিও কম নয়। ডচ্ কর্মচারীরা দেশীয় কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণতঃ বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে চলেন, আর ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন। রেসিডেণ্ট্ (আর তাঁর অভাবে অ্যাসিস্টাণ্ট্ রেসিডেণ্ট্) আর রেখেণ্ট্—প্রায় সমান মর্য্যাদা পান, এক রকম উঁচু চেয়ারে পাশাপাশি বসেন, তবে ডচ্ রেসিডেণ্ট্ হ'চ্ছেন যেন দেশীয় রেখেণ্ট্-এর 'বড়ো ভাই'—দাদা —তিনি বসেন ডান দিকে। Controleur হ'চ্ছেন পদ-মর্য্যাদায় Regent-এর নীচে, তাই এঁরা দু'জনে শাশাপাশি ব'স্‌লে, Regent-ই বসেন ডান দিকে। Resident, Assistant Resident আর Controleur,—এঁদের নিয়ে যেন দ্বীপময় ভারতের সিভিলিয়ান-জগৎ; আর Regent হ'চ্ছেন যেন দেশীয় রাজা বা জমিদার, যাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে। Regent-রা সাধারণতঃ দ্বীপময়-ভারতের বড়ো ঘরের ছেলে, আর বিশেষ ভাবে এই কাজের উদ্দেশ্যে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এঁদের ডচ্ শেখানো হয়; আর ডচ্ কর্মচারীরাও সকলেই বেশ মালাই ব'ল্‌তে শেখেন। এই রকমে দুই-প্রস্থ শাসনে কিন্তু চ'ল্‌ছে বেশ। নানা বিষয়ে, ডচেদের শাসন-রীতি ইংরেজদের

ভারত-শাসনের চেয়ে ভালো ব'লেই মনে হ'ল। একটি জিনিস লক্ষণীয়—এখানে দেশের জন-সাধারণ দু'মুঠো খেতে পায়, ভারতের মতন কঙ্কাল-সার চিরন্তন-দুর্ভিক্ষ-গ্রস্তের মূর্তি এদেশে একটিও দেখিনি। আবার কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজদের ঢের বেশী উদার ব'লে মনে হ'ল। অবাধে ইউরোপের উচ্চ শিক্ষা দিয়ে ইংরেজ আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন ক'রে দিয়েছে, আমাদের জ্ঞান-বৃক্ষের-ফল খাইয়ে' দিয়েছে। ব্যক্তি-গত ব্যবহারে কিন্তু ইংরেজদের চেয়ে ডচেরা দেশীয়দের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করে, বেশী হৃদ্যতার পরিচয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ-ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, ভারত কি ক'রে যবদ্বীপকে আপনার ক'রেছিল তা চাক্ষুষ দেখে আসা, যবদ্বীপের culture-কে একটু বোঝ্বার চেষ্টা করা। এদেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বা শাসন-পদ্ধতি ভালো ক'রে দেখ্বার সুযোগ আমাদের হয় নি, আর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য —যেমন যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি—তার দিকেও আমরা নজর দিতে পারি নি। ভারতের সাহচর্য্যে যবদ্বীপের সভ্যতার বিকাশ—এর-ই একটু-আধটু দেখ্তেই আমরা যত্নশীল ছিলুম।

ভারতের সভ্যতা কি-ভাবে নিজের ছাপ এই দ্বীপময়-ভারতে রেখে গিয়েছে, তার পরিচয় আমরা যা পেয়েছি—প্রাচীন কীর্তিতে আর দেশের অধিবাসীদের জীবনে—তার বর্ণনার পটভূমিকা হিসাবে, যবদ্বীপের আর বলিদ্বীপের ইতিহাসের মূলসূত্রগুলি এইবার একটু ব'লে নেবো॥

॥ ৫ ॥

দ্বীপময় ভারত—পূর্বকথা

দ্বীপময়-ভারতের প্রাচীন কথা ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জের দ্বীপময়-ভারত পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে।

নানা নোতুন আবিষ্কারের আর সেই সকল আবিষ্কারকে অবলম্বন ক'রে নোতুন গবেষণার ফলে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের আর ভারতের ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ জৈন ধর্ম আর সংস্কৃতির উৎপত্তি আর বিকাশের সম্বন্ধে আমাদের সযত্ন-পোষিত বহু ধারণা এখন উল্‌টে' যাচ্ছে। নোতুন যে সকল তথ্য আমরা জান্‌তে পারূছি, আর তা থেকে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যুক্তিতর্কানুমোদিত যে-সকল অনুমান ক'রূছি, সেগুলির দ্বারায়, প্রাচীনতম যুগ থেকে ভারতের সঙ্গে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তা বেশ বোঝা যায়। সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে আগে কিছু ব'লে নেওয়া যাক্, তার পরে দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন ইতিকথার বিশেষ বিশেষ সাধারণ তথ্যগুলি একবার আউড়ে' নেওয়া যাবে।

ভারতের আদি বা সর্বপ্রথম যুগের অধিবাসীরা ছিল Negrito নেগ্রিটো বা "নিগ্রোবটু" জাতীয়—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের মতন চেহারা, তবে খর্বকায়। এরা সভ্যতার নিম্নতম স্তরে ছিল। বোধ হয় ভারতের উপকূল অংশেই এরা বাস ক'রূত; এখন এদের বংশধরদের পাওয়া যায় পারস্যদেশের অগ্নিকোণে—পূর্ব-দক্ষিণে, সমুদ্রের ধারে, আর কিছু দক্ষিণ-ভারতে, তমিল আর মালয়ালী দেশে; এদের আন্দামান দ্বীপেও পাওয়া যায়; আর পাওয়া যায়—মালয়-উপদ্বীপে, ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জে, আর সুদূর নিউ-গিনি দ্বীপে। ভারতের অন্যত্র এরা লোপ পেয়েছে, কিংবা পরবর্তী বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে' ফেলেছে। এদের পরে ভারতে আসে Austric অস্ট্রিক-জাতীয় লোক। ইন্দোচীনের কোনও অংশে—বর্মায় বা শ্যামে—এই জাতির ভাষা, ধর্ম আর সভ্যতার একটি বিশিষ্ট রূপ গ'ড়ে উঠেছিল। পরে আসামের পথ দিয়ে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটে—ভারতে আর্য্যদের আস্‌বার বহু বহু শতাব্দী পূর্বে।*

* অস্ট্রিক-জাতির আদি বাসভূমির বিষয়ে এই মত আজকাল অনেকেই বর্জন ক'রেছেন, ভূমধ্য-সাগরের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী ব'লে এদের এখন স্বীকার করা হ'চ্ছে।

অধুনাতন কালে সংস্কৃত "নিষাদ" শব্দ অস্ট্রিকদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হ'চ্ছে। অস্ট্রিক-জাতীয় লোকেরা বাঙলাদেশে, উত্তর-ভারতে, হিমালয়ের সানুদেশে, এমন কি পাঞ্জাব কাশ্মীর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে' পড়ে, ওদিকে গুজরাট পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট হয়, আর দক্ষিণ-ভারতে মালাবার পর্য্যন্তও গিয়ে পৌছায়; এক সময়ে, প্রায় সারা ভারতবর্ষময় এদের বিস্তার ঘটে। ভারতে এরা সঙ্গে ক'রে এনেছিল এদের ভাষা, এদের ধর্ম-বিশ্বাস আর অনুষ্ঠান, ইহলোক আর পরলোক সম্বন্ধে এদের নানা ধারণা,—আর অল্প-স্বল্প কিছু ব্যাবহারিক বা পার্থিব সভ্যতা—"ঝুম"-চাষ বা ছুঁচালো-মুখ লাঠি দিয়ে মাটি আঁচড়ে' ধান চাষ করা, পান আর লাউ, বেগুন কলা না'রকল প্রভৃতি কতকগুলি ফলের আর হলুদ আদা পিপুল প্রভৃতি কতকগুলি মশলার আবাদ করা, আর বোধ হয় কাপাসের কাপড় বোনা; এরা তীর-ধনুকের ব্যবহার জান্‌ত, ডোঙায় ক'রে নদী পার হ'ত, এমন কি বড়ো নৌকা ক'রে সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে দূর-দূর দেশেও যেত'। মোটের উপর, আদিম বা বর্বর অবস্থা থেকে ঢের উন্নত অবস্থায় এরা ছিল। সভ্যতার যে সূত্রগুলি এরা ভারতে আনে, সেগুলি এদেশে গঙ্গার তীরে আরও পরিস্ফুট আর বর্ধিত, আরও সমৃদ্ধ হয়। গঙ্গার দেশে এসেও, ইন্দোচীনের সঙ্গে এরা যোগ হারায় নি—ডাঙা-পথে বা সাগর-পথে এরা বর্মা আর শ্যামে যাওয়া-আসা ক'র্‌ত। ইন্দোচীনে এই অস্ট্রিক-জাতীয় যারা রইল, তারা ঐ দেশময় ছড়িয়ে' প'ড়্‌ল, আবার তাদের কতক অংশ মালয়-উপদ্বীপে গেল, সেখান থেকে সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি Indonesian ইন্দোনেসীয় বা দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে গেল; এই ইন্দোনেসিয়াতে আবার পূর্বেকার নানা জাতির সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘ'ট্‌ল; পরে ইন্দোনেসীয় দ্বীপাবলী থেকে আরও পূর্বে ফীজী, নিউ-হিব্রাইডীস প্রভৃতি Melanesian মেলানেসীয় দ্বীপপুঞ্জে গেল; সেখান থেকে আবার আরও পূর্বে সামোআ, তাহিতি, মার্কেসাস্, পাউমোতু প্রভৃতি Polynesian পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জেও এদের প্রসার হ'ল, আরও এমন কি সুদূর হাওআইই, ঈস্টর দ্বীপ আর নিউ-জীলাণ্ডেও এরা গিয়ে পৌছুলো। এই অস্ট্রিক জাতির ভাষা আর সংস্কৃতি—পশ্চিম হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, মাঝে ইন্দোচীন আর মালয়-উপদ্বীপ আর ইন্দোনেসিয়া, আর পূর্বে মেলানেসিয়া আর পলিনেসিয়া—এই বিরাট্ ভূ-ভাগ ব্যেপে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়্‌ল। মূল অস্ট্রিক জাতি-ই যে সব জায়গায় গিয়েছিল তা নয়—সব জায়গায় এই-জাতীয় ঔপনিবেশিকেরা যে অবিমিশ্র

অবস্থায় ছিল তা-ও নয়,—এই-জাতীয় লোকেরা ইন্দোচীন থেকে মালয়-উপদ্বীপ দিয়ে যখন দ্বীপময় জগতে আসে, তখন এই জগতের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটে ; আর এদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক’রে অন্য জাতি যারা এ অঞ্চলে আসে, তাদের সঙ্গেও এরা বহু স্থলে মিশে যায়। আর্য্যদের আস্‌বার বহু পূর্বে, ভারতের সঙ্গে দ্বীপময় ভারতের লোকেদের এইরূপ যে ভাষা- আর সংস্কৃতি-গত একটা সাম্য বা ঐক্য ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। ভারত, ইন্দোচীন আর সমগ্র দ্বীপময় জগতে ছড়িয়ে’, মূল অষ্ট্রিকদের ভাষা এই কয়টি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ’য়ে পড়ে (এ বিষয়ে ৩০২-এর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশপীঠিকা দ্রষ্টব্য)।

অষ্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি যেখানে-যেখানে প্রসৃত হ’য়েছিল, সে-সব জায়গাতেই যে অষ্ট্রিক্-ভাষী জনগণ এক-ই ধরনের সভ্যতা গ’ড়ে তুল্‌তে পেরেছিল, তা নয়। ভারতবর্ষে গঙ্গার উপত্যকায় এরা যতটা উচ্চ সভ্যতার সৃষ্টি ক’র্‌তে পেরেছিল, অনুমান হয়, আর কোথাও তেমন ক’র্‌তে পারেনি— বহু স্থলেই আদিম বা অর্ধ-সভ্য অবস্থায় ছিল ; ভারতবর্ষের অরণ্যানী-আচ্ছাদিত ভূখণ্ডে, ইন্দোচীনে আর দ্বীপময়-ভারতের বহু স্থলে, এরা নিজেদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি ক’র্‌তে পারে নি।

এ-সব হ’ল ভারতে আর্য্য-আগমনের বহু পূর্বের কথা। অষ্ট্রিক-জাতীয় লোকেরা তো উত্তর-ভারতের প্রায় সবত্র, আর দক্ষিণ-ভারতের কতক অংশে, বিশেষতঃ একেবারে দক্ষিণতম প্রদেশে, বাস ক’রেছে—দেশের পাহাড়-পর্বত নদ-নদীর নাম দিয়েছে, নিজেদের নানা শাখার নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত দেশের অনেক অংশের নামকরণ ক’রেছে। পরবর্তী যুগে আর্য্য-ভাষী জা’ত ভারতে এলে পরে আর অষ্ট্রিক জাতির বংশধরেরা আর্য্য ভাষা গ্রহণ ক’র্‌লে পরে, এই-সব নাম একটু-আধটু ব’দ্‌লে সংস্কৃতভাষানুযায়ী রূপে রূপান্তরিত করা হ’য়েছে।

এই অষ্ট্রিক জাতির অস্তিত্ব হেতু ভারত, ইন্দোচীন আর দ্বীপময়-ভারত অনেকটা এক-ই সূত্রে গ্রথিত।

তারপর ভারতে দ্রাবিড়-ভাষী লোক এল’, পশ্চিম থেকে। এরা কোথা থেকে আসে আমরা এখনও তা জান্‌তে পারি নি ; তবে অনুমান হয়, এরা ভূমধ্য-সাগরের ক্রীট-দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীদের জ্ঞাতি ; পূবদেশে এশিয়া-

আদি অস্ট্রিক্ [Austric] জাতির ভাষা

[ক] এশিয়া-খণ্ডের অস্ট্রিক (Austro-Asiatic) শাখা :

প্রশাখা [১] মোন্ ও খ্মের (বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ); মোই, বাহ্নার, স্তিএঙ্ প্রভৃতি ইন্দোচীনের কতকগুলি ভাষা ;

[২] চাম্ বা প্রাচীন চম্পা রাজ্যের ভাষা, আর তৎপর্য্যায়ের আরও কতকগুলি ভাষা ;

[৩] মালয়-দেশের সাকাই আর সেমাঙ্ ;

[৪] নিকোবর-দ্বীপের ভাষা ;

[৫] বর্মার পালৌঙ্, ওয়া, রিয়াঙ্ ভাষা ;

[৬] আসামের খাসিয়া ;

[৭] সাওঁতাল, মুণ্ডারী, হো, কোর্‌বা, কুর্‌কু, শবর, গদব প্রভৃতি ভারতের "কোল" শ্রেণীর ভাষা ;

[৮] প্রাচীন ভারতের অধুনা-লুপ্ত অস্ট্রিক ভাষাবলী—[১], [৬], [৭], এই তিন প্রশাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংযুক্ত।

[খ] দ্বীপপুঞ্জের অস্ট্রিক (Austronesian) শাখা :

প্রশাখা [ ] ইন্দোনেসীয় ভাষাবলী (মালাই, সুন্দা, যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয়, লম্বক, বাতাক্, সেলেবেসের ভাষা প্রভৃতি) ;

[২] মেলানেসীয়—ভীতী বা ফীজী, নিউ-হিব্রাইডীস্, নিউ-কালিডোনিয়া প্রভৃতি অষা ;

[৩] পলিনেসীয়—সামোআ, তাহিতি, তোঙ্গা, হাওআইই, মাওরি প্রভৃতি ভাষা।

মাইনর হ'য়ে আর পারস্য হ'য়ে, আর্য্যদের আস্‌বার আগেই ভারতবর্ষে এরা প্রবেশ করে। দ্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ পশ্চিম-ভারতে আর দক্ষিণ-ভারতেই বাস ক'র্‌তে থাকে,—উত্তর, মধ্য আর পূর্ব-ভারতেও এরা বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে; তবে মনে হয়, এদের প্রতাপ বা প্রভাব উত্তর- আর পূর্ব-ভারতে ততটা হয় নি। আদি দ্রাবিড় জাতি দীর্ঘ-কপাল বা লম্বা-মাথা-ওয়ালা জাতি ছিল; কিন্তু ভারতে হ্রস্ব-কপাল বা গোল-মাথা-ওয়ালা একটি জাতি অনেক অংশে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, এদের সম্যক্ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। দ্রাবিড ধর্ম আর সভ্যতা, অষ্ট্রিক ধর্ম আর সভ্যতা, এই দুইয়ের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত আর মিশ্রণ ঘ'টেছিল, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ঘ'টেছিল; ভারতে এইরূপে, আর্য্যদের আস্‌বার পূর্বেই, শুদ্ধ অষ্ট্রিক, শুদ্ধ দ্রাবিড়, আর মিশ্র অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল। মোহেন্-জো-দড়ো আর হড়প্পাতে যে বিরাট্ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হ'য়েছে (আর যা এখন আলোচিত হ'চ্ছে), সেই সভ্যতা দ্রাবিড়দের-ই, এইরূপ অনুমান হয়। বড়ো-বড়ো বাড়ি-ঘর মন্দির-মঠ তোলা এই সভ্যতারই একটি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। অষ্ট্রিকদের মধ্যে এদিকে অর্থাৎ বাস্তু-শিল্পে অতটা বিকাশ ঘটেনি ব'লে বোধ হয়, তবে চাষ-বাসে আর সরল গ্রাম্য জীবনেই এদের সংস্কৃতির সার্থকতা হ'য়েছিল। অষ্ট্রিক আর দ্রাবিড়ের সভ্যতা-ই হ'চ্ছে ভারতের সভ্যতার ভিত্তি, হিন্দু সভ্যতার কাঠামো এখানেই গ'ড়ে উঠেছিল; হিন্দু জাতি আর সভ্যতার জড় এই অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতি আর সভাতার মধ্যে।

শেষে এল' আর্য্যেরা—পূর্ব-ইউরোপের কোথাও এদের আদি বাসভূমি ছিল। সেখানে এরা, প্রাচীন মিসরী, বাবিলোনীয় প্রভৃতি সুসভ্য জাতির তুলনায়, বর্বর অবস্থাতেই ছিস। কিন্তু এদের কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল—সংহতি-শক্তিতে কল্পনা-শক্তিতে উদ্ভাবনী-শক্তিতে এরা অনেক সুসভ্য জাতির চেয়ে বড়ো ছিল, আর এরা বিশেষ-ভাবে কৃতকর্মা জাতি ছিল। আর্য্যেরা তাদের আদি বাসভূমি থেকে পশ্চিমে দক্ষিণে নানা দেশে নিজেদের ভাষা আর মনোভাব নিয়ে ছড়িয়ে' পড়ে—এক দল গ্রীসে এসে গ্রীসের সুসভ্য জা'তকে জয় ক'রে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষা চালিয়ে' দিলে, আর তাদের সভ্যতা পূরোপূরি নিয়ে ফেল্‌লে; গ্রীসের এই প্রাচীন সুসভ্য জা'তের আর নবাগত অপেক্ষাকৃত কম সভ্য আর্য্যদের মিশ্রণের ফলে, খ্রীষ্ট-পূর্ব

১০০০-এর দিকে গ্রীক জাতি আর সভ্যতার পত্তন হ'ল। সেইরূপ আর কক্ষ দল আর্য্য পূর্বদেশে উত্তর-মেসোপোটামিয়ায় আসে, যীশু-খ্রীষ্ট জন্মাবার দু'হাজার বছর আগে; এখানে পৌঁছে আর্য্যেরা এশিয়া-মাইনরের সুসভ্য Hittite হিট্টি-জাতির আর আসিরিয়ার অসুর জাতির সংস্পর্শে আসে,—এই-সব সুসভ্য জাতির সংস্কৃতি ধর্ম রীতি-নীতির প্রভাব আর্য্যদের উপরে এসে পড়ে। এখানেই, অর্থাৎ উত্তর-মেসোপোটামিয়ায় আর উত্তর-পারস্যে, আর্য্যদের ধর্ম একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে বসে, যে রূপটি পরবর্তী কালে বেদের মধ্যে আমরা অনেকটা পাই। বৈদিক ধর্মের আর সাহিত্যের তথা পারস্যের অবেস্তার ধর্মের আর সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই। ভারতের বাইরে, আর্য্যদের কতক অংশ মেসোপোটামিয়ায় র'য়ে গেল; আর যারা রইল, তারা ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নিজেদের ভাষা আর পৃথক্ সত্তা হারিয়ে' ফেল্‌লে। কতক পূবে পারস্যে এল', আবার পারস্য থেকে কতক অংশ ভারতবর্ষে এল'। যীশু-খ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় দুই দেড় হাজার বছর আগে এ-সব ব্যাপার ঘ'ট্‌ছিল। ভারতবর্ষে তারা কিছু-কিছু বৈদিক সূক্ত আর বৈদিক ধর্ম—বেদির উপর আগুন জেলে মাংস, ঘী, দুধ, পুরোডাশ বা যবের রুটি, আর সোমরস দিয়ে হোম ক'রে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, উষা, পর্জন্য, অশ্বিদ্বয়, বরুণ, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার আরাধনা—এই সব নিয়ে এল'। এদেশে তখন অস্ট্রিক- আর দ্রাবিড়-জাতীয় লোকেরা র'য়েছে (আর কিরাত বা মোঙ্গোল-জাতীয় লোকেরাও র'য়েছে)। এরা সিন্ধু-প্রদেশে মোহেন্-জো-দড়োর আর দক্ষিণ-পাঞ্জাবে হড়প্পায় বড়ো-বড়ো শহর পত্তন ক'রেছে, গঙ্গার উপত্যকায় এরা বস-বাস ক'রছে। আর্য্যদের সঙ্গে অস্ট্রিক আর দ্রাবিড়দের প্রথমটা সংঘাত হ'ল; পরে আস্তে-আস্তে উত্তর-ভারতে আর্য্যদের ভাষা—সুসভ্য, অর্ধসভ্য আর অসভ্য সব শ্রেণীর অনার্য্য গ্রহণ ক'রলে। এইরূপে উত্তর-ভারতে হিন্দু জাতির আর হিন্দু ধর্মের—ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ আর জৈন মতের আর দর্শনের—উদ্ভব হ'ল, একদিকে আর্য্য আর অন্যদিকে অনার্য্য অস্ট্রিক আর দ্রাবিড়ের (আর মোঙ্গোলের) জগতের মিশ্রণের ফলে। আমাদের পৌরাণিক আর তান্ত্রিক দেবদেবী আর আচার অনুষ্ঠান, আর হিন্দু দর্শন, বহুল পরিমাণে অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্ব। আমাদের পুরাণ আর প্রাচীন ইতিহাসের কথা অনেক অংশে যে আর্য্য-পূর্ব যুগেরই কথা, অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় জাতির রাজা-রাজড়াদেরই কথা, এই রকম একটা

ধারণা আজকাল দাঁড়িয়ে' যাচ্ছে; পরে এই-সব অনার্য্য কথা আর কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হ'য়ে, এই যে নোতুন মিশ্র সভ্যতা জন্মাল'—হিন্দু সভ্যতা—তার অঙ্গীভূত হ'য়ে যায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে—বুদ্ধদেবের সময়ে বা তার কিছু পরে—উত্তর-ভারতে প্রাচীন হিন্দু অর্থাৎ মিশ্র বৈদিক-পৌরাণিক-আগমিক আর আজীবিক-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম আর সভ্যতা তার স্বকীয় রূপ গ্রহণ ক'রে ব'স্‌ল। উত্তর-ভারতে গঙ্গার উপত্যকায় এই মিশ্রণ-কার্য্য ঘ'ট্‌ল; আর মিশ্রণের পরে, জগতের—বিশেষতঃ এশিয়ার—ইতিহাসে, প্রাচীন ভারতীয় এই ধর্ম আর সংস্কৃতি, ভারতের আর্য্যভাষা সংস্কৃত যার প্রধান বাহন হ'ল, সেটি একটি প্রভাবশালী শক্তি হ'য়ে দাঁড়াল'। আস্তে আস্তে উত্তর-ভারত থেকে সেই শক্তি সমগ্র ভারতে প্রসৃত হ'ল—বাঙলা দেশে এল', বাঙলা দেশকে আর্য্য-ভাষী ক'রে, হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মী, বৌদ্ধ আর জৈন ক'রে দিলে; সিন্ধু আর সৌবীরে গেল; অন্ধ্র কর্ণাট দ্রাবিড় কেরলে গেল—শেষোক্ত কয় দেশে উত্তর-ভারতে উৎপন্ন এই নবীন সভ্যতার বাহন আর্য্যভাষা, সেখানকার আদিম দ্রাবিড়দের ভাষাকে মার্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু উত্তর-ভারতের এই মিশ্র ধর্ম আর সভ্যতার জয়-জয়কার সেখানেও হ'ল।

তার পর, এই সভ্যতা ভারতবর্ষ ছাপিয়ে' বাইরে গিয়ে প'ড়্‌ল; কোথাও বৌদ্ধ ভিক্ষু এই সভ্যতাকে নিয়ে বা'র হ'ল, কোথাও বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মী বেনিয়া আর রাজা, আর তাদের দ্বারা আনীত ব্রাহ্মণ গুরু আর পুরোহিতের সাহায্যে এর প্রসার হ'ল; ভারতের অষ্ট্রিক জাতি এই সভ্যতাকে গ'ড়ে তুল্‌তে সাহায্য ক'রেছে, দ্রাবিড় আর আর্য্যের দান তারা গ্রহণ ক'রেছে, অনেক স্থলে নিজেদের ভাষা ত্যাগ ক'রে তারা আর্য্যের আর দ্রাবিড়ের ভাষাও নিয়েছে। এই নবীন সভ্যতাকে আত্মসাৎ করার সঙ্গে-সঙ্গে, তারা ইন্দোচীনে আর দ্বীপময়-ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের কাছে এর খবর এনে দিলে। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগ কখনও লুপ্ত হয় নি—স্থল-পথে আর জল-পথে, বর্মা আর শ্যামের আর মালয় আর দ্বীপাবলীর অষ্ট্রিক জাতির সঙ্গে সংস্পর্শ বরাবরই রক্ষিত হ'য়েছিল; এখন নোতুন ক'রে হিন্দুধর্ম আর সভ্যতার জোর পেয়ে, এই সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠ্‌ল। ভারতের বাইরের অষ্ট্রিকেরাও এই জিনিস সাদরে গ্রহণ ক'র্‌লে। নোতুন ক'রে ভারতের প্রভাব আর্য্যের ভাষা আর আর্য্য-দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক ধর্ম আর সভ্যতার সঙ্গে ইন্দোচীনে আর দ্বীপময়-ভারতে

গিয়ে পড়্‌ল, ঐ-সব দেশের লোকেরা, যারা ভারতের পিছনে প'ড়েছিল, তারা শক্তিশালী ভারতের স্পর্শে এসে যেন নব শক্তিতে নিজেদেরও সুপ্ত গুণাবলীকে জাগ্রত ক'রে তুল্‌লে, তারাও সুসভ্য হ'য়ে উঠ্‌ল,—এক অভিনব ভারতের—"দ্বীপময়"-ভারতের—পত্তন হ'ল। অনুমান হয়, যীশু-খ্রীষ্ট জন্মাবার বেশ কিছু কাল আগে থেকেই ইন্দোচীনে আর ইন্দোনেসিয়ায় সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ ধর্ম গিয়ে পৌঁছায়।

হিন্দু সভ্যতার এই প্রসার, প্রথমটায় ভারতের সঙ্গে ইন্দোচীন তথা দ্বীপময়-ভারতের ব্যবসায়-ঘটিত যাওয়া-আসা লেন-দেনের সূত্রকে অবলম্বন ক'রেই আরম্ভ হ'য়েছিল। ভারত থেকে যে সব ঔপনিবেশিক দ্বীপময়-ভারতে যায়, তারা গুজরাট, তমিল-দেশ, কলিঙ্গ বা তেলুগু আর উড়িয়া-দেশ, আর কিছু পরিমাণ বাঙলা-দেশ থেকে যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজাদের মুদ্রায় দুই-মাস্তুল-ওয়ালা জাহাজের প্রতিকৃতি আছে। অনুমান হয়, মুদ্রায় এইরূপ জাহাজের চিত্র এই সময়ে ভারতীয়দের সমুদ্র-যাত্রা ক'রে দ্বীপময়-ভারতে আর ইন্দোচীনে প্রসারের কথার ইঙ্গিত ক'র্‌ছে। দক্ষিণ-ভারতের লোকেদের দ্বীপময়-ভারতে "কিলিঙ্" বলে—কলিঙ্গ-দেশ অন্ধ্রদের অধীনে ছিল, এই "কিলিঙ্" নাম এই সময়ের কথার স্মৃতি বহন ক'রে র'য়েছে। দক্ষিণ-ভারতের তমিল-দেশের পল্লব-বংশীয় রাজারা, কাঞ্চীপুর ছিল যাঁদের রাজধানী, তাঁদের সময়ে দ্বীপময়-ভারত আর ইন্দোচীনের অনেক অংশ ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের অধীন হ'য়ে গিয়েছিল। এ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের কথা। এর বহু পূর্ব থেকেই এ-সব দেশে ভারতীয়দের গতায়াতের খবর পাই। গ্রীক ভূগোল-কার Ptolemaios প্তোলেমাইওস্ বা টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যবদ্বীপের কথা লিপিবদ্ধ করেন—যবদ্বীপের নাম তিনি শুনে লিখেছেন Iabadiou ; এর থেকে, দু'হাজার বছরের আগে যে এ দেশের সংস্কৃত নামকরণ হ'য়েছিল, তা নিশ্চিত যবদ্বীপের প্রাচীন পুরাণ অনুসারে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে, ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, Adji Saka 'আজি শক' নামে একজন ভারতীয় রাজা গুজরাট থেকে যবদ্বীপে গিয়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, আর তাঁর থেকে যবদ্বীপে প্রথম হিন্দু রাজবংশের উদ্ভব হয়। এ পর্য্যন্ত দ্বীপময়-ভারতে যতগুলি সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে সব-চেয়ে প্রাচীন হ'চ্ছে বোর্নিও দ্বীপে প্রাপ্ত কতগুলি লেখ, পূর্ব-বোর্নিওতে Kutei 'কুটেই' নামক প্রদেশে এগুলি পাওয়া গিয়েছে।

এগুলি আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকের ভারতীয় দক্ষিণী লিপিতে লেখা, সংস্কৃত ভাষায়। মূলবর্মা ব'লে একজন রাজা ব্রাহ্মণদের দ্বারা ঐ স্থানে বৈদিক যজ্ঞ করিয়েছিলেন, তার উল্লেখ আছে। বোর্নিওতে সব-চেয়ে প্রাচীন লেখ আর কতকগুলি প্রাচীন শৈব আর বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেলেও, ঐ দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা, যবদ্বীপের মতন সুদৃঢ় আর সমৃদ্ধ হ'তে পারে নি। এই বোর্নিওর মূর্তিগুলির মধ্যে 'কোটা-বাঙ্গুন' নামক স্থানে প্রাপ্ত অতি সুন্দর একটি তামার বুদ্ধ-মূর্তি এখন বাতাবিয়ায় রক্ষিত আছে, দ্বীপময়-ভারতের শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে এটি একটি রত্ন-স্বরূপ। বোধ হয় বাণিজ্যের কেন্দ্র, বোর্নিও থেকে যবদ্বীপ আর সুমাত্রায় বিশেষ ক'রে জেঁকে ওঠায়, বোর্নিওতে ভারতীয়দের যাতায়াত কম হ'য়ে পড়ে। বোর্নিওর রাজা মূলবর্মার লিপির প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, পশ্চিম যবদ্বীপে বাতাবিয়ার কাছে Tarum তারুম্-রাজ পূর্ণবর্মার চারখানি ছোটো-ছোটো শিলা-লেখ পাওয়া যায়—এগুলিও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষিণী লিপিতে লেখা; তিনখানিতে রাজার পায়ের ছাপ দেওয়া আছে, আর একখানিতে রাজার হাতীর দু' পায়ের ছাপ খোদা আছে। তারুম্-দেশের স্মৃতি এখন বাতাবিয়ার পূর্বে অবস্থিত তারুম্ নদী বহন ক'র্‌ছে। পূর্ণবর্মার পদাঙ্ক-সংবলিত লিপি কয়টি এই :—

[১] (ক) বিক্রান্তস্যাবনিপতেঃ (খ) শ্রীমতঃ পূর্ণ্ণবর্ম্মণঃ। (গ) তারুম-নগরেন্দ্রস্য (ঘ) বিষ্ণোরিব পদদ্বয়ম্॥

[২] (খ) শ্রীমান্ দাতা কৃতজ্ঞো নরপতিসমো যঃ পুরা তারুমায়ং নাম্না শ্রীপূর্ণ্ণবর্মা প্রচুররিপুশরাভেদ্যবিখ্যাতবর্ম্মো। (খ) তস্যেদম্ পাদবিম্বদ্বয়ম্ অরিনগরোৎসাদনে নিত্যদক্ষম্ ভক্তানাং সন্নৃপাণাম্ ভবতি সুখকরং শল্যভূতং রিপুনাম্॥

[৩] ...জয়বিশালস্য তারুমেন্দ্রস্য হস্তিনঃ......ঐরাবতাভস্য বিভাতীদম্ পদদ্বয়ম্।

[৪] (ক) পুরা রাজাধিরাজেন গুরুনা পীনবাহুনা খাতা খ্যাতাম্ পুরীম্ প্রাপ্য (খ) চন্দ্রভাগার্ণবং যযৌ। প্রবর্দ্ধমান-দ্বাবিংশদ্ বৎসরে শ্রীগুণৌজসা নরেন্দ্রধ্বজভূতেন (গ) শ্রীমতা পূর্ণ্ণবর্ম্মণা॥ প্রারভ্য ফাল্গুনে মাসি খাতা কৃষ্ণাষ্টমীতিথৌ চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং দিনৈঃ সিদ্ধৈকবিংশকৈঃ (ঘ) আয়াতা ষট্‌সহস্রেণ ধনুষাংসশতেন চ দ্বাবিংশেন নদী রম্যা

গোমতী নির্ম্মলোদকা ॥ পিতামহস্য রাজর্ষের্ব্বিদার্য্য শিবিরাবনিম্
(৬) ব্রাহ্মণৈর্গোসহস্রেণ প্রয়াতি কৃতদক্ষিণা ॥

শেষোক্ত শিলালেখ থেকে জানা যাচ্ছে যে, আগে রাজাধিরাজ গুরু কর্তৃক চন্দ্রভাগা নদীর খাত কাটা হ'য়েছিল, চন্দ্রভাগা নদী, শহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সাগরে প'ড়েছে ; রাজা পূর্ণবর্মা, রাজত্বের ২২ বৎসরে গোমতী নদীর খাত কেটে দেন—ছ'হাজার এক শ' বাইশ ধনু লম্বা এই খাত ; এই নদী আগে (রাজার) পিতামহ রাজর্ষির শিবিরভূমি ভাসিয়ে' নিয়ে গিয়েছিল ; নদীর উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দ্বারায় এক হাজার গোরু দান করা হ'য়েছিল।

এই পূর্ণবর্মা কে, ভারতীয়, কি যবদ্বীপীয়, কি মিশ্র, জাতিতে কী ছিলেন, কিছু-ই জানা যায় না। তবে তার লেখগুলি থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ সালের মধ্যেই যবদ্বীপের অনেকটা অংশ ভারতেরই সামিল হ'য়ে গিয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ ভারতে এসেছিলেন, খ্রীষ্টীয় ৪০০ সালের দিকে ; তিনি উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন যে, যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদেরই প্রতিপত্তি বেশী, বৌদ্ধ বেশী নেই। ভারতীয় হিন্দু অর্থাৎ মিশ্র অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য্য সভ্যতাকে যবদ্বীপের অস্ট্রিক মালাই জাতির লোকেরা দ্রুত গ্রহণ ক'র্তে থাকে। দ্বীপময়-ভারতের সর্বত্র খাস ভারত থেকে ব্রাহ্মণ বা শ্রমণের আবির্ভাব হয় নি। কতকগুলি জায়গায় ভারতীয় সভ্যতা গৃহীত হ'লে পরে, সেখান থেকে স্থানীয় লোকেদের দ্বারাই অন্যত্র এই সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে। সুমাত্রায়, মালয়-উপদ্বীপে, যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে—সরাসরি ভারত থেকে ব্রাহ্মণাদির গমনের প্রমাণ আছে। ব্রাহ্মণ বোর্নিও দ্বীপে প্রথমটায় যান, পরে বোর্নিওর সঙ্গে ভারতের সংযোগ লোপ পায়। সুমাত্রার শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজ্যের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা খ্রীষ্টীয় ৮।৯ শতকে, আর তার পরে যবদ্বীপের রাজারা, হিন্দু সভ্যতা চারিদিকে ছড়িয়ে' দেন—মালয়-উপদ্বীপে, সুমাত্রায় নানা স্থানে, ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে। দ্বীপময়-ভারতের যাবতীয় ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত আর অন্য ভারতীয় শব্দের অস্তিত্ব, হিন্দু সভ্যতার প্রচারের একটা প্রমাণ ; এ ছাড়া, দ্বীপময়-ভারতের অধিবাসীদের জীবনে—তাদের শিল্পে, ধর্মে, রীতি-নীতিতে, মনোভাবে—সর্বত্রই প্রত্যক্ষ- আর প্রত্যক্ষ-ভাবে এই সভ্যতার ছাপ বিদ্যমান। কতকগুলি জা'ত—একেবারে জঙ্গলের ভিতর যারা বরাবরই কাটিয়ে' এসেছে—তাদের মধ্যেও এই প্রভাব গিয়েছে, তবে

তারা যবদ্বীপীয়দের মতন সুসভ্য হ'তে পারে নি। কতকগুলি জা'ত আবার এখন পর্য্যন্তও আদিম বর্বর অবস্থাতে র'য়ে গিয়েছে ; গোড়াতেই খুব সম্ভব এরা যবদ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মতন অতটা উন্নতি ক'র্‌তে পারেনি, আর ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ-ভাবে তাদের মধ্যে কার্য্য ক'র্‌তে পারে নি। বোর্নিওর Dayak ডায়াক্ জাতি এদের মধ্যে অন্যতম। আদি অষ্ট্রিক জাতির অতি-প্রাচীন অসভ্য বা অর্ধসভ্য অবস্থার কতকটা পরিচয় এদের দেখেই অনুমান করা যায়। ভারতের অনগ্রসর অষ্ট্রিক খাসিয়া জাতি ঠিক যে অবস্থায় এক পুরুষ পূর্বে ছিল, আর যে অবস্থায় নাগা ইত্যাদি মোঙ্গোল শ্রেণীর কতকগুলি জাতি এখনও আছে। তবে পুরো সভ্য না হ'লেও, এদের একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে। এদের বাস্তু-শিল্পে, নক্‌শায়, কাঠের খোদাই কাজে, আর নাচে তার প্রকাশ।

কিন্তু সুমাত্রা, যবদ্বীপ আর বলিদ্বীপের লোকেরা ভারতের সভ্যতাকে একেবারে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে, যেন ভারতীয় ব'নে গেল। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের কথা আমরা এখন কিছু-কিছু জান্‌তে পার্‌ছি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে ভারতের পল্লব-বংশীয় রাজাদের প্রভাব খুব বেশী ক'রে পড়ে। যবদ্বীপের সব-চেয়ে প্রাচীন মন্দির যা এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি মধ্য-যবদ্বীপের উত্তর-অংশে Dieng দিএঙ্ ব'লে এক মালভূমির উপরে অবস্থিত—এখানে ছোটো-ছোটো কতকগুলি পাথরের মন্দির ভগ্ন দশায় ছিল, ডচেরা সেগুলিকে এখন সংস্কার ক'রে রেখেছে। দিএঙ্-এ শৈবধর্মের এক কেন্দ্র ছিল। মন্দিরগুলি এখন পাণ্ডবদের নামের সঙ্গে জড়িত—Bima, Ardjoena, Nakoela-Sadewo, Gatotkatja, Abjasa, Pandoe, Srikandi, Sembadra, Aswatama অর্থাৎ ভীম, অর্জুন, নকুল-সহদেব, ঘটোৎকচ, ব্যাস, পাণ্ডু, শ্রীকান্তি বা শিখণ্ডী, সুভদ্রা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীদের নাম এক-একটি খালি মন্দিরে এখনও খাড়া র'য়েছে।

মন্দিরগুলির নামকরণ আর সেগুলির অবস্থান থেকে, মাদ্রাজের দক্ষিণে মহাবলিপুরে পল্লব রাজাদের দ্রৌপদী, অর্জুন, ভীম, ধর্মরাজ আর নকুল-সহদেব রথের বা পাহাড়-কেটে-তৈরী মন্দিরের কথা মনে পড়ে। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের গঠন-রীতির সঙ্গে যবদ্বীপের এই প্রাচীনতম মন্দিরগুলির গঠন-গত সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষেও মহারাজ অশোকের আগে পাথরের মন্দির

তোলার রেওয়াজই বোধ হয় ছিল না। আর গুপ্ত-সম্রাট্‌দের পরের সময় থেকেই ইট আর পাথরের বড়ো-বড়ো দেউল তোলার রীতি প্রবর্তিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য (শৈব) ধর্মের প্রাবল্য ছিল, এটা বেশ বোঝা যায়। সন্নাহ আর তৎপুত্র সঞ্জয়,—এই দুই জন রাজার নাম মধ্য-যবদ্বীপের শিলালেখে পাওয়া যায়। তার পরে পূর্ব-যবদ্বীপে দেবসিংহ আর তৎপুত্র গজায়নের নাম পাওয়া যায়, এঁরাও শৈব ছিলেন—মধ্য-যবদ্বীপের রাজাদের সঙ্গে এঁদের রক্তের সম্পর্ক ছিল ব'লে অনুমান হয়। তার পরে পশ্চিম-যবদ্বীপ সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে আসে। এই রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এঁদের প্রতাপ দ্বীপময় ভারতের প্রায় সর্বত্র পৌঁচেছিল, এঁদের আমলে সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রা মহাযান বৌদ্ধধর্মের এক মস্ত কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়; চীন থেকে, এমন কি ভারতবর্ষ থেকেও, শিক্ষার্থীরা সুমাত্রায় প'ড়্‌তে আস্‌ত। শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল 'শ্রীবিজয়' বা 'শ্রীবিষয়'—আধুনিক পালেম্‌বাঙ্‌-নগরের কাছে এই নগর প্রতষ্ঠিত ছিল। শৈলেন্দ্র রাজাদের সঙ্গে ভারতবর্ষেরও ঘনিষ্ট যোগ ছিল—রাজা বলপুত্রদেব ৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে নালন্দাতে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে তার খরচের জন্য গ্রাম-দান করেন, এ খবর নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে আমরা পাই। যে-রকম জাহাজে ক'রে তখনকার দিনে ভারত আর দ্বীপময়-ভারতে যাতায়াত হ'ত, তার ছবি আমরা বর-বুদুরের মন্দির-গাত্রে পাই। ঝড়ে স্থির রাখ্‌বার জন্য এই রকম জাহাজের গায়ে আর একটা কাঠামো লাগানো থাকৃত। ফিলিপ্পীন দ্বীপের Visaya জাতির নামে এই 'শ্রীবিষয়' বা 'বিষয়' দেশের শাসকদেরই স্মৃতি রক্ষিত হ'য়েছে। অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্র রাজারা মধ্য-যবদ্বীপে কতকগুলি অতি সুন্দর বুদ্ধমন্দির তৈরী করেন, এগুলির মধ্যে জগদ্বিখ্যাত Boro-Boedoer বা Bara-Budur 'বর-বুদুর' অর্থাৎ 'বুদুর-গ্রামের বিহার' সব-চেয়ে প্রধান—পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য বস্তু এই মন্দিরটি; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়ে এটি দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছিল। শৈলেন্দ্র রাজাদের অধিকার যবদ্বীপে বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। অষ্টম নবম শতকের মধ্যেই এঁরা যবদ্বীপ থেকে বিতাড়িত হন, আবার যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজাদের অভ্যুদয় ঘটে। শৈলেন্দ্র-বংশ কিন্তু সুমাত্রায় বহু শতাব্দী ধ'রে স্তিমিত-প্রতাপে রাজত্ব ক'র্‌তে থাকে, পরে খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতকে যবদ্বীপের রাজাদের অধীনে

আসে, আর তার কিছু পরে মুসলমান মালাইদের হাতে প'ড়ে এই রাজ্যের ধ্বংস হয়।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে স্বাধীন রাজাদের হাতে যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার এক নবীন উন্নতির যুগ আরম্ভ হ'ল। বর-বুদুরের শৈলেন্দ্র রাজাদের বৌদ্ধ কীর্তিকে যেন পরাভূত কর্‌বার উদ্দেশ্যেই যবদ্বীপের স্বাধীন রাজারা মধ্য-যবদ্বীপে Prambanan প্রাম্বানানের বিরাট্ মন্দির-শ্রেণী গ'ড়ে তুল্‌লেন—এ-ও যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার আর এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি; এখানে আছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের তিনটি বিরাট্ মন্দির, আর তার আশে-পাশে দেড়-শ'র উপর ছোটো মন্দির। প্রাম্বানানের শিবের মন্দিরের গায়ে রামায়ণের চিত্র খোদাই করা আছে—খাস ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্যে এত সুন্দর জিনিস খুব কমই আছে। রামায়ণের চিত্রাবলীর মধ্যে, এর চেয়ে বড়ো আর সুন্দর আর কিছু হয় নি। বর-বুদুরের গায়ে খোদিত বৌদ্ধ চিত্রাবলী, আর এই রামায়ণের চিত্র—এই দুইটি হ'চ্ছে ভারতের বাইরে ভারতীয় শিল্পের দু'টি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। (প্রাম্বানানের রামায়ণ-চিত্র 'প্রবাসী'তে পূর্বে বেরিয়েছে; এ সম্বন্ধে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে মৎ-প্রণীত সচিত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

মধ্য-যবদ্বীপে এর পরে বাস্তু-শিল্পের বা অন্য রকমের শিল্পের নিদর্শন আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, যবদ্বীপের রাজপাট আর সভ্যতার কেন্দ্র খ্রীষ্টীয় দশম শতক থেকে মধ্য-যবদ্বীপ ত্যাগ ক'রে পূর্ব-যবদ্বীপে স'রে গেল। খ্রীষ্টীয় ৯০০ থেকে ১৫০০—এই ছ' শ' বছর ধ'রে যবদ্বীপের হিন্দু যুগের ইতিহাস, পূর্ব-যবদ্বীপের কতকগুলি রাজ্য, পর-পর যাদের উত্থান হ'য়েছিল, তাদের অবলম্বন ক'রে। এই রাজ্যগুলি হ'চ্ছে, (১) Kediri কেদিরি (অন্য নাম Panjalu পঞ্জলু বা Daha দহ)—১০০০ থেকে ১২২০ পর্য্যন্ত; (২) Djanggala জঙ্গল বা Singosari সিংহসারি,—১২২০ থেকে ১২৯২ পর্য্যন্ত; আর (৩) Bilwatikto বিল্বতিক্ত বা Modjo pahit মজ-পহিৎ—১২৯২ থেকে ১৪৭৮, মতান্তরে ১৫২০ পর্য্যন্ত। মজ-পহিতের পতনের সঙ্গে-সঙ্গে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের পতন, আর হিন্দুযুগের অবসান।

এই ছ' শ' বছরের ইতিহাস যবদ্বীপের পক্ষে অতি গৌরবের। খ্রীষ্টীয় ৯০০-র পূর্বে যবদ্বীপের সভ্যতাকে পুরাপূরি ভারতীয় সভ্যতাই বলা চলে—যবদ্বীপের শিল্প দেখে, তাতে ভারতের ঔপনিবেশিকদেরই হাত যে চোদ্দ আনা র'য়েছে তা

বোঝা যায়—যবদ্বীপের মালাই বা ইন্দোনেসীয় জাতির পরিচয় তাতে ততটা পাই না। কেদিরি, সিংহসারি আর মজ-পহিৎ যুগে যবদ্বীপের অধিবাসীরা ভারতীয় শিল্পকে আত্মসাৎ ক'রে, নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাকে নোতুন রূপ আর নোতুন প্রাণ দেয়; ইন্দোনেসীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা যুক্ত হ'য়ে, ভারতের শিল্পের একটি অভিনব প্রকাশ এই ভাবে যবদ্বীপে ঘটে। কেদিরি-যুগে যবদ্বীপীয় ভাষায় সাহিত্যের পত্তন হয়। যবদ্বীপে অনেক সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে,—আর এই যুগে যবদ্বীপীয় ভাষাতেও অনুশাসন উৎকীর্ণ হ'তে থাকে। যবদ্বীপীয় বর্ণমালা দক্ষিণ-ভারতের বর্ণমালা থেকে উৎপন্ন, উপর-উপর দেখ্‌তে কতকটা গ্রন্থ বা তমিল অক্ষরের মতন।

আনুমানিক ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা Sindok সিন্দোক্ পূর্ব-যবদ্বীপে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর অনেক মন্দিরাদি স্থাপনের অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে। সিন্দোক্-এর বংশের এক রাজকুমারীর বিয়ে হয় বলিদ্বীপের রাজা উদয়নের সঙ্গে; উদয়নের ছেলে Erlangga এর্লঙ্গ। এর্লঙ্গ বিয়ে করেন যবদ্বীপের রাজা ধর্মবংশের মেয়েকে। এই রাজা ধর্মবংশের সময়ে সংস্কৃত মহাভারতের যবদ্বীপীয় অনুবাদ হয়। ধর্মবংশ পশ্চিম-যবদ্বীপের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হন, কিন্তু তাঁর জামাতা এর্লঙ্গ শত্রুদের বিতাড়িত ক'রে পূর্ব-যবদ্বীপে একচ্ছত্র রাজা হন (১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। এর্লঙ্গের বংশে জয়াভয় নামে একজন রাজা হ'য়েছিলেন, তাঁর কথা যবদ্বীপের লোকেরা এখনও গানে কবিতায় নাটকে শুনে থাকে।

সিংহসারিতে প্রথম রাজত্ব করেন Ken Arok কেন্ আরোক্ বা রঙ্গরাজস। ইনি চাষার ঘরের ছেলে ছিলেন, ধীরে-ধীরে নানা খুন-খারাপির মধ্য দিয়ে, পূর্ব-যবদ্বীপের অধীশ্বর হন (১২২২ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁর বংশের চতুর্থ রাজা বিষ্ণুবর্ধন যবদ্বীপের অনেক অংশ দখল করেন, তখন সিংহসারির প্রতাপের কথা চীন আর ভারত পর্য্যন্ত পৌছায়। ১২৬৮ সালে এঁর মৃত্যুর পরে এঁর ছেলে কৃতনগর রাজা হন, আর তাঁর আমলে যবদ্বীপের অধিকার দ্বীপময় ভারতের অনেক অংশে বিস্তৃত হয়। সুমাত্রা-দ্বীপে যুদ্ধ-উপলক্ষ্যে কৃতনগরের অনুপস্থিতি-কালে, তাঁর মন্ত্রী আর বন্ধু বীররাজ তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়্‌যন্ত্র করে। ইতিমধ্যে চীনের মোঙ্গোল সম্রাট কুব্‌লাই-খান্-এর আজ্ঞায় চীনা সেনা যবদ্বীপ আক্রমণ করে। নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ষড়্‌যন্ত্রের পরে, কৃতনগরের জামাতা রাদেন্ বিজয়,

শ্বশুরের মৃত্যুর পরে, বিরোধী দলকে পরাস্ত ক'রে রাজা হন, আর ১২৯২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত মজ-পহিৎ (সংস্কৃতে 'বিল্বতিক্ত' বা 'তিক্তশ্রীফল') নগরে 'কৃতরাজস জয়বর্ধন' নাম নিয়ে অভিষিক্ত হন।

কেদিরি-যুগে যবদ্বীপের ভাষা-সাহিত্যের পত্তন হয় ; সিংহসারি-যুগে নোতুন ক'রে শিল্প—ভাস্কর্য্য আর বাস্তু-গঠনের বিকাশ হয় ; আর মজ-পহিৎ-যুগে সমগ্র দ্বীপময়-ভারতে যবদ্বীপের একচ্ছত্র আধিপত্য ঘটে। রাজা কৃতরাজস জয়বর্ধনের মৃত্যুর পরে রাজত্ব করেন জয়নগর। তাঁর মৃত্যুর পরে, রাজবংশের দুই মহিলা —ত্রিভুবনদেবী সুহিতা, আর গায়ত্রীদেবী, এঁরা জয়নগরের পুত্র রাজা Hayam Wuruk 'হায়াম্ বুরুক্' (অর্থাৎ 'লড়ায়ে' মোরগ')-এর নাবালকত্বের সময়ে রাজ্য পরিচালনা করেন। এঁদের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল গজমদ ; গজমদ প্রতিজ্ঞা করেন যে, সমস্ত দ্বীপময়-ভারত যবদ্বীপের অধীনে আন্‌বেন। চারিদিকে যুদ্ধ-জাহাজ আর ফৌজ পাঠিয়ে' তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা প্রায় পূর্ণ ক'রেছিলেন—১৩৩৩ সাল থেকে ১৩৫০-এর মধ্যে, নিউ-গিনি আর সুমাত্রায় অভ্যন্তর প্রদেশ ছাড়া, সমস্ত দ্বীপময়-ভারত যবদ্বীপের বশ্যতা স্বীকার করে। হায়াম বুরুক্ 'রাজসনগর' এই নাম নিয়ে ১৩৫০ সালে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে সুমাত্রাদ্বীপ পূর্ণ-ভাবে দখল হয়। ১৩৬৪ সালে গজমদ প্রাণত্যাগ করেন। রাজসনগরের যুগও যবদ্বীপের পক্ষে অতি গৌরবের। একদিকে যেমন সাম্রাজ্য-বিস্তার, অন্যদিকে তেমনি শিল্প, বিজ্ঞান আর সাহিত্যে উন্নতি। পূর্ব-যবদ্বীপে পানাতারান্-এর বিখ্যাত মন্দিরগুলি এই সময়েই তৈরী হয় ; প্রপঞ্চ-কবি রাজসনগরের প্রশস্তি-হিসাবে, তাঁর কালের আর তার পূর্বেকার ইতিহাস অবলম্বন ক'রে, 'নগরকৃতাগম' নামে ঐতিহাসিক বই লেখেন, যবদ্বীপীয় ভাষায়। রাজ্যে শৈব আর বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম-ই প্রবল ছিল। বিজিত দ্বীপগুলিতে যবদ্বীপীয় হিন্দু ধর্ম আর সভ্যতা বিস্তারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। তখন যবদ্বীপ থেকে "ভুজঙ্গ"-উপাধিধারী শাস্ত্রজ্ঞ প্রচারক-পুরোহিতেরা বোর্নিও সেলেবেস ফিলিপ্পীন প্রভৃতি দ্বীপে একাধারে ধর্ম-প্রচার আর দেশ-শাসন কর্‌বার জন্য প্রেরিত হ'তেন।

রাজসনগরের মৃত্যুর পর, ১৩৮৯ সালের পর থেকে, যবদ্বীপের—মজ-পহিৎ রাজ্যের—ভাঙন আরম্ভ হ'ল। চীনের সঙ্গে যবদ্বীপের যুদ্ধ বাঁধে, ফলে একে একে বিভিন্ন দ্বীপের লোকেরা সুবিধা পেয়ে যবদ্বীপের অধীনতা অস্বীকার করে,

চীনের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের স্বাধীন ক'রে নেয়। ইতিমধ্যে আর একটি শক্তি এসে দ্বীপময়-ভারতে প্রকট হয়—এটি হ'চ্ছে আরব জাতি আর তাদের ধর্ম।

আরবেরা যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারত আর বাবিলন আর মিসরের মধ্যে বাণিজ্য-উপলক্ষে জাহাজে ক'রে যাওয়া আসা ক'রৃত। এই আরবেরা ছিল দক্ষিণ-আরবদেশের Saba সাবা বা Sheba শেবা অঞ্চলের সুসভ্য আরব, মরুভূমির বর্বর Beduin অর্থাৎ বদ্দু আরব নয়। খ্রীষ্ট-জন্মের পরেই রোমান আর গ্রীকেরা ভারতের বাণিজ্যে আরবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ ক'রে দেয়, গ্রীক নাবিক আর রোমান জাহাজ দক্ষিণে মিসর আর ভারতের বন্দরে বেশী ক'রে আস্তে থাকে। আরবেরা তখন হ'ঠে গিয়ে আরও পূর্ব অঞ্চলে দ্বীপময়-ভারতে আসে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রথম কয় শতাব্দীর মধ্যে তারা ঐ অঞ্চলে এমন কি সুদূর চীন পর্য্যন্ত যায়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনের কাণ্টন শহরে আরব বণিক্‌দের একটি বড়ো কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছিল। ভারত আর দ্বীপময়-ভারত থেকে জিনিস-পত্র চীনে আস্‌ত, হয় আরব নয় ভারতীয় জাহাজে ক'রে—চীনাদের মধ্যে নিজেদের জাহাজে ক'রে বাণিজ্য-সম্ভার আন্‌বার রেওয়াজ তখনও ততটা হয় নি। এই আরবেরা অবশ্য তখন মুসলমান ধর্ম পায় নি। প্রাচীন আরবেরা খালি নিজেদের জাহাজে ক'রে মাল চালান দেওয়া আর আমদানি করার কাজেই ব্যস্ত জিল, ধর্ম-টর্মর বড়ো ধার ধার্‌ত না। তবে এরা দ্বীপময়-ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রবেশ ক'রেছিল, বহুস্থলে বসবাসও ক'রেছিল। নিজেদের দেশে মক্কা-মদীনায়, দামাস্কসে, বগ্‌দাদে মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, তার ইসলামী অর্থাৎ মিশ্র গ্রীক-ঈরানী-সিরীয়-আরব সভ্যতা আর আরবী ভাষায় বিজ্ঞান আর সাহিত্য সৃষ্টি হবার পরে, দ্বীপময়-ভারতের আরবেরাও মুসলমান হয়, আর ঐ দেশে নিজেদের ধর্মও অল্প-স্বল্প প্রচার ক'র্‌তে থাকে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর-ভারত মুসলমান তুর্কীদের অধীনতা স্বীকার করে, আর গুজরাটের বেনিয়া জাতিরাও কিছু-কিছু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। পারস্য-দেশের আর গুজরাটের মুসলমান বণিক্‌দের সাহায্যেও দ্বীপময়-ভারতের মালাই জাতির মধ্যে ইসলাম-প্রচার ঘ'ট্‌তে থাকে; আর এ-সবের ফলে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকেই, মালাই উপদ্বীপে আর সুমাত্রায় কিছু-কিছু লোক মুসলমান হ'য়ে যায়। তার পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ আর

পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণ-আরবের (হাদ্রামৌত প্রদেশের) বড়ো শ্রেষ্ঠী আর ধর্ম-প্রচারক সৈয়দ বংশের লোকেরা জোরে প্রচারকার্য্য চালায়। এরা দ্বীপময়-ভারতে সর্বত্র মুসলমানদের একতা-সূত্রে গ্রথিত ক'র্‌তে থাকে, তাদের স্বতন্ত্র সত্তায় উদ্বুদ্ধ ক'রে দেয়, আর রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে স্থানীয় রাজাদেরও মুসলমান ধর্মে টান্‌তে চেষ্টা করে। প্রথমটা মালাক্কা অঞ্চলের মালাই রাজারা মুসলমান হন, তারপর সুমাত্রায়। ধীরে-ধীরে বোর্নিও আর সেলেবেসের আর অন্য-অন্য দ্বীপের বন্দরে, আরব, পারসীক আর ভারতীয় মুসলমানদের যত্নে মুসলমানদের প্রতিপত্তি বাড়্‌তে থাকে। আরব সৈয়দেরা আর প্রচারকেরা স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকদের ঘরে বিয়ে ক'রে নিজেদের ধর্ম আর জাতির প্রাধান্য বাড়াত'। এই-ভাবে পশ্চিম- আর উত্তর-যবদ্বীপে ছোটো-খাটো দুই-একজন রাজা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। মালিক ইব্রাহীম ব'লে একজন ধর্মগুরু পারস্য থেকে আসেন—১৪১৯ সালে তিনি মারা যান, তাঁর সমাধি এখন যবদ্বীপে সম্মানিত হ'য়ে থাকে। ইন্দোচীনের চম্পা থেকে রাদেন্ রহমৎ ব'লে একজন লোক এসে উত্তর-যবদ্বীপে সুরাবায়ার কাছে উপনিবিষ্ট হন। ১৪৫০ সালের দিকে তিনি স্থানীয় এক প্রতাপশালী যবদ্বীপীয় বংশে বিবাহ করেন। তাঁর আগ্রহে আর উৎসাহে মুসলমান যবদ্বীপীয়েরা একতা-বদ্ধ হ'য়ে, মজ-পহিতের হিন্দু রাজাদের অধীনতা বর্জন ক'রে স্বাধীন হবার চেষ্টা ক'র্‌তে থাকে। রাদেন্ রহমৎ-এর ছেলে রাদেন বোনাঙ্ এই কাজে অনেকটা সাফল্য লাভ করেন। ইতিমধ্যে মজ-পহিৎ রাজ্যে অন্তর্বিবাদ হ'তে থাকে, প্রাচীন রাজবংশের হাতে আর ক্ষমতা না থাকায় দেশে এক রকম অরাজকতা আরম্ভ হয়। ১৪৭০ সালের দিকে মজ-পহিতের রাজবংশ বলিদ্বীপে পালিয়ে' যায়; ১৪৭৬ সালে মজ-পহিৎ-রাজ্য, মধ্য- আর পশ্চিম-যবদ্বীপের মুসলমানদের হাতে আসে। এর পরের ইতিহাসের ঠিক খবর পাওয়া যায় না,—তবে অনুমান হয় যে, পশ্চিম-যবদ্বীপের Demak দেমাক্ রাজ্যের মুসলমান রাজা Dipati Unus 'অধিপতি উনুস্'-এর হাতে ১৫২০ সালের দিকে মজ-পহিতের হিন্দু রাজ্যের পূর্ণ ধ্বংস সাধিত হয়—মুসলমান-ধর্মাবলম্বী রাজারাই এখন থেকে যবদ্বীপে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হন।

তার পরে যবদ্বীপে মজ-পহিতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের স্থানে চারিটি মুসলমান রাজ্যের উদ্ভব হ'ল—Demak দেমাক্, Hadjang হাজাঙ্, Bantam বান্তাম,

আর মধ্য-যবদ্বীপে Mataram মাতারাম্। এই রাজ্যগুলি আপসে লড়াই-বিগ্রহ খুবই ক'রতে থাকে। ইতিমধ্যে পোর্তুগীসেরা দেশে আসে, আর তার পরে ডচেরা। মাতারাম্-রাজ্যে প্রাচীন হিন্দু-যবদ্বীপীয় সংস্কৃতি মুসলমান ধর্মের প্রভাবে প'ড়ে একটু নোতুন রূপ ধারণ ক'রে বসে। দেশে ক্রমে-ক্রমে ডচেরা প্রাধান্য লাভ ক'রতে থাকে; যবদ্বীপের রাজাদের মধ্যে আত্ম-কলহে আর ডচেদের চেষ্টায় দেশটি শেষটায় তাদেরই দখলে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে মধ্য-যবদ্বীপের মাতারাম্ রাজ্যকে ভেঙে 'যোগ্যকর্ত' (বা 'অযোধ্যাকৃত') আর 'সুরকর্ত' (বা 'শূরকৃত') নামে দু'টি খণ্ড রাজ্য, আর তার পরে এদের সংশ্লিষ্ট 'পাকু-আলাম্' আর 'মাঙ্কু-নগর' নামে আরও দু'টি ক্ষুদ্রতর খণ্ডরাজ্য—এই চারটি ছোটো-ছোটো রাজ্য ডচেদের অধীনে মধ্য-যবদ্বীপে সৃষ্ট হ'ল। অন্যত্র রাজাদের শক্তি প্রায় একেবারে লুপ্ত হ'ল।

যবদ্বীপের রাজশক্তি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতকে মুসলমান ধর্ম স্বীকার ক'রলেও, যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতি দেশের লোকেদের এতটা অস্থি-মজ্জাগত হ'য়ে গিয়েছিল যে, সে সংস্কৃতির লোপ হ'তে পারে নি। এখনও মুসলমান ধর্মের আবরণের মধ্যে সেই সংস্কৃতি পূর্ণ-ভাবে আত্মরক্ষা ক'রছে। যবদ্বীপের চার শ' বছরের আরব বা মুসলমান প্রভাব নোতুন কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারেনি—সভ্যতায় সাহিত্যে শিল্পে যা কিছু যবদ্বীপের গৌরব করবার, তা তার পূর্বেকার সংস্কৃতির ভগ্নাংশ নিয়ে। যবদ্বীপে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে এই প্রাচীন সংস্কৃতি যে কতটা বলবৎ র'য়েছে, তা আমরা দেখে এসেছি। নবীন ধর্ম ইস্লামের সঙ্গে এই সংস্কৃতির কোনও বিরোধ হয় নি, দুইয়ে সামঞ্জস্য ক'রে মানিয়ে' নিয়ে' বেশ চ'লছে। মহাভারত যবদ্বীপীয়েরা ছাড়ে নি, কিন্তু মুসলমান আলেমেরা এসে, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবদের আর অন্য পাত্র-পাত্রীদের সূফী-দর্শন-অনুসারী রূপকাত্মক ব্যাখ্যা ক'রে, যবদ্বীপীয়দের মধ্যে তার আসন দৃঢ়তর ক'রে দিয়েছেন। শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা, পঞ্চ-পাণ্ডব, রামচন্দ্র—আদি মানব আদম থেকে এঁদের উৎপত্তি কল্পিত হ'য়েছে;—স্থানীয় রাজাদের বিরাট্ বংশ-লতিকা তৈরী হ'য়েছে, তাতে একদিকে যেমন আদম (Adam), নূহ (Noah), মূসা (Moses) প্রভৃতির স্থান আছে, অন্য দিকে তেমনি ভারতের চন্দ্র-বংশীয় আর সূর্য্য-বংশীয় রাজারাও বিরাজ ক'রছেন।

সংক্ষেপে এই হ'ল যবদ্বীপের পূর্ব-কথা। বলিদ্বীপের কথাও এই রকমের—তবে ওখানে আরব বা দেশীয় মুসলমানদের প্রভাব বা বিজয় কখনও ঘটে নি। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি চীনাদের লেখা থেকে বলিদ্বীপের খবর আমরা পাই—এই দ্বীপের কৃষি-কার্য্য আর অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার কথা চীনারা ব'লে গিয়েছে। ভারত থেকে ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ ঔপনিবেশিক এই দ্বীপেও গিয়েছিল। বলিদ্বীপে সম্প্রতি প্রাচীন সভ্যতার অন্বেষণ-কার্য্য আরম্ভ হ'য়েছে, Pedjeng পেজেঙ্ আর Bedoeloe বেদুলু ব'লে দু'টি জায়গায় হিন্দু আমলের অনেক জিনিস-পত্র পাওয়া গিয়েছে, মিশ্র সংস্কৃত আর বলিদ্বীপের ভাষায় কতকগুলি তাম্র-শাসনও পাওয়া গিয়েছে। অনুমান হয়, ভারত থেকে সরাসরি স্বতন্ত্র-ভাবে হিন্দু সভ্যতার ধারা এখানে পৌচেছিল। তার পরে যবদ্বীপের সঙ্গে বলিদ্বীপের ঘনিষ্ঠভাবে যোগ ঘটে, এই দ্বীপের রাজ-রাজড়াদের ঘরে বৈবাহিক আদান-প্রদান হ'তে থাকে, বলিদ্বীপের এক রাজা যবদ্বীপে রাজা হ'য়ে বসেন। খ্রীষ্টীয় ১৩৩৪ সালে গজমদের চেষ্টায় বলিদ্বীপের রাজা যুদ্ধে নিহত হন, বলিদ্বীপ যবদ্বীপের অধীনতা স্বীকার করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে, যবদ্বীপের মজ-পহিৎ রাজবংশ আর রাজ্যের বিস্তর অভিজাত ব্যক্তি মধ্য- আর পশ্চিম-যবদ্বীপের মুসলমানদের চাপে যবদ্বীপ থেকে পালিয়ে' এসে, বলিদ্বীপে আশ্রয় নেন। তখন থেকে ডচ-বিজয় পর্য্যন্ত এরা সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাধীন হ'য়েই ছিল। বলিদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি আর শিল্প মজ-পহিতের যবদ্বীপীয় ঔপনিবেশিকদের সংস্পর্শে এসে একটু যবদ্বীপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বলীর সংস্কৃতি নিজের পার্থক্য আর বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রেখেছ। বলীর হিন্দুরা সমগ্র দ্বীপময়-ভারতে বীরত্বের আর সাহসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এরা বলীর পূর্বদিকে অবস্থিত Lombok লম্বক-দ্বীপ জয় ক'রে, সেখানকার মুসলমান-ধর্মাবলম্বী Sasak সাসাক্ জা'তের উপর রাজত্ব ক'র্‌তে থাকে। ডচেরা লম্বক-দ্বীপে সাসাক্‌দের দ্বারা আহূত হ'য়ে বলি-জাতীয় রাজাদের সঙ্গে ল'ড়ে, তাদের হাত থেকে লম্বক-দ্বীপ জয় ক'রে কেড়ে নেয়। কিন্তু ১৮৪৮ সালে উত্তর-বলীর বুলেলেঙ্ বন্দরটি ছাড়া ঐ দ্বীপের অন্য অংশ দখল কর্‌বার সুবিধা ডচেদের হয় নি। মাত্র ১৯০৮ সালে—এখন এই ১৯২৭ সালে পঁচিশ বছরও পূর্ণ হয়নি—বলিদ্বীপ পুরাপুরি ডচেদের দখলে এসেছে—তাও খুব ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে। বলিদ্বীপের

রাজারা সতীদাহ-প্রথা অনুসরণ ক'রতেন,—রাজার এক বা একাধিক স্ত্রীকে দাহের পূর্বে তলওয়ার দিয়ে হত্যা করা হ'ত, এই বর্বর প্রথায় এইটুকু যা দয়া দেখানো হ'ত। সতীদাহ-নিবারণের ওজুহাতে, আর ডচেদের প্রজা এক চীনা বণিকের প্রতি বলীর লোকেরা অবিচার ক'রেছিল তার প্রতিকারের ওজুহাতে, ডচেরা সেনা পাঠায়। উত্তর থেকে জয়ের সুবিধা না দেখে, দক্ষিণে নৌ-বাহিনী পাঠায়, গোলা-বৃষ্টি ক'রে ডচ্ সৈন্য দক্ষিণ-বলীর Badoeng বাদুঙ্ শহরে নামে—আর ভারতের রাজপুতদের জৌহরের মতো Kloeng Koeng ক্লুঙ্কুঙ্ নগরের রাজা Dewa Agoeng 'দেব আগুঙ্' সবংশে আর সসৈন্যে যুদ্ধে আত্মাহুতি দেন। এমনি ক'রে এই ছোট্টো দ্বীপটি শেষে ডচেরা জয় করে। এখন বলিদ্বীপের লোকেরা ডচেদের শাসন মেনে নিয়েছে, শান্তিতে বাস ক'রছে—ডচেরাও ওদের অনেক অধিকার অব্যাহত রেখেছে, ওদের প্রাচীন রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করে নি, আর সব-চেয়ে যেটি বড়ো কথা, ওদের অর্থনৈতিক সুবিধা সব বজায় রেখেছে। ডচ্ পতাকায় তিনটি রঙ আছে—লাল, নীল, সাদা,—ফরাসীদের পতাকার মতন; বলিদ্বীপের লোকেরা বলে, এ পতাকা আমাদের মান্‌তে—এ ঝাণ্ডার তলায় দাঁড়াতে—আমাদের লজ্জা নেই, এ তো আমাদেরই দেবতার রঙ নিয়ে—ব্রহ্মার লাল, বিষ্ণুর নীল আর শিবের সাদা রঙ নিয়ে তৈরী, এ তো আমাদেরই ধর্মের ধ্বজা। এইভাবে এই বীর জাতি নিজের মনকে প্রবোধ দেয়, নিজের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার চেষ্টা করে।

নানা দিক্ দিয়ে বলিদ্বীপ একটি আশ্চর্য্য দেশ। এখানকার লোকেরা এখনও তাদের প্রাচীন সারল্য আর তেজ বজায় রেখেছে, এদের জীবন-যাত্রা যেন স্বপ্ন রাজ্যের ব্যাপার—প্রতি পদে আমাদের প্রাচীন ভারতের কল্প-লোকের কথা স্মরণ করিয়ে' দেয়। ভারতবাসীর পক্ষে এই দেশ এক তীর্থ-স্বরূপ। আমাদের প্রতি পদে মনে হ'চ্ছিল, প্রাচীন ভারতকে আংশিক ভাবে চাক্ষুষ ক'রে দেখ্‌তে হ'লে, বলিদ্বীপ একবার ঘুরে যাওয়া দরকার। কিন্তু একথাও স্বীকার ক'রছি—বলিদ্বীপের এই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আর সারল্য আর থাক্‌ছে না—অতি শীঘ্র-শীঘ্র বদ্‌লাচ্ছে, দু-পাঁচ বছরের ভিতর এই স্বর্গরাজ্য আর স্বর্গরাজ্য থাক্‌বে না, পৃথিবীর ধূলায় মলিন হ'য়ে যাবে, বলীর হিন্দু জনগণের জীবনের সৌন্দর্য্য আর সুষমা অতীতের বস্তু হ'য়ে দাঁড়াবে। মোটর-কার,

বিলিতি মালের মহাজন, সিনেমা, আমেরিকান আর ইউরোপিয়ান টুরিস্ট, আর ফ্যাশনের আধিপত্য, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে নোতুন-নোতুন অভাব—সবে মিলে বলিদ্বীপকে বর্তমান পৃথিবীর অন্য অংশের সামিল ক'রে দিচ্ছে। কালধর্মে এটা অবশ্যম্ভাবী।

এইবারে আমাদের ভ্রমণের কাহিনীর সূত্র ধ'রে বলিদ্বীপের কথা ব'ল্‌বো॥

॥ ৬ ॥

বলিদ্বীপ : বুলেলেঙ্—কিন্তামানি—বাঙ্লির পথ

২৬এ আগস্ট ১৯২৭, শুক্রবার

ভোর ছটার মধ্যে কাপড়-টাপড় প'রে তৈরী হ'য়ে ডেকে এসে দাঁড়ালুম। দক্ষিণ-মুখো জাহাজ চ'ল্‌ছে, ভোরের আলো-আঁধারির মধ্যে দূরে বলীয় পাহাড় চোখে প'ড়্‌ল। জাহাজ পৌঁছুতে-পৌঁছুতে বেশ ফরসা হ'য়ে গেল, নীচে সমুদ্রের ধারেই বুলেলেঙ্ শহরের দু-চারখানা বাড়ি দেখা গেল, তার পিছনে কালো বনের ছায়া, তার উপরের না'রকল গাছের চূড়োয় পূব দিক্ থেকে উঠন্ত সূর্য্যের দু'চারটে সোজা রশ্মি এসে প'ড়ে গাঢ় সবুজকে একটু হালকা রঙের আমেজ মাখিয়ে' দিয়েছে। একটু মন্দ মধুর হাওয়া বইছে। বলিদ্বীপে আমাদের এই প্রথম প্রবেশের সময়ে প্রকৃতি-দেবী যেন অতি সুমিষ্ট ভাবে স্বাগত ক'র্‌লেন। বুলেলেঙ্-এ বন্দর ব'ল্‌তে তেমন কিছু নেই—ডাঙার ধারেই অগভীর জল, চটান মতন,—সেই জলের উপর দিয়ে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত ছোটো একটা জেটি চ'লে এসেছে—শহরের সমুদ্রের ধারের রাস্তা থেকে সটান জলের ভিতর যেন খানিকটা মানুষ-চল্‌বার পথ; তা থেকে আরও বেশ খানিকটা দূরে, একটু গভীর জলে আমাদের জাহাজ লঙ্গর ফেল্‌লে। নৌকায় ক'রে আমাদের তীরে আস্‌তে হল। স্থানীয় নৌকা, চওড়া খোল, লোহার কীল দিয়ে পাটাতনগুলি আট্‌কানো; মাঝি-মাল্লাদের রঙীন চিত্র-বিচিত্র সারঙ্ মালকোঁচা ক'রে পরা, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় রঙীন রুমাল জড়ানো, বেশ-মজবুত চেহারার লোক। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে আমরা নাম্‌লুম; আমাদের মাল-পত্র ডেকের উপরে স্তূপাকার ক'রে রাখা হ'য়েছিল, সেগুলিকেও নামানো হ'ল। জেটি দিয়ে শেষে ডাঙায় এসে পৌঁছুলুম, বলিদ্বীপের মাটিতে অবতরণ ক'র্‌লুম।

আমাদের সঙ্গে দু'-চার জন যবদ্বীপীয় ছিল, আর ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয় ছিল; আর ছিল গুজরাটী খোজা দোকানদার জনকতক—এরা তৃতীয় শ্রেণীতে আস্‌ছিল, গাঁঠরি-গাঁঠরা নিয়ে নাম্‌ল, সেই কালো কাপড়ের বুক-খোলা

কোট-আচকান পরা, পেট-মোটা চেহারা, নেড়া মাথায় জরীর বাঁধা পাগড়ি ; এরা দক্ষিণ-বলীতে Badoeng বাদুঙ্ শহরে যাবে।

জেটির ধারেই, সমুদ্রের কিনারায়, একটি মন্দির ; বলিদ্বীপের মন্দির এই প্রথম চোখে প'ড়্ল। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হাতার মধ্যে মন্দিরের বাড়ি ; সমুদ্রের ধারে এই পাঁচিলের মধ্যে কেবল একটি সাগর-মুখো উন্মুক্ত তোরণ-দ্বার দেখা যাচ্ছিল। বেলা বেশী হয় নি, লোকজনের বেশী ভীড় নেই। যাত্রীদের মাল-পত্র নিয়ে ব্যস্ত জনকতক কুলি, আর দূরে কুত-ঘাটায় অর্থাৎ চুঙ্গির দপ্তরে ডচ্ আর অন্য সরকারী লোক দাঁড়িয়ে'। কবিকে, আর আমাদের সঙ্গের ডচ্ কাউণ্টটিকে স্বাগত কর্বার জন্য জনকতক ডচ্ ভদ্রলোক এসেছেন ; আর অন্য ইউরোপীয় যাত্রীদের জন্য স্থানীয় Travellers' Agents কোম্পানির লোক। একটু দূরে কতকগুলি মোটর দাঁড়িয়ে' আছে। আমাদের দলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ ক'রে একটি ডচ্ ভদ্রলোক এসেছিলেন। ইনি বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপে আমাদের সঙ্গে অনেকটা সময় একত্র থেকে, অকৃত্রিম সৌহার্দের পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁর নাম Samuel Koperberg সামুএল কোপেয়ার্-বেয়ার্গ্ (বা কোপ্যার্ব্যার্গ্)। আমাদের মাল-পত্র কাস্টম-আপিসে নিয়ে গিয়ে, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিলে। কোপ্যার্ব্যার্গ্ কবিকে নিয়ে গেলেন, তাঁকে তাঁর গাড়িতে চড়িয়ে' দিতে। কবি, ধীরেন-বাবু, স্থরেন-বাবু, Bake বাকেরা স্বামী স্ত্রী, Drewes দেউএস্ ব'লে 'বালাই-পুস্তাকা'র কর্মচারী ডচ্ যুবকটি, কোপ্যার্ব্যার্গ্, আর আমি—এই আট জনে একটি দল হ'ল। আমরা একত্রে ভ্রমণ ক'র্বো, যতদূর সম্ভব এক জায়গায় থাক্বো। তিনখানি মোটর আমাদের জন্য ঠিক ছিল, একটায় কবি, বাকে-পত্নী, কোপ্যার্ব্যার্গ্ আর আমি,—একটাতে বাকে, স্থরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, আর দ্রেউএস্, আর তৃতীয়টায় আমাদের মাল-পত্র। অন্য অন্য ডচ্ যাত্রীরা চট্পট মোটরে ক'রে বেরিয়ে' প'ড়্লেন।

মোটরে চ'ড়ে ব'স্তেই-ব'স্তেই বেলা বেড়ে গেল, সাতটা হ'য়ে গেল। ছোট্ট শহরটিতে ধীরে-ধীরে সাড়া প'ড়ে গেল। ফেরিওয়ালা বেরুলো, আর জেটির ধারে সরু রাস্তায় বলিদ্বীপের দু-চারটি মেয়েকে যেতে দেখ্লুম। মাথায় জলের পাত্র, বা ঝোড়ায় ক'রে কিছু নিয়ে যাচ্ছে ; কী অপূর্ব মনোহর গতিভঙ্গীতে এই সব তন্বঙ্গী মেয়েরা চলাফেরা ক'রে যেতে লাগ্ল ! বলিদ্বীপের

মেয়েদের তন্বী শ্রী আর তাদের অপূর্ব সুষমাময় সৌন্দর্য্যের কথা যে প'ড়েছিলুম, তার একটু-আধটু আভাস এই দ্বীপে অবতরণের অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পেলুম।

মোটরগুলি ভাড়া করা হ'য়েছিল; মোটরের মালিক—অধিকারিণী—এলেন। ইনি বলিদ্বীপের একজন সর্বজন-পরিচিত ব্যক্তি। বলিদ্বীপের কোনও বর্ণনা এঁকে বাদ দিয়ে হবার জো নেই। ইনি হ'চ্ছেন বলিদ্বীপের একটি প্রৌঢ়-বয়স্কা মহিলা, নাম 'পাতিমা'। এঁকে অনেক সময়ে Princess Patima বা 'রানী পাতিমা' ব'লে উল্লেখ করা হয়। এঁর জীবনের কাহিনী রহস্যময়। আপাততঃ ইতি বুলেলেঙ্ শহরে বলিদ্বীপের প্রাচীন কারুশিল্পের জিনিসের একটি কারখানা আর দোকান ক'রে আছেন। বলিদ্বীপের প্রাচীন সোনা রূপার কাজ, ছাপা কাপড়, অস্ত্র-শস্ত্র, ছবি, চামড়ায় কাটা নানা মূর্তি, কাঠে খোদাই মূর্তি, এই-সব, বিদেশী টুরিস্ট্দের বিক্রী করেন। এ ছাড়া, বলিদ্বীপের বৈশিষ্ট্য যত রকমের লোক-শিল্প আছে, তাও কারিগর লাগিয়ে' তৈরী ক'রে বিক্রী করেন। তার-পর, এঁর কতকগুলি মোটর-গাড়ি আছে, সেগুলি ভাড়ায় খাটান। এই-সব কারবারে এঁর বেশ আয় হয়। ইনি ডচ্ আর বলিদ্বীপীয় উভয় শ্রেণীর লোকেদের কাছে খাতির পান। কোনও জাহাজ বুলেলেঙ্-এ লাগ্‌লে, ইনি নিজের দোকান থেকে শিল্প-দ্রব্যের পসরা নিয়ে যাত্রীদের দেখান, নিজের বাড়িতে দোকানেও তাদের নিয়ে আসেন। মোট কথা, পাতিমা হ'চ্ছেন একজন বেশ ব্যবসায়-বুদ্ধি-যুক্ত স্ত্রীলোক, এ বিষয়ে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দৃঢ়তা আছে। কিন্তু পাতিমার অতীত জীবন, যার সম্বন্ধে একটু-আধটু আভাস-মাত্র বিদেশীরা পায়—তার দ্বারাই এঁর চারদিকে একটা আকর্ষণের আবেষ্টনী ক'রে দিয়েছে, লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এঁর কথা শুন্‌তে চায়। পাতিমা যমের দরজায় ফেরত—যৌবন-কালে পাতিমা আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করেন, নিজের প্রাণ বাঁচান। পাতিমা নাকি দক্ষিণ-বলীর এক রাজার অন্যতম পত্নী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর কয় মাস পরে অন্ত্যেষ্টির সময়ে অন্য রানীদের সঙ্গে পাতিমাকেও হত্যা ক'রে বলিদ্বীপের প্রথা অনুসারে সতীদাহ কর্‌বার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পাতিমা নিজের জীবন এমনি ভাবে দিতে সম্মত হন নি—তিনি কোনও রকমে দেশ থেকে পালিয়ে' এসে উত্তরে ডচেদের কাছে আশ্রয় নেন। এখন থেকে

(১৯২৭ সাল থেকে) এ প্রায় ১৭।১৮ বছর পূর্বেকার কথা। ডচেরা তখন কেবল উত্তর-বলীর একটু অংশ দখল ক'রে ছিল—দক্ষিণ-বলী এদের অধীন তখনও হয় নি, তবে অধীনে আন্‌বার তোড়জোড় চ'ল্‌ছিল। সেই থেকে পাতিমা বুলেলেঙ্ শহরের অধিবাসিনী, আর ক্রমে-ক্রমে প্রতিপত্তিশালিনী হ'য়ে দাঁড়ান। পাতিমার সম্বন্ধে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে—তদনুসারে ইনি কোনও রাজার রানী ছিলেন না, দক্ষিণ-বলীর Kloeng-kloeng ক্লুঙ্‌কুঙ্ নগরের রাজার অন্তঃপুরের একজন পরিচারিকা-মাত্র ছিলেন, ডচেরা ক্লুঙ্‌কুঙ্ আক্রমণ ক'র্‌লে ক্লুঙ্‌কুঙ্-এর রাজা যখন সপরিজনে Poepoetan 'পুপুতান্' বা আত্মহত্যা করেন, তখন পাতিমা কোনও রকমে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন, পরে উত্তরে এসে অধিষ্ঠিত হন।

বলিদ্বীপ দেখে ফের্‌বার পথে যখন আমরা আবার বুলেলেঙ্-এ আসি, তখন পাতিমার সঙ্গে আমাদের আলাপ কর্‌বার সুযোগ হয়, তাঁর বাড়িতে গিয়ে বলীর শিল্পজাত দ্রব্য কিছু-কিছু দেখি আর কিছু কিনি,—আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে দু'চারটে কথা হয়। তখন পাতিমা বলেন যে, তিনি Bakar 'বাকার' বা সতীদাহ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই উত্তরে ডচেদের রাজ্যে চ'লে আসেন। বুলেলেঙ্-এ পাতিমার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কোনও খবর কেউ ভালো জানে না। পাতিমা জাতিচ্যুত হ'য়ে মুসলমান হন, 'পাতিমা' অর্থাৎ 'ফাতিমা' নাম নেন। বুলেলেঙ্-এ পাতিমার দু'টি কন্যাও হয়। এই মেয়ে দু'টি মায়ের দোকান-পাটের কাজে সাহায্য করে। এদের একজনকে পরে পাতিমার বাড়িতেই দেখি—মা যে কত সুন্দরী ছিল, তা এই মেয়েকে দেখে অনুমান করা যায়।

পাতিমা একজন হুঁশিয়ার চট্‌পটে' কার্য্যক্ষম স্ত্রীলোক বটে; কথাবার্তায় চাল-চলনে যে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশ্‌তে অভ্যস্ত, তা'ও বেশ বোঝা যায়। জগতের অভিজ্ঞতা আছে—একেবারে সাদাসিধে সরল ব'লে মনে হ'ল না; আর একটু প্রগল্‌ভাও বটে। বুলেলেঙ্ শহরের তিনি একজন প্রধান; রবীন্দ্রনাথ আস্‌ছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁরই গাড়িতে যাচ্ছেন,—পাতিমা স্বয়ং এলেন তদারক ক'র্‌তে, যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়। পাতিমার কথা আগেই প'ড়েছিলুম, এইবার তাঁকে চাক্ষুষ দেখ্‌লুম। গৌরবর্ণা বলি-জাতীয়া মহিলা, একটা রঙীন ফুলপাতার-নকশা ছাপা বিলিতী

কাপড়ের সারঙ্ প'রে, গায়ে মালাই মেয়েদের মতো একটা 'কাবায়া' বা কোর্তা, হাতে ছাতি, খালি পা, পান-দোক্তা খেয়ে দাঁতগুলির রঙ কালো হ'য়ে গিয়েছে। কোপ্যারব্যার্গ্ পরিচয় করিয়ে' দিলেন, ইনি হ'চ্ছেন 'রানী পাতিমা'। রবীন্দ্রনাথও এঁর কথা আগেই শুনেছিলেন। পাতিমা স্বয়ং হাত বাড়িয়ে' দিয়ে ইউরোপীয় কায়দায় আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দন ক'র্লেন। তার পরে সব ঠিক হ'লে, গাড়ি ছাড়্বার সময়ে আমাদের বার-বার 'সালামাৎ জালান্' বা 'শুভযাত্রা' ব'লে বিদায় নিলেন।

আমরা যাবো বুলেলেঙ্ থেকে ঘণ্টা তিনেকের মোটর-পথে, পূর্ব-মধ্য বলীতে Bangli বাঙ্লি বলে একটি গণ্ডগ্রামে। কোপ্যারব্যার্গ্ আর ডচ্ সরকারের কতকগুলি কর্মচারী সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন—বাঙ্লিতে স্থানীয় জমীদার বা রাজা—ইনি আবার ডচ্ সরকারের অধীনে Regent 'রেখেণ্ট' বা ম্যাজিস্ট্রেটও বটেন—বাড়িতে তাঁর পিতৃব্যের শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে উৎসব হবে—পূজা আর অন্যান্য অনুষ্ঠান, যাত্রা নাচ-গান সব হবে, আমরা গিয়ে সে-সব দেখ্বো; আর দুপুরে বাঙ্লির রাজারই অতিথি হবো। তার পরে, সারা দুপুর বাঙ্লিতে কাটিয়ে', বিকালে আমরা যাবো পূর্ব-বলীতে,—Karang-Assem কারাঙ্-আসেম ব'লে একটি ছোটো শহরে, সেখানকার রাজার অতিথি হ'য়ে সেখানে দু-তিন দিন কাটাবো। কারাঙ্-আসেম-এর রাজা, আর অন্যান্য অনেক রাজা, আর বিস্তর ডচ্ কর্মচারী—সকলে বাঙ্লিতে এসে জমা হবেন। প্রথম দিনেই এই শ্রাদ্ধ-সভায় বলিদ্বীপের সভ্যতার আর আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের একটু বেশ পরিচয় হবে।

বুলেলেঙ্ থেকে যাত্রা ক'র্লুম। ছোটো শহরটি, দু-তিন মিনিটের মধ্যেই শহর ছেড়ে মাঠের মধ্যে প'ড়্লুম। বুলেলেঙ্-এর মাইল দুই দক্ষিণে বলীর রাজধানী Singaradja সিংহরাজা শহর; দু'ধারে সবুজ ধানের খেত্, তার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার মোটরের রাস্তা। পায়ে হাঁটা দু-চার জন রাহী ছাড়া আর লোক-চলাচল নেই। অল্প কয় মিনিটে সিংহরাজায় পৌঁছে আমরা এখানকার Pasanggrahan 'পাসাংগ্রাহান্' বা ডাক-বাঙলার সাম্নে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের এই 'পাসাংগ্রাহান্'গুলির সম্বন্ধে পরে ব'ল্বো। সিংহরাজার এই ডাক-বাঙলাটি, মোটর-গাড়ি থাম্বার একটি

আড্ডা ; এখানে কোপ্যার্বার্গ্ তাঁর বাক্স-পেঁটরা রেখেছিলেন, সেগুলি তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে দেখি, পাতিমা আমাদের পিছনে-পিছনে আর একখানা মোটরে ক'রে এসে হাজির। মোটরগুলির কি ঠিক ক'রে নেবার ছিল ; সিংহরাজায় আমাদের ৮।১০ মিনিট দেরী হ'ল। পাতিমা আবার ঘটা ক'রে কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন—আবার 'সালামাৎ জালান্'-এর বার-বার আবৃত্তি। পাতিমাকে এবার খানিকক্ষণ ধ'রে আমাদের দেখ্বার অবকাশ ঘ'ট্‌ল। মহিলাটিকে বেশ একটু forward বা গায়ে-পড়া ব'লে বোধ হ'ল। ধরন-ধারন সম্বন্ধে, কবির কথায়, আমাদের সকলেরই এক মত হ'ল, যেন কতকটা বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের হীরা-মালিনীর ভাব। এই তুলনা শুনে আমাদের তিন জনের মধ্যে হাসাহাসি প'ড়ে গেল। ডচ্ বন্ধুরা কৌতূহলী হ'য়ে জান্‌তে চাইলেন, আমাদের এই পুলকের কারণ কী—তাঁরা অনুমানে বুঝ্‌লেন আলোচনাটা 'রানী পাতিমা'-কে নিয়ে। তখন কবি ইংরিজিতে ব'ল্‌লেন, মহিলাটি হ'চ্ছেন এমন একজন স্ত্রীলোক who has a past that is not yet wholly past.

সিংহরাজা শহরটি বুলেলেঙ্-এর চেয়েও বিরল-বসতি ব'লে মনে হ'ল। ডচ্ রাজকর্মচারীদের বাঙলা-বাড়ি, আর কতকগুলি আপিস, এই নিয়েই যেন শহরটি। কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। সিংহরাজার পরে খানিকটা সমতল ভূমি, তারপরে দক্ষিণ-পূর্বে একটি পাহাড় পেরিয়ে', পাহাড়ের ওপারে সমতল-ভূমিতে আমাদের গন্তব্য স্থল বাঙ্লি। বলিদ্বীপে ডচেরা হালে অনেকগুলি সুন্দর রাস্তা তৈরী ক'রেছে। সমগ্র দ্বীপটি জুড়ে এখন মোটর-গাড়ি চ'ল্‌ছে, এদেশে রেলের আর সুবিধা হবে না। আগে লোকে হেঁটে বা টাট্টু ক'রে ভ্রমণ ক'র্‌ত ; পাহাড়-অঞ্চলে যেখানে মোটর চলে না, সেখানে এখনও টাট্টুই একমাত্র বাহন। রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়েরা চৌদোল বা তাঞ্জাম ক'রে কাছে-পিঠে এখনও যাওয়া-আসা করেন, মানুষের কাঁধে এই যান বাহিত হয়। বড়ো লোকেদের নিজর মোটর আছে, সাধারণ লোকের জন্য প্রচুর লরি বা বাস্ এক শহর থেকে আর এক শহরে যাচ্ছে। সিংহরাজা ছেড়ে, পূব-মুখো আর তার পরে দক্ষিণ-মুখো হ'য়ে, খুব ঘন-বসতি বহু গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চ'ল্‌লুম। প্রথমটা রাস্তায় একটু ধূলো পেলুম, তার পরে সব পরিষ্কার। চমৎকার সবুজে ঢাকা দেশটি। ঠিক দক্ষিণ বাঙলার মতো।

রাস্তার দু-ধারে সাধারণ গৃহস্থের বাড়ি। মাটির বা কাঁচা ইটের দেওয়ালে ঘেরা, দেওয়ালগুলি সাধারণতঃ মানুষ-প্রমাণ উঁচুও নয়। মাটির দেওয়ালের মাথায় আবার বৃষ্টির জল আট্‌কাবার জন্যে খড়ের ছাউনি করা—ঠিক বাঙলাদেশের মতন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে এক-একটি বাড়ি। পুরানো বাঙলা কথায়, বাড়ির 'নাছ-দুয়ার' বা সদর দরজা বেশ উঁচু, ছোটো দেওয়ালের বহু উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে' আছে। লাল ইটের দুয়ারে সাধারণতঃ নক্‌শা-কাটা পাঁশুটে রঙের পাথরে একটু কাজ করা। বাড়ির ভিতরে প্রচুর গাছ-পালা, আর উঁচু রোয়াকের উপরে এক-একটি ক'রে ঘর। কলা, সুপুরি, না'রকল, বাঁশ-ঝাড়, এই-সবই বেশী। বাড়ির মধ্যে ধানের মরাই, কাঠের তৈরী, খড়ে ঢাকা। বেশ শান্তিময় আর শ্যামলশ্রীমণ্ডিত, বাড়িগুলি দেখে বেশ তৃপ্তি হয়। বাঙলাদেশের ছায়া-শীতল পল্লীগ্রামে ঠিক এমন্‌টি, আর মালাবারেও এই রকমটি দেখেছি। মালাবারের বাড়ির, আর নীচু দেওয়ালে ঘেরা গাছপালার মধ্যে বাড়ি আর ঘরগুলির সমাবেশ, এই বিষয়টিতে বলিদ্বীপের সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল আছে।

বুলেলেঙ্‌ আর সিংহরাজার আশে-পাশে অধিবাসীদের সংখ্যা খুব বেশী। রাস্তায় যেতে-যেতে সেটা বেশ উপলব্ধি ক'র্‌তে পারা গেল। দু'পা যেতে না যেতেই, গ্রাম আর হাট-বাজার। লোকেরা রাস্তায় খুবই চলা-ফেরা ক'র্‌ছে—অনেকের কাঁধে বাঁকে ক'রে ভারে-ভারে জিনিস—তরি-তরকারি, ধান, চা'ল, ধানের আঁটি, ফল; মাথায় ঝুড়ি বা মেটে' হাঁড়ি নিয়ে চমৎকার গতি-লীলা দেখিয়ে' মেয়ের দল চ'লেছে। বাজারে ফল, আনাজ-কোনাজ, চা'ল প্রভৃতির পসরা দিয়ে ব'সেছে মেয়েরা। পুরুষদের পরনে রঙীন ছিটের হাঁটু-পর্য্যন্ত ধুতি—তার কাছা দেয় না; আর মাথায় একটা রঙীন রুমালের পাগড়ি, গায়ে একটা কোনও রকমের জামা। বলিদ্বীপের এ অঞ্চলে মেয়েরা পরে একখানা কাপড়—সাধারণতঃ নীল বা কালো রঙের, বা গাছপালার-নক্‌শা-ছাপা লাল নীল হ'ল্‌দে প্রভৃতি নানান রঙের; গায়ে থাকে মালাই মেয়েদের ধরনের একটা জামা, আর একখানা লম্বা অপ্রশস্ত চাদর, সেটা হয় কাঁধে ফেলা থাকে, নয় কোমরে জড়িয়ে' রাখে। গাছের ছায়ায় ছেলে বুড়োর দল উবু হ'য়ে ব'সে জট্‌লা ক'র্‌ছে। প্রায় সব বাড়ির সাম্‌নে বড়ো ঝুড়ির মতন বাঁশের তৈরী ঢাকা খাঁচায় লড়াইয়ে' মোরগ র'য়েছে। পথে এখানে ওখানে সেখানে প্রচুর দেব-

মন্দির চোখে প'ড়্ল। অনেক মন্দিরে আর বাড়ির সাম্‌নে উঁচু বাঁশের খুঁটিতে তাল-পাতায় তৈরী চমৎকার মালা ঝুল্ছে, এ হ'চ্ছে সমাপ্তি-উৎসবের চিহ্ন। বলীর লোকেরা তাদের সরল স্মিত-বিস্ময়-পূর্ণ চাওনির দ্বারা আমাদের যেন স্বাগত ক'র্‌ছে। দেশটি যে সুন্দরী নারীর দেশ—প্রতি পদে তার পরিচয় পেতে লাগ্‌লুম।

সমতল ভূমি ছাড়িয়ে' আমরা পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। নবীন থেকে নবীনতর, মনোহর থেকে আরও মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের চোখের সাম্‌নে দৃশ্যপটের মতন খুলে যেতে লাগ্‌ল। কী চমৎকার এই তাজা সবুজের রঙ! সকাল বেলার নীল আকাশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত; যত উঁচুতে উঠ্‌ছি, ততই নীচের দেশটা সবুজ সাগরের মতন খুলে যাচ্ছে। দূরে দুই-একবার নীল সমুদ্রের-ও দর্শন পেলুম। নীচে সবুজের যেন বান ডেকেছে। উপরেও প্রচুর গাছপালা। ধানের খেত্ সব জায়গায়। পাহাড়ের গা কেটে-কেটে খেত্ বানিয়েছে। জলের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে উপরের জল যেটুকু ঝরনা আর পাহাড়ে' নদী থেকে পাওয়া যায়, তার একটুকুও নষ্ট হয় না, উপরের খেত্‌কে ভিজিয়ে' বাড়্‌তি জল আ'লের মধ্যকার পথ দিয়ে নীচেকার খেত্-গুলিতে এসে পড়ে। পাহাড়ের গা কেটে এইরূপ সমতল ধান-খেত্ ক'রে চাষ করা, দ্বীপময়-ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য। যবদ্বীপে এইরকম ধান-খেত্‌কে sawah 'সাওয়াঃ' বলে। এই পাহাড় অঞ্চলটা দেখে অনুমান হ'ল যে এখানে লোকের বাস একটু কম।

বেলা সাড়ে-আটটা আন্দাজ আমরা এই পাহাড়ে' রাস্তার প্রায় সর্বোচ্চ অংশে Kintamani কিন্তামানি ব'লে একটি স্থানে এসে পৌঁছুলুম। হাত মুখ ভালো ক'রে ধুয়ে নেবার জন্য, আর কিছু প্রাতরাশ সেরে নেবার জন্য এখানকার পাসাংগ্রাহানে আমরা সদলে অবতরণ ক'র্‌লুম। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ গম্ভীর। জায়গাটি খুব উঁচু নয়—প্রায় সাড়ে-পাঁচ হাজার ফুট হবে; চারিদিকে পাহাড়; পূর্বে Batoer বাতুর শৃঙ্গ, আর দক্ষিণ-পূর্বে Abang আবাঙ্ শৃঙ্গ, আর তার দক্ষিণ-পূর্বে Agoeng আগুঙ্ শৃঙ্গ। এ-সব দেশ চির-বসন্তের দেশ, কিন্তু কিন্তামানিতে আমাদের একটু শীত ক'র্‌তে লাগ্‌ল। বাতুর আর আবাঙ্-এর মাঝে বাতুর হ্রদ। সোজা দক্ষিণে আবার মধ্য- আর দক্ষিণ-বলীর সমতল ভূমির দৃশ্য দেখা যায়, দূরে সমুদ্রও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জায়গাটি যেমন

মনোরম তেমনি নির্জন। দু-দশ দিন কাটিয়ে' যাবার পক্ষে চমৎকার। দ্বীপময়-ভারত আগ্নেয় গিরির দেশ। যবদ্বীপের কতকগুলি আগ্নেয় গিরি বিখ্যাত। বলিদ্বীপের বাতুর গিরি এক আগ্নেয় গিরিরই শৃঙ্গ। এই বাতুরের কোলে একটি গ্রাম ছিল, বছর ২০।২১ পূর্বে বাতুর গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাতে অন্য কতকগুলি গ্রামের সঙ্গে বাতুর গ্রামটি একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়; খালি বাতুর হ্রদের ধারে গ্রামের মন্দিরটি বেঁচে যায়।

কিন্তামানির পাসাংগ্রাহান্ অর্থাৎ ডাক-বাঙলাটি গ্রামের বাইরে একটি মাঝারি আকারের একতলা বাড়ি; গুটি পাঁচ ছয় কামরা নিয়ে, কাঠের তৈরী, সাদা রঙ করা। আলাদা জলের কলের ঘর আর রান্নাঘর আর চাকরদের ঘর আছে। মোটর থাক্‌বার জন্য গারাজ বা আস্তাবল আছে ডাক-বাঙলাগুলি যে খানসামার জিম্মায় থাকে, তাকে এসব দেশে Mandoer 'মান্দুর' বলে। এখানকার মান্দুরটি বলিদ্বীপীয়; অনেক ডাক-বাঙলায় মালাই বা যবদ্বীপীয় মান্দুরই পাওয়া যায়। বেচারী আজ একটু বিপদে প'ড়েছে। অনেক ইউরোপীয় যাত্রী এই ডাক-বাঙলার পথ দিয়ে বাঙ্‌লির উৎসবে গিয়েছে, এরা এখানে প্রাতরাশ সেরে নিয়েছে,—এর খাবার সব ফুরিয়ে' গিয়েছে; দু-চারটি ডিম, আর কিছু পাঁউরুটী আর একটু কফী ছাড়া আর কিছু দিতে পার্‌লে না। আমরা কেউ-কেউ মুখ হাতের সঙ্গে একটু মাথাটা ধুয়ে নিলুম।

যাত্রার পূর্বে, বাকে, দ্রেউএস্ আর কোপ্যার্‌বার্গ্ আমায় ব'ল্‌লেন, এ দেশে ব্রাহ্মণের সম্মান খুব বেশী, আপনি ভারতবর্ষ থেকে আস্‌ছেন, তায় আপনি ব্রাহ্মণ, ইউরোপীয় পোষাক ছেড়ে ভারতীয় পোষাক, ব্রাহ্মণের পোষাক পরুন, এদের সঙ্গে সহজে মিশ্‌তে পার্‌বেন। রবীন্দ্রনাথও এ কথার অনুমোদন ক'র্‌লেন। আমি সাদা কোট-প্যান্টলুন টাই হ্যাট সব ব'দ্‌লে, মট্‌কার ধুতি, মুগার পাঞ্জাবি, বহরমপুরী রেশমের চাদর আর আগরার নাগরা প'র্‌লুম। পোষাকটা অবশ্য প্রাচীন বা মধ্য-যুগের ভারতের ব্রাহ্মণের মতন হ'ল না, কিন্তু ডচেরা এইতেই খুশী। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের যে বেশ ছিল, তা এখনকার সভ্য সমাজে আদৃত হবে না; আর আমাদের মতন এ-যুগের জীবের পক্ষে সে-রকম বেশভূষা করাও একটু সময়- আর সাহস-সাপেক্ষ। সাঁচীর স্তূপের ভাস্কর্য্য থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে, আর সংস্কৃত আর অন্য বইয়ে, ব্রাহ্মণের যে ছবি আর বর্ণনা পাই, তা থেকে দেখা যায় যে তখনকার

দিনে ব্রাহ্মণ লম্বা দাড়ী রাখ্‌তেন, মাথার চুলও লম্বা রাখ্‌তেন, আর সেই চুলে হয় জট পাকাতেন, নয় চুল মাথার উপরে চূড়ো ক'রে বেঁধে রাখ্‌তেন—শিখেরা এখন যেমন ক'রে থাকে। পরনে হ'ত, হয় মোটা কাপড়, হাঁটু পর্য্যন্ত, নয় হরিণের ছড়; আর গায়ে একখানা উত্তরীয়; আর পায়ে চামড়ার চাপ্‌লি বা কাঠের খড়ম, হাতে লম্বা দণ্ড। চীন জাপান কম্বোজ শ্যাম মধ্য-এশিয়ার শিল্পেও ভারতের ব্রাহ্মণের এই ছবি-ই পাই; আর বলীর ব্রাহ্মণেরাও এই রকম বেশেরই অনুকরণ করে; শ্যামের ব্রাহ্মণেরা (পরে শ্যামদেশে গিয়ে দেখেছিলুম) আর সব বিষয়ে পোষাকটা হাল-ফ্যাশনের ক'রে নিলেও, মাথার চুলের ঝুঁটিটা (একে কেবল শিখা বা টিকি বলা চলে না, বাঙলাদেশে আমরা যাকে বলি পুরুষের 'উড়ে' খোঁপা', বা 'কৃষ্ণ-চূড়া খোঁপা' এ তাই) এখনও বজায় রেখেছে। যাই হো'ক, কলির ব্রাহ্মণ—কলি-যুগেরই বেশভূষা করা গেল। ডচেরা দেখে তো খুব খুশী হ'লেন, বিশেষ ক'রে কোপ্যার্‌ব্যার্গ্। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ অল্প কয়েক বছর পূর্বে ক'ল্‌কাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল, তাঁকে সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ দেখিয়ে' দিই, ক'ল্‌কাতার পরেশ-নাথের মন্দিরের সাজ-সজ্জা আর বাগিচার উৎকট বাহারটাও দেখিয়ে' আনি; তার পর তিনি যবদ্বীপে ফিরে গেলে একটু পত্র-ব্যবহারও তাঁর সঙ্গে করি, তিনি তাই আমাকে পরিচিত বন্ধু-ভাবেই গোড়া থেকে গ্রহণ ক'রেছিলেন।

এইরূপে তৈরী হ'য়ে আমরা আবার আগের মতন যে যার গাড়িতে চ'ড়্‌লুম। বলিদ্বীপীয় যারা ছিল, তারা আমার এই অদৃষ্ট-পূর্ব পোষাক দেখে তো অবাক্।

কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌কে নিয়ে এক বিষয়ে মুশ্‌কিল হ'ল। ইনি ইংরেজি বা আমাদের জ্ঞাত আর কোনও ভাষা ভালো ব'ল্‌তে পারেন না, বা জানেন না; আর আমরা ডচ্ বুঝি না। অল্প-স্বল্প ইংরিজি যা জানেন, তাতে কোনও রকমে পথের কাজ চালিয়ে' নেওয়া যায় মাত্র। এতে হৃদ্যতায়—খোলাখুলি গভীর আলাপে যে হৃদ্যতা জমে—তাতে বাধা পড়ে। ওদিকে কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ তাঁর এই অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ব'লে, নির্বাক্ সেবা দিয়ে তার পূরণ ক'র্‌তে চান। আমরা এঁর আন্তরিক স্নেহের নানা নিদর্শন পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম;—কিন্তু ভাষার অভাবে আমাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের বৃদ্ধিতে কোনও বাধা ঘটে নি। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ সম্বন্ধে আমাদের কৃতজ্ঞতা আর আমাদের

অকৃত্রিম স্নেহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রবার বিষয়। এঁর সাহায্য আর অক্লান্ত চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলেই বহু স্থলে আমাদের বলী আর যবদ্বীপ দর্শন সার্থক আর সম্পূর্ণ হ'তে পেরেছিল।

কিন্তামানির পরে উত্‌রাই পথ। একটু এগিয়ে' পাহাড়ের গায়ে Panalokan পানালোকান্‌ ব'লে একটি গ্রাম, সেখান থেকে বাঁয়ে বাতুর হ্রদের চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল। তার পর, যত নাম্‌তে থাকি, তত লোকের বসতি বাড়ে; পাহাড়ে' অঞ্চলের নির্জনতা আর গম্ভীর সৌন্দর্য্য আর নেই। তবে অন্য ধরনের সৌন্দর্য্য। দক্ষিণ-মুখো পথ, খানিকটা উত্তর-দক্ষিণ পাহাড়ের পাশ দিয়ে, গা দিয়ে চ'লেছে। সমতল দেশে এলুম। প্রচুর মাঠ, আর ধানের খেত্‌। খেত্‌গুলি আ'লে ঘেরা। মাঠগুলির চার পাশে হয় পাথরের নোড়ার দেওয়াল, নয় গাছের বেড়া। দেশটা বেশ উঁচু-নীচু—কোথাও ঢল, কোথাও উঁচু। সবুজের ছড়াছড়ি। এখানে লক্ষ্য ক'রলুম, এদেশের গোরুগুলি একটু অন্য ধরনের। দূর থেকে এদেশের গোরু দেখে মনে হয়, যেন লাল রঙের হরিণ। লাল রঙটাই বেশী; গোরুর দাবনাগুলি, বিশেষতঃ পিছন থেকে দেখ্‌লে, সাদা; অনেকগুলি আবার পৃষতী, গায়ে সাদা-সাদা ফোঁটা আছে— মাথাটি ছোটো, আর গল-কম্বল নেই। ভারি সুন্দর দেখায়। এদেশে গোরুর দুধ খায় না, খালি লাঙলের জন্য আর মাল বইবার জন্যই গোরু পোষে। এ একেবারে 'হট্টমালার দেশ', এখানে গাই-বলদে চষে।

পাহাড়ের গায়ে থরে-থরে ধানের খেত্‌, আর জলের ব্যবস্থা, এগুলি দেখে চোখ জুড়িয়ে' যায়। নীচের জমিতেও জলের ব্যবস্থা বেশ ভালো। বলিদ্বীপের সম্বন্ধে 'অনূপ' (অর্থাৎ প্রচুর জলের দেশ) এই আখ্যাটি বেশ খাটে। বেলা প্রায় দশটা বাজে, রাস্তায় লোকেদের চলা-ফেরা প্রচুর। তবে যত বাঙ্‌লির দিকে এগোচ্ছি, তত দেখ্‌ছি, রাহী লোকেরা দৈনন্দিন কাজের জন্য বেরোয় নি, সব যেন দল বেঁধে উৎসব-ক্ষেত্রে চ'লেছে। কোথাও বা মেয়েরা সার বেঁধে চ'লেছে, মাথায় এদের ফল-ফুলুরির চুবড়ি, বা বেতের ঢাকন দেওয়া ডমরুর-আকারের খুরোওয়ালা কাঠের পাত্র। আমরা মুগ্ধ হ'য়ে বলি-জাতীয় মেয়ে পুরুষের এই অপূর্ব শোভাযাত্রা, মাঝে-মাঝে যা চোখে প'ড়্‌তে লাগ্‌ল, তা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে যেতে লাগ্‌লুম। বলিদ্বীপের লোকেদের আমাদের ভাষায় গৌরবর্ণ ই ব'ল্‌বো—ইউরোপীয় ধরনের 'দুধে-আলতার' রঙের শ্বেতকায়,

কাশ্মীরী বা পাঠান, পারসী বা আর্মানী বা ইউরোপীয়দের মতন—এরা নয়। এরা কাঞ্চন-বর্ণ, পীতাভ গৌরবর্ণ—গায়ের রঙ চীনাদের মতন। কালো রঙের লোক একেবারে নেই ব'ল্‌লেই হয়। যবদ্বীপের লোকেরা এদের চেয়ে শ্যামবর্ণ, কতকটা ভারতবাসীদেরই মতো। বলিদ্বীপীয়েরা মালাই-জাতির একটি বেশ শ্রীসৌষ্ঠবশালী শাখা। সাধারণ মালাইদের চেয়ে একটু ভারী আর ঢাঙা চেহারা; বিশেষ ক'রে মেয়েরা তো মালাই মেয়েদের মতন ক্ষুদ্রকায় বা ক্ষীণকায় নয়। মেয়ে ও পুরুষদের নাকটা একটু চেপ্‌টা, ভারতবাসীর প্রিয় বাঁশী-নাসা যবদ্বীপে একটু-আধটু দেখ্‌তে পেলেও, এদেশে তা বিরল বা দুর্লভ। চোখগুলি সাধারণতঃ বেশ ডাগর, আর ভাব-ব্যঞ্জক হয়। মেয়ে আর পুরুষদের মাথায় চুল খুব বড়ো হ'লেও, পুরুষদের মুখে গোঁফ-দাড়ীর অপ্রাচুর্য্য। এদেশের মেয়েদের অনেকের ঠোঁট দু'টি একটু আধ-খোলা মতন থাকে, তাতে মুক্তা-ধবল দাঁত একটু দেখা যায়, হঠাৎ দেখে মনে হয় এরা কী যেন ব'ল্‌তে চাইছে, কিন্তু ব'ল্‌তে গিয়ে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা থেকে এতদিন পর্য্যন্ত নিভৃতে পালিত সারল্য-মণ্ডিত এই সমস্ত জনপদ-কন্যাদের মুখে এই wistful, অর্থাৎ অস্ফুট প্রশ্নময় ভাবটি বাস্তবিক-ই আমাদের বড়ো মনোহর ব'লে বোধ হ'ত। বলিদ্বীপের রূপকারেরা এদেশের মেয়েদের আর পৌরাণিক দেবীদের ছবিতে বা মূর্তিতেও এই ঈষৎ-প্রকটিত-দন্তরুচি-কৌমুদীটুকু বর্জন ক'র্‌তে পারে নি—বলীর পটের বা মূর্তির এই একটি বিশেষত্ব। এ দেশের পোষাকে রঙের বাহুল্য একটা লক্ষ্য করার জিনিস। কবির কাছে একটা কথা শুনেছিলুম যে, যে দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশী, সবুজের ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানকার লোকেরা বর্ণ-সুষমা বিষয়ে প্রকৃতি-দেবীর মুক্ত হস্তের দান পেয়ে, নিজেদের সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকে—পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে—বর্ণ-সম্বন্ধে উদাসীন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বাঙলাদেশের আর মালাবারের পোষাকে রঙের অভাবের কথা শুনি। মালাবারের আর বাঙলাদেশের মেয়ে-পুরুষে রঙীন কাপড় ছেড়ে সাদাটাই আজকাল বেশী প'র্‌ছে বটে, কিন্তু বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই যে বর্ণজ্ঞান-হীনতা, এটা হালের, আর মধ্য-উনবিংশ শতকের ইংরিজি মনোভাবের প্রভাবের ফল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নানা রঙের কাপড় প'র্‌তে লজ্জা বোধ ক'র্‌তেন না। এখন আবার রঙ্ ফিরে আস্‌ছে—পুরুষের পোষাকে। রঙীন লুঙ্গি এখন সাদা সুতোর কাপড়কে তাড়াচ্ছে। ২৫।৩০ বছর পূর্বে বাঙলা দেশে

কয়জন লোক লুঙ্গি প'র্‌ত? বাঙলার মুসলমান কৃষাণেরাও সেই সনাতন ধুতিরই ভক্ত ছিল। পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান খালাসী আর বর্মা-গামী কৃষাণেরাই বর্মা থেকে লুঙ্গির আমদানি করে, ক্রমে রঙীন লুঙ্গি এখন বিশেষ ক'রে বাঙালী মুসলমানেরই পোষাক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, শখ ক'রে বাঙালী হিন্দু বাবু-ভেইয়ারাও প'র্‌ছেন; কালে হয়-তো রঙীন লুঙ্গি-ই আমাদের সাধারণ পোষাক হ'য়ে দাঁড়াবে, আর এই রকম ক'রে আমাদের পরিধেয়ে একটু নোতুন-ভাবে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘ'ট্‌বে। এই বর্ণ-প্রীতিটুকু পুরুষদের পোষাকে শীতের কাপড় শাল-র‍্যাপারে এখনও যা একটু বজায় আছে। গুজরাটের বহু স্থল বাঙলার মতন-ই সবুজ, কিন্তু সেখানকার মেয়ে পুরুষদের পরিধেয়ের বর্ণ-বিন্যাসের সৌন্দর্য্য সর্বজন-বিদিত। বর্ণ-প্রিয়তার সঙ্গে দেশের প্রকৃতির অবস্থার কোনও যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। বেশী দিনের কথা নয়, অষ্টাদশ শতকে ইংলাণ্ডের পুরুষেরাও মেয়েদের মতন লাল নীল সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের কোট-জামা প'র্‌ত; চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে রঙের বাহার আরও বেশী ছিল; আর এখন ইউরোপে কালো রঙ-ই গ্রাহ্য, রুমালে মোজায় আর টাইয়ে যা একটু রঙ এখন চলে। শিক্ষা, রুচি, অর্থ—এইগুলির উপর বর্ণ-প্রিয়তা নির্ভর করে। বাঙালী জা'তের রুচি গিয়েছে, শিক্ষা ভালো নেই, অর্থ তো নেই-ই। যাক্;—

বলিদ্বীপের মেয়ে পুরুষে আগে এ দেশেই তৈরী ছাপা বা ছোবানো কাপড় প'র্‌ত, এখন বেশীর ভাগ বিলিতি কাপড়ই পরে, কিন্তু এই কাপড়ে খুব নক্‌শা ছাপা থাকে, ফুল আর পাতার বিচিত্র নক্‌শা-ই বেশী। মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরাই যেন নক্‌শা-করা ছাপা কাপড় একটু বেশী পছন্দ করে ব'লে মনে হ'ল। তিনখানা কাপড় হ'লে তবে বলিদ্বীপের পরিধেয় সম্পূর্ণ হয়—প্রাচীন বাঙলা বইয়ে যেমন আছে—"একখান কাছিয়া পিন্ধে, একখান মাথায় বান্ধে, আর খান দিল সর্ব গায়"—ধোত্র, উষ্ণীষ, উত্তরীয়। আজকাল যবদ্বীপের আর বিশ্বের আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে একটি ক'রে জামা-ও গায়ে চ'ড়্‌ছে, হয় ইউ-রোপীয়দের মতন গলা-অাঁটা সাদা জীনের কোট, নয় মালাইদের মতন ঢিলা কোর্তা। খালি পা-ই আগে রেওয়াজ ছিল, কচিৎ চাপলি প'র্‌ত, কিন্তু ইউ-রোপীয় জুতো আর মোজা অনেকের পায়ে উঠ্‌ছে। মোটের উপর, বলীর সাবেক পুরুষদের পোষাক বেশ ছিল, বেশ সুদৃশ্য, লোকগুলির চেহারার সঙ্গে সুন্দর মানাত'। বলীর পুরুষের পোষাককে সম্পূর্ণ ক'র্‌তে হ'লে আর একটা

জিনিসের দরকার হ'ত—একখানা বড়ো ছোরা, বা তলওয়ার, যাকে kris 'ক্রিস্' বলে। হাতলে সোনার রাক্ষস-মূর্তি-ওয়ালা এই বিদ্যুৎ-লতানো বাঁকা তলওয়ার এরা পিঠে বাঁধ্‌ত, সাম্‌নে বা পাশে ঝুলিয়ে' রাখার রেওয়াজ ছিল না। বলি-দ্বীপের মেয়েদের পোষাক শীঘ্র-শীঘ্র অপ্রচলিত হ'য়ে প'ড়্‌বে, আর প'ড়্‌ছেও,—যত বেশী ক'রে ও-দেশে বিদেশীর আমদানি হ'চ্ছে। মেয়েদের পরনে তিন খণ্ড বস্ত্র থাকে—একখানা ছোটো ভিতর-বস্ত্র; তার উপরে, কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত দুই আড়াই ফের দিয়ে জড়ানো, আর কাপড়ের সরু নীবী বা কটি-বন্ধ দিয়ে বাঁধা একখানা বস্ত্র, যাকে 'কাইন্' বা কাপড় বলে—এরা সারঙ্ বা লুঙ্গির মতো সেলাই-করা কাপড় পরে না। এই কাইনের দ্বারা উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত হয় না; তার জন্য তৃতীয় আর একখানা কাপড় থাকে, খুব কম চওড়া একখানা চাদরের মতন,—এই উত্তরীয় আবার প্রায়ই নেটের বা জালের কাপড়ের হয়; বলীর মেয়েরা কিন্তু এই চাদর খুলে গায়ে মুড়ি দিয়ে পরে না, হয় কাঁধে ফেলে রাখে নয় কোমরেই জড়িয়ে' রাখে। পরিচিত অপরিচিত সকলের সাম্‌নে এইরূপে নিরাবরণ-বক্ষে চলা-ফেরা করা এই দেশের রীতি। কিন্তু এই রীতি যে সত্য-যুগের উপযুক্ত ছিল, সে সত্য-যুগ আর থাক্‌ছে না। উত্তর-বলী বহুদিন থেকে ডচেদের অধীনে আছে; সেখানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসায়, গা-ঢাকা জামা এখন মেয়েদের পোষাকের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্য- আর দক্ষিণ-বলীতেও আস্তে-আস্তে এখন জামা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'র্‌ছে।

মেয়েদের এইরূপ পোষাক, বা পোষাকের অভাব—যা আধুনিক রুচি অনুসারে বর্জনীয়—তা এক সময়ে আমাদের ভারতবর্ষেও সাধারণ ছিল। মালাবারের পল্লী-অঞ্চলে নায়র আর অন্য-জাতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই রীতি এখনও প্রচলিত। দেহ যাতে সু-সমাবৃত হয়, মেয়েদের এইরূপ পোষাক আমাদের ভারতবর্ষে ঠাণ্ডাদেশের অধিবাসী আর্য্যেরাই আনে ব'লে অনুমান হয়। ঈরানে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে পাথরে-খোদাই-করা ঈরানী আর্য্য মেয়েদের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে অবগুণ্ঠনবতী আবৃতদেহা আর্য্য রমণীর পরিচ্ছদের ধারণা ক'র্‌তে পারা যায়। ভারতের অনার্য্য দ্রাবিড়, কোল আর মোন্-খ্‌মেরদের মেয়েদের পরিচ্ছদ এরূপ (অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষিত রুচি অনুসারে) শালীনতাময় ছিল না। রাঁচির পল্লী-অঞ্চলের কোলদের মেয়েদের দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম আর ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন তমিল সাহিত্যে

মেয়েদের পোষাক যা বর্ণিত হ'য়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে দ্রাবিড়-দেশে ঐ যুগে মালাবারের মতন-ই ব্যবস্থা ছিল। সাঁচী-বরহুতে, খণ্ডগিরি-উদয়গিরিতে, মথুরায়, অমরাবতীতে, মহাবলিপুরে, অন্যত্র সব জায়গার প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নারী-মূর্তি, আর অজণ্টার, বাঘের, সিত্তন্নবসলের আর সিংহলের সিগিরিয়ার ভিত্তি-চিত্রের নারী-চিত্র—এ-সব দেখে মন হয়, মেয়েদের পোষাক বিষয়ে প্রাচীন অনার্য্য ভারত, ইন্দোচীন আর ইন্দোনেসিয়া, এক-ই দেশ ছিল। ভারতে হয়-তো পাঞ্জাব-অঞ্চলে আর্য্য প্রভাবে—আর শীতের প্রতাপে—'সভ্য ভব্য' পরিচ্ছদ-ই সাধারণ হ'য়ে গিয়েছিল; কিন্তু প্রায় সমগ্র ভারতে অনার্য্য প্রভাব-ই বলবৎ থাকায়, মেয়েদের পোষাকে প্রাচীন রীতি-ই অক্ষুণ্ণ ছিল—অন্ততঃ বিদেশী তুর্কী মুসলমানের আগমন পর্য্যন্ত। সুদূর বলিদ্বীপ প্রাচীন ভারতের এই পরিধেয়-বৈশিষ্ট্য আংশিক ভাবে রক্ষা ক'রেছে। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের পোষাক নিয়ে কত না কথা বলা যায়—কত সংস্কৃতির, সামাজিক রীতি-নীতির লুপ্ত স্তর, গুপ্ত কথা, অতীত ইতিহাস, এই পরিচ্ছদকে অবলম্বন ক'রে র'য়েছে। পাঞ্জাবী মেয়েদের লহঙ্গা বা পাজামা, কুর্তি আর চাদর; রাজপুতানার মেয়েদের লহেঙ্গী, কাঁচলী, ওড়না; উত্তর-ভারতের আর গুজরাটের মেয়েদের সাম্‌নে-কোঁচা ডান-কাঁধ-ঢাকা ঘোমটা-টানা সাড়ী, আর দুপট্টা; মারহাট্টা-দেশের মেয়েদের কাছা-দেওয়া মাথা-খোলা সাড়ী; পশ্চিম-বাঙলার বাঁ-কাঁধ আর মাথা-ঢাকা সাড়ী; পূব-বঙ্গের ফেরতা-দিয়ে-পরা সাড়ী; —আর সঙ্গে-সঙ্গে কোল মেয়েদের আর মালাবারী মেয়েদের অনাবৃত-ঊর্ধ্বাঙ্গ কাপড় পরার রীতি;—এ সবকে অবলম্বন ক'রে, ভারতের নানান্ জাতের অতীত সংস্কৃতির খবর লুকিয়ে' র'য়েছে। প্রাচীন ভারতে মেয়েদের গায়ের জামা যে ছিল না, তা নয়। অজণ্টায় আর অন্যত্র তার ছবি আছে। কিন্তু অনার্য্য পদ্ধতি অনুসারে, গায়ে কিছু না দেওয়া-ই যে সাধারণ রীতি ছিল, এইটা-ই অনুমান হয়।

বলিদ্বীপের মেয়েরা অপূর্ব সৌষ্ঠববতী, তন্বঙ্গী। এদেশে কি মেয়ে কি পুরুষ কাউকেই আমরা অতি কৃশ বা অতি-স্থুল দেখেছি ব'লে মনে হয় না। বলীর মেয়েরা মাথায় ক'রে সব জিনিস ব'য়ে নিয়ে যায়। কোথায় যেন প'ড়েছি, মাথায় ক'রে জিনিস নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসের ফলেই মেয়েদের গতিভঙ্গী এই রকম ছন্দোময় হ'য়ে উঠেছে। এরা যখন একক বা অনেকে সার বেঁধে জিনিস-পত্র

মাথায় ক'রে নিয়ে চলে,—কি তাদের দৈনন্দিন কাজে, কি উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে বা স্থানীয় রাজবাটীতে—তখন এদের ঋজু শুদ্ধ-সংযত দেহ-সুষমা আর রাজ্ঞীর মতো গৌরব-দৃপ্ত চলন-ভঙ্গী এক অতি অপূর্ব আর দুর্লভ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। এদেশের মেয়েরা সাধারণতঃ 'কাইন্' বা পরিধেয়-বস্ত্রের জন্য একটি রঙ-ই বেশী পছন্দ করে,—কৃষ্ণাভ নীল রঙ; আর উত্তরীয়টির রঙ সাধারণতঃ হয় হ'ল্দে। বলিদ্বীপের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে যে চমৎকার কবিতাটি লেখেন, যেটি ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে "বালী" নামে প্রকাশিত হয়, তাতে বলিদ্বীপের মেয়েদের পরিধেয়ে এই দুই রঙের কথা তিনিও লক্ষ্য ক'রে গিয়েছেন—

শিথিল পীত বাস
মাটির 'পরে কুটিল রেখা, লুটিল চারি-পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।......
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
কাঁকণ দুটি ছিল দুখানি হাতে।

কষিত-কাঞ্চনাভ গৌরবর্ণ দেহে কটিদেশে কৃষ্ণ-নীল পরিধেয়ের উপরে আবেষ্টিত এই কাঞ্চন-বর্ণের উত্তরীয়,—বর্ণ-সমাবেশ এতে অপরূপ সুন্দর হয়। মেয়েদের গায়ে গয়না নেই ব'ল্লেই হয়—বড়ো জোর এক হাতে বা দু' হাতে সরু কাঁকন একগাছি ক'রে পরে। এদের দেশের আর একটা রীতির কথা এইখানে ব'লে নিই—হাটে বাটে মাঠে গৃহমধ্যে এই গাত্রাবরণ যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে মেয়েরা নিঃসংকোচে উদাসীন হ'লেও, দেব-মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ কর্বার সময়ে এরা এ বিষয়ে সংযত হয়, তখন উত্তরীয়ের আবেষ্টন দ্বারা বক্ষোদেশ আবৃত ক'রে থাকে, কিন্তু অংসদেশ অনাবৃত রাখে। দেব-মন্দিরে প্রবেশের সময়ে বা দেবতার সাম্নে পূজা-অর্চনার সময়ে এরূপ ব্যবস্থা হ'ল কেন? এটা কি আর্য্য মনোভাবের প্রভাবেই ঘ'টেছে, যে প্রভাব ভারতের ব্রাহ্মণ্যের মধ্য দিয়ে কার্য্য-কর হ'য়েছিল? অথচ প্রাচীন ভারতের দেবদেবীদের মূর্তি-কল্পনায়, অঙ্গাবরণ বস্ত্র সম্বন্ধে আধিক্য দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতের রাজা-রাজড়ারা খালি গায়েই থাকতেন—ছবি আর খোদিত মূর্তি দেখে, রাজান্তঃপুরিকারদের সম্বন্ধেও ওই কথাই বলা যায়। তমিল দেশে তো জামা-গায়ে-দেওয়া প্রাচীন কালে

সৈনিক কিংবা ভৃত্যেরই পরিচায়ক ছিল।—বলিদ্বীপের প্রাচীন প্রথায়, কেবল চরিত্রহীনা সাধারণী স্ত্রীদেরই দেহ পূর্ণ-ভাবে আবৃত রাখ্‌তে হ'ত, সদ্বংশীয়া কন্যা বধূ গৃহিণীরা বক্ষোবাস বিষয়ে নিরাবরণ হ'য়েই থাকৃতেন। এখন অবশ্য সর্বত্রই মালাই 'কাবায়া' বা লম্বা ঢিলা জামার চল বেড়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন বাঙলার লক্ষ্মণসেন মহারাজার সভার কবি ধোয়ী, মেঘদূতের অনুকরণে রচিত তাঁর 'পবনদূত' কাব্যে লিখেছেন—

গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীম্ ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি॥ ২৭॥

এই শ্লোক থেকে গঙ্গার ধারের সুহ্মদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ে—আজ-কালকার হুগলি জেলায়—ভূমিদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ঘরের মেয়েদের কানে তাল-পাতার গহনা পরার কথা পাওয়া যাচ্ছে। এখনও মালাবারে আর ভারতের অন্যত্র কানে তাল-পাতার গোঁজ প'রে থাকে। কুমারী মেয়েদের কানে পাকানো তাল-পাতার গোঁজ এই বলিদ্বীপে খুবই প্রচলিত। প্রাচীন ভারতে যেমন, তেমনি এখানেও মেয়েদের নাক-ফোঁড়্‌বার বর্বর প্রথা নেই। আর কি পুরুষ কি মেয়ে, সকলেই কানের পাশে দুই-একটা ফুল পরে—চাঁপা, গন্ধরাজ, জবা; আর পুরুষেরা প্রায়ই মাথার রুমালের নীচে, কপালের ঠিক উপরে, একটি ফুল গুঁজে রাখে।

বাঙ্‌লির পথে আমরা এই-সব দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চ'ল্‌লুম। এই রকম মেয়ে আর পুরুষের দল দেখে—দলের মধ্যে নানা রঙের ছাতা নিয়ে আবার চ'লেছে, এ ছাতা হালের লোহার সিকওয়ালা বিলিতি ফ্যাশনের ছাতা নয়, পুরাতন ছাঁদের তাল-পাতার ছাতা, সাদা লাল নানা রঙের কাপড়ে মোড়া—দেখে, মাঝে-মাঝে মনে হ'তে লাগ্‌ল, এ কি! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! এ অজণ্টা আর বাঘ গুহার দেয়ালে আঁকা আর প্রাচীন ভারতের মন্দিরের গায়ে খোদা স্ত্রীলোক আর পুরুষেরা হঠাৎ কোনও জাদুকরের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে শিল্পের চিরস্থির কল্পলোক থেকে অবতীর্ণ হ'য়ে, এই বলিদ্বীপের মনোহর প্রাকৃতিক পট-ভূমিকার সাম্‌নে জীবন্ত হ'য়ে যেন চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে! এরা ভারতীয়দের

মতন শ্যামবর্ণ নয়, আর গায়ে অলংকারের প্রাচুর্য্য নেই—এই যা পার্থক্য। এরা আপন মনে চ'লেছে, চকিত দৃষ্টিতে আমাদের তিনখানি মোটরের সারির প্রতি তাকিয়ে' দেখ্ছে—প্রথমটিতে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত-জ্ঞানোজ্জ্বল-দৃষ্টি-মণ্ডিত মুখের প্রতি কেউ-কেউ সম্ভ্রমের সঙ্গে নেত্র-পাত ক'র্ছে বটে—কিন্তু এই সব বলিদ্বীপের জানপদগণ অনুমান ক'র্তেও পার্ছে না, কতদূর থেকে আমরা ক'জন ভারতবাসী এসেছি, তাদের-ই মধ্যে আমাদের পিতৃপুরুষদের জ্যোতি দেখ্তে পাবো ব'লে আশা ক'রে এসেছি—আর তাদের-ই মধ্যে এমনি অনপেক্ষিত সুন্দর ভাবে তাদের বাহ্য জীবনের স্রোতের একটা পরিদৃশ্যমান প্রবাহ পেয়ে আমরা কতটা ধন্য কতটা পুলকিত হ'চ্ছি!

বাঙ্লি গ্রামের যত কাছে গিয়ে প'ড়্ছি, উৎসবমুখী জনতা ততই বাড়্ছে। শেষটা রাস্তায় ভীড় এত বেশী হ'তে লাগ্ল যে আমাদের গাড়ি আস্তে-আস্তে চ'ল্তে বাধ্য হ'ল, শেষটায় যেন ভীড়ের স্রোতে বাহিত হ'য়েই আমরা চ'ল্লুম। লোকেদের গায়ের রঙে, আর কি মেয়ে কি পুরুষ সকলকার দৈহিক সৌন্দর্য্যে, তাদের রঙীন কাপড়ে, তাদের কানে আর মাথায় পরা ফুলে আর ফুলের মালায় —আমাদের চোখের সাম্নে যে দৃশ্যের পর দৃশ্য খুলে যেতে লাগ্ল, তাতে আমরা একটা রূপের আর সৌরভের অজ্ঞাত মায়া-রাজ্যের মোহের মধ্যে যেন প'ড়ে গেলুম। আমাদের গাড়ি অবশেষে এক চৌরাস্তার উপর এসে থাম্ল। দেখি, সাম্নে কাঁচা বাঁশের কতকগুলি উঁচু মঞ্চ; বাঁশের চাঁচাড়ির দেওয়ালের পিছনে আমরা র'য়েছি ব'লে ভিতরের ব্যাপার কিছু দেখ্তে পাচ্ছি না। ডান দিকে বলিদ্বীপের বাস্তু-রীতিতে তৈরী একটি সুন্দর বাড়ি। গাড়ি থাম্তে অতি চমৎকার তালময় বাজনার সুমিষ্ট ধ্বনি কানে এল'। এখানে লোকের ভীড় যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে।—কোপ্যার্ব্যার্গ্ সাম্নে শোফারের পাশে ছিলেন, দাঁড়িয়ে' উঠে ব'ল্লেন—এইবার আমরা বাঙ্লিতে পৌছুলুম, এখন নাম্তে হবে। কবি আর অন্য সহযাত্রীরা নাম্লেন, স্বপ্নাবিষ্ট মতন আমিও নাম্লুম॥

॥ ৭ ॥

(ক) বলিদ্বীপ—বাঙ্‌লি

শুক্রবার ২৬এ আগস্ট, ১৯২৭

বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা তখন হবে, রোদ্দুর খুব কিন্তু ততটা গরম বোধ হ'চ্ছিল না। বাঙ্‌লিতে নেমে প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত লোকের ভীড় আর অদৃষ্ট-পূর্ব নোতুন কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা একটুখানি কিংকর্তব্য-বিমূঢ়-গোছ হ'য়ে গিয়েছিলুম। কোথায় উঠ্‌ছি, কী কী দেখ্‌বো, কী ক'র্‌তে হবে, কিছু-ই জানি না। বলিদ্বীপের অনুষ্ঠানগুলির বিষয়ে জর্‌মান লেখক Krause ক্রাউসের বলিদ্বীপ-সম্বন্ধীয় ছবির বই দেখে, আর অন্য বই কিছু প'ড়ে, কিছু-কিছু ধারণা আছে মাত্র। দক্ষিণ-মুখো হ'য়ে একটা চৌরাস্তায় আমাদের গাড়ি তো দাঁড়াল'। চৌরাস্তাটি বলিদ্বীপের মেয়ে আর পুরুষদের ভীড়ে ভর্‌তি, তিল-ধারণেরও স্থান নেই ব'ল্‌লেই হয়। রবীন্দ্রনাথ নাম্‌লেন, তাঁর সঙ্গে আমরা; কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ পথ দেখিয়ে' আগে-আগে চ'লেছেন—লোকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। এই ভীড়ের একটি গুণ দেখ্‌লুম—এরা অতি মৃদু-ভাবে কথাবার্তা ক'র্‌ছে, প্রায় হাজার দুই লোক জড়ো হ'য়েছে, কিন্তু অনাবশ্যক চেঁচামেচি একটুও নেই—জা'তটিকে বেশ ভব্য, কোমল, ধীর-প্রকৃতির ব'লে মনে হ'ল। আর তার উপরে এদের সৌষ্ঠবপূর্ণ আকৃতি, মানান-সই রঙচঙে' কাপড়-চোপড়, আর মনোহর ছন্দোময় গতি-ভঙ্গী। গাড়ি থেকে নেমে ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমরা চৌরাস্তার পশ্চিম মুখে সড়কে ঢুক্‌লুম। তখন আমাদের ডান দিকে প'ড়্‌ল একটি বলিদ্বীপের প্রাসাদ, তার এক কোণে লোক-জন বস্‌বার জন্য উঁচু, চারিটি খুঁটির উপরে ছাতওয়ালা একটা 'ছত্তর' মতন, বলিদ্বীপের ঢঙে তৈরী—যেমন ছত্তর রাজপুত আর মোগল রীতির বাড়িতে পাওয়া যায় সেই জাতীয়, তবে বাস্তু-রীতিতে একেবারে অন্য ধরনের। লাল ইটে তৈরী বাড়ির দেয়াল, উঁচু তোরণ, মাঝে-মাঝে কালো পাথরের উপর নক্‌শা কাটা, লাল ইটের মধ্যে এই কালো পাথর লাগিয়ে' দিয়ে বাহার ক'রেছে। বাঁ দিকে একটা বড়ো মাঠ ছিল, সেই মাঠে কাঁচা বাঁশ দিয়ে কতকগুলি উঁচু মাচা বেঁধেছে,

তাল-পাতায় তৈরী নানা রকম ফুল-পাতা ঝালর দিয়ে, রঙীন আর সোনালি কাগজ আর কাপড় দিয়ে, মাচাগুলি সাজানো হ'য়েছে,—অতি সুন্দর-ভাবেই সাজানো হ'য়েছে; আর ধব্‌ধবে' সাদা সুতির কাপড় দিয়ে, মাচার সবুজ বাঁশ আর বাঁশের চাঁচাড়ির ঝাঁপ প্রভৃতি ঢেকে দেওয়া হ'য়েছে। মাচাগুলি বেশ সুন্দরভাবে তাজা খড়ে ছাওয়া হ'য়েছে; এগুলিকে মাচা না ব'লে, মণ্ডপ ব'ল্‌লেই হয়। বাঁশের আর চাঁচাড়ির তৈরী পথ বেয়ে এগুলির উপর উঠ্‌তে হয়। গুটি চারেক এই রকম মণ্ডপ আমাদের বাঁ ধারের মাঠটিতে ক'রেছে। একটি বড়ো, পশ্চিম-মুখো; তার সাম্‌নে দুটি ছোটো, তা'র একটির উঠ্‌বার পথ পশ্চিমে, একটির দক্ষিণে; আর এ ছাড়া আর একটি। এই মণ্ডপগুলির আশেপাশে লোক একেবারে যেন গিশ্‌গিশ ক'র্‌ছে।

অনুষ্ঠানটি হ'চ্ছে বাঙ্‌লির রাজা বা জমিদার—যাঁর উপাধি হ'চ্ছে Poenggawa বা 'পুঙ্গব'—তাঁর এক আত্মীয়ের (বোধ হয় তাঁর এক খুড়োর) আদ্য শ্রাদ্ধ। বলিদ্বীপের ভাষায় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে Memoekoer 'মেমুকুর্' বলে। দাহ হ'য়ে গিয়েছে দিন বারো আগে, মৃত্যু হ'য়েছিল দাহের ৪।৫ মাস পূর্বে। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বলিদ্বীপে শব-দাহ করে না, কাঠের শবাধারে মৃতদেহ রেখে দেয়, তারপরে পুরোহিত পাজী-পুঁথি দেখে ভালো দিন স্থির ক'রে দেন, সেই দিনে মৃতদেহের সৎকার হয়। বছরে দু'বার এই দাহ-কর্মের উপযোগী ভালো সময় আসে, কাজেই চার-পাঁচ মাস ধ'রে মৃতদেহ রেখে দেওয়া এদেশে সাধারণ ব্যাপার। বড়ো লোকের ঘরে আলাদা একটি কামরায় এইরূপে দেহ রক্ষিত হয়, সাত পুরু কাপড় জড়িয়ে' আর নানা মশলা লাগিয়ে'। কিন্তু কিছুদিন পরেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাহায্যে লোকের জান্‌তে বাকী থাকে না যে, বাড়িতে, পাড়ায়, বা গ্রামে, একটি মৃত্যু হ'য়েছে। এইরূপ বীভৎস ব্যাপার—মৃতদেহকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সৎকার না ক'রে, তাকে রেখে দিয়ে ২।৩।৪ মাস পরে দাহ করা—হিন্দু রীতিতে দাহ করা আর আদিম ইন্দোনেসীয় রীতিতে মৃতদেহ মাঠে ফেলে দিয়ে আসা, বা কাপড় জড়িয়ে' গাছের উপরে রেখে দিয়ে আসা—এই দুইয়ের একটা আপসের ফলে হ'য়েছে। এই ২।৩।৪ মাসের মধ্যে বাড়িতে আর একটি মৃত্যু হ'লে, সে দেহও রক্ষিত হয়, আর একত্র সৎকৃত হয়। তার পরে, নির্দিষ্ট দিনের দিন কতক আগে, শবাধার নিয়ে নানা অনুষ্ঠান—পূজা পাঠ, নৈবেদ্য-প্রদান, শ্রাদ্ধ-ভোজ, নাটক-অভিনয়, নাচ-গান, শোভাযাত্রা

প্রভৃতি হয়, আর খুব ঘটা ক'রে বাঁশের তৈরী এক বিরাট্ শবাধারে ক'রে দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অগ্নিকর্ম করা হয়। এতে মৃতের উত্তরাধিকারী বা আত্মীয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়। সাধারণ লোকে এত ঘটা ক'র্‌তে পারে না, তারা মৃত্যুর কিছু পরেই দেহ ভূ-প্রোথিত করে। তারপরে শুভদিনে, গ্রামের বা প্রদেশের রাজা বা ভূম্যধিকারী বা অন্য ধনবান্ লোক, যাঁর বাড়িতে ঘটা ক'রে সংকার কর্‌বার জন্য দেহ রক্ষিত থাকে, তিনি যখন তাঁর আত্মীয়ের অগ্নিকর্ম করেন, তখন সাধারণ লোকে মাটি থেকে দেহাবশেষ যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে, অভাবে মৃতের প্রতীক-স্বরূপ তালপত্রের মূর্তি নিয়ে, দাহকার্য্য সম্পন্ন করে। কাজেই এক-ই সময়ে অনেকগুলি অগ্নিকর্ম অনুষ্ঠিত হয়—একটি বা দু'টি ঘটা ক'রে, বাকী সাধারণ-ভাবে। দাহের পরে দেহাস্থি যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ক'রে নিকটবর্তী নদীতে বা সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। সংকারের পরে নির্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ বা আমাদের শ্রাদ্ধের ন্যায় একটি অনুষ্ঠান করে, সেই অনুষ্ঠান হ'চ্ছে এই 'মেমুকুর্।'

বাঙ্‌লির পুঙ্গব এর জন্য তাঁর উচ্চ-কুলোপযোগী ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁর আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন, বিস্তর প্রজা আর অন্য সাধারণ লোকও এসেছে। শ্রাদ্ধমণ্ডপগুলির মধ্যে একটিতে পুরোহিতেরা ব'সে-ব'সে তাঁদের মন্ত্র-পাঠ নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করা আর অন্য খুঁটিনাটি বহু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান, যেরূপ আমাদের শ্রাদ্ধতেও আছে, তাই ক'র্‌ছেন। আর একটিতে মৃতের উদ্দেশে প্রদত্ত নানা ভোজ্য, উপচার, পরিধেয়, সোনা রূপার থালা বাটি রেকাবী প্রভৃতি তৈজস ইত্যাদি রক্ষিত হ'য়েছে—আমাদের শ্রাদ্ধসভায় 'ষোড়শ' যেমন সাজিয়ে' রাখা হয়, এ যেন সেই ভাব। আর একটি মণ্ডপে দেবতাদের উদ্দেশে, বাঁশ চাঁচাড়ি রঙীন কাগজ আর তাল-পাতায় তৈরী মানুষের চেয়েও বড়ো আকারের কতকগুলি মন্দিরের মতন রাখা হ'য়েছে; বলিদ্বীপের মন্দিরে দেবমূর্তির অধিষ্ঠান-স্থান বা গর্ভগৃহকে Meroe 'মেরু' বলে, সেই মেরু যেরূপ হয়, এগুলি সেইরূপ আকারের—কতকটা নেপালী মন্দির বা চীনে' পাগোডার ভাব।

মোটর থেকে নাম্‌বার কালে যে সুন্দর বাজনার আওয়াজ আমাদের কানে এসেছিল, এই মণ্ডপগুলির একটির তলায় তার বাদকেরা স্থান ক'রে নিয়েছে; খ্রীষ্টান গির্জার ঘণ্টায় যেমন নানা তালে chimes বা carillon বাজে, তাদের

বাজনার তেমনি আওয়াজ,—জনতার লোকেদের আস্তে-আস্তে কথা কওয়ার সামান্য কলরবের উপরে, সমগ্র দৃশ্যটির চমৎকার পটভূমিকার মতন শোনা যাচ্ছে। দূরে, আর একটি মণ্ডপে নিমন্ত্রিত বলিদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ আর বিশিষ্ট ভদ্র-সজ্জন আর অভিজাত-বংশীয় লোকেদের বস্‌বার জন্য স্থান হ'য়েছে। এদিকে রাস্তার ডান ধারে পূর্ব-বর্ণিত প্রাসাদটির পশ্চিমে আর একটি মাঠে, না'রকল-পাতায়-ছাওয়া একটি যাত্রার আসর তৈরী হ'য়েছে।

এই মণ্ডপ আর আসর সব পেরিয়ে' আমরা বাঁ দিকের মাঠে মণ্ডপগুলির লাগোয়া ইটের তৈরী একটি pavillion বা চারটি খুঁটির উপরে ছাতওয়ালা চবুতরার মতন বস্‌বার একটা জায়গায় পৌঁছুলুম, সেখানে অনেকগুলি চেয়ার সাজানো আছে। আমাদের সেখান-বরাবর আস্‌তে দেখে, জনকতক ইউরোপীয় আর বলিদ্বীপীয় রাজকর্মচারী আর অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি নেমে এলেন, কবিকে স্বাগত ক'রে আমাদের চবুতরায় নিয়ে গেলেন। পরিচয় হ'ল—একজন ইউরোপীয় হ'চ্ছেন শ্রীযুক্ত Leonardus Johannes Jacobus Caron লেওনার্ডস্‌ যোহানেস্‌ যাকোবস্‌ কারোন্‌—ইনি বলী আর লম্বক এই দুই দ্বীপের ডচ্‌ Resident বা শাসনকর্তা; বাঙ্‌লির 'পুঙ্গব'—গোঁফ-দাড়ি কামানো, বলিদ্বীপীয়ের পক্ষে একটু বেশী শ্যাম বর্ণ, প্রৌঢবয়স্ক, প্রসন্নমুখ একটি ভদ্রলোক, পরনে বেগুনে' রঙের রেশমী বলিদ্বীপীয় বস্ত্র, গায়ে সাদা কাপড়ের গলা-আঁটা কোট, মাথায় একখানা রঙীন রুমাল বাঁধা, হাতে অনেকগুলি আঙটি, পায়ে চাপ্‌লি; বলিদ্বীপের আরও দু'চার জন ডচ্‌ রাজকর্মচারী; Karang-Asem কারাঙ্‌-আসেম্‌ নামে একটি খণ্ড-রাজ্যের রাজা; আর একটি খণ্ডরাজ্য Gianjar গিয়াঞার্‌-এর জমিদার, ইনি আবার ডচ্‌ সরকারের অধীনে Regent রেখেণ্ট্‌ বা ম্যাজিস্ট্রেট—এঁদের দুজনের বাড়িতে পরে আমরা আতিথ্য স্বীকার ক'র্‌বো স্থির হ'য়েছিল; Oeboed উবুদ্‌-এর পুঙ্গব Gade Rake Tjokorde Soekawati গডে রাকে চকর্দে সুখবতী—পরে এঁর বাড়িতেও আমাদের যেতে হ'য়েছিল। এ ছাড়া, আরও অন্য বলিদ্বীপীয় জমিদার আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল, এঁরা সকলেই বাঙ্‌লির পুঙ্গবের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্‌তে এসেছেন। ডচেদের পরিধানে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট, সাদা পেণ্টুলেন, মাথায় বড়ো সোলার টুপি; আর বলিদ্বীপীয় অভিজাতবর্গের পোষাক বাঙ্‌লির পুঙ্গবের মতন।

রবীন্দ্রনাথকে শ্রীযুক্ত কারোন্ খুব সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সকলের সঙ্গে পরিচয়ের পরে শ্রীযুক্ত কারোন্ পরিষ্কার ইংরিজিতে রবীন্দ্রনাথকে বলিদ্বীপে স্বাগত ক'র্লেন, প্রাচীন ভারতের কীর্তি-মণ্ডিত স্মৃতি দেখ্বার জন্য তিনি বলিদ্বীপে এসেছেন, শ্রীযুক্ত কারোন্ তাঁর আশা জ্ঞাপন ক'রেন যে রবীন্দ্রনাথ যা দেখ্তে এসেছেন তা দেখে খুশী হ'য়ে যাবেন,—অধিকন্তু তিনি আশা করেন, তাঁর আগমনে বলিদ্বীপীয়দের এই মনোহর হিন্দু সংস্কৃতি আরও সুদৃঢ় হবে। রবীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। পথে আস্তে-আস্তে বলিদ্বীপের দৃশ্য আর লোকেদের দেখে তিনি যে মোহিত হ'য়ে গিয়েছেন, সে কথা ব'ল্লেন। আধুনিক ভারতবর্ষ আর বলিদ্বীপ পরস্পরকে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য জানুক, এই হ'চ্ছে তাঁর কামনা, এটি হ'চ্ছে তাঁর আগমনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য—এ কথা ব'ল্লেন। ডচেরা দ্বীপময়-ভারতের প্রাচীন আর আধুনিক সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ক'র্বার জন্য যে-সব কার্য্য ক'র্ছে, কবি তারও প্রশংসা-সূচক উল্লেখ ক'র্লেন।—বলিদ্বীপীয় শিষ্ট আর অভিজাত ব্যক্তিগণ বিনীত শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মিত-হাস্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা ক'র্লেন, বাঙ্লির পুঙ্গব রবীন্দ্রনাথকে মালাই ভাষায় দু'-চার কথা ব'লে তাঁর গৃহে স্বাগত ক'র্লেন। ডচ কর্মচারীরা বলিদ্বীপীয় রাজাদের সঙ্গে মালাই ভাষায় কথা কইছিলেন; কেবলমাত্র একজন রাজা ডচ্ জানেন, তিনি ডচ্-ই ব্যবহার ক'র্ছিলেন—তিনি হ'চ্ছেন উবুদের পুঙ্গব গডে রাকে চকর্দে সুখবতী। রবীন্দ্রনাথ আস্ছেন, সে কথা এঁরা শুনেছিলেন; ডচ্ কর্মচারীদের কাছে শুনে, তাঁর ব্যক্তিত্ব, আর আধুনিক শিক্ষিত জগতে তাঁর স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধেও কিছু-কিছু ধারণা ক'রেছেন।

আমরা বুলেলেঙ্-এ যে মোটরে চড়ি, তার চালক ছিল একজন বলিদ্বীপীয়—হিন্দু। এ দেশে 'হিন্দু' এই শব্দটি অজ্ঞাত; তবে ডচেদের সম্পর্কে এসে, Hindoe এই শব্দটিতে যে ভারতবর্ষের তথা প্রাচীন দ্বীপময়-ভারতের আর আধুনিক বলিদ্বীপের ধর্ম আর সংস্কৃতিকে বোঝায়, এ কথা এখানকার লোকেরা এখন শিখ্ছে। সাধারণতঃ এদের বৌদ্ধ-মিশ্র তান্ত্রিক শৈব ধর্মকে এরা Agama Bali 'আগম বলী' বা 'বলিদ্বীপের ধর্ম' ব'লে থাকে; কখনও-কখনও Agama Siwa বা Agama Boeda 'শিব বা বুদ্ধের ধর্ম'ও বলে—Agama Hindoe শব্দের ততটা প্রচার হয়নি। এ-ছাড়া, যবদ্বীপের মুসলমান ধর্মকে Agama Slam বলে, আর ডচেদের খ্রীষ্টান ধর্মকে Agama Belanda অর্থাৎ

'হলাণ্ডের ধর্ম' বা Agama Kristen অর্থাৎ 'খ্রীষ্টান ধর্ম' ব'লে থাকে। রবীন্দ্রনাথকে গাড়িতে চড়িয়ে' নিয়ে যাচ্ছে, মোটর-চালক তাঁকে দেখে, পার্শ্বে উপবিষ্ট কোপ্যার্‌বার্গ্‌কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, ইনি কে। কোপ্যার্‌বার্গ্‌ মালাইয়ে ব'ল্‌লেন—ইনি Voor-India বা Hindoestan থেকে আগত Maha-goeroe 'মহাগুরু'। 'মহাগুরু' (এদের উচ্চারণে 'মাহোগুরু')—এই উপযোগী শব্দটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় হ'ল—মোটর-চালককে আর বেশী কিছু ব'ল্‌তে হ'ল না। কিন্তামানির ডাক-বাঙ্‌লাতে মোটর-চালক দু-চার জন ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই ভাবেই দিয়েছে—'হিন্দুস্থান থেকে আগত মহাগুরু।' পরে সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ বলিদ্বীপে এই নামেই পরিচিত আর অভিহিত হ'তে থাকেন। আর আমার সঙ্গে আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ের সাহায্যে আর ডচ্‌ বন্ধুদের মধ্যস্থতায় এখানকার রাজা আর ব্রাহ্মণ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে 'মহাগুরু' ব'লেই উল্লেখ ক'র্‌তেন। বাঙ্‌লির নিমন্ত্রণ সভাতেও সহজেই রবীন্দ্রনাথের এই সুন্দর আর উপযোগী বিরুদ বা অভিধা বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গেল।

শ্রীযুক্ত কারোন্‌-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় করিয়ে' দিলেন, আমার সম্বন্ধে তিনি দু-চারটি উচ্চ প্রশংসার কথা ব'ল্‌লেন, যাতে আমার নিজের অযোগ্যতা স্মরণ ক'রে আমি মনে-মনে বিশেষ লজ্জিত বোধ ক'র্‌লুম। রাজাদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হ'ল। বাঙালীর পোষাক, ধুতি পাঞ্জাবি চাদর প'রে র'য়েছি; ডচ্‌ বন্ধুরা বিশেষ ক'রে আমার পরিচয় দিলেন যে আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মণ। আমার মালাই ভাষার পুঁজি অতি অল্প, শ' দেড় দুইয়েক শব্দও হয়-তো আয়ত্ত হয় নি;—যেটুকু দখল হ'য়েছে, তার সাহায্যে পথে-ঘাটে চলা-ফেরা করা যায়, চাকর-বাকরদের সঙ্গে কথা কওয়া যায় মাত্র, কিন্তু কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করা যায় না। পকেটে একখানি ছোট্টো ইংরিজি-মালাই অভিধান আছে, আবশ্যক-মতন সেখানি দেখে শব্দ সংগ্রহ ক'রে কাজে লাগাই, কিন্তু এভাবে আলাপ বেশী দূর এগোতে পারে না। সুতরাং এ যাত্রা এঁদের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ কিছু অগ্রসর হ'তে পার্‌ল না।

বলী আর লম্বকের রেসিডেন্ট্‌ শ্রীযুক্ত কারোন্‌ অতি চমৎকার লোক। ইনি আমায় একটি পাতলা চেহারার ডচ্‌ যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে'

দিলেন—এঁর নাম ডাক্তার R. Goris খোরিস্, ইনি বলিদ্বীপের হিন্দু ধর্ম, অনুষ্ঠান আর সংস্কৃতির চর্চা ক'র্ছেন, এঁরই লেখা ডচ্ ভাষায় বলিদ্বীপের হিন্দু মন্ত্র আর আচার সম্বন্ধে একখানি বইয়ের ইংরেজি সমালোচনা বাকের কাছ থেকে নিয়ে প'ড়েছিলুম। হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার যাতে বলিদ্বীপে হয়, তদ্বিষয়ে কারোন্-সাহেবের পূরা সহানুভূতি আর সমর্থন আছে দেখ্লুম। ভারতবর্ষ থেকে আগত এদেশের সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে এদের আবার যোগ-সাধন হয়, এটি তিনি সর্বান্তঃকরণে চান। শ্রীযুক্ত কারোন্ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শ্রাদ্ধমণ্ডপগুলির আশে-পাশে একটু ঘুর্লেন, সঙ্গে ডচ পার্ষদ আর বলিদ্বীপের রাজারাও রইলেন, কিন্তু সে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে চলা-ফেরা করা কবির পক্ষে একটু কঠিন ব্যাপার, আর বাঁশের পথ আর সিঁড়ি বেয়ে মণ্ডপগুলিতে ওঠা তাঁর পক্ষে আরও কষ্টকর। কবি ফিরে এসে আমাদের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব'স্লেন, অন্য ডচ্ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ ক'র্তে লাগ্লেন। এদিকে এই অপূর্ব জন-সমাগম আর উৎসব-অনুষ্ঠান ছেড়ে আমরা থাক্তে পার্লুম না—সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, বাকে-রা, আমি, আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখ্তে লাগ্লুম। ডাক্তার খোরিস্ আর শ্রীযুক্ত কারোন্ অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সঙ্গে এলেন—সব ব্যাপার আমাদের কিছু-কিছু বুঝিয়ে' দেবার জন্য। মুশ্কিল হ'ল, ডাক্তার খোরিস্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর খুব উদার-হৃদয় দরদী ব্যক্তি হ'লেও, ইংরিজি ভালো ব'ল্তে পারেন না, আর দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমরা ডচ্ বা মালাইও জানি না। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে শ্রীযুক্ত কারোন্ কিন্তু বেশ ভালো ইংরিজি বলেন। আমরা একে-একে মঞ্চ বা মণ্ডপগুলিতে উঠে দেখ্লুম। মৃতের উদ্দেশে নানা খাদ্য-দ্রব্য আর বসন-ভূষণাদি, একটি মণ্ডপের উপরে, আর একটি মাচা ক'রে, সাজিয়ে' রাখা হ'য়েছে। মণ্ডপের দেয়ালে, চারি দিকে সাদা তাল আর না'রকল পাতার নানা ঝালরের মতন অলংকারে এগুলি চমৎকার দেখাচ্ছিল। খাদ্য-দ্রব্য কাঠের পাত্রে নৈবেদ্যর মতো যা সাজানো র'য়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্লুম—মন্দির বা পাহাড়ের আকারে সাজানো ভাত র'য়েছে, ভাতের উপরে আবার খোলা-শুদ্ধ সিদ্ধ ডিম, নানা রকমের তরকারি, নানা রকমের ফল র'য়েছে; আর কতক-গুলি আস্ত-আস্ত শূকর-শাবক শূল-পক্ক অবস্থায় দেখা গেল। রঙীন জরী আর রেশমের বুটী- আর নকশা-দার কাপড়ের ছড়াছড়ি; আর মাঝে-মাঝে ফুল-

লতা-পাতা-তোলা, বেশ ভারী দেখাচ্ছে এমন সোনা রূপোর বাসন এই-সব কাপড় আর খাবারের স্তূপের মধ্যে র'য়েছে। এই সব খাবার আর কাপড়, মনে হ'ল, উপহার-স্বরূপ নানা স্থান থেকে আস্‌ছে—কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ সারি বেঁধে মাথায় ক'রে এই-সব দ্রব্য মণ্ডপে নিয়ে আস্‌ছে, কতকগুলি লোক সেখানে মোতায়েন র'য়েছে। এই মণ্ডপ দেখিয়ে', মুসলমানদের তাজিয়ার ধরনে বাঁশ আর চাঁচাড়ি আর রঙীন কাগজের 'মেরু' বা মন্দির র'য়েছে যে মণ্ডপে, ডাক্তার খোরিস্‌ আর শ্রীযুক্ত কারোন্‌ সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। এখানেও সেই রকম তাল আর না'রকল পাতার উৎসব-সজ্জায় মণ্ডপটি অলংকৃত। তার পরে তৃতীয় মণ্ডপে উঠ্‌লুম—এখানে শ্রাদ্ধের আসল যজ্ঞ বা পূজা আর অন্য অনুষ্ঠান হ'চ্ছে। এই মণ্ডপটির উপরে, ঠিক মাঝখানে, বাঁশ দিয়ে একটি মাচা ক'রে রেখেছে; তার চার দিক্‌ দিয়ে সরু বারান্দার মতো একটি পথ। মাচার উপরে পূজার নানা সম্ভার নিয়ে এখানকার Pedanda 'প-দণ্ড' বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত জন কতক ব'সেছেন—একটু হৃষ্টপুষ্ট চেহারার লোক এঁরা, মাথার চুল ঝুঁটি-বাঁধা, পরনে ধব্‌ধবে' সাদা সূতির কাপড়, একখানা ধুতির মতো কোমরে জড়ানো আর একখানা (উত্তরীয়ের মতন) দুই কাঁধের নীচে বুকে জড়ানো, সাম্‌নে গেরো দিয়ে আঁটা। এঁদের সহকর্মী স্বরূপ অন্য ঝুঁটি-বাধা পুরোহিত জন তিন-চার আরও র'য়েছেন—এঁদেরও সাদা কাপড় আর বুকে-বাঁধা উত্তরীয়,—কিন্তু কেউ-কেউ কালো কোট-জামাও তার উপর চড়িয়েছেন, আর পিঠে কারও-কারও বড়ো ক্রিস্‌ বা তলওয়ার বাঁধা। মাচার উপরে এক জায়গায় একটা পাত্রে আগুন জ্ব'ল্‌ছে। আর ধূপ-ধুনা জ্ব'ল্‌ছে—তার সৌরভ আমাদের বাঙলা দেশের ধূপ বা দক্ষিণী কাঠি-ধূপের মতন নয়, একটু অন্য রকমের, ভারি রকমের সুবাস। পূজার দ্রব্য-সম্ভার দেখ্‌লুম। নানা রকমের ফল, চালের নৈবেদ্য, কলার ছড়া, পান-সুপারি, কলার বাসনার পাত্র, এই সব র'য়েছে; কাপড়, সূতো র'য়েছে,—কত রকমের পাতা, ফল, ফুল আর তাল-পাতার মূর্তি, আর এত নানা রকম অদৃষ্ট-পূর্ব জিনিস র'য়েছে যে সে-সব দেখে তার হিসাব নেওয়া মুশ্‌কিল। আমাদের শুভ-অনুষ্ঠানে, স্ত্রী-আচারে আর পূজাদিতে নৈবেদ্যের আর অন্য কাজের জন্য যে-সকল রকমারি জিনিসের—পূর্ব-বঙ্গের কথায়, 'হাবি-জাবি'র—সমাবেশ হয়, একজন বিদেশীর কাছে সে-সকল জিনিসের সংখ্যা আর উদ্দেশ্য স্থির ক'রে নেওয়া কত না কঠিন

কথা! এদের এই সব অনুষ্ঠান ঠিক পুরোপূরি আমাদের দেশের হিন্দু অনুষ্ঠান নয়; এদের নিজেদের খুঁটি-নাটি বিস্তর আছে যা আমাদের কাছে অজ্ঞাত, আর আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রেও অজ্ঞাত; কিন্তু সে-সমস্ত এখানকার হিন্দু অনুষ্ঠানের অঙ্গ—এরা এদেশে প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র আর আনুষ্ঠানিক পরিপাটীর সঙ্গে সে-সমস্তের বেশ একটা সংগতি রক্ষা ক'রেছে। আমাদের পৌরাণিক পূজার অনুষ্ঠানে যে সব 'দশ-কর্ম দ্রব্য' ব্যবহার করা হয়, তা এরা সম্পূর্ণরূপে জানে না; আবার এদের ব্যবহৃত 'দশ-কর্ম দ্রব্য' কী কী, তাও আমরা বুঝ্‌বো না। অথচ এদের এই পূজা বা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ-রূপে আমাদের নানা উপচারে পূজার-ই মতন এক-ই বর্গের ব্যাপার।—আদিম কালে ভারতবর্ষে যে পূজার অনুষ্ঠান ছিল, তার এক রকম বিকাশের ফলে, বৈদিক যজ্ঞের বাইরে যে-সব ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান দাঁড়িয়েছে, যে-সব জিনিসের ব্যবহার প্রচলিত হ'য়েছে, সেগুলি একদিকে;—আর অন্যদিকে তার অন্য রকমের বিকাশ হ'য়েছে এই দ্বীপময়-ভারতে, মালাই জাতির প্রাচীন রীতি আর অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটার ফলে।

উপরে মণ্ডপের মধ্যে মাচায় পূজার সম্ভার নিয়ে ব'সে 'পদণ্ড'গণ নিজ-নিজ কৃত্য সম্পাদনেই নিযুক্ত রইলেন। একবার মাত্র চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন,—আমরা বাঁশের সিঁড়ি-পথ বেয়ে উপরের মাচার চারিদিকে যে বারান্দার কথা ব'লেছি তাতে এসে দাঁড়ালুম। জনতিনেক ইউরোপীয় র'য়েছেন, ইউরোপীয় বেশে ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু র'য়েছেন, আর এদের অদৃষ্ট-পূর্ব ভারতীয় পোষাকে আমি; দলটিকে দেখে এই বলিদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন বটে, কিন্তু মুখ না তুলে নিজ-নিজ কাজে রত রইলেন। পুরোহিতদের মধ্যে দু-জনে মিলে বাঁশের কঞ্চি, তাল-পাতা, কাপড় আর ফুল দিয়ে একটি কী জিনিস তৈরী ক'র্‌ছেন, সেটি আকারে দাঁড়াচ্ছে আমাদের বিয়েতে ব্যবহৃত চালের গুঁড়োর 'শ্রী'-র মতন—শুন্‌লুম, জিনিসটির নাম poespa 'পুষ্প', এটি মৃতের আত্মার প্রতীক; এতে তাল-পাতায় মৃতের মুখের একটি যেমন-তেমন প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়া হয়, আর ওঁ-কার লিখে দেওয়া হয়, আর মৃতের নামও লিখে দেওয়া হয়। একজন পদণ্ড ব'সে-ব'সে মন্ত্র প'ড়্‌তে-প'ড়্‌তে তাল-পাতায় নিবিষ্ট-মনে কী লিখ্‌ছেন। আর একজন—তাঁর গালের ভিতরে একতাল পান-দোক্তা পুরে রাখার জন্য একদিক্‌কার গাল ফুলে র'য়েছে—তিনি বিষৎ মেপে-মেপে

কঞ্চি কিংবা কলার বাসনার কতকগুলি ফালি টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে কেটে রাখ্‌ছেন। পাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে' কালো-জামা-পরা পুরোহিতের-সহায়ক জন দুই, একটি কাটারির মতন অস্ত্রে তাল-পাতা আর কাঠ চিরে-চিরে রাখ্‌ছে, আর মাঝে-মাঝে চাপা গলায়, গলা বিলক্ষণ ভারী ক'বে, মন্ত্র প'ড়্‌ছে ; কিছু-কিছু সুর আছে এই পাঠ-রীতিতে—খানিকক্ষণ নিবিষ্ট-ভাবে শোন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—সংস্কৃত শব্দ দুই-একটি মাত্র ধ'র্‌তে পারা গেল ব'লে বোধ হ'ল—'সিওআ, সিওআ' আর 'মা-হো-ডেও-আ' (শিব শিব, মহাদেব)। তবে দূর থেকে সংস্কৃত মন্ত্র-পাঠের মতই লাগে, যদিও যেন কেমন এক ধরনের পড়া ব'লে মনে হয়। এই-সব মন্ত্র বিকৃত সংস্কৃতে রচিত—অর্থাৎ সংস্কৃত চর্চা না ক'রে বহু শতাব্দী ধ'রে এই-সব মন্ত্র ব্যবহার করায় তাদের উচ্চারণ-বিকৃতি তো হ'য়েইছে, মূল দেব-ভাষারও বিকৃতি হ'য়েছে, বহুস্থানে বলিদ্বীপের বিস্তর শব্দ ঢুকে গিয়েছে। সম্প্রতি সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা এই-সব মন্ত্রের ভালো ক'রে চর্চা আরম্ভ হ'চ্ছে। আমি তো একেবারে অত্যন্ত কৌতূহল আর আগ্রহের সঙ্গে এই-সব জিনিস দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু হায়, এদের এই-সব ব্যাপার আমায় বুঝিয়ে' দেয় কে! আমরা তো এখানে থাক্‌বো মাত্র ২।৩ ঘণ্টা, আরো কত দেখ্‌বার আছে। ডাক্তার খোরিস্ কিছু-কিছু জানেন, তিনি খাতা বা'র ক'রে মাঝে-মাঝে নোট নিচ্ছেন, পদণ্ডদের দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, তিনি নিজে এ-সব আরও জান্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন ; ভাষার অভাবে তাঁর কাছে খবর পাওয়াও দুর্ঘট ; আর রেসিডেণ্ট্-সাহেবের ও-সব বিষয়ে বড়ো খোঁজ নেবার আবশ্যকতা হয় নি, তাই তিনি খুঁটি-নাটি ব্যাপার কিছু বোঝাতে অক্ষম। এখনও বলিদ্বীপের কথা স্মরণ হ'লে মনে কত আফ্‌সোস হয়, বলিদ্বীপে বেশীদিন তো থাকা সম্ভব হ'ল না—এখনও যদি সুবিধা পাই, তো কিছুকাল ধ'রে এদের সঙ্গে মিশে এদের ভাষা শিখে সমস্ত জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা ক'রে, আমাদের পূজা আর অন্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদের পুজা অনুষ্ঠানের যোগ-সূত্র বা'র ক'র্‌বার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস, কোনও কৃতকর্মা ভারতীয় ব্রাহ্মণ না হ'লে এ কাজ ভালো ক'রে কেউ ক'র্‌তে পার্‌বে না। কবে সে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ওদেশে গিয়ে এই কাজে হাত দেবেন।

মণ্ডপগুলি দেখ্‌বার সময়ে শ্রীযুক্ত কারোন্‌-এর সঙ্গে ভারত আর বলীর সংস্কৃতির যোগের কথা নিয়ে আমার একটু বেশ আলাপও হ'ল—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আর তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়েও আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত কারোন্‌ ব'ল্‌লেন—আপনারা যদি সত্যি-সত্যিই ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারা আবার এদেশে বহাতে পারেন, তা হ'লে এই সুন্দর জা'তকে এদের নিজেদের সুন্দর সংস্কৃতিটিকে রক্ষা করাতে পার্‌বেন। আজকালকার দিনে যখন সর্বত্রই অশান্তি আর বর্বরতা এসে প'ড়্‌ছে, জীবনের সৌন্দর্য্য চ'লে যাচ্ছে, তখনও বলিদ্বীপের লোকেরা যে তাদের জীবনের সারল্য শান্তি শ্রী আর মনোহারিত্ব বজায় রাখ্‌তে পেরেছে, তার কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দু ভাব এদের জীবন থেকে এখনও অপসৃত হয় নি। আপনারা আসুন, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি বিশ্বভারতীর মারফৎ এদের সঙ্গে সহযোগে কাজ করুন; এদের আরও সুপ্রতিষ্ঠিত আর আর সুদৃঢ় ক'রে তুলুন—আমরা ডচেরা আপনাদের সাদরে গ্রহণ ক'র্‌বো, আপনাদের সমস্ত সুযোগ দেবো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখ্‌বেন—পলিটিক্স ক'র্‌তে এলে চ'ল্‌বে না। যে ঘণ্টা-কতক আমরা বাঙ্‌লিতে ছিলুম, তার খানিকটা সময় রেসিডেণ্ট্‌-সাহেবের মতন হৃদয়বান্‌ ব্যক্তির সঙ্গে এই রকম আলাপের ফলে, ভারত আর বলীর মধ্যে পুনরায় যোগ-সাধন বিষয়ে মনে খুব আশা আর আনন্দ হ'য়েছিল। কিন্তু হায়, কার্য্যতঃ তা এখনও ঘ'ট্‌ল না। এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই আমাদের। আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষকও পাঠানো হ'ল না, আমাদের মধ্য থেকে কেউ ওদের ভাষা ওদের অনুষ্ঠিত হিন্দু ধর্মের চর্চা কর্‌বার জন্য গেল না,—আবার ওদের দেশের দু-চার জন পদণ্ড আর ছাত্রকে ভারতবর্ষে আন্‌বার যে কথা হ'য়েছিল, তা-ও হ'ল না। শ্রীযুক্ত কারোন্‌-এর সঙ্গে আলাপে মনে হ'চ্ছিল, ভারতের মানসিক আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি তাঁর অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস আছে; আর আমি আমাদের নানা অযোগ্যতার কথা নানা মূর্খতা আর গোঁড়ামির কথা মনে ক'রে মরমে ম'রে যাচ্ছিলুম।

বলিদ্বীপের পদণ্ডরা নিজের-নিজের কাজে ব্যস্ত, বিদেশীদের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বার তাঁদের কৌতূহল বা সময় নেই। এঁরা বেশ একটা ভদ্র, ভব্য আর সংযত ভাবে, বেশ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে, নিজ কর্তব্য সম্পাদন ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। এদেশের হিন্দু সমাজে জাতিভেদ আছে—তা কেবল বিয়েতেই;

ছুঁৎমার্গ বা স্পর্শদোষ, আর দক্ষিণ-ভারতের ‘দৃষ্টিদোষ’—এ-সকলের মতো বর্বরতা থেকে এরা মুক্ত। মণ্ডপে মৃতের উদ্দেশে ভাত ডিম শূল-পক্ক শূকর প্রভৃতি সাজানো র'য়েছে, ডচ্ সাহেবেরা সেখানে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোনও আপত্তি নেই। পূজা-মণ্ডপে ইউরোপীয় দ্রষ্টা উঠে হয়-তো পূজায় বা পূজার উপকরণ সজ্জীকরণে নিরত পদণ্ডের সঙ্গে মালাই-ভাষায় বা দেশ-ভাষায় দুই-একটি কথা কইলেন, তার পরে তাঁর সাম্‌নে রাখা পিতলের পূজার ঘণ্টা, বা পঞ্চপাত্র, বা প্রদীপ বা কর্পূর জ্বালাবার ছোটো বাটি, এই-সব তৈজস হাতে ক'রে তুলে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে আবার রেখে দিলেন, তাতে আপত্তি নেই, ব্রাহ্মণ তাতে কোনও দোষ মনে না ক'রে, নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। ছুঁৎমার্গের দেশ থেকে আগত ব'লে আমাদের চোখে এটি বিস্ময়কর লাগ্‌ল—কে জানে, হয়-তো প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও এই রকম রীতি ছিল, ছুঁৎমার্গের উদ্ভব তখনও হয় নি ;—তা না হ'লে আমরা যবন (অর্থাৎ গ্রীক) আর শক হূণ প্রভৃতিদের হিন্দুসমাজ-ভুক্ত ক'রে নিতে পার্‌তুম না।

মণ্ডপগুলি দেখে, আমরা এর পরে নীচে ভীড়ের মধ্যে অবতরণ ক'র্‌লুম। যে শ্রুতি-মধুর তালে বাজনা বাজ্‌ছিল, মনে হ'চ্ছিল, যেন দূর থেকে কোনও বড়ো পুখুর বা নদীর ওপার থেকে কোনও দেব-মন্দিরে তালে-তালে নানা রকমের ঘণ্টা বাজ্‌ছে—সেই বাজনা প্রথম চোখে দেখ্‌লুম ; বাজন-দারেরা একটা মণ্ডপের তলায় আসর জমিয়েছে। উল্‌টানো বাটির আকারের কতকগুলি ধাতুর পাত্র উপবিষ্ট বাদকের তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে কাঠের ফ্রেমে সাজানো র'য়েছে, দু'টি কাঠির ঘায়ে বাদক বাজিয়ে' যাচ্ছে ; এইরূপ একটি যন্ত্র হ'চ্ছে প্রধান। তা ছাড়া, ছোটো ঢোল আছে—নানা আকারের ধাতুর ফলক পাশাপাশি সাজিয়ে' একটা ফ্রেমে রাখে, ফ্রেমের মধ্যে সাজানো ফলকের উপরে কাঠি দিয়ে ঘা মেরে, ফলকের দৈর্ঘ্য প্রসার আর স্থূলতার অনুপাতে, টং টাং টিং টুং ক'রে নীচু বা উঁচু আওয়াজ বা'র করা হয়, —সেই রকম একটি যন্ত্র আছে। দ্বীপময়-ভারতের বাদ্য আমাদের দেশের বাদ্য থেকে একেবারে অন্য ধরনের। এ সম্পর্কে ভারতবর্ষ আর চীন থেকে কিছু-কিছু জিনিস পেলেও, এদের বাদ্যটা অনেক স্বতন্ত্র, মূল ইন্দোনেসীয় জাতির সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। আমাদের বীণা আর এস্‌রাজের মতো যন্ত্র এদেশে নেই। সুর আর লয়ের চেয়ে, তালেরই আধারের উপরে এদের যন্ত্র-সংগীত প্রতিষ্ঠিত।

যবদ্বীপে এই যন্ত্র-সংগীতের আরও উৎকর্ষ হ'য়েছে। আর যবদ্বীপে এর নাম হ'চ্ছে Gamelan 'গামেলান্'। বলিদ্বীপেও 'গামেলান্' বলে—শব্দটি মালাই ভাষাতেও মেলে। এই রকম বাদ্য, খালি ইন্দোনেসিয়ায় নয়, ইন্দোচীনে কম্বোজ শ্যাম আর বর্মাতেও মেলে—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। এইখানে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্বের বহির্ভারতের—ইন্দোচীন আর ইন্দোনেসিয়ার—একটি বড়ো পার্থক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের বাদ্যের মধ্যে এর অনুরূপ একমাত্র যন্ত্র হ'চ্ছে 'জল-তরঙ্গ', কিন্তু জল-তরঙ্গের চীনা মাটির বাটি থেকে মূলে এর বিদেশী উৎপত্তিই সূচিত হয়।

নীচে মণ্ডপগুলির আশে-পাশে, রাস্তার ওধারের বড়ো প্রাসাদটিতে, আর যাত্রার আসরে, প্রচুর লোক-সমাগম হ'য়েছে। সকলেই উৎসবের বস্ত্রে মণ্ডিত হ'য়ে এসেছে, সকলেই প্রফুল্ল-মুখ। কোথাও বা দূর গ্রাম থেকে আগত একদল মেয়ে পুরুষ আর ছেলে ব'সে বিশ্রাম ক'রছে, এরা মাথায় ক'রে নৈবেদ্য ফল প্রভৃতি নিয়ে সারি দিয়ে মিছিল ক'রে এসেছে, সঙ্গে গামেলান্ বাদ্যের যন্ত্র-পাঁতি, আর রঙীন আর সাদা ছাতা কতকগুলি; বহু স্থলে নকশা-কাটা বেতের চুপড়ি আর বাক্স থেকে পান চুন সুপুরি দোক্তা নিয়ে পান সেজে খাচ্ছে। পানের রেওয়াজ খুব-ই—আর অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, পান খেয়ে-খেয়ে এদের দাঁত কালো হ'য়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের ইন্দোচীনের আর ইন্দোনেসিয়ার সংস্কৃতিতে পানের একটা বড়ো স্থান আছে, তা নিয়ে দু কথা পরে ব'ল্‌বো। এত লোকের আগমন, কিন্তু একটুও ধাক্কা-ধাক্কি বা চেঁচামেচি নেই। আমরা এই উৎসব-নিরত প্রিয়দর্শন জাতির মধ্যে যথেচ্ছ ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লুম। জনকতক ইউরোপীয় লোকও আছে। এদের মধ্যে একদল মার্কিন এসেছে, সিনেমার ক্যামেরা নিয়ে। খাকির 'কাছ' বা হাফ-প্যাণ্ট পরা, সাদা টুইলের কামিজ গায়ে, সিনেমা-ওয়ালা একজনের সঙ্গে কথা হ'ল। তার ছবি ভালোই উঠ্‌বে ব'লে, সে খুশী। এদেশে এই পোষাকে আমাকে দেখে সে আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথেরও ছবি নিলে। অন্য ইউরোপীয়দেয় মধ্যে, জর্‌মান আর অষ্ট্রিয়ান চিত্রকর জন-দুই ছিলেন। ইউরোপীয়দের কেউ-কেউ ক্রমাগত ফোটোগ্রাফ নিচ্ছে। লোকজনের তাতে আপত্তি নেই, যদি তাদের নিয়ে সাজিয়ে' দাঁড় করিয়ে' বা বসিয়ে' তোল্‌বার চেষ্টা না হয়,—তবে ছবি তোলাবার আকাঙ্ক্ষাও নেই।

আমরা মণ্ডপগুলি থেকে নেমে আস্‌ছি। কাঁচা বাঁশের মিঠে সোঁধা গন্ধ, কলা তাল আর না'রকল পাতার আর কলার বাসনার গন্ধ, আর তার সঙ্গে ধূপ-ধূনার গন্ধ; এত লোক ভালো কাপড় প'রে কিছু-কিছু সুগন্ধি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সৌরভ; আর লোকেদের মাথায় আর কানের পাশে melati বা মালতী, tjempaka বা চম্পক, গন্ধরাজ প্রভৃতি আমাদের পরিচিত ফুলের সৌরভ—একটু উগ্র ব'লে মনে হ'ল এই সমস্ত ফুলের সৌরভকে; তার উপর মেয়েরা আর পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুলে প্রচুর না'রকল তেল মেখেছে, তার বাস;—এই সমস্ত মিলে, যুগপৎ নাসাপথকে যেন অভিভূত ক'রে ফেল্‌ছে;—চোখের সাম্‌নে ভীড়ের লোকেদের নিরাবরণ সৌষ্ঠব আব সৌষম্য-পূর্ণ দেহের পীতাভ, কচিৎ বা শ্যামাভ গৌরবর্ণের রৌদ্র-চিক্কণ ঔজ্জ্বল্য; এদের দেহের ঋজুতা আর তনিমা; বর্ণোজ্জ্বল বস্ত্রে মনোহর গতি-ভঙ্গীতে এদের চলা-ফেরা; আর কানে অনিরুদ্ধ-ভাবে তালে-তালে গামেলান্ বাজনার সুমিষ্ট ধ্বনি; এ সমস্তের উপরে, মিঠে-কড়া রোদ্দুরের প্রভাব প'ড়ে, এই সৌরভ আর বর্ণ সমাবেশকে যেন আরও কড়া আরও তীব্র ক'রে তুলেছে; আর জনতার অপরিহার্য্য কলরব এই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে discord বা বিবাদের সঙ্গে-সঙ্গে যেন একটি harmony বা সংবাদিভাবের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। একসঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় আক্রান্ত হ'য়ে পড়ায়, আর এত অদৃষ্ট-পূর্ব বস্তুর সমাবেশের মধ্যে প'ড়ে যাওয়ায়, মনও যেন অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছে—যেন একটা অবসাদে আমাদের মনকে ঘিরে ফেলেছে, এ রকম অবস্থা আমাদের হ'ল। রেখায় রূপে বর্ণে গন্ধে ধ্বনিতে মিলে যে কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রে তুলেছিল, তা আমাদের অদৃষ্ট-পূর্ব, অননুভূত-পূর্ব। বলিদ্বীপে নেমে প্রথম দিনেই এতটা সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার এমনি অনপেক্ষিত পূর্ণ ভাবে আমাদের সামনে খুলে যাবে, তার কল্পনাও আমরা ক'র্‌তে পারি নি। এই দিনটির স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে মনে থাক্‌বে। একটি অষ্ট্রিয়ান মহিলা, ইনি ছবি আঁকেন, অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে ছিলেন; তিনি তো দেখে শুনে আমাদের মতনই মুগ্ধ; তবে অজণ্টা আর মহাবলিপুর আর ইলোরার চিত্র আর ভাস্কর্য্য, আর প্রাচীন ভারতের কথা, আর তার সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ চিন্তা করার দরুন যে এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্মৃতি-জনিত আনন্দের উপভোক্তা হ'য়ে আমরা ভারতীয় কয়জন ছিলুম, তা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন; ফরাসীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল—উচ্ছ্বসিত

প্রশংসার সঙ্গে ব'ল্লেন—Monsieur, tout cela—c'est comme un rêve—মহাশয়, এ-সব—এ-সব যেন একটা স্বপ্ন!

স্বপ্ন-ই বটে! সমস্ত-ই দেখ্ছিলুম,—এখানকার লোকেদের জীবনের বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রবাহ, অপার্থিব বস্তুর মতই বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু এদের জীবনের এই প্রাচীন যুগের উপযুক্ত শিশু-সুলভ সারল্য দেখে মনে হ'চ্ছিল, আমরা এ জিনিস অনেক দিন হ'ল পিছনে ফেলে এসেছি—এদের এই জগতের সদানন্দ, elemental বা মৌলিক কতকগুলি সুখদুঃখের অনুভূতির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা, আমাদের পক্ষে আর রুচিকর বা সম্ভবপর হবে না; দূর থেকে দেখ্তে অতি সুন্দর, কিন্তু যতই নয়ন-রঞ্জন যতই মনোহর লাগুক না কেন, এদের জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে' পড়ার কথা আমি ভাব্তে পারি না; এর মধ্যে, কাঁচা বাঁশের গন্ধ তাল-পাতার গন্ধ আর এই দেশের ফুলের উগ্র সৌরভ, আর ভীড়ের মানুষের গায়ের বাস, এ সবে মিলে আমার চিত্তের মধ্যে যে একটা মাদকতার ভাব, যে একটা সংজ্ঞা-হারা ক'রে দেবার ভাবের সৃষ্টি ক'র্ছিল, সেটার সঙ্গে-সঙ্গে যেন চিত্তে একটা প্রতিক্রিয়াও এনে দিচ্ছিল;—সুপরিচিত, অনাড়ম্বর, জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, আত্ম-সমাহিত, প্রাচীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সভ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি যেন বিদ্যুতের ঝলক দেখিয়ে' মনে দু-একবার উদিত হ'ল—আমি চারিদিকের এই সত্য-যুগের সৌন্দর্য্য-রাশির মধ্যে থেকে, নিজেকে যেন নির্লিপ্ত আর পৃথক্ ক'রে ভেবে, আধুনিক আর ভবিষ্যতের প্রবর্ধমান সেই মানসিক নৈতিক আর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির আদর্শের সম্বন্ধে প্রাণের মধ্যে একটা অব্যক্ত আকুলতার সাড়া পেয়ে, একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্লুম।

ঘুরে-ঘুরে একটি না'রকল-পাতা-ছাওয়া স্থানে এলুম, সেখানে মাদুর পাতা র'য়েছে, আর অনেকগুলি নিমন্ত্রিত বলিদ্বীপীয় ভদ্রলোক ব'সে র'য়েছেন। সাবেক বলিদ্বীপীয় পোষাক পরা বেশীর ভাগের—মাথায় রঙীন রুমালের পাগড়ি, গায়ে বুকে-বাঁধা রঙীন জরীর বা রেশমের-কাজ করা চাদর, পরনে হাঁটু-পর্য্যন্ত রঙীন চেলির মতন কাপড়, পিঠে ক্রিস বাঁধা; কেউ-কেউ সাদা কিংবা কালো জামা গায়ে চ'ড়িয়েছেন। অনুমানে বোধ হ'ল, এঁরা আশ-পাশের গ্রামের মাননীয় ব্যক্তি। এঁরা মৃদুস্বরে কথাবার্তা ক'র্ছেন, আর সাম্নে চৌকো বাক্সের আকারের রূপোর পানের বাটা র'য়েছে তা থেকে পান চুন সুপুরি আর

দোক্তার তামাক নিয়ে, পানের বীড়ে পাকিয়ে' মুখের ভিতরে পুরে দিচ্ছেন। জন ষাট-সত্তর লোক হবে, এই আসরে ব'সে। আমি সেখানে এসে দাঁড়ালুম, একজন আমায় ব'স্‌তে ব'ল্‌লেন, আমি ব'স্‌লুম। মালাই ভাষায় জিজ্ঞাসা হ'ল, আমি কে। এইবারে আমার ভাষার পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। সংক্ষেপে ব'ল্‌লুম, 'ব-রা-টা-ওআর্‌-সা' বা ভা-র-ত-বর্ষ থেকে যে মহাগুরু এসেছেন, তাঁর সঙ্গেকার লোক আমি। এখন এরা সংস্কৃত শব্দ কী রকমে উচ্চারণ করে, তা ডাক্তার খোরিস্‌ যখন পদণ্ডদের সঙ্গে কথা কইছিলেন তখন একটু লক্ষ্য ক'রে সম্‌ঝে' নিচ্ছিলুম; যেমন 'মুদ্রা' শব্দের উচ্চারণ ক'র্‌লে 'মুড্রে' বা 'মুড্রো' (mudrö)। আমাদের মোটর-চালকের কাছে 'রাম, সীতা' এই দুইটি নাম 'র-ম, সী-ত্যো' (Romo, Sitö) এইরূপে শুনি; 'গঙ্গা, যমুনা'কে 'গাঙ্গে বা গাঙ্গ্যো (Ganggö), 'জামুনে বা জামুন্যো (Djamunö)', এইরূপে শুনি। এই থেকে হদিস পেয়ে বুঝ্‌লুম যে, এদের মতন ক'রে না ব'ল্‌লে, বাঙালী অথবা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ধরনে ব'ল্‌লে, আমার উচ্চারিত সংস্কৃত শব্দ এদের জানা থাক্‌লেও এরা ধ'র্‌তে পার্‌বে না। এদের ব'ল্‌লুম—'জাম্বুডুইপা' বা জম্বুদ্বীপ থেকে আমরা আস্‌ছি—('হিন্দুস্থান' বা 'ইণ্ডিয়া', এই-সব বলিদ্বীপীয়লোক, যারা ডচ্‌ ভাষায় অনভিজ্ঞ আর ইস্কুলে কখনও পড়েনি, তারা বুঝ্‌তে পার্‌বে না)—আমাদের দেশে 'গাঙ্গ্যো, জামুন্যো' নদী আছে, 'হি-ম-লা-য়া', 'উইন্‌ডিঅ' (বিন্ধ্য) পর্বত আছে, 'আজোডিঅ', 'ইণ্ড্রাপ্রাস্তা' অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি নগর আছে, 'র-ম-য়া-না', 'মা-হ-ব-রা-টা'-র দেশ হ'চ্ছে আমাদের দেশ—তোমাদের মতন আমাদের দেশেও 'ব্রা-মো', 'উইস্নু' আর 'সিওঅ'-র সম্মাননা হয়; 'বুদা' আমাদের দেশেরই মানুষ;—আমরা এসেছি তোমাদের দেখ্‌তে, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'র্‌তে। যে কয়টি কথা ব'ল্‌লুম, তাতে খুব বেশী মালাইয়ের জ্ঞানের দরকার হয় না। এরা নামগুলি শুনে একটু কৌতুহলী হ'য়ে ঘিরে ব'স্‌ল;—তারপর-ই আমার বিপদ্‌, ভাষায় আর কুলায় না। অনেক কষ্টে ব'ল্‌লুম—উত্তর-বলীর বন্দর বুলেলেঙ্‌ থেকে 'কাপাল-আপি' (অর্থাৎ 'আগবোট' বা স্টীমার) ক'রে, দুই রাতের পথ স্থরাবায়া; স্থরাবায়া থেকে দুই রাতের পথ বাতাবিয়া; বাতাবিয়া থেকে উত্তরে আরও দুই রাতের পথ 'নগরী সিঙ্গাপুরা'; সেখান থেকে সমুদ্র দিয়ে পশ্চিমে আর উত্তরে আরও ৮।১০ রাতের পথ গেলে পরে, আমাদের দেশ 'ব-রা-টা-ওআর্‌-সা' বা 'জাম্বুডুইপা'তে পৌছানো যায়। ইতিমধ্যে মালাই-

ভাষী একজন ডচ্ রাজ-কর্মচারী এসে প'ড়্লেন, তিনি এদের দু' কথা ব'ল্লেন। এরা বিশেষ কৌতূহলী হ'য়ে কথা কইতে লাগ্ল। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ হারানোর সঙ্গে-সঙ্গে, তার স্মৃতির এমন কি তার অস্তিত্বের কথা সাধারণ লোকে এখন ভুলে গিয়েছে। নিজেদের ভাষায় পুরাণ রামায়ণ মহাভারত পড়ে বটে, বিস্তর পৌরাণিক কাহিনী জানে বটে, কিন্তু এদের বিশ্বাস, দেবদেবীর লীলা আর পৌরাণিক যত ঘটনা ঘ'টেছিল, তার সমস্ত বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপেই ঘ'টেছিল—আর জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষের কথা এদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা জানেন বটে, এদের কাছে কিন্তু সে জম্বুদ্বীপ পুরাণের যুগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বাস্তব জগতে তার যেন অস্তিত্ব নেই। তবে আজকাল ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে, ভূগোল-বিদ্যা আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরা একটু সচেত হ'চ্ছে বটে।

আমার সময় অল্প, ভাষাও জানি না। খানিকক্ষণ থাক্‌বার পরে আস্তে-আস্তে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে উঠে, যেদিকে যাত্রার আসর হ'য়েছিল সেদিকে গেলুম॥

॥ ৮ ॥

(খ) বলিদ্বীপ—বাঙ্‌লি

রাস্তার উত্তর ধারে, প্রাসাদের পশ্চিমে খানিকটা খোলা জায়গায়, যাত্রার আসর হ'য়েছে। যাত্রার আসর ঠিক আমাদের দেশেরই মতন। কাপড়ের শামিয়ানা, তার উপরে না'রকল-পাতায় ছাওয়া এই আসর; সাত আট শ' লোক সেখানে ব'সে দাঁড়িয়ে' দেখ্‌তে পারে। আসরের মাঝখানটায় একটু খালি জায়গা, এইখানে অভিনেতারা দাঁড়িয়ে' ঘুরে ফিরে অভিনয় করে। তার চারি দিক ঘিরে দর্শক আর শ্রোতার দল মাটিতে ব'সেছে। ভুঁইয়ের উপর চাটাই পাতা, তার উপরে খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সেছে, খাটনমালা হ'য়ে, উবু হ'য়ে। একদিকে বাজনদারের দল, 'গামেলান্' বাজনার যন্ত্র-পাঁতি নিয়ে ব'সে আছে। আসরের চারি দিক ঘিরে উপবিষ্ট শ্রোতাদের চক্র, কেন্দ্র থেকে সাত-আট জন ব'সে-থাকা মানুষের পরে, দাঁড়িয়ে'-থাকা শ্রোতাদের আর এক চক্র। দর্শক আর শ্রোতাদের চেহারায় আর পোষাকে সেই তাজা রঙের খেলা, মেয়েদের সেই নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গ আর নিরাভরণ বেশভূষা। আমি ভীড়ের মধ্য দিয়ে আসরের প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম। সুমধুর তালে বাদ্য বাজ্‌ছে। ইউরোপীয়েরা অনেকে আমার মতন দাঁড়িয়ে' আছে—বাকে-রা, খোরিস্, এঁরা এসে প'ড়্‌লেন। তার পরে খান পাঁচ-ছয় চেয়ার এনে দিয়ে গেল, পরে বাঙ্‌লির পুঙ্গব, রেসিডেন্ট্-সাহেব, কবি, আর কে কে এলেন, আর এই চেয়ারগুলিতে ব'স্‌লেন। যাত্রার অভিনয় চ'ল্‌ল। আমরা যতক্ষণ ছিলুম, প্রায় বিশ মিনিট হবে, ততক্ষণ-দুজন অভিনেতা কেবল বীররসের অবতারণা ক'র্‌ছিলেন। ঠিক আমাদের সেকেলে' যাত্রায় ভীম আর দুর্য্যোধন, বা প্রবীর আর অর্জুন, বা লক্ষ্মণ আর মেঘনাদের পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জনের মতন। অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব উঁচু দরের ছিল না, একটু পুরাতন আর গরিবানা ভাবের ব'লে মনে হ'ল। শস্তা বিদেশী ছিটের খাটো পাজামা, তার উপরে একটা লুঙ্গির মতো রঙীন কাপড় জড়ানো, কাপড়খানাতে খুব জরীর কাজ করা, সাম্‌নে সেটা কোমরে তুলে আট্‌কানো,—তাতে ক'রে, পিছনটায় পায়ের ডিম পর্য্যন্ত তলার ছিটের

পেণ্টুলেন অনেকটা ঢেকে দিয়েছে, কিন্তু সাম্‌নে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত এই পেণ্টুলেন বেশ দেখা যাচ্ছে ; গায়ে রঙচঙে' জরীর-কাজ-করা জামা, হাতের কবজি পর্য্যন্ত আস্তিন, পিঠে ক্রিস বাঁধা, মাথায় মুকুট, কপালে দুই ভুরুর মাঝে একটা সাদা ফোঁটা, ঠোঁট লাল রঙে রাঙানো। অভিনয়ের ভাষা বুঝ্‌লুম না, অনেক চেষ্টা ক'রে 'প্রা-ট-পা' বা 'প্রতাপ', 'ডেও-আ-ট্যো' অর্থাৎ 'দেবতা' এই রকম একটা-আধটা সংস্কৃত শব্দ যেন কানে লাগ্‌ছিল। তবে অভিনেতারা যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে হাত চালাবার আগে জীভের একটু ব্যায়াম ক'রে নিচ্ছেন, তা বুঝ্‌তে বাকী ছিল না ; দেখে মনে হ'ল, একজন আর একজনকে ব'ল্‌ছে—'ইঃ—এত বড়ো স্পর্ধার কথা! দুরাচার, এখনি তোকে রসাতলে পাঠাবো।' অভিনয়ের বিষয়টা কী জান্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম—শুন্‌লুম, যবদ্বীপের হিন্দু-আমলের একটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। ক্রিস বা'র ক'রে দুই বীর যখন দাপাদাপি লাফালাফি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, অমনি আমাদের যাত্রার যুদ্ধে যেমন ঢোল বাঁয়া তবলা আর খঞ্জনীর তাল দেওয়া হয় সেই রকম তালে গামেলান্ বাজনা আরম্ভ হ'ল। রবীন্দ্রনাথও আমাদের যাত্রার সঙ্গে এই অভিনয়ের সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে রেসিডেণ্ট্-সাহেবের কাছে আর আমাদের কাছে সে কথা একাধিকবার উল্লেখ না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লেন না। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট ধ'রে আমাদের সাম্‌নে এই যুযুৎসু বীরদ্বয়ের আস্ফালন চ'ল্‌ল, কতক্ষণে শেষ হ'ল জানি না—আমাদের অন্যত্র ডাক প'ড়্‌ল।

ইতিমধ্যে বেলা একটা বেজে গিয়েছে। সকালে সেই কিন্তামানির ডাক-বাঙলায় দু-টুক্‌রো রুটি আর ডিম খাওয়া হ'য়েছিল—অনেকের তাও জোটে নি। বাঙ্‌লির পুঙ্গবের গৃহে আমাদের মাধ্যাহ্নিক সেবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কবিকে সেখানে নিয়ে গেল, আমরাও তাঁর অনুগমন ক'র্‌লুম। পুঙ্গবের বাড়িতে যেতে হ'ল—চৌরাস্তা থেকে পূবে একটি ছায়া-শীতল রাস্তা ধ'রে, একটুখানি গিয়েই বাঁয়ে তাঁর 'পুরী' বা প্রাসাদ। বলিদ্বীপের বাড়ির ভিতরে এই প্রথম প্রবেশ। একটি তোরণ-দ্বার পার হ'য়ে এক প্রশস্ত চত্বরে প'ড়্‌লুম—বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বা'র-বাড়ির ঘাসে-ঢাকা আঙিনার মতন। এই চত্বরের তিন দিকে ঘর-বাড়ি, আর উত্তর দিকে আর একটি তোরণ পার হ'য়ে কতকগুলি ঘর। এইগুলিই হ'চ্ছে বাঙ্‌লির পুঙ্গবের খাস কামরা। উঁচু চাতালের উপরে কতকগুলি বড়ো-বড়ো ঘর, সাম্‌নে বেশ বড়ো

একটু দর-দালান—আমাদের দেশের পূজোর দালানের মতন। ইটের বাড়ি, টালির ছাত, দরজায় কড়ি-কাঠে আড়-কাঠে খোদাই কাজ করা। দর-দালানটিতে ভোজনের স্থান করা হ'য়েছে; ইউরোপীয় কায়দায় লম্বায় আর আড়ে T অক্ষরের আকারে সব টেবিল সাজানো। অতিথিরা স্নান-ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলেন, নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ ক'র্‌লেন। রেসিডেণ্ট্‌-সাহেব কবিকে নিয়ে ব'স্‌লেন, আর অন্য-অন্য মাননীয় অতিথিরাও ব'স্‌লেন—ডচ্‌ আর বলিদ্বীপীয়—আমাদের গৃহকর্তাও ব'স্‌লেন। কবিকে দেখে বিশেষ শ্রান্ত ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। সেই সকালে মোটরে চ'ড়েছেন, তার পরে বাঙ্‌লির উৎসবের গোলমালের মধ্যে থাক্‌তে হ'য়েছে—স্নান-টান হয় নি, ভোজে বসার চেয়ে একটু নিরিবিলি বিশ্রাম করা তাঁর বেশী দরকার ছিল। কিন্তু উপায় নেই—তাঁর প্রতিষ্ঠার গৌরবের ভার তাঁকে বহন ক'র্‌তেই হবে। ভোজন-ব্যাপার চুকতে ঘণ্টা-দেড়েক লাগ্‌ল। ডচ্‌, যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয়, এই তিন রকমের মিশ্র ব্যবস্থা। সুমাত্রায় আর বাতাবিয়ায় রাইস্ট্‌-টাফ্‌ল্‌ খাওয়ার কল্যাণে, যবদ্বীপীয় ভোজনের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টেছিল—দেখ্‌লুম, বলিদ্বীপীয় রান্না ওই পর্য্যায়েরই। শূল-পক্ব 'গ্রাম্য-বরাহ'-মাংস বলিদ্বীপের ভোজের একটি পদ, এটা বোঝা গেল। খাওয়ার টেবিলে আমার দু-পাশে আর সাম্‌নে বলিদ্বীপীয় অভিজাত বংশের পুরুষ কতকগুলি ব'সেছিলেন, ভাষার অভাবে কথা কওয়া হ'য়ে উঠ্‌ছিল না বটে—কিন্তু তাঁদের হাস্যময় মুখে আর বিনয়-পূর্ণ ব্যবহারে বেশ একটা হৃদ্যতার পরিচয় পাচ্ছিলুম।

খাওয়া শেষ হবার পরে, বেলা তিনটের দিকে, কারাঙ্‌-আসেমের রাজা বাড়ি ফির্‌বেন, কবি কারাঙ্‌-আসেমে গিয়ে তাঁর অতিথি হবেন;—স্থির হ'ল, তাঁর নিজের গাড়িতে ক'রে রাজা কবিকে নিয়ে যাবেন। রাজার গাড়ি এল' —বিরাট্‌ এক মোটর-কার, তার সাম্‌নের কলের বাক্সের মাথায় mascot বা শুভ-লাঞ্ছন-স্বরূপ খাঁটি সোনার বড়ো একটি গরুড়-মূর্তি—প্রসারিত-পক্ষ সুপর্ণ রাজার বাহনকে যেন রক্ষা ক'র্‌ছেন। এই গরুড়-মূর্তিটি তৈরী করাতে সোনায় আর বানীতে রাজার প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ হ'য়েছে। কারাঙ্‌-আসেমের রাজা—এঁর পুরো নাম Hida Anake Agoeng Bagoes Djelantik 'হিড আনাকে আগুঙ্‌ বাগুস্‌ জলান্তিক্‌'—দেখ্‌তে ক্ষীণকায়, খর্বাকৃতি, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান্‌ লোক ব'লে মনে হ'ল। এঁর পরনে ছিল সবুজ রঙের কাপড়, গায়ে

সাদা গলা-আঁটা কোট, পায়ে ইউরোপীয় জুতা, মাথায় জরী লাগানো ঘরের চালের ছাঁচের মতন কপাল-ঢাকা ইউরোপীয় ফৌজী টুপি; আর সব-চেয়ে বেশী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌ছিল, তাঁর মোটরের সোনার গরুড়ের মতন, তাঁর গলায় বিরাট্ এক ঘড়ির চেন—মাথার ফিতার মতো চওড়া, চেপ্‌টা আকারের, সোনার তৈরী। বলিদ্বীপের রাজাদের রীতি-মত, তাঁর সঙ্গে ছিল দুজন ছোক্‌রা বয়সের অঙ্গ-ভৃত্য—একজন হ'চ্ছে রাজার তাম্বূল-করঙ্ক-বাহী—চৌকো বাক্সের আকারের নক্‌শা-কাটা সোনার পানের-বাটা হাতে; আর একজন রাজার তরবারি-বাহী, রাজার সোনার হাতলওয়ালা জহরতের কাজ করা খাপে পোরা তলওয়ার কাঁধে। শ্রীযুক্ত কারোন্, বাঙ্‌লির পুঙ্গব, আর অন্য-অন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, কবি কারাঙ্-আসেমের রাজার গাড়িতে উঠ্‌লেন। রাজা নিজে উঠ্‌লেন, তাঁর দুই ভৃত্য উঠে মোটর-চালকের পাশে ব'স্‌ল। এঁরা কারাঙ্-আসেম্ অভিমুখে যাত্রা ক'র্‌লেন। কবির সঙ্গে সুরেন-বাবুও রইলেন। আর স্থির হ'ল যে, আমরা বাঙ্‌লির উৎসব-ক্ষেত্রে আরও খানিকক্ষণ কাটিয়ে', ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক পরে যাত্রা ক'র্‌বো।

'আভ্যন্তর মানব'কে তুষ্ট ক'রে আমরা উৎসব-ক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হলুম। এইবারে দেখি, ভীড় আরও বেড়েছে, আর একটি নয়নাভিরাম অনুষ্ঠানের জন্য লোকেরা তৈরী হ'চ্ছে। ছাতি ধ'রে, বল্লম ঘাড়ে ক'রে পদাতিকের দল সার দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর অনেকগুলি কম-বয়সী মেয়ে মাথায় কাঠের ডমরু-পদ পাত্র আর জলের ভৃঙ্গার নিয়ে দাঁড়াচ্ছে—এদের সকলেই উৎসবের জন্য সুসজ্জিত হ'য়ে এসেছে; আর ছাতার নীচে কতকগুলি শ্বেতাম্বর ব্রাহ্মণ 'পদণ্ড' দাঁড়িয়ে' আছেন। সঙ্গে গামেলানের বাদ্য নিয়ে এরা যাত্রা ক'র্‌লে, বাঙ্‌লি গ্রাম থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটি স্রোতস্বিনী আছে, এরা সেখানে 'জল সইতে' যাচ্ছে—নদী থেকে এরা ভৃঙ্গারে ক'রে toja-tirta 'তোইয়া-তীর্তা' বা তীর্থতোয়—তীর্থ-সলিল আন্‌তে যাচ্ছে; এই তীর্থজল-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে লাগ্‌বে। বাকে-রা, আর কেউ-কেউ, এদের সঙ্গে নদী পর্য্যন্ত গেলেন; বেলা তিনটের চড়্‌চড়ে' রোদে আমি দেড় মাইল দেড় মাইলে তিন মাইল মিছিলের অঙ্গীভূত হ'য়ে হাঁটা সমীচীন বিবেচনা ক'র্‌লুম না, আমি বাঙ্‌লিতেই র'য়ে গেলুম। ধীরে-ধীরে এই মিছিল যাত্রা ক'র্‌লে, আমরা দেখে নয়ন

সার্থক ক'র্‌লুম। যাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে উৎসব-ক্ষেত্রের ভীড়টা একটু পাতলা হ'য়ে গেল।

ইতিমধ্যে আর একটি অপরূপ দৃশ্য নজরে প'ড়্‌ল। মৃতের উদ্দেশে নৈবেদ্য বস্ত্র তৈজসাদি যেখানে রক্ষিত হ'য়ে আছে, পুব দিকের সেই বড়ো মণ্ডপটিতে রাজবাড়ির মেয়েরা দলবদ্ধ হ'য়ে এলেন। ধীরে-ধীরে এঁরা গ'ড়েন পথ দিয়ে মণ্ডপের মাচায় উঠ্‌লেন—কী মনোহর, আর রাজকন্যা আর রাজবধূদেরই উপযুক্ত, গতি-ভঙ্গী এঁদের! পরিধানে সোনালি-কাজ-করা গাঢ় নীল রঙের, বেগুনে' রঙের আর আবীরের রঙের বস্ত্র, তার উপরে সোনালি ছাপ-মারা বক্ষোবস্ত্র, কারো-কারো কাঁধে পাতলা কাপড়ের ছোবানো বা সাদা জালের কাপড়ের একখানি ক'রে ছোটো উত্তরীয়; সৌষ্ঠবময় অংসদেশ অনাবৃত, খালি পা, কানে সেই সনাতন তাল-পাতার গোঁজ—'সদ্যঃকৃত্ত-দ্বিরদ-রদন-চ্ছেদ-গৌর' বর্ণে, তুচ্ছ এই তাল-পাতার অলংকার, তাদের কালো চুলের পাশে মহার্ঘ্য বস্তু ব'লে বোধ হ'চ্ছিল; কারো বা কানে কালো কাঠের গোঁজ; কারো দুই রগের নীচে ভুরুর পাশে গোল-গোল ছোট্ট-ছোট্ট সবুজ পাতার টিপ লাগানো—এ সত্যকার 'পত্র-রচনা'। এদের গায়ে অলংকার খুবই কম—এক বা দুই হাতে হয়-তো কারো বা একখাছি ক'রে সোনার কাঁকন, কারো বা কনুইয়ের উপর বাঁকা তাড় একগাছি ক'রে—গলায় হার বা মালার পাট-ই নেই। মাথায় এলো খোঁপায় বাঁধা সুপ্রচুর কেশরাশির মধ্যে নানা রঙের ফুল গোঁজা, আর দুই-একটি ক'রে পাতলা সোনার গহনা, প্রজাপতির মতন দেখ্‌তে, প্রতি পদক্ষেপে গতির হিল্লোলে বা শিরশ্চালনায় সোনার এই কেশের অলংকারের তারের কাজ, মাথার পুষ্পরাশির মধ্যে সোনার ফুলের কেশরের মতন কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে।

রাজবাটীর মহিলারা এই মণ্ডপে উঠে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' কী-সব অনুষ্ঠান সেরে, আস্তে-আস্তে নেমে চ'লে গেলেন।

রেসিডেণ্ট্‌-সাহেব উৎসব-ক্ষেত্রেই ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা হ'ল। নানা খুঁটি-নাটি বিষয়ে তাঁর সহৃদয়তা আর বলিদ্বীপের লোকেদের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক টানের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম।— আর একটি জিনিস বেশ লাগ্‌ল; বাঙ্‌লির পুঙ্গব আর অন্য-অন্য বলিদ্বীপীয় জমিদার ঘরের ব্যক্তিদের সঙ্গে একটা বেশ সহজ হৃদ্যতায়—এমন কি

আত্মীয়তার সঙ্গে—এঁর ব্যবহার। এই ব্যক্তি-গত আত্মীয়তার ভাবটুকু ডচ্ রাজকর্মচারীদের একটি বিশেষত্ব। বলিদ্বীপের স্মৃতির সঙ্গে রেসিডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত কারোনের সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার আমার মনে চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে জাগরূক থাক্‌বে।

'তোয়-তীর্থ' নিয়ে শোভাযাত্রা ফিরে এল'। সাড়ে-চারটে বেজে গিয়েছে। আমাদের কারাঙ্-আসেম্ যাবার জন্য তৈরী হ'তে হবে, নইলে পৌঁছুতে রাত হ'য়ে যাবে। সঙ্গী বন্ধুরা ফিরে এলেন, ধীরেন-বাবু, দ্রেউএস্, কোপ্যারব্যার্গ্, বাকে-দম্পতী—সবাই তৈরী হ'লেন। এমন সময়ে রেসিডেণ্ট্-সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন—একটি চালা-ঘরে শ্রাদ্ধের একটি শেষ অঙ্গ-স্বরূপ পদণ্ডদের ভোজনের ব্যবস্থা হ'য়েছে, তাঁরা ভোজনে ব'স্‌বেন, তাই দেখ্‌তে। চালা-ঘরটির চারিদিক খোলা; মেঝেয় মাদুর বা চাটাই পাতা। নাতিদীর্ঘ একটি পঙ্‌ক্তিতে জন-তিরিশেক পদণ্ড ব'সে আছেন। পদণ্ডেরা সাধারণ বলিদ্বীপীয় রঙীন কাপড় আর অন্য রকমের গাছ-পালার নকশা-কাটা কাপড় প'রে আছেন, কারো-কারো গায়ে জামাও আছে। অনেকের মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, প্রায় সকলেরই ছোটো বা বড়ো দাড়ি আছে। প্রত্যেকের সামনে বস্‌বার চাটাইয়ের উপরে রাখা ডমরুর আকারের কাঠের পায়াওয়ালা বারকোশের মতো পাত্র একটি ক'রে, সেটি আভের বা অভ্রের কাজ করা বেতের ঢাক্‌না চাপা দেওয়া। পদণ্ডদের প্রত্যেকের পিছনে এক বা একাধিক ছাত্র বা শিষ্য ব'সে আছে। প্রত্যেক পদণ্ডকে তাঁর মর্য্যাদার জন্য দক্ষিণা-স্বরূপ একাধিক বলিদ্বীপীয় কৌষেয় বস্ত্র দান করা হ'য়েছে—ভোজন-কক্ষে গিয়ে দেখি, তাঁরা সেগুলি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁদের পৃষ্ঠভাগে উপবিষ্ট অন্তেবাসীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, আর তারা, বেতের তৈরী ব্যাগের মতো চমৎকার স্থালী এনেছে, তাইতে কাপড়গুলি পূরে রাখ্‌ছে। গৃহস্বামী বাঙ্‌লির পুঙ্গব বিনয়-নম্র ভাবে মাদুরের উপরে ব'সে আছেন। আশে-পাশে অভ্যাগত অন্য জনগণ আর চাকর-বাকর, সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে পদণ্ড-ভোজন দেখ্‌ছে। সাহেব অতিথিদের সঙ্গে গৃহস্বামী আগেই আহারে ব'সে গিয়েছিলেন, সেটা বোধ হয় এদেশের রীতিতে বাধে না। শ্রীযুক্ত কারোনের সঙ্গে আমিও ভোজন-মণ্ডপে উঠে দাঁড়ালুম, যে চাটাইয়ের উপরে পদণ্ডেরা ব'সেছিলেন, আর যার উপর তাঁদের আহার্য্য রক্ষিত হ'য়েছিল, তার উপরে জুতো পায়ে দিয়ে আমরা উঠ্‌লুম, তাতেও 'আট্‌কাল' না।—দক্ষিণার বস্ত্র গ্রহণের পরে, এঁরা

খাবারের থালের ঢাক্‌না খুল্‌লেন, ব্রাহ্মণ-ভোজনের উপকরণ তখন আমাদের নয়ন-গোচর হ'ল। নৈবেদ্যের আকারে ভাত বাড়া হ'য়েছে, তার চারিদিকে নানা রকমের তরকারি ; ছোটো-ছোটো পাত্রে তরকারি, ওই থালার উপরেই সজ্জিত র'য়েছে, আর ভাতের পাশে প্রত্যেকে থালায় রাখা হ'য়েছে একটি ক'রে আস্ত অগ্নি-দগ্ধ হংস-দেহ। বঝ্‌লুম, এই 'রোস্‌ট্‌ ড্যক্‌' হ'চ্ছে এখানকার একটা রাজভোগ, তাই ব্রাহ্মণদের জন্য তার ব্যবস্থা হ'য়েছে। ভাতের ঢাক্‌না খুলে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পাশে যে পুষ্প-পাত্র আর জলের পঞ্চপাত্র ছিল, তা থেকে তাঁরা জল নিয়ে আচমন ক'র্‌লেন, তারপর প্রত্যেকে বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র প'ড়্‌তে-পড়্‌তে, অঙ্গুলি-সহযোগে মুদ্রা ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন। দশ আঙুল দিয়ে এই মুদ্রা করাটি এক বড়ো আশ্চর্য্য ব্যাপার—এঁরা নানা রকমের কঠিন অঙ্গুলি-সংকেত এমনি অবলীলাক্রমে ক'র্‌তে লাগ্‌লেন যে, দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। কতকাল ধ'রে অনন্যকর্মা হ'য়ে অভ্যাস ক'র্‌লে পরে তবে এই মুদ্রার সাধনায় এদের মতন সিদ্ধ হওয়া যায়, তা জানি না ; তবে আট-দশ বছর বয়সে থেকে চব্বিশ-পঁচিশ পর্য্যন্ত এই শিক্ষায় পদণ্ডদের বাল্য কৈশোর আর যৌবন কেটে যায়। কর-মুদ্রার এই সমস্ত অদ্ভুত অঙ্গুলি-সঞ্চালনের যে একটি সম্মোহন-মন্ত্রবৎ শক্তি আছে, তা স্বীকার ক'র্‌তে হয় ; মনের উপরও এর একটি প্রভাব যেন এসে পড়ে ; মনে হয়, বুঝি বা অঙ্গুলির এই মোহময় সঞ্চালন-নৃত্যের ফলে দেবতারাও আকৃষ্ট হ'য়ে আস্‌ছেন। এ বিষয়ে বলিদ্বীপের পদণ্ডেরা এখনও বিশেষ দক্ষ, ভারতবর্ষে এ বিষয়ে এদেশের সমকক্ষ তান্ত্রিক সাধক বোধ হয় বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। করমুদ্রা-সহযোগে দেবার্চনা বা মন্ত্র-সাধন, মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে চীন আর জাপানেও প্রবেশ লাভ ক'রেছে, আর জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষের অনুষ্ঠানে এই কর-মুদ্রা এখনও একটা বড়ো স্থান গ্রহণ ক'রে আছে। বলিদ্বীপের পদণ্ডদের হাতের মুদ্রা দেখে ডচ্‌ আর অন্য ইউরোপীয়েরাও তার আকর্ষণী শক্তিকে মান্‌তে বাধ্য হ'য়েছে। এইরূপে খানিকক্ষণ মুদ্রা ক'রে এঁরা মন্ত্র আওড়াতে লাগ্‌লেন, মাঝে-মাঝে আবার ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে লাগ্‌লেন, টগর-জাতীয় এক রকম ফুল নিয়ে, হাতের তালি বাজিয়ে', সজোরে দক্ষিণ দিকে ফেলে দিলেন, এই ভাবে ভোজনারম্ভের অনুষ্ঠান শেষ ক'রে অন্নে হাত দিলেন।

ইতিমধ্যে বন্ধুরা তৈরী, পাঁচটা বাজে, আমাদের এখনি যাত্রা ক'র্‌তে হবে,

এক তো দেরী হ'য়েই গিয়েছে। ব্রাহ্মণেরা সেবায় ব'স্‌লেন, আমরাও বিদায় নিলুম ;—আমাদের গৃহকর্তা আর রেসিডেণ্ট্-সাহেব আর অন্য ভদ্রলোকদের অভিবাদন ক'রে, আমরা গাড়িতে চ'ড়্‌লুম। বাঙ্‌লিতে আমাদের সঙ্গে একজন আধা-ডচ্ আধা-যবদ্বীপীয় ডাক্তার আর তাঁর যবদ্বীপীয় স্ত্রী কারাঙ্-আসেমে চ'ল্‌লেন।

আবার সেই নয়নাভিরাম দেশের মধ্য দিয়ে যাত্রা। সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন শেষ হ'তে চায় না। একে-একে পাহাড়ের পর পাহাড়, খেতের পর খেত্ পার হ'য়ে আমরা যেতে লাগ্‌লুম। ক্রমাগত ধানের খেত্, আর না'রকল বাগান, বাঁশ-ঝাড়, আর কলা-বাগান। ছোটো-ছোটো পাহাড়ে' নদী পেরুলুম—অনেকগুলি লোহার ঝোলা সাঁকো দিয়ে এই নদীগুলি পার হবার পথ ক'রেছে। বিকাল বেলা, সন্ধ্যে হয়-হয়, পাহাড়ে' নদীর উপল-বিষম তীরে বহু স্থলে স্নানার্থিনী আর স্নাননিরতা বলিদ্বীপীয় জনপদ-বধূ আর গ্রামণী-কন্যাদের মেলা—হঠাৎ চোখে প'ড়ে, গ্রীক কবিদের বর্ণিত তাদের আফ্রোদিতে আর্তেমিস্ প্রভৃতি দেবী আর দেবকন্যাদের নানা কাহিনী স্মরণ করিয়ে' দিতে লাগ্‌ল। পথে আমরা Kloeng-koeng ক্লুঙ্‌কুঙ্ আর Kosambe কোসাম্বে নামে দু'টি বড়ো গণ্ডগ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম। সমুদ্রের ধার দিয়ে খানিকটা পথ ;—এই অনির্বচনীয় সুন্দর পথকে সমুদ্রের সান্নিধ্য আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। কারাঙ্-আসেম্ রাজ্যের এলাকা যেখান থেকে আরম্ভ হ'ল, সেখানে রাস্তার উপরে একটি উঁচু লোহার তোরণ-দ্বার বানিয়ে' রেখেছে। আমরা দেহে শ্রান্তি অনুভব ক'র্‌ছি, তবু নয়নের আর তৃপ্তি যেন হয় না। এইভাবে পথ চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে যখন আঁধার হয়-হয়, এমন সময়ে, আমরা কারাঙ্-আসেম্ শহরে এসে পৌঁছুলুম। এখানে কেবল কবি আর সুরেন-বাবু রাজার বাড়িতে থাক্‌বেন স্থির হ'য়েছিল, তাঁরা সেখানেই উঠেছিলেন। আমাদের দলের আর সকলের জন্য কারাঙ্-আসেমের 'পাসাংগ্রাহান্' বা ডাক-বাঙলা নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। মাল-পত্রের মোটর সমেত আমরা সেই ডাক-বাঙলায় গিয়েই উঠ্‌লুম, ডাক-বাঙলার 'মান্দুর' বা খানসামা আমাদের অভিবাদন ক'রে স্বাগত ক'র্‌লে। মাল-পত্র নামিয়ে', যে যার ঘর ঠিক-ঠাক ক'রে নিয়ে, মোটরের সারা দিনের ভাড়া চুকিয়ে' দিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে ব'স্‌তে-ব'স্‌তে অন্ধকার ঘনিয়ে' এল'—বলিদ্বীপে আমাদের ঘটনা-বহুল প্রথম দিবসটি এইরূপে সাঙ্গ হ'ল॥

॥ ৯ ॥

(ক) বলিদ্বীপ—কারাঙ্-আসেম্

পাসাংগ্রাহানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে, আমরা বাঙ্লির 'পুরী' বা রাজবাটীতে কবির কাছে গেলুম। পথে ডাক-ঘর, পুলিস-আপিস প্রভৃতি সরকারী আপিস পড়ে। কারাঙ্-আসেমকে শহর না ব'লে, বড়ো একটি গ্রাম বলা চলে। একটি বড়ো রাস্তা আছে, রাস্তার ধারে কতকগুলি দোকান; চীনেমান দোকান-দার বেশী, নানা মণিহারী জিনিস বিক্রী করে, চীনা ফোটোগ্রাফরও একজন আছে; আর দু'-চার জন বোম্বাইয়ে' খোজার দোকানও আছে, এরা বিলিতি কাপড় আমদানি ক'রে বেচে। আরব কাপড়ওয়ালা আছে, এরা বোম্বাইয়ে'দের কাছ থেকে কাপড় নিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ফেরি ক'রে বেড়ায়। ফল-ফুলুরি, মাছ, তরি-তরকারি, ধান-চা'লের একটা বাজারও আছে। এই বড়ো রাস্তা ধ'রে গিয়ে পুরীতে পৌছুতে হয়, রাস্তা সেখানেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কোপ্যার্-ব্যার্গ্ সব চেনেন, তিনি আমাদের নিয়ে চ'ল্লেন। ভ্রেউএস্, বাকে-দম্পতী, ধীরেন-বাবু, আমি চ'ল্লুম। রাস্তার শেষে ডান দিকে পুরী। এই রাজবাটী হালের তৈরী। রাস্তার বাঁ দিকে সরু একটি গলিপথে পুরাতন পুরী—রাজা সেখানে এখন আর বাস করেন না, এখন অনেকটা বে-মেরামতি অবস্থায় এই পুরী প'ড়ে আছে। এই পুরাতন বাড়িটি বলিদ্বীপের ভদ্রাসন বাস্তু-রীতির একটি সুন্দর নিদর্শন। পরে আমরা একদিন গিয়ে এই বাড়িটি দেখে আসি। রাজবাড়ির তোরণ-দ্বারে জনকতক বলিদ্বীপীয় লোক ব'সে আছে, প্রহরীর মতো; আমরা আস্তে এরা ভিতরে এত্তেলা দিলে। তোরণ পেরিয়ে' ঢুকেই একটা মাঠের মতন আঙিনা। আঙিনার ডান ধারে আটচালা ঘর একখানা, সেখানে বাড়ির জন্য কাঠ-কাঠড়ার কাজ হয়। এর একটি তোরণ দিয়ে বা'র-বাড়ির দ্বিতীয় মহলে ঢুকতে হয়। এখানে খুব কাজ-করা কাঠের থাম আর দরজা জানালাওয়ালা বড়ো একটি অলিন্দ বা দালান যুক্ত কতকগুলি ঘর। এই দালান আর ঘর দ্বিতীয় তোরণের প্রায় সাম্নাসাম্নি পড়ে। দালানটি হ'চ্ছে রাজার বৈঠকখানা, আর ঘরগুলিতে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা থাকেন। ঘরগুলি

ইউরোপীয় ধরনে সাজানো। দামী আসবাব-পত্র, খাট-বিছানা আছে। দরজাগুলিতে চমৎকার খোদাই কাজ। ঘরে দু-চারখানি তৈজস-পত্র আছে, চুরোটের ডিবা, দেয়াশলাইয়ের বাক্স, ছাইয়ের পাত্র, সব ভারী সোনার তৈরী, নক্শা-কাটা। জানালায় পরদা আছে, আবার এদিকে মেঝেতে কার্পেট নেই। ঘরগুলির পিছনে যথা-রীতি স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। দালান আর ঘর উঁচু পোতার উপরে। তার সাম্‌নে একটুখানি উঠান, কাঁকর-ঢাকা—দু-চারটি গাছ আছে তাতে। উঠানের পরে একটি পুষ্করিণী-যুক্ত ছোটো বাগিচা। পুষ্করিণীর মাঝে একটি বলিদ্বীপীয় pavilion বা ছতরী। দালানে দাঁড়িয়ে' পুখুরটির দিকে তাকালে, ডান ধারে পড়ে বাইরে যাবার তোরণ, আর বাঁ হাতে পড়ে ভিতর-বাড়ি, রাজার শুদ্ধান্তঃপুর। রাজবাড়ির মেয়েরা অসূর্য্যম্পশ্যা নন, কিন্তু তা হ'লেও সাধারণতঃ লোক-চক্ষের সাম্‌নে এঁরা আসেন না। দালান আর পুখুরের মাঝে একটা উঁচু চবুতরা বা ছতরী আছে। সেটাকে নানা রঙের কাপড়, জরী, আর তাল আর না'রকল পাতার ঝালর দিয়ে বেশ ক'রে সাজানো হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দালানে দেখা হ'ল। রাজার আপ্যায়নের আতিশয্যে প্রথমটা একটুকু অস্বস্তিতে ছিলেন। কবি যাতে আরামে আনন্দে থাক্‌তে পারেন, রাজা সে বিষয়ে খুবই অবহিত। কিন্তু কি ভাবে তা করা যায়, তা তাঁর অজ্ঞাত। একই গাড়িতে ঘণ্টা-দেড়েক পথ রাজার সঙ্গে এসেছেন,—কেউ কারো ভাষা জানেন না। ভাষা-সাম্য নেই, মূক হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে আছেন,—পথে হঠাৎ সমুদ্র দেখে, রাজা কবিকে সমুদ্র-বাচী কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ শুনিয়ে' দিলেন, তার পর ভারতবর্ষের পৌরাণিক ভৌগোলিক নাম কতকগুলি শুনিয়ে' দিলেন। এই ভাবে কবির সঙ্গে তাঁর সংস্কৃতি-গত যোগের কথাটি স্মরণ করিয়ে' দিয়ে, কবির সঙ্গে আত্মীয়-ভাব আন্‌বার জন্য তাঁর আগ্রহ। কবি পুরীতে পদার্পণ ক'র্‌তে, তাঁকে স্বাগত ক'রে সুসজ্জিত মণ্ডপে রাজার ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা মিলে একটি অনুষ্ঠান করেন, সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রাদি পাঠ করেন। মাননীয় অতিথিকে সম্মাননা দেখাবার জন্য রাজা আগে থাক্‌তেই এই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। কবিকে তাঁর কামরায় অধিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে, রাজা ঘরের বারান্দায় বা দালানে হাজির রইলেন, অতিথির সেবায় যাতে ত্রুটি না হয়। তারপর কবির থাক্‌বার ঘরটি, বিবিক্ত-দেশ ব'ল্‌লে যা বোঝায়,

তা একেবারেই নয়। ঘরের সাম্‌নে রাজার কাছে হরদম লোকজন যাওয়া-আসা ক'র্‌ছে, আঙিনার কাঁকরের উপরে কার্য্যার্থী প্রজার দল এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে,—কথা-বার্তা, লোকের চলাফেরা খুবই হ'চ্ছে। কবি পথ-ভ্রমণে বিশেষ ক্লান্ত, তিনি যে নির্জনে আর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটু বিশ্রাম ক'র্‌তে চান, ভাষা-সংকটে প'ড়ে সে কথা রাজাকে বুঝিয়ে' দিতে পারা যাচ্ছিল না। শেষে কে বুদ্ধি ক'রে, বাজারের গুজরাটী কাপড়ওয়ালার দোকান থেকে দোভাষীর কাজ কর্‌বার জন্য একজন খোজা বানিয়াকে পুরীতে ডেকে নিয়ে এল'। কবির আহারাদির ব্যবস্থা কী রকম হবে, তাঁর কী কী আবশ্যক, এই সব প্রশ্ন রাজা তাকে দিয়ে করালেন। লোকটি কবিকে আশ্বাস দিলে যে রাজা অতি সৎ লোক, কবির কোনও তকলীফ হবে না, 'আরাম-সে' আর 'মজে-মেঁ' রাজবাটীতে তিনি থাক্‌তে পার্‌বেন। যার ভাষা বোঝা যায়, এতক্ষণ পরে এমন একজনকে পেয়ে কবি আর সুরেন-বাবু সত্য-সত্যই একটু আশ্বাস পেলেন। হিন্দুস্থানীতে তাকে ব'ল্‌তে সে বলিদ্বীপের ভাষায় তর্‌জমা ক'রে রাজাকে আর রাজার লোকেদের বুঝিয়ে' দিলে যে, রাজা তাঁর অতিথিকে একটু একলা থাক্‌তে দিয়ে নিজেও বিশ্রাম করুন। রাজা তখনই সেই-মতো ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। কবি একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। একটু বিশ্রাম ক'র্‌ছেন, এমন সময়ে আমরা গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি। মালাই-ভাষী ত্রেউএস্-এর আগমনে, কবিকে আর রাজার সঙ্গে মূক-বৃত্ত হ'য়ে চ'ল্‌তে হবে না।

রাজার সঙ্গে দেখা হ'ল। সহাস্য-মুখে আমাদের স্বাগত ক'র্‌লেন। দেখ্‌লুম, বাড়িতে তিনি খালি-পায়েই চলাফেরা ক'রে থাকেন; on his native heath—স্ব-ভবনে রাজাকে দেখে মনে হ'ল, অবস্থাতে ইনি আমাদের দেশের মাঝারি-গোছের জমিদারের মতনই হবেন। রাজা ডচ্‌দের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত—এঁর সরকারী পদবী হ'চ্ছে Stedehouder অর্থাৎ Steadholder বা নগরপাল। এঁরা বৈশ্যবংশীয়। বলিদ্বীপে Bramana ব্র-মা-না, Satrija সাত্রিয়া, Wesija ওএসিয়া ও Soedara সূদারা—এই চতুর্বর্ণ আছে। শূদ্রেরা সংখ্যায় বেশী, শতকরা তিরেনব্বই জন শূদ্র, বাকী সাত জন Triwongse ত্রি-ওঅং-সে বা 'ত্রিবংশ'—অর্থাৎ তিনটি 'দ্বিজ' বংশের লোক। রাজার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, রাজাও পিতার নিকট থেকে এই

গুণ বা শিক্ষা পেয়েছেন। তার পরিচয় আমরা পরে পাই। রাজা ডচ্ জানেন না, মালাই জানেন। বছর এগারো বয়সের তাঁর একটি ছেলে আছে, তাকে ডচ্ পড়াচ্ছেন। কৌলিক হিন্দু ধর্মে এঁর বিশেষ আস্থা। এঁর বাড়িতে অনেকগুলি অতিথিকে রাখ্‌বার মতন স্থান নেই, তাই আমাদের পাসাংগ্রাহানে ওঠ্‌বার বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে, কবিও শ্রান্ত; খানিকক্ষণ পরে কবির কাছ থেকে আর রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমরা পাসাংগ্রাহানে ফিরে এলুম।

আগেই ব'লেছি, দ্বীপময় ভারতের সরকারী ডাক-বাঙলাকে' Pasanggrahan 'পাসাংগ্রাহান্' বলে। শব্দটির মূলে আছে আমাদের সংস্কৃত 'সংগ্রহ' শব্দ। রাজকর্মচারীরা 'ভ্রাম্যমাণ' হ'লে, পাসাংগ্রাহানে এসে ওঠেন। তাঁদের অধিষ্ঠান হ'লে, আশ-পাশের মাতব্বরদের বা কার্য্যার্থীদের 'সংগ্রহ' বা মেলা বা একত্রিত-হওন ঘটে; তাই যে স্থানে এই একত্রীকরণ বা 'সংগ্রহ' হয়, সেই স্থানকে জানাবার জন্য সংস্কৃত 'সংগ্রহ' শব্দের উত্তর মালাই ভাষার উপসর্গ 'প' বা 'পা' আর প্রত্যয় 'অন্' বা 'আন্' যোগ ক'রে, ইন্দোনেসীয় ভাষার শব্দ সৃষ্টি হ'য়েছে 'প-সংগ্রহ-অন্'—উচ্চারণে আমাদের কানে লাগে 'পাসাংগ্রাহান্', 'পাসাংগ্রাআন্' বা 'পাসাংগ্রান্'। পাসাংগ্রাহান্‌গুলি আমাদের ডাক-বাঙলার চেয়ে বড়ো, আর এগুলিকে এক হিসাবে ছোটো-খাটো হোটেল ব'ল্‌লেও চলে, ভারতবর্ষের ডাক-বাঙলায় যেমন খালি ঘর আর বিছানা-হীন খাট আর দুই-একটা টেবিল চেয়ার মাত্র পাওয়া যায়, এখানে তা নয়, রীতি-মতো হোটেলের মতন সব ব্যবস্থা, ৮।১০ জন লোক অনায়াসে থাকৃতে পারে। প্রশস্ত হাতার মধ্যে বাড়ি, ঘরগুলি বেশ বড়ো-বড়ো। খানসামাকে 'মান্দুর' বলে, মান্দুর নিয়মিত ইউরোপীয় খানা যোগায়। ভারতবর্ষের ডাক-বাঙলা আর ইন্স্‌পেক্‌শন্ বাঙলার মতন পাসাংগ্রাহান্‌গুলিতে রাজকর্মচারীদের দাবী আগে, তবে সাধারণতঃ অন্য লোকদের জন্যও স্থান পাওয়া যায়। থাকা, খাওয়া—সাকল্যে দৈনিক খরচের হার সরকার থেকে বেঁধে দেওয়া আছে—বাইরের লোক হ'লে সাড়ে-সাত গিল্‌ডার আর সরকারী কর্মচারী হ'লে সাড়ে-পাঁচ গিল্‌ডার—যথাক্রমে আমাদের দেশের আনুমানিক ছ' টাকা আর চার টাকা; ডচ্

খোরাকের অনুরূপ তিন প্রস্থ আহার্য্য দেবে, তা ছাড়া চা কফি আছে ; —দাম খুব বেশী নয়। বলিদ্বীপে আমরা আর তিন জায়গার পাসাংগ্রাহানে ছিলুম, যবদ্বীপে সে আবশ্যকতা হয় নি।—মোটের উপর, পাসাংগ্রাহানের ব্যবস্থায় আমরা খুব-ই খুশী হ'য়েছিলুম।

পাসাংগ্রাহানে রাত্রের আহার চুকিয়ে' আমরা বারান্দায় চেয়ারে ব'সে-ব'সে গল্প ক'রছি, এমন সময়ে 'পুরী' থেকে টেলিফোন ক'রে জানালে, রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য রাজা বলিদ্বীপীয় নাচের ব্যবস্থা ক'রেছেন, আমরা যেন দেখ্তে আসি—একটু পরেই আমাদের নিতে মোটর আস্বে। প্রায় সাড়ে-ন'টা তখন। পুরীতে গিয়ে দালানে আমরা ব'স্লুম। ছোট্ট একটি নাটক, নাচে আর গানে অভিনীত হ'ল। শল্য-সত্যবতীর উপাখ্যান নিয়ে—আখ্যান-বস্তুটি আমাদের মহাভারতের কোথায় আছে স্মরণ হ'চ্ছে না। একজন রাজা, তাঁর একজন পারিষদ বা অনুচর, আর রানী—এরাই হ'ল পাত্র-পাত্রী। বাঙ্লির যাত্রায় যে ধরনের পোষাক দেখেছিলুম, এদের পরনে সেই ধরনের পোশাক, তবে আরও ঝল্মলে', আরও দামী। শুন্লুম, এই রকম নৃত্যময় গীতাভিনয়ের নাম Loentoek 'লুণ্টুক্', না কী। উঠানে অভিনয় হ'ল। বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল, বাজনা কিন্তু কম বাজানো হ'য়েছিল। বেশী সময় রাজা আর রানী কান্নার সুরে গান গেয়ে-গেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছেন, আর মাঝে-মাঝে পারিষদটি নত-জানু হ'য়ে দু-হাত জোড় ক'রে রাজাকে যেন কাতর-ভাবে কী নিবেদন ক'র্ছে। গান নয়, সুর ক'রে পাঠ ক'রে তারা কথা কইছে বলা যায়—গানের ভাগ খুব-ই কম। অভিনেতা তিন জনেই অল্প-বয়সের ছোক্রা। কথা বা গান বা পাঠের সুরটা একঘেয়ে', টেনে-টেনে কাঁদুনি গাওয়ার মতন লাগ্ছিল ; খানিক শুনে, সেটা যে খুব শ্রুতিসুখকর হ'চ্ছিল তা বলা চলে না ; কিন্তু জিনিসটা মানিয়ে' যাচ্ছিল, রুচিকর হ'চ্ছিল এদের নাচের ভঙ্গীতে, চলাফেরার একটা লক্ষণীয় সুষমায়। ঝল্মলে' পোষাকটা দেখ্তে সুশ্রী না হ'লেও, নাচের কায়দায় সেটাকে শোভন ক'রে তুল্ছিল। ঘণ্টাখানেক এই অভিনয় দেখা চ'ল্ল। তার পরে আমরা রাত এগারোটা আন্দাজ বিদায় নিয়ে পাসাংগ্রাহানে ফিরে এলুম।

শনিবার, ২৭এ আগস্ট

ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় ব'সে-ব'সে প্রকৃতির আর মানুষের উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কী চমৎকার সমাবেশ যে দেখ্‌লুম, তা কথায় বর্ণনা করা যায় না। চারিদিকে সবুজ ধানের খেত্, মাঝে-মাঝে দুই-একটা বনস্পতি, দূরে ডাইনে বাঁয়ে নীল পাহাড়ের শ্রেণী, আর সাম্‌নে দূরে নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। পুবে পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্য উঠ্‌ল, সমস্ত দেশ ভোরের মিষ্টি রোদ্দুরে যেন নোতুন প্রাণ পেয়ে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। পাসাংগ্রাহানের সাম্‌নেই শহরে যাবার রাস্তা। আলোর সঙ্গে-সঙ্গে লোক-জনের চলা-ফেরায় রাস্তা সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল। একজন দু'জন ক'রে বা দলে-দলে আশ-পাশের গাঁ থেকে চাষার ঘরের মেয়েরা মাথায় বেতের আর বাঁশের চুবড়িতে আর ঝোড়ায় ক'রে ফল-ফুলুরি ধান-চা'ল মাছ-টাছ নিয়ে চ'লেছে কারাঙ্-আসেমের বাজারে—এদের নীলকৃষ্ণ-বস্ত্র পরিহিত, স্বাস্থ্যে নিটোল, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহশ্রী; কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, উচ্চ শিরে, সরল সহজ আর দৃপ্ত ভাবে নিজেদের নৃত্যচ্ছন্দে চ'লেছে;—বহুক্ষণ ধ'রে এই পসারিনীর দলের অভিযান দেখা গেল। পাসাংগ্রাহানের সাম্‌নে রাস্তার ও-পারে একটি পাথর-ভাঙা কলে কাজ ক'র্‌ছে কতকগুলি গ্রাম্য নারী, এদেরও চলন-ভঙ্গীর ছন্দোময় গর্ব-দৃপ্ত ভাব দেহের তনিমাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। রাস্তার ধারে একটি মেয়ে ভুট্টা বিক্রী ক'র্‌তে ব'সেছে, অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে সে তার ভুট্টার পসার সাজাতে লাগ্‌ল, তার মনোমত সাজানো যেন আর হয় না। ক্রমে অন্য বন্ধুরা এসে যোগ দিলেন, বারান্দাতেই খানিক-ক্ষণ গল্প-গুজব চ'ল্‌ল। একজন মণিহারী জিনিসওয়ালা তার পসরা নিয়ে পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় দেখা দিলে; রোগা লোকটি, জা'তে 'বলী স্লাম' অর্থাৎ মুসলমান বলিদ্বীপীয়; তার মোট থেকে বলিদ্বীপের তৈরী নানা রকমের কাপড়, কাপড়ের উপরে আঁকা ছবি, ক্রিস্, কাঠের ছোটো মূর্তি, এই-সব দেখাতে লাগ্‌ল। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ ব'ল্‌লেন, ক্লুঙ্‌কুঙ্ গ্রামে আরোও ভালো-ভালো নানা রকমের সব জিনিস পাওয়া যাবে, এখানে কেনা বৃথা; তবুও সকলেই কিছু-কিছু কিন্‌লুম। আমি এগারো গিল্‌ডারে পিতলের একটি ছোট্ট পুরাতন রাক্ষসমূর্তি, আর ছয় গিল্‌ডারে রাক্ষসের মূর্তির আকারে কালো কাঠের একটি ক্রিসের হাতল, এই দুইটি জিনিস কিন্‌লুম। পরে দেখ্‌লুম, কিনে

ভালোই ক'রেছি ; 'কিউরিও' কেনায় ভালো জিনিস পেলেই সংগ্রহ ক'রে ফেলা উচিত, উপস্থিত-লভ্য ভালো কিছু ছেড়ে দিলে, পরে অনেক সময়েই পছ্তাতে হয়।

প্রাতরাশ সেরে, বাকে আর কোপ্যার্ব্যার্গের সঙ্গে ব'সে কবির যবদ্বীপ-ভ্রমণের দেশ, কাল আর কার্য্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খসড়া ক'রে ফেলা গেল। তার পরে আমরা পুরীতে চ'ল্লুম। আজ দিনের আলোয় শহরটি দেখ্তে-দেখ্তে যাওয়া গেল। বেশ চমৎকার একটি বলিদ্বীপের সাবেক চালের বাড়ি দেখ্লুম, এটি একটি প্রাচীন পুরী ; দু'পাশে দু'টি বড়ো ওয়ারিঙিন্ গাছ থাকায়, দৃশ্যটি ভারি গম্ভীর-ভাব-দ্যোতক লাগ্ল। বড়ো রাস্তা ধ'রে, দোকানপাট পার হ'য়ে, আমরা বাজারে এসে প'ড়্লুম। বাজারে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াবার লোভ আমরা সংবরণ ক'র্তে পার্লুম না। লোকেরাও আমাদের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে' দেখে—তিনজন ইউরোপীয় পুরুষ, একজন ইউরোপীয় মেয়ে, ইউরোপীয় পোষাকে ধীরেন-বাবু, আর ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবি প'রে আমি। গুটিকতক বেতের ছোটো ছোটো ব্যাগ কিন্লুম, এগুলি এদেশের একটি বিশেষ শিল্পের জিনিস। বাজারে রূপের হাট ব'সে গিয়েছে। দোকানী পসারীর চেয়ে, পসারিনীদেরই সংখ্যা বেশী। বর্মার বাজারেও এইরকম শুনেছি। দূর গ্রাম থেকে যারা এসেছে, তাদের জন্য খাবারের দোকান ব'সে গিয়েছে—ভাত তরকারি ফল না'রকল কোরা এ-সব বিক্রী হ'চ্ছে, স্ত্রী পুরুষে সকলে কিনে-কিনে খাচ্ছে। বাজারে একজন শ্যামবর্ণ ছোক্রা রঙীন ছিটের কাপড়ের ছোট্ট একটি বোঁচকা নিয়ে কৌতূহলী হ'য়ে আমাদের অনুসরণ ক'র্ছে দেখ্লুম। পোষাক সাধারণ মালাইদের মতো, সারঙ্-পরা, মাথায় লাল টুপি। দেখে মনে সন্দেহ হ'ল, হয় আরব, নয় আরব আর যবদ্বীপীয় বর্ণসঙ্কর। আমার আরবীর পুঁজি গুটিকতক শব্দ মাত্র নিয়ে ; তবুও তাই অবলম্বন ক'রে সন্দেহ নিরসনের জন্য জিজ্ঞাসা ক'র্লুম, 'ম্যান্ অ্যান্তা? তুমি কে?' তখন একটু তেজোদৃপ্ত হাসির সঙ্গে সুশুভ্র দন্ত-পঙ্ক্তির ঝলক্ দেখিয়ে' ছোক্রা মরুদেশের শুখো হাওয়ায় সৃষ্ট চাঁচা গলায় উত্তর দিলে—'অ্যানা আআর্‌র্যাব—আমি আরব।' 'আরব' শব্দের 'আইন'-অক্ষরের ধ্বনি খাঁটি আরবের মার্জিত উচ্চারণে বেরুল'। তখন জিজ্ঞাসা ক'র্লুম—'কোন্ প্রদেশ থেকে—মিন্ অ্যায়্য়্ বেলেদ?' সে ব'ল্লে তার

শনিবার, ২৭এ আগস্ট

ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় ব'সে-ব'সে প্রকৃতির আর মানুষের উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কী চমৎকার সমাবেশ যে দেখ্‌লুম, তা কথায় বর্ণনা করা যায় না। চারিদিকে সবুজ ধানের খেত্‌, মাঝে-মাঝে দুই-একটা বনস্পতি, দূরে ডাইনে বাঁয়ে নীল পাহাড়ের শ্রেণী, আর সাম্‌নে দূরে নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। পুবে পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্য উঠ্‌ল, সমস্ত দেশ ভোরের মিষ্টি রোদ্দুরে যেন নোতুন প্রাণ পেয়ে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। পাসাংগ্রাহানের সাম্‌নেই শহরে যাবার রাস্তা। আলোর সঙ্গে-সঙ্গে লোক-জনের চলা-ফেরায় রাস্তা সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল। একজন দু'জন ক'রে বা দলে-দলে আশ-পাশের গাঁ থেকে চাষার ঘরের মেয়েরা মাথায় বেতের আর বাঁশের চুবড়িতে আর ঝোড়ায় ক'রে ফল-ফুলুরি ধান-চা'ল মাছ-টাছ নিয়ে চ'লেছে কারাঙ্‌-আসেমের বাজারে—এদের নীলকৃষ্ণ-বস্ত্র পরিহিত, স্বাস্থ্যে নিটোল, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহশ্রী; কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, উচ্চ শিরে, সরল সহজ আর দৃপ্ত ভাবে নিজেদের নৃত্যচ্ছন্দে চ'লেছে;—বহুক্ষণ ধ'রে এই পসারিনীর দলের অভিযান দেখা গেল। পাসাংগ্রাহানের সাম্‌নে রাস্তার ও-পারে একটি পাথর-ভাঙা কলে কাজ ক'র্‌ছে কতকগুলি গ্রাম্য নারী, এদেরও চলন-ভঙ্গীর ছন্দোময় গর্ব-দৃপ্ত ভাব দেহের তনিমাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। রাস্তার ধারে একটি মেয়ে ভুট্টা বিক্রী ক'র্‌তে ব'সেছে, অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে সে তার ভুট্টার পসার সাজাতে লাগ্‌ল, তার মনোমত সাজানো যেন আর হয় না। ক্রমে অন্য বন্ধুরা এসে যোগ দিলেন, বারান্দাতেই খানিক-ক্ষণ গল্প-গুজব চ'ল্‌ল। একজন মণিহারী জিনিসওয়ালা তার পসরা নিয়ে পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় দেখা দিলে; রোগা লোকটি, জা'তে 'বলী স্লাম' অর্থাৎ মুসলমান বলিদ্বীপীয়; তার মোট থেকে বলিদ্বীপের তৈরী নানা রকমের কাপড়, কাপড়ের উপরে আঁকা ছবি, ক্রিস্‌, কাঠের ছোটো মূর্তি, এই-সব দেখাতে লাগ্‌ল। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ ব'ল্‌লেন, ক্লুঙ্‌কুঙ্‌ গ্রামে আরোও ভালো-ভালো নানা রকমের সব জিনিস পাওয়া যাবে, এখানে কেনা বৃথা; তবুও সকলেই কিছু-কিছু কিন্‌লুম। আমি এগারো গিল্‌ডারে পিতলের একটি ছোট্ট পুরাতন রাক্ষসমূর্তি, আর ছয় গিল্‌ডারে রাক্ষসের মূর্তির আকারে কালো কাঠের একটি ক্রিসের হাতল, এই দুইটি জিনিস কিন্‌লুম। পরে দেখ্‌লুম, কিনে

ভালোই ক'রেছি ; 'কিউরিও' কেনায় ভালো জিনিস পেলেই সংগ্রহ ক'রে ফেলা উচিত, উপস্থিত-লভ্য ভালো কিছু ছেড়ে দিলে, পরে অনেক সময়েই পছ্তাতে হয়।

প্রাতরাশ সেরে, বাকে আর কোপ্যার্ব্যার্গের সঙ্গে ব'সে কবির যবদ্বীপ-ভ্রমণের দেশ, কাল আর কার্য্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খসড়া ক'রে ফেলা গেল। তার পরে আমরা পুরীতে চ'ল্লুম। আজ দিনের আলোয় শহরটি দেখ্তে-দেখ্তে যাওয়া গেল। বেশ চমৎকার একটি বলিদ্বীপের সাবেক চালের বাড়ি দেখ্লুম, এটি একটি প্রাচীন পুরী ; দু'পাশে দু'টি বড়ো ওয়ারিঙিন্ গাছ থাকায়, দৃশ্যটি ভারি গম্ভীর-ভাব-দ্যোতক লাগ্ল। বড়ো রাস্তা ধ'রে, দোকানপাট পার হ'য়ে, আমরা বাজারে এসে প'ড়্লুম। বাজারে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াবার লোভ আমরা সংবরণ ক'র্তে পার্লুম না। লোকেরাও আমাদের দিকে বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে' দেখে—তিনজন ইউরোপীয় পুরুষ, একজন ইউরোপীয় মেয়ে, ইউরোপীয় পোষাকে ধীরেন-বাবু, আর ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবি প'রে আমি। গুটিকতক বেতের ছোটো ছোটো ব্যাগ কিন্লুম, এগুলি এদেশের একটি বিশেষ শিল্পের জিনিস। বাজারে রূপের হাট ব'সে গিয়েছে। দোকানী পসারীর চেয়ে, পসারিনীদেরই সংখ্যা বেশী। বর্মার বাজারেও এইরকম শুনেছি। দূর গ্রাম থেকে যারা এসেছে, তাদের জন্য খাবারের দোকান ব'সে গিয়েছে—ভাত তরকারি ফল না'রকল কোরা এ-সব বিক্রী হ'চ্ছে, স্ত্রী পুরুষে সকলে কিনে-কিনে খাচ্ছে। বাজারে একজন শ্যামবর্ণ ছোক্রা রঙীন ছিটের কাপড়ের ছোট্ট একটি বোঁচকা নিয়ে কৌতূহলী হ'য়ে আমাদের অনুসরণ ক'র্ছে দেখ্লুম। পোষাক সাধারণ মালাইদের মতো, সারঙ্-পরা, মাথায় লাল টুপি। দেখে মনে সন্দেহ হ'ল, হয় আরব, নয় আরব আর যবদ্বীপীয় বর্ণসঙ্কর। আমার আরবীর পুঁজি গুটিকতক শব্দ মাত্র নিয়ে; তবুও তাই অবলম্বন ক'রে সন্দেহ নিরসনের জন্য জিজ্ঞাসা ক'র্লুম, 'ম্যান্ অ্যান্তা? তুমি কে?' তখন একটু তেজোদৃপ্ত হাসির সঙ্গে সুশুভ্র দন্ত-পঙ্ক্তির ঝলক্ দেখিয়ে' ছোক্রা মরুদেশের শুখো হাওয়ায় সৃষ্ট চাঁচা গলায় উত্তর দিলে—'অ্যানা আআর্যাব—আমি আরব।' 'আরব' শব্দের 'আইন'-অক্ষরের ধ্বনি খাঁটি আরবের মার্জিত উচ্চারণে বেরুল'। তখন জিজ্ঞাসা ক'র্লুম—'কোন্ প্রদেশ থেকে—মিন্ অ্যায়্য়্ বেলেদ?' সে ব'ল্লে তার

বাড়ি হাদ্রামওৎ-এ—দক্ষিণ-আরবে। তার 'তি-জ্যা-রৎ' বা ব্যবসায় হ'চ্ছে, গাঁয়ে গাঁয়ে কাপড় বিক্রী করা। তার পর আমি কে, আমার দেশ কোথা, আমি কী ক'র্‌তে এসেছি, আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। সব কথা বলা আমার আরবীতে কুলোবে না, আরবী-মিশ্র ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ের শরণ নিয়ে ব'ল্‌লুম যে, হিন্দ্‌ হ'চ্ছে আমার 'ওএৎন্‌' বা মাতৃভূমি, এদেশে বেড়াতে এসেছি। ছোক্‌রা সিঙ্গাপুরে চেট্টিদের দেখেছে—আমি চেট্টি বা বেনিয়া কিনা, আর কিসের ব্যবসা করি, একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—আমি 'মুঅল্লিম্‌' বা শিক্ষক, আমার এই উত্তরে খুশী হ'ল না।

বাজারে একজন তমিল মুসলমানের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেও কাপড়ের ব্যবসা করে। তারপরে আমরা গুজরাটী খোজাদের দোকানে উঠ্‌লুম। খান দুই কাপড়ের দোকান এদের আছে। এরা বেশ খাতির ক'রে বসালে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরা পরিচয় জান্‌তে চাইলে, কারণ স্থানীয় ডচেদের কাছে তাঁর প্রশংসা শুনেছে। নিজেদের ব্যবসার কথা নিয়েই এরা ব্যস্ত, অন্য কিছুর খবর রাখ্‌বার বড়ো অবসর বা উৎসাহ এদের নেই। এই দূর দেশে এসে, ব্যবসার দিক্‌ থেকে এরা মন্দ ক'র্‌ছে না।

বন্ধুরা কেউ-কেউ আগেই পুরীর দিকে অগ্রসর হ'লেন। আমি একা ধীরে-ধীরে পুরীতে পৌছুলুম। তোরণ পেরিয়ে' প্রথম আঙিনার ডান ধারের একটা আটচালায় দেখ্‌লুম, কতকগুলি দেব-মূর্তি আর নক্‌শা-কাটা টালির মতন র'য়েছে; কাছে গিয়ে দেখি, সেগুলি সিমেণ্টে জমানো, পাথরের বা মাটির নয়। লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লুম, আশে-পাশে কাঠের ছাঁচ র'য়েছে, তাই থেকে সিমেণ্টে ঢেলে এই সব মূর্তি আর নক্‌শাদার ফলক তৈরী হ'চ্ছে। এই দূর বলিদ্বীপে এই রকম আধুনিক রীতিতে এই-সব ব্যাপার রাজা আরম্ভ করিয়ে' দিয়েছেন দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'লুম। সেখানে একজন মিস্ত্রী বাটালি আর হাতুড়ি দিয়ে নোতুন একখানা কাঠের ছাঁচ তৈরী ক'র্‌ছে; আমরা—মিস্ত্রী আর আমি—নির্বাক্‌ ভাবে পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে' দেখ্‌লুম।

দ্বিতীয় তোরণের কাছে একজন পদণ্ডের সঙ্গে দেখা হ'ল—বলিদ্বীপের ছোটো লুঙ্গির উপরে একটা কালো কোট পরা, মাথায় ঝুটি-বাঁধা, খালি পা, হাতে লাঠি। আমি তাঁকে আমাদের ভারতীয় প্রথায় দু' হাত তুলে নমস্কার

ক’র্লুম, সে ভদ্রলোক একটু ভ্যাবা-চাকা খেয়ে আমাকে প্রতিনমস্কার ক’রে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি মালাইয়ে ব’ল্লুম, আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত মহাগুরুর সঙ্গে এসেছি, আমি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, আপনিও তো ব্রাহ্মণ। তাতে ভদ্রলোক ব’ল্লেন, হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত জানেন কিনা জিজ্ঞাসা ক’র্লুম। ব’ল্লেন, সংস্কৃত জানেন না, দেশে সংস্কৃত পড়া হয় না, তবে অনেক ‘মান্ট্র’ বা মন্ত্র জানেন। মহাভারত প’ড়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা ক’র্লুম, সমগ্র মহাভারতের বলি-ভাষায় অনুবাদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক’র্লুম। তিনি ব’ল্লেন, মহাভারত দেশ-ভাষায় প’ড়েছেন, তবে সমস্ত মহাভারত বলিদ্বীপের ভাষায় পাওয়া যায় না, কতকগুলি পর্ব ওদের নেই। এই ব’লে তিনি ভাঙা-ভাঙা সংস্কৃতে একটা শ্লোক প’ড়্লেন, শ্লোকটিতে অষ্টাদশ পর্বের নাম উল্লিখিত আছে। আমি কাগজ পেন্সিল বা’র ক’রে শ্লোকটি তাঁর কাছে শুনে, তাঁর উচ্চারণ মতো লিখে নিলুম। পরে দেশে এসে বিখ্যাত ডচ্ পণ্ডিত Hendrik Kern-এর (‘ভট্ট কর্ণ’র) প্রবন্ধ-সংগ্রহে দেখি (Verspreide Geschriften, IX, p. 219), এই শ্লোকটি তিনি একখানি প্রাচীন পুঁথিতে পেয়েছিলেন, আর এটি তিনি প্রকাশিত ক’রে দিয়েছেন। রোমান অক্ষরে শ্লোকটি তিনি এই ভাবে দিয়েছেন—

Adih Sabha Wana Wirata Samodapamaka
(?=Sayogaparwwa?)
Bhisma Dwijárkkasuta Çalya Gadáçwa Sopti.
Stri Prastani Muçala Çanti tatháçramanca.
Swarggántam astádaça-parwwaniryuktasangkhyam.

শ্লোকটি থেকে এই কয়টি পর্বের নাম পাই—আদি (১), সভা (২), বন (৩), বিরাট্ (৪), সযোগ (?) বা উদ্যোগ (৫), ভীষ্ম (৬), দ্বিজ বা দ্রোণ (৭), অর্কসুত বা কর্ণ (৮), শল্য (৯), গদা (১০), অশ্ব বা অশ্বমেধ (১১), সৌপ্তি বা সৌপ্তিক (১২), স্ত্রী (১৩), প্রাস্থনি বা প্রাস্থানিক (১৪), মুশল বা মুষল (১৫), শান্তি (১৬), আশ্রম বা আশ্রমিক (১৭), স্বর্গ বা স্বর্গারোহণ (১৮)। আমাদের দেশের প্রচলিত পর্বগুলির সঙ্গে মোটামুটি মেলে; তবে এই শ্লোকে কতকগুলি নাম উল্টো-পাল্টা ক’রে দেওয়া আছে। আর আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কৃত মহাভারতে গদা-পর্ব ব’লে আলাদা পর্ব নেই। আছে তার

জায়গায় অনুশাসন-পর্ব। বাঙলা কাশীদাসের মহাভারতে কিন্তু গদা-পর্ব আছে ; সংস্কৃত মহাভারতে ভীম আর দুর্যোধনের গদা-যুদ্ধ-বিষয়ক পর্বটি শল্য-পর্বের মধ্যেই ধরা হ'য়েছে। দ্বীপময়-ভারতের মহাভারতের সঙ্গে শল্য-পর্ব পর্য্যন্ত মেলে, তার পরে আমাদের দেশের সংস্কৃত মহাভারতে পাই—সৌপ্তিক পর্ব (১০), স্ত্রী (১১), শান্তি (১২), অনুশাসন (১৩), অশ্বমেধ (১৪), আশ্রমবাসিক (১৫), মৌষল (১৬), মহাপ্রস্থানিক (১৭), আর স্বর্গারোহণ (১৮)। মহাভারতের প্রাচীন বিভাগ আর প্রাচীন পাঠ-নির্ণয় কর্‌বার জন্য, প্রাচীন যবদ্বীপের ভাষায় অনূদিত মহাভারত থেকে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাবে। এবিষয়ে ডচেরা কিছু-কিছু কাজ ক'রেছেন, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা কর্‌বার আছে। মহাভারতের পর্ব সম্বন্ধে পরে Gianjar গিয়াঞ্জারের রাজার বাড়িতে সেখানকার পদণ্ডদের সঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হ'য়েছিল।

পদণ্ড যখন আমাকে শ্লোকটি শোনালেন, তখন প্রথমটা আমার বুঝ্‌তে একটু মুশ্‌কিল লাগ্‌ছিল। কিন্তু এঁর পাঠের ধরন থেকে, বলিদ্বীপের সংস্কৃত উচ্চারণের রীতিটা বোঝ্‌বার সুবিধা হ'য়েছিল। এঁর পড়ায় বোঝা গেল, এ দেশে সংস্কৃত অ-কারের উচ্চারণ হ'চ্ছে আ-কারের মতন ; আ-কারের উচ্চারণ, শব্দের আদিতে বা মধ্যে থাক্‌লে বাঙলা অ-র মতো হয়, আর অন্তে থাক্‌লে ফরাসীর eu বা জর্‌মানের ö-র মতো হয় ; ঋ-কারের উচ্চারণ হয় 'রে' ; ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ ক'রে দেয়—'খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ ভ' যথা-ক্রমে 'ক গ, চ জ, ট ড, ত দ, প ব' হ'য়ে যায় : 'শ ষ স' তিনেরই উচ্চারণ 'দন্ত্য স' ; অন্তঃস্থ ব-এর (v বা w-র) উচ্চারণ কখনও 'ব' (b), কিন্তু সাধারণতঃ 'উঅ' বা 'ওঅ', w ; ত-বর্গ কতকটা ট-বর্গের মতো শোনায়, আবার ট-বর্গও ত-বর্গের মতো শোনায় (অর্থাৎ মূর্ধন্য ট-বর্গ আর দন্ত্য ত-বর্গ, এই দুইয়ের বদলে, এদের উচ্চারণে এই দুই উচ্চারণ-স্থানের মধ্যদেশে অবস্থিত আর আমাদের সংস্কৃত আর বাঙলায় অজ্ঞাত, দন্তমূলীয় বর্গের ধ্বনিই আসে)। কাজেই 'আদি, সভা, বন, গদা' কানে শোনাল' যেন 'অ-ডি, সা-ব্যো, উআনা, গা-ড্যো', আর 'অষ্টাদশ' শব্দ শোনাল' যেন 'আস্ত-ডাসা'। পদণ্ডটির নাম জেনে নিলুম—'পদণ্ড ওক', এঁর সঙ্গে আলাপে বেশ খুশী হ'লুম। রাজা এঁকে ডাকিয়ে' পাঠিয়েছেন—ইনি যাচ্ছেন রাজার কাছে, সেখানে মহাগুরুর সঙ্গে দেখা হবে।

আমরা একত্র দ্বিতীয় মহলে দালানে রাজার বৈঠকখানায় গেলুম। সেখানে দেখি, কবিকে রাজা কতকগুলি প্রাচীন তাল-পাতার পুঁথি দেখাচ্ছেন। রাজার পিতা শাস্ত্র-গ্রন্থের একটি ভালো সংগ্রহ রেখে গিয়েছেন শুন্‌লুম। দালানের সাজ-সজ্জা দিনের আলোয় এখন ভালো ক'রে দেখা গেল। কাঠের কাজে খোদাইয়ে লাল আর সোনালি রঙ লাগানো। দালানে প্রচুর আরসি দেওয়া আছে। দেওয়ালে কতকগুলি ফোটোগ্রাফ—রাজার নিজের, পরিবারের লোকেদের, রানী আর অন্য মহিলাদের, আর ডচ্ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তোলা গ্রূপ ছবি। একখানি ছবি সকলের দৃষ্টিপথে যাতে বেশ ক'রে পড়ে সেই ভাবে তিনি টাঙিয়ে' রেখেছেন—এখানি হ'চ্ছে ফ্রেমে বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের একখানি ফোটো। ডচেদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে, আর তিনি তাঁরই বাড়িতে এসে অতিথি হ'চ্ছেন একথা জেনে, রাজা ছবিখানি সংগ্রহ ক'রে টাঙিয়ে' রেখে থাক্‌বেন। ভারতবর্ষের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা দেখাবার একটি পন্থা ব'লে ব্যাপারটিকে নিতে পারা যায়। আমাদের সম্বন্ধে রাজার জান্‌বার আগ্রহ যে কত, ক্রমে আমরা তা টের পাই। তিনজন পদণ্ড চেয়ারে ব'সে আছেন। রাজা কতকগুলি তাল-পাতায় লেখা পুঁথি কবিকে দেখাচ্ছেন। পুঁথিগুলি উড়িয়া বা দক্ষিণা পুথির মতন, তাল-পাতার উপর লেখন বা ছুঁচালো-মুখ লোহার শলা দিয়ে আঁচ্‌ড়ে'-আঁচ্‌ড়ে' লেখা। ভ্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'র্‌ছেন। রাজা সংস্কৃত ভাষায় বলিদ্বীপের অক্ষরে লেখা একখানি পুঁথি নিয়ে ব'ল্‌লেন, এই পুঁথির অর্থ তিনি জান্‌তে চান, 'মহাগুরু' ব্যাখ্যা করে তাঁকে বুঝিয়ে' দিন। তিনি পুঁথি প'ড়ে গেলেন, তাঁর উচ্চারণ দুর্বোধ্য। আমার পরামর্শ মতো তিনি রোমান অক্ষরে লিখে যেতে লাগ্‌লেন, তখন আমাদের পড়ার সুবিধা হ'ল, পুঁথিখানির মানে বুঝ্‌তে মুশ্‌কিল হ'ল না। সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে লেখা যোগশাস্ত্রের বই এখানি; জিজ্ঞাসু রাজা ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌বার জন্য কবিকে নির্বন্ধ ক'রে অনুরোধ ক'র্‌লেন। মাঝে-মাঝে রাজার রোমান প্রত্যক্ষরীকরণ থেকে শ্লোকগুলি আমাদের মতন ক'রে আমি প'ড়ে যেতে লাগ্‌লুম; আর কবি ইংরিজিতে তার অনুবাদ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, আর ভ্রেউএস্ তা থেকে মালাই ভাষায় ব'ল্‌তে লাগলেন,—রাজা সেই মালাই অনুবাদ লিখে নিতে লাগ্‌লেন। আমার সমস্ত বিষয়টা মনে প'ড়্‌ছে না, তবে পুঁথিখানিতে যোগদর্শনের কথা আছে। কতকগুলি শ্লোক

লিখে নিয়ে এলে বুঝ্‌তে পারা যেত যে, এ বই এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত আছে কি না। রাজার উৎসাহ অদম্য—যে দু'-তিন দিন তিনি কবিকে পেয়েছিলেন, সেই দু'-তিন দিনে দ্রেউএস্-এর সাহায্যে প্রায় ২০।২২টি শ্লোকের অনুবাদ তিনি করিয়ে' নিয়েছিলেন। সংস্কৃত না শিখ্‌লে যে নিজেদের সংস্কৃতি আর ধর্ম ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পারা যাবে না, রাজা এ কথার উপলব্ধি ক'রেছেন। তিনি বার-বার এই কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, কি ক'রে সংস্কৃতের চর্চা আবার বলিদ্বীপে আরম্ভ করা যায়। কবি ব'ল্‌লেন, ভারতবর্ষে ফিরে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত পাঠাবার চেষ্টা ক'র্‌বেন। তারপর বলিদ্বীপের অল্পবয়স্ক দু'-চারজন ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত পড়াতে পারা যায় কিনা, সে বিষয়েও কথা হ'ল। পদণ্ডদেরও খুব আগ্রহ দেখ্‌লুম। ওই দিন সকালে তিনজন শ্রেষ্ঠ পদণ্ড রাজবাটীতে এসেছিলেন, এঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'ল। আমার রোজ-নামচার পাতায় এঁরা নাম সই ক'রে দিলেন—বলি-দ্বীপের অক্ষরে। দু'জন শৈব পদণ্ড, আর একজন বৌদ্ধ পদণ্ড। এঁদের নাম—পদণ্ড Oka ওক (শৈব), পদণ্ড Rahi রাহি (শৈব), আর পদণ্ড Wayan Djilantik রয়ন্ জিলান্তিক্ (বৌদ্ধ)। রাজার সঙ্গে আর পদণ্ডদের সঙ্গে একত্র দ্রেউএস্ আর আমার একখানি ছবি সুরেন-বাবু তুলেছিলেন, ঘরের ভিতরের আলোর অভাবে ছবি ভালো ওঠে নি, তবুও কারাঙ্-আসেম্-এর ঐ দিনটির স্মারক হিসাবে আমাদের কাছে ছবিখানির মূল্য আছে॥

॥ ১০ ॥

(খ) বলিদ্বীপ—কারাঙ্-আসেম্

পদণ্ডদের সঙ্গে আমার আজকে বেশ আলাপ জ'ম্ল। কবি বড়ই অসুস্থ বোধ ক'র্ছিলেন, একটু বিশ্রাম করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কারাঙ্-আসেমে গুমট আর লোকজনের ভীড় তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হ'য়ে প'ড়্ছিল। এদেশে ডচেরা আধুনিক সুবিধা সব এনেছে, খালি আনেনি বিজলীর পাখা। আমাদের মধ্যে স্থির হ'ল, কারাঙ্-আসেমে তাঁর অবস্থানের সংক্ষেপ ক'রে, দুই-এক দিনের ভিতর তাঁকে কোনও নির্জন পাহাড়ে' জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।

রাজবাড়ির উঠানের ছতরীওলা উঁচু চত্বরে ব'সে, পদণ্ড কয়জনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হ'ল। আরও দু'-তিন জন পদণ্ড আর অন্য বলিদ্বীপীয় ব্যক্তি এলেন। দ্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'র্তে লাগ্লেন। এঁদের সঙ্গে কথা ক'য়ে একটা জিনিস জান্লুম—অল্প-স্বল্প দু-চার জন নিম্ন শ্রেণীর লোক মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে। আরব ব্যবসায়ীরা আর অন্য মুসলমানেরা স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে স্থায়ী বা অস্থায়ী বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়, আর তাদের সম্পর্কের দু-চারজন লোক এদের প্রভাবে প'ড়ে মুসলমান হ'য়ে যায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকে এই ব্যাপারকে উপেক্ষার চোখে দেখে, এইমাত্র; প্রতীকারের চেষ্টা করে না। চার-পাঁচ কোটি যবদ্বীপীয় আর অন্য মুসলমানদের মধ্যে মুষ্টিমেয়—দশ লাখ মাত্র—যবদ্বীপীয়দের সকলেই যে পৈতৃক ধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাক্বে, তা সম্ভব নয়। পদণ্ডদের মধ্যে দেখ্লুম, কেউ-কেউ এ বিষয়ে উদাসীন. ঠিক ভারতবর্ষের সাধারণ হিন্দুর মতন। একজন ব'ল্লেন, ধর্ম তো সব-ই এক, আর মুসলমান হ'লেও এরা ঈশ্বরের নাম করে। আবার দু'-চারজনকে এ সম্বন্ধে একটু সচেতনও দেখ্লুম; তাঁদের ইচ্ছা, সাধারণ্যে হিন্দু ধর্মের উচ্চ চিন্তা আর ভাবগুলি প্রকাশ হয়; কী ক'রে তা করা যায়, সে সম্বন্ধেও কেউ-কেউ আমায় প্রশ্ন ক'র্লেন। রাজা স্বয়ং এবিষয়ে খুব উৎসাহী। বলিদ্বীপ আগেকার মতন আর বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাক্তে

পার্বে না, কাল-ধর্মের প্রভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে বলিদ্বীপের অধিবাসীদের মিশ্‌তে হবে ; এ ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতি আর ধর্ম থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বলিদ্বীপের অভিজাত জনগণ যে একটু চিন্তা ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ছেন, তার আভাস আমরা কিছু-কিছু পেয়েছিলুম।

পদণ্ডদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে হ'ল। এঁদের জানা পৌরাণিক নাম সব আমি জানি, পৌরাণিক কাহিনী দু'চারটেও এদের সঙ্গে মিল্‌ল,—এ দেখে এঁরা একটু হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। সুদূর ভারত থেকে সুপ্রাচীন যুগে এঁদের ধর্ম এসেছে, এ কথা এঁদের মনে যেন প্রথম প্রতিভাত হ'ল। কাগজে ম্যাপ এঁকে ভারতবর্ষের সংস্থান আর যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগের পথ বুঝিয়ে' দিলুম। পদণ্ডেরা মাথা নেড়ে-নেড়ে দেশভাষায় এই-সব বিষয়ে আপসে তুমুল আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিলেন।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। রাজার ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল। ঠিক ছিল, আহারের পরে পাসাংগ্রাহান্ থেকে আমার ছবি, বই-টই, আর ভারতবর্ষ থেকে পূজার তৈজস-পত্রাদি যা এনেছি তা নিয়ে এসে পদণ্ডদের দেখাবো—রাজাও দেখ্‌বেন। আমাদের আহার, মিশ্র ডচ্-যবদ্বীপীয়-বলিদ্বীপীয় ধরনেই হ'ল। দু'জন অভ্যাগত এলেন—Coen 'কুন্' নামে একখানি জাহাজ বলিদ্বীপ হ'য়ে বলিদ্বীপের পাশের লম্বক-দ্বীপে যাচ্ছে, তার কাপ্তেন আর প্রথম অফিসার, রাজার সঙ্গে পরিচয় আছে, এঁদের জাহাজ বুলেলেঙ্-এ একদিন থাক্‌বে, এঁরা সেই ফুরসুতে একটু বেড়িয়ে' যাচ্ছেন।

বিকালে 'সাদো' গাড়ি ক'রে পাসাংগ্রাহান্ থেকে আমার পূজার জিনিস আর লাণ্টার্ন-স্লাইড আর বই-টই নিয়ে এলুম। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ যাত্রার সময়ে আমার প্রস্তাব-মতো ক'ল্‌কাতার হিন্দু-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ আমাকে পূজার সমস্ত বাসন-কোসন এক প্রস্থ কিনে দেন। এইগুলি,—আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলুম একখানি 'পুরোহিত-দর্পণ' আর অন্য আনুষ্ঠানিক পুস্তক—এই সমস্ত, বেশ কাজে লেগেছিল। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ভারতের দেব-মূর্তি আর মন্দিরের আর ভারতীয় কলা-সম্বন্ধীয় স্লাইড-চিত্র অনেকগুলি দিয়েছিলেন, যদি কোথাও লাণ্টার্ন-সহযোগে বক্তৃতা দিই। বলিদ্বীপে লাণ্টার্ন পাওয়া যায় নি—এখানে খালি স্লাইড-ই দেখানো গেল। রাজা পদণ্ডদের নিয়ে সেই ছতরী-যুক্ত চত্বরে

এসে ব’স্‌লেন। কোপ্যাবৃব্যার্গ্ আর দেউএস্-ও রইলেন। ইতিমধ্যে বাজারের গুজরাটী কাপড়ওয়ালারা কবির সঙ্গে দেখা ক’রতে এল। এদের সঙ্গে আমি হিন্দীতে কথা কইলুম, দেউএস্ মালাইয়ে আলাপ ক’রলেন ; খানিক পরে এরা চ’লে গেল। বিকালে কবিকে একটু হাওয়া খাইয়ে’ আন্‌বার জন্য রাজা তাঁর মোটরে ক’রে পাঠিয়ে’ দিলেন। একটু দূরে সমুদ্রের ধারে Oedjoen উজুন্ ব’লে একটি জায়গায় রাজার এক বাগান আছে, সেখানে তাঁকে নিয়ে গেল। রাজা র’য়ে গেলেন। আমাকে ব’সে-ব’সে আমাদের দেশের প্রচলিত পূজার অনুষ্ঠান সব দেখাতে হ’ল। আচমন থেকে, সাধারণ পূজোর সব কর্তব্যগুলি ব্যাখ্যা ক’রে-ক’রে ব’লতে লাগ্‌লুম। এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবীত-ধারণের নিয়ম নেই। আমার পইতে বা’র ক’রে দেখাতে হ’ল—এঁরা ব’ল্‌লেন হাঁ, ‘সস্ত্রা’ বা শাস্ত্র-গ্রন্থে ‘ইয়াজ্‌নোপাউইটা’ বা যজ্ঞোপবীতের কথা আছে বটে, কিন্তু সে আগে ‘রেসি’ বা ঋষিরা তো প’র্‌তেন। পূজার অনুষ্ঠান এঁরা তো বেশ নিবিষ্ট চিত্তে, নানা প্রশ্ন সহকারে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ; কতক-কতক বিষয়ে এঁদের সঙ্গে মিল আছে ব’ল্‌লেন, আর বাকী জিনিস এঁদের কাছে অজ্ঞাত। ‘পূজা’ শব্দটি এঁরা ব্যবহার করেন না, বলেন ডেউ-অর্-চা-ন্যো’ বা ‘দেবার্চনা’। এঁরা তারপরে নানা বিষয়ে প্রশ্ন ক’র্‌তে লাগ্‌লেন। পদণ্ডদের বেশীর ভাগ প্রশ্ন হ’ল, মৃতের সৎকার, অন্ত্যেষ্টি-বিধি, শ্রাদ্ধ, এই-সব নিয়ে। অশৌচ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন, শূদ্রের এক মাস—এই বিধি আমাদের দেশে আছে, আর তা তাঁদের দেশের বিধির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে, খুব যেন খুশী হ’য়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা ব’ল্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা প্রশ্ন ক’র্‌লেন,—জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ, সামাজিক রীতি-নীতি (যেমন বড়ো ভাইকে ‘দাদা’র মতন সম্মান-সূচক শব্দে সম্বোধন করা, বয়সে-বড়ো ভাইপোর বয়সে-ছোটো খুড়োকে প্রণাম করা উচিত কিনা) ইত্যাদি গুরু লঘু নানা বিষয়ে। আমি লাণ্টার্নের স্লাইড একে-একে আলোর দিকে ধ’রে দেখাতে লাগ্‌লুম—স্লাইডগুলি হাতে-হাতে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল—উত্তর- আর দক্ষিণ-ভারতের বিরাট্ সব শিব আর বিষ্ণুর মন্দির, আর এদেশেও পূজিত নানা দেবতার মূর্তি, এ-সব দেখাতে লাগ্‌লুম। এঁরা বেশ চমৎকৃত হ’য়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও মাঝে-মাঝে এদেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক’র্‌তে লাগ্‌লুম ;

এইরূপে কথায়-কথায় সন্ধ্যে হ'য়ে এ'ল। তখন আমাদের আলোচনা-সভা ভঙ্গ হ'ল।

রাজা সব শেষে একটি প্রশ্ন ক'র্‌লেন—দেবতা, মন্দির, দেবার্চনা, শ্রাদ্ধ, সদাচার, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, এ-সব তো বাহ্য অনুষ্ঠান, এ তো মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হ'তে পারে না; মানুষের পক্ষে প্রধান আর প্রথম উদ্দেশ্য আর কর্তব্য কী?—সমস্ত বিকাল ধ'রে যে-সব বিষয়ে আমাদের আলোচনা হ'চ্ছিল, সে-সমস্তকে যেন উল্‌টে' দিয়ে এই প্রশ্ন; আমি এ রকম গভীর ভাবের কথার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। রাজার এই প্রশ্ন শুনে মনে কিন্তু বেশ আনন্দ হ'ল; আমি নিজে জবাব না দিয়ে, দ্রেউএস্-এর মারফৎ ব'ল্‌লুম—এ কথার উত্তর আপনি-ই দিন, আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি। রাজা ব'ল্‌লেন—দেবতা-টেবতা কিছুই নয়, অর্চনা অনুষ্ঠান, এ সমস্ত বাইরেকার কথা—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, নির্বাণের জন্য সাধনা করা। রাজার শেষ কথা কানে যেন এখনও বাজ্‌ছে—তাঁর বলিদ্বীপের উচ্চারণে মালাই ভাষায় তিনি যখন ব'ল্‌লেন—'ডেউআ-ডেউআ টিডাঃ আপা—নির্‌ওঅনা সাটু' —দেবতারা কিছু নয়—নির্বাণ-ই হ'চ্ছে একমাত্র বস্তু। সুদূর মালাই দ্বীপপুঞ্জে, সহস্র বৎসর কাল ধ'রে ভারতবর্ষ থেকে বিছিন্ন হ'য়ে থেকেও, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, যে নির্বাণ-মোক্ষের সাধনা-ই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—কী ক'রে এদের মনে এমন ভাবে গেঁথে র'য়েছে, তা ভেবে বিস্মিত আর পুলকিত হ'তে হয়। আমি রাজাকে ব'ল্‌লুম—আপনি ঠিক-ই ব'লেছেন,—পুরুষার্থ যে এই-ই, তা আমাদের শাস্ত্রে বলে, শাশ্বত বস্তুর সাধন জীবনের প্রথম আর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত; বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, সেবা-ধর্ম, এ সব আনুষঙ্গিক। রাজার এই প্রশ্ন আর মন্তব্যের কথা পরে রবীন্দ্রনাথকে আমি বলি; তিনিও এই কথা শুনে বিশেষ খুশী হন; আমায় তিনি বলেন—'দেখ হে, মালাই জা'তের লোক এরা, এদের চিন্তা-প্রণালী আমাদের থেকে কত আলাদা, এরা দুনিয়াকে দেখে অন্য ভাবে, আমাদের সভ্যতার বাহ্য অনুষ্ঠান অনেকগুলি এরা যা নিয়েছে তা তার spectacular বা দৃষ্টি-সুন্দর ভাবের দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হ'য়েই যে নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আমাদের ইতিকথা আমাদের শিল্প-কলা এদের উপর তার প্রভাব সহজেই বিস্তার ক'রেছে; কিন্তু রাজা যে ভাবের কথা ব'ল্‌লেন, তাতে বেশ

বুঝ্তে পারা যাচ্ছে যে, আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক বাণীও এরা ঠিক নিতে পেরেছে; আর তা না হ'লে এত বিরুদ্ধ প্রতিবেশ-প্রভাব-সত্ত্বেও, এরা এই সভ্যতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাক্তে পার্ত না।' বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে, পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বলিদ্বীপের উপরে সুন্দর কবিতাটি লেখেন—যেটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল আর যার কথা পূর্বে অন্যত্র ব'লেছি,—তাতে, কারাঙ্-আসেম্-এর রাজার কথায়, আর তা ছাড়া অন্য দুই-একটি খুঁটি-নাটি বিষয়ে, বলিদ্বীপীয়দের চরিত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে একটি অনপেক্ষিত গভীরতার আর অন্তর্মুখিতার পরিচয় পেয়েই, এই ছত্র কয়টি লেখ্বার জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন—

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব-অরুণ-রাগে,—
নীরবে আসি' দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে'—
গভীর-স্বরে জপিছ' কোন্‌খানে
উদ্বোধন-মন্ত্র যাহা নিয়েছ' তব কানে,
একদা দোঁহে প'ড়েছি যেই মোহ-মোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি', যুগল করি'-পাণি ॥

রাজা তার পরে আমায় তাঁর লেখা ছোট্ট একখানি বই দিলেন। বইখানির নাম, Darmasoesila—dilahirkan oleh Anak Agoeng Bagoes Dj'lantik Stedehouder Karangasem-Bali; অর্থাৎ 'বলিদ্বীপের কারাঙ্-আসেমের স্টেডে-হোউডর আনাক্ আগুঙ্ বাগুস্ জলান্তিক্ কর্তৃক প্রকাশিত (dilahirkan অর্থাৎ 'জাহির' করা—আরবী dhwahir 'ধ্বাহির' শব্দ, যা আমরা 'জাহির' রূপে উচ্চারণ করি, মালাইদের মুখে তা lahir 'লাহির' হ'য়ে দাঁড়ায়) "ধর্মসুশীল" নামে পুস্তক।' বইখানি ১৯ পৃষ্ঠার, ভাষা মালাই, ডচ্ বানানে রোমান অক্ষরে সুরাবায়ায় ছাপা। এখানিতে রাজা বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দু ধর্ম, হিন্দু আচার আর হিন্দু সমাজের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। উদ্দেশ্য—বলিদ্বীপের আর অন্য জায়গায় মালাই প'ড়্তে পারে এমন লোক তাঁদের হিন্দু সংস্কৃতির আর ধর্মের কথা জানুক্। বইখানির মোটামুটি আশয় ধ'র্তে পারি;—এটি অনুবাদ ক'রে ফেল্তে পার্লে বেশ হয়—বলিদ্বীপের একজন অভিজাত ব্যক্তি পৈতৃক ধর্মকে

কি ভাবে নিচ্ছেন, এই বই থেকে তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। রাজাকে অনুরোধ করায় বলিদ্বীপের অক্ষরে বইয়ের উপরে তিনি আমার নাম লিখে দিলেন।

স্থানীয় ডচ্‌ এসিস্টাণ্ট্‌-রেসিডেণ্ট্‌ এলেন, সস্ত্রীক। লোকটি বেশ। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ আলাপ করিয়ে' দিলেন। ইনি মোটে এক মাস হ'ল সুমাত্রা থেকে বদলি হ'য়ে বলিদ্বীপে এসেছেন। ইনি সুমাত্রায় Battak বাত্তাক্‌ জাতির সভ্যতা রীতি-নীতি আলোচনা ক'র্‌ছেন। ব'ল্‌লেন যে অর্ধসভ্য আর সভ্য বলিদ্বীপীয়, এই উভয় শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তিনটি স্তরের মনোভাব বা সভ্যতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—আদিম, ভারতীয় হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ), আর মুসলমান। বলিদ্বীপে আদিম হিন্দু-পূর্ব যুগের অনেক জিনিস বিদ্যমান; এরা এখনও হিন্দু আছে, কিন্তু আশ-পাশের মুসলমানদের প্রভাব কাটিয়ে' উঠ্‌তে পার্‌বে ব'লে তাঁর মনে হয় না। ব্যাপারীদের দ্বারাই সুমাত্রার অমুসলমান জঙলী জা'তের মধ্যে মুসলমান ধর্ম বেশী ক'রে প্রসার লাভ ক'রেছে; বলিদ্বীপেও সেই রকমটা হবে ব'লে তিনি মনে করেন; তবে বলির লোকেদের একটা দৃঢ়-মূল হিন্দু সংস্কৃতি আছে; সেটা কতটা গভীর, এইবার তার পরীক্ষা হবে। তবে এটাও বিবেচ্য, এখানকার মুসলমান ধর্ম নিরুপদ্রব, কোমল ভাবের; এই জন্যই তার শক্তি বেশী।

এই রকম নানা কথায় প্রথম রাত্রির খানিকটা কাটিয়ে' পুরী থেকে রাত্রির মতো বিদায় নিয়ে, কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ ধীরেন-বাবু আর আমি পাসাংগ্রাহানে ফির্‌লুম। রাত্রি বেশি হয় নি, কিন্তু গেঁয়ো শহরে লোক-চলাচল খুব-ই ক'মে গিয়েছে। রাস্তার কুকুরগুলো ধুলোয় শুয়ে আছে; আমাদের পায়ের আওয়াজে উঠে তার-স্বরে ঘেউ-ঘেউ আরম্ভ ক'রে দিলে; সারা পথটা এই কুকুরের ডাকে বিরক্ত হ'তে-হ'তে বাসায় ফেরা গেল। তারপর খেয়ে-দেয়ে পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় ব'সে-ব'সে অনেক রাত অবধি গল্প-গুজব করা গেল।

২৮এ আগস্ট ১৯২৭, রবিবার

কালকের মতন আজও সকালে সদর সড়কে নগরাভিমুখে গমনশীল গ্রামের মেয়েদের শোভাযাত্রা দেখা গেল। তারপরে স্নান আর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে সকলে পুরী বা রাজবাটীর দিকে চ'ল্‌লুম। পথে চীনে' ফোটো-গ্রাফওয়ালার

দোকান থেকে স্থানীয় লোকেদের ছবি কিছু নিলুম। পুরীতে পৌঁছে দেখি, কালকেরই মতন পদণ্ডরা এসেছেন, আর রাজা তাঁর সেই তাল-পাতার পুঁথির ব্যাখ্যা শোন্‌বার জন্য প্রস্তুত। ন্রেউএস্‌কে কালকের মতন সংস্কৃত শ্লোকের কবির-করা ইংরেজি তর্‌জমা মালাইয়ে বুঝিয়ে' দিতে হ'ল। রাজা তাঁর বাড়ির মেয়েদের হাতে বোনা এক-এক খণ্ড কাপড় আমাদের দিলেন—কতকগুলি কাপড় এদের মেয়েদের গায়ে ওড়নার মতন ব্যবহৃত কাপড়, ঠিক জালের মতন; আর কতকগুলি লাল আর সবুজ রঙে রেশম আর সুতোয় মিশিয়ে' লুঙ্গি বা সারঙের কাপড়; আমাকে ঐ ধরনের লুঙ্গির কাপড়ই একখানা দিলেন। কবিকে উপহার দিলেন, ছুঁচে ক'রে রঙীন-রেশমের-ফুল-তোলা হাতে-বোনা একখানা সাদা কাপড়। ইতিমধ্যে চীনে' ফোটোগ্রাফর তার ছবি তোল্‌বার সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হ'ল, রাজার হুকুম মতন। কবিকে আর রাজাকে নিয়ে আমাদের এক গ্রূপ তোলা হ'ল।—এই ছবি পরে রাজা আমায় এক খণ্ড উপহার দেন। ছবিটিতে কবি রাজার উপহৃত বস্ত্রখণ্ড উত্তরীয়ের মতন গায়ে জ'ড়িয়ে' আছেন, আর কবি-কর্তৃক উপহৃত তাঁর নিজের ছবি একখানি রাজা নিয়ে ব'সে আছেন। রাজা তাঁর নিজের ছবি আমায় আর একখানি দেন, তাতে ইউরোপীয় বেশে তিনি দাঁড়িয়ে', আর দু'পাশে তাঁর দুই ছেলে; রাজার গলায় সেই ফিতের মতন চওড়া সোনার ঘড়ির চেন পরা।

কারাঙ্-আসেমে পূবে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরটি একটি পাহাড়ের গায়ে, একটি স্বাভাবিক গুহাকে অবলম্বন ক'রে; এটির নাম Goa Lawah বা 'বাদুড়-গুহা।' রাজা দু'খানি মোটর হুকুম ক'রে দিলেন, কবির সঙ্গে আমরা সেটি দেখ্‌তে বা'র হ'লুম। কারাঙ্-আসেম্ রাজ্য ছাড়িয়ে' যেতে হ'ল; ঘন সবুজের বন দিয়ে, চমৎকার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে—অনেকগুলি গ্রাম, বাজার, না'রকেল বনের আর ধানের খেতের পাশ দিয়ে, কখনও-কখনও পাহাড়ের গা দিয়ে আর সমুদ্রের ধার দিয়ে, এঁকে-বেঁকে রাস্তা; আর সর্বত্রই এদেশের প্রিয়দর্শন সুবেশ পুরুষ, আর এদেশের সুন্দরী তন্বী মেয়েদের দল, গ্রামে গৃহকর্মে, বাজারে বিকি-কিনিতে, আর ধানের খেতে চাষের কাজে নিরত। এই 'বাদুড়-গুহা'র মন্দির একেবারে রাস্তার উপরেই। তেমন বিশেষ দ্রংব্য কিছু নেই। মন্দিরটি হ'চ্ছে যেন ঘাসে ঢাকা হাতার মধ্যে পাশাপাশি কতকগুলি বাড়ি নিয়ে, ঘাসের মধ্যে দুই-একটি ছোটো-ছোটো ঘর, আর

পাথরের বেদি, আর ছোটো-ছোটো কাঠের থামের উপরে দেবতার প্রতীক বা মূর্তি রাখ্‌বার কুলুঙ্গির মতন। মাঝামাঝি একটি গুহা, তার ভিতরে কতকগুলি বেদি। আমাদের সে অন্ধকারময় গুহার ভিতরে যাবার প্রবৃত্তি হ'ল না; গুহার মুখেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় গুহার ছাতে আর দেওয়ালে ঝুল্‌ছে, আর কিচির-মিচির ক'র্‌ছে; দু-চারটে উড়ে' বেড়াচ্ছে, এদিক-ওদিক ক'র্‌ছে; আর গুহাটি ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধ। মন্দিরের অন্য গৃহগুলি প'ড়ে আছে, বে-মেরামতি-অবস্থায়; মন্দিরের ঘাস আগাছা আবর্জনাও পরিষ্কার করা নেই। শুন্‌লুম, এদেশের মন্দিরগুলি সাধারণতঃ এই রকমই প'ড়ে থাকে, বহু মন্দিরে দেবমূর্তি থাকে না, দৈনিক দেব-সেবাও হয় না; কেবল উৎসবের সময়ে মন্দির সাফ ক'রে সজ্জিত ক'রে দেবমূর্তি বা দেবতার প্রতীক আনে, তখন খুব পূজার ঘটা লেগে যায়, আশ-পাশের গ্রাম থেকে বাদ্য-ভাণ্ড নৈবেদ্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে লোকেরা সমবেত হয়—এদেশের মন্দিরের এই-ই হ'চ্ছে ব্যবহার বা সার্থকতা। বাদুড়-গুহা দেখে, আমরা আবার সেই মনোহর দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে কারাঙ্‌-আসেমের পুরীতে ফির্‌লুম। সাড়ে-নটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা চমৎকার ভাবে কাট্‌ল।

পুরীতে ফের্‌বার পরে, রাজা তাঁর পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে আমাদের নিয়ে গেলেন। নোতুন প্রাসাদের সাম্‌নে, একটা সরু পথ দিয়ে ঢুক্‌তে হ'ল। পুরাতন বলিদ্বীপীয় পদ্ধতির বাড়ির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই প্রাসাদটি; লাল ইটের দেয়াল, দেয়ালে বালি চূনকাম কিছু নেই; মাঝে মাঝে একরকম কালো নরম পাথর, তাতে খুব নক্‌শা কাটা—তাই দেয়ালে লাগানো আছে। আলাদা-আলাদা দেয়াল-দেওয়া কতকগুলি মহল। চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা সমতল জায়গা, তার মধ্যে পৃথক্‌-পৃথক্‌ এক-একটি কুঠরি, উঁচু দাওয়া বা রোয়াক বা চাতালের উপরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হয় প্রত্যেক চাতালের উপরে; আর কুঠরিগুলির প্রত্যেকটির সাম্‌নে একটু ক'রে রোয়াক বা বারান্দা। প্রত্যেক মহলে ঢোক্‌বার জন্য উঁচু দরওয়াজা। একটা মহলকে বাগান-বাড়ি বলা যায়। ভিন্ন-ভিন্ন মহলের ঘরগুলির বারান্দার দেয়ালে বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা—নানা রঙীন ছবি, কাপড়ের উপরে এঁকে দেওয়ালে লাগিয়ে' দিয়েছে। দেব-দানবের যুদ্ধ, কর্মবিপাক বা নরকের

দৃশ্য, অর্জুন-বিবাহ বা অর্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জুনীয়, অর্জুনের পাশুপত অস্ত্র-লাভ, নিবাত-কবচ রাক্ষসের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, সুপ্রভা নামে অপ্সরার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ—এই-সব ব্যাপার নিয়ে ছবি। কোনও-কোনও চাতালে ওঠ্‌বার সিঁড়ির দু'পাশে দানবমূর্তি, আর কোথাও বা অন্য মূর্তি আছে, ঐ নরম পাথরের তৈরী। একটি ঘরের চাতালে সিঁড়ির উপর দু'টি পদণ্ড বা ব্রাহ্মণ মূর্তি আছে—বেশ একটুখানি caricature বা ব্যঙ্গময় ভাবে তৈরী। আমার একটা ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে, পদণ্ডরা সাধারণতঃ ততটা সুপুরুষ দেখ্‌তে হয় না—বলিদ্বীপের অন্য সাধারণ পুরুষদের তুলনায় পদণ্ডদের যেন একটু কুশ্রীই বোধ হ'ত। এর কারণ কী তা ব'ল্‌তে পারি না। পদণ্ডদের দেহে ভারতের ব্রাহ্মণ-রক্ত কিছু বিদ্যমান আছে অনুমান করা যায়। তবে কি ভারতের ব্রাহ্মণ আর ইন্দোনেসীয় বা মালয় বলিদ্বীপীয়—এই দুই জাতের মিশ্রণ, দৈহিক সৌন্দর্য্যের পক্ষে উপযোগী হয় নি? যবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় রক্ত যথেষ্ট বিদ্যমান, আর এদের অনেককে ভারতীযদের থেকে পৃথক্ করা অনেক সময়ে দুষ্কর হ'য়ে পড়ে; কিন্তু এরা তো বেশ সুপুরুষ। আর একটা জিনিস লক্ষ্য ক'র্‌লুম; বলিদ্বীপে যখনই পদণ্ডদের ছবি আঁকে বা মূর্তি তৈরী করে, তখনই তাতে একটু বিকট ভাবের, একটু ব্যঙ্গ করার যেন ইঙ্গিত থাকে; এর বা কারণ কী, তা-ও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। ঘরগুলির কাঠের চালের বাতায়, থামের গায়ে আর মাথায়, আর জানালা দরওযাজায় বেশ খোদাই কাজ আছে। একটি প্রকোষ্ঠ দেখ্‌লুম, বড়ো-বড়ো চীনা ছবিতে ভর্‌তি। ছবিগুলি বারান্দায় দেয়ালে আর থামে টাঙানো। বেশীর ভাগ-ই হাতে আঁকা চীনা সুন্দরীদের মুখের রঙীন ছবি। চীনা প্রভাব সরাসরি চীন দেশ থেকে কিছু-কিছু ইন্দোনেসিয়ায় এসে গিয়েছে,—এদের শিল্পে, আর সংগীতে। সমস্ত মহলগুলি পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে' তক্‌তকে' অবস্থায় আছে; তবে ঘরগুলিতে লোকজন বেশী থাকে ব'লে মনে হ'ল না। একটি মহলে, ঠিক ঢোক্‌বার পথের সাম্‌নেই, একটা ইটের দেয়াল দেখ্‌লুম; দেয়ালটির ভিতর দিকে অর্থাৎ মহলের উঠানের দিকে, খোদাই-করা বেশ বড়ো নরম পাথর একখানি লাগানো আছে; তাতে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের একটি সুন্দর নিদর্শন বিদ্যমান—কিরাতার্জুনীয়ের দৃশ্য। অর্জুনের তপস্যা, বরাহ-বধ, কিরাত-বেশী শিব আর তাপস অর্জুনের

যুদ্ধ, প্রভৃতি পৌরাণিক কথা যবদ্বীপে আর বলিদ্বীপে খুবই জনপ্রিয় উপাখ্যান। এই পাথরখানিতে খোদাই-করা মূর্তি জায়গায় জায়গায় ক্ষ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এতে পৌরাণিক গল্পটি বল্‌বার যে ভঙ্গীটি প্রকাশ পেয়েছে, সেটি আমার বেশ লাগ্‌ল—এই ভাস্কর্যটিকে এদেশের শিল্পের একটি ভালো নিদর্শন ব'লেই মনে হ'ল। আমরা পরে আর একবার এই প্রাচীন পুরী দেখ্‌তে যাই, তখন শ্রীযুক্ত বাকে এর কতকগুলি ছবি তোলেন, এই প্রস্তর-খোদিত চিত্রটিরও একটি ছবি নেওয়া হয়। একদিকে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হ'য়ে চারজন অপ্সরা অর্জুনের তপোভঙ্গ ক'র্‌তে যাচ্ছে; অর্জুন Mintaraga 'মিন্তারগ' বা 'বীতরাগ', নির্বিকার-চিত্তে যোগাসনে ব'সে আছেন; অপ্সরারা স্নান ক'র্‌ছে, তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য নানারূপ চেষ্টা ক'র্‌ছে; শেষে শিব-প্রেরিত বরাহের আগমন, আর অর্জুনের বাণ-নিক্ষেপ; অর্জুনের সঙ্গে আছে Semar সেমার্‌ নামে তাঁর দুই খর্বট অনুচর—এই অনুচরেরা ভারতে অজ্ঞাত। দ্বিতীয় দিন যখন আমরা পুরী আবার দেখ্‌তে যাই—৩০এ আগস্ট তারিখে—সেদিন একটি মহলে একটি বলিদ্বীপীয় মেয়ে আর তার ছোট্ট একটি খোকাকে দেখি; আর দু'জন পাইক বা রাজানুচরও ছিল; বাড়িগুলির সঙ্গে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় কাপড়-পরা এই মানুষ কয়টি এমন চমৎকার খাপ খাচ্ছিল, যে কী আর ব'ল্‌বো। বাকের ছবিতে এরাও এসে গিয়েছে।—পুরীর মহলগুলি বেশ ফরদা জায়গা নিয়ে; ক'ল্‌কাতা শহরের উত্তরের পল্লীতে আমার বাড়ি, এই প্রশস্ত আঙিনা আর মধ্যে-মধ্যে চারিদিক্‌ খোলা এক-এক খানা ঘর আমার দেখে বড়োই লোভনীয় বোধ হ'ল। একখানা ঘরের দরওয়াজার মাথায় 'চন্দ্রসংকলন' রীতিতে ছবি দিয়ে তারিখ জানানো হ'য়েছে—রাজা আমাদের দেখিয়ে' ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন, তারিখটা আমাদের শকাব্দতে দেওয়া—এ-সব দেশে শকাব্দই চ'ল্‌ত, বলিদ্বীপে এখনও চলে; তারিখ থেকে বোঝা গেল যে, এই পুরীটি ২৩০ বছর আগে তৈরী।

প্রাচীন পুরী দেখে আমরা বাজারে গিয়ে খানিক ঘুর্‌লুম, আর স্থানীয় বেতের কাজের মনি-ব্যাগ প্রভৃতি কিছু-কিছু কিন্‌লুম। তার পরে রাজবাটীতে ফিরে এসে পদণ্ডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর আলাপ। মাধ্যাহ্নিক আহার রাজ-বাটীতেই হ'ল। আমার অনুরোধ মতো দু'জন পদণ্ড—পদণ্ড ওক আর পদণ্ড যয়ন্‌ জিলাস্তিক্‌—বলিদ্বীপীয় পূজার অনুষ্ঠান দেখালেন। চত্বরের উপরে একটা

কাঠের মাচা তৈরী ছিল, তাঁরা পূজার কাপড়-চোপড় প'রে ব'স্লেন, পাশে আমিও ব'স্লুম। মাথায় রঙীন কাপড়ের টোপরের মতন একটা শিরস্ত্রাণ বা মুকুট প'র্লেন, এ-রকম মুকুট দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন দেবমূর্তিতে পাওয়া যায়। গায়ে নেয়ারের ফিতের মতন সাদা কাপড়ের একরকম যেন ব্যাণ্ডেজ জড়ালেন,—কাঁধের উপর দিয়ে, কোমর দিয়ে; প্রাচীন যোগী আর সন্ন্যাসীদের প্রস্তর-মূর্তিতে এই রকম বন্ধনের ব্যবহার দেখেছি। আর ছোটো মাদল বা ঢোলের আকারের কালো কাঠের দানার আর স্ফটিকের দানার মালা প্রচুর প'র্লেন, কানে কাঠের দানার মাকড়ি লাগালেন। এখানকার পদণ্ডেরা দুই শ্রেণীতে পড়েন—শিব-পদণ্ড ও বুদ্ধ-পদণ্ড। এঁদের সম্প্রদায়ের পার্থক্য কী কী, তা বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে শিব-পদণ্ডেরা ব্রাহ্মণ্য বিধির অনুগামী, আর বুদ্ধ-পদণ্ড বৌদ্ধ বিধির; আর শিব-পদণ্ডরা মাথায় চুল ঝুঁটি ক'রে বেঁধে রাখেন, বুদ্ধ-পদণ্ডরা চুল লম্বা ক'রে ঘাড়ে পিঠে ফেলে রাখেন। পূজার মন্ত্র একটু-আধটু আলাদা, তবে মুদ্রা করেন উভয়েই। সাম্নে কাষ্ঠাসনে তাল-পাতার আর ফুলের তৈরী দেবতার প্রতীক নিয়ে ব'স্লেন, সাম্নে পঞ্চপাত্র, বাঁয়ে ঘণ্টা, বজ্র প্রভৃতি পিতলের তৈজস। এঁরা বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র ব'ল্তে-ব'ল্তে অনুষ্ঠান ক'রে যেতে লাগ্লেন; আমি কৌতূহলের সঙ্গে দেখ্তে লাগ্লুম বটে, কিন্তু কিছু-ই বোঝা গেল না। মনে বড়ো একটা আফ্সোস র'য়ে গেল; ভাষা না জানা, পদণ্ডদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা কইতে না পারা—এটা একটা অভেদ্য প্রাচীর।—পদণ্ডদের পাশে ব'সে তাঁদের অনুষ্ঠান দেখ্ছি, এই অবস্থায় বাকে আর সুরেন-বাবু আমাদের ছবি নিলেন। পদণ্ড ওক খর্বকায় ব্যক্তি, গৌরবর্ণ সৌষ্ঠবশালী চেহারা; আর পদণ্ড বয়ন্ জিলান্তিক্ লম্বা পাতলা শ্যামবর্ণের ব্যক্তি, হঠাৎ তাঁর চেহারা দেখে ততটা শ্রদ্ধা হয় না।

রাজা আমায় একখানি হাতে-আঁকা ছবির বই উপহার দিলেন। হল-ঘরে তাঁর বৈঠকখানায় টেবিলের উপরে একখানা বই ছিল—সাধারণ ফুল-স্ক্যাপ কাগজের সমস্তটা জুড়ে তাঁরই চিত্রকরের হাতের আঁকা তুলি-টানা রেখাচিত্রের বই, বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে কিরাতার্জুনীয়ের ছবি খান ষাটেক এই বইতে আছে। প্রথম চিত্রে প্রভামণ্ডল-বেষ্টিত ইন্দ্র চারজন অপ্সরাকে পাঠাচ্ছেন অর্জুনের তপোভঙ্গ ক'র্তে, তার পরের চিত্রগুলিতে অপ্সরাদের আগমন, আর স্নান আর বেশভূষা ক'রে প্রস্তুত হওন; তার পরের কতকগুলি চিত্রে যোগাসনে

উপবিষ্ট অর্জুনের মন টলাতে অপ্সরাদের বিফল চেষ্টা; অপ্সরাদের ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে দেবরাজের কাছে প্রত্যাবর্তন; ইন্দ্রের তখন শিবের কাছে যাওয়া; বরাহ-মূর্তি ধ'র্‌বে যে দৈত্য, তার অর্জুনের তপোভূমির কাছে আগমন, বিরাট্ বরাহ-মূর্তি ধারণ, অর্জুনের বাণদ্বারা এই বরাহকে আঘাত, কিরাতবেশী শিবের আগমন, অর্জুনের সঙ্গে কলহ আর যুদ্ধ আর শেষে শিবের পাশুপত অস্ত্র দান; তারপরে ইন্দ্র-কর্তৃক অর্জুনের নিকটে দূতপ্রেরণ, আর ইন্দ্রের কাছে অর্জুনের গমন। এই সমস্ত বিষয়ে অনেকগুলি ছবি। পরেকার ঘটনারও কতকগুলি ছবি এই বইয়ে আছে—সে ঘটনাগুলি সংস্কৃত মহাভারত থেকে একটু পৃথক্। সংস্কৃত মহাভারতে আছে, অর্জুনের সাহায্যে ইন্দ্র নিবাত-কবচ নামে কতকগুলি রাক্ষসকে সংহার করেন—ব্যস্; তার পরে অর্জুনের মর্তে পুনরাগমন। দ্বীপময়-ভারতে 'নিবাত-কবচ' নামটি নিয়ে Noto Kuwatja 'নত কুবচ' Kwotjo বা 'ক্বচ' অর্থাৎ 'নাথ বা রাজা কুবচ' ব'লে এক অসুর-রাজের কল্পনা করা হ'য়েছে; এই অসুরকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য ইন্দ্র অর্জুনের পরামর্শ আর সাহায্য চান। স্বর্গে সুপ্রভা নামে একজন অপ্সরা অর্জুনের প্রেমের পাত্রী হন; অর্জুনের পরামর্শে, সুপ্রভা 'নত-ক্বচ'কে মোহাবিষ্ট কর্‌বার জন্য অসুর-রাজের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন, 'নত-ক্বচ' সুপ্রভাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে,—আর পরে সুপ্রভার ইঙ্গিতে অর্জুন এসে অসুরকে সংহার ক'র্‌লেন। তারপরে অর্জুন সুপ্রভাকে নিয়ে দেবরাজের কাছে ফিরে এলেন, ইন্দ্র খুশী হ'য়ে সুপ্রভাকে অর্জুনের হাতে সমর্পণ ক'র্‌লেন। ছবির বইখানিতে নিবাত-কবচ সংহার কর্‌বার জন্য অর্জুন আর সুপ্রভা ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্‌ছেন, তারপরে সুপ্রভা নিবাত-কবচের সাম্‌নে উপস্থিত হ'য়েছেন, নিবাত-কবচের আদেশ মতো এক পরিচারিকা সুপ্রভাকে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে—এই পর্যন্ত কতকগুলি ছবি আছে। এই বইখানি আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে রাজার বৈঠকখানায় ব'সে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখি। রাজা তখনি এটি আমায় দিতে চাইতে, আমি একটু ফাঁফরে পড়ি। কিন্তু যখন তিনি জানালেন যে, প্রতিদানে ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে রামায়ণ আর মহাভারত পাঠিয়ে' দিলে তিনি খুশী হবেন, তখন দ্রেউএস্ আর বাকের পরামর্শে রাজার এই দান আমি গ্রহণ করি। রাজা বইখানির উপরে রোমান-মালাইয়ে তাঁর আর আমার নাম লিখে দিলেন, আর বইখানি যে তৎকর্তৃক উপহৃত তাও লিখে

দিলেন। এই ছবির বইখানি আমার বলিদ্বীপ-ভ্রমণের একটি অমূল্য স্মারক হিসাবে আর বলিদ্বীপের চিত্রশিল্পের একটি অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আমার কাছে আছে। পরে দেশে ফিরে এসে আমি রাজাকে আমার প্রতিশ্রুত বই পাঠিয়ে' দিই—রাজা সংস্কৃত বুঝ্‌বেন না, তা নাগরীতেই হোক বা বাঙলা অক্ষরেই হোক—আর সংস্কৃত মহাভারত দুর্লভ গ্রন্থ—তাই 'প্রবাসী' কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলা কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠিয়ে' দিই; বই দু'খানিতে রোমান মালাইয়ে এগুলি যে সংস্কৃত নয়, বাঙলা অনুবাদ, তাও লিখে দিই। রামায়ণ আর মহাভারতের এই দু'টি সংস্করণ নন্দলাল বসু প্রমুখ আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের আঁকা রঙীন ছবিতে ভরা—এই ছবিগুলি বলিদ্বীপের হিন্দু রাজার পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে অনুমান ক'রে, বই পাঠাই; ছবিগুলির নীচে যথাজ্ঞান মালাই ভাষায় তাদের আশয় লিখে দিই। সঙ্গে অন্য বইও দুই-একখানা পাঠাই। (এই রকম রামায়ণ মহাভারত বলিদ্বীপে অন্যত্রও পাঠিয়েছিলুম)। আর অভিধান আর ব্যাকরণ দেখে দেখে তৈরী ক'রে-ক'রে মালাইয়ে একখানি চিঠিও রাজাকে লিখি। পরে রাজার কাছ থেকে তার উত্তরও পাই। ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত-সিলভ্যাঁ লেভি আর দু-একজন বাঙালী ভ্রমণকারী যাঁরা পরে বলিদ্বীপে কারাঙ্-আসেমে যান, রাজা তাঁদের আমার পাঠানো এই রামায়ণ আর মহাভারত দেখিয়েছেন শুনেছি।

আজ বিকালে কবি কারাঙ্-আসেম্ থেকে বিদায় নিলেন। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ ব্যবস্থা ক'রেছেন, কবি মধ্য-বলীতে পাহাড়-অঞ্চলে Tampak-Sering 'তাম্পাক্-সেরিঙ্' ব'লে একটি অতি সুন্দর নির্জন আর ঠাণ্ডা জায়গায় থাক্‌বেন। কারাঙ্-আসেমে তাঁর আরও দু'দিন থাক্‌বার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর শরীরে আর বইছে না ব'লে, তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল। বিকাল পাঁচটায় কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ আর সুরেন-বাবুর সঙ্গে কবি যাত্রা ক'র্‌লেন। আমরা অর্থাৎ বাকে-দম্পতী, দ্রেউএস্, আর আমি, আর দু'টো রাতের জন্য কারাঙ্-আসেমেই র'য়ে গেলুম॥

॥ ১১ ॥

বলিদ্বীপ—বেসাক্কিক্-এর পথে

২৯এ আগস্ট ১৯২৭, সোমবার

পূর্ব-বলীতে পাহাড়ে' অঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় কতকগুলি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি অতি বিখ্যাত, আর খুব প্রাচীন। স্থানটির নাম Besakkik 'বেসাক্কিক্' (বা 'বেসাক্কিঃ')। আমাদের স্থির হ'য়েছিল যে, আমরা কয়জনে মন্দির দেখে আস্‌বো। খানিকটা পথ মোটরে যাওয়া যাবে, তারপর হয় হেঁটে, না হয় টাট্টুতে ক'রে। মন্দির যে কতটা দূরে, সে সম্বন্ধে কারো ধারণা ছিল না। চড়াই উতরাই পথ। কোপ্যারব্যার্গ্ আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, জায়গাটা খুব দূর নয়; তবে তিনি নিজে কখনো সেখানে যাননি। পরে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ ক'র্‌লুম যে বেশ দূর পথ, আর জায়গায়-জায়গায় কষ্টকর পথ-ও বটে। সকাল সাড়ে-সাতটায় প্রাতরাশের পরে আমরা পাঁচজনে যাত্রা ক'র্‌লুম—স্ত্রী-পুরুষে ডচ্ তিন জন, আর ভারতীয় আমরা দু'জন। আমাদের পরনে ছিল ধুতি পাঞ্জাবি। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে মোটরে ক'রে চড়াই পথে আমরা চ'ল্‌লুম—পাহাড়ের গায়ে থরে-থরে ধানের খেতের পাশ দিয়ে, প্রচুর বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে, পাহাড় ব'য়ে এঁকে-বেঁকে আমাদের রাস্তা। আর সর্বত্র-ই বলিদ্বীপের লোকদের গতায়াত। Selat 'স্লাৎ' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌছুলুম, শুন্‌লুম তারপরে মোটরে যাবার পথ আছে, কিন্তু সে পথ ভালো নয়। আমাদের মোটরওয়ালা আরও উত্তরে Moentjang 'মুন্‌চাঙ্' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌছুল', তখন বেলা নটা হবে। তারপরে আর মোটর যাবে না। স্থানটিতে একটি বড়ো বাজার আছে, ইট আর পাথরের ঘর-বাড়ি অনেক আছে। এখানে টাট্টুই বেশী চলে দেখ্‌লুম, মাল-রত্র সব টাট্টুর পিঠে ক'রে নিয়ে যায়। বাজারে একটু ঘুরে বেড়ালুম—বাজারটি কারাঙ্-আসেমেরই মতন। মেয়েদের কানের জন্য পাকানো তাল-পাতার আর কালো কাঠের গোঁজ বিক্রী হ'চ্ছে দেখ্‌লুম। কিছু ফল কেনা গেল, আর 'সালাক' ব'লে একরকম ফল চোখ

দেখা গেল—আনারসের মতন। আমাদের নিয়ে যাবার জন্য টাট্টুর খোঁজ ক'র্‌লুম, কিন্তু শুন্‌লুম এত তাড়াতাড়ি টাট্টু পাওয়া মুশ্‌কিল; আর স্থানীয় লোকেরা ব'ল্‌লে যে পথ তো খুব দূর নয়, হেঁটেই দেখে আস্‌তে পার্‌বেন। একটি ছোক্‌রা সঙ্গে জুট্‌ল, মুন্‌চাঙে তার বাড়ি, সে বেসাকিক্-এর পথ জানে, প্রদর্শক হ'য়ে আমাদের দেখিয়ে' আন্‌বে। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো অনুমান ক'রে আমরা বেরোলুম। গাঁয়ের বাইরে এসেই পর্বত-সঙ্কুল স্থানে একটি ছোটো নদী পেলুম—বেশ তোড়ের সঙ্গে চ'লেছে। নদীটার মাঝে চাবড়া চাবড়া পাথর প'ড়েছে, তার পাশ দিয়ে তর-তর শব্দে প্রচুর ফেনা আর জলের ছিটে তুলে নদী ছুটেছে। নদীর ধারে আর মাঝে চটান পাথরের উপরে ব'সে মেয়ের দল নাইছে, কাপড় কাচ্‌ছে; গ্রামের লোকে আস্তে-আস্তে নদী পেরোচ্ছে, টাট্টু পার ক'র্‌ছে। চারিদিকে পাহাড়, আর উঁচু পাহাড়ের গা কেটে-কেটে ধানের খেত্‌। নদী পেরোতে আমাদের ঝঞ্ঝাট হ'ল না; আমাদের ধুতি মাল-কোঁচা ক'রে পরা, জুতো খুলে হাতে ক'রে নিয়ে বেশ সহজেই ওপারে গিয়ে উঠ্‌লুম। কিন্তু বাকের, বাকে-পত্নীর আর দ্রেউএস্-এর হ'ল বিপদ্—জুতো খোলো, মোজা খোলো, পেণ্টুলেন আর স্কার্ট গোটাও, আবার ওপারে গিয়ে পা মুছে মোজা জুতো পরো। দ্রেউএস্ আর ধীরেন-বাবু আগে-আগে আমাদের সেথো বা পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে-সঙ্গে চ'লে গেলেন, আমি পিছনে বাকেদের সঙ্গে রইলুম। বেচারীরা বড় মুশ্‌কিলে প'ড়্‌ল, খানিক পরে পাহাড়ের গায়ে ধানের খেতের মধ্যে গিয়ে। খেতের আ'লের উপর দিয়ে যেতে হ'ল। আমার পক্ষে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই—দিব্যি খালি-পায়ে জুতো হাতে ক'রে আ'লের কাদার উপর দিয়ে যেতে লাগ্‌লুম; বাঁ দিকে এক-গোড়ালি আর কোথাও বা হাঁটুর কাছাকাছি পর্য্যন্ত জলে কাদায় ভরা ধানের এক থর খেত্‌, আর ডানদিকে তার চাইতে নীচু থর, হাত দুই আড়াই নীচু,—একটু পিছ্‌লে প'ড়্‌লেই হয় এদিকে নয় ও-দিকে প'ড়ে জলে আর কাদায় অন্ততঃ হাঁটু পর্য্যন্ত মাখামাখি হ'য়ে যাবে, যদি আছাড় না-ও খাই। আমার হাতে একটি বেশ শক্ত বাঁশের ছড়ি ছিল—ছোটো-খাটো লাঠি ব'ল্‌লেই হয়—বিন্ধ্যাচল থেকে আনা, বিজয়গড়ের বাঁশের তৈরী, আর শিশির, রোদ্দুর, তেল, আর রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকানো,—পাহাড়ে বেড়াবার পক্ষে বেশ; বাকেদের সেটি দিলুম। কিন্তু তাতে কী হয়—দু'-চার বার বেচারীদের খেতের কাদায়

গোড়ালি ডুবিয়ে’ নামতে হ’ল। ধানের খেতের আ’ল দিয়ে খানিক ক্ষণ গিয়ে আবার চড়াই,—আবার সেই পাহাড়ী নদীটি ২।৩ বার পার হওয়া। এখানটায় পথটা একটু কষ্টকর, কিন্তু পাহাড়ে’ হাওয়ায় আর চমৎকার দৃশ্যে কষ্ট আমাদের ততটা লাগ্‌ল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি সুন্দর। নদীটি উপল-বিষম আকা-বাঁকা খাত দিয়ে ত্বরিত গতিতে চ’লেছে, কোথাও-কোথাও বা বিশাল শিলা-খণ্ডে বাধা পেয়ে সফেন গর্জন সেই বাধাকে ঘিরে উপহাস ক’রে কাটিয়ে’ যেন নৃত্যছন্দে যাচ্ছে; এক একটি শিলাস্তূপ থাকায় নদীর গতিবেগকে যেন বাড়িয়ে’ দিয়ে আরও সুন্দর ক’রে তুলেছে। এ স্থানে লোক-সমাগম কম; অনেকক্ষণ ধ’রে চ’লে-চলেও জন-মানবের সঙ্গে দেখা হয় না; শুধু পায়ে-চলা পথ ধ’রে যাচ্ছি, কখনও-কখনও দূরে উঁচু চড়াইয়ে অগ্রগামী বন্ধুদের দেখ্‌তে পাচ্ছি; আর বাকে-দম্পতী কিঞ্চিৎ পশ্চাতে। এক জায়গায়, নদী শেষ বার পেরোবার সময়ে, নদী-গর্ভস্থ প্রকাণ্ড গোলাকার উঁচু একখণ্ড শিলা অতিক্রম ক’রেই দেখি, নদীর জল চারিদিকে শিলা-বেষ্টিত একটি স্বাভাবিক কুণ্ডের মতো স্থলে জমা হ’য়ে, চমৎকার একটি স্নানাগারের সৃষ্টি ক’রেছে; আর সেখানে শিলাসনের ধারে পরিধেয় পরিত্যাগ ক’রে, আবক্ষ জলে স্নান-নিরতা দুটি বলিদ্বীপের তরুণী। বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে এরা আমার দিকে চেয়ে রইল—এদের চোখে আদিম যুগের, সত্য যুগের সারল্য। চকিতের মতো আমার মনে গ্রীকপুরাণোক্ত দেবকন্যাগণ-সহ নগ্না স্নান-নিরতা বনচারিণী কুমারী দেবী Artemis আর্‌তেমিস্ আর মৃগয়ার্থ বনে আগত শ্বগণ-পরিবেষ্টিত যুবক Aktaion আক্তাইওন্-এর কাহিনী মনে এল’। আমি নদী পার হ’তে-হ’তেই বাকে-দম্পতী সেখানে এসে প’ড়্‌লেন, তাঁদের চোখেও প্রাচীন গ্রীক পুরাণের কল্পলোকের উপযুক্ত এই জীবন্ত চিত্রটি এড়াল’ না।

চড়াই উতরাইয়ের পথ ছেড়ে, একটি পাহাড়ের শ্রেণী এই ভাবে পেরিয়ে’, আমরা খানিকটা সোজা পথ পেলুম। মাঝে একটি গ্রাম প’ড়্‌ল, সেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা হ’ল। আশে-পাশে খুব না’রকল গাছ; আমাদের তেষ্টাও পেয়েছে। কতকগুলি লোককে স্থানীয় লোক ব’লে মনে হল,—এরা আমাদের চারিদিকে ভীড় ক’রে দাঁড়াল’, এদের কাছে ডাব খেতে চাইলুম। দু’টো ডাব পেড়ে এনে একটা ছোটো ভোজালির মতন অস্ত্র দিয়ে মুখ কেটে আমাদের খেতে দিলে। হাত মুখ ধোবার দরকার হওয়ায় আমাদের সাম্‌নেই

একটি চাষীর বাড়িতে গিয়ে জল চাইলুম—বাড়ির ভিতরে উঠানে কতকগুলি শূওর বেড়াচ্ছে, মুর্গী চ'র্ছে, একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডেকে পালিয়ে' গেল। আঙিনার মাঝে বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে উঁচু দাওয়ার উপরে কতকগুলি ঘর। একটি বৃদ্ধা আর দু'টি কম-বয়সী মেয়ে বেরিয়ে' এল'—দু'জন ইউরোপীয়, একজন ইউরোপীয় মেয়ে, আর অজ্ঞাত দেশের অধিবাসী আমাদের দু'জনকে দেখে একটু তটস্থ হ'য়ে গেল। ফ্রেউএস্ মালাইয়ে ব'ল্তে, আমাদের একটি মাটির-হাঁড়িতে ক'রে জল আর একটা না'রকল মালা দিলে; হাত-মুখ ধুয়ে, ধন্যবাদ দিয়ে, আমরা বেরিয়ে' এলুম। ডাব দুটি প্রকাণ্ড; আমরা দু'জন বাঙালী মিলে একটির জল শেষ ক'র্তে পার্লুম না; ডাবের শাঁসটুকু বাদ দিলুম না, খুব মিষ্টি ডাব। অল্প দু-চার পয়সা দাম নিলে।

এর পরে আমরা যে পথ পেলুম, সেটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে—সরু মানুষ-চলা পথের দু'ধারে খালি সুন্দর সুন্দর বাগান-বাড়ি। এ পথটিও অনেকটা লম্বা। তারপরে আবার চড়াই উতরাই—এক জায়গায় খাড়াই এত উঁচু আর এত পিছল যে, ফির্তি পথে উতরাইয়ের সময়ে আমাদের পা ঘষ্‌টে'-ঘষ্‌টে', কতকটা ব'সে-ব'সে চ'ল্তে হ'য়েছিল। এই চড়াই উতরাইয়ের সময়ে আমরা আবার পাহাড়ের মধ্যে সামান্য ঢল-যুক্ত বেশ খানিকটা খোলা জমি পেলুম—ঘাসে ভরা কতকটা, কতকটা ধানের খেত্। এই হাঁটা-পথ দিয়ে আমরা চ'লেইছি—পথে যাকে জিজ্ঞাসা করি, বেসাক্কিক্ কত দূর,—জবাব পাই—বেশী দূর নয়; এ সেই উড়িষ্যার 'পোয়া-বাট'-র মতন। বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে, সকলের খিদেও পেয়েছে; পথে একজন স্ত্রীলোক একটি ঝুড়িতে কলা নিয়ে বিক্রী ক'র্তে ব'সেছে—দূরে দূরে খেতে যারা কাজ ক'র্ছে তাদেরই জন্য। আমরা কতকগুলি কলা কিন্‌লুম; যদিও কলাগুলি অপুরুষ্ট কাঁচা-কাঁচা ছিল, তাই আমরা সানন্দে খেতে-খেতে চ'ল্‌লুম। সাড়ে-বারোটা বেজে গিয়েছে, একটা বাজে-বাজে, এমন সময়ে হঠাৎ সাম্‌নে, খুব দূরে একটা ঢল জমি পেরিয়ে' কতকগুলি অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায় ইমারতের ছাত আর নেপালী মন্দিরের মতো মন্দিরের মেরু বা চূড়া দেখা গেল; মন্দিরের সাম্‌নে একটি গ্রাম, গ্রামের সংলগ্ন সবুজে ভরা ক্ষেত। আমরা বেসাক্কিক্-এর কাছে এসে পৌছুলুম॥

॥ ১২ ॥

বলিদ্বীপ—বেসাক্কিক্‌-এর মন্দির দর্শন

বেসাক্কিক্‌-এর মন্দিরগুলি পাশা-পাশি একাধিক সুখারোহ ঢালু পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। গ্রামের কাছে এসে, মাঝে নাতি-নিম্ন উপত্যকা, তার ওপারে পাহাড়ের উপর মন্দিরগুলির panorama বা সাকল্য-দৃশ্য বেশ চমৎকার লাগ্‌ল। আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে প'ড়্‌লুম। গ্রামের বাইরে একটা উঁচু জায়গায় একটি সরকারী আপিস-বাড়ি দেখে, সে দিকে অগ্রসর হ'লুম। ইটের পোতায় দরমার বেড়া, আর খড়ের চালের বাড়ি। সেখানে পৌঁছে দেখি, বলিদ্বীপের সরকারী অরণ্য-বিভাগের একটি আপিস, এখানে একজন যবদ্বীপীয় ফরেস্ট্‌-অফিসার সস্ত্রীক থাকেন। ইনি আমাদের দেখে স্বাগত ক'র্‌লেন। এঁর আপিসে খানিকক্ষণ ব'সে আমরা শ্রান্তি দূর ক'র্‌লুম। আর অতি বিনয়ী ফরেস্ট্‌-অফিসারটি কী ক'রে তিনজন ডচ্‌ ভদ্র ব্যক্তির আর আমাদের সমাদর ক'র্‌বেন, তা যেন ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর স্ত্রী আমাদের জন্য চা ক'রে দিলেন, টিনের দুধ মেশানো পাতলা চা—আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে সাদরে পান ক'র্‌লুম। এখানে পাসাংগ্রাহান্‌ ছিল না, তাই বেলা একটা হ'য়ে গেলেও, আর জঠরাগ্নির দহন বিশেষ রকম অনুভূত হ'লেও, বাধ্য হ'য়ে 'লঙ্ঘন' দিতে হ'ল। আপিস-বাড়িটির বারান্দায় ব'সে-ব'সে, উত্তরে পাহাড়ের গায়ে বেসাক্কিক্‌ গ্রামটি আর গ্রামের উপরে পাহাড়ের মাথায় মন্দিরগুলি খানিকক্ষণ ধ'রে আমরা দেখ্‌লুম। সমস্তটায় মিলে অতি মনোহর দৃশ্য-পটের সৃষ্টি ক'রেছিল। একটি সরু পাহাড়ে' পথ উপত্যকায় নেমে গিয়েছে, তার পরে গ্রামে গিয়ে পৌঁছেচে। গ্রামে থাক-থাক ঘর-বাড়ি, গাছপালার আড়ালে-আড়ালে দেখা যাচ্ছে। একটি তামাকের খেতের মধ্যে দিয়ে আর আশ-পাশ দিয়ে, রাজ্ঞীর মতো মনোহর-গতিশালিনী উজ্জ্বল রঙের 'কাইন্‌' বা কটি-বস্ত্র প'রে কতকগুলি তন্বী তরুণীকে চলা-ফেরা ক'র্‌তে দেখ্‌লুম। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌ছে, তার দরুন একটা আব্‌ছা-আব্‌ছা ভাব যেন দূরের গাছ-পালা বাড়ি-ঘর পাহাড়-পর্বত আর বায়ু-মণ্ডলকে ভ'রে রেখেছে।

আমরা পাহাড়ে' রাস্তা ধ'রে গ্রামে এসে পৌছুতে-পৌছুতে, একজন দু'জন ক'রে অনেকগুলি স্থানীয় লোক আমাদের সঙ্গ নিলে। বলিদ্বীপীয়েরা বেশ স্বাধীনচেতা, ইউরোপীয়দের দেখে এরা ভয় পায় না। অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে এরা আমাদের পাছু-পাছু চ'ল্‌ল। দুই-একজন সাহসী হ'য়ে মালাইয়ে স্রেউএস্‌কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আমরা কে, কোথা থেকে আস্‌ছি। স্রেউএস্ তাদের ব'ল্‌লেন যে তাঁরা ডচ্ সরকারী লোক, আর আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে' দিয়ে ব'ল্‌লেন যে এঁরা হ'চ্ছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত, একজন ব্রাহ্মণ, আর একজন ক্ষত্রিয়। ভারতবর্ষ কী আর কোথায়, আর সেখানে লোকে 'বলিদ্বীপের ধর্ম' মানে, এই কথা শুনে ঐ লোকগুলির ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। বেশ ভব্য চেহারার শ্যামবর্ণ লোক একজন এসে পরিচয় দিলে, সে বেসাক্কিক্-মন্দিরের একজন Pamangkoe 'পামাঙ্কু' বা নিম্নশ্রেণীর পুরোহিত। আমরা মন্দির দেখ্‌তে আস্‌ছি শুনে, সে ব'ল্‌লে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, তবে মন্দিরের অন্যতম প্রধান পুরোহিত একজন পদণ্ডর বাড়ি থেকে মন্দিরের চাবি নিয়ে আস্‌তে হবে। মন্দির চল্‌তি পথের বাঁ দিকে একটি রাস্তা ধ'রে খানিকটা গিয়ে পদণ্ড-মহাশয়ের বাড়ি ; পামাঙ্কুটি আমাদের সেখানে নিয়ে গেল, সঙ্গে চ'ল্‌ল এই কৌতূহলী মেয়ে আর পুরুষের দল। পদণ্ড-মহাশয় তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর বাড়ির মেয়েরা বেরিয়ে' এল', তারা পামাঙ্কুর হাতে চাবির গোছা দিয়ে দিলে। এই পামাঙ্কুরা জা'তে শূদ্র হয়। স্রেউএস্-এর কাছে শুন্‌লে যে আমি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ—বেদ অধ্যয়ন ক'রেছি এমন পদণ্ড, অনেক মন্ত্র জানি—এরা বিস্ময় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে ধুতি-পরা আমাদের চেহারার প্রতি নেত্রপাত ক'র্‌তে লাগ্‌ল। সকলে আবার মালাই জানে না ; যারা জানে, তারা আর সকলকে বুঝিয়ে' দিতে-দিতে চ'ল্‌ল। পামাঙ্কুটির সঙ্গে আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে আমিও যথা-সম্ভব আলাপ জুড়ে দিলুম। এইরূপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই, পথে ছোটো-ছোটো দু'-চারটে মন্দির পেরিয়ে', শেষে বড়ো মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হ'লুম। বাকে কামেরা বা'র ক'রে ছবি নিতে লাগ্‌লেন। মন্দিরের তোরণ-দ্বারের কাছেই, বাইরে ছোটো-ছোটো কতকগুলি মন্দির আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ব'য়ে, প্রথম তোরণ পার হ'য়ে, একটা চাতাল, তারপরে আবার সিঁড়ি ব'য়ে তার উপরে চাতাল। দ্বিতীয় চাতালটি পাহাড়ের মাথায়। এটি বেশ চটান, প্রশস্ত

জায়গা নিয়ে—চারি দিকে পাথরের দেয়ালে ঘেরা, ভিতরে পাথর ইট আর কাঠের অনেকগুলি মন্দির আর প্রকোষ্ঠ আর অন্য ইমারত। যে মন্দিরের মধ্যে দেবতার বিগ্রহ রেখে পূজা হয় তাকে 'মেরু' বলে—নেপালী মন্দিরের মতন থাকে-থাকে মেরুর ছাত ওঠে। মন্দির-চত্বরের ভিতরে কতকগুলি মেরু আছে, আর কতকগুলি অন্য ঘর আর আটচালা আছে। দেবতাদের ভোগ সাজিয়ে' রাখ্‌বার জন্য খুব-খোদাই-কাজ-করা পাথরের তিনটি উঁচু বড়ো-বড়ো বেদি—সিঁড়ি লাগিয়ে' উঠে তবে সেগুলির উপরে ভোগ আর নৈবেদ্য তুলে রাখ্‌তে পারা যায়। বেদি তিনটির একটি ব্রহ্মার, একটি বিষ্ণুর, আর একটি শিবের। বেদিগুলির আকার কতকটা যেন সিংহাসনের মতো। বেসাক্কিক্-এর মন্দির একটা পীঠ-স্থানের মতন জায়গা শুনেছিলুম; ভেবেছিলুম, কত না ভীড় দেখ্‌বো, আমাদের দেশের তীর্থ-স্থানে যেমন তীর্থ-যাত্রী পুরোহিত দোকানী পসারী দেখা যায়, নানা রকম স্থানীয় হাতের কাজ পাওয়া যায়, এখানে সেই রকম কিছু দেখা যাবে। কিন্তু সে সব কিছুই নেই, সব খালি। কেবল আমাদের সঙ্গে যে কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদেরই ভীড়; আর মন্দিরের ভিতরে দু'-চার জন ব'সে ছিল। এদেশের রীতি তখন বুঝ্‌লুম—বিশেষ পর্ব-দিন ভিন্ন মন্দির একরকম পরিত্যক্তই হ'য়ে থাকে, দৈনন্দিন পূজা-অর্চনাও হয় না। আমরা বিপুলায়তন মন্দির-চত্বরের Bale Agoeng 'বালে আগুঙ্' বা বস্‌বার জন্য কাঠের তৈয়ারী মাচা-যুক্ত আটচালার আর মেরুগুলির পাশে-পাশে ঘুরে বেড়ালুম। একটু দূরে পুব দিকে আর একটি ঢালু-গা পাহাড়ের উপরে আরও কতকগুলি মন্দির দেখ্‌তে পেলুম।

সঙ্গের পামাঙ্কুটিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, roepa-roepa Dewa 'রূপা রূপা ডেওআ' অর্থাৎ দেব-রূপ বা দেবতাদের সব মূর্তি কোথায়? মন্দির-চত্বরের এক কোণের দিকে একটা কাঠের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল; ঘরটার ভিতরে আর বাইরে কতকগুলি পাথরে-কাটা মূর্তি ভগ্নাবস্থায় র'য়েছে, কতকগুলি একেবারে টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে গিয়েছে, টুক্‌রোগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; আর কতকগুলি অনেকটা ভালো অবস্থায়; bas-relief বা শিলা-ফলকে বা শিলা-খণ্ডে খোদিত মূর্তি, পূরো কুঁদে বা কেটে বা'র করা নয়—ঘরের ভিতরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। অযত্নে রাখার দরুন, আর স্বাভাবিক কারণে ক্ষ'য়ে গিয়ে আর প'ড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার দরুন, মূর্তিগুলির এই দশা। মূর্তিগুলি, উড়িষ্যার

মন্দিরের গায়ে যেমন দেড়-হাত দু'-হাত সব মূর্তি থাকে, সেই ভাবের। কতকগুলি পুরুষ-দেবতার, কতকগুলি দেবীর; প্রাচীন যবদ্বীপীয় ধরনের কাজ ব'লে মনে হ'ল। শিব আছেন, বিষ্ণু আছেন, আর দুর্গা আছেন ব'লে মনে হ'ল। এ মূর্তিগুলির পূজা হয় না, প্রাচীনকালে হয়-তো এখানে কেউ এনে রেখে থাক্‌বে, তাই এমনি অযত্নে প'ড়ে আছে। বলিদ্বীপের মন্দির-গঠন-প্রণালী যবদ্বীপের বা ভারতবর্ষের প্রণালী থেকে আলাদা, পাথরের বিরাট্ মন্দির যবদ্বীপ আর ভারতে যেমন পাওয়া যায়, তেমন বলিদ্বীপে অজ্ঞাত; তাই মূর্তিগুলিকে কোথাও দেয়ালে লাগিয়ে' রাখা যায় নি।

আমরা দেব-মন্দিরে বিগ্রহ দেখ্‌তে চাইলুম। শুন্‌লুম, কতকগুলি পিতলের মূর্তি আছে, সে-সব মূর্তি উৎসব বা পর্ব-দিবস উপলক্ষ্যে বা'র করা হয়। কিন্তু সেগুলি অতি পবিত্র জিনিস, স্বয়ং পদণ্ড-ঠাকুর ছাড়া আর কেউ সে মূর্তি স্পর্শ কর্‌বার অধিকারী নন। এত দূরে এসেছি, মূর্তিগুলি না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না;—বিশেষতঃ আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মণ, আমার সম্বন্ধে আপত্তি খাটতে পারে না। দ্রেউএস্ আর বাকেদের-ও এই সুযোগে মূর্তি দেখ্‌তে আপত্তি নেই। দ্রেউএস্ তখন পামাঙ্কুকে ব'ল্‌লেন, কুছ পরোয়া নেই, খাস ভারতবর্ষের পদণ্ড উপস্থিত, ইনি দেবার্চনায় অধিকারী, এঁকে দেখ্‌তে দাও। পামাঙ্কুটি কতকটা ইচ্ছায় কতকটা অনিচ্ছায় আঙিনার মধ্যে একটি মেরুর কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌লে, এই মেরুর ভিতরে মূর্তি আছে। ব'লে, চাবির গোছা থেকে একটি চাবি আলাদা ক'রে দেখিয়ে' ব'ল্‌লে যে, এই চাবি দিয়ে মেরুর দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুক্‌তে হবে। মেরুটি আর কিছু-ই নয়, উঁচু ইটের দাওয়ার উপরে কাঠের ছোট্ট একটি ঘর, দু-তিনটি ধাপ যুক্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ঘরের মেঝেয় উঠ্‌তে হয়; ঘরের চারিদিকে বারান্দা, ঐ পাদপীঠ-রূপে দাওয়াকে অবলম্বন ক'রে ঘরের কাঠের তৈরী ছাত, তার উপরে খড়ের চাল,—নেপালী মন্দিরের মতন, স্তরে-স্তরে বাইরে খড়ে-ছাওয়া কয় স্তর ছাজা বেরিয়ে' এসেছে। পামাঙ্কু শূদ্র ব'লে নিজে ঢুক্‌বে না, চাবি আমার হাতে দিলে; নীচে জুতো রেখে আমি মন্দিরের দাওয়ায় উঠ্‌লুম, ধীরেন-বাবুও উঠলেন; দ্রেউএস্, আর বাকে-দম্পতী, আর পামাঙ্কু, আর আমাদের সঙ্গের বলিদ্বীপীয় লোকেরা—সকলে মেরুর সাম্‌নে নীচে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে' রইল'। শিকল দিয়ে তলার চৌকাঠের সঙ্গে

দরজা তালা-বন্ধ ছিল; চাবি খুলে ঘরে ঢুকলুম। ছোট্ট ঘরটা, কাঠের মেঝে, দুই ধারে তক্তপোষের মতো উঁচু কাঠের মাচা; খালি দরজার সাম্‌নেটা ফাঁকা। একটু অন্ধকার লাগ্‌ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছাতা-ধরা ভাপসা গন্ধ নাকে এল'। কাঠের মাচাগুলি বহুদিনের সঞ্চিত ধূলোয় ভরা। মূর্তি কিন্তু নজরে প'ড়্‌ল না, তবে মাচা দু'টির উপরে বেতের তাল-পাতার আর তাল আর না'রকল বাল্‌দোর কতকগুলি চুবড়ি দেখ্‌লুম। বাইরে থেকে দ্রেউএস্ পামাঙ্কুর কথা-মতন আমায় ব'ল্‌লেন যে, চুবড়িগুলিতে মূর্তি আছে। একটি, দু'টি চুবড়ি খুলে দেখি, তার ভিতর সাদা আর লাল রঙের পুরোহিতদের পূজার কাপড় সব র'য়েছে—একটু ছাতা-পড়া দাগ লেগেছে কতকগুলি কাপড়ে; আর র'য়েছে স্ফটিক, কাঠ আর বীজের মালা, আর চওড়া সাদা জবীর গাত্র-বন্ধ—ফিতার মতন যা গায়ে জড়িয়ে' পুরোহিতেরা পূজায় বসেন। এগুলি নাড়া-চাড়া ক'র্‌তে-ক'র্‌তে ধূলোয় হাত গা সব ভ'রে গেল। শেষে তাস্রের বাল্‌দোর একটি চুবড়ির ঢাকনি খুল্‌তে পাওয়া গেল—ভাঙা কলঙ্ক-ধরা পিতল আর তাঁবার টুক্‌রো এক রাশি—পুরাতন পূজার বাসন, ঘণ্টা প্রভৃতির ভগ্নাংশ এগুলি; আর তার মধ্য থেকে বা'র করা গেল গুটি চারেক পিতলের মূর্তি। মূর্তি কয়টি বিঘত-খানেক আকারের হবে; বেশ পরিষ্কার মাজা ঝক্‌ঝকে' তক্‌তকে' ব'লে বোধ হ'ল। দণ্ডায়মান রাজবেশী কোনও দেবতার মূর্তি, দেবী-মূর্তি ছিল না; বলিদ্বীপের প্রাচীন পিতলের কাজের চমৎকার নিদর্শন। পিতলের মূর্তিগুলির দুই ভুরুর মধ্যে একটি ক'রে রূপোর ফোঁটা-কাটা। ত্রিনয়ন দেখে এক মূর্তি শিবের ব'লে বোঝা গেল। (পরে আমি এই রকম দু'টি মূর্তি,—তবে সে দু'টির কাজ এত ভালো নয়,—সংগ্রহ ক'র্‌তে পেরেছিলুম—একটি Praboe 'প্রাবু' অর্থাৎ প্রভু বা রাজার, আর অন্যটি Dewi 'ডেউই' অর্থাৎ দেবী বা রানীর)। মূর্তিগুলি নিয়ে তাদের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ক'রে ধীরেন-বাবুকে দেখাচ্ছি—ধীরেন-বাবু দাওয়ার উপরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে'—বাইরে থেকে দ্রেউএস্ আর বাকে ইংরিজিতে ব'ল্‌লেন, মূর্তি বা'র ক'রে আম্বন, আমরাও দেখি। দু'টি মূর্তি ধীরেন-বাবু, আর দু'টি আমি হাতে ক'রে-নিয়ে এসে দাওয়ার ধারে পাশাপাশি সাজিয়ে' রেখে দিলুম।

যেম্‌নি মূর্তি দেখা, অম্‌নি লোকজন যারা জড়ো হ'য়েছিল তারা মাটিতে উবু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে, দু'হাতে মূর্তিগুলিকে প্রণাম ক'র্‌তে লাগ্‌ল। যুগপৎ

এতগুলো লোকের মূর্তিদর্শন-মাত্র এইভাবে ভক্তি দেখিয়ে' প্রণাম শুরু করাতে আমাদের একটু থম্‌কে যেতে হ'ল! পামাঙ্কু থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই উবু হ'য়ে ব'সে প্রণাম ক'র্‌ছে; ধীরেন-বাবু আর আমি দাওয়ায়, আর ডচ্ বন্ধুরা মূর্তির কাছে এসে দেখ্‌ছে; এমন সময়ে আমাদের পদপ্রদর্শক, মুন্‌চাঙ্ থেকে সেথো হ'য়ে এসেছিল যে ছোক্‌রা—সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে' উঠে তার-স্বরে বলিদ্বীপের ভাষায় আর মালাইয়ে উত্তেজিত ভাবে কী ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। তাতে দেখ্‌লুম যে সমাগত লোকেরা একটু যেন বিচলিত হ'য়ে প'ড়্‌ল, একটু ভীত আর উদ্বিগ্ন ভাবে উঠে দাঁড়াল', আর আমার প্রতি আর মূর্তিগুলির প্রতি তাকাতে লাগ্‌ল। দ্রেউএস্‌ও একটু যেন ভ'ড়্‌কে গিয়ে মালাইয়ে ছোক্‌রার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ব্যাপারটা বুঝ্‌লুম এই যে—ছোক্‌রা ব'ল্‌ছে, আমরা এসে এই যে পবিত্র দেব-মূর্তিতে হাত দিয়েছি, এতে আমাদের মহাপাতক হ'য়েছে—খালি পদণ্ডরা শুভদিন দেখে যে মূর্তিকে স্পর্শ করেন, আমরা কোথাকার কে এসে সে মূর্তিতে হাত দিলুম;—এতে দেবতারা রুষ্ট হবেন, আমাদের তো অশুভ হ'বেই, তা ছাড়া দেশেরও মহা অশুভ হবে। সব দেশেই ধর্ম-বিষয়ে ভীতু লোক আছে; এ কথা শুনে সমাগত লোকেদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য আরম্ভ হ'ল—অনেকে তখন রাগতো ভাবে, পামাঙ্কু আমাকে মূর্তি বা'র ক'র্‌তে দিয়ে কাজটা ভালো করেনি, এ কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। ছোক্‌রারও ধর্ম-ভাব বেড়ে উঠ্‌ল—সে আরও জোর-গলায় তার আপত্তির কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌ল; দ্রেউএস্ এদের মালাইয়ে 'সম্‌ঝাতে' চেষ্টা ক'র্‌লেন,—কিছু খারাপ বা অন্যায় হয় নি, খাস ভারতবর্ষের এত বড়ো একজন ব্রাহ্মণ আর পদণ্ড এসেছেন, তিনি মন্দিরে যদি দেব-মূর্তি না দেখেন তো দেখ্‌বে কে—দেবতারা কখনও রুষ্ট হবেন না, ইত্যাদি। কিন্তু গোলমাল থাম্‌তে চায় না। দেশটি নোতুন ডচেদের শাসনে এসেছে, দেশের লোকেদের প্রকৃতি জানা নেই, খামখা কি জানি কী ঝঞ্ঝাট বেধে যায়। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-দোষ এদেশে অজ্ঞাত, তবুও কে জানে, কি ভাবে নানা সংস্কার এদের মধ্যে কাজ করে। ডচ্ বন্ধুরা একটু উদ্বিগ্ন-ভাবে এই কথাগুলি আমায় ব'ল্‌লেন, আর মূর্তিগুলি যথাস্থানে রেখে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিতে ব'ল্‌লেন। আমিও একটু চিন্তিত হ'য়ে প'ড়্‌লুম। বলিদ্বীপের ধর্ম আমার-ই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের রূপান্তর মাত্র; আর দু'দিন ধ'রে পদণ্ডদের সঙ্গে মিশে যে হৃদ্যতার পরিচয় পেয়েছি,

তাতে ক'রে, হিন্দু ব'লে ব্রাহ্মণ ব'লে এখানেও একটা সহজ অধিকার আমার আছে, এই রকম একটা বোধ মনে এসে গিয়েছে—আমার সে অধিকারের দাবী আমি এই ছোক্‌রার চীৎকারেই বা ছাড়্‌বো কেন? রণে ভঙ্গ দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। দ্রেউএস্‌কে ব'ল্‌লুম—আপনি বলুন যে ইনি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র জানেন, ইনি ব'ল্‌ছেন কোন অমঙ্গল হ'বে না; আর তোমাদের বিশ্বাসের জন্য ইনি, দেবতারা যাতে অপরাধ না নেন, সেজন্য কতক'গুলি মন্ত্র আর স্তোত্র পাঠ ক'র্‌বেন, তাতে সমস্ত অমঙ্গলের ভয় কেটে যাবে। দ্রেউএস্‌ এই কথা ব'ল্‌তে, যার উপর দোষ প'ড়্‌ছিল, সেই পামাঙ্কু বেচারা আর মাতব্বর আর মুরুব্বি গোছের দু-চার জন লোক ব'ল্‌লে—এ বেশ কথা, উনি তাই করুন। অদ্ভুত পোষাক পরা ভারতবর্ষের এই ব্রাহ্মণ কি ভাবে মন্ত্র প'ড়্‌বেন, সে বিষয়ে হয়-তো এদের মনে একটু কৌতূহলও হ'য়েছিল। আমি তখন ধীরে-ধীরে মূর্তিগুলিকে উঠিয়ে' ঘরের মধ্যে যথাস্থানে রেখে দিলুম, তারপরে দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে, দাওয়া থেকে ভূঁয়ে নেমে, চাবি পামাঙ্কুর হাতে দিলুম। আমার মন্ত্র শুন্‌বে ব'লে সমাগত লোকেরা উৎসুক হ'য়ে দাঁড়িয়ে' রইল'। আমি মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে' জোড় হাত 'ওঙ্‌ নমঃ শিবায়', 'ওঙ্‌ নমো বিষ্ণবে' এই মন্ত্র বার কতক উচ্চারণ ক'রে, শিবের আর নারায়ণের ধ্যান, আর এ ছাড়া স্তোত্র যা-কিছু মনে ছিল, মায় জয়দেবের দশাবতার-স্তোত্র পর্য্যন্ত —উচ্চৈঃস্বরে একটু সুর ক'রে প'ড়ে গেলুম। আমার কথামতো দ্রেউএস্‌ এদের ব'ল্‌লেন যে 'দেবতা-স্তোত্র' পড়া হ'য়েছে, আর কোনও ভয় নেই। তারপরে আবার বেদপাঠ ব'লে গায়ত্রী মন্ত্র আর সন্ধ্যা-আহ্নিকের সূক্ত কতক-গুলি প'ড়্‌লুম। এদের ভয় গেল, সকলে আবার নিঃসংকোচে কথাবার্তা আরম্ভ ক'র্‌লে। খালি সঙ্গের পথ-প্রদর্শক ছোক্‌রাটি গোমড়া-মুখে রইল'।

মন্দিরে যা দ্রষ্টব্য তা তো ঘুরে-ঘুরে দেখা হ'ল; মাঝে এই ব্যাপারটি হ'য়ে গেল। এইবার ফেরা যাবে স্থির ক'রে, আমরা সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌লুম। পামাঙ্কুর কিন্তু ভয় কাটে নি। সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে-নাম্‌তে আবার কিছু স্তোত্র মন্ত্র পড়্‌বার জন্য দ্রেউএসের মারফৎ আমায় অনুরোধ ক'র্‌লে। আমি স্বীকার ক'র্‌লুম। উপরের মন্দিরের চত্বর থেকে নাম্‌বার বড়ো সিঁড়ির নীচে মন্দির-মুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে' আবার মন্ত্র-পাঠ ক'র্‌তে হ'ল। উত্তরে মন্দিরে যে-সব লোক ছিল, তাদের সরিয়ে' দিলে, মন্দিরের চত্বরে আর কেউ রইল' না। এদের

কাছে যা তা প'ড়ে দিলেই হ'ত ; মেঘদূতের শ্লোক আওড়ালেও চ'ল্‌ত, বাঙলা কবিতা বা গদ্য আউড়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না ; কিন্তু আমি জুয়াচুরি করিনি। জন-সাধারণ সব জায়গায় যেমন হ'য়ে থাকে, এরাও তেমনি দৈব-ভয়ে ভীত—এদের সব-চেয়ে পবিত্র দেব-বিগ্রহ অজ্ঞাত-কুলশীল লোকেদের এমনি ক'রে বিনা পরিচয়ে হাত দিয়ে নাড়ানাড়ি ক'র্‌তে দেওয়া, এদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী লোক তাদের মতে অন্যায় কার্য্য হবে বৈকি ; আর তাতে যে দেব-রোষ আস্‌তে পারে, এরকম ধারণা হওয়া তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমার মন্ত্র-টন্ত্র প'ড়ে আমার অধিকার প্রমাণিত ক'র্‌তে হ'ল ; কিছু বুঝ্‌লে না, তবে খুশী হ'ল যে একটা কিছু দাবী আমার আছে, আর বিশেষতঃ ডচ্ ভদ্রলোকেরা যখন আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে এদের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন। মন্দির থেকে চ'লে আস্‌ছি, দ্রেউএস্ ব'ল্‌লেন, যখন এদের মধ্যে মিছিমিছি এই গোলযোগের সৃষ্টি হ'য়েছে, তখন পদণ্ড ঠাকুরের সঙ্গে দেখা না ক'রে আমাদের ফেরাটা উচিত হবে না। আমরা যাচ্ছি, পামাঙ্কুটি আমাদের সঙ্গে র'য়েছে, পিছনে লোকেরা র'য়েছে,—এমন সময়ে পামাঙ্কু দু'হাত জোড় ক'রে একটু কাতর-ভাবে আমায় বলিদ্বীপীয় ভাষায় আর মালাইয়ে কী ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। ভাবটা এই যে যেন আমাদের ঠাকুর-দেখানোতে সত্যি-সত্যি কারো কোনও অনিষ্ট না হয়। পদণ্ডের বাড়িতে গেলুম, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি তখন ফিরেছেন। দু' দণ্ড আলাপ হ'ল। আমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় আমার শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা আর মন্ত্র আর স্তোত্রে আমার অসাধারণ দখল সম্বন্ধে সহজেই তাঁর সুদৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেল! তিনি, 'ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ', এইটুকু বুঝেই প্রথমটায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। সমাগত জনতাকে তিনি বুঝিয়ে' দিলেন, আমি একজন খাঁটি লোক—ভেল নেই। তাতে এদের মনে আর খট্‌কা বা বিরূপভাব কিছুই রইল না। পদণ্ডর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যবদ্বীপ জঙ্গল-বিভাগের কর্মচারিটির আপিসে এলুম, সেখানে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ ক'রে, বেলা আড়াইটের দিকে আমরা ফির্‌তি পথ ধ'র্‌লুম।

আবার সেই দীর্ঘ পথ—সেই চড়াই-উতরাই, আর দুই-এক জায়গায় উতরাইয়ের কঠিনতা। অবশেষে পাহাড়ে' পথ ঘুরে, নোতুন একটা গাঁয়ের পাশ দিয়ে, মুন্‌চাঙ্-এ পৌছনো গেল। সারাদিন প্রায় কিছু-ই খাওয়া হয় নি।

মুন্‌চাঙে এক যবদ্বীপীয় মণিহারের দোকানে বিয়ার পাওয়া গেল, ডচ্ বন্ধুরা সানন্দে তাই পান ক'র্‌লেন। বলিদ্বীপে দেখেছি, সোডা লেমনেডের মতন বিয়ারের চলন খুব হ'য়েছে। বিয়ার অবশ্য ঠিক মদ নয়, নেসার জন্য লোকে খায় না। আমাদের পথ-প্রদর্শক ছোক্‌রাটি ফের্‌বার সময়ে সারা পথ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এসেছিল। তাকে দু' গিল্‌ডার বখ্‌শিশ দেওয়া গেল। সাড়ে-চারটেয় মোটরে ক'রে মুন্‌চাঙ্ থেকে আমাদের কারাঙ্-আসেম্ যাত্রা হ'ল। পড়ন্ত রোদ্দুরে চমৎকার দৃশ্য। বিকালে স্নান সেরে মেয়েরা চ'লেছে, এদের সদ্যঃস্নানের শুচিতাকে মাথার-চুলে-পরা ফুলে চমৎকার শ্রীমণ্ডিত ক'রে দিয়েছে।

পথে Bebandam 'বেবান্দাম্ ব'লে একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে দেখি, মন্দিরের পর্বোৎসব লেগে গিয়েছে। মিষ্টি গামেলান্ বাদ্যের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে মোটর থামিয়ে' আমরা নাম্‌লুম। মন্দিরটি একটি টিলার উপরে। উজ্জ্বলবেশে নরনারী আর ছেলেমেয়েদের ভীড়। গাঁয়ের 'পুরা' বা মন্দির, শুন্‌লুম, ভূদেবীর বিশেষ অর্চনা উপলক্ষ্যে এই উৎসব। মন্দিরটিকে সাফ-সুথরা ক'রে চমৎকার সংস্কার করা হ'য়েছে। মন্দির-তোরণের দু'পাশে বাইরে দু'টি খুব উঁচু বাঁশ পোতা হ'য়েছে, বাঁশ দু'টির মাথা কাটা হয়নি, স্বাভাবিক সরুই রাখা হ'য়েছে, মাথা বেঁকে সরু কঞ্চিতে পরিণত হ'য়েছে, তা থেকে খুব লম্বা নোতুন-কাটা হাতীর-দাঁতের মতো সাদা কচি তাল-পাতার নানা রকম কাজ করা একটা লম্বা ঝালর উড়্‌ছে, নানা রকমের ঝুরি দিয়ে এই তাল-পাতার ঝালর অলংকৃত। আমাদের দেশে উৎসব-নিকেতনের দু'পাশে যেমন ফলন্ত কলাগাছ দেয়—এখানে দেখ্‌ছি, পূরা বংশ-দণ্ড পুতে অলংকৃত ক'রে দেওয়া হয়। ভিতরে নৈবেদ্য সাজানো হ'চ্ছে; পদণ্ড-ঘরের মেয়েরা এসেছেন, এঁরা এক শ্রেণীর দেয়াসিন বা 'দেববাসিনী' অর্থাৎ দেবসেবিকার কাজ করেন; এঁরা-ই সব সাজাচ্ছেন; রঙীন 'কাইন্' বা বস্ত্র প'রে, চুলে ফুল গুঁজে, সদ্যঃ-স্নাত। অন্য মেয়েরা সাহায্য ক'র্‌ছে, বা হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে। একটা আটচালায় গামেলান্-বাজিয়ে'রা ব'সে তাদের সেই চমৎকার বাজনা বাজাচ্ছে। লোকজন এত, কিন্তু হৈচৈ কলরব নেই ব'ল্‌লেই হয়। এটা ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। উঁচু-উঁচু কাঠের নৈবেদ্য-বেদির উপরে ফলের স্তূপ, আমাদের বিবাহের চালের গুঁড়োর তৈরী শ্রীর আকারে ভাতের স্তূপ, এই সব সাজাচ্ছে। পূজার উপচার-

দ্রব্য দেখ্‌লুম,—মেয়েরা সব সাজিয়ে'-সাজিয়ে' তৈরী ক'রে রাখ্‌ছে; ফুলের মতন কাজ করা তাল-পাতার মূর্তি; তাল-পাতার দোনায় নব-পল্লব, কলা, আর তাল-পাতার মোড়কে কী একটা বস্তু র'য়েছে দেখ্‌লুম; আর বেল-পাতার মতন একটা ক'রে পাতা কাঠি দিয়ে লাগিয়ে' এই দোনায় রেখেছে; আর খুঁটি-নাটি নানান্ জিনিস, এই-সব পাতায় ফুলে ফলে তৈরী; একটার নাম শুন্‌লুম Sampiat 'সাম্‌পিয়াৎ', একটার poesa 'পুসা', একটার roera 'রুরা';—এই পূজোপচারের অর্থ বা উদ্দেশ্য কে আমাকে বুঝিয়ে' দেবে? সন্ধ্যে তখনও হয়নি; বিকালের সূর্য্যাস্তের মধ্যে মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরে-ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম, সমস্ত জিনিসটা বাঙ্‌লির উৎসবের মতনই মনোহর লাগ্‌ল।

তারপরে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে' আস্‌তে পুনরায় যাত্রা ক'র্‌লুম, ভরা সন্ধ্যেয় পাসাংগ্রাহানে বাসায় ফেরা গেল। মোটর গাড়ি সারাদিনের ভাড়া নিলে সাড়ে-সতেরো গিল্‌ডার। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। স্নান-টান সেরে সায়মাস চুকিয়ে' নিয়ে, বারান্দায় চেয়ারে গা ঢেলে আড্ডার জন্য বসা গেল।

কবি তাম্পাক্-সেরিঙ্-এ আছেন, ভালোই আছেন,—টেলিফোন-যোগে এ খবর তখন আমাদের কাছে এল'॥

॥ ১৩ ॥

বলিদ্বীপ—ক্লুঙ্-কুঙ্

৩০এ আগস্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার

আজ সকাল বেলাটা কারাঙ্-আসামেই কাট্‌ল। সকালে একবার রাজবাড়িতে গেলুম, তার পরে প্রাচীন 'পুরী' আর একবার ঘুরে ফিরে এলুম। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তিনি তাঁর ছবি আমায় দিলেন, বলিদ্বীপীয় ধরনে আঁকা ছবিও একখানি দিলেন—বিষয়, Asmara-Rati 'স্মর-রতি'। শ্রীযুক্ত লোকুমলের দান, ডচ্-ভাষায় অনূদিত গীতা একখানি, আর সঙ্গে ছিল কিছু মৈসূরের ধূপ, এই দু'টি সামান্য জিনিস তাঁকে উপহার-স্বরূপ দিলুম।

সাড়ে-দশটায় আমরা দু'খানা মোটরে ক'রে কারাঙ্-আসামের পাসাংগ্রাহান্ থেকে ক্লুঙ্-কুঙ্ যাত্রা ক'র্‌লুম। একখানা মোটরে সব মাল-পত্র উঠ্‌ল। ক্লুঙ্-কুঙ্ অবধি দু'খানা গাড়ির ভাড়া নিলে সতেরো গিল্‌ডার। সেই চমৎকার দেশের মধ্যে দিয়ে আবার যাত্রা। এবার সমতল দেশের মধ্য দিয়ে পথ। দুপুরের মধ্যে ক্লুঙ্-কুঙ্-এ পৌঁছে সেখানকার পাসাংগ্রাহানে ওঠা গেল।

এটিও একটি ছোটো শহর বা গণ্ডগ্রাম। আপিস আদালত আছে, ইস্কুল আছে, ডাক-ঘর আছে, টেলিফোন-আপিস আছে, কাছে পিঠে প্রাচীন মন্দির আছে, আবার রাজপুরীও আছে। একটি বুড়ো রাস্তা, তার দক্ষিণ ধারে পাসাংগ্রাহান্। পাসাংগ্রাহানের পাশেই পুরাতন Kretak Gosa 'ক্রেতাঃগোসা' বা স্থানীয় বিচারালয়—বিচারালয়টি আর কিছুই নয়, একটি বলিদ্বীপীয় pavilion বা ছতরী মাত্র, উঁচু চাতালের উপরে ছাতে-ঢাকা একটি বড়ো ঘর, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হয়; এইখানেই বিচারক চেয়ারে ব'সে বিচার করেন। ঘরটির চারিদিকে ছাতের নীচেটায় নানা ছবি আছে, রঙীন ছবি, বলিদ্বীপীয় ঢঙে আঁকা, নরকে পাপের বিচারের ছবি। এই ছোট্ট ইমারতটি বেশ চমৎকার। সিঁড়ির মাথার দু-ধারে পাথরের তৈরী দু'টি সুন্দর উপবিষ্ট মূর্তি, একটি পুরুষের একটি মেয়ের।

বিশ্রাম ক'রে আহার-টাহার সেরে, গ্রামে একটু বেড়াতে বেরোলুম। দোকান-পাট আছে। চীনা, আরব, বোম্বাইয়ে' খোজা—এরাই দোকানী।

এখানেও রাস্তার মধ্যে বলিদ্বীপীয় মেয়েরা সুন্দর গতি-ভঙ্গীতে চলাফেরা ক'র্ছে, মাথায় ক'রে জলের-কলসি, ঝুড়িতে জিনিস-পত্র সব নিয়ে চ'লেছে। কাল হলাণ্ডের মহারানীর জন্মদিন। তদুপলক্ষ্যে স্থানীয় ইস্কুল, ডাকঘর, টেলিফোন-আপিস সব রঙীন কাপড় আর কাগজ আর বিশেষ ক'রে না'রকল পাতা দিয়ে সাজানো হ'য়েছে, লাল-নীল-সাদা তেরঙা ডচ্ ঝাণ্ডা উড়্ছে—যে ঝাণ্ডা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের রঙের নিশান ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে, বলিদ্বীপীয়েরা যেন নিজেদেরই দেবতার ধর্মের ঝাণ্ডা ব'লে মেনে নিয়েছে। কাল ইস্কুলের সাম্নে মাঠে সভা হবে, আর বলিদ্বীপীয় নাচ হবে—বাদুঙ্ বা দেন্-পাসার্ নগর থেকে একটি নাচুনী মেয়েকে আনা হ'য়েছে, পেশাদার নাচিয়ে', সে নাকি খুব ভালো নাচ্তে পারে।

ক্লুঙ্-কুঙ্-এ প্রাচীন একটি প্রাসাদের দরজার দু'পাশে রাক্ষস দ্বারপালের মূর্তির পরিবর্তে প্রাসাদ-নির্মাতা ডচেদের বিদ্রূপ ক'রে দু'টি ডচ্ পুরুষের মূর্তি পাথরে খুদিয়ে' রেখেছিলেন। তখন এই দ্বীপ ডচেদের হাতে আসে নি। সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের স্বাধীনতায় হস্ত-ক্ষেপ ক'রে ইউরোপীয় ডচেরাই এদেশের লোকেদের কাছে যেন রাক্ষসের প্রতীক হ'য়ে প'ড়েছিল ;—এদের চিত্রিত করা হ'য়েছে, একজনের হাতে মদের বোতল, আর এক জনের হাতে টাকার থলি ; দু'জনেরই মাথায় টুপি, গম্ভীর-ভাবে তোরণ-দ্বারের দু' পাশে দু'টি মূর্তি ব'সে। এই ব্যঙ্গ-চিত্র ডচেরা বেশ প্রশন্ন-ভাবে রসজ্ঞের মত-ই নিয়েছে,—ডচ্ ভদ্রলোকেরা গিয়ে এই দু'টি মূর্তি দেখে আসেন, আর তাদের ফটোগ্রাফ-ও নেন। আমরাও যথা-রীতি গিয়ে দেখে এলুম, আর বাকে এই তোরণ-দ্বারের ছবি-ও নিলেন।

এদিকে আমাদের পাসাংগ্রাহানের হাতার মধ্যে প্রাচীন আর আধুনিক বলিদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্যের একটা হাট ব'সে গেল। তিন চার জন স্ত্রীলোক আর দুই-একটি পুরুষ নানা রকমের মনোহর শিল্প-জাতের পসরা দিয়ে ব'স্‌ল। বলিদ্বীপের আর যবদ্বীপের 'বাতিক্' বা ছাপা কাপড় ; কাপড়ের উপর আর কাগজের উপর নানা রঙে আঁকা বলিদ্বীপীয় পৌরাণিক চিত্র ; কাঠের ছোটো-ছোটো দেবতা-মূর্তি, আর অন্য-মূর্তি ; চামড়ার wayang 'ওয়াইয়াঙ্' বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত মূর্তি ; পিতলের তৈরী পূজার তৈজস ; ছোট্ট-ছোট্ট ক্রিস বা ছোরা , জরীর কাপড়—বেনারসী কাপড়ের মতন ; সুরাতের রঙীন রেশমে বোনা 'পাটোলা' কাপড়ের মতো কাপড় ; এই রকম নোতুন পুরাতন নানা

জিনিস,—আমরা কয়জন ভ্রমণকারী বা যাত্রী পাসাংগ্রাহানে উঠেছি দেখে, এনে হাজির ক'র্‌লে। আমরা সকলেই কিছু-কিছু কিন্‌লুম। বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের জন্য কিছু জিনিস ধীরেন-বাবু সংগ্রহ ক'র্‌লেন। কাপড়ে-আঁকা রঙীন পট কতকগুলি, আর দুই-একটি মূর্তি, এই যা আমি নিলুম। বিদেশী যাত্রীদের কাছে বলিদ্বীপীয়েরা যে-ভাবে তাদের দেশের প্রাচীন শিল্প-জাত উজাড় ক'রে বিক্রী ক'রে দিচ্ছে, তাতে মনে হয়, বছর কতক পরে প্রাচীন জিনিস একটিও দেশে আর থাক্‌বে না, সব আমেরিকান আর ইউরোপীয় টুরিস্ট্‌দের সঙ্গে সাগর-পারে চ'লে যাবে। একজন বলিদ্বীপীয় ছোক্‌রা, মাটিতে পসরা পেতে এই-সব জিনির-পত্রের বেচা-কেনা দেখ্‌ছিল। ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে সে আমার সঙ্গে কথা কইলে। 'মহাগুরু' কোথায়, তাও জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। ছোক্‌রা এতটা খবর রাখে দেখে, ভারি খুশী হ'লুম। একটু গর্বের সঙ্গে নিজেকে হিন্দু ব'লে সে পরিচয় দিলে। ব'ল্‌লে, তারও পুরাতন আর নোতুন শিল্প-দ্রব্যের দোকান আছে—পাসাংগ্রাহানের পাশেই তার দোকান। আমরা যদি তার দোকানে গিয়ে জিনিস-পত্র দেখি, তাহ'লে সে ভারি অনুগৃহীত হয়। তার দোকানে গিয়ে যেন ছোটো-খাটো একটি বলিদ্বীপীয় চিত্রশালা দেখ্‌লুম—নানা সুন্দর জিনিসের সমাবেশ। এখানেও দুই-একটি মূর্তি নিলুম—আমার পিতলের মূর্তি দু'টি, যার কথা একটু আগেই বেসাক্কিকের মন্দিরে মূর্তি-দর্শন প্রসঙ্গে ব'লেছি, সে দু'টি এরই কাছ থেকে কিন্‌লুম। পিতলের একটু বেশ বড়ো গরুড়-বাহন বিষ্ণু-মূর্তি দেখে নেবার বড়ই লোভ হ'ল, কিন্তু আমাদের ঘোরাঘুরি ক'র্‌তে হবে ঢের, সেটিকে আর কেন্‌বার সাহস হ'ল না। ছোক্‌রাটি বেশ বুদ্ধিমান্‌। আমার খাতায় তার নাম লিখে দিলে ; এর নাম Wajan Pageh ওয়াইয়ান্‌ পাগেঃ।

এই সবে, দুপুর আর বিকাল বেলাটা বেশ কাট্‌ল। বিকালে তাম্পাক্‌-সেরিঙ্‌ থেকে শ্রীযুক্ত কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ এলেন, কবির সন্দেশ নিয়ে। কবি ঐ সুন্দর ঠাণ্ডা পাহাড়ে' জায়গাটিতে ভালোই আছেন। কাল সকালে কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ আমাদের সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যাবেন ব'লে এসেছেন। কোপ্যার্‌ব্যার্গ এদেশের সকলকে জানেন, খবর-টবর খুবই রাখেন। তিনি সংবাদ পেলেন, কাছেই বলিদ্বীপীয়দের পল্লীতে রাত্রে নাচ দেখানো হবে, কালকের ব্যাপারের জন্য বাদুঙ্‌ থেকে যে নাচের দল এসেছে, তারা এমনি

তাদের বাসায় নাচ দেখাবে। কাজেই, রাত সাড়ে-আট্টায় সোৎসাহে আমরা চ'ল্‌লুম। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ আঁচ ক'রে-ক'রে পথ চিনে-চিনে চ'ল্‌লেন। বড়ো সড়কের পূব মুখে খানিকটা গিয়ে, ডান দিকের একটা রাস্তায় আমাদের ঢুক্‌তে হ'ল। এইবার হ'ল মুশ্‌কিল। বড়ো রাস্তার মতন এখানে আলো নেই। আর রাস্তাটা বড্ড এবড়ো-খেবড়ো ; পাথরের চাবড়া যথেষ্ট আছে, জায়গায়-জায়গায় আবার ধাপও আছে। অন্ধকারে একটু বিপদে প'ড়্‌লুম। তবে একটু এগিয়েই দেখা গেল, একটা দোকান-ঘর, সেখানে আলো জ্ব'ল্‌ছে, লোকজন অনেকগুলি র'য়েছে। দোকানটি চিনির মেঠাইয়ের। মদুরা-দ্বীপ যবদ্বীপের উত্তর-পূর্বে, ছোট্ট দ্বীপ ; এই মদুরা-দ্বীপ থেকে এই মিষ্টিওয়ালারা এসে এখানে দোকান খুলেছে। আমাদের অপটু চোখে বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে থেকে এদের পৃথক ক'রে ধরা কঠিন। ক্যোপ্যার্‌ব্যার্গ্ এদের সঙ্গের মালাইয়ে কথা কইলেন, এদের সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হ'লেন। কালকে হল্যাণ্ডের রানীর জন্ম-দিন উপলক্ষ্যে যে উৎসব হবে, মেলা ব'স্‌বে, তার জন্যেই এরা অনেক রাত অবধি এই-সব মিষ্টি তৈরী ক'র্‌ছে—বিক্রী ক'র্‌বে ব'লে। এরা ভদ্রতা ক'রে আমাদের একটা আলো দিলে। এইবার আমরা বেশ চ'ল্‌লুম।

অস্ফুট নক্ষত্রালোকে রাস্তার দু-ধারে কেবল গাছ-পালা নজরে এলো, আর মাঝে-মাঝে দুই-একখানা বাড়ি। লোকজনের চলাফেরা নেই, রাস্তা নির্জন। পথে-শোয়া কুকুর মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গের আলোতে আর এতগুলি লোকের পায়ের আর গলার আওয়াজে বিরক্ত হ'য়ে ঘেউ-ঘেউ ক'র্‌তে-ক'র্‌তে উঠে পালাল'। এই রকমে, যে বাড়িতে যেতে হবে সেখানে গিয়ে আমরা পৌঁছুলুম। আঙিনার পর আঙিনা পেরিয়ে' যেতে হ'ল। ঘুমন্ত শূওর ছিল উঠানের ধারে, জেগে উঠে ঘোঁত-ঘোঁত ক'র্‌তে লাগ্‌ল। একটা মহলে এসে প'ড়্‌লুম, একটি ঘরের বারান্দায় আমাদের স্বাগত ক'রে ব'স্‌তে দিলে,—খানকতক চেয়ার এনে দিলে ব'স্‌তে। গোটা পাঁচেক হারিকেন লণ্ঠন জ্ব'ল্‌ছে, এতেই যা আলো হ'য়েছে ; উপরে আকাশে একটা তারা জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে, আর পরিষ্কার আকাশে ছায়াপথ বেশ দেখা যাচ্ছে। ছোট-খাটো উঠোন, আশে-পাশে ৩।৪ খানি ঘর ; এক পাশে কলাগাছ কতকগুলি আছে, সেগুলি স্তুপাকারে পিণ্ডীভূত অন্ধকারের মতন র'য়েছে, হাওয়ায় তাদের চওড়া পাতা কাপড়ের মতন ন'ড়্‌ছে। উঠানের এক ধারে গামেলান্ বাজনার দল ব'সেছে।

আমরা যখন পৌছুলুম, তখন ঢাকে কাঠি প'ড়েছে—অর্থাৎ বাজনা আরম্ভ হ'য়েছে। আমরা ব'সতেই নাচ শুরু হ'ল। যে মেয়েটি নাচবে, তার বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে; সে আর তার চেয়ে ছোটো একটি মেয়ে, মেয়েটির বাপ (বাপ-ই তাকে নাচ শিখিয়েছে, লোকটি আধা-বয়সী), আর অন্য একটি ছোক্‌রা; নাচে এই কয়জন যোগ দিলে। সাধারণ 'কাইন্‌' বা সারঙ্‌ পরা মেয়েটি, উত্তরীয় খানি বুকে বাঁধা; বাপের পরিধানে ধুতির মতন খাটো সারঙ্‌ একটি, খালি গা, মাথায় একখানা রঙীন রুমালের পাগড়ি। প্রথমে মেয়েটি একা নাচতে লাগল, মাঝে-মাঝে তার বাপও সঙ্গে যোগ দিতে লাগল, মাঝে-মাঝে অন্য পুরুষটি। ছোটো মেয়েটি-ও সঙ্গে একটু-আধটু নাচল। বাজনার তালে অত্যন্ত চমৎকার লাগল এই নাচ। তনু দেহের লীলায়িত গতি, আর হাতের অপূর্ব ভঙ্গী; মাঝে-মাঝে খুব দ্রুত তালে ঘুরে ফিরে নাচ চ'ল্‌ল। মালয়-উপদ্বীপে Ronggeng 'রোঙ্গেঙ্‌' নাচ দেখেছিলুম, এ কতকটা তারই মতন লাগল, তবে তার চেয়ে একটু বেশী জটিল, বেশী মার্জিত ব'লে বোধ হ'ল; কিন্তু দু-চার জায়গায় কখন-ও কখন-ও একটু suggestive, একটু যেন অভব্যতার আমেজ আমার চোখে লাগছিল। ঘণ্টাখানেক নাচ দেখে, মেয়েদের মেঠাই খাবার জন্য দু'টি টাকা বখ্‌শিশ ক'রে, আমরা বাড়ি ফির্‌লুম।—নাচ চ'ল্‌ছে, ও দিকে বাড়ির মেয়েদের দৈনন্দিন কাজেরও বিরাম নেই। একখানা আটচালা ঘরে উখলি দিয়ে বাড়ির কম-বয়সী দু'টি মেয়ে চাল কাঁড়ছে দেখলুম—এ-ও যেন এক ধরনের নৃত্য। আমরা ছাড়া বাইরের লোক দর্শনার্থী হ'য়ে বেশী আসে নি।

পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় ব'সে রাস্তার জন-বিরল স্তব্ধতার দিকে চেয়ে গল্প-গুজব ক'র্‌ছি, এমন সময়ে দেখা গেল, একদল ছোক্‌রা হল্লা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে যাচ্ছে। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ তাদের ডাক্‌লেন। তাদের দিয়ে কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌ গানের নামে খানিকটা চেঁচামেচি করালেন। তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে, গান ধ'র্‌লে একটা ছেলে;—আস্তে-আস্তে সুর আরম্ভ করে, আর বাকী কয়জন ব'সে-ব'সে গা দোলায়; গানের একটা কলি যাই শেষ হয়, অমনি সমস্বরে কতকগুলি উৎকট চীৎকার করে,—যেন এটা গানের ধুয়া—চীৎকার না ব'লে একটা হাঁক বলা যায়—সেটা কতকটা এই ধরনের শব্দ নিয়ে—"এঃ এঃ এঃ, টিডা, টিডা, টিডা, টিডা"। গান বা ছড়া বলিদ্বীপের ভাষায়; আশয়টি কী, তা জানা গেল না। খানিকক্ষণ ধ'রে এদের এই রঙ্গ দেখা গেল॥

॥ ১৪ ॥

বলিদ্বীপ—তাম্পাক্-সেরিঙ্ ও গিয়াঞ্ঞার

৩১এ আগস্ট ১৯২৭, বুধবার

ক্লুঙ্কুঙ্ বলিদ্বীপের শিল্পকলার আর প্রাচীন জীবনের একটা কেন্দ্র। প্রাচীন ধরনের মূর্তি আর অন্য ধাতুর জিনিস আর কাপড়-চোপড় এ অঞ্চলে এখনও খুব তৈরী হয়। এই শহরের দক্ষিণে কতকগুলি মন্দির আছে, সেগুলি আমাদের দেখা হ'ল না। ডচ্‌দের দ্বারা যখন বলি-বিজয় হয়, তখন এই ক্লুঙ্কুঙের রাজা সপরিবারে রাজপুতদের জৌহরের মতন Poepoetan 'পুপুতান্' ক'রে আত্মাহুতি দেন, এ কথার উল্লেখ পূর্বে ক'রেছি। ইচ্ছে থাকলেও এখানে এক রাত্রের বেশী কাটাতে পারা গেল না।

সাড়ে-সাতটায় তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমরা Tampak Sering তাম্পাক্-সেরিঙ্ যাত্রা ক'র্‌লুম। তাম্পাক্-সেরিঙ্-এর ডাক-বাঙলায় কবি আছেন; আমরা ঐ স্থানটি দেখে আস্‌বো, আর কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, Gianjar গিয়াঞ্ঞার্-এ আস্‌বো। সারা দিনের মোটর-ভাড়া ঠিক হ'ল পঁচিশ গিল্‌ডারে। তাম্পাক্-সেরিঙ্ হ'চ্ছে পাহাড়ের মধ্যে চমৎকার একটি স্থান, নির্জন, শান্তির আবাস-ভূমি। একটি ছোটো পাহাড়ের উপরে পাসাংগ্রাহান্‌টি আশে-পাশে খুব গাছ-পালা, স্থানটি বেশ ঠাণ্ডা। পাসাংগ্রাহানের সাম্‌নে একটা পোস্তার মতন আছে, সেখান থেকে নীচে মাঠ রাস্তা গ্রাম এসবের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ে' নদী একটি আছে, আর বলিদ্বীপের বিশেষত্ব—পাহাড়ের গা কেটে-কেটে ধানের খেতের স্তর। প্রচুর না'রকল বন। পাসাংগ্রাহান্ থেকে নীচের উপত্যকায় একটি চমৎকার স্নানের জায়গা দেখা গেল। বলিদ্বীপীয়েরা বড়োই স্নান-প্রিয়। দ্বীপের মধ্যে যেখানে জলের স্রোতের সুবিধে পেয়েছে, সেখানেই ইটের দেয়ালে ঘেরা স্নানাগার বানিয়েছে। কতকগুলি মকর-মুখ বা সাদা নল দিয়ে স্বাভাবিক তোড়ে জল এসে পড়ে একটা চৌবাচ্চা বা হৌজে; তাতে এক-বুক বা এক-কোমর বা এক-হাঁটু জলে, নলের সাম্‌নে ব'সে লোকেরা স্নান করে—বাড়্‌তি জল নরদমা বা নালা দিয়ে

ক্রমাগত বেরিয়ে' যাচ্ছে। এই রকম স্নানাগার মেয়েদের জন্য আর পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা। বলিদ্বীপের সভ্যতার পরিচায়ক একটি সুন্দর জিনিস হ'চ্ছে এই স্নানাগারের ব্যবস্থা।

পাসাংগ্রাহানের সাম্‌নে যে জলধারাকে অবলম্বন ক'রে স্নানাগার করা হ'য়েছে, সেটির নাম Tirta Ampoel 'তীর্তা আম্পুল্' বা আম্পুল্ তীর্থ'। এটিকে স্থানীয় লোকেরা অতি পবিত্র ব'লে মনে ক'রে থাকে। বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে দূর থেকে বহু স্নানার্থী এখানে নাকি এসে থাকে। একটি সুন্দরী রাজকন্যা তাঁর পিতার একজন যুবক অনুচরকে ভালোবেসেছিলেন। এই অনুচরটি মনে-মনে রাজকন্যাকে ভালোবাস্‌তেন, কিন্তু তাঁর এই বোধ ছিল যে বংশ-গৌরবে তিনি রাজার মেয়ের অনুপযুক্ত. রাজকন্যাকে বিবাহ ক'র্‌লে রাজার মর্য্যাদার হানি হবে; এইজন্য তিনি রাজকন্যার প্রণয়কে প্রভুর প্রতি কর্তব্য হেতু প্রত্যাখ্যান করেন। রাজকন্যা কিন্তু এতে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হন, তিনি পিতার এই পারিষদের পানীয়ে বিষ মিশিয়ে' দেন। যুবক এই বিষ পান করেন, আর তখনই ব্যাপারখানা বুঝ্‌তে পারেন। পাছে তাঁর মৃত্যুতে রাজকন্যার কোনও অপযশ রটে, সেইজন্য তখনি এই তীর্থ-আম্পুলের কাছে বনে গোপনে প্রাণত্যাগ কর্‌বার জন্য পালিয়ে' আসেন। তাঁর চরিত্রে প্রীত হ'য়ে দেবতারা এই তীর্থের জল খাইয়ে' তাঁর প্রাণ দান করেন। সেই থেকে এই তীর্থের পবিত্রতা।

এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে ক'দিন কাটিয়ে' কবির শরীর আর মন দুই-ই ভালো আছে দেখে, আমরা আশ্বস্ত হ'লুম। পাসাংগ্রাহানে কবির সঙ্গে সুরেন-বাবু আর কোপার্‌ব্যার্গ্ ছিলেন, আর ছিলেন ডক্টর Goris খোরিস্। সংস্কৃতজ্ঞ এই যুবক পণ্ডিতটির সঙ্গে ইতিপূর্বেই বাঙ্‌লির শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রে আমাদের দেখা হ'য়েছিল। এই দু-তিন দিন ইনি কবির সঙ্গে আছেন। ইংরিজি ভালো ব'ল্‌তে পারেন না, কিন্তু কবিকে দু-চারটি বিষয়ে যে প্রশ্ন করেন, তা থেকে এঁর আন্তরিকতা আর মানসিক গভীরতা দেখে কবি খুব খুশী হ'য়েছেন। ডক্টর খোরিস্ বলিদ্বীপীয়দের মতন পোষাক প'রে র'য়েছেন দেখ্‌লুম, গায়ে কোট জামা, মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা, পরনে লুঙ্গি, পায়ে চাপ্‌লি জুতো।

খাস তাম্পাক্-সেরিঙ্ স্থানটি পাসাংগ্রাহান্ থেকে কিছু দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে', একটি স্রোতস্বিনীর ধারে। এখানকার দ্রষ্টব্য, সমগ্র বলিদ্বীপের মধ্যে একটি অভূত-পূর্ব ব্যাপার—পাহাড়ের গা কেটে তৈরী কতকগুলি মন্দির। মন্দির না

ব'লে সমাধি-স্থান আর বিহার বলাই ভালো। পাসাংগ্রাহান্ থেকে আমরা মোটরে ক'রে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম। বড়ো সড়কে গাড়ি রেখে, রাস্তার বাঁ দিক্ দিয়ে একটি চলা-পথ ধ'রে আমরা চ'ল্লুম। খোরিস আর কোপ্যার্ব্যার্গ, আমাদের পথ-প্রদর্শক হ'য়ে চ'ল্লেন। সঙ্গে স্থানীয় লোকও জনকতক জুটে' গেল। উঁচু নীচু পথ, দুই-এক জায়গায় পাথরের ধাপ ক'রে দেওয়া। ঘন গাছপালা, দু' পাশের বাঁশ-ঝাড় আর অন্য গাছের ডাল কখনও-কখনও মাথায় ঠেকে। খানিকটা এই ভাবে গিয়ে, আমরা পাহাড়ে' নদীটির পাশে এসে পৌঁছুলুম। চমৎকার দৃশ্য এখানকার; বড়ো-বড়ো পাথরের চাবড়ার আশ-পাশ দিয়ে নদীটি নৃত্যচ্ছন্দে ঝংকার তুলে চ'লেছে; কতকগুলি বড়ো-বড়ো গাছ আছে; কাছে সাম্‌নেই নদীর ওপারে পাহাড়ের গা, তার পাথর কেটে কুলুঙ্গির মতন জায়গা ক'রে নিয়ে, পাঁচটি মন্দিরের কাঠামো পাহাড়ের গায়ে খোঁদা হ'য়েছে। পাহাড়ের পিছনে না'রকল বন, আর চার দিক্ সবুজে ভরা—ধানের খেত্ আর বাগান। একটা বাঁশের সাঁকো দিয়ে নদীটি পেরিয়ে' আমরা এই মন্দিরের মধ্যে এসে পৌঁছুলুম। আধুনিক বলিদ্বীপীয় রীতির ছোটো-ছোটো কতকগুলি ইমারত আছে, পাহাড়ের সাম্‌নেই একটু উঠানের মতন স্থান, সেই খানে। পাহাড়ের গায়ে যে পাঁচটি মন্দিরের চিত্র খোদাই করা হ'য়েছে, সেগুলি প্রমাণ আকারের; ডচ্ পণ্ডিতদের মতে, সেগুলি স্থানীয় রাজাদের সমাধি। প্রাচীন যবদ্বীপীয় অক্ষরে দুই-এক ছত্র ক'রে লেখা আছে, আমরা তা প'ড়্তে পার্‌লুম না। চিত্রিত মন্দিরগুলি যবদ্বীপের প্রাচীন যুগের মন্দিরের মতো। বলীতে অন্যত্র আর এমনটি নেই। এই খোদাই-করা মন্দিরের চিত্র খ্রীষ্টীয় দশম শতকের ব'লে ডচ্ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। এই পাহাড়টির নাম হ'চ্ছে Goenoeng Kawi 'গুনুঙ্ কাউই (বা কবি)'। সমাধি-মন্দিরগুলির পাশে পাহাড় কেটে কতকগুলি অনুচ্চ গুহা তৈরী করা হ'য়েছে। গুহাগুলি ছোটো, অল্প-পরিসর, মোটেই বড়ো কিছু নয়। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে, এই গুহাগুলি এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমাধি-মন্দির। ডচ্ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে, এগুলিতে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।

গুহাগুলির সাম্‌নে কেবল ধানের খেত্; পাহাড়ের গায়ে, স্তরে-স্তরে খেতে ধান হ'য়ে রয়েছে; পাহাড়ে' নদীটির অবিশ্রান্ত কলধ্বনির সঙ্গে ঢেউ-খেলানো

ধানের শীষের মধ্য দিয়ে হাওয়া যেন ঐকতানে বাঁশী বাজিয়ে' চ'লেছে। অতি মনোরম দৃশ্য; পাহাড়ের ধারে যেন সজীব সবুজের আর জলের এক অপূর্ব সমাবেশ—এ দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম।

পাসাংগ্রাহানে ফিরে এসে স্নান সেরে নিলুম। গতকল্য গিয়াঞার-এর Regent রেখেণ্ট্, ইনি স্থানীয় রাজা বা জমিদার, ঐ অঞ্চলের ডচ্ Controleur কণ্ট্রোলারের সঙ্গে তাম্পাক্-সেরিঙ্-এ এসে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে কবিকে গিয়ে অতিথি হ'তে হবে—অন্ততঃ একদিনের জন্য। কবি, কোপ্যারব্যার্গ্, ব্রেউএস্, আর আমি, এই ক'জনে গিয়াঞারের দিকে যাত্রা ক'র্‌লুম, গিয়াঞারে সেই দিনটি আর রাতটি কাটিয়ে', পরের দিন আরও দক্ষিণে Badoeng বাদুঙ্ বা Den Pasar দেন্-পাসার্-এ যাত্রা ক'র্‌বো। স্থরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, ডক্টর খোরিস্, আর বাকে-রা আমাদের সঙ্গে গিয়াঞারে না এসে Oeboed উবুদ্-এ গেলেন, সেখানকার রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বেন; এঁরা গিয়াঞারে থাক্‌বেন না। পথে Pedjeng পেজেঙ্ ব'লে একটি গ্রাম প'ড়্‌ল। শুন্‌লুম, এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের কতকগুলি সংস্কৃত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, গ্রামটি নাকি প্রাচীনকালে এখানকার সভ্যতার একটি কেন্দ্র ছিল।

গিয়াঞারের রাজার পুরো নাম আর পদবী হ'চ্ছে—Hida Anake Agoeng Ngoerah Agoeng 'ইডা আনাকে আগুঙ্ ঙুরাঃ আগুঙ্'। বেশ সুপুরুষ গৌরবর্ণ ব্যক্তি, কারাঙ্-আসেম্-এর রাজার সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে বেশ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব'লেই ব'ল্‌তে হয়। তবে বুদ্ধিতে আর শিক্ষায় কারাঙ্-আসেম্-এর রাজাকেই আমাদের বেশী ভালো লেগেছিল। গিয়াঞার্-এর পুরী বা রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত হ'লুম, দুপুরের দিকে। রাজবাড়িটি বেশ প্রকাণ্ড, কতকগুলি মহল নিয়ে। সাবেক বলিদ্বীপীয় প্রথায় প্রস্তুত। গিয়াঞার্ গ্রামখানির কেন্দ্রস্থান হ'চ্ছে এই রাজপুরী। রাজবাড়িটি একটি চৌরাস্তার উপরে। সাম্‌নেই রাস্তার ওপারে একটা প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী খড়ে-ছাওয়া আটচালা, তার ছাত আবার মন্দিরের মেরুর মতন থাকে-থাকে উঠে গিয়েছে। এই আটচালাটা শুন্‌লুম বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে মোরগের-লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মোরগের-লড়াই বলিদ্বীপীয়দের একটি প্রধান ব্যসন। প্রত্যেক

যুবক বা বিশিষ্ট লোকের একাধিক লড়াইয়ে' মোরগ আছে। প্রাচীন ভারতেও এই মোরগের লড়াই ছিল। বাঙলা দেশেও বহু স্থানে আছে। বলিদ্বীপের গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতে এই-সব মোরগ অতি যত্নের সঙ্গে পোষে, আর এদের মস্ত-মস্ত চুবড়ির মতো খাঁচায় ঢেকে রেখে দেয়, নইলে ছাড়া পেলেই মারামারি ক'র্বে; বলিদ্বীপের গ্রামগুলি এই-সব মোরগের ডাকে নিত্য মুখরিত। বাজী রেখে লড়াই হ'ত, অনেকে সর্বস্বান্ত হ'ত, হার-জিত নিয়ে খুনোখুনিও হ'ত। তাই ডচেরা আগেকার মতন আর যখন-তখন লড়াইয়ের খেলা আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, খালি বৎসরের কতকগুলি বিশেষ পর্ব-দিনে খেলা হ'তে পারে। কিন্তু ডচ্ পুলিসের চোখের আড়ালে লোকে লুকিয়ে'-চুরিয়ে' খুবই এই লড়াই করায়। আমাদের এই মোড়গের-লড়াই দেখার সুযোগ হয় নি। সমস্ত মালাই-জাতির মধ্যে এই লড়াই একটা অত্যন্ত সাধারণ, জনপ্রিয় বস্তু। যবদ্বীপেও খুব ছিল, এখন অল্প কিছু ক'মেছে শোনা যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের গোড়ায় যবদ্বীপের এক বিখ্যাত রাজার উপনাম-ই ছিল Hayam Woeroek 'আয়াম্ রুরুক্, বা লড়াইয়ে' মোরগ'। রাজবাটীর কোণাকুণি, চৌরাস্তার ওপারে, স্থানীয় বাজার; খানিকটা খোলা জায়গায় বলিদ্বীপের সহজ-সুন্দরী মেয়েরা ফল-ফুলুরি মাছ-ডিম শাক-সবজির পসরা নিয়ে বসে; আর চারি দিকে দোকান—চীনাদের দোকানই বেশী, আর তা-ছাড়া দুই একখানা গুজরাটী খোজাদেরও দোকান আছে।

রাজা আমাদের স্বাগত ক'রে নামিয়ে' নিলেন। তাঁর বহির্বাটীতে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর আছে, কবির আর দ্রেউএসের আর আমার থাক্বার ব্যবস্থা হ'ল এক-একখানি ঘরে। ঘরগুলি বলিদ্বীপীয় কায়দায় তৈরী, মিশ্র ইউরোপীয় ভাবে সাজানো। আলাদা কল-ঘর গোসলখানা সব আছে। মোটরে তোরণ-দ্বার পার হ'য়ে একটা আঙিনা; তার মাঝে একটি ফোয়ারা, সঙ্গে ফুল-গাছ; আঙিনায় ঢুকে বাঁ দিকে দালান-যুক্ত কতকগুলি ঘর, স্লেটের টালি ঢাকা, এগুলি নিয়ে রাজার বৈঠকখানা আর খাস কামরা। গিয়াঞ্জারের রাজাকে কারাঙ্-আসেমের চেয়ে বেশী অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হ'ল।

একটু বিশ্রাম ক'রে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারা গেল। স্থানীয় ডচ্ কন্ট্রোলার শ্রীযুক্ত Boersma বুর্স্মা উপস্থিত ছিলেন। বেশ লোক ইনি।

তারপরে এখানেও কারাঙ্-আসেমের মতন পদণ্ডদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। রাজার নির্দেশ মতন গ্রামের পদণ্ডরা এসে উপস্থিত হ'লেন। দ্রেউএস্ পূর্ববৎ দোভাষীগিরি ক'র্লেন। এখানকার পুরোহিতদের নানা প্রশ্নের মধ্যে, আমাকে আসন পেতে ব'সে সন্ধ্যা-আহ্নিক আর পূজার সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি দেখাতে হ'ল। আমাদের বৈদিক সন্ধ্যার মতন কোনও অনুষ্ঠান এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর প্রচলিত নেই—তান্ত্রিক পূজা-ই এঁদের অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। পদণ্ডরা 'গয়াট্রি' অর্থাৎ গায়ত্রী-মন্ত্রের নাম শুনেছেন, কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র কেউ জানেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী জানাটা অত্যন্ত আবশ্যক, এ কথা স্বীকার ক'র্লেন; আর আমাকে এঁরা অনুরোধ ক'র্লেন যে আমি মন্ত্রটা এঁদের লিখে দিলে, এঁরা ভারি অনুগৃহীত হবেন। বলিদ্বীপের অক্ষর জানি না—নাগরীতে গায়ত্রী লিখে, তারপর এঁদের কাছে সুপরিচিত ডচ্ বানানে রোমান প্রত্যক্ষর লিখে দিলুম—Ong। Tat Sawitoer wareniyam। bhargo dewasya dhimahi। dhijo jo nah pratjodajat॥ প্রত্যেক শব্দের আর সমগ্র মন্ত্রটির অর্থ ইংরিজিতে লিখে দ্রেউএস্‌কে বুঝিয়ে' দিলুম। দ্রেউএস্ তার মালাই অনুবাদ ক'রে লিখে, এঁদের বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে ডচ্ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় সাবিত্রী-দান হ'ল। এঁরা কতকগুলি তাল-পত্রের পুঁথি দেখালেন; আমরা তা প'ড়্তে পার্লুম না। বেশ পরিষ্কার মাজা তাল-পাতায় লোহার 'লেখন' দিয়ে অক্ষরগুলি লেখা। ঠিক উড়িয়া বা তেলুগু তমিল বা সিংহলী পুঁথির মতন। চারখানি পত্রের একখানি ছোটো পুঁথি পদণ্ডরা আমায় উপহার দিলেন। সংস্কৃত পুঁথি এই রাজার কাছে কিছু নেই, সব বলিদ্বীপীয় আর যবদ্বীপীয় ভাষার পুঁথি।

রাজা ব'সে-ব'সে সব শুন্‌ছিলেন আর দেখ্‌ছিলেন। মহাভারতের কথা উঠ্‌ল। তিনি ব'ল্‌লেন, মহাভারতের সমগ্র আঠারো পর্ব বলিদ্বীপে নেই, অন্ততঃ ভাষায় নেই; ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে আমি সমগ্র মহাভারত পাঠিয়ে' দিতে পারি কি না। সভা, বন, মৎস্য, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, অনুশাসন, রাজধর্ম—এইগুলি ওদেশে পাওয়া যায় না। রাজাকে দেখ্‌লুম যে, তিনি সাধারণ দেবতাবাদে বিশ্বাসী। দার্শনিক চিন্তার ধার ধারেন না। দশ লোকপালের কথা হ'ল; ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ—এঁদের মন্ত্র বা স্তব রাজার বা তাঁর পুরোহিতদের জানা নেই; রাজা আমাকে অনুরোধ ক'র্লেন যেন আমি দেশে ফিরে গিয়ে 'ইন্‌দ্রা-স্টাউআ'

(ইন্দ্র-স্তব), 'ইয়ামা-স্টাউআ' (যম-স্তব), 'কেরা-স্টাউআ' (কুবের-স্তব) আর 'উআরুনা স্টাউআ' (বরুণ-স্তব) লিখে পাঠিয়ে' দিই। দেশে ফিরে এসে, এই সব দেবতার ধ্যান আর প্রণাম রোমান অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখে পাঠিয়ে' দিয়েছিলুম ; আর সংস্কৃত মহাভারত তো ওখানে কেউ প'ড়্তে পার্বেন না, তাই ছবিওয়ালা বাঙলা মহাভারত আর রামায়ণ পাঠিয়ে' দিয়েছিলুম। রাজা আমাদের মাঝে-মাঝে দুই-একটি প্রশ্ন ক'রেছিলেন—খুব গভীর ভাবের প্রশ্ন সেগুলি নয়। 'ইন্দ্র-লোক কোথায় ?' 'নক্ষত্রগুলি কী ?'—এই ধরনের প্রশ্ন ক'রে ইনি উত্তরের অপেক্ষা রাখেন না—অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেলেন। ভাবে মনে হ'ল, পুরাণোক্ত বর্ণনাকে তিনি বাস্তব সত্য ব'লেই গ্রহণ ক'রেছেন—তাইতেই তিনি সুখী, অন্য জিজ্ঞাসা তাঁর মনে আসে না।

রাজবাড়ির আঙিনার লাগোয়া সদর তোরণ-দ্বারের পাশেই বড়ো রাস্তার উপরে একটি একতলার সমান উঁচু pavilion বা ছতরী আছে—বেশ প্রশস্ত স্থান এটি, চারিদিকে খোলা—এখানে ব'সে-ব'সে সাম্‌নের চৌরাস্তায় লোক-চলাচল দেখা যায়, রাস্তার ওধারে মোরগ-লড়াইয়ের আটচালা আর বাজারও বেশ দেখা যায়। আমাদের আলাপ-সালাপের পরে এই pavilion-এ পদণ্ডদের খাওয়ানো হ'ল। কলা-পাতায় ভাত তরকারি দিয়ে গেল, এঁরা বাঁ হাতে পাতাটা ঠোঙার মতন ক'রে তুলে ধ'রে, ডান হাতে খেতে লাগ্‌লেন। পদণ্ডদের 'সেবা'র পরে, ছতরীটা সাফ ক'রে দেওয়া হ'ল। কবির জন্য একখানা চেয়ার এনে দিলে ; তিনি ছতরীর উপরে উঠে ব'সে রাস্তার লোকজন একটু দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এদেশের গণ্ডগ্রামের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় করাবার এই-ই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়—ভীড়ের মধ্যে নেমে গিয়ে দেখা তাঁর বয়স আর স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিকালটা এই ভাবে আলোচনায় আর বিশ্রামে কেটে গেল।

সন্ধ্যায় বাকে-রা, ধীরেন-বাবু, কোপ্যার্ব্যার্গ্ আর খোরিস্ উবুদ্ থেকে ফিরে এলেন। কবিকে দেখাবার জন্য গিয়াঞারের রাজা সন্ধ্যায় নাটক বা যাত্রার আয়োজন ক'রেছিলেন। মুখস প'রে এই নাটকের অভিনয় হয়, এই মুখস-পরা অভিনয়ের নাম Topeng 'তোপেঙ্'। যাত্রার অভিনয় হ'ল, আমরা যে বাইরে-বাড়ির মহলে ছিলুম, তার পাশে আর একটা মহলের প্রশস্ত আঙিনায়। অভিনয় দেখ্‌বার জন্য গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়েদের খুবই ভীড়

হ'য়েছিল। একপাশে তাদের যন্ত্র-পাতি নিয়ে 'গামেলান্'-বাদকেরা ব'সে; অভিনেতাদের জন্য মাঝে খানিকটা জায়গা খালি রাখা; লম্বালম্বি সার দিয়ে কতকগুলি চেয়ার পাতা,—রাজা, কবি, আর অন্য অভ্যাগতদের পিছনে আর সাম্‌নে, আসরের পাশে, স্থানীয় লোকেরা আর রাজার অনুচরেরা দাঁড়িয়ে'। মিষ্টি গামেলানের বাজনা শুরু হ'তে আমরা গিয়ে ব'স্‌লুম। নাটক অভিনয় হ'ল, অনেকটা আমাদের যাত্রার মতন। কেবল এই পার্থক্য যে, অভিনেতারা মুখস প'রে। মুখস প'রে যাত্রা বা নাটক করার রীতি ভারত থেকেই গিয়েছে। হয়-তো বা মূল অস্ট্রিক জাতির মধ্যেই এই ধরনের চিত্ত-বিনোদন বা ধর্মানুষ্ঠানের উপায় উদ্ভূত হ'য়েছিল। এখনও পশ্চিমের রামলীলায় রাক্ষস আর বানরদের মুখে এই রকম মুখস পর্‌বার, আর রাম সীতা লক্ষ্মণের মুখে বর্ণ-চূর্ণ মাখিয়ে' সাজিয়ে' দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। আসাম অঞ্চলে মুখস প'রে অভিনয় এখনও হ'য়ে থাকে—ধর্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বৈষ্ণব সত্রগুলিতে। আসামী ভাষায় মুখসকে 'ছোঁ', আবার মুখস প'রে নাট্যাভিনয়কে 'ভাওনা' বলে; বাঁশের চাঁচাড়ির কাঠামোর উপর এই-সব মুখস চিত্রিত হয়। আবার ওদিকে ছোটো-নাগপুরে সরইকেলা রাজ্যেও মুখস-পরা নাচের রেওয়াজ আছে, তাকে 'ছৌ' নাচ বলে। তারপর, সুদূর কেরল-দেশে মালাবারেও মুখস প'রে বা মুখের উপর-ই রঙ্-চঙ্ লাগিয়ে' মুখস এঁকে, 'কথা-কলি' ব'লে এক রকম নাটকের অভিনয় প্রচলিত আছে; মুখস প'রে বা মুখসের পরিবর্তে মুখে রঙ্ মেখে নাচও কেরলের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট বস্তু। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের মুখসগুলি কাঠের তৈরী হয়; হালকা শক্ত কাঠে কুঁদে তৈরী, তাতে নানান রকম রঙ্-চঙ্ করা থাকে, চোখ দু'টোতে ছেঁদা থাকে, তাই দিয়ে অভিনেতা দেখ্‌তে পায়, আর মুখসের ভিতর দিকে একটা ক'রে চামড়ার জীভ-মতন থাকে, অভিনেতা সেটা নিজের মুখের ভিতরে পুরে মুখসটি ঠিক ক'রে আট্‌কে' রাখে। যবদ্বীপ বলিদ্বীপের এই-সব কাঠের মুখস এদের শিল্পের একটা চমৎকার নিদর্শন বস্তু হ'য়ে আছে। মুখস প'রে অভিনয় জাপানের প্রাচীন 'নো' নাটকেরও একটি অতি বিশিষ্ট ব্যাপার; জিনিসটি চীনে-ও আছে, আর চীনের নাটকে মুখে নানান্ রঙ্ মেখেও মুখসের কাজ চালায়। মুখস-নাচ এ-ছাড়া কম্বোজ ও শ্যাম-দেশেও আছে।

যে নাটকটি হ'চ্ছিল, শুন্‌লুম তার আখ্যান-বস্তু যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে—মজ-পহিৎ নগরের রাজা হর্ষ-বিজয়ের চরিত্রের কোনও ঘটনা অবলম্বন ক'রে। সবটা ভালো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। নাটকের আরম্ভে জন আষ্টেক সঙ্ এল', এরা বেশ হাস্য-রসের অবতারণা ক'র্‌তে লাগ্‌ল—এদের কথাবার্তা একটুও বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম না, তবে এদের কথায় শ্রোতৃবর্গের ঘন-ঘন হাসি থেকে বুঝ্‌লুম যে অভিনয়ের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ভালোই হ'চ্ছে—যদিও আমাদের কাছে একটু বেশী অঙ্গভঙ্গী-যুক্ত, একটু খোঁচা মেরে আর চিমটি কেটে হাসানো গোছ লাগ্‌ছিল। নাটকের কথাবার্তা চ'ল্‌ছে; সঙ্গে-সঙ্গে গামেলান্ বাজনারও বিরাম নেই। দর্শক আর শ্রোতারা নিবিষ্ট চিত্তে শুন্‌ছিল। একটা বিষয় বেশ লক্ষ্য ক'র্‌লুম—আর ব্যাপারটি কবিরও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল—এত মেয়ে-পুরুষ কাচ্ছা-বাচ্ছা এসেছে, কিন্তু হৈচৈ চেঁচামেচি কিছু-ই নেই, ছেলেপিলেরাও বেশ গম্ভীর-ভাবে ভব্যতার সঙ্গে ব'সে বা দাঁড়িয়ে'; আসরে বাজে গোলমাল মোটেই নেই। জা'তটাকে বেশ সুসভ্য আর আত্মসমাহিত বলে বোধ হ'ল; এদের চরিত্রের এই গুণটি বার-বার রবীন্দ্রনাথের সাধুবাদ অর্জন ক'র্‌লে।

যাত্রা চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আহার ক'র্‌তে গেলুম। রাজার অতিথি হ'য়ে এসেছেন একজন ডচ্ চিত্রকর—Charles Eugene Henri Sayers। গুণী যুবক; বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ তাঁর বড়ো ভালো লেগেছে, বাহুঙ্-এ গত দু'মাস ধরে আছেন, বলীতে আরও ছ-সাত মাস থাকবেন, খুব ছবি আঁক্‌ছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ খুশী হওয়া গেল।

আহারের মধ্যে, রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে আর কবিকে সংবর্ধনা ক'রে, মালাই-ভাষায় দ্রেউএস্ একটি বক্তৃতা দিলেন। রাজা তার উত্তর দিলেন, দ্রেউএস্ আমাদের জন্য ইংরিজিতে তর্‌জমা ক'রে দিলেন। রাজার প্রধান বক্তব্য—বলিদ্বীপের লোকেরা আর ভারতের লোকেরা এক-ই বংশের; ভারতের সঙ্গে এই সংযোগ তাঁদের কাছে গৌরবের বস্তু; কবির আগমনে এই গৌরব-বোধ, আর তদনুসারে কার্য্য ক'রে যাওয়া, বলিদ্বীপের লোকেদের মধ্যে যেন প্রসার লাভ করে। কবিকে এর উত্তরে কিছু ব'ল্‌তে হ'ল—তিনি ব'ল্‌লেন যে তাঁর এই বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ ভ্রমণ পিতৃপুরুষদের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের উদ্দেশ্যেই; যে প্রাচীন ভারত এই-সমস্ত দূর দেশকে ভারতের

আপনার জন ক'রে তুলেছিল, তাঁর ভ্রমণ সেই ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের জন্য, আর সেই ভারতকে বোঝ্‌বার জন্য—আর সেই সংস্কৃতিকে আবার এদেশে আর ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ক'রে তোল্‌বার জন্য।

খাওয়ার পরে রাজার বৈঠকখানা আর অতিথি-শালার বা'র-বাড়িতে আর একটি অনুষ্ঠান হ'ল—Legong 'লেগোঙ্‌' নামে এক রকমের নাচ। দু'টি ছোটো-ছোটো মেয়ে খুব জমকালো কিংখাবের পোষাক প'রে আর মাথায় সোনার আর ফুলের মুকুট প'রে নাচ্‌ল। এই নাচে মেয়ে দু'টির হাতে দু'খানি জাপানী পাখা ছিল। একটুখানি quaint বা অদ্ভুত ভাবের লাগ্‌লেও, এই পাখা-হাতে গম্ভীর-ভাবে ক্ষুদে'-ক্ষুদে' দু'টি মেয়ের নাচ, মোটের উপর বেশ সুরুচিকর আর সুন্দর জিনিস ব'লে বোধ হ'ল। এই নাচ নাকি বারো বছরের উপরের মেয়েরা নাচে না।

সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌, খোরিস্‌, এঁরা নাচ দেখে মোটরে ক'রে গেলেন ক্লুঙ্‌-কুঙ্‌-এ, সেখানকার পাসাংগ্রাহানে থাক্‌বেন, আর ক্লুঙ্‌-কুঙ্‌ থেকে সুরেন-বাবু বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের জন্য কিছু প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দ্রব্য কিন্‌বেন। রাজা তারপরে রাত্রির মতন কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমরা যখন শুতে গেলুম, তখন রাত বারোটা।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, বৃহস্পতিবার

সকালে কবি রাজবাড়ির উঁচু ছতরীতে ব'সে লিখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর নীচেকার বহমান জীবনস্রোতও দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বেশ ঝির-ঝিরে' হাওয়া বইছিল, ব'সে-ব'সে সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটি বেশ। রাস্তার লোকেরা ভারতবর্ষ থেকে আগত 'মহাগুরু' ব'লে তাঁর দিকে সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত ক'রে চ'লে যাচ্ছিল। কিন্তু এদের সহজ ভদ্রতা-জ্ঞান এম্‌নি যে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে' হাঁ ক'রে তাকিয়ে' দেখ্‌বার জন্য এরা মোটেই ভীড় ক'র্‌ছিল না। রাজার সঙ্গে একত্র প্রাতরাশ সারা গেল। ভারতবর্ষ আর বলীর হিন্দুধর্ম, বলিদ্বীপের সাহিত্য, এই সব বিষয়ে আলাপ হ'ল। খেতে-খেতে শুন্‌লুম, হিন্দু শূদ্রদের মধ্যে গোমাংস-ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ নয়, তবে উচ্চ-জাতির লোকেরা খায় না। বলিদ্বীপের ভাষায়, প্রাচীন যবদ্বীপের কবি-ভাষার মতন, নানা সংস্কৃত ছন্দ প্রচলিত। কবির কাছে রাজা সংস্কৃত শ্লোক শুন্‌তে চাইলেন। কবি দুই-

একটা শ্লোক পাঠ ক'র্‌তে, রাজা শ্লোকগুলির কী ছন্দ, তা জান্‌তে চাইলেন। একটা শ্লোক ছিল শার্দূল-বিক্রীড়িত; শুনে রাজা ব'ল্‌লেন 'সর্‌ডুলা-উইক্রীডিটা'; আর আরও দু-চারটে সংস্কৃত ছন্দের নাম ক'র্‌লেন। কতকগুলি ছন্দের নাম যেন নোতুন লাগ্‌ল; কবিও ব'ল্‌লেন যে এই ছন্দগুলির নাম তিনিও শোনেন নি। হয়-তো এগুলি যবদ্বীপেরই প্রাচীন কবিদের সৃষ্ট।

রাজা আমাদের এক-এক খণ্ড ক'রে বলিদ্বীপের তাঁতে-বোনা লুঙ্গির মতন রঙীন সুতোর বস্ত্র উপহার দিলেন। ক্লুঙ্‌কুঙ্‌-এ একটি ইস্কুল খুল্‌তে যাবেন ব'লে রাজা কবির কাছে বিদায় নিলেন। তার পরে আমি ব্রেউএস্‌-এর সঙ্গে বাজারে একটু ঘুর্‌লুম। সকাল-বেলার ভরা বাজার, বলিদ্বীপের জীবন-যাত্রার সচল চিত্রাবলী যেন। সাম্‌নে রাজার এক কর্মচারী বা পারিষদের বাড়ি। এই পারিষদটি আবার মন্দিরের একজন 'পামাঙ্কু'; মাথায় ঝুটি-বাঁধা এই ব্যক্তিটি গম্ভীর-ভাবে বাড়ির দাওয়ায় ব'সে আছেন। অতি সুশ্রী কতকগুলি ছেলেমেয়ে ঘোরাঘুরি ক'র্‌ছে। বাড়ির বাহির দেওয়ালে একটি জিনিস দেখ্‌লুম—একটি মোরগের দেহ ডানায় পেরেক দিয়ে দেওয়ালে লটকানো। শুন্‌লুম, অসুখ-বিসুখ হ'লে ভূত-শান্তির জন্য মোরগ বলিদান দিয়ে এই রকম ক'রে দেওয়ালে লাগিয়ে' দেয়। এইরূপে অপদেবতার বশীকরণ বা বিতাড়নের ব্যবস্থা কোনও বাড়িতে যে হ'য়েছে, তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাহায্যে দূর থেকেই বুঝ্‌তে পারা যায়। বাঙলাদেশে আর বিহারে কোথাও-কোথাও গ্রামে মহামারী-রূপে ওলাউঠা দেখা দিলে, একটা ছাগল মেরে তার চামড়ায় খড় পূরে, উঁচু বাঁশের মাথায় টাঙিয়ে' রাখার রীতির কথা মনে প'ড়্‌ল।

দুপুর হ'তে চলে, ক্লুঙ্‌কুঙ্‌ থেকে সুরেন-বাবু আর অন্য সবাই এলেন। তারপরে আমরা দক্ষিণ-বলীর প্রধান নগর Badoeng বাদুঙ্‌ বা Den Pasar দেন্‌-পাসার্‌ অভিমুখে যাত্রা ক'র্‌লুম। পথে Oeboed উবুদ্‌ গ্রামে স্থানীয় Poenggawa 'পুঙ্গব' বা জমিদার মহাশয়ের বাড়ি হ'য়ে গেলুম। এই জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজাটি বলিদ্বীপের একজন প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি। এঁর পুরা নামটি হ'চ্ছে Gade Rake Tjokorde Soekawati 'গডে রাকে চকর্দে সুখবতী'। ইনি ডচ্‌ ভাষা বেশ ভালোই জানেন, আর বাতাবিয়ায় যে রাজকীয় ব্যবস্থাপক-সভা আছে, আমাদের দিল্লীর সভার মতন,—তাতে ইনি বলিদ্বীপের প্রতিনিধি-রূপে যান। বলিদ্বীপের রীতি-নীতি চাষ-বাসের কথা পোষাকের

কথা নিয়ে ইনি ডচ্ ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলির ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছে। দিন দুই পরে উবুদে এঁরই বাড়িতে এঁর এক পিতৃব্যের ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া হবে—তিন-চার মাস আগে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে. এতদিন পরে দেহের অগ্নি-সংকার হবে, তদুপলক্ষে একটা বিরাট্ উৎসব জ'ম্বে। আমরা বাদুঙ্ থেকে দু-তিন দিন ধ'রে মোটরে ক'রে এসে এই-সব ব্যাপার দেখ্বো। পুঙ্গব সুখবতীর সঙ্গে ইতিপূর্বে বাঙ্লির পুঙ্গবের বাড়িতে শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে, বলীতে আমাদের প্রথম অবতরণের দিনই, আলাপ হ'য়েছিল। এঁর বাড়ি সেকেলে' ঢঙের; ইনি আমাদের স্বাগত ক'র্লেন, তবে তাঁর বাড়ির ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষ্যে তিনি বড়ো বেশী ব্যস্ত ছিলেন। এঁর বাড়িতে ডক্টর খোরিস্ অতিথি হ'য়ে ছিলেন, ইনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সব দেখালেন, কোথায় কী হ'চ্ছে। উবুদের পুঙ্গব গৃহে এইরূপে খানিক বিশ্রাম ক'রে, আমরা বাদুঙ্-অভিমুখে প্রস্থান ক'র্লুম। বেলা পৌনে দুটো আন্দাজ বাদুঙে পৌঁছানো গেল॥

॥ ১৫ ॥

(ক) বলিদ্বীপ—বাদুঙ্ ও উবুদ্

বাদুঙ্ দক্ষিণ-বলীর সব-চেয়ে বড়ো শহর। সমগ্র বলিদ্বীপে ইউরোপীয়দের জন্য একমাত্র হোটেল এই বাদুঙ্-এই খোলা হ'য়েছে। শহরটি আকারে বা লোক-সংখ্যায় যে খুব বৃহৎ, তা নয়। একটি প্রধান সড়ক, সাধারণ কতকগুলি দোকান, ফল-তরকারি-মাছের বাজার একটি, কতকগুলি সরকারী আপিস—এই নিয়েই শহর। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল এখানকার সহকারী-কনট্রোলারের বাড়িতে—তখন বাড়িটি এই কর্মচারীর দখলে আসেনি। ইউরোপীয় হোটেল থেকে আমাদের খাবার পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়। বাড়িটি বেশ, পাসাংগ্রাহানের মতন, বেশ একটা বড়ো হাতার মধ্যে।

বাসায় নিজেরা তিন-চার দিনের মতন গুছিয়ে'-টুছিয়ে' নিয়ে, শহর দেখ্তে বেরুলুম। চীনা দোকানী অনেক। মুদিখানার দোকান, মণিহারীর দোকান, শিল্প-কাজের দোকান, সব চীনাদের। বিলিতি কাপড়ের দোকান হ'চ্ছে গুজরাটী খোজাদের। পথে এক চীনা ফোটোগ্রাফওয়ালার দোকানে বলিদ্বীপের লোকজন আর জীবন-যাত্রার বিস্তর ছবি দেখ্লুম। দু-তিন দিন এই লোকটির দোকানে গিয়ে আমরা বেছে-বেছে কিছু ছবি কিনি। লোকটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়। আধা-বয়সী, এই দেশেই বসবাস আরম্ভ ক'রেছে, একটি বলিদ্বীপীয় মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছে, ছেলেপিলে হ'য়েছে।—স্বদেশের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই।

তারপরে বাজারের চত্বরে গেলুম। একটি বুড়ো-গোছের গুজরাটী খোজার কাপড়ের দোকানে উঠ্লুম। স্বদেশীয় ব'লে এরা অত্যন্ত খাতির ক'র্লে, জোর ক'রে সোডা লেমনেড খাওয়ালে। বোম্বাইয়ে' খোজাদের থান পাঁচেক দোকান আছে বাদুঙ্-এ। রবীন্দ্রনাথের বলিদ্বীপে আগমনের কথা এদের মধ্যে কেউ-কেউ শুনেছে। এতগুলি ভারতবাসীকে দেখে এরা ভারি খুশী হ'য়ে গেল। যে দোকানটিতে আমরা প্রথমে উঠি, তার মালিকের নাম ফিদা হোসেন। লোকটি বেশ। প্রায় বিশ বছর বলিদ্বীপে কাপড়ের কারবার ক'র্ছেন, এখন বেশ সংগতিপন্ন লোক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। বাদুঙ্ শহরের

একটু পূবে, সমুদ্রের ধারে একটি বাগানবাড়ি কিনেছেন, তাঁর এই বাগান-বাড়ির কাছেই মাল নামাবার ছোটো একটি বন্দর আছে; নিজের মোটর ক'রে ফিদা হোসেন আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। একজন ভারতবাসী এতদূরে এসে কেমন ক'রে নিজের প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন তা দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। ফিদা হোসেন আর তাঁর সঙ্গেকার একটি গুজরাটী দোকানদারের কাছ থেকে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে দু-চারটে টুকি-টাকি খবর পাওয়া গেল। ১৯০৮ সালে ডচেরা মানোয়ারী জাহাজ থেকে বাদুঙ্ শহরে গোলাবর্ষণ ক'রেছিল, সে কথা আমাদের ব'ল্লেন। বলিদ্বীপের লোকেদের খুবই প্রশংসা ক'র্লেন। ব'ল্লেন, 'ইয়ে লোগ অচ্ছে হৈঁ, কৌম বহুৎ বহাদুর হৈ, ঔর হিন্দু আদমী হৈঁ, ইস্ ৱাস্তে ইন্‌মেঁ সব্‌র্ বহুত হৈ—বেশ লোক এরা, জা'ত হিসাবে খুব সাহসী, কিন্তু এরা হিন্দু তাই এদের মধ্যে ধৈর্য্য খুব।' এদের দেশে বর-ক'নে পরস্পরকে নির্বাচন ক'রে নেয়। বিবাহের রীতি অতি সরল, আর বিবাহ-ভঙ্গ সহজেই হয়। বাপ-মায়ের অমত হ'লে, বিবাহেচ্ছু ছেলে আর মেয়ে কোথাও পালিয়ে' গিয়ে একত্র বসবাস করে, আর তাতেই তারা বিবাহিত ব'লে গণ্য হয়। বিয়ের সময়ে পদণ্ডরা আসে, মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। আমাদের একটু খুশী কর্‌বার জন্য ফিদা হোসেন আমাদের ব'ল্লেন, 'বাবু-সাব, এরা হিন্দু বটে, কিন্তু এদের কতকগুলি আদৎ বড়ো খারাপ, ভারতবর্ষের হিন্দুদের মতন এরা শুদ্ধাচারী নয়।' আমরা বলিদ্বীপে খালি 'সৈর' বা ভ্রমণ ক'র্‌তেই আসি নি,—এদের রীতি-নীতিও দেখ্‌তে এসেছি, এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চা আছে কিনা, শাস্ত্র টাস্ত্র কী আছে সে-সব দেখাও উদ্দেশ্য, এই কথা শুনে ফিদা হোসেন ব'ল্লেন যে, বছর কতক পূর্বে ভারতের একজন সাধু বা পণ্ডিত বলিদ্বীপে এসেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করা; তিনি আচার-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, ফিদা হোসেন যত্ন ক'রে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি নিজে রেঁধে খেতেন। তবে যে-রকম সংস্কৃত বইয়ের খোঁজে তিনি বলীতে এসেছিলেন, সে-রকম বই তিনি পাননি। তাঁর নামটি কী, আর কোন্ প্রদেশের লোক ছিলেন তিনি, ফিদা হোসেনের মনে নেই। তাঁর বাগান-বাড়ি, মালের গুদাম সব দেখিয়ে' ফিদা হোসেন আমাদের ফির্‌তি পথে Sanor 'সানোর্' ব'লে একটি গ্রামের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন ওস্তাদ কাঠের-খোদাই মিস্ত্রী আছে, সে চমৎকার মূর্তি তৈরী ক'রে

থাকে। ফির্তি পথে, সমুদ্রের তীর আর বাহুঙ্ শহরের মাঝে, বাঁ-হাতে একটি ছোটো রাস্তা ধ'রে, সানোর্-গাঁয়ে আমাদের মোটর এল'। কাঠের মিস্ত্রির বাড়িতে ছোটো বড়ো অনেকগুলি মূর্তি দেখ্লুম,—সম্পূর্ণ তৈরী, আধা তৈরী, সবে হাত দেওয়া হ'য়েছে, নানা অবস্থায়। তিন-চার জন সহকারী কাজ ক'র্ছে। শক্ত ভারী কাঠে তৈরী সব মূর্তি। স্থরেন-বাবু বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের জন্ত গুটি তিনেক মূর্তি কিন্লেন। এই খোজারা আমাদের হ'য়ে, ব'লে-ক'য়ে, দরটা ন্তায্য বা শস্তা ক'রে দিলেন—'এঁরা তোমাদেরই সমধর্মী, এঁদের মধ্যে আবার পদস্থ আছেন, সাহেবদের কাছে যে দাম নাও সে দাম নিতে পার্বে না,' ইত্যাদি ব'লে। বাহুঙ্-এ ফিরে এঁরা আমাদের বাসায় পৌছে' দিয়ে গেলেন, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। দ্রেউএস্ এঁদের সঙ্গে মালাই-ভাষায় আলাপ ক'র্লেন, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা ব'ল্লেন। এঁরা কবিকে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলেন। পরে একদিন ফিদা হোসেন স্বয়ং আমাদের জন্য স্বদেশীয় খাদ্য, চাপাটি কোর্মা হালুয়া প্রভৃতি এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশে এসে গুজরাটের এই মুসলমান বণিক্দের কাছে আমরা যে হৃদ্যতা যে সৌজন্যের পরিচয় পেয়েছিলুম, সে কথা মনে হ'লেই তার জন্ত আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করি।

সন্ধ্যার সময়ে কোপ্যার্ব্যার্গ্ তাঁর পরিচিত একজন প্রাচীন-বলিদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্যের বিক্রেত্রীর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ছোটো শহরটির সদর রাস্তা ছাড়িয়ে' একটি গ্রাম্য পথ দিয়ে খানিকটা গিয়ে আমরা এই বাড়ির কাছে এসে পৌছুলুম। কতকগুলি বাগান পেরিয়ে' বাড়ির সাম্নে আসা গেল। অন্ধকার পথ, দু-পাশে কলা-গাছের চওড়া পাতা, আমরা জন চারেক লোকে কথা কইতে-কইতে চলেছি, রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডেকে-ডেকে পালাচ্ছে। বাড়ির কাছে পৌছুতে গৃহস্বামিনী একটা হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এসে আমাদের স্বাগত ক'র্লে। আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে বসালে। বৈঠকখানা মানে, একটি ঘরের সাম্নেকার দর-দালান। একটা টেবিল পাতা, আর তার উপরে একটা কেরাসিনের টেবিল-আলো জ'ল্ছে। আশে-পাশে কতকগুলি চেয়ার আর মোড়া; আর ইংরেজি বিস্কুট না কিসের বিজ্ঞাপনের ছবি একখানা দেয়ালে আঁটা। গৃহস্বামিনী আমাদের খাতির ক'রে এনে চেয়ারে বসালে। আর দু-তিনটি লোক ছিল, ছোক্রা, বাড়িরই ছেলে।

একটি ছোক্‌রাকে বেশ শ্রীমান্ বুদ্ধিমান্ ব'লে মনে হ'ল। এরা দু'জনে ব'সে যবদ্বীপীয় অক্ষরে মুদ্রিত 'কবি' বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় কী একখানা বই প'ড়্‌ছিল। আমাদের বসিয়ে' দিয়ে, বাড়ির কর্ত্রী ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে আমাদের জন্য পানীয় আনাতে দিলে। পরে পানীয় এল'; কাছে-পিঠে কোনও দোকানে লেমনেড পাওয়া গেল না, তাই তার বদলে কয় বোতল বিয়ার এনে হাজির ক'র্‌লে—আমাদের ডচ্ বন্ধুরা তার সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হ'লেন না। গৃহকর্ত্রী তার পরে ভিতরের ঘরে গিয়ে, আমাদের দেখাবার জন্য তাঁর বিক্রীর জিনিস-পত্র সাজাতে লাগ্‌ল। গৌরবর্ণ মোটা-সোটা প্রৌঢ়া রমণী, সুন্দরী বলা চলে; চওড়া-লাল-পেড়ে সাড়ী প'রে দাঁড়ালে, আমাদের দেশে যে কোন অভিজাত ঘরের গিন্নী-মা ব'লে মনে হ'ত। এ মহা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে চলা-ফেরা ক'রতে লাগ্‌ল। কোপ্যার্‌ব্যার্গের আর দ্রেউএসের মধ্যস্থতায় আমি ছোক্‌রা দু'জনের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লুম। ছোক্‌রাদের মধ্যে যেটিকে বেশী বুদ্ধিমান্ ব'লে মনে হ'ল, দেখ্‌লুম যে সেটি বলিদ্বীপের ভাষায় রচিত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য বেশ প'ড়েছে। যে বইখানা প'ড়্‌ছিল সেখানা হ'চ্ছে যবদ্বীপে ছাপা প্রাচীন কবি-ভাষায় রচিত Boroto Djoeda ('বরট' বা 'ব্রট জুড') অর্থাৎ 'ভারত-যুদ্ধ' বা মহাভারত-কথা। রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত ঘটনা আর পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে দেখ্‌লুম যে ছোক্‌রা খুব খবর রাখে। 'সটিআকি' বা সাত্যকি, 'বুরিস্রাউঅ' বা ভূরিশ্রবাঃ, 'ক্রেপা' বা কৃপাচার্য্য, 'সুসার্ম' বা সুশর্মা, 'দ্রেস্তাডিউম্‌না' বা ধৃষ্টদ্যুম্ন, 'সালিআ' বা শল্য, 'সলুআ' বা শাল্ব প্রভৃতি মহাভারতের অপ্রধান পাত্রদের সম্বন্ধে এমনি সহজ-ভাবে উল্লেখ ক'রে যেতে লাগ্‌ল, যেন এরা তার কতই পরিচিত; দেখে আমি তো বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। ক'জন বাঙালী হিন্দুঘরের ছেলে এখন সাত্যকি বা কৃপাচার্য্যের বা শাল্বের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট-ভাবে কিছু ব'ল্‌তে পারে? অথচ এত দূরে এরা এই মহাভারত থেকে কতটা না রস পেয়েছে যে এমনি ক'রে তার খুঁটি-নাটি নানা কথা ধ'রে আছে। আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, ভারতবর্ষ থেকে 'মহাগুরু' এসেছেন, এ-সব কথা শুনে ছোক্‌রা ভারি আশ্চর্য্য আর প্রীত হ'ল। তাদের বাড়িতে প্রাচীন পুঁথি কিছু আছে কিনা এ কথা শুধানোতে, ছোক্‌রা খানকতক তাল-পাতার পুঁথি আন্‌লে। একখানি বেশ বড়ো, অতি সুন্দর ছাঁদে ঝর-ঝরে' হাতে লেখা পুঁথি

দেখ্লুম, সেখানি নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক পুঁথি; এটি প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায় লেখা। এ-ছাড়া দেখালে' বলিদ্বীপীয় ভাষায় Ardjoena-wiwaha 'আর্জুনা-উইহ্ওআ' বা 'অর্জুন-বিবাহ'—অর্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জুনীয়, ইন্দ্রালয়ে অর্জুনের গমন, নিবাত-কবচ দৈত্যের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, আর সুপ্রভা অপ্সরার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ, এই-সব ব্যাপার নিয়ে। আর ছোটো-ছোটো দুই-একখানি পুঁথি দেখ্লুম। নীতিশাস্ত্রের পুঁথিখানি কেন্বার অভিপ্রায় প্রকাশ ক'র্লুম। ছোক্রা তখন বেচ্তে চাইলে না; কিন্তু পরে এর সঙ্গে এক দিন পথে দেখা হয়, তখন নিজেই উপযাচক হ'য়ে পুঁথিখানি বিক্রী করার কথা উত্থাপন করে, আর তখন পনেরো গিল্ডারে—প্রায় টাকা চোদ্দয় - পুঁথিখানি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের জন্য আমরা সংগ্রহ করি।

ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটি আমাদের তার জিনিস-পত্রের পসরা দেখাবার জন্য বাড়ির অন্য অংশে ডেকে নিয়ে গেল। নানান্ রকমের শিল্প সম্ভার, ক্লুঙ্কুঙে যেমন সব দেখেছিলুম। কাপড়ে-আঁকা পট দেখ্লুম কতকগুলি, কিন্তু আমার নিজের পছন্দ-মতন কিছু পেলুম না। কোপ্যার্ব্যার্গ্ আর ব্রেউএস্ দু-চারটি কাঠের জিনিস কিন্লেন। একটা ঘরের তক্তাপোষে জিনিসগুলি আমাদের জন্য সাজিয়ে' রেখেছিল। ঘরটা যেন একটা অব্যবহৃত ভাঁড়ার-ঘর ব'লে মনে হ'ল; দেয়ালের তাকে নানা হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাক্স; আর খুব ধূলো আশেপাশে। এইরূপে সওদা ক'রে, আর ছোক্রাটির সঙ্গে আলাপ ক'রে, খুব খুশী হ'য়ে আমরা পাসাংগ্রাহানে ফির্লুম।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, শুক্রবার

সকালে বাজার-অঞ্চলটা আমরা একটু ঘুরে এলুম। ফিদা হোসেন আর কতকগুলি গুজরাটী দোকানদার, কবির সঙ্গে দেখা ক'র্তে এলেন। ইতিমধ্যে একটি বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক কতকগুলি অতি সাধারণ কাপড় আর অন্য জিনিস নিয়ে আমাদের বেচ্তে এল'। কেমন ক'রে প্রকাশ হ'য়ে গেল যে, ফিদা হোসেনই তাকে পাঠিয়ে' দিয়েছে, নিজের জিনিস-পত্র কিছু এই-ভাবে আমাদের কাছে বিক্রী হয় কিনা দেখ্বার জন্য। এতে একটু পাটোয়ারি বা বেনেতি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল; আমরা হাজার হোক্ ও-দেশে দু-পাঁচ টাকার জিনিস-ও তো কিন্বো, তা যদি কিছুটা জিনিস অন্য লোকের কাছ থেকে

না কিনে এদের কাছ থেকেই কিনি, তাতে তো আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নেই, আর সামান্য কিছু লাভও ওদের ঘরে আসে—ব্যবসায়ের দিক্ থেকে ধ'রলে, এটা কিছু অন্যায় নয়।

দুপুরে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক স্থানীয় শিল্প-দ্রব্য বেচ্‌তে এল'। গতকল্য সন্ধ্যায় আমরা যার বাড়িতে গিয়েছিলুম, দেখ্‌লুম সেই স্ত্রীলোকটিও এই দলে এসেছে। আমাদের বাসার বারান্দায় তাদের জিনিস-পত্রের পসরা সাজিয়ে' ব'স্‌ল। আমরা কিছু-কিছু জিনিস নিলুম—কাঠের মূর্তি, কাঠের মুখস, পুরাতন জরীর কাজ করা কাপড়, ইত্যাদি। আমি নিজে কাপড়ের উপরে আঁকা দু'খানা পট কিন্‌লুম। এরা যখন এদের জিনিস-পত্র আমাদের দেখাবার জন্য ভূঁইয়ের উপরে সাজিয়ে' রেখে ব'সে ছিল, তখন একটা জিনিস লক্ষ্য ক'র্‌লুম—আমাদের ডচ্ বন্ধুরা কোনও কিছু জিনিস দেখিয়ে' তার দর জিজ্ঞাসা কর্‌বার কালে, পা দিয়ে জিনিসটা দেখাচ্ছিল—এটার দাম কত, ওটার দাম কত। আমরা দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' সাম্‌নে উপবিষ্ট এই পসারিনীদের সঙ্গে কথা কইছিলুম ;—মাটিতে রাখা কোনও কিছু হাত দিয়ে দেখাতে গেলে, ঝুঁকে নীচু হ'য়ে দেখাতে হয়, পা দিয়ে দেখানোতে আর ঝুঁকতে হ'চ্ছিল না। আমার কিন্তু এই ধরনটা মোটেই ভালো লাগ্‌ছিল না, বরঞ্চ অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছিল। যারা বিক্রী ক'র্‌তে এসেছে, এতে ক'রে তাদের প্রতি তো একটা অবজ্ঞা আর অশিষ্টতা প্রকাশ করা হ'চ্ছিল-ই ; তবে তারা স্থানীয় অশিক্ষিত বা গরীব শ্রেণীর 'নেটিভ' স্ত্রীলোক মাত্র, তাদের সম্বন্ধে অতটা চিন্তা করার দরকার ছিল না—এ কথা হয়-তো রাজার জাতি ব'লে ডচ্‌দের মনের কোণে ছিল। কিন্তু সুন্দর শিল্পদ্রব্যগুলি, যেগুলি পরম পদার্থ ব'লে কিনে নিয়ে যাবার জন্য সকলেই ব্যগ্র, সেইগুলির প্রতি ;—আর যে শিল্পী বা রূপকারেরা, জিনিস-গুলি যেন তাদের প্রতিভূ হ'য়ে আমাদের সাম্‌নে বিদ্যমান—তাদেরও প্রতি যেন অশ্রদ্ধা আর অপমান প্রদর্শন করা হ'চ্ছিল, এইরূপে পা দিয়ে জিনিস দেখানোর দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আমার তখনি একটি ঘটনার কথা মনে হ'ল, তাতে এসব বিষয়ে একটা etiquette বা ভব্যতা শেখানোর যে দরকার আছে তা বেশ প্রতীয়মান হবে। বিলেতে অবস্থান কালে, লণ্ডনে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত H. M. Percival এইচ্ এম্ পর্সিভাল মহোদয়ের সঙ্গে মাঝে-মাঝে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যেতুম। শ্রীযুক্ত পর্সিভাল-সাহেব তখন তাঁর

অধ্যাপনা-কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন বছর দশেক পূর্বে, লণ্ডন-প্রবাসী হ'য়ে আছেন। তাঁর শেষ ছাত্রদলের মধ্যে অন্যতম ছিলুম আমি, আর তাঁর বিশেষ স্নেহ লাভের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। পর্সিভাল-সাহেব আমাদের বাঙলা দেশেরই লোক, ফিরিঙ্গি-জাতীয়। নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে এঁর কাছে প্রচুর শিক্ষা আর আনন্দ লাভ ক'রতুম। লণ্ডনে একদিন সাহেবের ঘরে ব'সে তাঁর সঙ্গে কথা কইছি। তাঁকে একখানি বই এগিয়ে' দেওয়ার দরকার হ'ল। যেখানে আমি ব'সেছিলুম, সেখান থেকে তাঁকে বইখানি দিতে গেলে, আমার বাঁ হাতে ক'রে বইখানি নিয়ে বাঁ হাতে ক'রেই দেওয়া সুবিধের ছিল; কিন্তু অভ্যাস-মতন, বাঁ হাতে বইখানি তুলে নিয়ে, তাঁকে দেবার সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে' একটু ঝুঁকে ডান হাতে ক'রে ধ'রে বইখানি এগিয়ে' দিলুম। তিনি চুপ ক'রে লক্ষ্য ক'রলেন; বলা বাহুল্য, আমার কিছু-ই মনে হয় নি। এর খানিক পরে একখানা বাজে কাগজ ফেলে দেবার দরকার ছিল, কাগজটা নিয়ে মুঠোয় ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে', ঘরের ভিতরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ'লছিল সেই আগুনের দিকে তাক ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম, কিন্তু কাগজের কুণ্ডলীটা ঠিক আগুনের মধ্যে গিয়ে প'ড়ল না, অগ্নিকুণ্ডের লোহার রেলিঙ্-এ লেগে ঠিক্‌রে ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে প'ড়ল। সেইখান থেকে পায়ের লাথি দিয়ে ছুঁড়ে দিলেই, ওটা আগুনে গিয়ে প'ড়ত, তা না ক'রে অভ্যাস-মতন ডান হাতে ক'রে পাকানো কাগজটা তুলে নিয়ে, তার পরে উঠে একটু এগিয়ে' গিয়ে, হাতে ক'রেই আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম; এবার আগুনের মধ্যে ঠিক প'ড়ল। পর্সিভাল-সাহেব এটাও লক্ষ্য ক'রলেন। তার পরে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে' আমায় ব'ললেন—বেশ একটু বিচলিত না হ'লে তিনি এ রকম দাঁড়িয়ে' উঠ্‌তেন না—'দেখ সুনীতি, আমাদের দেশের সভ্যতার প্রকৃতি অনুসারে, অনেক পুরুষের শিক্ষা আর সদাচারের ফলে, সাধারণ ভব্যতা বা শালীনতা সম্বন্ধে যে-সব ধারণা গ'ড়ে উঠেছে, সেগুলি অতি সুন্দর, যে কোনো দেশের etiquette বা ভদ্র রীতির চেয়ে সেগুলি খারাপ নয়—সেগুলিকে প্রাণপণে বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রবে; আমাদের সভ্যতায়, দুনিয়ার আর মানুষের সম্বন্ধে আমাদের attitude বা মনোভাবের পরিচায়ক হ'চ্ছে আমাদের এই-সব বাহ্য চাল-চলন, ধরন-ধারন। এই যে তুমি বইখানি আমায় বিশেষ ক'রে ডান হাতে ক'রে ধ'রে দিলে, এর পিছনে তোমার মনে, আমি একজন

মানুষ ব'লে আর আমি তোমার মাননীয় অধ্যাপক ব'লে আমার সম্বন্ধে তোমার যে সাধারণ আর বিশেষ সম্মান-বোধ আছে, সেটি কেমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হ'ল। আর কাগজের নুটিটা তুমি যে পা দিয়ে 'শুট্' না ক'রে, তুলে আগুনে ফেলে দিলে, কোনও ইংরেজ ছেলের মনে এরকম করার কথাই আস্‌তে পারত না—এ হ'চ্ছে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় নম্রভাব আর ভব্যতা—যাতে ক'রে তুচ্ছ প্রাণহীন মাটির ঢেলাটা খড় কুটাটা পর্য্যন্তও আমাদের হাতে ভদ্রতার অপেক্ষা করে ব'লে আমরা মনে করি ;—যে ব্যক্তি এই প্রকারের জাতীয় সংস্কৃতি-গত স্বাভাবিক ভদ্রতায় মণ্ডিত, সে instinctively অর্থাৎ আপন সহজাত বুদ্ধি থেকেই, কারো দ্বারা বিশেষ বলা-কহার বা চোখে আঙুল দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ফলে নয়, সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধে একটা tenderness অর্থাৎ কোমল-ভাব পোষণ করে। আমাদের দেশের সভ্যতা এই-সব গুণকেই অবলম্বন ক'রে আছে। এই যে বাপের বা অন্য গুরুজনের সাম্‌নে ছেলেরা তামাক খায় না, এটা আমার চোখে ভারি চমৎকার লাগে—গুরুজন ঘরে ঢুক্‌লে তাঁদের সম্মাননার জন্য উঠে দাঁড়ানোর মতই এটা সুন্দর আর সার্থক। আমাদের ভারতীয় culture-এর একটা প্রধান অঙ্গ এই রকম ভব্যতা, যা অচেতন বস্তুর সম্বন্ধেও আমাদের ব্যবহারকে একটা tenderness-দ্বারায় মণ্ডিত ক'রে দেয়, সেটিকে যেন কখনও আমরা না ভুলি, "সেকেলে' " ধরন ব'লে যেন সেটিকে আমরা অবজ্ঞা না করি।'

পর্সিভাল-সাহেবের এই সুদীর্ঘ উপদেশের যাথার্থ্য উপলব্ধি ক'র্‌লুম। ডচ্ বন্ধুরা যে ইচ্ছা ক'রে তাচ্ছীল্য দেখানোর-ই মনোভাব নিয়ে পা দিয়ে জিনিসগুলি দেখাচ্ছিলেন, তা নয়, কিন্তু পর্সিভাল-সাহেবের কথিত tender-ness-টুকু এঁদের ছিল না। ছেলেবেলায় দেখেছি, ছোটো খাটো বিষয়ে আমাদের গুরুস্থানীয়েরা কতটা না লক্ষ্য রাখ্‌তেন। এখন আমরা আর সে-সব বিষয়ে অবহিত নই। Noblesse oblige ; ব্রাহ্মণ-সন্তান ব'লে কত না বিষয়ে আমাদের সংযত হ'য়ে থাকতে আমার ঠাকুরদাদা আর ঠাকুরমা আমাদের উপদেশ দিতেন! আর আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে tradition বা গতানুগতিক রীতি হিসাবে, আর আনুষ্ঠানিক ধর্মের অঙ্গ হ'য়ে, কত না সুন্দর প্রথা আমাদের মধ্যে ছিল, এখনও আছে,—কিন্তু আমরা আলস্যের জন্য আর ফ্যাশনের ধাক্কায় প'ড়ে সেগুলিকে অনাবশ্যক আর superstitious অর্থাৎ

কুসংস্কারাত্মক ব'লে মনে ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছি। এই রকম রীতির মধ্যে একটি রীতি আমার কাছে এখন চমৎকার লাগে—বইয়ে পা লাগ্‌লে, বইখানিকে তুলে মাথায় ঠেকানো। মা সরস্বতী, জ্ঞানের আধার বইয়ে অধিষ্ঠান করেন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পা লাগালে বইয়ের অসম্মানে তাঁর ই অসম্মান, বই মাথায় ঠেকিয়ে' এই অসম্মানের প্রতীকার ক'র্‌তে হয়—ছেলেবেলায় আর সকলকে দেখে এই শিক্ষা আমরা পেয়েছিলুম। এখন এর অন্তর্নিহিত ভাবটির মাধুর্য্য আর ঔচিত্য, এই পা দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টিগুলির অসম্মান করা হ'চ্ছে দেখে পূর্ণভাবে আমার মনে প্রতিভাত হ'ল। আরও মনে হ'ল, মুসলমান তুর্কদেশে আর পারস্যে সেকালে একটি রীতি ছিল—লেখা কাগজের অসম্মান কেউ ক'র্‌ত না—কারণ, কে জানে কোন্ কাগজে ভগবানের নাম বা কোনও সাধু কথা লেখা আছে; অনেকে এই রকম কাগজ পেলে, তাকে অজ্ঞান-প্রসূত অবমাননা থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে সংগ্রহ ক'রে আগুনে পুড়িয়ে' ফেল্‌ত।

অবান্তর প্রসঙ্গ যাক্। উত্তরে উবুদের উৎসব দেখ্‌তে আমরা যাত্রা ক'র্‌লুম, দু'খানা গাড়ি ক'রে, বেলা তিনটেয়। আজকে সকালে কবি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ ক'রেছিলেন; পরে একটু ভাল থাক্‌লে-ও, তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে পার্‌লেন না। উবুদের পুঙ্গব শ্রীযুক্ত চকর্দে সুখবতীর গৃহে আমরা পৌঁছুলুম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত খোরিস আমাদের প্রদর্শক হ'লেন, শ্রীযুক্ত সুখবতী নিজে বড়ই ব্যস্ত। এঁদের বাড়িটি মস্ত বড়ো। তারই তিনটি মহলে ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়ার আয়োজন চ'লেছে। নানা দৃশ্যের মধ্যে, হট্টগোল ভীড় হৈ-চৈ-এর মধ্যে, আমাদের ঘুরে-ঘুরে দেখ্‌তে হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটির পারম্পর্য্য ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পারা গেল না। দাহের পূর্বে সাতদিন ধ'রে নানা উৎসব অনুষ্ঠান হয়। তিন-চার মাস আগেকার মৃতদেহ শবাধারে ক'রে বহির্বাটীতে এনে বৃহৎ এক বাঁশের মাচার উপরে সাদা মলমল আর নানা রঙীন কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখা হ'য়েছে। বৃহৎ এক বাঁশের নাগমূর্তি,—নানা রকম রঙীন কাগজ কাপড় শল্‌মা চুমকি জগজগা জরী দিয়ে সাজানো, এই নাগমূর্তির ভিতরে শবাধার রক্ষিত। শবাধারের সাম্‌নে আশে-পাশে মৃতের উদ্দেশে অর্পিত দ্রব্য-সম্ভার—খাদ্যদ্রব্য, বসন আর তৈজসপত্রাদি। শবাধারের কাছে পরিবারস্থ মেয়েরা আর অন্য পুরুষ আত্মীয়েরা আর দু-চার জন পদণ্ড র'য়েছেন। শবাধারের সাম্‌নে উঠোনে এক পাশে একটি উঁচু কাঁচা-বাঁশের মাচা, সেটিতে উঠে, পদণ্ডরা

ব'সে ব'সে তাঁদের পুজা-পাঠ ক'র্‌ছেন; আর একটা আটচালা, তাতে অন্য আত্মীয় স্বজন আর অভ্যাগত সকলে ব'সে আছেন। এই-সব আছে একটি মহলে। তার সাম্‌নে দেয়াল দিয়ে তফাৎ ক'রে দেওয়া আর একটি মহল—সেখানে মস্ত এক আঙিনা, আর কতকগুলি আটচালা; যাত্রা-গানের আসর হয় সেই আঙিনায়, আর বিশিষ্ট অভ্যাগতদের বস্‌বার স্থান সেই আটচালায়। এখানে আজকে ততটা ভীড় নেই। এই মহলের মধ্যেই বাড়ির সদর-দরজা বা তোরণ-দ্বার, যেটি রাস্তার উপরে প'ড়েছে। এই মহলের একটি কোণে বাড়ির সাম্‌নের আর বাড়ির পাশের দু'টি রাস্তা যেখানে মিলেছে, সেখানে একটি প্রশস্ত pavilion বা ছতরী-যুক্ত বৈঠকখানা আছে, সিঁড়ি বেয়ে সেটিতে উঠ্‌তে হয়, সেখানে থেকে ব'সে-ব'সে আমরা রাস্তার নানা শোভা-যাত্রা আর সঙ্‌ আর জীবন-প্রবাহ দেখি। মৃতদেহ বাড়ির দরজা দিয়ে বা'র ক'র্‌তে নেই, পাঁচিলের উপর দিয়ে বাঁশের মাচার মতন এক সিঁড়ি-পথ ক'রেছে, খুব উঁচু—শব-শুদ্ধ শবাধার এনে, সেই মাচা বেয়ে দেয়ালের বহু ঊর্ধ্বে উঠ্‌বে, তারপরে, দেয়ালের ওপারে রাস্তায় শব-বহনের জন্য বাঁশের তৈরী যে বিরাট্‌ একটা মানুষের-কাঁধে-বহা মঞ্চ তৈরী হ'য়েছে, যাকে Wadah 'ওয়াদাঃ' বলে, তার উপরে রাখা হবে; তখনই সেই ওয়াদাঃ-তে ক'রে দাহস্থানে শবাধার-সমেত শব নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ মৃতদেহটিকে বিশেষ ক'রে তৈরী উঁচু-সিঁড়ি-যুক্ত মাচার সাহায্যে, পাঁচিল টপ্‌কে' বাড়ির বা'র করা হবে। ওয়াদাঃ যেটি এই উপলক্ষ্যে তৈরী হ'য়েছে, সেটি প্রায় আড়াই-তলা উঁচু হবে; বিরাট্‌ ব্যাপার এটি—নানা রকমের ডাকের সাজে রঙীন সোনালি রূপালি কাগজে কাপড়ে অলংকৃত, নানা কাঠে-খোদা রঙ-করা রাক্ষসের মুখস চারি দিকে লাগানো; ওয়াদাঃ-টির প্রধান অলংকার হ'চ্ছে, তার মাঝামাঝি পক্ষপুট বিস্তার ক'রে এক বিরাট্‌ গরুড়-মূর্তি। ওদিকে যে মহলটিতে শবাধার রক্ষিত হ'য়েছে, সে মহলে রাস্তার দিকে যে দেয়াল সেই দেয়ালের উপর দিয়ে বাঁশের সিঁড়ি আর মাচা ক'রে একটি পথ করা হ'য়েছে; এইভাবে দেয়াল ডিঙিয়ে' রাস্তা থেকে শবাধারের মহলে আস্‌বার জন্য। একটি অনুষ্ঠান আছে—রাজবাটীর মেয়েরা আর গ্রামের মেয়েরা রাস্তায় বিরাট্‌ এক মিছিল ক'রে মাথায় নানা দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে, শবধারের কাছে আসে, তারা তখন তোরণ বা অন্য কোনও দরজা দিয়ে ঢোকে না, এই সিঁড়ির মাচা দিয়ে দেয়ালের উপর দিয়ে টপ্‌কে' তবে শবাধারের

মহলে আসে। ডক্টর খোরিসের সঙ্গে এ-সব দেখ্লুম। তারপরে তোরণ-দ্বার দিয়ে ঢুকেই যে প্রথম মহলের কথা ব'লেছি, যে মহলের আঙিনায় যাত্রা-গান হবে, তাতে ঢুকে, বাঁ হাতে আর একটি মহল দেখ্লুম। এটিকে কতকটা যেন অন্দর বা বসতের মহল ব'লে মনে হ'ল, বাইরের লোক এখানে বেশী কেউ নেই, কিন্তু ডক্টর খোরিসের অবারিত দ্বার। এই মহলে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত ঘরে, মেয়েরা নানা কাজে ব্যাপৃত। কোথা-ও বা নৈবেদ্যের আকারে কাঠের থালায় ভাত তরকারি সাজানো হ'চ্ছে, কোথাও বা তাল-পাতা চিরে চিরে নানা রকমের ঝালর আর অন্য বিচিত্র পত্রময় অলংকার তৈরী হ'চ্ছে, কোথাও কলা-গাছ কেটে-কেটে কলার বাসনার পাত্রে পূজার আর অন্য আচার-অনুষ্ঠানের জন্য নানা জিনিস সাজানো হ'চ্ছে। সমস্ত বাড়িটা এখানে একটা উগ্র গন্ধে ভর-পুর—কাঁচা তাল-পাতার গন্ধ, আর কলা গাছের গন্ধ, আর নানা রকমের ফুলের গন্ধটাই তার মধ্যে প্রধান।

বিকাল ঘনিয়ে' এল। এক বিরাট্ শোভাযাত্রা, যেটি আজকের দিনের প্রধান কার্য্য, সেটি দেখ্বার জন্য আমরা পূর্ব-কথিত pavilion বা ছতরীতে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথমে রাক্ষস-সাজা ধুলো-কাদা-চুন-কালি-মাখা কতকগুলি লোক গেল; এরা আপসে হল্লা চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি আর মারামারির অভিনয় ক'র্ছে; শেষে এদের মধ্যে থেকে গলায়-দড়ি-বাঁধা কতকগুলি লোক এই মারামারির ফলে যেন হেরে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন ক'র্লে, আর বাকী রাক্ষস-সাজা মানুষগুলো তাদের তাড়া ক'র্লে। মৃতের আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই রকম রাক্ষস বা ভূত প্রেতেরা আসে; ইন্দ্রলোক বা বিষ্ণুলোক বা মৃতের কাম্য যে লোক, সেখানকার দেবতাদের সঙ্গে এই রাক্ষসদের যুদ্ধ বাধে, শেষে রাক্ষসেরা পরাজিত হ'য়ে পালিয়ে' যায়—এই ব্যাপারটা হ'চ্ছে তার-ই অভিনয়। বলিদ্বীপের রেওয়াজ, এই দুই দলে বস্ত্রাচ্ছাদিত গলিত শবদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'র্ত; উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই বীভৎস অনুষ্ঠানটি বর্জিত হ'য়েছিল। রাক্ষসদের পরে এল' লাল জামার উর্দি-পরা একদল ছত্র- আর দণ্ড-ধারী; বড়ো-বড়ো সাদা আর নানা রঙে রঙীন ছাতা এদের হাতে; ছাতাগুলি বেশীর ভাগই অতি সুন্দর দেখ্তে, সেকেলে' ছাতা, আমাদের দেশের টোকা বা বাঁশের ছাতার আকারের;—কতকগুলি হাল ফ্যাশনের শিক-ওয়ালা মোড়া ছাতাও ছিল, এগুলি কিন্তু মোটেই সুদৃশ্য লাগ্‌ল

না। ছত্র- আর দণ্ড-ধরদের পিছনে মেয়েদের যেন অফুরন্ত সারি—সে এক অভূত-পূর্ব ব্যাপার—এত স্ত্রীলোক যে কোথা থেকে এল' বুঝ্‌তে পারা যায় না, সংখ্যায় এরা পাঁচ-সাত শ'র কম হবে না। সাধারণতঃ এদের বক্ষোদেশে একখণ্ড ক'রে উত্তরীয় জড়ানো, কাঁধ খোলা, পরনে পা পর্য্যন্ত সারঙ্, আবার অনেকে মালাই-ধরনের জামা-ও প'রেছে। মাথায় নৈবেদ্য-অন্ন নিয়ে একদল মেয়ে; হাতে খোলা ছাতি ধ'রে জামা গায়ে আর একদল মেয়ে, এরা মাথায় ক'রে কিছু ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে না, শুন্‌লুম এরা রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়ে—এদের সকলের মাথার খোঁপায় ফুল গোঁজা র'য়েছে দেখ্‌লুম; কচি তাল-পাতার নানা পূজার উপকরণ নিয়ে আর এক দল; তার পরে চার-পাঁচটা মুসলমানদের বড়ো-বড়ো তাজিয়ার মতন এল', পাতায় ফুলে সাজানো, আর তার উপরে সোনালি রূপালি কাগজের কাজ করা; শেষে এলেন শ্রাদ্ধাধিকারী পুঙ্গব সুখবতীর পরিবারের মেয়েরা—হ'ল্‌দে, কালো, আর বেগুনে' ফাগের রঙের কাপড় প'রে—এদের চলার ভঙ্গীটা বড়ো অদ্ভুত লাগল—দেহযষ্টি হাঁটুর কাছে একটু যেন ভেঙে-ভেঙে ধীরে-ধীরে এই চলন, খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল। দুই-একটি অতি সুন্দরী মহিলা ছিলেন এই দলে। এই-সমস্ত মেয়ের দল রাস্তা থেকে ধীরে-ধীরে মাচার উপর দিয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে' শবাধারের মহলে নাম্‌ল। ডচ্ বন্ধুদের সঙ্গে এই মাচার উপর দিয়ে চ'ড়ে দেয়ালের মাথায় উঠে দাঁড়ালুম, মাচার বাঁশের রেলিঙ ধ'রে রইলুম। পুঙ্গব সুখবতীও এসে উঠ্‌লেন, আর তাঁর বাড়ির মেয়েরা যখন উঠ্‌ছিলেন আর নাম্‌ছিলেন, তখন তিনি তাঁদের হাত ধ'রে-ধ'রে সাহায্য ক'র্‌ছিলেন। এইরূপে মেয়েদের এই সমগ্র মিছিলটি, পাঁচিলের উপর দিয়ে গিয়ে, শবাধারের পাশে তাদের জিনিস পত্র সব রেখে দিলে। তার পরে এত উপহার দ্রব্যের কী যে হ'ল, সে কথা জান্‌তে পারি নি।

এই শোভাযাত্রা দেখ্‌বার জন্য নানান দূর জায়গা থেকে বিস্তর লোকের সমাগম হ'য়েছিল—বিস্তর মেয়ে আর পুরুষ এসেছিল। এদের যে আকর্ষণী শক্তি ছিল, চলা-ফেরায় আর দেহ-ভঙ্গীতে যে সহজ মনোহর ভাব ছিল, তার দিকে দেখ্‌বো, না, মিছিল দেখ্‌বো—তা ঠিক ক'র্‌তে পারা যাচ্ছিল না। এখানেও সেই বাঙ্‌লির শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রের মতন চিত্ত অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌ছিল। অনেকগুলি ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয়, আর দু-চার জন আমেরিকান দর্শককেও

দেখ্লুম,—তারাও আমাদের মতন-ই সমস্ত জিনিসটার রস উপভোগ ক'র্ছিল, কিন্তু তাদের আর আমাদের মনোভাবে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল ;—যতটা আমাদের ব'লে আমরা এই জিনিসটাকে ভাব্তে পার্ছিলুম, ততটা নিজের ক'রে দেখা এদের পক্ষে অবশ্য সম্ভব ছিল না। এই ভীড়ের মধ্যে দিয়েও আমরা ঘোরা-ফেরা খুব ক'র্লুম। দু-তিনটে ঘাসে-ঢাকা বড়ো-বড়ো মাঠ, সেখানে সমাগত লোকেরা ব'সে কোথাও বা খাওয়া-দাওয়া ক'র্ছে, কোথাও বা বিশ্রাম ক'র্ছে ; দু-চারটে ভাত-তরকারি আর অন্য খাদ্য-দ্রব্যের দোকানও খুলে গিয়েছে ; মোটর-লরি ক'রে বাদুঙ্ আর দূর দূর জায়গা থেকে দর্শনার্থীরা দলে-দলে আস্ছে, যাচ্ছে ; ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয়, আর অভিজাত আর ধনী বলিদ্বীপীয় জনগণের মোটর গাড়ির সারি। এত লোকজন, কিন্তু গোলমাল বা অভব্যতা কিছু-ই নেই। আর একটাও পাহারাওয়ালা আজকে চোখে প'ড়্ল না।

এই ভীড়ের ভিতর দিয়ে ঘুর্তে-ঘুর্তে দেখি, একটা মাঠের মধ্যে না'রকল পাতায় ছাওয়া মস্ত একটা আটচালার ভিতরে, যাতে ক'রে শবদেহের দাহ-কার্য হবে সেই উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড একটা কাঠের গোরুর মূর্তি তৈরী ক'রে রঙ-চঙ ক'র্ছে। এই গোরুর মূর্তিটা একটা ছোটো হাতীর মতন আকারের ; পিঠের কাছটা ফাঁপা ক'রে রেখেছে, সেখানে শবাধারটি বসিয়ে' দেবে। এটিকে নিয়ে যাবে দাহ-স্থানে। আশে-পাশে এই উদ্দেশ্যে অন্য মূর্তি তৈরী ক'র্ছে—মস্ত মাছের মূর্তি, আর সিংহের মূর্তি। এই সঙ্গে অন্য লোকেরা, যারা নিজ-নিজ আত্মীয়দের সৎকার ক'র্বে, তারা নিজ-নিজ জাতি অনুসারে এই-সব মূর্তি দাহ-কার্য্যের জন্য ব্যবহার ক'র্বে।

সন্ধ্যে হ'য়ে যায়— আমরা পুঙ্গব সুখবতীর কাছে বিদায় নিলুম। আমার সঙ্গে সুরাবায়ার সিন্ধী বণিক লোকুমলের দেওয়া ডচ্ বই—গীতার অনুবাদ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বই, যোগ কর্মবাদ ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে থিওসোফিস্টদের ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ, আর রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোটো গল্পের ডচ্ অনুবাদ—এই বইগুলি শ্রীযুক্ত সুখবতীকে উপহার দিলুম। আমার সঙ্গে পুঙ্গব সুখবতীর অল্প-স্বল্প আলাপ হ'য়েছে, বিশেষ আগ্রহ থাক্লেও ভাষার অভাবে বেশী কথাবার্তা হ'তে পারেনি—আমি ডচ্ বা মালাইয়ে কথাবার্তা চালাতে পারি না, আর তিনিও ইংরিজি জানেন না। তিনি বাকে আর

ব্রেউএস্‌কে দিয়ে প্রস্তাব ক'র্‌লেন—তাঁর পিতৃব্যের পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষ্যে আমি যদি বেদ-পাঠ করি, তা হ'লে তাঁর আর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বড়ো আনন্দ হয়; কত দিন পরে ভারতবর্ষ থেকে ঐ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হ'য়েছে, ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত ধর্ম-ই তো তাঁরা পালন করেন, অতএব ভারতীয় ব্রাহ্মণের দ্বারা একটি অনুষ্ঠান-ও যদি হয়, তা হ'লে তার থেকে আবার নোতুন ক'রে ভারতের সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। শ্রীযুক্ত সুথবতীর এই কথা আমার কাছে বেশ লাগ্‌ল। যদিও আমি পুরোহিত বা পণ্ডিত নই, তথাপি কর্তব্য-বোধে এ ভার আমার নেওয়া উচিত; তবুও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ আর অনুমতি আগে নেবো, ঠিক ক'র্‌লুম। শ্রীযুক্ত সুথবতীর এই প্রস্তাব ভারত আর বলীর ছিন্ন যোগ-সূত্রের পুনঃসংগ্রথনের পক্ষে একটি শুভ লক্ষণ ব'লে মনে হ'ল। ডচ্ বন্ধুরাও এই প্রস্তাবের অনুমোদন ক'র্‌লেন।

সন্ধ্যের পরে উবুদ্ থেকে বাঙ্গ্‌লি-এ আমাদের বাসায় ফিরে এলুম। কবি সকালের চেয়ে শারীরিক আর মানসিক দু' রকমেই ঢের ভালো আছেন দেখে আমরা আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌লুম। আমরা যা দেখে এসেছি তার বর্ণনা শুনে তাঁরও উৎসাহ খুব ফিরে এল; আর আমার দ্বারায় বেদ-পাঠের প্রস্তাবের কথা শুনে তিনি খুব অনুমোদন ক'র্‌লেন, আর ব'ল্‌লেন যে আমাকে যথাসাধ্য ভালো ক'রে এই কাজটি সাঙ্গ ক'র্‌তে হবে॥

॥ ১৬ ॥

(খ) বলিদ্বীপ—বাডুঙ্ ও উবুদ্

৩রা সেপ্‌টেম্বর ১৯২৭, শনিবার

সকালে ধীরেন-বাবুর সঙ্গে বাসা থেকে বাডুঙ্ শহরে একটু ঘুর্‌তে বেরোলুম। শহরের হাট বা বাজারের চত্বরেই যা কিছু দেখ্‌বার। বাজারের মধ্যে খানিক ঘুর্‌লুম—ঘুরে-ফিরে বলিদ্বীপের জীবনের নানা বর্ণে উজ্জ্বল ও মধুর চলচ্চিত্র উপভোগ ক'র্‌লুম। বাজারে এদের নানা রকমের শিল্প-দ্রব্য দেখ্‌লুম। তার মধ্যে হাতী-, সিংহ-, আর ঘোড়া-মুখো সুপারি-কাটা জাঁতি কিন্‌লুম—কালো লোহার উপরে সাদা টিনের কোফ্‌ৎগারি রেখাপাতে, আর জন্তুগুলির মুখের গড়নের প্রাণবান্ সৌন্দর্য্যে এই জাঁতিগুলি বাস্তবিকই উচ্চ অঙ্গের তৈজস-শিল্পের নিদর্শন। মালাই-দেশে কুআলা-লুম্পুরের সংগ্রহশালায় মালাই শিল্পের সমাবেশের মধ্যে এই রকম জাঁতি আমরা দেখে প্রশংসা ক'রেছিলুম। অন্য পিতলের আর তামার জিনিসও দুই-একটি নিলুম—চন্দ্রপুলি জাতীয় মেঠাইয়ের উপরে নক্‌শা কাট্‌বার জন্য ছোটো একরকম চাকা; খিলি-পান ছেঁচ্‌বার জন্য পিতলের হামান-দিস্তা; আর দেবতাদের মূর্তি আঁকা পেটা-তামার পাত্র, পঞ্চপাত্রের মতন—এদের পূজায় ব্যবহার করে;—পূর্ব-যবদ্বীপের Tengger তেঙ্গের অঞ্চলের লোকেরা এখনও মুসলমান হ'য়ে যায় নি, তাদেরও পূজার অনুষ্ঠানে এই ধরনের পাত্র এখনও ব্যবহৃত হয়।

সকলেই বাকে-রা কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ আর সুরেন-বাবুর সঙ্গে উবুদ্ রওনা হ'লেন। আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে কবির সঙ্গে যাত্রা ক'র্‌লুম। সকালটায় আমাদের বাসার বারান্দায় ব'সে লোক-চলাচল দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। হঠাৎ দূর থেকে গামেলানের ধ্বনি কানে এল'; ছোটো একটা মিছিল রাস্তা দিয়ে গেল, গামেলান্ বাজনা বাজাতে-বাজাতে রঙীন সারঙ্ পরা কতকগুলি পুরুষ, খোঁপায় নানা রঙের ফুল প'রে কতকগুলি স্ত্রীলোক, আর কতকগুলি ছোটো ছেলে, সকলেই উৎসবের বেশে সজ্জিত; মেয়েদের মাথায় কাঠের বারকোষ আর হাঁড়ি আর ঝুড়িতে নানা ফল-ফুলুরি, মঙ্গল উপচার; দলের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি খোলা ছাতি, সব লাল কাপড়ে মোড়া সেকেলে' তাল-পাতার ছাতি। সকালের

মিষ্টি রোদ্দুরে এই শোভাযাত্রাটি অজণ্টার যেন এক জীবন্ত প্রতিরূপ হ'য়ে চোখের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল; কী অপরূপ সুন্দর লাগ্‌ল যে, কী আর ব'ল্‌বো। কবিও মুগ্ধ হ'য়ে প্রশংসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

বেলা আড়াইটেয় আমরা উবুদ্‌ যাত্রা ক'র্‌লুম। গৃহস্বামী পুঙ্গব সুখবতী কবিকে স্বাগত ক'রে নিয়ে বসালেন। রাস্তায় তখন ভীড় আর ধরে না। সুখবতীর বাড়ির কোণে চৌরাস্তার ধারে pavilion বা ছতরীতে চেয়ার দিয়ে কবির বস্‌বার জায়গা ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদেরও কবির কাছে বস্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছিল। ডচ্‌ ভদ্রমহিলা ও পুরুষ যাঁরা উৎসব দেখ্‌তে এসেছিলেন, তাঁদেরও অনেকে ছতরীতে এসে ব'স্‌লেন। কবির সঙ্গে এঁদের আলাপ হ'তে লাগ্‌ল। এঁদের মধ্যে ডচ্‌ Official Tourist Bureau-র কর্তা শ্রীযুক্ত P. J. van Baarda ফান্‌-বার্দা আর তাঁর সহধর্মিণী, আর শ্রীমতী Demont ডেমণ্ট্‌ নামে একটি ডচ্‌ মহিলা, যিনি যবদ্বীপের Bandoeng বান্দুঙ্‌ শহর থেকে এসেছিলেন আর আমাদের নিয়ে কবিকে বান্দুঙে তাঁরই বাড়িতে অতিথি হ'তে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, ইনিও ছিলেন; পুঙ্গব সুখবতীর একটি ছোটো খুড়্‌তো ভাইকে দেখ্‌লুম—অতি সুপুরুষ নব-যুবক, দাদার হ'য়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে আভিজাত্য-পূর্ণ সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যাগতদের কাছে-কাছে আছে। এর পরিধানে সোনার জরীর বড়ো-বড়ো ফুল তোলা বেগুনে'-রঙের Soetara 'সুত্র' বা রেশমের কাপড়, সেই রকম রঙীন জরীদার উত্তরীয় কোমরে জড়িয়ে' বাঁধা, গায়ে সাদা রেশমের পাঞ্জাবির মতন একটা হাত-কাটা জামা, কোমরে একখানা ক্রিস্‌ বাঁধা, আর মাথায় রঙীন রুমালের ছোটো একটি পাগড়ি জড়ানো। ছেলেটির সঙ্গে পরে আমার আলাপ হ'য়েছিল। কিছু-কিছু ইংরেজি ব'ল্‌তে পারে। যবদ্বীপে Malang মালাঙ্‌ শহরে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেখানে ডচ্‌ আর অন্য ইউরোপীয় ভাষা পড়ানো হয়। এর ডাক-নাম Tjokorde Rake 'চকর্দে রাকে'।

রাস্তায় আজকেও মেয়েদের শোভাযাত্রা হ'ল। এই 'যাত্রা' বা মিছিল এদের সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। তবে আজ গত কল্যের মতো অত ভীড় ছিল না শোভাযাত্রাটিতে। রাজবাড়ির মেয়েরা আজকেও শোভাযাত্রায় যোগদান ক'রেছিলেন। কালকের মতন আজও বাঁশের মাচা-পথ বেয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে' তবে মেয়েদের শোভাযাত্রা রাজবাটীতে প্রবেশ ক'র্‌লে। পুঙ্গব

সুখবতীর ভাই উপরে উঠে দাঁড়াল', রাজবাড়ির মেয়েদের নাম্‌বার সময়ে সাহায্য ক'রতে। সমস্ত ব্যাপারটি, আর তার সঙ্গে রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে' বলিদ্বীপীয় মেয়ে-পুরুষের ভীড়, সবটির একটি মনোহর শ্রী আর শালীনতা দেখে কবি খুব খুশী হ'য়ে যথেষ্ট সাধুবাদ দিলেন।

শোভাযাত্রা ঢুকে যাবার পরে, বাঁশের আর রঙীন কাগজের কতকগুলি পুতুল নিয়ে বেরোল',—লম্বা-লম্বা ক'রে বানানো এলো-চুল রক্তদন্তিকা রাক্ষসীর মূর্তি, রাক্ষসের মূর্তি ; এই-সব পুতুল নিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রতে লাগ্‌ল, কোথাও বা দু-চারটে পুতুল একত্র ক'রে একটু পুতুল-নাচ বা নাট্যাভিনয়ও ক'র্‌লে। দূর পাড়াগাঁ থেকে আগত বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষ আর ছেলের দল হাঁ ক'রে এই পুতুল-নাচ দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

আমরা ছতরীতে আর বেশীক্ষণ ব'সে রইলুম না, ভীড়ের মধ্যে ঘুর্‌তে লাগ্‌লুম। সুরেন-বাবু আর বাকে ক্যামেরা এনেছিলেন, ছবি তুল্‌তে লেগে গেলেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ পুঙ্গবের বাড়িতে অতিথিদের বস্‌বার ঘরে একটু বিশ্রাম ক'রে বাতুঙে ফিরে গেলেন। আমরা র'য়ে গেলুম। পুঙ্গবের অনুরোধ-মতন আজকে আমার বেদপাঠ ক'র্‌তে হবে। পূজোর জিনিস-পত্র নিয়ে গিয়েছিলুম। পাঠের জন্য বইও সঙ্গে ছিল। পঞ্চপ্রদীপ, ধূপদান, পঞ্চপাত্র—এ-সব ছিল। সাধারণ পাঠে পঞ্চপ্রদীপের দরকার হয় না, কিন্তু বাহুল্য ক'রে সেটি জ্বালিয়ে' রেখে দিয়ে পাঠ ক'র্‌বো স্থির ক'রেছিলুম। পঞ্চপ্রদীপ জ্বাল্‌বার জন্য একটু ঘী পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। শুন্‌লুম, ও-দেশে ঘীয়ের নামও কেউ জানে না—দুধ-ই খায় না তো ঘী পাবে কোথা থেকে ? পদণ্ডেরা কী দিয়ে হোম করে জিজ্ঞাসা করায় ব'ল্‌লে যে হোম প্রায় অজ্ঞাত, যদি বা কখনও-কখনও কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটু হোম করে, তা হ'লে না'রকল তেলেই 'মধ্বাভাবে গুড়ম্'-এর মতন, ঘৃতাভাবে নারিকেল-তৈল দিয়েই কাজ চালায়। সন্ধ্যে হবার কিছু পরে যে আঙিনায় পদণ্ডদের বস্‌বার মাচা হ'য়েছে সেইখানে আমাকে নিয়ে গেল। সমস্ত আঙিনাটায় লোক গিশ্‌গিশ ক'র্‌ছে। আজকে ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া সম্পর্কে পূজা-পাঠ অনুষ্ঠানাদির ঘটাটা একটু বেশী। আমি মাচার উপরে উঠে পাঠের ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। ডাক্তার খোরিস্-ও উঠ্‌লেন। মাচার উপরে চারিদিকে একটু বারান্দার মতো স্থান, আর মাঝে একটু উঁচু জায়গা—বারান্দা থেকে একহাত উঁচু হবে। বিজলীর বাতি জ্ব'ল্‌ছে,

আর্ক ল্যাম্প-ও আছে। মাচার উপরে উঠে, উঁচু জায়গাটিতে ব'সে, ওদেরই দেওয়া একটি ছোটো, কতকটা ডমরু আকারের একটি-পায়াযুক্ত কাষ্ঠাধারের উপরে একখানি কাঠের বারকোষ রেখে, পাঠের জন্য পুস্তকাধার ক'রে নেওয়া গেল। প্রচুর ফুল ছিল, বারকোষের উপরে বই ক'খানি রেখে বইয়ের চারিদিকে ফুলগুলি সাজিয়ে' রাখ্‌লুম। পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে পুস্তকাধারের পাশে রেখে দিলুম। কী কী প'ড়্‌বো তা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম। পুঙ্গব সুখবতী, তাঁর কতকগুলি আত্মীয় আর তাঁর কতকগুলি পদণ্ড—এঁরা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের বেদপাঠ শোন্‌বার জন্য মঞ্চের উপরে এসে দাঁড়ালেন। আমি ডাক্তার খোরিস্‌কে বুঝিয়ে' দিলুম—ইংরিজিতে—যে কঠোপনিষৎ আর গীতা থেকে কিছু-কিছু প'ড়্‌বো—কঠোপনিষদের প্রথম গোটা দুই বল্লী, আর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আর একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন); আর শেষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের কতকগুলি ঋক্ প'ড়্‌বো, সেগুলি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় পঠিত হ'য়ে থাকে; আর 'মধু বাতা ঋতায়তে' এই সূক্ত দিয়ে আমার পাঠ সাঙ্গ ক'র্‌বো। পঠিতব্য অংশগুলির আশয়ও কিছু-কিছু ব'লে দিলুম। শ্রীযুক্ত খোরিস্ মালাই ভাষায় পুঙ্গব আর পদণ্ডদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে' দিলেন। আমি আচমন ক'রে যথাবিধি ব'সে নিয়ম-মতন স্বর ক'রে উপনিষদ্ আর গীতা থেকে প'ড়্‌লুম—আর বেদ থেকে সাধাসিধে ভাবে প'ড়্‌লুম—স্বাধ্যায় করা আমার জানা নেই, সে-রকম ক'রে পড়্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম না। আঙিনায় সমাগত বলিদ্বীপীয় লোকেরা চুপ ক'রে শুন্‌লে—গোলমালের লেশও ছিল না। ব্যাপারটা এদের কাছে অবশ্য খুবই নোতুন ছিল। আমার উচ্চারণ আর পাঠের রীতি এদের কাছে সম্পূর্ণ রকমে অজ্ঞাত, বইগুলিও অজ্ঞাত —তান্ত্রিক কতকগুলি মন্ত্র নিয়েই এদের পদণ্ডদের কারবার। আমি মিনিট পনেরো-কুড়ির বেশী সময় নিই নি। এরি মধ্যে ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে কতগুলি ডচ্ আর আমেরিকান দর্শক সেই আঙিনাতে হাজির হ'ল। চশমা-চোখে, মুগার পাঞ্জাবি গায়ে, স্বর ক'রে অজ্ঞাত ভাষায় আমি পাঠ ক'র্‌ছি, গৃহকর্তা আর স্থানীয় পুরোহিত দুই-এক জন পাশে দাঁড়িয়ে'—এরা দেখেই অবাক্। পরে মাচা থেকে নেমে তাদের বলাবলি ক'র্‌তে শুন্‌লুম—Brahmin Priest who has come from India. পাঠ-শেষে, পুঙ্গব সুখবতী আমার সাম্‌নে কতকগুলি কাপড়-চোপড় এনে ধ'র্‌লেন—এদেশের 'বেনারসী জোড়' বলা চলে,

স্থানীয় কাজ; তাঁতে-বোনা স্থতোর বেগুনী রঙের কাপড় একখানা, তাতে চওড়া রুপালি জরীর পাড়, আর লাল হ'ল্‌দে আর সবুজ রেশমের আর রুপালি জরীর বড়ো-বড়ো ফুল তোলা; এখানা উত্তরীয়-স্থানীয়, বুকে বাঁধ্‌তে হয় এখানা; একখানা হ'ল্‌দে স্থতোর কাপড়, তার পাড়টা জরীর, আর তাতে সবুজ রেশমের ঘরে লাল আর বেগুনে' রেশমের আর জরীর ফুল তোলা,—এটা পর্‌বার জন্য; আর একখানা ঐ ধরনের রঙীন আর জরীর ফুল-তোলা হ'ল্‌দে কাপড়, মাথায় পাগড়ির মতন ক'রে বাঁধ্‌বার জন্য; আর লাল আর হ'ল্‌দে জরীর চওড়া ফিতার কোমরবন্ধ ছুটো। এ-ছাড়া পদণ্ডদের বস্‌বার আসন একটি,—একটি সোনালি ছাপ করা রঙীন-কাপড়ের-পাড়-বসানো এখানি গদী, আর একখণ্ড সোনালি ছাপা কাপড়; সবগুলি একটি রঙ-করা ফুল-আঁকা কাঠের থালার উপরে ছিল। আমি সেগুলি ডান হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে স্বীকার ক'রে নিলুম। পরের দিন আমাদের মোটরে সেগুলি পুঙ্গব স্থখবতী তুলে দেন। প্রতিদানে আমিও আমার সঙ্গে ক'রে আনা পূজার তৈজস-পত্রগুলি পুঙ্গবকে উপহার দিই। এই কাপড়-চোপড়গুলি বলিদ্বীপে একবার পরেছিলুম। পুঙ্গব স্থখবতী ডচ্ ভাষায় অনেকগুলি ছবিওয়ালা একখানি ছোটো বই প্রকাশ ক'রেছেন—Hoe die Balier zich kleedt 'বলিদ্বীপীয়েরা কি-ভাবে কাপড় পরে'। এই বইয়ে তিনি ব'ল্‌ছেন যে বলীর জীবন-যাত্রা শীঘ্র-শীঘ্র বদ্‌লাচ্ছে, লোকেদের পোশাক-পরিচ্ছদও তাই ব'দ্‌লে অন্য ধরনের হ'য়ে যাবে—এইজন্য ভবিষ্যৎ কালের লোকেদের উদ্দেশে বলিদ্বীপীয়দের প্রাচীন পোশাক-পরিচ্ছদের একটি সচিত্র বর্ণনা তিনি লিখে রেখে যাচ্ছেন। স্থরেন-বাবু এদের কাপড় পরার রীতি দেখে শিখে নিয়েছিলেন। তাঁরই সাহায্যে পুঙ্গব স্থখবতীর দত্ত এই-সব কাপড় প'রেছিলুম, আর স্থরেন-বাবু সেই কাপড় পরিয়ে' আমার এক ছবিও নিয়েছিলেন। মাথায় রুমালের পাগড়ি, আর বলিদ্বীপীয় কায়দায় পাগড়ির নীচে পরা জবাফুলটি বাদ দিয়ে, পুঙ্গবের প্রদত্ত বস্ত্র আর উত্তরীয় প'রে বাঙলা দেশে পূজাবাড়ির দালানে, বা ভারতের কোনও দেব-মন্দিরে হাজির হ'লে—বিদেশীয় বা অভারতীয় পোষাক প'রে এসেছি, একথা কেউ ব'ল্‌তে পারবে না। কাপড়ের অলংকরণ-কাজটা আমাদের দেশের পক্ষে একটু অসাধারণ হ'লেও, আমাদের ভারতীয় চেলী বা বেনারসী বা অন্য ধরনের জরী-তোলা রঙীন পট্টবস্ত্রের সঙ্গে এ জিনিস বেশ চ'লে যায়—মোটেই বে-খাপ বা বে-মানান দেখায় না।

সাতটা সাড়ে-সাতটায় আমার পাঠ শেষ হ'ল। আগে থেকেই ঠিক ছিল, কোপার্ব্যার্গের পরামর্শ মতন, সন্ধ্যের পরে যে যাত্রা নাচ গান অভিনয় সাধারণের জন্য রাজপ্রাসাদে ঢালাও ভাবে হবে, আমরাও সে-সব দেখ্‌বো। দেখে শুনে ফির্‌তে রাত হবে, তাই আমরা সঙ্গে ক'রে কিছু খাবার এনেছিলুম—পনীরের স্যাণ্ডুইচ্‌, ডিম সিদ্ধ, কলা। পাঠের পরে, রাজবাড়ির আর এক আঙিনায় দেখি, মুখস-পরা 'তোপেঙ্‌' যাত্রার আসর ব'সেছে। ডচ্‌ আর আমেরিকান দর্শক কতকগুলি র'য়েছেন, এই ক'দিনে অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। এদের জন্য কতকগুলি চেয়ারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। একটা তক্তাপোষের মতন কাঠের বস্‌বার জায়গায় অভিজাত-শ্রেণীর বলিদ্বীপীয় অভ্যাগতেরা ব'সেছেন; সাধারণ লোকেরা ভূঁয়ে ব'সেছে। 'তোপেঙ্‌' যাত্রা গিয়াঞারে আগেই দেখেছি, এখানেও সেই রকমের। অভিনেতাদের চেয়ে দর্শক আর শ্রোতৃবর্গ আমাদের কৌতূহল বেশী আকৃষ্ট ক'র্‌ছিল। ডচ্‌ চিত্রকর Sayers সায়র্স্‌ তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে' দিলেন। এই ব্যক্তিটি আমেরিকান, নাম A. Rooseveldt, গত আড়াই বছর ধ'রে বলিদ্বীপে আছেন—একটি Tourists' Agents-এর আপিস আছে এঁর; বিদেশী যাত্রীদের বলিদ্বীপ দেখ্‌বার ব্যবস্থা সেখান থেকে করা হয়। এ ছাড়া লোকটি নিজেও একজন চিত্রকর আর ভালো ফোটোগ্রাফার। বলিদ্বীপের লোকেদের প্রতি এর খুব-ই টান। ব'ল্‌লেন, আমি তো Balinese 'বালিনীজ' হ'য়ে গিয়েছি। বলিদ্বীপের লোকেদের অনেক রীতি-নীতির খুবই প্রশংসা ক'র্‌লেন। তবে বলিদ্বীপ আর যে সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্য থাকছে না, কাল-ধর্মে সবই বদ্‌লাচ্ছে, সে কথাও ব'ল্‌লেন। ব'ল্‌লেন—মশায়, এই আসরে এখন দেখ্‌ছেন প্রায় দু'আনা লোকে—কি মেয়ে কি পুরুষ—গায়ে একটা ক'রে জামা চড়িয়েছে; দেড়-বছর দু-বছর পূর্বে এদেশে যখন প্রথম আসি, তখন এত বড়ো আসরটায় দু'জন লোকের গায়েও জামা থাক্‌ত না, সব নিজেদের দেশের চমৎকার 'বাতিক্‌' কাজের ছোবানো কাপড়ের একখানা ক'রে উত্তরীয়-মাত্র কাঁধে ফেলে বা কোমরে জড়িয়ে' আস্‌ত। লোকেদের মতিগতি যে এখন আধুনিক জগতের উপযোগী হ'য়ে উঠ্‌ছে, তা তাদের এই পোশাকের ফ্যাশন বদলানো থেকে বুঝ্‌তে পারা যায়।

'তোপেঙ্' যাত্রায় বেশীক্ষণ লাগ্‌ল না, শীগ্‌গির-শীগ্‌গির শেষ ক'রে দিলে। এর পরে Hardja 'হার্জা' ব'লে একরকম গীতিনাট্য হবে, সেটা ব'স্‌তে অল্প কিছু দেরী হবে। আমরা তখন আমাদের মোটরে গিয়ে আহার সেরে এলুম। বাকে-দম্পতী অতি পূর্বেই কবির সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলেন। আহার চুকিয়ে', যে দর-দালানে শবাধার রাখা হ'য়েছে, তারি আঙিনায় গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। পূজার মাচায় ব'সে এক 'পদণ্ড-শিব' আর এক 'পদণ্ড-বুদ্ধ'—শিবের আর বুদ্ধের পুরোহিত—খুব ঘটা ক'রে পুজো আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। মাচার পাশে একটা আটচালার মতন, তার উঁচু দাওয়ায় শপ বিছানো, সেখানে কী পাঠ হ'চ্ছে—সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। Lontar 'লোন্তার্' বা তাল-পাতার পুঁথির পাতা তুলে ধ'রে স্বর ক'রে-ক'রে একজন কী প'ড়্‌ছে, আর কালো-কোট-গায়ে একজন বৃদ্ধ, তার মাথায় ঝুঁটি, তাতে ক'রে বুঝ্‌লুম তিনি হ'চ্ছেন একজন শৈব-পদণ্ড, এক-একটি শ্লোক বা পদ পড়্‌বার পরে তার ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে বুঝিয়ে' দিচ্ছেন। ছোট্টো আটচালাটিতে কতকগুলি ভদ্রলোক চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে শুন্‌ছেন। গিয়াঞারের রাজাও সেখানে এসেছেন দেখ্‌লুম—তিনি আমায় ডেকে সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে স্থান ক'রে বসালেন। যা পাঠ হ'চ্ছিল, অনুমানে আঁচ ক'র্‌ছিলুম যে রামায়ণ-পাঠই হ'চ্ছিল। ব্যাখ্যাতা বৃদ্ধ খানিক পরে নিরস্ত হ'লেন, পিতলের সরু চোঙের মতন হামান-দিস্তায় পান সুপারি পূরে, একটি সরু পিতলের ডাঁটি দিয়ে ঐ পান-সুপারি ছেঁচে থেঁতো ক'র্‌তে লেগে গেলেন। তখন একটি অল্পবয়সী লোক তারপরে ব্যাখ্যাতা হ'ল। কী পাঠ হ'চ্ছে আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। শুন্‌লুম, রামায়ণ-পাঠ হ'চ্ছে, প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায়, পালা হ'চ্ছে অশোক-বনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, লঙ্কায় হনুমানের ক্রিয়া-কলাপ।

এই রামায়ণ-পাঠের আসরে একটি প্রবীণ-বয়সী পদণ্ডের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বেঁটে-খাটো চেহারার লোকটি, পরনে একখানা 'বাতিক'-এর রঙীন কাপড়, কোমরে একখানা বেগুনে' রঙের জরীর বুটীদার উত্তরীয়। ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে দুই-এক কথার পরে আমাকে নিয়ে গেলেন পূজা-মঞ্চে—যেখানে পদণ্ড দু'জন পাশাপাশি ব'সে পুজো ক'র্‌ছেন। এই পদণ্ডদের পূজা খানিকক্ষণ ধ'রে দেখ্‌লুম। পদণ্ড-শিব কোনও মূর্তি নিয়ে বসেন নি, খালি তাঁর সাম্‌নে কাঠের একপায়া গোল চৌকির উপরে একটি অষ্টদল সাদা ফুলের মধ্য দিয়ে তাল-

পাতার ছোটো একটি শিবলিঙ্গের মতন দেবপ্রতীক সজ্জিত র'য়েছে। পদণ্ড-বৃদ্ধ কিন্তু পিতলের ছোটো-ছোটো দু-তিনটি মূর্তি সাম্‌নে রেখে দিয়েছেন—দাঁড়ানো মূর্তি, কোন্-কোন্ দেবতার তা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, সুবিধা ক'রে কাউকে জিজ্ঞাসাও ক'র্‌তে পার্‌লুম না। প্রচুর জল ছিটিয়ে' আর ফুল ছড়িয়ে' আর বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র আউড়ে' আর দু'হাতের আঙুল দিয়ে নানা রকমের মুদ্রা ক'রে, পদণ্ড দু'জন একমনে পূজা ক'রে যাচ্ছেন। যে বৃদ্ধ পদণ্ডটি আমায় এবার উপরে নিয়ে এলেন, তাঁকে অষ্টদল ফুলটির উপরে তালপাতার দেবতা-প্রতীকটি কী তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে, তিনি ঊর্ধ্ব আর অধঃ নিয়ে দশ দিকের সঙ্গে শিবের দশটি রূপের নাম ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—'ঈংনস' বা ঈশান, 'হারা' বা হর, 'সার্‌উআ' বা শর্ব, ইত্যাদি; তার পরে আর কি কি মালাই-মিশ্র বলিদ্বীপীয় ভাষায় ব'ল্‌লেন, তা ধ'র্‌তে পার্‌লুম না,—তার মধ্যে-মধ্যে 'অংকসা' বা 'আকাশ', 'বুমি' বা 'ভূমি' এই রকম বিকৃত উচ্চারণে দু'একটা সংস্কৃত শব্দ কানে এল'। তান্ত্রিক পূজার কোনও মণ্ডল ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে' দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছেন ব'লে মনে হ'ল। অষ্টদল ফুলটির আটটি পাপড়ি ভিন্ন-ভিন্ন নামে আট দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে কল্পিত অষ্টমূর্তি শিবের প্রতীক, এইটেই যেন তাঁর বল্‌বার উদ্দেশ্য। তারপরে পদণ্ডটি মুদ্রা সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন ক'র্‌লেন, আমি কী কী মুদ্রা জানি। এই ব'লেই সাধা হাতে অবলীলা-ক্রমে নানা মুদ্রা ক'রে আমায় দেখাতে লাগ্‌লেন। আমি এই বিষয়ে অতি সহজেই পরাজয় স্বীকার ক'র্‌লুম—ব'ল্‌লুম যে আমি সামান্য ব্রাহ্মণ-মাত্র, পূজা-আচারে দক্ষ পুরোহিত বা পদণ্ড শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নই, সুতরাং মুদ্রা ক'র্‌তে শিখিনি। এই পদণ্ডটি আমায় পাঠ ক'র্‌তে দেখেছিলেন—বিদেশী লোক, হঠাৎ একদিনের জন্য পুঙ্গবের কাছে এতটা খাতির পেয়েছি তাও দেখেছিলেন—আর বোধ হয় সেটা তাঁর ভালো লাগেনি। মুদ্রা-বিষয়ে আমার অজ্ঞতা ধরা প'ড়ে যাওয়ায়, এখন বোধ হয় ভদ্রলোক মনে-মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ ক'র্‌লেন। তারপরে প্রশ্ন ক'র্‌লেন, 'মহাগুরু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পূজার অনুষ্ঠানের সব মুদ্রা ক'র্‌তে পারেন, আর নিশ্চয়ই তিনি এমন অনেক মুদ্রা জানেন যা বলিদ্বীপের পদণ্ডদের অজ্ঞাত। আস্তে-আস্তে মালাই-ভাষায় এই প্রশ্নটি আমায় বার দুই করা হ'ল; আমি বুঝ্‌লুম তার জিজ্ঞাস্যটা কী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে পূজার মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ নেবারও ইচ্ছা প্রকট ক'র্‌লেন। আমি ভাব্‌লুম—

এইবারে সারলে! আর একে সব কথা বোঝাই বা কি ক'রে? এমন সময়ে আমেরিকান্ রুস্‌ভেল্ট্‌কে সেই আঙিনায় দেখে ইশারা ক'রে ডাকলুম। পূজার মাচার তলায় আস্‌তে তাঁকে ব'ল্‌লুম—'একটু দোভাষীর কাজ করুন।' তিনি ব'ল্‌লেন—'আমার মালাইয়ের দৌড় অতদূর নেই—তবে একজন দোভাষী খুঁজে আন্‌ছি।' এই ব'লে পাশের মহল থেকে তাঁর পরিচিত একজন ডচ্ ছোক্‌রাকে ডেকে নিয়ে এলেন। ছোক্‌রা ইংরিজি বেশ জানে, ডচ্ সরকারে কী একটা কাজ করে, মালাইও ভালো জানে। মুদ্রা-বিষয়ে আমাদের এই গভীর আলোচনা, পূজা-রত পদণ্ডদের বিরক্ত না ক'রে যাতে নির্বিবাদে হ'তে পারে সেই-হেতু এই পদণ্ডটিকে নিয়ে পূজার মাচা থেকে নেমে, ডচ্ ছোক্‌রাটির সঙ্গে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে আমরা ব'স্‌লুম—একটি আট-চালার রোয়াকে। একে তখন ব'ল্‌লুম—রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে পূজার্চনা করেন, তাতে তিনি মুদ্রার বা আগমোক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ করেন না। তবুও এ ছাড়্‌বে না, একবার গিয়ে মুদ্রা-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌বেই। আমি ব'ল্‌লুম, আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। তারপরে ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে কথা উঠ্‌ল। এই পদণ্ডটি ব'ল্‌লেন, আমাদের বলিদ্বীপের আচার-অনুষ্ঠান, সমস্তই 'ডেউআ' বা দেবতা আর 'রেসি' বা ঋষিদের কাছ থেকে পাওয়া—অর্থাৎ সনাতন। মনে-মনে পদণ্ডটির staunch patriotism অর্থাৎ তার এই কিছুতেই-হ'ঠ্‌বে-না এমন স্বদেশের মর্য্যাদা-বোধটিকে প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লুম না।—ভারতবর্ষের দাবী সে কেন অত সহজে মান্‌বে? কোথাকার কোন্ দূর দেশ থেকে আমরা এসেছি; ডচ্ অফিসার থেকে পুঙ্গবেরা আর পদণ্ডেরা সকলেই আমাদের স্বীকার ক'রে নিচ্ছে; একটু যাচাই হওয়া দরকার, আমরা ঠিক কী, আর আমাদের যোগ্যতা আর দাবী-ই বা কতটুকু। এই ব্যাপারটি নিয়ে আরও একটু তর্ক কর্‌বার ইচ্ছেয়, পদণ্ডটি আমাকে আর সঙ্গের ডচ্ ছোক্‌রাটিকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল আর একটি মহলে। সেখানে দেখি, একটি ঘরের দাওয়ায় অন্ত কতকগুলি পদণ্ড ব'সে আছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের এই পদণ্ডটি দেশভাষায় কী কথাবার্তা ক'র্‌লে। আমি তখন ইংরেজিতে ডচ্ দোভাষী বন্ধুটিকে ওদের এই কথাগুলি ব'ল্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লুম।—আমি খানিকটা খানিকটা ক'রে বলি, আর সে মালাইয়ে অনুবাদ ক'রে যায়।—আমি ব'ল্‌লুম—'আমি আস্‌ছি ভারতবর্ষ থেকে; অনেক দিনের পথ সে দেশ; আমাদের দেশে যে ধর্ম

প্রচলিত, যে-রকম অনুষ্ঠানাদি আছে, বলিদ্বীপের সঙ্গে সে-সব বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারত আর পৌরাণিক কাহিনী, বেদ আর আগম আমাদের দেশে আছে; পুরাণে আর ইতিহাসে বর্ণিত সব দেশ নগর নদী পর্বত আমাদের দেশে এখনও বিদ্যমান; মন্ত্রের ভাষা সংস্কৃত আমরা এখনও চর্চা করি; আর আমাদের ভাষাও এই সংস্কৃত থেকে হ'য়েছে। নানা দিক থেকে বুঝ্‌তে দেরী হয় না যে বলিদ্বীপের সভ্যতা ধর্ম রীতি নীতির মূল সূত্রগুলি ভারতবর্ষ থেকেই এসেছে। এক সময়ে যবদ্বীপেও এই সভ্যতা আর ধর্মের জয়জয়কার ছিল; এখন আর নেই, ওদেশের লোকেরা মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যখন ধর্ম সভ্যতা আর সংস্কৃত ভাষা এ অঞ্চলে আসে, সে হ'চ্ছে দেড় হাজার দু' হাজার বছর পূর্বেকার কথা। তার পরে প্রায় আট-ন' শ' কি হাজার বছর ধ'রে, ভারতবর্ষ আর বলিদ্বীপে কোনও যোগ ছিল না। এর মধ্যে আমাদের দেশে নানা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে; দু' হাজার দেড় হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে রকমের ধর্ম পালন ক'র্‌তেন, যে-সব অনুষ্ঠান ক'র্‌তেন,—সেগুলি যে অবিকৃত ভাবে, কোনও পরিবর্তন না ক'রে যথাযথ-রূপে, আমরা পালন ক'রে আস্‌ছি, সে কথা ব'ল্‌তে পারি না, তবে সংস্কৃত ভাষার আর শাস্ত্রগ্রন্থগুলির চর্চা আমাদের মধ্যে কখনও লোপ না পাওয়ায়, তার অনেকখানিই যে আমরা বজায় রেখেছি, একথা বলা যায়। তবুও নিশ্চয়ই কিছু-কিছু জিনিস ব'দ্‌লে ফেলেছি—পুরাতন জিনিস কিছু-কিছু হারিয়ে' ফেলেছি বা বর্জন ক'রেছি, আর তার বদলে, বা অধিকন্তু, নোতুন ভাব-ধারা আচার-অনুষ্ঠানও কিছু-কিছু এসেছে। বলিদ্বীপের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। ভারতীয় গুরুদের আর ভারত থেকে আগত ব্রাহ্মণাদির বংশধরদের কাছ থেকে দু' হাজার দেড় হাজার বছর আগে বলীতে যে ধর্মের প্রচার হয়, তারও সবটুকু বলীতে অবিকৃত নেই—সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যোগ হারিয়ে' ফেলায়, এইরূপ সন্দেহ করা যায়। আবার হয়-তো কতকগুলি বিষয়ে বলিদ্বীপের হিন্দুধর্ম রক্ষণশীল—যেখানে ভারতে পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে, এমন-সব বিষয়ে, আমাদের উভয় দেশের আদিযুগের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপটি বা'র কর্‌বার উপায় কী? দুই দেশের ভাব-ধারা আচার-অনুষ্ঠান মিলিয়ে' দেখা,—আর দু' দেশের ব্রাহ্মণদের মিলে সহযোগিতা ক'রে, এক জোটে আলাপ আলোচনা অধ্যয়ন গবেষণা করা; তবেই জ্ঞান আর যুক্তি-

তর্কের সাহায্যে বিচার ক'রে সত্যের নির্ণয় হ'তে পারে। আমরা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা মহাগুরুর সঙ্গে এসেছি—আমাদের উদ্দেশ্য, এই ভাবে আমাদের দেশের আর এদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের যোগ-সূত্রের পত্তন করা। মহাগুরু জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁকে মানে। তাঁর উপদেশের মূল-তত্ত্ব তিনি আমাদের বেদ উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারত থেকেই, প্রাচীন ব্রাহ্মণ আর ঋষিদের শাস্ত্র আর আগম থেকেই পেয়েছেন। বলিদ্বীপের লোকেদের আমরা ভাইয়ের মতন দেখি; সমানে-সমানে যেমন তেমনি এদের সঙ্গে চ'ল্‌তে চাই—আমাদের উভয় পক্ষের পূর্ব-পুরুষ আর মন্ত্রদাতা ঋষিদের উত্তরাধিকার আমরা মিলে-মিশে ভালো ক'রে বুঝ্‌তে চাই।'—এই ভাবের কথা ব'ল্‌লুম—আস্তে-আস্তে। আমার কথা পদণ্ড কয়জন বেশ মন দিয়ে শুনে, সকলেই একবাক্যে ব'ল্‌লেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন—আপনাদের দেশের পণ্ডিতে আর আমাদের দেশের পণ্ডিতে মিলে কাজ ক'র্‌লেই সত্যের নির্ধারণ সম্ভবপর হবে। যাতে বলিদ্বীপে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ হয় সে বিষয়ে আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার ক'র্‌লেন।—আমাদের পূর্বোক্ত পদণ্ডটিও স্বীকার ক'র্‌লেন যে আমি ভালো কথাই ব'লেছি। ঝড় কেটে গেল, পদণ্ডদের মনের মধ্যে যে ক্ষোভ আর বিরূপ ভাব আমাদের সম্বন্ধে উঠেছিল, তার অবসান হ'ল। অনেকে উঠে আমার করমর্দন ক'র্‌লেন।

তারপরে এই বৃদ্ধ পদণ্ড নিজের নাম আমায় জানালেন—নামটি হ'চ্ছে Pedanda Gede Resi, ঠিকানা Poetoe Majoen, Sedaang, Den Pasar (পদণ্ড গডে রেসি বা ঋষি, পুতু মায়ুন্, সেদাআঙ্, দেন্-পাসার্)। ভদ্রলোকটি যাকে বলে একটি character; পরে রবীন্দ্রনাথকে এই পদণ্ডটির কথা বলি, আর ইনি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে নোতুন কর-মূদ্রা শিখ্‌তে আস্‌বেন, মুদ্রাকরণে তাঁর দক্ষতার যাচাই-ও যে ক'রে যাবেন, তাও বলি। কবি হাস্‌তে-হাস্‌তে ব'ল্‌লেন—'এই দেখ, তুমি কোথায় কার সঙ্গে আলাপ ক'রে যত বিভ্রাট ঘটিয়ে' আস্‌বে—এখন জগতে আমার যেটুকু পসার হ'য়েছে এই বলীতে এসে পদণ্ডদের দণ্ডাঘাতে সেটুকু সব বুঝি মাটি হ'য়ে যায়। কোনও রকমে তাকে ঠেকাও। সে যদি আমার মুদ্রার পরীক্ষা ক'র্‌তে আসে, তা'হলে—বিশ্বভারতীর জন্যে খালি ভিক্ষের-ঝুলি নিয়ে দ্বারে-দ্বারে ঘুর্‌ছি, আমার আবার মুদ্রা কোথা—আমি গরীব বেচারা দাঁড়িয়ে' 'ফেল' হ'য়ে মারা যাবো!'

এর পরে ‘হার্জা’ নাচ দেখ্‌লুম। এটি হ’চ্ছে নাচ-গান-মিশ্র হাস্যরসময়-ভূমিকা-যুক্ত একটি ballet ‘ব্যালে’ ধরনের গীতিনাট্য। নাচটা-ই উপভোগ্য—গানে বলিদ্বীপের কৃতিত্বের অত্যন্ত অভাব। এটি বোধ হয় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চ’লেছিল। আমরা রাত সাড়ে-এগারোটা পর্য্যন্ত দেখে, পুঙ্গব সুথবতীর কাছ থেকে, আর অন্য ইউরোপীয় আর আমেরিকান বন্ধু যারা নাছোড়-বান্দা হ’য়ে শেষ পর্য্যন্ত থাকবে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বাতুঙ্‌-এ ফির্‌লুম—দ্রেউএস্‌, কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌, ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু আর আমি॥

॥ ১৭ ॥

(গ) বলিদ্বীপ—বাঙ্লুঙ্ ও উবুদ্

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রবিবার

সকালে চিত্রকর Sayers, আমেরিকান Rooseveldt আর একজন জর্‌মান ইঞ্জিনিয়ার কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলেন। বলিদ্বীপের লোকেদের কথা হ'ল। রুস্‌ভেল্ট্ তো উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা ক'র্‌লেন। ব'ল্‌লেন, দেশটি একেবারে paradise, স্বর্গ। কবি ব'ল্‌লেন, 'স্বর্গ তো বটে, কিন্তু বাইরের হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে নানা অভাব আর অসন্তোষ-ও তো আস্‌ছে—এইবার এই স্বর্গের উদ্যানের ভিতরে, নানা দুঃখ আর অশান্তির রূপ নিয়ে শয়তান-রূপ সর্প আস্তে-আস্তে ঢুক্‌বে।' রুস্‌ভেল্ট্ ব'ল্‌লেন —'আস্তে আস্তে কী ব'ল্‌লেন—the Serpent is gallopping fast into this Eden, Sir—ঘোড়া ছুটিয়ে' শয়তান এই স্বর্গোদ্যানে এল' ব'লে ; বড়ো-বড়ো সব দোকান খুল্‌ছে, তাতে নানা শস্তা-মাগ্‌গি ইউরোপীয় চটকদার জিনিস, ইউরোপীয় কাপড়-চোপড়, জুতো, মোটর-গাড়ি, ঝুটো গহনা-টহনা সব এসে এদের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়ে' দিচ্ছে ; এদের জীবনের সাবেক সারল্য আর থাক্‌ছে না। এই-সব জিনিসের আবশ্যকতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে পয়সারও অভাব ঘ'ট্‌বে —তখন বলিদ্বীপ আর বলিদ্বীপ থাক্‌বে না।' আমি ব'ল্‌লুম যে, বিদেশী tourist বা দর্শনার্থী যাত্রী যে দলে-দলে আস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ছে, তাদের লা-পরওয়া হ'য়ে দু' হাতে খরচ করা—এই টাকার প্রভাব-ও এ দেশের লোকেদের পক্ষে কতকটা খারাপ হ'চ্ছে। রুস্‌ভেল্ট্ নিজে টুরিস্টদের পাণ্ডা, এ কথায় তার ঘোরতর আপত্তি হ'ল।

আমাদের বাসার পাশে বলিদ্বীপীয়দের পল্লীতে কার বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষ্যে একটা উৎসব আছে—তার ভোজ আজ হবে। তার জন্য ঠিক আমাদের বাড়ির হাতার পাশেই একজনের বাড়ির আঙিনায় রান্না-বান্না হ'চ্ছে। আমরা দেখ্‌তে গেলুম। তরকারি রান্না হ'চ্ছে—চার পাঁচ দল লোক নানা কাজে ব'সে গিয়েছে। কাঁচা বাঁশের মাচার মতন একটা বস্‌বার জায়গায় ব'সে

কতকগুলি লোক তরকারি কুট্‌ছে, না’রকল কুর্‌ছে। দেখ্‌লুম, না’রকল-কোরাটা এরা তরকারিতে বড্ড বেশী ব্যবহার করে। দু-তিনটে আটচালা আছে, সেখানে হয় রান্না চ’লেছে, না হয় সব জিনিস-পত্র আগুনে চড়াবার জন্য ব্যবস্থা হ’চ্ছে। বড়ো-বড়ো কাঠের বারকোষে, বাঁশের আর বেতের চাঙারিতে আর মাটির গামলায় সব তরি-তরকারি না’রকল-কোরা স্তূপাকার ক’রে রেখে দিয়েছে। কলা-পাতা, মোচার খোলা, কলার বাসনা, না’রকলের বালদো পাত্র-রূপে খুব ব্যবহৃত হ’চ্ছে। বলিদ্বীপের লোকেরা মাটিতে বসার চেয়ে তক্তাপোষের মতো উঁচু জায়গায়—মাচায় বা রোয়াকে—ব’সেই কাজ-কর্ম বা গল্প-গুজব ক’র্‌তে ভালোবাসে। এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে ছোটো কতকগুলি নালার মতন ক’রেছে, নালাগুলি কাঠ-কয়লার আগুনে ভরা; আর বাঁশের পাতলা চাঁচাড়িতে মশলা-মিশানো মাংসের কীমা লাগিয়ে’ সারি-সারি বিশ-পঁচিশটি কীমাওয়ালা চাঁচাড়ি দু’টো বাঁখারির ভিতর লট্‌কে’ নালার আগুনের উপরে রেখে সীক-কাবাবের মতন ক’রে রাঁধ্‌ছে—একটা দিক্ রান্না হ’লে বাঁখারি-শুদ্ধ চাঁচাড়িগুলি একত্রে উল্‌টে’ নিয়ে আর একটা দিক্ আগুনে রাখ্‌ছে। এ রকম ক’রে মাংসের শূল-পক্ব বা সীক-কাবাব রান্না অদ্ভুত লাগ্‌ল। মাংস হ’চ্ছে সামুদ্রিক কচ্ছপের—আমাদের বাঙলাদেশের কর্ম-বাড়িতে মাছ-কোটার মতন কচ্ছপের মাংস টুকরো-টুকরো ক’রে কাট্‌ছে, কীমা ক’র্‌ছে—কচ্ছপের খোলাও বিস্তর প’ড়ে র’য়েছে। আমরা ঘুরে-ঘুরে এই যজ্ঞি-বাড়ি দেখ্‌লুম। এরা কিছু গ্রাহ্য-ই ক’র্‌লে না, নিজের-নিজের কাজেই নিযুক্ত রইল। বাকে আর স্থরেন-বাবু কতকগুলি ছবি তুল্‌লেন। জিনিসটা বেশ কৌতুককর লাগ্‌ল। একটা জিনিস লক্ষ্য ক’র্‌লুম—রাঁধ্‌ছে, কুট্‌নো কুট্‌ছে, জল প্রভৃতির যোগান দিচ্ছে, পুরুষেরা—এখানে একজনও মেয়ে নেই। রান্নাবাড়ির এদিকে উদিকে কতকগুলি কুকুর ঘোরাঘুরি ক’র্‌ছে।

উবুদে অন্ত্যেষ্টি-ব্যাপারের আজ শেষ দিন—আজ বিকালে, সন্ধ্যার দিকে দাহ হবে। পুঙ্গব স্থখবতী আজ বিস্তর ইউরোপীয় আর অন্য অভ্যাগতদের নিমন্ত্রণ ক’রেছেন, মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য। আমরা এগারোটার সময়ে যাত্রা ক’র্‌লুম। পুঙ্গব স্থখবতীর নিমন্ত্রিতেরা সব জড়ো হ’য়েছেন; তাঁর প্রাসাদের একটি আঙিনায় একটি বড়ো আটচালায় চৌকি দিয়ে বস্‌বার জায়গা করা

হ'য়েছে। বলিদ্বীপ আর লম্বকের রেসিডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত কারোন্ ছিলেন (এঁর সঙ্গে বলিদ্বীপে পৌছোবার প্রথম দিনেই বাঙ্লির পুঙ্গবের বাড়ির শ্রাদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'য়েছিল)। আমাদের জাহাজে যে ডচ্ ব্যারন্টি ছিলেন তিনিও সপরিবারে এসেছিলেন, আর অন্যান্য পরিচিত ডচ্ কর্মচারী অনেকে ছিলেন—এঁদের সকলের সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট পরা, ধব্ধবে' সাদা পোষাক। বলিদ্বীপীয় অন্যান্য পুঙ্গব, রাজা আর বিশিষ্ট ব্যক্তি-ও ছিলেন। তিন-চার দল নানা রকমের গামেলান্-বাজিয়ে' ছিল। শ্রীযুক্ত কারোনের সঙ্গে আবার কবির আলাপ হ'ল। খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করার পরে, আহারের জন্য ডাক প'ড়্ল। আর একটি বাড়িতে টেবিলে ইউরোপীয় কায়দায় খাবার জায়গা হ'য়েছে। পুঙ্গব সুখবতীর স্ত্রী সেখানে আমাদের স্বাগত ক'র্লেন। ইউরোপীয়ানদের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে করমর্দন ক'র্লেন, আমরা ভারতীয় প্রথায় নমস্কার ক'র্লুম, তিনিও প্রতি-নমস্কার ক'র্লেন। ইনি অতি কৃশা মহিলা, পরনে গাছ-পালার নক্শা-যুক্ত যবদ্বীপীয় বাতিক্ কাপড়ের সারঙ্, গায়ে সাদা ডুরে কাপড়ের মালাই কোর্তা, মাথার চুলে এলো খোঁপা, তাতে গোটা দুই গন্ধরাজ ফুল। দু'টি জিনিস বড়ো বিসদৃশ ঠেক্ল—দাঁতগুলি পান খেয়ে-খেয়ে একেবারে কালো রঙ পেয়ে গিয়েছে, আর বাঁ হাতে নখগুলি মস্ত বড়ো ক'রে রাখা। ধনীর ঘরের মেয়ে-পুরুষদের খেটে খেতে হয় না, তাই চীন-দেশে তাদের মধ্যে ধনী লোক অনেকে এই রকম বড়ো-বড়ো নখ রাখ্ত; হয়-তো চীনের প্রভাবে এ প্রথা বলিদ্বীপেও এসে থাক্বে।

আহারের পদগুলি মিশ্র ইউরোপীয় আর বলিদ্বীপীয়। আহার চুক্ল বেলা আড়াইটের দিকে। কবি তার পরে আর থাক্তে পার্লেন না; পাছে তাঁর আবার শরীর অসুস্থ হয়, সেই ভয়ে বিশ্রাম কর্বার জন্য তাঁকে বাসায় নিয়ে গেল। কোপ্যার্বার্গ্ সঙ্গে গেলেন—তিনি আজকেই যবদ্বীপে ফির্বেন—যবদ্বীপের জাহাজ ধ'র্বেন। সেখানে তাঁর Java Institute-এর বাৎসরিক সভা আছে, Institute-এর সম্পাদক হিসাবে তাঁকে সভায় উপস্থিত থাক্তেই হবে। তা ছাড়া, কবির যবদ্বীপ-ভ্রমণের অনেক ব্যবস্থা তাঁকেই ক'র্তে হবে। কবি এতদূর এসেও বলিদ্বীপের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার শেষ অনুষ্ঠানগুলি দেখ্তে পেলেন না, তাই আমরা আপসে দুঃখ ক'র্ছিলুম। শ্রীযুক্ত কারোন্ ব'ল্লেন যে, তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

তার পরে, শবদেহ Wadah 'ওয়াদাঃ' বা বিরাট্ শববাহী তাজিয়াতে তুলে, মিছিল ক'রে, গ্রামের বাইরে দাহ-স্থানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হ'বে। এসব অনুষ্ঠান চুক্তে অনেক ক্ষণ লাগ্বে। সকলে তৈরী হ'লে, আমরা এই শেষ অঙ্ক দেখ্তে এলুম।

বাইরে রাস্তায় বিরাট্ এক মিছিল তৈরী হ'য়ে র'য়েছে; মাথায় নানা উপচার নি'য়ে মেয়েদের দল; বর্ষা বল্লম ধ'রে সেকেলে' বলিদ্বীপীয় পোষাক প'রে পাইক বা সেপাইয়ের দল; নানা ইতর ভদ্র ব্যক্তি। নানা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে, অনেক পর্দা সাদা কাপড়ে জড়ানো শবদেহ যে মণ্ডপে এ কয়দিন ছিল, সেখান থেকে বা'র করা হ'ল। সুর ক'রে গানের ঢঙে বলিদ্বীপীয় ভাষায় আর ভাঙা সংস্কৃতে মন্ত্র প'ড়্তে-প'ড়্তে, দুই-তিনটি তোরণ পার হ'য়ে ভিন্ন-ভিন্ন মহল পেরিয়ে' শবদেহকে পাঁচিলের উপরের বাঁশের সিঁড়ি-পথ ধ'রে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে, শেষে ওয়াদা-র উপরে তোলা হ'ল। তারপরে সেই বিরাট্ ওয়াদাঃ নিয়ে তার দেড় শ' আন্দাজ বেহারা চ'ল্ল, শোভা-যাত্রা শুরু হ'ল। রঙীন কাগজে কাপড়ে আর সোনা রূপার ডাকের সাজে এই ওয়াদাটি দেখ্তে চমৎকার হ'য়েছিল। এর প্রধান অলংকার ছিল, বিরাট্ পক্ষপুট প্রসার ক'রে এক গরুড়-মূর্তি; আর তা ছাড়া, মুখসের ধাঁচে তৈরী বিস্তর কাঠের রাক্ষস আর দেবতার মুখও ছিল। শ্মশান-ভূমিতে পৌছোলে, পুর্বকালে নিয়ম ছিল, এই ওয়াদাঃ লুট হ'ত, দর্শকরা ইচ্ছে হ'লে যে যা পার্ত ভেঙে-চুরে পছন্দ-মতো ওয়াদার অলংকার নিয়ে যেত'; কারণ ওয়াদাটিও শেষে আগুনে পুড়িয়ে' ফেল্বার নিয়ম। পুঙ্গব সুখবতী কিন্তু স্থির ক'রেছিলেন, এইরকম ক'রে অত যত্নের সঙ্গে খোদা কাঠের মূর্তিগুলি নষ্ট না ক'রে, বা যাকে তাকে না দিয়ে, ওগুলি আগুন লাগাবার পূর্বে আস্তে-আস্তে খুলে নিয়ে বাতাবিয়ার যাদুঘরে পাঠানো হবে, সেখানে চিরকালের জন্য বলির শিল্পকলার নিদর্শন-হিসাবে রক্ষিত হবে।

মাথার দিকটায় টলমল ক'র্তে-ক'র্তে এই সু-উচ্চ ওয়াদাঃ তো শোভা-যাত্রার সঙ্গে বেরুল'। আমরা এগিয়ে' এসে শোভা-যাত্রা দেখ্তে লাগ্লুম। এই শোভাযাত্রায় সেই মনোহর-গতি লীলাময়ী জনপদ-কন্যা ও বধূদের সারি।—কালকের রাক্ষসমূর্তি পুতুলের সঙ্ ছিল। হাল-ফ্যাশনের পোষাক পরা—অর্থাৎ মাথায় রঙীন রুমালের পাগড়ি, গায়ে গলা-আঁটা বা টাই-কলার-যুক্ত

গলা-খোলা সাদা জীনের কোট, পরনে রঙীন সারঙ্, পায়ে চাপ লি—বা সাবেক-ধরনের পোষাক-পরা, অর্থাৎ খালি গা, খালি মাথা অথবা মাথায় একটি রঙীন রুমাল বাঁধা, কানের পাশে ফুল গোঁজা, কোমরে রঙীন উত্তরীয় জড়ানো, পরনে রঙীন ধুতি, খালি পা—এই দুই রকম বেশে, বলিদ্বীপীয় অভিজাত আর ভদ্র জনগণ। বিস্তর গেঁয়ো লোকও এসেছে। ঘুরতে-ঘুরতে দেখি, এক জায়গায় রাজবাড়ির মেয়েরা দাঁড়িয়ে' আছেন, সঙ্গে ছাতি ধ'রে কতকগুলি দাসী চাকর; পুঙ্গব সুখবতীর পত্নীকেও দেখ্লুম। এঁদের সঙ্গে অতি ফুট্ফুটে' সুন্দরী একটি ছোটো মেয়ে র'য়েছে, মাথায় তার একটি ঝল্মলে' সোনার ফুলের মুকুট পরা; শুন্লুম, এটি পুঙ্গব সুখবতীর মেয়ে। এঁরা মিছিলের জন্য দাঁড়িয়ে' আছেন, মিছিল একটু দেখে, তার পরে দাহ-স্থানে যাবেন। বাকে, সুরেন-বাবু, আর ইউরোপীয় দর্শকেরা খুব ফোটোগ্রাফ নিচ্ছেন। আমাদের পরিচিত বাডুঙ্-এর সেই চীনা ফোটোগ্রাফরকেও দেখি ছবি নিতে খুব ব্যস্ত!

আমরা দাহ-স্থানে গিয়ে পৌঁছোলুম। সদর রাস্তার ধারে একটা বড়ো মাঠে দাহের ব্যবস্থা হ'য়েছে। ঘাসে-ঢাকা খোলা মাঠ, দু'দিকে গাছ-পালা। মাঠের মাঝখানে খড়ে-ছাওয়া একটি মন্দিরের মতন বাড়ি করা হ'য়েছে—যেন বাঙলা-দেশের দু-প্রস্থ ছাতবিশিষ্ট খ'ড়ো ঘর। এটি হ'চ্ছে চিতা-গৃহ। এর ভিতরে ইটের বেদির উপরে বিরাট্ একটি কাষ্ঠময় কৃষ্ণবর্ণ বৃষ-মূর্তি। ঘরের সাম্নেই বাঁশের উঁচু একটি সিঁড়ি-পথ। ওয়াদাটিকে এনে এই সিঁড়ি-পথের সাম্নে রাখা হয়। তার পর, উঁচু ওয়াদাঃ থেকে এই বাঁশের সিঁড়ি-পথ বেয়ে, শবদেহ সরাসরি চিতা-গৃহের কাষ্ঠময় বৃষ-মূর্তির খোদাই-করা ফাঁপা পিঠের ভিতরে নামিয়ে' রাখা হয়। চিতা-গৃহের পিছনে, খানিক দূরে, বাঁশের আর একটি ঘর বানিয়েছে, এটিতে রাজবাড়ির মেয়েরা এসে সমবেত হ'লেন। আর তার অপর পাশে, বিদেশী আর স্বদেশী অভ্যাগতদের বস্বার জন্য একটা চালাঘর তৈরী করা হ'য়েছে। ইতস্ততঃ লোকজন খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই দাহ-স্থানে চার দিক্ থেকে লোকেরা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। বাডুঙ্ থেকে বোম্বাইয়ে' খোজার দল, চীনে' দোকানীর দল, আরব ফেরিওয়ালারা—সব এসেছে। দাহ-স্থানে মাঠের মধ্যে ছোটো-খাটো আরও কতকগুলি চিতা-গৃহ তৈরী হ'য়েছে; আর যারা খরচ ক'রে খড়ের ঘর তুল্তে পারে নি, তারা অমনি একটা মাচা বেঁধে, তার উপরে বৃষ বা সিংহ বা মৎস্য মূর্তির শবাধার সাজিয়ে' রেখেছে। জনকতক

ভারিক্কে চেহারার ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খালি গায়ে, রঙীন উত্তরীয় আর কাপড় পরা,—বোধ হয় এঁরা এই অঞ্চলের পদণ্ড বা মাতব্বর ব্যক্তি হবেন।

সন্ধ্যের দিকে, মাইল দেড়েক দূর রাজপ্রাসাদ থেকে মিছিলের মধ্যে শবাধার দাহ-স্থানে এসে পৌছুল'। ওয়াদার উপরে ব'সে আর দাঁড়িয়ে' সাদা কাপড়-পরা জনকতক পদণ্ড, আর পুঙ্গব সুখবতীর ভাইটি—যার কথা আগে উল্লেখ ক'রেছি। ওয়াদাটিকে চিতা-গৃহের সংশ্লিষ্ট সিঁড়ি-পথের সঙ্গে মিলিয়ে' দাঁড় করালে। শ্বেত বস্ত্রে জড়িত শবদেহ কাঁধে ক'রে নিয়ে, আস্তে-আস্তে সিঁড়ি-পথ দিয়ে নীচে নামালে। দেহের সঙ্গে দুই রাজ-ছত্র চ'ল্‌ল। দেহ নীচে নামিয়ে' কাষ্ঠময় বৃষের অভ্যন্তরে রাখা হ'ল। সেখানে অন্য পদণ্ড ছিলেন। ভারে-ভারে তীর্থ-জল নিয়ে মেয়েরা ছিল। মন্ত্র প'ড়ে-প'ড়ে এই তীর্থ-জল দিয়ে বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত-দেহের স্নান চ'ল্‌ল—অনেকক্ষণ ধ'রে। ইতিমধ্যে ওয়াদাটিকে সরিয়ে' নিয়ে একটু দূরে রেখে দিলে, আর তার অলংকার-স্বরূপ কাঠের মূর্তি-টুর্তি আস্তে-আস্তে খুলে নিলে। তারপরে, তার অন্য অলংকার রঙীন কাগজ আর জগজগা আর ডাকের সাজ নিয়ে সমাগত বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে খানিক কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। আমাদের মধ্য থেকে বাকে গিয়ে খানিকটা ডাকের সাজের ঝালরের মতন সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন।

বড়ো ওয়াদার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়দের যার যেমন সামর্থ্য তদনুসারে ছোটো আকারের আরও কতকগুলি ওয়াদাঃ এল'। যারা নেহাৎ গরীব, তারা কেবল মাথায় ক'রে মৃতের আত্মার 'পুষ্প' বা প্রতীক নিয়ে এল'—তাদের আত্মীয়দের মৃতদেহ মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ ক'রে দেওয়া হয়েছে—এই সকল ওয়াদাঃ বা 'পুষ্প', যার-যার চিতা-গৃহের কাছে, বা চিতা-বৃষ, চিতা-সিংহ বা চিতা-মৎস্যের কাছে, নিয়ে গেল। সেখানেও এই রকম তীর্থ-জলে স্নানের আর মন্ত্র-পাঠের ধুম চ'ল্‌ল।

মন্ত্র-পাঠ আর অভিষেক যখন শেষ হ'ল, তখন শ্রাদ্ধাধিকারী-হিসাবে পুঙ্গব সুখবতী চিতায় আগুন দেবার জন্য এলেন। ইনি সাধারণ দৈনন্দিন পোষাকেই ছিলেন, পায়ে জুতাও ছিল, গায়ে সাদা কোট, পরনে রঙীন সারঙ্, মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা—আমাদের দেশের মতন অশৌচ-পালনের কিছু-ই দেখ্‌লুম না। কতকগুলি লম্বা কাঠির তাড়ায় আগুন জ্বেলে, কাষ্ঠময় বৃষের পেটের তলায় দিলেন, আর চাকর-বাকর আর অন্য লোকেরা খড় কাঠ নিয়ে বৃষ-মূর্তির

চারিদিকে স্তূপাকার ক'রে রাখ্লে। নিমেষের মধ্যে দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠ্ল। ওদিকে বিরাট্ ওয়াদাটিতেও আগুন ধরিয়ে' দিলে। আর ঐ সঙ্গে অন্যান্য চিতা আর ওয়াদা-ও জ্ব'লে উঠ্ল।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হ'য়ে এল'। ক্রমে অন্ধকার রাত্রি এসে প'ড়্ল। আমরা ব'সে-ব'সে বা ঘুরে-ফিরে দেখ্তে লাগ্লুম। চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড। এতগুলি চিতা, ছোটো আর বড়ো, ক্ষুদ্র আর বিরাট্, এত অগ্নি-স্তূপ এক জায়গায় কখনও দেখিনি। আগুনের লাল আভার গায়ে, চলা-ফেরা ক'র্ছে এমন বলিদ্বীপীয় লোকেদের দূর থেকে কালো ছায়ার মতন দেখাতে লাগ্ল।

দু-তলার সমান উঁচু ওয়াদাটি, সর্বাঙ্গে কাগজে আর কাপড়ে মোড়া থাকায়, একসঙ্গেই সবটা জ্ব'ল্তে লাগ্ল। সে এক মনোহর দৃশ্য—যেন গগনস্পর্শী অগ্নিময় মন্দির। তারপরে খুব খানিকটা পুড়ে এই বৃহৎ আগুনের পাহাড়—তার বাঁশের সমস্ত কাঠামো সমেত এক পাশে ঝুঁকে প'ড়্ল, আর তার পরে হয়-তো ভূমিসাৎ হ'য়ে যেত, কিন্তু তা না হ'য়ে, পাশের একটা খুব উঁচু গাছের গায়ে হেলান দিয়ে প'ড়্ল। বিরাট্ বিশাল ওয়াদার এই অগ্নিময় আলিঙ্গনে গাছের সহমরণ ঘ'ট্ল : চড়-চড় শব্দে গাছের কাঁচা ডালপালা ঝ'ল্সে গিয়ে পুড়্তে আরম্ভ ক'র্লে। জ্বলন্ত ওয়াদার আগুন আর গাছের আগুন দুইয়ে মিলে, এক বিকটোজ্জ্বল ভীষণ-সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি ক'র্লে। ছোটো ওয়াদাঃ দুই-একটির পাশে যে ছোট্টো-খাট্টো গাছ ছিল, তাদেরও এই দশা হ'ল।

চিতাগৃহে বৃষের মূর্তি খুব জ্ব'ল্তে-জ্ব'ল্তে, ঘরের চালে আগুন লাগ্ল। এইরূপে এক বিরাট্ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে, নিজের অনুগামী স্বগ্রাম- আর স্বদেশ-বাসীদের সঙ্গে, পুঙ্গব সুখবতীর পিতৃব্য ইন্দ্রলোকে প্রয়াণ ক'র্লেন।

আমরা তারপরে প্রত্যাবর্তন ক'র্লুম। রাত-ও খানিক হ'য়েছে, নিভন্ত আগুনের ছাইয়ের স্তূপ দেখ্বার আবশ্যকতা ছিল না। শুন্লুম, মৃতের আত্মীয়েরা সারা রাত দাহ-স্থানে থাক্বেন। তার পরে চিতাভস্ম কিছু নিয়ে, নিকটে কোনও বড়ো নদী থাক্লে সেই নদীতে, নয় সমুদ্র কাছে হ'লে সমুদ্রে ফেলে দেবেন, তার পরে স্নান ক'রে বাড়ি ফির্বেন।

বলিদ্বীপের অভিজাত-বংশে এইরূপ ঘটা ক'রে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া আর বেশী দিন ধ'রে চ'ল্বে না বোধ হয়। সমস্ত ব্যাপারে পুঙ্গব সুখবতীর প্রায় চল্লিশ হাজার গিল্ডার—আমাদের হাজার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ টাকা—খরচ হ'য়েছিল।

ছোটো দ্বীপের একজন জমিদারের পক্ষে টাকাটা কম নয়। তা ছাড়া, মৃত্যুর এতদিন পরে দেহের সংকার—এ বীভৎস প্রথাটাও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক'মে আসবে। ইউরোপীয় শিক্ষা, মুসলমানদের দৃষ্টান্ত, আর মূল হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে প্রবর্ধমান পরিচয়—এ-সবে মিলে, এই অদ্ভুত অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠান বিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মনের ধারণা ক্রমে অন্য রকম ক'রে দেবে-ই। যাই হোক, আমরা কিন্তু যে জগৎ চ'লে যাচ্ছে তার একটা অতি বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখে গেলুম।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭, সোমবার

আজ বাহুঙে আমাদের শেষ দিন। আজ আমরা উত্তর-পশ্চিম বলীর পাহাড়ে' অঞ্চলে, Moendoek মুণ্ডুক্ ব'লে একটি স্থানে যাবো—এটিকে এই দ্বীপের সিমলা বা দার্জিলিঙ বলা যায়। এইখানে তিন দিন কবির সঙ্গে থাক্‌বো,—তারপরে বুলেলেঙ্ হ'য়ে যবদ্বীপে ফির্‌বো—আর তখন বলিদ্বীপের ভ্রমণ আমাদের সাঙ্গ হবে।

বাহুঙ্ শহরে একটি সুন্দর সেকেলে' প্রাসাদ সরকার থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। এই প্রাসাদটির নাম Poera Satrija 'পুরা সাত্রিয়া' অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়-পুর' বা প্রাসাদ, একে ডচেরা 'পুরা-সাত্রিয়ার মিউজিয়ম' বলে। খালি সুন্দর বাড়িটি প'ড়ে আছে, শূন্য পুরী খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে; মিউজিয়ম ব'ল্‌লে যে নানা জিনিসের সংগ্রহ বোঝায়, তার কিছুই নেই। তবে বন-জঙ্গল হয় নি, সরকার থেকে সাফ-সুথরা রাখে, কতকগুলি ঘরে চাবি দেওয়া থাকে। বাড়িটি এমন বড়ো নয়। দু-মহলা বলা চলে। বলিদ্বীপীয় রীতিতে বাড়ির বাইরে একটা স্নানের জায়গা আছে, কিন্তু সেখানে জলের ব্যবস্থা আর নেই। একটি চমৎকার আর বেশ উঁচু ছত্‌রী আছে, বা'র-বাড়ির এক কোণে। বাড়ির বাইরে একটি ঘড়ি বাজাবার টুঙ্গি-ঘর আছে। বেশ পরিষ্কার খোলা জায়গায়, বড়ো-বড়ো দুই আঙিনা,—একটি বড়ো ঘর, পাশে ছোটো ঘর; আর একটি ছোটো দেব-মন্দির, দেবতা অবশ্য নেই। অনেক প্রাসাদের সংশ্লিষ্ট এই রকম ছোটো দেব-মন্দির থাকে, আর পাথরের কাজে সেগুলি দেখ্‌তে অতি সুন্দর হয়। পুরা-সাত্রিয়াতে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, এর ঘড়ি-ঘরের সাম্‌নেকার, বাইরের দিক্‌কার দেওয়ালের গায়ে নরম পাথরের ইটের উপরে

খোদা কতকগুলি মূর্তি—bas-relief—এক-একটি ক'রে মূর্তি বলিদ্বীপীয় শিল্প-রীতি অনুসারে খোদা, খুব চমৎকার দেখ্‌তে, বেশ প্রাণবন্ত মূর্তি কয়টি। আলাদা আলাদা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সীতা হনূমান্ অঙ্গদ বিভীষণ প্রভৃতি রামায়ণের পাত্র-পাত্রীদের মূর্তি। আবার তা ছাড়া, মহাভারতের পাঁচ পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর মূর্তি। সব-শুদ্ধ গুটি চোদ্দ-পনেরো মূর্তি, মেটে রঙের পাথরে কেটে তৈরী, হাত দুই লম্বা প্রত্যেকটি। এই মূর্তিগুলি বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সুরেন-বাবু পুরা-সাত্রিয়ার ছবি নিচ্ছেন, এমন সময়ে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় ছোক্‌রা এসে উপস্থিত হ'ল। ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে এদের সঙ্গে কথা কইলুম। এদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, 'তোমরা কী? তোমাদের ধর্ম কী?' একটা ছেলে ব'ল্‌লে, 'আমরা "বালি কাপির", "স্লাম" নই; অর্থাৎ, বলিদ্বীপীয় "কাফের" বা হিন্দু, "ইস্লাম" বা মুসলমান নই।' বুঝ্‌লুম আরবেরা, আর যবদ্বীপীয় আর অন্য মালাই-ভাষী মুসলমানেরা, হিন্দু বলিদ্বীপীয়দের 'কাফের' ব'লে থাকে, আর 'কাফের' শব্দের অর্থ না বুঝে, এরা-ও সরল মনে বিধর্মীদের দেওয়া এই অবজ্ঞা-সূচক নাম নিঃসংকোচে ব্যবহার করে। আমি ছোক্‌রাদের ব'ল্‌লুম—'কাপির' ব'লো না, 'কাপির' একটা গালির কথা; ব'লো যে আমরা 'হিন্দু', বা বলীর 'আগম' বা ধর্ম্মের লোক ('ওরাঙ্ হিন্দু', 'ওরাঙ্ অগামা বালি')। 'হিন্দু' শব্দ এরা শুনেছে, তার মানেও জানে। ছেলে কয়টির ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে আরও কথা কয়, কিন্তু ভাষা-জ্ঞানের অভাবে আমাদের আলাপ বেশী দূর এগোল' না।

প্রাতরাশ সেরে, মাল-পত্র গুছিয়ে' নিয়ে, বেলা দশটার সময় আমরা বাঢুঙ্ থেকে রওনা হ'লুম॥

॥ ১৮ ॥

বলিদ্বীপ—মুণ্ডুক্

সোমবার, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বাতুঙ্ থেকে উত্তর-মুখো হ'য়ে, তারপরে একটু পূবে, পাহাড়ের মধ্যে এই মুণ্ডুক্ শহর। শহর নয়, একটি বড়ো গ্রাম ব'ল্লেই হয়। কতকগুলি বড়ো-বড়ো গ্রাম ছুঁয়ে আমাদের মুণ্ডুক্ যাবার পথ—শেষের দিকে আধেকের উপর পথ হ'চ্ছে পাহাড়ে' দেশ দিয়ে। একখানা গাড়িতে আমরা চ'লেছি—কবি, সুরেন-বাবু আর আমি,—আর একখানায় আমাদের মাল-পত্র। পূর্বেকার মতন সেই মনোরম দৃশ্য—নয়নাভিরাম সবুজের খেলা, আর সুন্দর বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষদের গমনাগমন। বাকে-রা, ত্রেউএস্, ধীরেন-বাবু—এঁরা সোজা উত্তরে Batoeriti বাতুরিতি ব'লে একটি জায়গায় গেলেন, মুণ্ডুকের থেকে আরও পূবে, পাহাড়ের মধ্যে; সেখান থেকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চমৎকার হাঁটা পথ হ'য়ে, এঁরা একদিন পরে মুণ্ডুকে এসে আমাদের সঙ্গে মিল্‌বেন। মুণ্ডুকের পশ্চিমে বলিদ্বীপের যে অংশ যবদ্বীপের দিকে এগিয়ে' গিয়েছে, সে অংশটা জঙ্গলে' আর পাহাড়ে'; লোকের বসতি সেখানে কম। কিন্তু মুণ্ডুক্ পর্য্যন্ত যে পথটা দিয়ে আমরা যাই, সে পথটায় লোকের বাস খুবই। খড়ের চালে ছাওয়া শান্তিপূর্ণ গ্রাম, আর মাঝে-মাঝে মন্দির, এ-সব প্রচুর চোখে প'ড়্‌ল।

পথে কী একটা গাঁয়ের বাজারের ধারে আমাদের মোটর থাম্‌ল। সবে সমতল ক্ষেত্র ছেড়ে পাহাড়ে উঠ্‌ছি। দেখি, সেই বাজারে খুব mangosteen ম্যাঙ্গোষ্টীন ফল বিক্রী হ'চ্ছে। ঈষৎ টক্‌রস-যুক্ত এই মিষ্টি মুখরোচক ফল, লোভ হ'ল—প্রায় দু' ঝুড়ি আমরা কিনে ফেল্‌লুম। দাম মনে হ'ল খুবই শস্তা। সারা পথ আমরা—অন্ততঃ আমি—খুব এই ফল খেতে-খেতে গেলুম।

মাঝেকার খানিকটা পথ খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে; সেখানটায় একটু শীত-শীত ক'র্‌তে লাগ্‌ল। রাস্তা খুব চমৎকার, চারিদিকে ঘন সবুজের ছড়াছড়ি। মাঝে-মাঝে খুব বাঁশ-ঝাড়। এক জায়গায় একটা ঝরনা উঁচু পাহাড়ের গা ব'য়ে একেবারে রাস্তার ধারেই প'ড়ে একটা ছোটো পাহাড়ে'

নদীর সৃষ্টি ক'রেছে, সেখানে আমাদের মোটর দাঁড় করালে। আমরা নেমে ঝরনার সুশীতল জলে হাত মুখ ধুয়ে একটু স্নিগ্ধ হ'লুম। মোট নিয়ে যাচ্ছে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় লোক, তারা ঝরনার ধারে মোট নামিয়ে' জিরুচ্ছে। কতকগুলি মাল-বাহী টাট্টু নিয়ে যাচ্ছে, টাট্টুর পিঠের বোঝা-সমেত জীন খুলে দিয়ে ঝরনার এক পাশে টাট্টুগুলিকে দাঁড় করিয়ে' দিয়েছে, আর সেখানে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' শ্রান্ত টাট্টুগুলি দুপুর বেলায় হিম-শীতল ঝরনার জলে দিব্যি আরামে স্নান ক'র্‌ছে। দেখে আমাদেরও স্নান ক'র্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছিল।

এই পাহাড়ে' অঞ্চলে বিস্তর কফি-বাগান আছে দেখ্‌লুম। মুণ্ডুকে পৌঁছে, বাকে আর দ্রেউএস্-এর কাছে শুন্‌লুম, এই সব কফি-বাগানের মালিক হ'চ্ছে স্থানীয় বলিদ্বীপীয় লোকেরাই—বিদেশী ডচেরা নয়। দেশ দখল ক'রেছে বটে, কিন্তু ডচেরা দেশের উপস্বত্ব সবটুকু নিচ্ছে না, তাদের সব গ্রাস কর্‌বার দরকার হয় নি ; দেশের লোকেরাই এই ছোট্ট দ্বীপটিতে তার exploitation ক'র্‌ছে। কফি-বাগান ক'রে আধুনিক কালের উপযোগী একটি কৃষি-ব্যবসায়ে যে বলিদ্বীপীয়েরা হাত দিয়েছে, আর তাতে বিদেশীরা এসে তাদের ঘরের মধ্যে জেঁকে ব'স্‌তে পারে নি, এটাকে বলিদ্বীপীয়দের কার্য্য-কুশলতার একটা খুব বড়ো প্রমাণ ব'ল্‌তে হবে।

জঙ্গল, থরে থরে পাহাড়ের গা কেটে ধানের খেত্, কফি-বাগান, এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের খানিকটা উৎরাই পথে নাম্‌তে হ'ল, তারপরে ডান দিকে অর্থাৎ পূব দিকে একটা বাঁক নিয়ে, আধ-ঘণ্টাটাক পথ আবার চড়াইয়ে গিয়ে, আমরা অবশেষে মুণ্ডুক্-এ পৌঁছুলুম। একটা চওড়া চড়াই পথের দু'ধারে মুণ্ডুক্ শহর বা গ্রাম। ইটের আর কাঠের ইমারত অনেকগুলি। ঢালা লোহার রেলিঙ্, আর ঢেউ-খেলানো টিনের ছাতের ছড়াছড়ি। অনেক বাড়ির সাম্‌নে বা বাড়ির হাতার মধ্যে মোটর দেখ্‌লুম। মোট কথা, শহরের বাহ্য দৃশ্য দেখে মনে হ'ল, স্থানীয় লোকেরা বেশ লক্ষ্মীমন্ত। তবে কাঁচা পয়সা হাতে এলে অনেক সময়ে যেমন একটা রুচির চেয়ে খরচ বিষয়ে দরাজ হাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানেও তেমনি হ'য়েছে ব'লে মনে হ'ল।

শহরের বড়ো সড়কের প্রায় শেষে—তার পরে আর মোটর চল্‌বার পথ নেই—মুণ্ডুকের 'পাসাংগ্রাহান্'। আমরা সেখানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হ'লুম। পূর্ব্ব থেকেই মান্দুর্‌কে খবর দেওয়া হ'য়েছিল।

মুণ্ডুকের পাসাংগ্রাহান্ বা ডাক বাঙলাটি চমৎকার জায়গায় অবস্থিত। বাড়িটির এক দিকে ফুল-বাগানে প্রচুর গোলাপ ফুটে র'য়েছে, আর গাঁদা, আর জবা। একটি ঝরনার কাক-চক্ষু জল মস্ত বড়ো এক চৌবাচ্চাকে সর্বদা পূর্ণ রেখে, চৌবাচ্চার নল দিয়ে বেরিয়ে' যাচ্ছে; এই চৌবাচ্চায় ইচ্ছে ক'র্‌লে সাঁতার কেটেও স্নান করা যায়। বাড়ির চারিদিকে পাহাড়ের মালা, বাড়ির সাম্‌নে দূরে পর্বত-গাত্রের উদার সরল রেখাপাত। বাড়ির পিছন দিকে নীচে-ই একটি গভীর উপত্যকা, নানা রকম গাছের চূড়ো দেখা যায়, মাঝে-মঝে দুই-একটি ঘর-বাড়ি; গাছ-পালার ভিতর থেকে বসত-বাড়ির রান্না-বান্নার ধোঁয়ায় মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায়। একদিন দুপুরে নীচের উপত্যকা থেকে টুংটাং ক'রে গামেলানের ধ্বনি আস্‌ছিল। সরু মোটা নানা আতোদ্য ধ্বনি মিলে, বাঁশীর মতো একটা বেশ স্নিগ্ধ-গম্ভীর একটানা ধ্বনির রেশ, এই টুংটাং তালের পিছনে শোনা যাচ্ছিল,—এমনি উদাস-করা ব্যাপার যে কী আর ব'ল্‌বো; ঠিক যেন মস্ত বড়ো দীঘীর ও-পার থেকে কোনও মন্দিরের সন্ধ্যারাত্রিকের ঘড়ি-ঘণ্টা-কাঁসর আর গম্ভীর-নিনাদী শাঁখের ধ্বনির সমাবেশের মতন, আমার মনকে মোহগ্রস্ত ক'রে তুল্‌ছিল।

পাসাংগ্রাহানের সাম্‌নে অবধি এসে যে মোটর-চলা পথটা শেষ হ'য়েছে, পায়ে-চলা পথে পরিণত হ'য়েছে, সেই পায়ে-চলা পথ ধ'রে আরও উঁচুতে পাহাড়ের গা দিয়ে সুরেন-বাবু আর আমি বিকালে একটু বেড়াতে গেলুম। রাস্তার বাঁ ধার দিয়ে একটি পাহাড়ে' নদী উদ্দাম ফেনিল নৃত্য-ভঙ্গীতে নীচে চ'লে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে কৃষাণদের ঘর, আর দুই-একটি বড়ো-বড়ো বাড়িও চোখে প'ড়্‌ল। প্রায় সব বাড়িতে মস্ত বাঁশের খাঁচার মতন চুবড়িতে ঢাকা লড়াইয়ে' মোরগ; তাদের সু-উচ্চ কোঁকর-কোঁ আওয়াজে পাহাড়ী গ্রামটি মুখরিত। কুকুরের দল আমাদের দেখে কোথাও-কোথাও 'ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠ্‌ল, আর গ্রামকন্যাদের চকিত দৃষ্টি থেকেও আমরা বঞ্চিত হ'লুম না। খানিকটা ঘুরে আমরা বাসায় ফির্‌লুম। সন্ধ্যা হয়-হয়, পাহাড়ে' জায়গা, আমাদের বেশ একটু শীত-শীত ক'র্‌ছে। কিন্তু এখানে বলিদ্বীপীয়দের দেখ্‌লুম, এদের পরিধেয় সেই দক্ষিণ বলীর সমতল ভূমিরই মতন, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সেই রকম খালি-গা। পাহাড়ে' নদীটিতে যথারীতি গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আস্‌ছে, বৈকালিক স্নান বা গা-ধোয়া সার্‌তে আস্‌ছে।

সন্ধ্যায় পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় ব'সে কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা-বার্তা হ'ল। Miss Mayo মিস মেয়োর বই Mother India 'মাদার ইণ্ডিয়া' তখন সপ্তাহ কয়েক হ'ল বিলেতে বেরিয়েছে, আর তা নিয়ে হৈ-চৈ-এর সূত্রপাত হ'য়েছে। ইংলাণ্ডের New Statesman 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান্' কাগজে সমালোচনা বেরিয়েছে, মিস্ মেয়োকেই সমর্থন ক'রে, আর সঙ্গে-সঙ্গে মিস্ মেয়োর মিথ্যা কথা উদ্ধার ক'রে, রবীন্দ্রনাথ নাকি শিশু-বিবাহের পক্ষপাতী, এ-রকম ইঙ্গিতও করা হ'য়েছে; আর তাঁর মত ব'লে এমন সব কথা বলা হ'য়েছে যা যে-কোনও সাধারণ উচ্চ-শিক্ষিত লোকের পক্ষেও বলা লজ্জাকর। আমরা ব'ল্‌লুম, তাঁর তরফ থেকে এ-সব কথার একটা প্রতিবাদ বেরোনো উচিত। কবি অনিচ্ছুক হ'লেও, এই সমালোচনার একটি উত্তর লিখ্‌তে রাজী হ'লেন। 'মাদার ইণ্ডিয়া' তিনি বা আমরা কেউ তখনও দেখিনি। বলিদ্বীপে মুণ্ডুকে ব'সে তাঁর লেখা এই সমালোচনার উত্তর যথাকালে ইংলাণ্ডের Manchester Guardian 'ম্যাঞ্চেস্টার-গার্জেন' পত্রে আর দেশে নানা পত্রে বা'র হ'য়েছিল।

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৬ই ১৯২৭

বিকাল তিনটার দিকে ধীরেন-বাবু, ব্রেউএস্ আর বাকে-রা Batoeriti বাতুরিতি থেকে এসে পৌছুলেন। এঁরা অতি সুন্দর পাহাড়ে' পথ ধ'রে সারা সকাল আর দুপুর হেঁটেছেন, জিনিস-পত্র যা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সব একটি টাট্টুর পিঠে চড়িয়ে' এনেছেন। বাতুরিতি থেকে মুণ্ডুক্ আস্‌তে হ'লে তিনটি হ্রদের ধার দিয়ে আস্‌তে হয়—Beratan ব্রাতান্, Boejan বুইয়ান্, আর Tamblingan তাম্‌ব্লিঙান্। ব্রেউএস্ ব'ল্‌লেন, পথে একটি হ্রদের ধারে একঘর তথা-কথিত মুসলমান বলিদ্বীপীয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল; এদের একটি ছেলে খানিক পথ ওঁদের সঙ্গে আসে; ছেলেটি মালাই ভাষায় ব্রেউএসের সঙ্গে কথা কয়। এরা পূর্ব-বলিদ্বীপ থেকে এসে এখানে জমি নিয়ে বসবাস ক'র্‌ছে। ব্রেউএস্ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে মুসলমানদের কলমার আরবী মন্ত্রটি জানে কিনা; সে ব'ল্‌লে যে সে জানে বটে, কিন্তু সে-মন্ত্র উচ্চারণ ক'র্‌বে না, কারণ ঐ পাহাড়ে' অঞ্চলটি বিশেষ ক'রে দেবতার স্থান; দেবতারা ঐ বিদেশীয় মন্ত্র শুনে রুষ্ট হ'তে পারেন।

আজ সন্ধ্যার দিকে আমরা কালকের মতন পাড়াড়ে' পথ ধ'রে অনেকটা বেড়িয়ে' এলুম। গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে' বিরাট্ বিশাল বনস্পতির আর অন্য গাছের বনের মধ্য দিয়ে, পাহাড়ের ধার বেয়ে পথ চ'লেছে। এখানকার বনানী একেবারে আদি যুগের। এক জায়গায় একটা ঝরনা এসে প'ড়্ছে, গভীর জায়গায় খানিকটা জল জ'মে একটা ছোটো পুখুরের সৃষ্টি হ'য়েছে; গহন বনে তার আশ-পাশ ঢাকা—কচু-জাতীয় গাছে, নানা রকমের বড়ো-বড়ো fern-এ, বাঁশে, কলা-গাছে; খালি এক দিকে উঁচু পাহাড়ের গা ব'য়ে ঝম্-ঝম্ শব্দে ঝরনার জল নীচে প'ড়্ছে, পুখুরটির অন্য ধার দিয়ে এই জল বেরিয়ে' গিয়ে, মুণ্ডুকের রাস্তার পাশের নদী হ'য়ে, নীচে চলে গিয়েছে। এখানে দেখি, ঝরনার জলের নীচে দাঁড়িয়ে' চোখ বুজে দু'টি টাট্টু ঘোড়া স্নান ক'র্ছে। ঘোড়াকে পাহাড়ের ঝরনায় নাওয়ানো দেখ্ছি এ দেশের একটি রীতি।

কাছেই এক জায়গায় পাহাড়ের ঢালু গা, নীচে এক গভীর তরু-বহুল উপত্যকা ভূমিতে নেমে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে বড়ো-বড়ো গাছ—মহাদ্রুম ব'ল্লেই হয়—সেই-সব গাছ কাটা হ'চ্ছে; এমন বড়ো-বড়ো গাছের কুঠারের হাতে অপমৃত্যু দেখে বাস্তবিকই মনে কষ্ট হয়; দেখে মনে হয়, দু-তিন শ' বছর লেগেছিল এই এক-একটি গাছের এই-রকম বিশাল মূর্তি ধ'রে উঠ্তে, কিন্তু দু'দিনে মানুষ তাকে শেষ ক'রে দিচ্ছে। একটা বিরাট্ arboricide বা 'বৃক্ষ-হত্যা' কাণ্ড চ'লেছে—আমার মনে হ'ল, একটা বড়ো প্রাণীকে মারার মতন এই রকম ক'রে গাছ কেটে মেরে ফেলাও যেন একটা পাতক। কিন্তু মানুষের চাষ-আবাদের জন্য খালি জমিও আবশ্যক, তাই গাছকে স'র্তে হবে। এই-সব জমিতে শুন্লুম কফির আবাদ হবে।

বুধবার, ৭ই সেপ্টেম্বর

সকালে মুণ্ডুকের ডাক-বাঙলায় বেশ চুপ-চাপ ভাবে কাটানো গেল। 'নিউ-স্টেট্স্ম্যান্'-এর সমালোচনার উত্তর কবি লিখে ফেলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টার-গার্জেন'-এ ছাপাবার জন্য পাঠানো হবে। দুপুরের ভোজনের সময়ে দেখি, প্রায় জনাদশেক ওলন্দাজ মেয়ে আর পুরুষ মোটরে আর ঘোড়ায় ক'রে এসে উপস্থিত। এরা ঐ দিনই চ'লে গেল।

বেলা তিনটের দিকে স্থরেন-বাবু আঁর আমি মুণ্ডুকের বড়ো রাস্তা ধ'রে বেড়াতে-বেড়াতে, উতরাই পথে প্রায় মাইল দেড় দুই নেমে, Banjoeatis বাঞ্‌আতিস্ নামে একটি বড়ো গ্রামে এসে পৌছুলুম। ধুতি প'রে আমরা চ'লেছি; আমার হাতে একটি বাঁশের লাঠি, আর স্থরেন-বাবুর কাছে ক্যামেরা। পথের ধারে একটি বেশ বড়ো বাড়ির সদর দরজায় একটি ছোক্‌রা আর একটি আধা-বয়সী বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে'। ছোক্‌রাটির পরনে হাফপ্যাণ্ট্, কোমরে রঙীন সারঙ্‌টি জড়ানো, গায়ে একটা সাদা শার্ট; স্ত্রীলোকটির গায়ে মালাই কোট। ছেলেটি সিগারেট খাচ্ছিল। এদের ইচ্ছেটা যে আমাদের সঙ্গে কথা কয়। আমরা দাঁড়িয়ে' গেলুম, ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে এদের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। এরা আমাদের দেখে অবাক্—কোন্ দেশের লোক, কেন এসেছি, সব শুন্‌তে চাইলে। আমরা এদের সমান-ধর্মা শুনে ভারী খুশী হ'ল। এরা ব'ল্‌লে যে বাঞ্‌আতিস্ গ্রামে দাহ হ'চ্ছে, তবে খুব ঘটার ব্যাপার নয়। স্থরেন-বাবু এদের ছবি নিলেন। খুব হাসি মুখে এরা আমাদের বিদায় দিলে।

বড়ো রাস্তার দু'-ধারে বাঞ্‌আতিস্ গ্রামের সারি-সারি বাড়ি। এ গ্রামটিও বেশ সমৃদ্ধ ব'লে বোধ হ'ল। প্রায় সব বাড়িতেই উঁচু কাঠের মাচার উপরে ধানের মরাই; কাঠের মরাইগুলি, তাতে স্থন্দর-স্থন্দর নানা রঙীন চিত্র আঁকা। কতকগুলিতে স্ত্রী-দেবতার মূর্তি আঁকা, বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে—শুন্‌লুম সেগুলি শ্রীদেবীর। দুই-একটা বাড়িতে মোটরের 'গারাজ'-ও আছে। রাস্তায় যে-সব লোক ছিল, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ কৌতূহলী হ'য়ে আমাদের সঙ্গ নিলে; আমি দু'-চার জনের সঙ্গে যথা-সম্ভব আলাপ-ও ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। আমরা হিন্দু ব'লেই সকলেরই প্রীতি-মিশ্র বিস্ময়ের কারণ হ'য়ে উঠ্‌লুম। এরা আমাদের সঙ্গে ক'রে দাহ-স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ ব'সে আছে। কতকগুলি চিতা, তার-মধ্যে একটি-ই যা একটু বড়ো। সবগুলিই জ্ব'ল্‌ছে। ছোটো-খাটো দুই-একটা 'ওয়াদাঃ' র'য়েছে, তবে ব্যাপারটা উবুদ্-এর মতন মোটেই বিরাট্ নয়। একটি স্থশ্রী ছোক্‌রা আর একটি স্থন্দরী স্ত্রীলোক মাটির উপর ব'সে আছে, ইঙ্গিতে তাদের অনুমতি পেয়ে স্থরেন-বাবু তাদের ছবি নিলেন। আমাদের সঙ্গে ক'রে এনেছিল যারা, তারা এখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমাদের পরিচয় দিলে। জনতার সাম্‌নে ভারতের নদ-নদী

আর দেবতাদের আর রামায়ণ-মহাভারতের পাত্র-পাত্রীর নাম উচ্চারণ ক'রে আমাদের সমানধর্মিত্ব জাহির ক'র্‌তে হ'ল। আমরা কিছুক্ষণ প'রে ফির্‌লুম। সঙ্গের লোকেরা প্রস্তাব ক'র্‌লে, গ্রামে এক বিদ্বান্ পদণ্ড আছেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমরা যদি দেখা করি। আমরা সানন্দে রাজী হ'লুম।

পদণ্ড-মহাশয়ের বাড়িতে নিয়ে গেল। বড়ো রাস্তার ধারেই এঁর বাড়ি। রথ্যা-দ্বার বা 'নাছ-দুয়ার' অর্থাৎ সদর দরজা পার হ'য়ে একটু বাগান-মতন, তার পরেই বাড়ির আঙিনা। খুব খোলা জায়গায় খান কতক ঘর, একটি ঘরের সাম্‌নে একটু দর-দালান, এই দালানে একটা তক্তাপোষ পাতা। ঘরের মেঝে সিমেণ্টের। সমস্তটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ব্রাহ্মণের বাড়ি যেমন হওয়া উচিত। দালানের দেয়ালে খানকতক সেকেলে' হাতে-আঁকা চীনে' ছবি। দালানের তক্তাপোষের উপরে একখানা মাতুর বিছানো। আমরা তক্তাপোষের উপরে ব'স্‌লুম, সঙ্গের লোকেরা আঙিনার মাটিতে বা দালানের সিমেণ্টের মেঝেতেই ব'সে গেল। গৃহস্বামী পদণ্ড-মহাশয় তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন, যে দর-দালানের তক্তাপোষের উপরে আমরা ব'স্‌লুম তারই লাগোয়া ঘরের ভিতরে। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে' তাঁকে নিয়ে এল'। লম্বা পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, সুদর্শন গৌরবর্ণ পুরুষ, প্রৌঢ় যুবাবস্থায়, মুখে সামান্য একটু গোঁফ দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, পরনে বেগুনে' রঙের একখানা 'কাইন্' বা কটি-বস্ত্র। ঘুমের জড়তা কাটেনি, বাইরে এসে আমাদের দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। সঙ্গের লোকেরা পরিচয় দিলে যে আমরা ভারতবর্ষ থেকে আগত পদণ্ড। এই পদণ্ডটি দেখ্‌লুম কেবল দেশভাষাই জানেন, মালাই জানেন না। তখন মালাই-জানা আর একজন পদণ্ডকে ডেকে আন্‌তে গেল। ইতিমধ্যে বাড়ির আর প্রতিবেশী গৃহের মেয়েরা আমাদের দেখ্‌বার জন্য জড়ো হ'ল। ইট-বা'র-করা অনুচ্চ ব্যবধান-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে, পাশের একটি বাড়ির ক্রিয়া-কলাপ, লোকজনের চলা-ফেরা সব দেখা যাচ্ছিল। এই মেয়েরা সকলেই অতি সুশ্রী, তন্বী, গৌরী; আর বলিদ্বীপের প্রাচীন পদ্ধতি মতন আবরণ-বিরল এদের বেশ-ভূষা; অসংকোচে এসে, ব'সে বা দাঁড়িয়ে' আমাদের দেখ্‌তে লাগ্‌ল, আমাদের কথা শোন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌ল। দুই-একজনের কোলে দু'টি-একটি অতি সুন্দর শিশু—গলায় মোহরের মালা, মাথা কামানো।

আর একজন পদণ্ড এলেন। ইনি বয়সে বৃদ্ধ; পরনে লাল আর সবুজ রেশমি ফুল কাটা ধুতি, চাদরখানা বুকে বাঁধা, মালাই বলেন, বেশ বুদ্ধিমান্ লোক ব'লে মনে হ'ল। এঁর নামটি হ'চ্ছে Pedanda Ngoerah 'পদণ্ড ঙুরাঃ'। আমার স্বল্প পুঁজির মালাই নিয়ে কথা কইবার চেষ্টা ক'র্‌লুম। ভারতবর্ষ কত দূরের দেশ, আমাদের দেশে পুরাণ-বর্ণিত নগর নদী পর্বত প্রভৃতি কোথায়-কোথায় আছে, আমাদের ভাষা কী, অক্ষর কী রকম, লঙ্কাদ্বীপ কোথায়, আমাদের দেশে যেতে কতদিন লাগে—ইত্যাদি কথা। ম্যাপ আর ছবি এঁকে, আর অক্ষর প্রভৃতি লিখে দেখিয়ে' বোঝাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম। এদেশে শিষ্ট ভাষায় মধ্যম-পুরুষে 'আপনি' ব'লে উল্লেখ না ক'রে, 'মহাশয়', 'শ্রীচরণ' ইত্যাদির মতন শব্দ ব্যবহরে করে; 'আপনার কাছে দাসের নিবেদন এই যে' না ব'লে, ব'ল্‌বে,—'পাদুকার সহায়ের নিবেদন এই যে'; আর এই-রকম ব্যবহারের ফলে, আমাদের সংস্কৃত padoeka 'পাদুকা' শব্দ এদেশে 'আপনি'-পদ-বাচ্য হ'য়ে প'ড়েছে। আমার প্রতিও এইরূপ 'পাদুকা'-প্রয়োগ হ'চ্ছিল; আর আমাদের হাতে দণ্ড ছিল, জাতিতেও ব্রাহ্মণ, সুতরাং 'পদণ্ড' বা দণ্ড-ধারী আখ্যাও জুটে গিয়েছিল। এঁদের সঙ্গে আধ-ঘণ্টাটাক কাল এই ভাবে কাটিয়ে' বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে' প'ড়্‌লুম।

পথে একখানা চ'ল্‌তি লরি পাওয়ায়, বাঞ্‌আতিস্ থেকে মুণ্ডুক চট্‌পট্ ফেরা গেল।

রাত সাড়ে-আটটায় স্থানীয় একজন পুঙ্গব তিনজন অনুচর সহ কবির দর্শনের জন্য হাজির হ'লেন। সুশ্রী যুবক; কবি আস্‌ছেন এ সংবাদ কাগজে প'ড়েছেন, এত শীঘ্র তাঁর দেশের কাছে এসে প'ড়্‌বেন সে ধারণা ক'র্‌তে পারেন নি; তাঁর মুণ্ডুকে অবস্থানের কথা, পাসাংগ্রাহানে টেলিফোন আছে পাসাংগ্রাহানের মান্দুরের কাছে ফোন ক'রে জেনেই, নিজের মোটরে চ'লে এসেছেন দেখা ক'র্‌তে। 'পাদুকা' ব'লে কবিকে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ইনি ডচ্ জানেন, মালাই-ও জানেন। ম্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। এই পুঙ্গবটি নিজের পরিচয় দিলেন—আমার খাতায় নিজের নামটি লিখে দিলেন—Ida Gede Soanda, Poenggawa district Bandjar 'ইড গডে সোআন্দা, বাঞ্জার্ জেলার পুঙ্গব'। ব'ল্‌লেন যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল। কতকগুলি খবর

জিজ্ঞাসা ক'র্লেন। কাল-ই আমরা মুণ্ডুক্ থেকে বুলেলেঙ্ হ'য়ে বলিদ্বীপ ত্যাগ ক'র্ছি শুনে আফ্সোস ক'র্তে লাগ্লেন। এঁর-ও মহাভারতের পুরো আঠারো পর্ব চাই। আদি-পর্বে 'গোধর্ম' ব'লে প্রাচীন বিবাহ-রীতির কথা আছে—কথাটি আমরা ভালো বুঝ্তে পার্লুম না—সে বিষয়ে প্রশ্ন ক'র্লেন। (সন ১৩৩৭-এর ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব এই 'গোধর্ম' সম্বন্ধে আদি পর্বে বিষয়টির অবস্থান-নির্দেশ আমাদের জানিয়ে' দেন।) অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ হওয়া উচিত কি না, যজ্ঞোপবীত-ধারণের রীতি কী—এই-সব বিষয়েও প্রশ্ন হ'ল। হলাণ্ড-প্রবাসী যবদ্বীপীয় কবি আর পণ্ডিত Noto Soeroto 'নাথ-সুরথ' কর্তৃক লিখিত শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয় বিষয়ে ডচ্ পুস্তক, আর শ্রীযুক্তা Anne Besant আনী বেসান্তের রচিত যোগ ও পুনর্জন্ম বিষয়ে ছোটো দু'খানি ইংরিজি বইয়ের ডচ্ অনুবাদ—সুরাবায়ার সিন্ধী বণিক্ শ্রীযুক্ত লোকুমলের দেওয়া বইয়ের মধ্য থেকে—আমি এঁকে দিলুম। আমার ঠিকানা ইনি নিলেন। সংস্কৃত পড়াবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষক আস্তে পারেন শুনে ভারি খুশী। এই রকমে খানিক আলাপ আর শিষ্টাচারের পরে, রাত সওয়া-নটায় পুঙ্গব সোআন্দা বিদায় নিলেন ॥

॥ ১৯ ॥

বুলেলেঙ্‌—বলিদ্বীপ থেকে বিদায়

বৃহস্পতিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সকালে মুণ্ডুক্-থেকে বুলেলেঙ্-যাত্রা। বুলেলেঙ্-এ দুপুরে জাহাজ ধ'রে যবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন ক'র্‌তে হ'বে। সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, দ্রেউএস্, আমি—আমরা আগে একখানা গাড়ি ক'রে বেরিয়ে' প'ড়্‌লুম; কবি পরে বাকেদের সঙ্গে আস্‌বেন। এবার শেষ বারের জন্য বলিদ্বীপের অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে চ'ল্‌লুম। মুণ্ডুক্-থেকে পশ্চিমে খানিক, তারপর উত্তরে গিয়ে আমরা সমুদ্রের ধারে প'ড়্‌লুম—সমুদ্রের ধার দিয়ে-দিয়ে, বুলেলেঙ্ পর্য্যন্ত পূব-মুখো পথ। পাহাড় ছাড়িয়ে' সমতল ভূমির উপরে সমুদ্রের ধারে পথ। ক্রমাগত কাঁচা আর পাকা ধানের খেত্, না'রকল গাছ, আর বাঁ দিকে নীল, ঘন নীল সমুদ্র। প্রভাতের চোখ-ঝল্‌সানো আলোয় সমস্ত ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌ছে। সমুদ্রের হাওয়ায় রোদ্দুর ততটা কড়া ব'লে বোধ হ'চ্ছিল না।

বেলা দশটায় বুলেলেঙ্-এ পৌঁছোলুম। জাহাজের আপিসে গিয়ে আমাদের টিকিট আর ক্যাবিন ঠিক ক'রে নেওয়া হ'ল। হাতে এখন ঘণ্টা দুই সময়। দ্রেউএস্ বুলেলেঙ্ থেকে রাজধানী Singaradja সিংহরাজায় গেলেন, আমরা বাজারে একটু ঘোরাঘুরি ক'র্‌লুম, স্থানীয় মণিহারী জিনিস পাই কিনা দেখ্‌বার জন্য। পাতিমার কথা আগে ব'লেছি; তার বাড়িতে গিয়ে আমরা কিছু জিনিস নিলুম। দেড়-শ' গিল্‌ডার দামের, হাতলে সোনার রাক্ষসমূর্তি-যুক্ত সেকেলে' একটি ক্রীস্ বা তলওয়ার দেখালে, বড়ো লোভ হ'চ্ছিল সেটির জন্য, এমনিই চমৎকার কাজ তার। সুরেন-বাবু এদেশের জরীর কাপড় নিলেন। মোষের চামড়ায় নিপুণ হাতে কাটা, রঙ্‌চঙে' wajang 'ওয়াইআঙ্' বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত একটি চতুর্ভুজ শিবের মূর্তি আমি কিন্‌লুম। টুরিস্ট্-এজেণ্ট্ রুসভেল্ট্-এর আপিসে গিয়ে কিছু ফোটোগ্রাফ নিলুম। তারপরে জাহাজ-ঘাটায়। বেলা সাড়ে-এগারোটা, তখনও কবি বুলেলেঙ্-এ এসে পৌঁছোন নি—এদিকে বারোটায় জাহাজ ছাড়্‌বে। এমন সময়ে বলি-লম্বকের রেসিডেণ্ট্ শ্রীযুত

কারোন্-সাহেবের সঙ্গে কবি এসে পৌঁছোলেন—রেসিডেন্ট্ স্বয়ং তাঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছেন।

আমরা নৌকো ক'রে জাহাজে চ'ড়্লুম। ছোটো জাহাজ, নাম Van Neck 'ফান-নেক্'। K. P. M. কোম্পানির জাহাজ, কবিকে নিয়ে যাচ্ছে সম্মানিত অতিথি-রূপে, আর আমাদের সকলকে আধা-ভাড়ায়। জাহাজ বারোটায় না ছেড়ে, ছাড়্লে সেই বিকেল পাঁচটায়। এই কয় ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' মাল তুল্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় চার শ' গোরু যাচ্ছে এই জাহাজে, যবদ্বীপে, লাল-লাল গোরুগুলি, বেশীর ভাগ নাক ফোঁড়া, চাষের কাজে লাগ্‌বে বোধ হয়। কপি কলে গোরুগুলিকে নৌকা থেকে জাহাজে তুল্‌তে লাগ্‌ল। জাহাজের যাত্রীদের কাছে বিক্রী কর্‌বার জন্য পাতিমাও তার শিল্পদ্রব্যের পসার এনে ডেকের উপরে সাজিয়ে' ব'সে গেল।

বিকালে জাহাজ ছাড়্‌ল। বলিদ্বীপের সবুজ পাহাড় আর তার নারিকেল-কুঞ্জ ক্রমে দূর হ'তে দূরতর হ'তে লাগ্‌ল। পশ্চিম থেকে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলি পাহাড়ের উপরের গাছপালার শীর্ষদেশকে স্বর্ণাভ হরিদ্‌বর্ণের ক'রে তুলেছে। আমাদের পক্ষ-কালের বলি-ভ্রমণ একটা মনোহর স্বপ্নবৎ মনে হ'তে লাগ্‌ল; যেন এ পৃথিবী ছেড়ে কিছু দিনের জন্য প্রাচীন ভারতের কল্পলোকের মধ্য দিয়ে আমরা বিচরণ ক'রে এসেছি। কাল সকালে যবদ্বীপে পৌঁছুবো, আমাদের দ্বীপময়-ভারত পর্য্যটনের তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে; কিন্তু এত সুন্দর দেশ, সুন্দর নরনারী, মনোহর প্রতিবেশ—বোধ হয় আর কোথাও চোখে প'ড়্‌বে না।

প্রবর্ধমান সন্ধ্যার অন্ধকারে আর দূরত্বে ক্রমে বলিদ্বীপের পাহাড়ের রেখা অস্পষ্ট হ'য়ে এল', অদৃশ্য হ'য়ে গেল'। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিপূত ঐ দেশ দেখে আস্‌বার সৌভাগ্য কি আবার হবে?

বলিদ্বীপ-ভ্রমণের পরিশিষ্ট—বলিদ্বীপে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান *

বলিদ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে যতটুকু সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধারাবাহিক-ভাবে পাঠক-সমাজের নিকটে নিবেদন করিয়াছি। সর্বত্রই বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে—তাহাদের ধর্ম সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে—একটা সচেতন ভাব দেখিয়াছি। কারাঙ্-আসেমের রাজার বলিদ্বীপীয় শিল্পীদের দ্বারা ছবি আঁকানো, এবং সিমেণ্টে বলিদ্বীপীয় ঢঙে মূর্তি ঢালাই করিয়া নিজ গৃহে ব্যবহার; সর্বত্রই মহাভারতের সমস্ত পর্ব সম্পূর্ণ পাইবার আকাঙ্ক্ষা; 'পদণ্ড' ও 'পুঙ্গব'দের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চার পুনরুদ্ধারের জন্য ইচ্ছা; পৌরাণিক নাটকের লোকপ্রিয়তা; শবদাহ ও শ্রাদ্ধে প্রাচীন-কালের মতই ঘটা করা; দেশে নানা ধর্মোৎসব;—এ সমস্তই, ইহাদের নিজ সংস্কৃতির প্রতি একটা প্রাণের টানের পরিচায়ক। কিন্তু জগতে কেবল অন্ধ আবেগের দ্বারা কোনও কাজ হয় না; প্রাণের টানকে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সুদৃঢ় ও সার্থক করা যায়। বলিদ্বীপের লোকেরা এ বিষয়ে বিচারশীল, তাই তাহাদের মধ্যে নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস এবং হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াইবার জন্য চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

সুখের বিষয়, সংস্কৃতি লইয়া এই আলোচনার কার্যে ডচ্ রাজা ও বলিদ্বীপীয় প্রজা উভয়ের মধ্যে পূরা সহযোগ দেখা যাইতেছে। ডচ্ জাতি ভাষায় এবং কতকটা রক্তে ইংরেজদের জ্ঞাতি; বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তারে ইহারা ইংরেজদের মতনই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এবং জ্ঞানের চর্চায় ইহারা ইংরেজদের চেয়ে কোনও অংশে কম নহে—বরঞ্চ ইংরেজ অপেক্ষা ইহারা জর্মানদের মতো বেশী করিয়া জ্ঞানের সেবক। দ্বীপময়-ভারতের নৈসর্গিক ও মানব-সংস্কৃতি-মূলক উভয়বিধ সংস্থা ডচ্ সরকারের উৎসাহে ডচ্ পণ্ডিতেরা অতি সুন্দর-ভাবে চর্চা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপীয় বা আধুনিক সভ্যতার যেটি প্রধান অনুপ্রাণনা—জানিবার জন্য কৌতূহল—তদ্দ্বারা ডচেরা

* সন ১৩৩৭ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত।

বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত, এবং এই কৌতূহলের ফলেই, ইহাদের দ্বারা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতির প্রাচীন কথা লইয়া অনুসন্ধান ও গবেষণা।—এবং এই গবেষণার ফলে আমরাও উপকৃত হইয়াছি; ভারতীয় আমাদের আত্মপরিচয় ঘটাইতে ডচ্ জাতির অনুসন্ধিৎসা কম সাহায্য করে নাই। আমাদের ভারতকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে যে ভারতের বাহিরেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—ভারতের সীমা যে কেবল জম্বুদ্বীপ বা আজকালকার India-তেই নিবদ্ধ নহে—এই জ্ঞান, আংশিক-ভাবে ডচ্ পণ্ডিতদের আলোচিত দ্বীপময়-ভারতের কথা হইতে আমরা লাভ করিয়াছি।

বলিদ্বীপে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে, সেখানকার কতকগুলি স্থানের অভিজাত- ও পণ্ডিত-সমাজে একটু সাড়া পড়িয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার আগমনে বহু শত বৎসর পরে আবার যেন নূতন করিয়া ভারত ও বলীর মধ্যে যোগ-সূত্র স্থাপিত হইল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার ভ্রমণের পরে এ যোগ-সূত্রকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে তাদৃশ কোনও চেষ্টা হইতে পারিল না। আমরা নিজের দেশেই নানা দিকে বিপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত, উদ্বেগপূর্ণ; এইরূপ ক্ষেত্রে, এই প্রকারের যোগ-স্থাপনের জন্য আমাদের ব্যাকুলতা না হইলে তাহা অবস্থাগতিকে মার্জনীয়। কিন্তু তথাপি এবিষয়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ও সংস্কৃতির অংশ হিসাবে কিছু দৃষ্টি আমাদের দেওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের পরে, ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ, ভোটবিৎ ও চীনভাষাবিৎ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত Sylvain Lévi সিলভ্যাঁ লেভি বলিদ্বীপে যান। ইনি সেখানকার পদণ্ডগণের নিকট হইতে বহু সংস্কৃত মন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। বলী হইতে ফ্রান্সে ফিরিবার পথে, ইনি কলিকাতায় আসেন, শান্তিনিকেতনেও যান। ইঁহার নিকটে এই-সব মন্ত্র দেখি। বড়ই আনন্দের কথা, এগুলি শুদ্ধ পাঠ সহ তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন; শুনিতেছি, বড়োদা হইতে 'গায়কবাড় প্রাচ্য পুস্তকমালা'তে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

বলিদ্বীপে ও যবদ্বীপে অবস্থান কালে কতকগুলি ডচ্ পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। ইঁহারা এক প্রকার অনন্যকর্মা হইয়া বলিদ্বীপের সংস্কৃতি লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে Dr. R. Goris খোরিস্-এর কথা আমার বলি-ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। আর একজন পণ্ডিত

হইতেছেন Dr. W. A. Stutterheim ষ্টুটর্‌হাইম্—যবদ্বীপে ইঁহার সহিত আলাপ হয়। এবং তৃতীয় পণ্ডিত একজন হইতেছেন Dr. Pigeaud পিঝো। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন আছেন। দেখিয়া আনন্দ হইয়াছিল, যেমন একদিকে ডচ্ সরকার ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনি বলীর পুঙ্গব বা রাজারাও সাহায্য করিতেছেন। বলী ও লম্বক দ্বীপদ্বয়ের প্রধান ডচ্ রাজপুরুষ—ঐ দুই দ্বীপ লইয়া যেন একটি জেলা, জেলার রেসিডেন্ট্ বা প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত L. J. J. Caron কারোন্ এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বলি-ভ্রমণের পরে এক বৎসরের ভিতরে ডচ্ সরকারের ও বলিদ্বীপীয়গণের মিলিত চেষ্টায়, উক্ত দ্বীপের সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম ও সাধারণ সংস্কৃতি লইয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য, এবং যথা-সম্ভব বলিদ্বীপের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ও উন্নতিশীল করিবার জন্য, একটি পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, সে বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু বলিব।

বলিদ্বীপীয়দের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কারোনের সহানুভূতি ও প্রীতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিগত ১৯২৮ সালের জুন মাসে ইঁহারই চেষ্টায় বলিদ্বীপে একটি সভা আহূত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে F. A. Liefrinck লীফ্রীঙ্ক্ ও Dr. H. Neubronner van der Tuuk ফান্-ডের্-ট্যুক্, এই দুই জন ডচ্ পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এই দুই পণ্ডিত বলিদ্বীপীয় ইতিহাস, সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য লইয়া প্রথম আলোচনা আরম্ভ করেন, এই বিষয়ে তাঁহারা অগ্রণী ছিলেন। যে সংস্থা স্থাপিত হইবে, স্থির হয় যে তাহাতে মুখ্যতঃ বলিদ্বীপীয় প্রাচীন তাল-পাতার পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে। কিন্তু এইরূপ সংস্থা কেবল পুঁথি-সংগ্রহের কার্য্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না—স্থানীয় সংস্কৃতির সকল দিক্-ই ইহাতে আলোচিত হইতে বাধ্য। এই সভা বা পরিষৎ স্থাপন করা স্থির হইলে, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে দ্বীপময়-ভারতের কথা লইয়া গবেষণা করিতেছেন যে সকল ডচ্ পণ্ডিত, তাঁহারা তো প্রথম হইতেই যোগদান করিলেন; তাঁহারা এখন এই সভা লইয়া সম্পূর্ণ শক্তির সহিত কাজ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন, বলিদ্বীপের অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ডচ্ সরকার হইতে যথাযোগ্য আর্থিক সহায়তাও পাওয়া গিয়াছে। এই সভা যেন বলিদ্বীপের পক্ষে আমাদের বঙ্গীয়-

সাহিত্য-পরিষৎ বা এশিয়াটিক্-সোসাইটি-অভ্-বেঙ্গল-এর মতো একটি ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে প্রাচীন পুঁথির ও ভাস্কর্য্য এবং অন্য শিল্পের নিদর্শন সংগৃহীত হইতেছে, এবং পণ্ডিতদের দ্বারা নিয়মিত ভাবে পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে। এই সভা এখন স্বকীয় আবাস-গৃহ পাইয়াছে, ইহার নাম-করণও হইয়াছে। বলিদ্বীপের রাজধানী সিংহরাজায় একটি ছোটো কিন্তু বেশ কার্য্যোপযোগী বাড়ি সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে; আগুন লাগিলেও পুড়াইতে পারিবে না এমন একটি ঘর এই বাড়িতে আছে, সেখানে সংগৃহীত পুঁথিগুলি রাখা হইতেছে। ১৯২৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে নেদার্লাণ্ড্স্-ইণ্ডিয়ার লাট-সাহেব শ্রীযুক্ত De Graeff ডে-গ্রেফ্ এই পরিষদ্-গৃহ সাধারণের জন্য উন্মোচিত করেন। উহার স্থাপনের বৎসর—খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৮-এ ১৮৫০ শকাব্দ হয় (বলী ও যবদ্বীপে আমাদের শকাব্দ ব্যবহৃত হয়)—'চন্দ্রসংকাল' রীতিতে চিত্রের দ্বারা গৃহের দ্বারদেশে অঙ্কিত হইয়াছে—আমাদের 'একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ'র মতো,—মানুষ (১), হাতী (৮—অষ্টদিগ্গজ), বাণ (৫—পঞ্চবাণ) ও মৃত দেহ (০—শূন্য)—এই কয়টি চিত্রে ১৮৫০ শক জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রবেশ-তোরণের দুই দিকে সীতা ও রামের মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের নাম-করণ হয় ডচ্ ভাষায়—Stichting Liefrinck-Van der Tuuk—ডচ্ শব্দ Stichting 'স্টিখ্টিঙ্'-এর অর্থ 'প্রতিষ্ঠান'। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের নামে বলিদ্বীপীয় ভাব দিবার জন্য একজন বলিদ্বীপীয় রাজার প্রস্তাবে (এই রাজাটি হইতেছেন I Goesti Poetoe Djilantik, ই গুস্তি পুতু জিলান্তিক্—বুলেলেঙের জমিদার), ডচ্ শব্দের পরিবর্তে বলিদ্বীপীয় ভাষায় ব্যবহৃত Kirtya 'কীর্ত্য' শব্দটি গৃহীত হইয়াছে; এই শব্দটি আমাদের সংস্কৃত 'কীর্ত্তি' শব্দেরই বিকার—বলিদ্বীপীয় ভাষায় শুদ্ধ রূপে সংস্কৃত 'কীর্ত্তি' শব্দের ব্যবহার নাই, ইহাদের ভাষায় শব্দটি দাঁড়াইয়াছে 'কীর্ত' বা 'কীর্ত্যে'। এখন প্রতিষ্ঠানটির নাম এইরূপ হইয়াছে—Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk—অর্থাৎ 'লীফ্রিঙ্ক্-ফান্-ডের-টূ্যক্ কীর্ত্তি'।

স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই 'কীর্তি'-তে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পুঁথি-সংগ্রহ চলিতেছে, এবং গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলির প্রণয়নে ডচ্ ও বলিদ্বীপীয় পণ্ডিতেরা মিলিয়া কাজ করিয়াছেন। 'কীর্তি'-তে যে ভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অনুসন্ধান ও অনুশীলন

চলিতেছে, সে সম্বন্ধে এগুলি হইতে একটা ধারণা করা যাইবে। এতাবৎ 'কীর্তি'-র Mededeelingen বা অনিয়মিত সাময়িক পত্রিকা দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে ; Kidung Pamancangah 'কিদুঙ্ পমঙ্কগাঃ' নামে একখানি বলিদ্বীপীয় ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ, রোমান অক্ষরে ডচ্ টীকা-টিপ্পনী সমেত C. C. Berg বেয়াগ্ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ; এবং দুই খণ্ডে Dr. Stutterheim ষ্টুটর্‌হাইম্ প্রকাশ করিয়াছেন বলিদ্বীপের Pedjeng পেজেঙ্ রাজ্যের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন বস্তুর বিবরণী ও চিত্রাবলী (Oudheden van Bali —Het oude Rijk van Pedjeng)—প্রথম খণ্ডে প্রাপ্ত বস্তুর বর্ণনা, প্রাচীন লেখের সম্পাদন, ও বলিদ্বীপের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় আছে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রায় ১৩০ খানি চিত্র ও নক্‌শা। (এই প্রবন্ধে ডক্টর ষ্টুটর্‌হাইমের বই হইতে গৃহীত প্রাচীন বলিদ্বীপের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের কতকগুলি নিদর্শন প্রকাশিত হইল ; এগুলি হইতে বলিদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু কীর্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।)

ডক্টর খোরিস্ 'কীর্তি'-র পুঁথি-সংগ্রহ-বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, এবং তিনিই ইহার প্রাণ-স্বরূপ। সমগ্র বলী ও লম্বকে পুঁথির জন্য রীতি-মতো অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রাচীন পুঁথি পাইলে 'কীর্তি'-তে সংগৃহীত হইতেছে, এতদ্ভিন্ন নিয়মিত-ভাবে প্রাচীন পুঁথির নকলও করিয়া রাখা হইতেছে। সমস্ত পুঁথি তাল-পাতার, লোহার লেখন দিয়া খুদিয়া লেখা ; উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-ভারতের পুঁথির মতন। আবার সচিত্র পুঁথিও পাওয়া যায়—উড়িষ্যার মতো, তাল-পাতার উপরে ঐ লোহার লোহার লেখন দিয়া আঁচড় কাটিয়া অতি সুন্দর ছোটো চিত্রে ভরা পুঁথি বলিদ্বীপে অনেক আছে। এই-সব সচিত্র পুঁথিরও নকল হইতেছে, এবং এজন্য 'কীর্তি'-কর্তৃক চিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত খোরিস্ আমায় চিঠি লিখিয়াছেন ; পুঁথি-সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—"কি ভাবে আমি পুঁথি-সংগ্রহ করিতেছি জানেন ? বলিদ্বীপে প্রায় চল্লিশজন 'পুঙ্গব' বা রাজা আছেন ; প্রথমতঃ, 'কীর্তি'-র পক্ষ হইতে তাঁহাদের অনুরোধ করিয়া জানাই যে, তাঁহারা নিজ-নিজ অধিকারের মধ্যে কাহার কাছে কী পুঁথি আছে, তাহার একটি তালিকা করিয়া যেন পাঠান। এই-সকল তালিকা হইতে কতকগুলি পুঁথির নাম বাছিয়া লওয়া হয়, পরে নির্বাচিত পুঁথির তালিকা পুঙ্গবদের কাছে প্রত্যর্পিত হয়। তাহার

পরে কোনও সময়ে কোনও অঞ্চল বিশেষে গিয়া নির্বাচিত পুঁথিগুলি আনাইয়া একত্র করিয়া লই, এবং সেগুলি নকলের উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য 'কীর্তি'-তে লইয়া আসি। সম্পূর্ণ থাকিলে এবং ভালো করিয়া লেখা হইলে, বলিদ্বীপের নানা স্থানে ভালো পুঁথি-লেখক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের কাছে অনুলিখনের জন্য পাঠাইয়া দেই, 'কীর্তি'-র তহবিল হইতে তাঁহাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। নকলের পরে, মূল পুঁথিগুলি মালিকদের নিকটে ফেরত পাঠানো হয়, এবং নকলগুলি 'কীর্তি'-র পুঁথি-শালায় রক্ষিত হয়।...... আমরা প্রথমটায় চাই—যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ একটি পুঁথির সংগ্রহ গড়িয়া তোলা। তাহার পরে আবশ্যক—প্রথম, বলিদ্বীপীয় ও প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের একটি নূতন ও উপযোগী তালিকা রচনা করা; দ্বিতীয়তঃ—যে বইগুলি আবশ্যক বা মূল্যবান্, ডচ্ অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীর সহিত রোমান অক্ষরে শীঘ্র-শীঘ্র সেগুলিকে ছাপাইয়া ফেলা। যতগুলি পারা যায় মূল্যবান্ পুস্তক (বিশেষতঃ ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক) ধরিয়া ছাপাইবার পক্ষে এই-ই হইতেছে প্রশস্ত সময়।"

প্রথম সংখ্যা Mededeelingen বা সাময়িক পত্রিকায় 'কীর্তি'-র সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ (ইনি বলিদ্বীপীয়, ইঁহার নাম Njoman Kadjeng ঞোমান্ কাজেঙ্) ডচ্ ভাষায়, বলিদ্বীপীয় পুঁথির শ্রেণী-বিভাগ ব্যপদেশে বলি-ভাষার সাহিত্যের একটি প্রাথমিক দিগ্‌দর্শন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণী-বিভাগে বলিদ্বীপীয় গ্রন্থনিচয়কে তিনি ছয়টি মুখ্য শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন : (১) বেদ—বেদ অর্থে, মন্ত্র ও পূজার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পুঁথি ; (২) আগম—আমাদের ধর্ম-শাস্ত্র ও নীতি-গ্রন্থ লইয়া ; (৩) Wariga ৱারিগ—জ্যোতিষ, দেবতাদের উপাখ্যান, ব্যাকরণ, 'স্মর-তন্ত্র' এবং 'উসদ' (অর্থাৎ কাম-শাস্ত্র এবং 'ঔষধ' বা চিকিৎসাবিদ্যা), ও অন্যান্য বিদ্যা ; (৪) ইতিহাস—ইহার অন্তর্গত, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ,—গদ্যে (Parwa 'পর্ব') ও পদ্যে (Kakawin 'ককৱিন্') ; এবং প্রাচীন যবদ্বীপের রাজকাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য ; (৫) Babad 'ববদ্' বা গদ্য ইতিহাস ; ও (৬) 'তন্ত্রি', বলিদ্বীপীয় ভাষায় কামন্দক প্রভৃতি নীতি-শাস্ত্রের অনুবাদ, এবং নীতি-বিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মৌলিক রচনা। এই ছয়টি মুখ্য শ্রেণী ও তাহাদের উপশ্রেণীতে ৯০০-এর বিভিন্ন পুঁথির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্তই বলিদ্বীপীয় ভাষার পুঁথি।

এতদ্ভিন্ন, বলিদ্বীপে সংস্কৃত পুঁথি (বলী বা যবদ্বীপীয় অক্ষরে লেখা) কিছু-কিছু আছে। কারাঙ্-আসেম্-এ অবস্থান-কালে সেখানকার রাজার কাছে তান্ত্রিক দর্শন ও সাধন সম্বন্ধে একখানি পুঁথি লইয়া রবীন্দ্রনাথকে আলোচনা করিতে হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। এইরূপে আশা করা যায় যে, খুব অসাধারণ কোনও সংস্কৃত বই বলিদ্বীপে পাওয়া না গেলেও, মূল্যবান্ বা অজ্ঞাত বা লুপ্ত কোনও ছোটো-খাটো বই মিলিতে-ও পারে।

সাময়িক পত্রিকাটির দ্বিতীয় খণ্ডে 'কীর্তি'-র পুঁথি-সংগ্রহের একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মূল ও অনুলিখন দুইয়ে মিলিয়া ২৫০-এর উপর পুঁথি ইঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। কতক পুঁথি লম্বক-দ্বীপ হইতে আসিয়াছে। লম্বক-দ্বীপ বলীর পূর্বেই। এখানকার লোকেদের Sasak 'সাসাক্' বলে। ইহারা বলিদ্বীপীয়দের জ্ঞাতি-স্থানীয়, কিন্তু এখন ইহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। বলিদ্বীপীয়েরা লম্বক জয় করিয়া সাসাক্‌দের উপর রাজত্ব করিত। 'সাসাক্' ভাষার পুঁথিও সংগৃহীত হইতেছে।

পুঁথি-সংগ্রহের ভার যেমন ডাক্তার খোরিস্ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্নদ্রব্য-সংগ্রহ ও প্রাচীন লেখ উদ্ধার এবং প্রাচীন স্থান খুঁড়িয়া আবিষ্কারের ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ষ্টুটর্‌হাইমের উপরে। যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি একজন সর্বত্র-সমাদৃত বিশেষজ্ঞ। ইঁহার নানা পুস্তক ও প্রবন্ধাদি আছে। যবদ্বীপে সুরকর্ত নগরের ইনি একটি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। এখানে যবদ্বীপীয় ছেলেমেয়েদের বিশেষভাবে যবদ্বীপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় ; ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়টি যবদ্বীপের Arts University-তে রূপান্তরিত হইবে, আশা করা যায়। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরে যবদ্বীপ-প্রসঙ্গে বলিব। শ্রীযুক্ত ষ্টুটর্‌হাইমের 'চিত্রে যবদ্বীপের ইতিহাস' বইখানি, বহু প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও অন্য শিল্প-বস্তুর সাহায্যে, যবদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের বেশ চমৎকার একটি ধারণা করাইয়া দেয়। এই বইখানি বাতাবিয়া হইতে ডচ্, মালাই, যবদ্বীপীয় ও ইংরিজি—এই কয়টি বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কীর্তি'-র মারফৎ শ্রীযুক্ত ষ্টুটর্‌হাইম্ বলিদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত করিতেছেন। পেজেঙ্-নামক স্থানে অনেকগুলি সংস্কৃত ও বলিদ্বীপীয় ভাষায় প্রাচীন লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই লেখগুলি বেশীর ভাগই বৌদ্ধ, শৈব এবং শাক্ত মন্ত্র ও পূজা-

পদ্ধতি লইয়া। বৌদ্ধ 'যে ধর্মা হেতুপ্রভবা' মন্ত্র আছে; আবার বিকৃত সংস্কৃতে অন্য মন্ত্র বা নমস্কার বা ধারণী আছে;—যথা, 'নমঃ ত্রয়সর্বতথাগত তদপগস্তং জ্বল জ্বল ধমধা আল সংহর সংহর আয়ুঃ সংসাধ সংসাধ সর্বসত্বানাং পাপং সর্বতথাগত সমস্তা যুীথ বিমল শুদ্ধ স্বাহা।' কতকগুলি লেখ বেশ বড়ো; অধিকাংশই ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায়। অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় সম্প্রদায়ের। বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ, শিব, দেবী মহিষমর্দিনী, গণেশ প্রভৃতির মূর্তি আছে। এতদ্ভিন্ন, বলিদ্বীপীয় রাজা রানী প্রভৃতিরও মূর্তি আছে, মণ্ডন-শিল্পের অঙ্গীভূত নারীমূর্তিও আছে। যবদ্বীপে যে রীতির মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, এগুলি সেই রীতির; তবে বলিদ্বীপের নিজ বৈশিষ্ট্যও আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুটর্‌হাইম্ এই বইয়ে তাঁহার অনুসন্ধানের প্রথম ফল-স্বরূপ এই মূর্তিগুলির চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসী এবং হিন্দুর পক্ষে এই বইয়ের চিত্রাবলী আনন্দের সহিত স্বীকর্তব্য। শ্রীযুক্ত ষ্টুটর্‌হাইম্ বলিদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসের কাঠামো দিয়াছেন। বলিদ্বীপের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনি তিনটি মুখ্য যুগে বিভাগ করিয়াছেন: [১] ভারত-বলী যুগ, খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতক পর্য্যন্ত, এই যুগের পূর্বেকার কোনও লিপি বা লেখ এ-তাবৎ বলিদ্বীপে পাওয়া যায় নাই; এই সময়ের শিল্পে ভারতীয় প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট, এ সময়ের শিল্প সমকালীন যবদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের মতন; [২] প্রাচীন-বলী যুগ, খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১৩শ শতক পর্য্যন্ত; এই সময়ে বলিদ্বীপীয়দের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতেছে দেখা যায়; [৩] মধ্য-বলী যুগ, খ্রীষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতক; ও তৎপরে [৪] নবীন- বা অর্বাচীন-বলী যুগ। প্রদর্শিত চিত্রগুলি হইতে বলিদ্বীপের প্রাচীন শিল্পের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'কীর্তি'-পরিষৎ, বলিদ্বীপের প্রাচীন কীর্তির আলোচনার জন্য যাহা করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। বলিদ্বীপের প্রাচীন কীর্তি আংশিক ভাবে ভারতের বলিয়া, আমরাও তাহার দাবী করিতে পারি। বলিদ্বীপের লোকেরা, সংস্কৃত-ভাষা যাহার বাহন সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মকে এখনও মানিয়া থাকে। পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমাদের রিক্‌থ, কাল-ধর্মে কোথাও আর অবিকৃত নাই—না বলিদ্বীপে, না ভারতে, তবে ভারতে প্রাচীনের সঙ্গে সংযোগের সূত্র অবশ্য কখনও ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু বলিদ্বীপেও কতকগুলি বিষয় এখনও সুরক্ষিত আছে, ইহা নিশ্চিত।

প্রাচীন ভারতের স্বরূপ জানিতে হইলে, এই জিনিসগুলিরও চর্চা অপরিহার্য্য হইবে। 'কীর্তি' এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ইহার কর্তব্য-ভারে আমাদেরও অংশ গ্রহণ করা উচিত। বহির্ভারতের বা বৃহত্তর ভারতের কথা হইতে আমাদের প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে অনেক খবর জানিতে পারিব। ভারতবাসীর পক্ষে এই জন্য 'কীর্তি'-র প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা ও ইহার সহায়তা করা উচিত। অবশ্য 'কীর্তি' হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভাষা (ডচ্, মালাই, বলিদ্বীপীয়) আমরা বুঝিব না ; কিন্তু দ্বীপময়-ভারতের সহিত ভারতের যোগ আলোচনা করিতে গেলে, এই সকল ভাষা (অন্ততঃ ডচ্) অপরিহার্য্য হইবে।

'কীর্তি' যে কেবল বলিদ্বীপের প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণ ও প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, তাহা নহে। মৃত অতীতকে লইয়া যে অনুসন্ধান, তাহাতে জীবিত বা আধুনিক কালের জন্যও সার্থক এবং কার্য্যকর করাও ইহার আদর্শ। বলিদ্বীপীয় ভাষায় সাহিত্য ও জ্ঞান প্রচার করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। মুখ্যতঃ, বলি-ভাষায় একখানি নিয়মিত সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করা হইবে। এইরূপে 'কীর্তি' বলিদ্বীপের সংস্কৃতির পুনর্জাগৃতি বিষয়ে সহায়ক হইবে। যদি এই কার্য্য সংঘঠিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ডচেরা আসিয়া বাস্তবিকই বলিদ্বীপের উন্নতি করিলেন, এবং বলিদ্বীপীয়দের জন্য এই 'কীর্তি'-পরিষৎ, ডচ্ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইল। 'ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি'—ধর্মদান অন্য সব দানকে জয় করে ; নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন যদি বলিদ্বীপীয়েরা করিতে পারে, তাহাতেই তো তাহাদের জাতির ধর্ম রক্ষা হইল। এই সম্পর্কে ডাক্তার খোরিস্ আমায় লিখিয়াছেন (১৯৩০ সালের জুলাই মাসে) :—"আর একটি কথা শুনিয়া আপনি খুশী হইবেন, আমরা শীঘ্রই বলি-ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিব। ইহাতে বলিদ্বীপের সংস্কৃতি, ধর্ম, শিল্পকলা ও সাহিত্যের আলোচনা থাকিবে। পত্রিকার জন্য গ্রাহক-সংগ্রহ করা হইতেছে, এবং বহু সহযোগী (ইহারা সকলেই বলিদ্বীপীয়) ইতিমধ্যেই তাঁহাদের সাহায্য দানে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদের প্রবন্ধও পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেশীর ভাগ গ্রাহকেরা চাহেন যে, মাসিকখানি বলিদ্বীপের অক্ষরেই মুদ্রিত হয়। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে, আংশিক-ভাবে এই অক্ষরেই মুদ্রণ

করা হইবে। অক্ষরের জন্য ইতিমধ্যে হলাণ্ডে অর্ডার পাঠানো হইয়াছে। বোধ হয় মাস দুইয়ের মধ্যে এই নূতন মাসিক প্রকাশিত হইবে—বলি-ভাষায় ও মালাইয়ে—বলি-ভাষার অংশ খানিকটা বলিদ্বীপীয় অক্ষরে ছাপানো হইবে (বাকীটুকুন রোমানে)।” শ্রীযুক্ত খোরিস্ আরও লিখিয়াছেন : “আজকালকার বলিদ্বীপীয়েরা সত্যকার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সচেত ঔৎসুক্য পোষণ করে—ওদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) প্রাচীন ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প যাহা বিদ্যমান আছে সে সম্বন্ধে জানিতে চাহে। সুতরাং, হিন্দু সংস্কৃতি বিষয়ে আধুনিক অভিমত—বলিদ্বীপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ভাবের আদা· -প্রাদন—বিষয়ে, সত্যসত্যই এদেশের লোকেদের খুব উৎসুক দেখা যায়।”

‘কীর্তি’-তে ইতিমধ্যেই শ্রীযুক্ত খোরিস্ সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। চারিজন বলিদ্বীপীয় ছাত্র খুব আগ্রহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গীতার ডচ্ অনুবাদ আছে, বলিভাষাতেও মূল সংস্কৃত সহ তাহার অনুবাদ প্রকাশ, আশা করা যায়, এই ‘কীর্তি’ হইতেই হইবে। ইহার দ্বারা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থের সহিত বলিদ্বীপীয়দের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে। অন্যান্য সংস্কৃত বইয়েরও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ডচ্‌দের সাহায্যে বলিদ্বীপীয়েরা নিজেরাই লাগিয়া গিয়াছে; আর, আমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত শিক্ষক পাঠাইবার কথা চাপা পড়িয়া গেল, সম্ভবপর হইল না। যিনি এ বিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে কার্য্য করিবেন, তাঁহাকে তন্ত্র জানিতে হইবে, এবং তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া যাইতে হইবে। ওখানে রামায়ণ মহাভারত বুঝে, পূজা হোম বুঝে,—কিন্তু আর্য্যসমাজী বা অন্য কোনও আধুনিক মতবাদ উহারা বুঝিবে না। এখনই কোনও আধুনিক ভারতীয় মত-বাদ বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে প্রচার করিতে গেলে, সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। উহাদের দেশে যে ভাবে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে, তাহাকেই পূর্ণ-ভাবে মানিয়া লইয়া, তাহার-ই মধ্য দিয়া, আমাদের উভয় জাতির সংস্কৃতির ও ধর্মের চিরন্তন আদর্শ ও সত্যগুলিকে শিক্ষা দিতে পারা যায়। খ্রীষ্টান মিশনরিদের মতন আলোক-দানের স্পর্ধা লইয়া, Superiority Complex-এর বশবর্তী হইয়া ভারত হইতে বলিদ্বীপে সংস্কৃত-শিক্ষক যেন না যান। যাওয়ার অন্তরায়ও অনেক। ডচ্ সরকারের অনুমোদন না হইলে কিছুই হইবে না; এবং মালাই ও বলিভাষায় তথা ডচে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-ও দরকার।

মোট কথা—Historical Sense বা ইতিহাস-বোধ যাঁহার নাই, এমন ব্যক্তি কোনও উপকার করিতে পারিবেন না।

বলিদ্বীপে ইংরেজি-জানা দুই-চারিজন শিক্ষিত লোক আছেন। ডাক্তার খোরিস্ লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বই পাইলে, ইঁহাদের সাহায্যে উপযোগী পুস্তক বা প্রবন্ধ বলিভাষায় বা মালাইয়ে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করা যায়—ইহার দ্বারা বলিদ্বীপীয়গণ ভারতবর্ষে তাহাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ যে-যে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন বা জ্ঞান-সাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন সেই-সেই বিষয় সম্বন্ধে খবর পাইবে। এই সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে বা সম্পূর্ণ অনুবাদে বলিভাষার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে; এবং যে পুস্তক বা প্রবন্ধ হইতে এই সকল অনুবাদ বা সার-সংকলন গৃহীত হইবে, তাহার পূর্ণ উল্লেখ থাকিবে।"

পাটনায় বিগত নিখিল-ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের (ষষ্ঠ) সম্মিলনীতে 'কীর্তি'-র প্রতি স্বাগত ও অভিনন্দন বাণী জ্ঞাপন করিয়া এবং 'কীর্তি'-র সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ভারতের তাবৎ প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনাকারী মণ্ডলীর নিকট অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'কীর্তি'-র সহিত পুস্তকাদি বিনিময়ের ব্যবস্থা তাবৎ মণ্ডলী করিতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এইরূপ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। 'কীর্তি'-র বাৎসরিক চাঁদাও খুব বেশী নহে—টাকা আট-নয়ের অধিক হইবে না। ইহার ঠিকানা—Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk, Singaradja, Bali, Netherlands India. আশা করি ভারতবর্ষ হইতে যথাযোগ্য সাহায্য লাভে এই নবীন পরিষৎ বঞ্চিত হইবে না॥

॥ ২১ ॥

যবদ্বীপ—সুরাবায়া

শুক্রবার, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

জাহাজে একজন জর্‌মান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি দ্বীপময়-ভারতে অনেক দিন ধ'রে আছেন, এদেশের ধর্ম রীতি-নীতি পুরাণ গল্প-কথা এই-সব খুব চর্চা ক'রেছেন, এবিষয়ে বই-ও লিখেছেন। বলিদ্বীপের নানা ধর্ম-বিশ্বাসের কথা সামাজিক রীতির কথা ব'ল্‌লেন। জর্‌মান ডাক্তার Krause-র প্রকাশিত বলিদ্বীপ সম্বন্ধে যে বই আছে—তাতে বলিদ্বীপের লোকজনের নানা ছবি আছে,—সেই বইয়ের দ্বারা বলিদ্বীপের অনিষ্ট হ'চ্ছে ব'লে তিনি মনে করেন—টুরিস্টের দল এই বই দেখে, বলিদ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে আস্‌ছে, আর তাতে ক'রে বলিদ্বীপীয়দের একটা মানসিক, নৈতিক আর সাংস্কৃতিক অবনতি ঘটাতে সাহায্য ক'র্‌ছে।

সকাল আটটায় আমাদের জাহাজ Soerabaja সুরাবায়ার বন্দরে লাগ্‌ল। সস্ত্রীক সকন্যক যে ডচ্‌ ব্যারন্‌টি আমাদের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আর অন্য সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। জেটিতে কবিকে স্বাগত কর্‌বার জন্য খুব ভীড় হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত মদনলাল ঝাম্ব, শ্রীযুক্ত লোকুমল, আর অন্যান্য ভারতবাসী ছিলেন—এঁদের কথা আগে ব'লেছি। সুরাবায়ায় আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছিল একজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে। পূর্ব-যবদ্বীপে সুরকর্ত নগরে Mangkoenogoro মঙ্কুনগরো উপাধিযুক্ত এক রাজা আছেন। এখনকার মঙ্কুনগরো হ'চ্ছেন সপ্তম মঙ্কুনগরো। এঁর পূর্বে যিনি মঙ্কুনগরো ছিলেন, তিনি এই রাজপদ ত্যাগ করেন। উপস্থিত তিনি সুরাবায়াতে বাস করেন, আর তাঁর-ই অতিথি হ'য়ে আমরা সুরাবায়াতে ছিলুম। কেন ইনি পদত্যাগ করেন তা সঠিক জান্‌তে পারি নি, তবে শুনেছিলুম, ডচ্‌ সরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে এঁর মতের অমিল হ'য়েছিল তবে এখন ডচেদের ব্যবহারে, আর সুরাবায়ার এঁর প্রতিষ্ঠা থেকে, এই মতান্তরের কথা টের পাবার জো নেই। এই ষষ্ঠ মঙ্কুনগরোর পুত্র শ্রীযুক্ত Raden M. Harjo Soejone (আর্য্য-সুযান), ইনি জাহাজ-ঘাটায়

আমাদের আন্‌তে গিয়েছিলেন। আগেকার বারে এঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল। Palmenlaan বা 'তালবীথি' নামে বড়ো রাস্তার উপর ১৯-২১ সংখ্যক বৃহৎ বাড়িতে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরো বাস করেন, এখানে কবিকে আর আমাদের নিয়ে গেল। শ্রীযুক্ত ঝাম্বের লোকেদের সাহায্যে আমাদের মাল-পত্র জাহাজ থেকে উদ্ধার ক'রে আনা গেল। শ্রীযুক্ত সুযানের এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁর নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত Soetomo সুতম।

অনেকখানি জায়গায় নানা মহল জুড়ে' এঁদের বাড়ি। ঘরগুলি সাধারণতঃ এক-তলার। কতকগুলি ঘর দো-তলার, হাল্‌কা-ভাবে তৈরী। একটি মহল আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। ব্রেউএস্‌ এক হোটেলে উঠ্‌লেন, বাকী সবাই এখানে রইলুম। সারি সারি কতকগুলি এক-তলার ঘরে আমরা থাক্‌তুম, আর কবির জন্যে আলাদা মহলে দু-তালার ঘর ঠিক করা ছিল। অতিথিদের জন্য ঘরগুলি সমস্ত আবশ্যক জিনিসে সুসজ্জিত, স্নানাদির ব্যবস্থা-ও বাড়িটিতে সুন্দর ছিল। আমাদের লাগোয়া শ্রীযুক্ত সুযানের বাসের মহল। মস্ত এক আঙিনা। তার ধারেই একটি ছোটো বাড়ি, তাতে গুটি কতক ঘর, —তারি একটি বড়ো ঘরে শ্রীযুক্ত সুযানের বৈঠকখানা; আর এই ঘরগুলির সাম্‌নেকার আঙিনা-মুখী প্রশস্ত দালান বা রোয়াকে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হ'ত, আর গাছের কেয়ারির মধ্যে সিমেণ্টের-পথ-করা গাছ-পালায় ঢাকা পাখির ডাকে মুখরিত আঙিনার সাম্‌নে এই দালানটির একটি পাশে ব'সে দুপুরবেলা শ্রীযুক্ত সুযানের স্ত্রী সেলাই-টেলাই ক'র্‌তেন, বই প'ড়্‌তেন, দাসদাসীদের কাজের তদারক ক'র্‌তেন। এঁদের ছেলেপুলে অনেকগুলি—গুটি আষ্টেক হবে। এঁদের বড়ো ছেলের বয়স ষোলো বছর—শ্রীযুক্ত সুযানের নিজের বয়স চৌত্রিশ—দেখা যাচ্ছে, বাল্যবিবাহ এদেশে বেশ প্রচলিত আছে। এই ছেলেটি একটি ডচ্‌-ছেলেদের ইস্কুলে পড়ে—তাই নিজের মাতৃভাষা যবদ্বীপীয় ভালো ক'রে চর্চা ক'র্‌তে পায় না। মালাই বলে, চল্‌তি যবদ্বীপীয় জানে, যাকে Ngoko 'ঙক' বা 'তুই-তো-কারী ভাষা' বলা হয়; সাধু যবদ্বীপীয় যা রাজা-রাজড়ার ঘরে সম্মানিত লোকেদের সঙ্গে কথা কইতে ব্যবহার করা হয়—যে ভাষাকে Basa kromo অর্থাৎ 'ক্রম' ভাষা বলে—সেটি ভালো ব'ল্‌তে পারে না। ক'ল্‌কাতায় দুই-চারটি ইংরেজ-বনা বাঙালীর ঘরে যেমন ছেলেরা

ইংরিজিরই বেশী চর্চা করে, ভাঙা হিন্দী বলে, বাঙলা বলে না, বা ভালো বাঙলা ব'ল্‌তে শেখে না—এ সেই রকম। Nationalism-এর সঙ্গেও এ জিনিস বেশ চলে—যবদ্বীপেও তাই দেখ্‌লুম। ছোটো ছেলেমেয়েগুলি বাড়িতেই পড়াশুনা করে। খুব ছোটোগুলি কখনও-কখনও আমাদের ঘরের বারান্দায় আস্‌ত, এদের দু-চার জনের সঙ্গে আমরা ভাব-ও ক'রে নিয়েছিলুম। প্রত্যেক ছেলের পিছনে একজন ক'রে ঝী, এরা ছেলেদের নিয়ে একটু বেশী রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে থাকৃত।

কর্তা বৃদ্ধ মঙ্কুনগরোর বাসগৃহ আর একটি মহলে।

যবদ্বীপের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রথম দিনেই হ'ল। রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য যবদ্বীপীয়েরা চেষ্টা ক'র্‌ছে—আমাদেরই মতন। এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউনিভার্‌সিটি হয় নি বটে, কিন্তু ভালো-ভালো ইস্কুল অনেক আছে, সেখানে মোটামুটি একটা কার্য্যকর শিক্ষা মালাই আর ডচ্‌ ভাষার সাহায্যে ভদ্র ঘরের ছেলেরা পায়; আর বিস্তর ছেলে হলাণ্ডে প'ড়্‌তে যায়—আইন, ডাক্তারি, ইন্‌জিনিয়ারিং। ডচ্‌ ছাড়া ইংরিজি কি ফরাসী কি জর্‌মান জানে, এমন শিক্ষিত যবদ্বীপীয় যথেষ্ট আছে। সম্প্রতি এখানেই কতকগুলি ইউনিভার্সিটি কর্‌বার চেষ্টা হ'চ্ছে। আমরা যে-দিন প্রথম বাতাবিয়ায় পৌছুই, তার দুই-এক দিন আগে সেখানে একটি বড়ো ডাক্তারি ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল—এটিকে অবলম্বন ক'রে এখানকার মেডিকাল-ইউনিভার্সিটি গ'ড়ে উঠ্‌বে। তেমনি আর কতকগুলি বড়ো-বড়ো ইস্কুলকে অবলম্বন ক'রে এখানকার ভাবী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সায়েন্স, আর্ট্‌স, ইন্‌জিনিয়ারিং প্রভৃতি দিক্‌গুলি গ'ড়ে তোলা হবে। যা হোক্‌, যবদ্বীপীয়েরা মোটামুটি ইউরোপীয় শিক্ষা পাচ্ছে; দ্বীপময়-ভারতের অন্য অংশেও এই রকম। ডচ্‌ সরকার কিছু-কিছু অধিকার এদের দিয়েওছে। বাতাবিয়ায় লেজিস্লেটিভ-আসেম্‌ব্লি বা আইন-সভা ক'রেছে—সেখানে সমগ্র দ্বীপময়-ভারত থেকে প্রতিনিধি আসে। এই আসেম্‌ব্লির ক্ষমতা কতটুকুন তা জানি না। যবদ্বীপীয়েরা স্বায়ত্ত-শাসন বা পূরো স্বরাজ চায়। এই স্বরাজ-লাভের চেষ্টা সমস্ত দ্বীপগুলির শিক্ষিত লোকেরা মিলিত ভাবে ক'র্‌ছে। সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের সরকারী ডচ্‌ নাম হ'চ্ছে Nederlandsch Indie "নেডের্‌লাণ্ড্‌স্‌ ইণ্ডী" অর্থাৎ কিনা "ডচেদের ভারত"। ওখানকার স্বরাজ-কামী দল এ নাম ব্যবহার ক'র্‌তে চান না, তাঁরা বলেন, Indonesia অর্থাৎ "দ্বীপময়-

ভারত" ; এই নামে Nederland শব্দ না থাকায়, এঁদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে না। আমাদের দেশকে কেবল India না ব'লে, ক্রমাগত যদি British India বলা হ'ত, তা হ'লে আমাদেরও জাতীয় আন্দোলনে এই রকমের একটা নাম-সংকট এসে যেত। দ্বীপময়-ভারতের অনেক ডচ্ অধিবাসী, বিশেষ ক'রে ডচ্ আমলা-তন্ত্র, এই Indonesia নাম শুন্‌লে বা লেখায় দেখ্‌লে চ'টে আগুন হয় —যদিও এর বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই। স্বরাজী দ্বীপময়-ভারতীয়েরা নিজেদের আর 'যবদ্বীপীয়', 'সেলেবেস্-দ্বীপীয়', 'সুমাত্রা-দ্বীপীয়' বলে না, তারা নিজেদের বলে Indonesia. ওখানে এই স্বরাজ-কামনার বিরোধী ডচেদের দলও আছে—আমলা-তন্ত্র, ব্যবসায়ী, আখের খেতের আর চিনির কারখানার মালিক, চা-কর, কাফি-কর প্রভৃতি—আমাদের দেশের অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানেরা যেমন ভাবে 'স্বরাজ', 'বন্দে-মাতরম্' প্রভৃতি শব্দ শুনে হ'ন্যে হ'ত, এরাও Indonesia, Indonesian প্রভৃতি শব্দের উপর তেমনি ভাব পোষণ করে। অথচ Indonesia নামটি ইউরোপীয়দের-ই দেওয়া ; Dutch East Indies, East Indian Archipelago, Malaysia প্রভৃতি জবড়-জঙ্গ নাম সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের পক্ষে সুবিধা-জনক বিবেচিত না হওয়ায়,—আর এই দ্বীপগুলি যে সংস্কৃতির দিক্ থেকে ভারতবর্ষেরই অংশ সে-কথা সম্বন্ধে সকলেই সচেত থাকায়, এক-শব্দময় অথচ সুশ্রাব্য একটি নামের অভাব ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই অনুভব করেন। ডচ্ পণ্ডিত ও লেখক Douwes Dekker ডৌএস্ ডেকর্ (যিনি 'Multatuli' এই ছদ্মনামে নিজের লেখা প্রকাশ ক'র্‌তেন) গত শতকের ষাঠের কোঠায় 'দ্বীপময়-ভারত' অর্থে Insulindia নামটি প্রথম ব্যবহার করেন। তারপর জর্‌মান পণ্ডিত A. Bastian গত শতকের আশীর কোঠায় দ্বীপ-অর্থে লাতীন insula শব্দের পরিবর্তে গ্রীক nēsos শব্দ দিয়ে, Indonesia শব্দ সৃষ্টি ক'রে ব্যবহার কর্‌'তে থাকেন। এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত নামটি বৈজ্ঞানিক আর অন্যান্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ ক'র্‌লেন। মালাই ভাষা যে বৃহৎ ভাষা-গোষ্ঠীর শাখা, সেই গোষ্ঠীর জন্য Indonesian শব্দ ব্যবহৃত হ'তে লাগ্‌ল, আর এখন এই গোষ্ঠীর ভাষা যারা বলে, তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত লোক তারা সকলেই Indonesian শব্দ আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। সভ্যতায় আর ধর্মে প্রাচীন কালে যে-সব দেশ ভারতবর্ষেরই অংশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, যাদের নিয়ে 'বৃহত্তর ভারত', সেই-সব দেশের এই রকম

সব নূতন-পুরাতন নাম-করণ বেশ হ'য়েছে; আমাদের দেশ হ'ল 'ভারত' বা India; আফগানিস্থান হ'চ্ছে India Meion বা India Minor, অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র ভারত' বা 'প্র-ভারত' (যেমন Asia Minor)—এ দু'টি নাম যথাক্রমে গ্রীক আর রোমানদের দেওয়া; প্রাচীন-কালের মধ্য-এশিয়ার নামকরণ এখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ক'রেছেন Serindia. অর্থাৎ Seres বা চীন আর India বা ভারতের মিলন-স্থান; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির নাম দেওয়া হ'য়েছে Indo-China, এখানেও ভারত আর চীনের সভ্যতার সম্মিলন —তবে মধ্য-এশিয়ার চেয়ে এখানে ভারতের প্রভাব বেশী (খালি আনামীদের বাদ দিতে হয়, এদের চীনা ব'ল্‌লেই হয়);—Indo-China-র অধীনে পড়ে কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন-চীন, লাওস্, আনাম—আর শ্যাম আর বর্মাকেও Indo-China-র মধ্যে ধরা যায়; আর মালাই-দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে হ'ল Insulindia বা Indonesia—ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জ-ও এর মধ্যেই পড়ে। যা হোক্, Indonesia-র স্বরাজী দল নানা দিক্ দিয়ে কাজ ক'র্‌ছেন। দ্বীপময়-ভারতের সব বড়ো শহরে এঁদের নানা প্রতিষ্ঠান আছে, ডাক্তারখানা আছে, ছাত্রাবাস আছে; দেশের মুসলমান ধর্মকে অবলম্বন ক'রে-ও এঁরা কাজ করেন, আবার সাহিত্য-প্রচার, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, এ-সবের মধ্য দিয়েও কাজ করেন। ডচ্ আর রোমান-মালাই, এই দুই ভাষা ব্যবহার করা হয়; তাতে ক'রে সমগ্র দ্বীপময়-ভারতে এঁদের প্রভাব দেখা যায়। আর মাঝে-মাঝে আমাদের কংগ্রেসের জেলা আর প্রাদেশিক সম্মেলনের মতন রাজনৈতিক সম্মেলনও আহ্বান করেন। এঁরা উপস্থিত কী কী জিনিস চান, তা আলোচনা কর্‌বার স্থযোগ হয়নি; তবে দেশী লোকে বেশী ক'রে সরকারী চাকরি পায়, এটা একটা প্রধান কথা। শ্রীযুক্ত স্থযান অন্যান্য শিক্ষিত যবদ্বীপীয়দের মতন এই স্বরাজদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; আর ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্থতম হ'চ্ছেন স্থরাবায়ায় এই জাতীয় আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা। সৌজন্যের অবতার, অতি সজ্জন এঁরা। ডাক্তার স্থতম শুন্‌লুম সরকারী চাকরি ক'র্‌তেন, রাজনৈতিক মতভেদের কারণে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এইরূপ অসহযোগী ব্যারিস্টার আর অন্য পেশার ভদ্রলোক এঁদের মধ্যে আছেন। স্থরাবায়াতে এই স্বরাজীদের একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান আছে—একটি লাইব্রেরি আর ক্লাব-ঘর; এখানে এঁদের সভা-টভা হয়। একটি বেশ বড়ো বাড়িতে এঁদের এই ক্লাব,

ক্লাবটির নাম—Indonesische Studieclub—অর্থাৎ "দ্বীপময়-ভারতীয় অনুশীলন-সমিতি"। শ্রীযুক্ত সিঙ্গিঃ (R. P. Mr. Singgih) নামে একটি ভদ্রলোক, এঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়েছিল, ইনি হ'চ্ছেন এঁর সেক্রেটারি। আজ সকালে স্থির হ'ল, পরশু রবিবার দিন বেলা দশটায় এই Studieclub-এ আমি ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি আর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবো। সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি থেকে মালাইয়ে কিংবা ডচে আমার বক্তৃতার অনুবাদ হবে।

দুপুর বেলা শ্রীযুক্ত ঝাম্ব তাঁর পাচক ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন—যে ক'দিন আমরা থাক্‌বো, সে ক'দিন এ এখানে থেকে আমাদের দেশের রান্না—দা'ল ভাত শাক রুটি মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াবে।

বিকেল তিনটেয় শহর দেখ্‌তে বেরোলুম—স্থানীয় শিল্পদ্রব্য আর 'কিউরিও'-র সন্ধানে; ভীষণ রোদ্দুর, দোকান-পাট সব বন্ধ—সেই চারটের পর খুল্‌বে। ট্রামে ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে শহরটায় খানিকটা ঘুরে এলুম।

বিকেল পাঁচটায় ছিল কবির সংবর্ধনার জন্য স্থানীয় ভারতীয়দের আহূত এক সভা। এখানে চা-পানের ব্যবস্থা ছিল। স্থরাবায়ার রেসিডেণ্ট্‌, স্থানীয় ব্রিটিশ ভাইস্‌-কন্‌স্যল্‌, চীনের কন্‌স্যল্‌, এঁরা সকলে উপস্থিত ছিলেন। কবিকে অভিনন্দন করা হ'ল, শ্রীযুক্ত ঝাম্ব অভিনন্দন-প্রশস্তি প'ড়্‌লেন, বিশ্ব-ভারতীর উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন-স্বরূপ হাজার-এক টাকার তোড়া তাঁকে দেওয়া হ'ল। উপস্থিত ভদ্রলোকেদের মধ্যে কেউ-কেউ ব'ল্‌লেন; ইংরেজ ভাইস্‌-কন্‌সুলের বক্তৃতাটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল। কবিও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। নানা জাতির লোক এই সভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। Hagopian হাগোপিয়ান্‌ নামে এক আরমানী ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল; এঁরা দু' পুরুষ ধ'রে এ অঞ্চলে চিনির আর অন্য জিনিসের কারবার ক'র্‌ছেন, দুই ভাইয়ে আপিসের বা গদির মালিক, নানা দেশ ঘুরেছেন। আরমানী জা'তের সম্বন্ধেও কিছু খোঁজ-খবর রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রে থাকি দেখে ভদ্রলোক ভারি খুশী। ক'ল্‌কাতায় আমাদের বাড়ি যে রাস্তায়, সে রাস্তা Sukias 'সুকিয়াস্‌' নামে একটি প্রাচীন আরমানী পরিবারের নামের সঙ্গে জড়িত; ১৬৯০ সালে Job Charnock যোব চার্নক্‌-এর সঙ্গে ইংরেজদের ক'ল্‌কাতায় এসে আড্ডা গাড়্‌বার অনেক আগে থাকতেই, আরমানীরা বাণিজ্য-সূত্রে

এখানে এসে বাস ক'র্‌ত,—১৬৩০ সালের এক আরমানী সমাধির স্মৃতি-ফলকের লেখা থেকে জানা যায়—সমাধির উপরে স্থাপিত এই স্মৃতি-ফলকে এই কথা আছে যে ১৬৩০ সালে দানশীল বণিক সুকিয়াস্-এর পত্নী Rezabeebeh রেজাবীবে-র সমাধি—এটি হ'চ্ছে ক'ল্‌কাতার ইতিহাস-সম্পর্কে সব-চেয়ে প্রাচীন সমসাময়িক 'পাথুরে' প্রমাণ'। ব্যবসায়-বিষয়ে এই আরমানীদের প্রভাব থেকে, উত্তর ক'ল্‌কাতার একটি গঙ্গার-ঘাটের নাম 'আরমানী ঘাট'। এ সব কথা শুনে ভদ্রলোক খুবই আনন্দিত হ'লেন। বাস্তবিক, ইতিহাসে অজ্ঞাত এই আরমানী আর অন্য জাতির বণিকেরা সেকালে আন্তর্জাতিক শান্তি আর সহযোগিতার জন্য দূতের কাজ ক'র্‌ত; নানা জাতির মানুষকে এক ক'রে তুল্‌তে এদের কাজের গৌরব আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই।

সভাভঙ্গের পরে শ্রীযুক্ত লোকুমল নিয়ে গেলেন তাঁর দোকানে। Komboeng Djepoen 'কম্বুঙ্-জেপুন্' রাস্তাটির নাম, এই রাস্তার দু'ধারে সিন্ধীদের রেশমের কাপড়ের আর মণিহারী জিনিসের কতকগুলি দোকান। বলিদ্বীপে যাবার সময়ে শ্রীযুক্ত লোকুমল বলিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ কর্‌বার জন্য ডচ্ ভাষায় গীতা আর অন্য কতকগুলি বই দিয়েছিলেন, সে-কথা আগে ব'লেছি। বলিদ্বীপের হিন্দুদের কথা ইনি শুন্‌তে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে দু-চার কথায় কিছু-কিছু ব'ল্‌লুম। তারা যে ঠিক আমাদের মতন হিন্দু নয়, তাদের ইতিহাস আর মনোভাব যে অনেকটা স্বতন্ত্র—তবুও তাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের মূল সূত্রগুলি কাজ ক'র্‌ছে, এ-সব কথা বোঝাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম। লোকুমল জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তারা মাংস খায় কি না। পূজায় শূওরের মাংস দেওয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজনে 'রোস্ট্-ড্যক্'—এ-সব শুনে তাঁর ভালো লাগ্‌ল না; আর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা গোমাংস খায়, একথা শুনে তিনি ব'ল্‌লেন,—"কৈসে পতিৎ ভ্রষ্টাচারী হো গয়ে হৈঁ! বাবুজী, ইন্‌হেঁ ঐসী শিক্‌ষা দেনী চাহিয়ে, কি জিস্‌সে অপনে জীবন পর ইন্‌কী ঘৃণা হো জায়।"—আমি ব'ল্‌লুম—"খবরদার না, এমন শিক্ষা যদি আমরা দিতে যাই, যাতে ক'রে এদের নিজেদের জীবনে ঘৃণা হ'য়ে যায়, তা হ'লে আমরা এদের হারাবো; হিন্দু ধর্মের মূল কথা নিয়েই এদের সঙ্গে বা এদের মধ্যে কাজ ক'র্‌তে হবে।" তারপরে প্রাচীন ভারতে গোমাংস-ভক্ষণ নিয়েও কথা হ'ল। মোটের উপর, ভদ্রলোক স্বীকার ক'র্‌লেন যে

এদের সামাজিক সংস্থার দিকে, এদের চিরাচরিত রীতি-নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে, শাস্ত্র-শিক্ষা দেওয়া উচিত; অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত; সিন্ধু দেশে মুসলমানদের ছোঁয়া খেলে, বা এক-ই চুলায় পাশাপাশি মুসলমানের সঙ্গে ভাত রুটি পাকালে, হিন্দুর জা'ত যায় না, কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশে যায়, বা যেত';—এ-সব কথার মধ্যে কোন্ নীতি আছে, তাও ভেবে দেখার আবশ্যকতা ইনি স্বীকার ক'র্লেন।

লোকুমল তার পরে কবির কাছে এসে তাঁর দোকানে পায়ের ধুলো দিয়ে আস্বার জন্য কবিকে নিমন্ত্রণ ক'র্লেন। কাল বিকালে ওখানে কবি চা খাবেন স্থির হ'ল। রাত্রে আহারের সময়ে শ্রীযুক্ত সুযানের এক বন্ধু এলেন। হলাণ্ডের Utrecht উত্রেখ্ট্ নগরে আর অন্যত্র পাঁচ বছর ছিলেন। ইনি বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত। খেতে-খেতে এঁর সঙ্গে ফরাসীতে কথা-বার্তা হ'ল। আহারের যবদ্বীপীয় আর ইউরোপীয় পদের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীযুক্ত ঝাম্বের রাঁধুনির তৈরী দেশী খাদ্য রুটি তরকারি মোহন-ভোগ এত দিন পরে অতি উপাদেয় লাগ্ল।

শনিবার, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

আজ সকালে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরো, শ্রীযুক্ত সুযান আর তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত সিঙ্গির সঙ্গে কবিকে আর আমাদের নিয়ে এক গ্রূপ ছবি তোলা হ'ল। তার পরে আমরা শহরে বেড়াতে আর শিল্প-দ্রব্য কিন্তে গেলুম। Inlandsch Kunst বা দেশীয়-শিল্প-ভাণ্ডারের একটি বড়ো দোকানে নানা জিনিসের সংগ্রহ দেখ্লুম। একটি ডচ্ মহিলা এই দোকানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কলাভবনের জন্য আমাদের সংগ্রহ হ'চ্ছে শুনে, ইনি Dr. Klaverweiden ক্লাফর্ভাইড্ন্ নামে একটি ডচ্ চিকিৎসকের কথা ব'ল্লেন—তাঁর সাহায্যে প্রাচীন জিনিস, বিশেষতঃ মোষের চামড়ায় কাটা Wajang ওআইয়াঙ্ বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত পুতুল আমরা সংগ্রহ ক'র্তে পার্বো। পরে আমরা এই দোকান থেকে কতকগুলি পিতলের ঘণ্টা বা ঘড়ি আর অন্য তৈজস কিনি। এই মহিলাটি ব্রঞ্জে তৈরী একটি পুরাতন যবদ্বীপীয় শিবের মূর্তি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের দিলেন। এ মূর্তিটি এখন বিশ্বভারতী কলাভবনে আছে।

বিলাতের New Statesman পত্রিকায় মিস্-মেয়োর সমালোচনায় মিথ্যা ক’রে কবির সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করা হ’য়েছিল, তার প্রতিবাদ কবি বলিদ্বীপের মুণ্ডুক থেকে লিখে Manchester Guardian-এ পাঠিয়ে’ দেন। সুরাবায়ায় এসে শোনা গেল, মিস্-মেয়োর বই আর ঐ সমালোচনা হলাণ্ডে বিশেষ ভাবে প্রচারের চেষ্টা হ’য়েছে। আর হলাণ্ড থেকে ঐ সব মিথ্যা কথা যবদ্বীপে ডচেদের মধ্যেও প্রচারিত হ’চ্ছে। দু-চার জন ডচ্ বন্ধু ব’ল্লেন, Manchester Guardian-এর জন্য লিখিত চিঠিখানি ইংরেজিতে আর ডচ্ অনুবাদে যবদ্বীপেও সর্বত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ঝাম্ব মূল ইংরেজি চিঠিখানি ছাপিয়ে’ দেবার ভার নিলেন, আর শ্রীযুক্ত ভ্রেউএস্ এটির ডচ্ অনুবাদ ক’র্বেন। কতকগুলি পত্রিকার সম্পাদক এই চিঠি প্রকাশ ক’র্বেন, স্থির হ’ল।

সুরাবায়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মাইল কতক দূরে প্রাচীন নগরী Modjopahit মজপহিৎ-এর ধ্বংসাবশেষ আছে। শ্রীযুক্ত Maclaine Pont মাক্লেন-পণ্ট্ নামে যবদ্বীপীয় প্রত্ন-বিভাগের কর্মচারী জনৈক ডচ্ পণ্ডিত এখন এইখানে অনুসন্ধান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ভিটা রীতিমত খুঁড়ে অনেক প্রাসাদ, মন্দির আর ভাস্কর্যের আর অন্য শিল্পের নিদর্শন বা’র ক’রেছেন—এ-সব থেকে যবদ্বীপের হিন্দু-যুগের শেষ দুই-তিন শতকের নানা বস্তু লোক-চক্ষের সাম্নে প্রকাশিত হ’য়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকে যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতা কতটা উচ্চ শিখরে আরোহণ ক’রেছিল, তা এই-সব জিনিস থেকে বোঝা যায়। মজপহিতের কাছেই Trawoelan ত্রাবুলান্ গ্রামে শ্রীযুক্ত মাক্লেন-পণ্ট্ থাকেন, তাঁর আপিস সেখানে। ত্রাবুলান্ আর মজপহিৎ যেতে পড়ে Modjokerto ‘মজকর্ত’ নামে একটি ছোটো শহর, সেখানকার ছোটো একটি মিউজিয়মে আগেকার কালে প্রাপ্ত অনেকগুলি মূর্তি আর অন্য ভাস্কর্য্য রক্ষিত আছে। স্থির হ’য়েছিল, সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, বাকে, ভ্রেউএস্ আর আমি, সকলে মিলে মোটরে গিয়ে মজকর্ত-মিউজিয়ম্ দেখ্বো, তাঁর পরে মজকর্ত থেকে ত্রাবুলানে টেলিফোন ক’রে জান্বো শ্রীযুক্ত মাক্লেন-পণ্ট্ ওখানে এখন আছেন কিনা, আর মজপহিতের ধ্বংসাবশেষ তিনি দেখাবার ব্যবস্থা ক’র্তে পার্বেন কি না। কবিকে অবশ্য এতটা পথ এই রোদ্দুরে নিয়ে যাওয়া হবে না।

শ্রীযুক্ত ঝান্বের আনা মোটর ক'রে আমরা সাড়ে-দশটায় যাত্রা ক'র্‌লুম। এই অঞ্চলটা বিশেষ ভাবে উর্বর, তাই লোকের বাস-ও এখানে খুব। সমস্ত পথ ধ'রে লোকের ভীড় কখন-ও কমে না। রঙীন সারঙ্‌ আর সাদা কোর্তা প'রে যবদ্বীপীয় মেয়ে আর পুরুষের দল; কিন্তু বলীর আর বাতাবিয়ার লোকেদের সঙ্গে তুলনা ক'রে এখানকার লোকেদের একটু ময়লা রঙের, একটু কুশ্রী ব'লেই বোধ হ'ল। গোরুর গাড়ির সারি, তাতে বস্তা-বন্দী হ'য়ে ধান চা'ল চ'লেছে, তরি-তরকারি চ'লেছে। শহর ছাড়িয়ে' ক্রমাগত খেতের সারি, আর মাঝে-মাঝে ঘন-বসতি পল্লী; রাস্তার ধারে খাবারের দোকান—পসারিনীর দল ঝুড়ি ক'রে ভাত তরকারি নিয়ে নানা রকম ফল নিয়ে ব'সেছে। Kali Emas 'কালি মাস' অর্থাৎ স্বর্ণনদী ব'লে একটি নদী রাস্তার ডান ধার দিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে খাল। ধুলো উড়িয়ে' আমাদের গাড়ি চ'লেছে, আর চারিদিকে কড়া রোদ্দুর; হাওয়া না থাক্‌লে প্রাণ অস্থির হ'ত। সওয়া ঘণ্টা এই রকম ভাবে চ'লে আমরা মজকর্ত-য় পৌঁছোলুম। দেশটি সবুজে ভরা। মজকর্ত শহরটি খুব সুন্দর। বাড়িগুলি এক-তলা। কাঠের বা ছেঁচা-বাঁশের তৈরী, অত্যন্ত হাল্‌কা ভাবে তৈরী; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক বাড়ির চারিদিকে একটু ক'রে বাগান থাকায়, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মিউজিয়ম-বাড়ির সাম্‌নে মোটর থাম্‌ল। ছোটো এক-তলা বাড়ি, ঘাসে ঢাকা একটুখানি হাতার ভিতরে। রাস্তার উপরে সদর দরজায় বা ফটকে দুই-একটি যবদ্বীপীয় মেয়ে ফুলের পসরা নিয়ে ব'সে আছে। আমাদের দেখে মালাই ভাষায় ফুল কিন্‌তে ব'ল্‌লে। মিউজিয়মের দরজায় ফুল! ভ্রেউএস্‌ বুঝিয়ে' দিলেন—মিউজিয়মে ঢুক্‌তেই একটি মূর্তি আছে, সেটিকে এখন-ও স্থানীয় লোকেরা পূজা ক'রে। ভ্রেউএস্‌ জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ব্যাপারটি আমাদের ব'ল্‌ছেন, এমন সময়ে একটি চীনা স্ত্রীলোক, আর ছোটো শিশু সহিত একটি যবদ্বীপীয় স্ত্রীলোক এল'। এরা গোটা দুই ক'রে পয়সা দিতে, ফুলওয়ালী কিছু ফুল নিয়ে কলাপাতা জড়িয়ে' এদের প্রত্যেককে দিলে, আর এক টুক্‌রো ক'রে কাঠ দিলে। এদের সঙ্গে আমরাও মিউজিয়মের হাতার ভিতরে ঢুক্‌লুম। মিউজিয়ম-বাড়ির দরজার গোড়ায় দেখি, একটি বৃহৎ পাথরের গরুড়-মূর্তি, ভগ্ন অবস্থায়, দেওয়ালের ধারে রাখা; মূর্তিটির সাম্‌নে একটি ধুনুচিতে সুগন্ধ ধূপকাঠ জ'ল্‌ছে, আর তার গায়ে আর আশে-পাশে ফুল ছড়ানো। মিউজিয়মের

তত্ত্বাবধানে আছে এক বুড়ো যবদ্বীপীয়—নামে মাত্র মুসলমান। সে আমাদের সেলাম ক'রে দাঁড়াল', আর স্ত্রীলোক দু'টিকে দেখে তাদের হাত থেকে ফুল নিলে, কাঠের টুক্‌রো দু'টি নিলে। যবদ্বীপীয় স্ত্রীলোকটি বুড়োকে কতকগুলি কী কথা ব'ল্‌লে—যেন কোন্ বিষয়ে ঠাকুরকে নিবেদন ক'র্‌তে হবে সে কথা ব'ল্‌লে। বুড়ো এই স্ত্রীলোকের দেওয়া ফুলগুলি পাতার দোনা থেকে বা'র ক'রে নিয়ে, মূর্তিটির গায়ে কোলে ছড়িয়ে' দিলে, কাঠের টুক্‌রোটি নিয়ে সাম্‌নের ধূপদান বা ধুনুচিতে ফেলে দিলে; বুঝ্‌লুম, কাঠটি চন্দন বা অন্য কোনও সুগন্ধ কাঠ। বিড-বিড় ক'রে কী মন্ত্র প'ড়্‌তে লাগল। তার পরে কিছু ফুল ঠাকুরের গা থেকে তুলে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দিলে, সে ভক্তির সঙ্গে সেগুলি দু'হাতে ক'রে নিলে। তার পরে মূর্তির পায়ের কাছে দু'টি পয়সা রেখে (এ পয়সা বুড়ো সঙ্গে-সঙ্গেই তুলে নিলে) আর বুড়োকে দু'টি পয়সা দিয়ে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে' মূর্তিকে প্রণাম ক'রে, সঙ্গের ছেলেটিকে দিয়ে প্রণাম করিয়ে' আস্তে-আস্তে বেরিয়ে' চ'লে গেল। চীনা স্ত্রীলোকটিও এইভাবে বুড়োর সাহায্যে পূজা সমাপন ক'রে চ'লে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' ব্যাপারটা দেখ্‌লুম। দ্রেউএস্ ব'ল্‌লেন, এরা এখনও মনে প্রাণে হিন্দু-ই আছে, তবে সাবেক পূজা-পদ্ধতি ভুলে গিয়েছে,—নমাজও পড়ে, হজেও যায়, আবার দেশে এইভাবে পূজাও করে—কী পূজো, কাকে পুজো, সে-সব কিছু জানে না। বুড়ো এদিকে আমাদের মিউজিয়ম্ দেখাবার জন্য তৈরী হ'ল। আমাদের দিকে প্রশ্ন-সূচক ভাবে তাকালে—আমরাও প্রচলিত রীতিতে পূজো দেবো কি না জান্‌বার উদ্দেশ্যে। বোধ হয়, ডচ্ আর স্থানীয় ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে-ও এই রকম পূজো মিউজিয়মের ঠাকুরটি পেয়ে থাকেন। আমি আমার ভাঙা মালাইয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—ঠাকুরটি কে, এঁর নাম কী? সে ব'ল্‌লে, এঁর নাম 'জিঙ্গ' (Djinggo)। কথাটির মানে কেউ ব'ল্‌তে পার্‌লে না। নানাস্থানে এইরূপ ভাঙা ঠাকুর এখনও মুসলমান যবদ্বীপীয়দের পূজা খেয়ে থাকেন। খাস সুরাবায়া শহরে এইরূপ একটি ঠাকুর আছেন, তাঁর কথা পরে ব'ল্‌বো। আমি তারপরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, ফুল চড়ালে কী হয়। সে ব'ল্‌লে, 'বর্‌কৎ' আর 'সালামৎ' অর্থাৎ সৌভাগ্য আর শান্তি-সুখ বাড়ে, অসুখ-বিসুখ হয় না। অর্থাৎ পীরের দরগায় পুজো দিয়ে আমাদের দেশেও তথা-কথিত মুসলমানেরা আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে-সব জিনিসের কামনা

ক'রে থাকে, এখানকার নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞ লোকেরা, পীরের গোরের মাটির ঢিবির বা ইটের স্তূপের বদলে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা পূজা-কার্য্যে ব্যবহৃত একটি মূর্তি জুটিয়ে' নিয়ে তারই পূজো চালিয়ে' আস্ছে। অথচ লোকে ভাবে—ধর্ম-ভাবের প্রেরণাটি ঠিক রইল, খালি অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠানের সাধন একটুখানি বদ্‌লানোতেই ধর্ম-পরিবর্তন ঘ'ট্‌ল, আর এতেই মানুষের সমগ্র অতীতের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিন্ন হ'ল।

মিউজিয়মে পূর্ব-যবদ্বীপের কীর্তি-ই বেশী। কতকগুলি বিখ্যাত মূর্তি এখানে আছে। Modjokerto মজকর্ত-য় প্রাপ্ত কতকগুলি সুন্দর মূর্তি এখন বাতাবিয়া মিউজিয়মে আছে, তার মধ্যে কুম্ভধারী নর ও নারীর দু'টি মূর্তি সুন্দর লেগেছিল; এদের কাঁখের কলসি থেকে ফোয়ারার জল প'ড়্‌ত। বিরাট্ আকারের গরুড়ের উপরে আসীন বিষ্ণুমূর্তি—এই মূর্তি রাজা Erlangga এর্লঙ্গ-র; মৃত্যুর পরে তাঁর ইষ্টদেবতা বিষ্ণুতে তাঁর আত্মা বিলীন হয়, তাই রাজাকেই বিষ্ণু-রূপে দেখানো হ'য়েছে। অন্য নানা মূর্তির মধ্যে একটি খোদিত চিত্র দেখালে—সীতা আর লব-কুশের; যবদ্বীপের শেষ হিন্দুযুগের কীর্তি এটি।—আমরা ছোটো মিউজিয়মটি ঘুরে-ঘুরে দেখ্‌লুম।

তারপরে শ্রীযুক্ত মাক্‌লেন্-পন্ট্ ত্রাবুলান্-এ আছেন কি না জান্‌বার জন্য আমরা মজকর্ত-র টেলিফোন্-আপিসে গেলুম। ডচেরা টেলিফোনের প্রসার খুব ক'রেছে। টেলিফোন-এক্সচেঞ্জে যে মেয়েরা কাজ ক'র্‌ছে, তারা প্রায় সকলেই দেখ্‌লুম মেটে-ফিরিঙ্গি, মিশ্র ডচ্-যবদ্বীপীয়। ত্রাবুলানের সঙ্গে লাইনের যোগ ক'রে দ্রেউএস্ খবর পেলেন যে মাক্‌লেন্-পন্ট্ ত্রাবুলানে নেই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। তিনি না থাক্‌লে অল্প সময়ের মধ্যে সব দেখা হ'য়ে উঠ্‌বে না—অগত্যা এ যাত্রা মজ-পহিতের ধ্বংসাবশেষ দেখার সংকল্প ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল।

টেলিফোন-আপি'সে ডচ্ আর মালাই ভাষায় নানা সরকারী ইস্তাহার ঝুল্‌ছে। জনসাধারণের বস্‌বার জায়গা আর এক্‌স্‌চেঞ্জের ভিতরটা—এই দুইয়ের মাঝে একটি পিতলের রেলিং আছে। সেই রেলিং-এ টাঙানো একটি ইস্তাহারের প্রতি নজর প'ড়্‌ল—দেখি, তার তলায় পেন্সিলে কাঁচা হাতের বাঁকা অক্ষরে বাঙলায় লেখা—"আবদুল ছোবানকে টেলিফম করিতেছে নুর মহমাদ।" এই সুদূর পূর্ব-যবদ্বীপের একটি ছোটো শহরে অপ্রত্যাশিত ভাবে

বাঙলা লেখা চোখে প'ড়্‌ল ; এখানে-ও বাঙালী ব্যাপারীরা তা হ'লে যাওয়া-আসা করে। দেশে আমরা ক'জনই বা সে খবর রাখি ? মনটা একটু বেশ খুশী হ'ল—আত্মীয় বা বন্ধু আব্‌দুস্-সোব্‌হান্-কে কোনও খবর পাঠাতে এসে বঙ্গ-সন্তান নূর মহম্মদ সময় কাটাবার জন্য টেলিফোন-আপিসে এই যে কয়টি কথা বাঙলা হরফে লিখে রেখেছিল, তা দেখে। সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে আমাদের মতো লোক এসে তার এই লেখা দেখ্‌বে। সঙ্গীদের লেখাটি দেখালুম, আর আপিসের পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—'কিলিঙ্‌ বা বাঙ্গালী—অর্থাৎ মাদ্রাজী বা উত্তর-ভারতীয় লোক—এ অঞ্চলে আছে কি না, আর কোথায় তারা থাকে, তারা সংখ্যায় কত।' উত্তর পেলুম—অনেক কিলিঙ্‌ আর বাঙ্গালী আছে, মজপহিতের বাজারে থাকে, তারা সুরাবায়া থেকে আসে, 'কাইন' বা বিলিতি কাপড় ফেরি ক'রে বেড়ায়, গ্রামে-গ্রামে ঘোরে। যে কাজটা বলিদ্বীপে আরব ব্যবসায়ীরা ক'র্‌ছে, এ-অঞ্চলে তা হ'লে বাঙালী মুসলমান ব্যাপারীরা তার কিছুটা হাতে নিয়েছে। এ রকম দুই-একটি দেশবাসীর সঙ্গে দেখা হ'লে আরও খুশী হ'তুম।

যা হোক, সুরাবায়ায় ফির্‌লুম—প্রায় বেলা পৌনে-দুটোর সময়ে।

চারটেয় শ্রীযুক্ত লোক্‌মল এসে কবিকে আর আমাদের তাঁর দোকানে নিয়ে গেলেন। দোকান-ঘরটি সেদিন তিনি খুব সাজিয়েছেন, ভালো-ভালো গাল্‌চে, রেশমের কাপড়, ছাপা কাপড়, শাল—সব দিয়ে চার দিক্‌ মুড়ে দিয়েছেন। কতকগুলি সিন্ধী হিন্দু আর গুজরাটী মুসলমান বেনিয়া নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। ফ্ল্যাশ-লাইট্‌ ফোটো নেওয়া হ'ল ; আর চা আর ভারতীয় মিষ্টান্ন দেওয়া হ'ল। কবির আগমনে লোক্‌মল শেঠ একেবারে কৃতার্থ। তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন-হিসাবে আর বিশ্ব-ভারতীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি জানিয়ে' তিনি একটি থ'লে ক'রে সওয়া-শ' গিল্‌ডার আর খানকতক অতি সুন্দর, যবদ্বীপের বিশিষ্ট শিল্প, 'বাতিক' কাপড়, কবির সাম্‌নে ধ'রে দিলেন। এখানকার অনুষ্ঠান চুকে যেতে, আর একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ওয়াসিয়ামল কবিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'র্‌লেন, ফির্‌তি পথে তাঁর দোকানেও কবিকে একবার পায়ের ধূলো দিয়ে যেতে হবে। সেখানে পৌছোতে, তিনি বিশ্বভারতীর জন্য একান্ন গিল্‌ডার দিলেন, আর কবির সাম্‌নে ভারতীয় কাজ একটি হাতির দাঁতের বাক্স আর কিছু 'বাতিক' কাপড়ও ভেট ক'র্‌লেন।

সন্ধ্যের শ্রীযুক্ত সুযানের বৈঠকখানায় কতকগুলি উচ্চ-শিক্ষিত যবদ্বীপীয় যুবকের সমাগম হ'ল। বৈঠকখানা-ঘরটি চেয়ারে টেবিলে যবদ্বীপীয় টুকিটাকি শিল্প-দ্রব্যে, ফোটোগ্রাফে ছবিতে, ইউরোপীয় কেতায় সাজানো। এঁরা কবির সঙ্গে একটু কথা-বার্তা ক'র্‌বেন, কবির কথা শুন্‌বেন। সংখ্যায় এঁরা প্রায় ১৪।১৫ জন হবেন। ডাক্তার, আইন-ব্যবসায়ী, বণিক্, কাগজের সম্পাদক, সরকারী কর্মচারী—অসহযোগ ক'রে সরকারী কাজ ছেড়ে দেওয়া—সব শ্রেণীর লোক ছিলেন। যদিও ইংরিজি-জানা লোক এঁদের মধ্যে ছিলেন, তবুও শ্রীযুক্ত বাকে দোভাষীর কাজ ক'র্‌লেন; কবি ইংরিজিতে যা ব'ল্‌লেন, বাকে ডচ্ ভাষায় তা অনুবাদ ক'রে দিতে লাগ্‌লেন। এঁদের প্রশ্ন—প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মিল সম্ভব কিনা, আর কী উপায়ে তা সম্ভব হ'তে পারে। কবি উত্তরে যা ব'ল্‌লেন, অতি সংক্ষেপে সে কথা হ'চ্ছে এই :—পার্থিব শক্তি আর ঐশ্বর্য্য নিয়ে এখন মারামারি কাড়াকাড়ি চ'লেছে, সে-দিক্ দিয়ে মিল এখন সম্ভব নয়; যারা এই material দিক্‌টা নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে দিয়ে এই মিল হবে না; কিন্তু মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক জীবন-ই যাঁদের কাছে সত্যকার জীবন ব'লে মনে হয়, তাঁরা যদি এই intellectual আর spiritual দিক্ নিয়ে মিল করাবার চেষ্টা করেন, তবেই এই মিল সম্ভব হবে, সার্থক হবে; আর এই মিলের আধারের উপরেই পরে আর সব বিষয়েরও সমাধান হ'তে পার্‌বে। তার পরে, এঁদের মধ্যে এই তর্ক উঠ্‌ল, যতদিন পাশ্চাত্ত্য এসে সমস্ত material বিষয়ে প্রাচ্যকে exploit ক'র্‌বে, ততদিন এই মিলের অন্তরায় যথেষ্ট; তবে হয়-তো ভবিষ্যতের একটা বোঝা-পড়ার জন্য এই exploitation হ'চ্ছে একটি অবশ্যম্ভাবী stage বা সোপান। নানা কথায় প্রায় দু'ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হ'ল—সাড়ে-সাতটা থেকে প্রায় সাড়ে-নটা পর্য্যন্ত। এঁদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য আর সব বিষয়ে সচেতনতা আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অভিজাত-বংশ-সুলভ সহজ সৌজন্য দেখে আমাদের খুবই সাধুবাদ দিতে হ'ল।

স্থানীয় ডচ্ সংবাদ-পত্র Indische Courant অর্থাৎ 'ভারতীয় বার্তাবহ' পত্রের এক প্রতিনিধি এসে আমার কাছ থেকে আমাদের বলি-ভ্রমণ সম্বন্ধে, বিশ্ব-ভারতী আর কবির আদর্শ, মিস-মেয়োর বই ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অভিমত লিখে নিয়ে গেল।

রবিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর

ভোরে একটি প্রৌঢ় সিন্ধী ব্যবসায়ী এলেন, তাঁর স্ত্রী আর ছোটো একটি শিশুকে নিয়ে। এঁর নাম বালামল। লোকটিকে বেশ লাগ্‌ল। কবির কাছে নিজের কাহিনী ব'ল্‌লেন। বহু দিন ধ'রে এ দেশে ব্যবসা ক'র্‌ছেন। পয়সা-কড়ি কিছু ক'রেছিলেন, কিন্তু লোকসান ক'রে সর্বস্বান্ত হন, নানা পারিবারিক বিপদ্-আপদ্‌ও মাথার উপর দিয়ে যায়। এমন কি মাঝে এঁকে কাপড়ের বস্তা ঘাড়ে ক'রে দ্বারে-দ্বারে ফেরি ক'রে বেড়াতে হ'য়েছিল। ঈশ্বরের কৃপায় এখন আবার একটু গুছিয়ে' নিয়েছেন। একটি পুত্র-সন্তানও হ'য়েছে, তাইতে তাঁর ভারি আনন্দ; শিশুটিকে এনেছেন—কবি তাকে আশীর্বাদ করুন। আমাদের বলিদ্বীপের ভ্রমণের কথা শুনেছেন, সেখানে হিন্দু আছে জানেন। এদের মধ্যে শাস্ত্র-প্রচার হয়, তাও চান। সুরাবায়ার দক্ষিণ-পূর্বে Tosari তোসারি অঞ্চলের লোকেরা এখনও শ্রাদ্ধাদি নানা হিন্দু অনুষ্ঠান ক'রে থাকে; তাদের মধ্যে তিনি ঘুরে এসেছেন, সেখানেও আমাদের যাওয়া উচিত। বৃদ্ধ মঙ্কুনগরোর খুব সুখ্যাতি ক'র্‌লেন। যবদ্বীপের লোকদের মধ্যে প্রাচীন আচার অনেক আছে, সে-বিষয়ে নানা কথা ব'ল্‌লেন। আমাদের বাসার কাছে একটি সাধারণের জন্য বাগান আছে, সেখানে একটি বুদ্ধমূর্তি আছে, মূর্তিটির নাম Djogdolok 'জগ্‌দলক্', এখনও যবদ্বীপীয়েরা এসে ফুল আর ধূপ দিয়ে এই মূর্তির পূজো ক'রে যায়, স্থানটি মনোরম, বেশ ছায়া-শীতল,—অনেক সময়ে ফেরি ক'রে শ্রান্ত হ'লে ঐ খানে গিয়ে তিনি বিশ্রাম ক'র্‌তেন। গিয়ে জায়গাটি দেখে আস্‌তে আমাদের ব'ল্‌লেন। তার পরে তিনি বিদায় নিলেন।

আমরা এই দিন বিকালেই একটু ফুরসুৎ ক'রে এই 'জগ্‌দলক্' দেখে আসি। সাধারণ বাগান একটি, তার এক ধারে কতকগুলি গাছপালার মধ্যে একটু জায়গা বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখা। জমিটুকু ঘেরা। একটি উঁচু পীঠের উপরে আসীন মূর্তিটি। প্রমাণ আকারের বুদ্ধ-মূর্তি। সাম্‌নে আসন-পীঠের উপরে প্রাচীন যবদ্বীপীয় অক্ষরে তিন-চার লাইন একটি লেখা আছে। মূর্তিটির গলায় কতকগুলি ফুলের মালা, আর কোলে আর পায়ের কাছে ফুল আর মালা প'ড়ে র'য়েছে। মূর্তির সাম্‌নে একটি ধূপদানে অগুরু কাঠ আর ধুনো জ্ব'ল্‌ছে। আশে-পাশে ছোটো-বড়ো নানা মূর্তি, তার মধ্যে রাক্ষস-মূর্তি আছে; এগুলির

পূজো হয় না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে' অপেক্ষা ক'র্‌তে-ক'র্‌তেই, পূজো দিতে দু'টি মেয়ে এল। একটি যবদ্বীপীয় পোষাকে, অন্যটি ইউরোপীয় পোষাকে। দেশী পোষাকে মেয়েটি জুতো খুলে মূর্তির কাছে গেল। একজন আধা-বয়সী যবদ্বীপীয় ব'সে ছিল, সে মেয়েটির হাত থেকে ফুল নিয়ে ঠাকুরের কোলে রাখ্‌লে, কিছু ফুল প্রসাদ-স্বরূপ তুলে নিয়ে তার হাতে দিলে; মন্ত্র-টন্ত্র পড়া হ'ল কিনা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। সেবাইতের হাতে গুটিকতক পয়সা দিলে। পাশে একটা জলের কুণ্ড—জালার মতো পাত্র, তা থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে এসে জুতো প'রে চ'লে গেল। সঙ্গে ইউরোপীয় পোষাকে যে মেয়েটি ছিল, সে জুতো-ও খুল্‌লে না, ভিতরে ঠাকুরের কাছে-ও গেল না, বাইরেই দাঁড়িয়ে' রইল। এই ভাবে পূজা সমাপন হ'ল।—এই বুদ্ধ-মূর্তিটি হ'চ্ছে অক্ষোভ্য বুদ্ধের, খ্রীষ্টীয় তেরর শতকের। পূর্ব-পুরুষদের শৈব আর বৌদ্ধ ধর্ম যবদ্বীপীয়েরা আর বাইরে-বাইরে মানে না, কিন্তু তাদের পুরাতন ধর্মের অনুষ্ঠানগুলিকে এখনও তারা একেবারে বর্জন ক'র্‌তে পারে নি।

বেলা দশটার সময়ে যবদ্বীপের Indonesische Studieclub-এ গিয়ে আমায় বক্তৃতা দিতে হ'ল। ডাক্তার সুতম আর শ্রীযুক্ত সুযান আমায় নিয়ে গেলেন। দ্রেউএস্‌ ছিলেন। এই ক্লাবের বাড়িটি বেশ, দেখে মনে হয় এর অবস্থা ভালো, কাজও ভালো চ'ল্‌ছে। বক্তৃতার জন্য একটি বড়ো ঘর আছে। ঘরের দেয়ালে যবদ্বীপীয় নেতাদের ছবি, ছবির তলায় সরু তাল-জাতীয় গাছের পাতা দিয়ে সাজানো। জন আশী লোক—অধিকাংশই যুবক আর ছোক্‌রা; এদের মধ্যে যবদ্বীপীয়, সুন্দা, মাদুরা, মালাই—চার শ্রেণীরই লোক আছে। ডচ্‌ খবরের কাগজের তরফ থেকে রিপোর্ট নেবার জন্য কতকগুলি প্রতিনিধিও এসেছেন; এঁরা ডচ্‌। স্থানীয় কাগজে পরে আমার এই বক্তৃতার বেশ 'খুঁটিয়ে' বিবরণ বেরিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ, আমাদের দেশের প্রাচীন আর আধুনিক শিক্ষার রীতি, বিশ্ব-ভারতী,—এই-সব কথা নিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব'ল্‌লুম। খানিকটা ক'রে বলি, আর দ্রেউএস্‌ ডচে্‌ অনুবাদ ক'রে যান। তার পরে শ্রোতাদের কাছ থেকে ছ-সাতটি প্রশ্ন হ'ল—ডচে আর মালাইয়ে। সবগুলিই আজকালকার ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সম্পর্কে। I. M. S. আর I. E. S.-এ, সুযোগ্য ভারতীয়ের স্থান কতটুকু,

সে-সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠ্‌ল। অবস্থা দুই দেশেই প্রায় এক দেখে, শ্রোতাদের মধ্যে দু-চার জনের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। ডাক্তার সুতম অতি চমৎকার-ভাবে সভার কাজ চালালেন। প্রায় সাড়ে-বারোটাতে সভা ভাঙ্‌ল। তারপরে একটা রেস্তোর াঁয় গিয়ে কুল্‌ফি-বরফ খেতে-খেতে এঁদের সঙ্গে খানিক গল্প করা গেল। শ্রীযুক্ত সুতম-র সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে ভারি আনন্দ হ'ল।

ডচ্ ডাক্তার Klaverweiden ক্লাফর্‌ভাইডন্-এর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল—ইনি বিশ্ব-ভারতী কলাভবনের জন্য একটি মূল্যবান্ উপহার দিলেন—চমৎকার কাজকরা একটি সেকেলে' কাঠের সিন্দুকে ক'রে অনেকগুলি Wajang 'ওআইয়াঙ্' বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত মোষের চামড়ায় কাটা আর খুব রঙ্‌চঙে' আর সোনালি কাজকরা মূর্তি।

দুপুরে লোক্‌মলের ওখানে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। বাকে আর আমরা গেলুম, কবি বাসায় রইলেন। বাকে ধুতি আর পাঞ্জাবি প'রে যাওয়াতে সিন্ধীরা ভারি খুশী হ'ল। বাড়ির নীচের তলায় দোকান, পিছনে গুদাম, উপরে মস্ত একটা হল-ঘরে দোকানের মালিক বা ম্যানেজার আর কর্মচারীদের থাকার জায়গা। উপরেই পুরু গালিচা বিছিয়ে' আমাদের খাবার-জায়গা হ'য়েছিল। এই থাকার জায়গার একটুখানি স্থান ঘিরে নিয়ে একটি ঠাকুর-ঘর ক'রেছে। প্রত্যেক বড়ো সিন্ধী দোকানে এই ঠাকুর-ঘর একটি ক'রে থাকে। ধর্মকে এরা একেবারে বাদ দেয় নি। বাতাবিয়ায় দ্বিতীয় বার যখন যাই, তখন এই সিন্ধীদেরই আতিথ্য গ্রহণ করি, এদের সঙ্গে একত্র থাকি। এদের রীতি-নীতি দেখ্‌বার আর এদের সুবিধা আর সমস্যা আলোচনা কর্‌বার একটু সুযোগ তখন হয়। সে সম্বন্ধে পরে ব'ল্‌বো। লোক্‌মল খুব যত্ন ক'রে আমাদের খাওয়ালেন। লোক্‌মলের ওখানে একটি গুজরাটী মুসলমান যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এঁর বাড়ি প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থ পালিটানায়। এখানে এঁর একটি স্টীল-ট্রাঙ্কের কারখানা আছে, তাতে কতকগুলি বাঙালী মুসলমান কারিগর কাজ করে। বাঙালী মুসলমান দর্জি শ্যামদেশে বাঙ্কক-শহরে অনেক আছে জান্‌তুম; অন্য ব্যবসায়ে বাঙালী কারিগর এতদূর পর্য্যন্ত-ও এসে প'ড়েছে, এটা একটা নোতুন খবর।

রাত্রে নটায় ছিল Kunstkring বা ডচ্‌দের সাহিত্য-সংগীত-কলা সভায় কবির বক্তৃতা। কবির সুরাবায়ার অবস্থানের সম্পর্কে এইটি একটি বড়ো

ব্যাপার। স্থানীয় Kunstkring-এর বাড়িটি অতি সুন্দর, অতি-আধুনিক ইউরোপীয় বাস্তুরীতি অনুসারে তৈরী। ডচ্‌ সমাজের প্রায় সমস্ত প্রধান ব্যক্তি এসেছিলেন। সভার সম্পাদক কবিকে স্বাগত ক'রে এক অভিভাষণ দিলেন, আর কবির সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প'ড়্‌লেন। কবির ব্যাখ্যান তার পরে হ'ল ; বিষয় ছিল, What is Art ? তাঁর বক্তৃতা অতি সুন্দর হ'য়েছিল। বক্তৃতার পরে, আমরা Kunstkring-এর বাগানে খানিক ব'সে, প্রায় সাড়ে-দশটায় বাড়ি ফির্‌লুম। ক্লাবের সংলগ্ন বাগানে ব'সে কাফি শরবৎ বা বিয়ার পান করা আর খানিক রাত পর্য্যন্ত গল্প-গুজব করা এখানকার ডচেদের মধ্যে একটা সামাজিক রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানকার পাট চুক্‌ল, কাল সকালে আমাদের শূরকর্ত যাত্রা ক'র্‌তে হবে॥

॥ ২২ ॥

যবদ্বীপ—শূরকর্ত

১২ই সেপ্টেম্বর, সোমবার

শূরকর্ত আর তার দক্ষিণে যোগ্যকর্ত, এই দুই নগর মধ্য-যবদ্বীপে অবস্থিত ; এক হিসাবে এই অঞ্চলটি এখন যবদ্বীপের সভ্যতার কেন্দ্র, যবদ্বীপের হৃদয়-স্থল, সত্যকার 'মধ্যদেশ'। মধ্য-যবদ্বীপেই যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশ হয় ; পরে পূর্ব-যবদ্বীপে কেদিরি আর মজপহিৎ নগরকে আশ্রয় ক'রে এই সভ্যতা অর্বাচীন যুগে একটু নোতুন রূপ পায় ; এখন শূরকর্ত আর যোগ্যকর্ত এই দু'টি রাজ্যকে অবলম্বন ক'রে সভ্যতার উৎস এ অঞ্চলে আবার ঘুরে এসেছে।

Goebeng গুবেঙ্-স্টেশনে আমরা রেলে চ'ড়্লুম। সুরাবায়ার সিন্ধী আর অন্য ভারতীয়েরা কবিকে তুলে দিতে এলেন, ডচ্ সজ্জনও কতকগুলি এলেন।, শ্রীযুক্ত সুযান আমাদের সঙ্গে চ'ল্লেন। Krian, Modjokerto, Kertosono, Madioen—এই কয়টি শহরের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি গেল। পূর্ব-যবদ্বীপ আর মধ্য-যবদ্বীপের এই অংশটা খুব উর্বর। সমস্ত পথ ধ'রে আখের খেত্ আর চিনির কল।

রেলের লাইন মিটার-গেজের—ছোটো লাইন। গাড়িগুলি সব 'করিডর'-গাড়ি—ভিতর দিয়ে দিয়ে এক গাড়ি থেকে আর এক গাড়িতে যাওয়া যায়। ইঞ্জিনের পিছনেই আহারের গাড়ি। খাবার জিনিস-পত্র একটু বেশী দামের ব'লে মনে হ'ল। গরমে আর ধূলোয় রেলের যাত্রাটা মোটের উপরে বিশেষ আরাম-দায়ক হয় নি। এদেশে গরমের সময়ে দুপুরবেলা বরফ-দেওয়া কফি খাবার রেওয়াজ আছে দেখ্লুম।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম, কবি ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। একই গাড়ির মধ্যে এই দুই শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে খুব কথা কইতে চান দেখ্লুম, কিন্তু ভাষার অভাবে আলাপ জ'ম্ল না। আমরা ডচ্ বা মালাই দুইয়ের একটাও জানি না, আর এই দুই ভাষা ছাড়া অন্য কোনও আন্তর্জাতিক ভাষা এঁর জানা নেই। মনে হ'ল,

ডচ্ বন্ধুদের সাহায্যে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'র্তে যেন ইনি ততটা ইচ্ছুক নন। আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে একটু-আধটু কথা হ'ল। ভদ্রলোক বল্লেন, তিনি থিওসফিস্ট্। ইউরোপে সব-চেয়ে হলাণ্ডেই থিওসফিস্টদের প্রভাব বেশী, আর দ্বীপময়-ভারতেও যে এই মতবাদের প্রসার এখানকার ডচেদের দেখাদেখি স্থানীয় মুসলমান শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ঘ'ট্ছে, তার-ও বহু প্রমাণ পেয়েছি। থিওসফি-শাস্ত্রোক্ত দর্শন বা পরলোকবাদ হিন্দু দর্শন থেকেই নেওয়া—সে-সব আভ্যন্তর মতবাদের সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করবার যোগ্যতা আমার নেই; তবে একটা বিষয়ে থিওসফির দল যে কাজ ক'র্ছেন, তার জন্যে তাঁদের সাধুবাদ দিতেই হয়—এঁরা মানুষের মধ্যে ধর্ম-বিষয়ে একটা উদারতা এনে দিচ্ছেন, সব জাতির ধর্ম আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ আর একটা শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি এনে দিচ্ছেন; আর এই দিক্ দিয়ে, আধুনিক যুগে, জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে একটা সংস্কৃতি-গত মৌলিক ঐক্যের সম্বন্ধে ধারণা সাধারণ্যে এসে যাচ্ছে। যবদ্বীপে থিওসফিস্ট্দের অনেক ইস্কুল আর অন্য প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের হাতে বহু যবদ্বীপীয় তরুণের মন গঠিত হ'চ্ছে। ট্রেনের যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকটির গীতার প্রতি আস্থা খুব; তিনি ডচ্ অনুবাদে বইখানি প'ড়েছেন। 'বাহাসা সান্সক্রেতা' শেখ্বার জন্যে তাঁর ইচ্ছে হয় খুব। তিনি আমাদের সঙ্গে আরও অনেক কথা কইতেন, কিন্তু ভাষার অভাবে তা হ'য়ে উঠ্ল না। মাঝের কী একটা স্টেশনে তিনি নেমে গেলেন।

বিকাল তিনটের পরে আমরা শূরকর্ততে পৌঁছোলুম। শহরটির নাম হ'চ্ছে সংস্কৃতে 'শূর-কৃত', অর্থাৎ শূর বা বীরের কৃত বা নির্মিত। এরা উচ্চারণ করে Soerakarta 'সুরাকার্তা'। শহরটির আর একটি সংক্ষিপ্ত নাম আছে, সে নামটি হ'চ্ছে Solo সোলো। স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন কোপ্যারব্যার্গ্—তিনি বলিদ্বীপে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যবদ্বীপে ফিরে এসে, তাঁর Java Instituut-এর বার্ষিক সভা সম্পন্ন ক'রে, আমাদের দলের সঙ্গে এখানে যোগ দিলেন; Radjiman রাজিমান্ ব'লে একটি যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক, আধুনিক উচ্চ-শিক্ষিত, উদার-চরিত্র, যবদ্বীপীয়দের প্রতিভূ-স্বরূপ; আর যাঁর অতিথি হ'য়ে সোলোতে আমরা অবস্থান ক'র্বো, সেই রাজা সপ্তম মঙ্কুনগরোর তরফ থেকে দু'জন ভদ্রলোক এসেছিলেন।

শূরকর্ত-তে দু'জন রাজা আছেন—একজনের উপাধি হ'চ্ছে Soesoe-hoenan 'সুসুহুনান্' বা সংক্ষেপে Soenan 'সুনান্', আর এক জনের 'মঙ্কু-নগরো'। পদ-মর্য্যাদায় সুনান্ যবদ্বীপের তাবৎ দেশীয় রাজাদের মধ্যে প্রধান। এঁকেই যবদ্বীপীয়েরা জাতির মাথা ব'লে স্বীকার ক'রে থাকে, ইনি-ই নাকি প্রাচীন রাজবংশের বংশধর। যোগ্যকর্ত নগরেও এই রকম দু'জন রাজা আছেন—একজনের পদবী 'সুতান্' বা 'সুল্তান্', অন্য জনের পদবী 'পাকু-আলাম্'। সুলতান অনেকটা সুসুহুনানের সমকক্ষ; আর মঙ্কুনগরো আর পাকু-আলাম্—এঁরা মর্য্যাদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর।

মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে আমাদের নিয়ে গেল। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই প্রাসাদ—মহলের পরে মহল; তবে প্রায় সর্বত্রই এক-তলা। মঙ্কুনগরোর নিজের বাসগৃহের মহলের লাগাও অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর আছে—উচ্চশ্রেণীর অতিথিদের জন্য বড়ো একটা মহল ব'ল্লেই হয়। এইখানে আমাদের থাক্বার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। সমস্ত বন্দোবস্ত খুব হালের ধরনের; তবে এদেশের গুমট ভারতবর্ষের মতন হ'লেও, এখনও এরা বিজলীর পাখার ব্যবহার আরম্ভ করে নি। ডচেরা নাকি হু-হু ক'রে হাওয়াটা পছন্দ করে না, তাই তারা দ্বীপময়-ভারতে পাখার প্রচলন করে নি। যবদ্বীপের বড়লোকদের প্রাসাদের একটা রীতি এই যে, প্রত্যেক প্রাসাদে এক বা একাধিক, খুব প্রশস্ত, তিন দিক্ বা চার দিক্ খোলা, দোচালা চণ্ডীমণ্ডপ বা হল-ঘর থাকে,—এই হল-ঘরকে এরা pendopo 'পেণ্ডপো' বলে; শব্দটি আমাদের 'মণ্ডপ' শব্দের বিকার-জাত ব'লে মনে হয়। আর থাকে একটা ঘরে একটি খুব জমকালো গদি বা বিছানা,—বাড়িতে বিয়ে হ'লে বর-ক'নে এই গদিতে বা বিছানায় বসে; আর কারও কখনও সেই গদিতে বস্বার অধিকার নেই; গদিটিকে এরা বলে 'দেবী শ্রীর গদি'; প্রাচীন যবদ্বীপের হিন্দুযুগের স্মৃতি বহন ক'রে এই রীতি মুসলমান যবদ্বীপে এখন-ও বিশেষ-ভাবে প্রচলিত আছে। যাক্, ফটক দিয়ে ঢুকেই খোলা, চওড়া উঠান বা আঙিনা—তাতে দু-চারটে গাছ; আঙিনার খানিকটা নিয়ে এই পেণ্ডপো; পেণ্ডপোর পিছনেই, বা তার-ই সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বাসগৃহ। পেণ্ডপোর ছাত কাঠের বা টালির বা খড়ের বা করোগেটের হ'য়ে থাকে; ছাতটি থাকে অনেকগুলি কাঠের বা লোহার থামের উপরে। মেঝে সাধারণতঃ মারবেল পাথরের হয়। আঙিনার জমি থেকে পেণ্ডপোর মেঝে আধ-হাত-টাক্

উঁচু হবে। চার দিক্ খোলা থাকায় বেশ হাওয়া চলে, দুপুর বেলা পেণ্ডপোর এক কোণে ব'সে থাকৃলে রোদ্দুর থেকে অনেক দূরে থাকা যায়, বেশ ঠাণ্ডার সঙ্গে ভিতরটায় একটু আঁধার-আঁধার ভাব থাকায়, বাইরেকার রোদ্দুরের তুলনায় ভারি আরাম-দায়ক লাগে। আমাদের থাকৃবার ঘরের সংশ্লিষ্ট পেণ্ডপো ছাড়া, এটির চেয়ে বড়ো আর একটি পেণ্ডপো মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে আছে; ছোটো পেণ্ডপোটি আমরা আমাদের বৈঠকখানার মতন ব্যবহার ক'রৃতুম, ছোটো-খাটো অনুষ্ঠান এখানেই হ'ত; এটির মধ্যে এক পাশে গামেলান্ বাজনার দলের যন্ত্র-পাতি সাজানো আছে। প্রায়ই সন্ধ্যায় এই বাজনা, আর রাজার নর্তকীদের নাচ হয়, সঙ্গে-সঙ্গে গানও হয়। কাঠের থামগুলি সবুজ আর সোনালি রঙে রঙানো,—এই দু'টি রঙ হচ্ছে মঙ্কুনগরোর ঝাণ্ডার রঙ। অন্য বড়ো পেণ্ডপোটিতে বড়ো-বড়ো ব্যাপার—দরবার-টরবার—হয়। ছোটো মণ্ডপের ধারে দেয়ালে একদিকে বলিদ্বীপের কাপড়ে আঁকা পট কতকগুলি লাগানো, রামায়ণ-মহাভারতের ছবি; শুন্‌লুম এগুলি বলিদ্বীপের কারেঙ্-আসেমের রাজার উপহার —তাঁর সঙ্গে মঙ্কুনগরোর বেশ হৃদ্যতা আছে। কবি সমস্ত মণ্ডপটির সাজ-সজ্জা দেখে খুব প্রীত হ'লেন। আমরা সব গুছিয়ে' নিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে' একটু বিশ্রাম ক'রৃছি, ইতিমধ্যে মঙ্কুনগরো এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রৃলেন। বেশ সুপুরুষ দেখ্‌তে এঁকে, খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত ক'রৃলেন। ইনি যবদ্বীপের একজন প্রধান সংস্কৃতি-নেতা, খুব বুদ্ধিমান্, নিজের জাতির মধ্যে যা কিছু ভালো আছে সেগুলিকে রক্ষা কর্‌বার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত। আমরা কয়দিন শূরকর্ত-তে থেকে এর নানা সদ্‌গুণের নানা বিষয়ে ঔদার্য্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম। মঙ্কুনগরো ইংরেজি ভালো ব'ল্‌তে পারেন না, তবে প'ড়্‌তে পারেন। আমাদের আলাপে ডাক্তার রাজিমান্ আর বাকে দোভাষীর কাজ ক'রৃলেন।

মণ্ডপে ব'সে আমরা চা খেলুম—সঙ্গে চা'লের গুঁড়ো, না'রকল আর গুড়ের তৈরী নানারকম যবদ্বীপীয় পিঠে, আর বিস্কুট। ভরা বিকাল, সন্ধ্যে হয়-হয়। রাজবাড়ির মণ্ডপের দেয়ালে রামায়ণ-মহাভারতের ছবি; সন্ধ্যেবেলা রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান অবলম্বন ক'রে নাচ বা অভিনয় বা ছায়া-নাট্য প্রায়ই এই মণ্ডপে হ'য়ে থাকে; আবার সন্ধ্যের সময়ে রাজবাড়ির মাইনে-করা দুই মোল্লা ঘরে ঘরে আরবী মন্ত্র প'ড়ে যাচ্ছে—শুন্‌লুম, ভূত-প্রেত সব এতে ক'রে পালাবে।

কবির সঙ্গে সাড়ে-ছটায় ডচ্ রেসিডেণ্ট্-সাহেবের ওখানে আমরা গেলুম। ডচ্ সরকারের প্রতিনিধি—সেই হিসাবে ইনি সুনানের কাছ থেকে দাদার সম্মান পান—সব বিষয়েই রাজা এঁর ছোটো ভাইয়ের মতন অনুগত। রেসিডেণ্ট্ খুব খাতির ক'রে কবিকে স্বাগত ক'র্লেন। বেশ লোক ইনি; এখানে আমাদের কফি-পানের সঙ্গে নানা বিষয়ে খানিক ক্ষণ আলাপ হ'ল। রেসিডেণ্ট্-সাহেবের হিন্দু জাতি আর ধর্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে। বলিদ্বীপের হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। তারপর এঁদের শিষ্টাচারে বিশেষ প্রীত হ'য়ে আমরা Mangkoenogoroan অর্থাৎ মঙ্কুনগরোর প্রসাদে ফির্লুম।

সান্ধ্য আহারের পূর্বে আমরা মণ্ডপে ব'স্লুম। অতি মধুর তালে, সমস্ত দেহ আর মনকে যেন স্নিগ্ধ ক'রে দিয়ে, গামেলানের ঐকতান বাদন আরম্ভ হ'ল। যবদ্বীপের গামেলান্, বলিদ্বীপের গামেলান্-এর চেয়ে আরও উন্নত, আরও সুকুমার, আরও কলাকৌশলময়, আরও শ্রুতিসুখকর। দু'টি মেয়ে তারপরে অতি সুন্দর পোষাক প'রে নাচ্ল—প্রায় ঘণ্টাখানেক এই নাচ চ'ল্ল। এদের পোষাক ঠিক প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাক নয়, তবে সেই পোষাকের-ই আধারে, একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে নেওয়া। গায়ে কাঁধ-ঢাকা নীল সাটিনের জামা—কাঁধ পর্য্যন্ত দুই হাত খালি; প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাকে গায়ে জামা পরার রেওয়াজ ছিল-ই না, খালি বুকের উপরে একখানা ওড়না-জাতীয় কাপড় জড়িয়ে' রাখ্ত; এতে দুই কাঁধ অনাবৃত থাকে; মেয়েরা সাধারণ চলা-ফেরায় বা গৃহ-কর্মে নিযুক্ত থাক্লে এখন-ও এই ভাবে-ই কাপড় পরে। কোমরে ফুল-কাটা রঙীন রেশমের কাপড়ের একটা কটিবস্ত্র, কোমর-বন্ধের মতন ক'রে বাঁধা, তার লম্বা দুই খুঁট নাচের সময়ে ওড়নার মতন হাতে ক'রে নিয়ে থাকে; এই রেশমের কাপড় ভারতবর্ষ থেকেই যায়,—এ কাপড হ'চ্ছে সুরাতের বিখ্যাত 'পাটোলা' কাপড়। পা খালি। গায় গয়না বেশী নেই,—মাথায় মুকুট, দু' হাতে কনুইয়ের উপরে দু'টি অলংকার, গলায় একটি হার, তার ধুকধুকিটা অর্ধচন্দ্র আকৃতির। যে নাচ নাচ্লে, তার নাম Golek 'গোলেক্' নাচ। উদ্দাম ভাবের কিছুই নেই। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে গামেলান্ বাজ্ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে, বাজনার দলের সঙ্গে মাটিতে ব'সে, কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ সুকণ্ঠে গান ক'র্ছে।

নাচ শেষ হ'ল না, খানিক ক্ষণের জন্য বন্ধ রইল; আমাদের গিয়ে সান্ধ্য-ভোজন সারতে হ'ল, নাচের মণ্ডপের পাশে একটি দর-দালানে। সেখানে গামেলানের আর গানের ধ্বনি আমাদের কানে আস্তে লাগ্ল। যবদ্বীপের সংগীত আর বাদ্য নিয়ে কবি, মঙ্কুনগরো, ডাক্তার র্যাজিমান্, কোপ্যারব্যার্গ্ আর বাকে আলোচনা ক'র্তে লাগ্লেন। শুন্লুম যে যবদ্বীপে দু' রকম রীতির স্বর-গ্রাম প্রচলিত—একটিতে মাত্র পাঁচটি স্বর, এটি চীনেদের কাছ থেকে নেওয়া; আর একটিতে আমাদের মতন সাতটি স্বরই আছে—এটি ভারতবর্ষ থেকে গৃহীত। গামেলান্ মুখ্যতঃ ঘন, আতোদ্য আর আনদ্ধ যন্ত্রের সমাবেশে সৃষ্ট ঐকতান; এর মূল বা আধার হ'চ্ছে—তাল; যুগপৎ নানা সুরের যন্ত্রে খালি তাল দিয়ে গেলে তাদের ভিন্ন রেশের সমাবেশে ঐকতানে যে তাল-সমষ্টি ধ্বনিত হয়, তা থেকেই একটি মনোহর মিলিত যন্ত্র-সংগীতের উদ্ভব হয়; এ বাজনা আমাদের বীণা বা ইউরোপীয় পিয়ানোর মতো স্বরলয়-যুক্ত ব্যাপার নয়, খালি তালের গতি মাত্র। আমাদের অশিক্ষিত কানে এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা কঠিন, তবে এর ভাষা যে আমাদের শ্রুত ভারতীয় আর ইউরোপীয় যন্ত্র-সংগীতের ভাষা থেকে অন্য ধরনের, সেটা আবছা-আবছা অনুমান করা যায়। ভাষা অশ্রুত-পূর্ব বটে, কিন্তু তার কাকলি মর্মস্পর্শী, একটি স্নিগ্ধতার আবেশে মনকে একেবারে ভরপূর ক'রে দেয়। এদের গান সম্বন্ধে কবির সঙ্গে সংগীত-রসজ্ঞ বাকে আর অন্য ব্যক্তিদের যে আলোচনা হ'ল, তার সমস্তটা আমার বোধগম্য হ'ল না, কারণ আমি সংগীতের ভিতরের কথা কিছুই জানি না; তবে কবির মন্তব্য সকলকেই মেনে নিতে হ'ল। দু'টো কথা ব'লে এদের কণ্ঠ-সংগীতের গুণ কবি নির্দেশ ক'রেছিলেন—নানা লোকের গানে এক-ই melody-র দ্রুত আর ঠায় গতিতেই এদের কণ্ঠ-সংগীতে একটা harmony বা সংবাদি-ভাব আসে; আর এদের গানে আরোহণ আছে, অবরোহণ নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার নাচ দেখা—এবার আর দু'টি মেয়ে এল' একটু অন্য ধরনের পোষাকে; এই পোষাক, কাঁধ-খোলা প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাক। মেয়ে দু'টি অতি সুশ্রী আর সুঠাম দেখ্তে, বয়স খুব অল্প—মঙ্কুনগরো ব'ল্লেন এক জনের বয়স ষোলো, আর এক জনের চোদ্দ—আট বছর বয়স থেকে এরা এই সব নাচের সাধনা ক'র্ছে। এখন এরা যে নাচ দেখালে, তার নাম হ'চ্ছে Kambiong 'কাম্বিওঙ্'; এরা রাজবাড়িরই মেয়ে,

তবে এদের সঙ্গে মঙ্কুনগরোর সম্পর্ক কী, তা জান্‌তে পার্‌লুম না। একটা অতি চমৎকার সারল্য এদের মুখে; এক রকম সাদাটে' রঙ মুখে প্রচুর পরিমাণে মাখার দরুন, মুখে কোনও বিশেষ হাব-ভাব দেখ্‌বার অবকাশ ছিল না;—তাতে ক'রে একটুখানি যেন লোকাতিগ-ভাবের দ্যোতনাও এসে প'ড়্‌ছিল। আর নাচের প্রত্যেক ভঙ্গীটি কি মধুর মহনীয় ছিল!—প্রত্যেকটি ছন্দোময় গতি-হিল্লোল যেন কল্পলোকের আভাস আন্‌ছিল। সেকেলে' পোষাকে যবদ্বীপের সম্ভ্রান্ত ঘরের তন্বী মেয়েদের অতি সুন্দর দেখায়—যদিও মুখের ছাঁচ অনেক স্থলে কতকটা নাক-চেপ্‌টা চীনা ধাঁজের, আমাদের চোখে হয়-তো ততটা সুশ্রী বোধ হয় না। কিন্তু এরা বংশ-পরম্পরা-গত একটি মনোহর গতিচ্ছন্দ পেয়েছে; এ জিনিস ভারতেও এক সময়ে সুলভ ছিল, দারিদ্র্যের নিপীড়নে এখন-ও দুর্লভ হয় নি;—আর এই গতিচ্ছন্দটি নাচের সাধনার দ্বারা যেখানে আরও মার্জিত হ'য়েছে, সেখানে এই জিনিস যে একটি দেবভোগ্য শিল্পকলা হ'য়ে দাঁড়াবে, তার আর আশ্চর্য্য কী? এই মেয়েদের নাচ গান পরে আরও কয়েকবার আমরা দেখি—কিন্তু প্রথম দিনে আমাদের যে ভাবে চমৎকৃত ক'রেছিল, তার স্মৃতি এখনও মনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে;—যতদূর স্মরণ হ'চ্ছে, কবি যেন ব'লেছিলেন—যবদ্বীপের এই মেয়েরা যে ভাবে নাচ্‌ল, স্বর্গের অপ্সরাদের নাচ তার চেয়ে কতটা ভালো হ'তে পারে তা তাঁর কল্পনার অতীত। আমাদের এই অপূর্ব নাচ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাওয়ায় বন্ধুবর সামুএল কোপ্যারব্যার্গের বড়োই আনন্দ—তাঁর প্রিয় যবদ্বীপের সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ বস্তুটি যে কবির মতন রসজ্ঞের আন্তরিক সাধুবাদ অর্জন ক'রেছে,—এইতে-ই তাঁর ফুর্তি। কবি যবদ্বীপকে উদ্দেশ ক'রে যে বাঙলা কবিতা লিখেছিলেন, তার ইংরিজিও তিনি নিজে করেন; আর এই ইংরিজি থেকে ডচ্‌ অনুবাদ করেন বাকে; ডচ্‌ থেকে আবার যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ করান মঙ্কুনগরো; আর এই যবদ্বীপীয় অনুবাদ এখন তাঁর গাইয়েরা গান ক'রে কবিকে শোনালে। মেয়ে দু'টিও গানে যোগ দিলে—এদের গলাও চমৎকার।—রা'ত প্রায় সাড়ে-বারোটা পর্য্যন্ত এই নৃত্য-দর্শন চ'ল্‌ল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

আজ সকালে কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে আমরা মঙ্কুনগরোর প্রাসাদ দেখ্‌লুম; সঙ্গে রাজবাড়ির লোক ছিল, আমাদের নিয়ে বা'র-বাড়ি ভিতর-বাড়ি সব

দেখালে। কবি বড়ো মণ্ডপটি দেখে মঙ্কুনগরোর কাছে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগ্‌লেন—সঙ্গে দোভাষীর কাজ করবার জন্য লোক রইল। অন্দর-বাড়ির ভিতরে একটি গাছ-পালার ছায়াময় আঙিনার ধারে দর-দালানে মঙ্কুনগরোর খাস্-কামরা; তাঁর রানী—এঁর উপাধি হ'চ্ছে Ratoe Timor 'রাতু-তিমর্' বা 'প্রাচী রাজ্ঞী'—তাঁর খাস-কামরা, বাগান, চিঁড়িয়াখানা; পর-পর বড়ো-বড়ো ছবিতে আর নানা জিনিসে সাজানো বিস্তর ঘর;—সব ঘুরে-ঘুরে দেখ্‌লুম। প্রায় সবটাই এক-তলা; দো-তলা ঘরও খানকতক আছে। রাজবাড়ির মেয়েরা—অতি সুশ্রী সুঠাম চেহারার মেয়েরা সব—চলা-ফেরা ক'রছে, নানা শিল্প-কাজে ব্যাপৃত র'য়েছে। 'বাতিক্' কাপড় ছাপার কাজ একাধিক জায়গায় হ'চ্ছে। এই কাপড় ছাপার রীতিটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। যে নক্‌শাটি কাপড়ে ছাপ্‌তে হবে, তাতে হয়-তো চারটে রঙ আস্‌বে। পাতলা ক'রে গরম মোম দিয়ে সমস্ত কাপড়খানার অন্য রঙের অংশগুলি ঢেকে দিয়ে এক-এক রঙে ছোপাবার ব্যবস্থা ক'রতে হয়। সমস্তটাই হাতের কাজ, আর অনেক সময়-সাপেক্ষ। বাতিকের কাপড়ে এই রকম-ভাবে হাতে ক'রে নক্‌শাগুলি মোমে ঢেকে ছোবানো হয় ব'লে, এর নক্‌শার রঙে যে একটা কোমলতা এসে যায়, তা যন্ত্রের সাহায্যে—বিশেষতঃ বড়ো কলের সাহায্যে—ছাপা কাপড়ে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাতিক কাপড় বড়ো দামী, তাই এর চল ক'মে আস্‌ছে। তবুও, হাতে তৈরী শিল্পের নিদর্শন হিসাবে ইউরোপের কলা-রসজ্ঞদের কাছে এর কদর হ'য়েছে ব'লে, আর যবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এই জিনিসকে এখনও ছাড়েনি ব'লে, যবদ্বীপে এখনও বাতিকের যথেষ্ট সমাদর আছে। রাজ-রাজড়ার ঘরে, ধনী লোকেদের ঘরে মেয়েরা এই শিল্পকে এখনও জাগিয়ে' রেখেছেন। এক এক রাজার বা উচ্চবংশের এক একটি ক'রে বিশিষ্ট নক্‌শার প্রচলন থাকে, আর সেই নক্‌শার কাপড় বিশেষ-বিশেষ বংশের লোক না হ'লে সাধারণ লোক আগে প'রতে পারত না; এখন আইনের বাধা না থাক্‌লেও কেউ পরে না। মঙ্কুনগরোর বাড়িতে মেয়েরা এই শিল্পকে বেশ জীবিত রেখেছেন দেখা গেল। আমরা এই ভাবে ঘুরে ফিরে, কবি আর মঙ্কুনগরো আর তাঁর রানী যেখানে ছিলেন, সেখানে এলুম। রানীকে দেখ্‌লুম—দেখা-মাত্রই মনে একটা সম্ভ্রম জাগে। শুনলুম, ইনি যোগ্যকর্তর এক রাজ-বংশের মেয়ে। যে-কোনও দেশের লোকে

একে সুন্দরী ব'ল্‌বে। দেখ্‌তে তন্বঙ্গী, বর্ণে গৌরী, আর খুব ডাগর চোখ—আমাদের ভারতবর্ষে যে রকম চোখকে সৌন্দর্য্যের বিশেষ লক্ষণ ব'লে মনে করে সেই রকম চোখ। রানীরই মতন তাঁর সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার, তাঁর নিজের সহজ গৌরবে অবস্থান—আর সমস্তকে উদ্ভাসিত ক'রে ফেলে তাঁর অতি সুন্দর মিষ্টি হাসি। ইনি ইংরিজি জানেন না। মঙ্কুনগরো আমাদের পেয়ে তাঁর গ্রন্থাগার আর সংগ্রহশালা দেখালেন। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁর অনেক বই আছে, আনন্দ কুমারস্বামীর Rajput Painting আছে দেখ্‌লুম, শুন্‌লুম এখানি তাঁর একটি প্রিয় বই। যবদ্বীপের প্রাচীন কালের হিন্দু আমলের সোনার গয়না, পিতলের মূর্তি, তৈজস-পত্র, এ-সব দেখালেন। প্রাচীন ছায়া-নাটকে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা পুঁতুল বিস্তর জড়ো করা র'য়েছে—এইগুলির চর্চা তাঁর বড়ো ভালো লাগে। কথা-প্রসঙ্গে খানিকক্ষণ বেশ কাটল—এমন সময়ে চাকরে মঙ্কুনগরোকে আর আমাদের একবাটি ক'রে গরম কুক্কুট-মাংসের সূপ আর বিস্কুট দিয়ে গেল। যবদ্বীপের রাজবাড়ির একটা কায়দা লক্ষ্য ক'র্‌লুম—রাজাকে কিছু দিতে হ'লে হাঁটু গেড়ে জিনিসটি মাথায় ঠেকিয়ে' তবে চাকরেরা দেয়; আর কেউ কিছু ব'ল্‌তে গেলে আগে দু' হাত জোড় ক'রে তাঁকে প্রণাম করে, তারপরে কথা বলে, আর তাঁর মুখের কথা শুনে-ও দু' হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে' যেন তাঁর কথা গ্রহণ করে। এর পরে মঙ্কুনগরো আমাদের কয়েক খণ্ড দুর্লভ বাতিক্ কাপড় উপহার দিলেন—এ কাপড় তাঁর বাড়িতেই তৈরী, আর সেগুলির নক্‌শাতেও বৈশিষ্ট্য আছে। আমাকে যেখানি দিলেন সেটির জমি ঘন খয়েরের রঙের, তার উপরে হ'ল্‌দে সাদা আর কালো রঙে নক্‌শা—নক্‌শাটি হ'চ্ছে পক্ষ বিস্তার ক'রে গরুড়ের; রাজবংশীয় ছাড়া আর কারও এই নক্‌শার কাপড় পরার অধিকার আগে ছিল না।

এর পরে কোপ্যার্‌ব্যার্গের সঙ্গে তাঁর Java Instituut-এর বাড়িতে গেলুম। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ এইখানেই থাকেন। এখানে Dr. Pigeaud পিঝো ব'লে একটি ডচ্ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি যবদ্বীপের মধ্য-যুগের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যবদ্বীপীয় ভাষার একখানি বই সম্পাদন আর তার অনুবাদ ক'রে হলাণ্ডের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্‌টর উপাধি পেয়ে, কিছুকাল হ'ল যবদ্বীপে এসেছেন, যবদ্বীপীয় ভাষার একখানি বড়ো অভিধান সংকলনের কাজে হাত দিয়েছেন। এঁর সঙ্গে বেশ শীঘ্রই আমার আলাপ আর হৃদ্যতা জ'ন্মে

উঠ্‌ল; পরে এঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার আলাপ-আলোচনা হয়—যবদ্বীপীয়দের হিন্দু সংস্কৃতিতে ইন্দোনেসীয় উপাদান কতটা, সে বিষয়ে কথা হয়,—দুই-একটি নোতুন কথাও শুনি এঁর কাছ থেকে। কোপ্যান্‌ব্যার্গ Java Instituut-এর তরফ থেকে কবির জন্য কতকগুলি সেকেলে' যবদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্য উপহার দিলেন—নাটকে ব্যবহৃত গয়না, ওষুধ রাখ্‌বার জন্য সাবেক কালের কাঠের ছোটো বাক্‌স, চামড়ার wajang ওআইয়াঙ্‌ পুঁতুল, এই-সব।

দুপুরে শ্রীযুক্ত সুযান বিদায় নিয়ে সুরাবায়ায় ফির্‌লেন—তিনি এখান পর্য্যন্ত এসে কবিকে প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে গেলেন।

বিকালে শহরে আমাদের—অর্থাৎ সুরেন-বাবুর, ধীরেন-বাবুর আর আমার—প্রাচীন মণিহারী জিনিসের সন্ধানে অভিযান হ'ল। Kraton 'ক্রাতন্‌' বা রাজপ্রাসাদের (সুনানের প্রাসাদের) একটি ফটকের বাইরে হরেক রকম জিনিসের হাট আর বাজার বসে, সেখানটায়-ও ঘুরে এলুম। ক্রাতনের ভিতরে অনেকগুলি মহল; এর বাইরেকার দুই-একটি মহল-ও উপর-উপর একটু দেখে এলুম।

আজ রাত্রে সুসুহুনানের প্রাসাদে Bedojo 'বেডয়ো' নাচ দেখ্‌তে যাবো—ডিনারের পরে। কালো রেশমী আচকান আর টুপি প'রে আমরা তৈরী হ'লুম। তার পূর্বে মঙ্কুনগরো কালকের মতো আজও তাঁর প্রাসাদের ছোটো মণ্ডপে নাচ দেখালেন। কালকের মেয়ে দু'টি আজও নাচ্‌ল—তবে আজ পুরুষের বেশ প'রে, আর মুখে সঙের মুখস প'রে। আজ কেবল নাচ হ'ল না—অভিনয় হ'ল; এই সঙ-সাজা মেয়ে দু'টির সঙ্গে অভিনয় ক'র্‌লে একটি পুরুষ অভিনেতা—এর-ও মুখে সঙের মুখস। ব্যাপারটা যে খুবই হাস্যরসাশ্রিত হ'চ্ছিল, তা শ্রোতাদের ঘন-ঘন হাসির রোল থেকে বোঝা যাচ্ছিল। মঙ্কুনগরোর রানী আজ এই নৃত্য- বা অভিনয়-সভায় তাঁর সহচরীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে এসেছিলেন, আর তা ছাড়া রাজবাড়ির বিস্তর ছেলে বুড়ো আর মেয়ে ছিল—সবাই মণ্ডপের উপরে ভূঁয়ে ব'সেছিল, আসর ক'রে। এই নৃত্যাভিনয়ের নাম শুন্‌লুম Tembem 'তেম্বেম্‌' আর Batjak-dojok 'বাচাক্‌-দোয়োক্‌'।

মঙ্কুনগরোর বাড়িতে প্রায় পৌনে-নটা পর্য্যন্ত এই নৃত্যাভিনয় দেখ্‌বার পরে, আমরা সুসুহুনানের প্রাসাদে গেলুম। সেখানকার 'বেডয়ো' নৃত্যের কথা আর যবদ্বীপের রাজ-দরবারের কথা পরে ব'ল্‌বো।

১৪ই সেপ্টেম্বর, বুধবার

প্রাতরাশের পরে কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে আমরা রাজ-প্রাসাদের ফটকের লাগোয়া বাজারে পুরাতন জিনিসের দোকানে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রলুম, কতকগুলি ভালো জিনিস-ও সংগ্রহ হ'ল। বাতিক্ কাপড়ের অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর নক্শার পিতলের ছাপ যোগাড় করা হ'ল। তারপর শূরকর্তর মিউজিয়মে নিয়ে গেলেন কোপ্যারব্যার্গ্। প্রাচীন যবদ্বীপীয় পাথরের মূর্তি আর ব্রঞ্জের মূর্তি কতকগুলি আছে, যবদ্বীপীয় কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এগুলি। যবদ্বীপের আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক নানা বস্তু-ও এখানে আছে—'ওআইয়াঙ্'-এর চামড়ায়-কাটা পুতুল, নাটকে ব্যবহৃত মুখস, নানা রকমের বাড়ির আদর্শ, মাটির পুতুলে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের চেহারার আর কাপড়-চোপড়ের আদর্শ, ইত্যাদি। মিউজিয়মের কর্মচারীরা বিশেষ সৌজন্যের পরিচয় দিলেন, আর আমাদের যবদ্বীপীয় ভাষায় মুদ্রিত মিউজিয়মের সচিত্র ক্যাটালগ-ও উপহার দিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে শ্রীযুক্ত Moens মুন্স্ নামে একজন ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার মঙ্কুনগরোর অতিথি-রূপে আমাদের সঙ্গেই খেলেন—মঙ্কুনগরো আমাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে' দিলেন। ইনি থাকেন যোগ্যকর্ততে, সরকারী কাজ করেন—বেশ সহৃদয় ব্যক্তি, যবদ্বীপের সভ্যতায় যা কিছু ভালো আছে তার অনুরাগী, হিন্দু ভারতেরও অনেক কথা জানেন,—যবদ্বীপে শিব-গুরুর বা শিবের পূজা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। এঁর স্ত্রী-ও যবদ্বীপের সভ্যতা রীতি-নীতির কথা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ইনি আজই চ'লে গেলেন—যোগ্যকর্ততে আমরা যখন যাবো, তখন এঁর সঙ্গে আবার আমাদের আলাপ-পরিচয় হবে।

আজকে শ্যাম-দেশ বাঙ্কক্ থেকে আরিয়মের তার এল'—সেখান থেকে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্থানীয় লোকেরা আহ্বান ক'রছে।

রাত্রে কবির সম্মাননার জন্য মঙ্কুনগরো একটি বড়ো ভোজ দিলেন, আর তিনি এই উপলক্ষ্যে যবদ্বীপীয় নৃত্যের বিশেষ-রূপে আয়োজন ক'রেছিলেন। তাঁর প্রাসাদের বিরাট্ বড়ো মণ্ডপটিতে এই নাচের আর ভোজনের অনুষ্ঠানটি হ'য়েছিল। বত্রিশ জন সম্মানিত অতিথি এসেছিলেন—এঁদের মধ্যে সুসুহুনানের দুই ছেলে—রাজকুমার Djatikoesoemo 'জাতিকুসুম' আর

রাজকুমার Koesoemajoedo 'কুসুমায়ুধ' ছিলেন, আর সুনানের এক ভাই ছিলেন আর ডক্টর রাজিমান্ ছিলেন, আর ছিলেন Karsten কার্স্টেন্ ব'লে এক ডচ্ বাস্তুশিল্পী, ইনি সেমারাঙ্ শহরে একটু পরিবর্তিত যবদ্বীপীয় ঢঙে অনেকগুলি সুন্দর বাড়ি ক'রেছেন; এ ছাড়া সুরাবায়ার শ্রীযুক্ত Singgih সিঙ্গিঃ, আর কতকগুলি ডচ্ ভদ্রলোক ছিলেন; আর মঙ্কুনগরোর রানীও ছিলেন।

টাইপে-ছাপা নাচের প্রোগ্রাম বিতরণ করা হ'ল—এইগুলি-ই মুখ্য নাচ, সব যবদ্বীপের হিন্দু যুগের স্মৃতি-মণ্ডিত classical বা প্রাচীন, প্রতিষ্ঠাপন্ন নাচ। এই নাচগুলি সমস্তই পুরুষের; বেশীর ভাগই ছিল নৃত্যকলায় যুদ্ধের একটি সুকুমার প্রকটন; আর যাঁরা নাচ্লেন, তাঁরা সকলেই রাজার ঘরের আর অন্য অভিজাত বংশের যুবক। নাচের মধ্য দিয়ে অভিনয়। সকলেরই বেশ পাতলা ছিপ্ছিপে চেহারা, আর পোষাকগুলি রঙে আর সোনার কাজের সমাবেশে অপূর্বসুন্দর ছিল—এই বেশকে প্রাচীন ভারতের রাজবেশের যবদ্বীপীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। আধুনিক যবদ্বীপের রুচির অনুমোদিত দুই-চারিটি জিনিসও এই পোষাকে এসে গিয়েছে—যথা, বাতিকের কাপড়ের ধুতির নীচে হাঁটু-পর্য্যন্ত আঁট পাজামা পরা, আর গায়ে একটা জামা; কিন্তু মাথার সোনার মুকুটের, আর গুজরাটের পাটোলা কাপড়ের চমৎকার বর্ণ-শোভায়, আর গলায় আধা-চাঁদের হারে, বড়ো সুন্দর দেখায় এই পোষাক। ডাক্তার রাজিমান্ এই নৃত্যাভিনয়ের সময়ে আমাকে ব'ল্ছিলেন—নাচের প্রত্যেক গতিটি আর হাতের প্রত্যেক ভঙ্গীটি এই নৃত্যের শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, হাতের ভঙ্গীগুলি প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত এক-একটি কর-মুদ্রা। এই নৃত্যাভিনয়ের জন্য কোনও দৃশ্যপট থাকে না—মণ্ডপের উজ্জ্বল মণিশিলাময় কুট্টিম বা মার্বেল-পাথরের মেঝের উপরেই নাচ হয়। দুই-তিন জনের বেশী নট কোনও নাচে থাকে না। নাচের তালিকা এই—

1. Wireng Pandji henem (orde dans)—প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাসের আখ্যায়িকা বর্ণিত কোনও ঘটনার নৃত্যাভিনয়।

2. Wireng Raden Hindradjit kalijan Wanara Hanoman —রামায়ণের ঘটনা—রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ আর বানর হনুমানের যুদ্ধাভিনয়।

3. Bekaan Golek—এইটি স্ত্রীলোকের নৃত্য।

4. Wireng panah hoedoro—তীর-ধনুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়—

Abimanjoe অভিমন্যুর সঙ্গে Sambo শাম্বর পুত্র—Wersokoesoemo বর্ষকুসুম বা বৃষকুসুমের যুদ্ধ।

5. Wireng Raden Werkoedoro kalijan Praboe Partipejo—রাজপুত্র বৃকোদরের সঙ্গে প্রভু বা রাজা প্রতীপেয়ের যুদ্ধ।

6. Petilan Langendrijo—Menak Djinggo den Damar Woelan—'দামার্ বুলান্' নামক বিখ্যাত প্রাচীন যবদ্বীপীয় কথার ঘটনা-বিশেষ নিয়ে নৃত্যাভিনয়; দুই প্রতিপক্ষ মেনাক্-জিঙ্গো ও দামার্-বুলানের যুদ্ধ।

আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যেই ভোজন চুকোতে হ'ল। মণ্ডপের এক পাশে লম্বা টেবিলে অতিথিরা ব'স্‌লেন—নাচ তাঁদের সাম্‌নেই চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত ক্ষণ গামেলানের বাজনা অবিশ্রান্ত চ'ল্‌ছিল। তিনের আর চারের নাচ আমরা খেতে-খেতে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যে মেয়েটি Golek গোলেক্ নাচ নাচ্‌লে, তাকে আগেকার দু'দিন-ও দেখেছি; আজকে তার একার নাচ—সে নাচ হ'য়েছিল অপূর্ব সুন্দর, ভাষায় বর্ণনার অতীত। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত রাজিমান্ আর শ্রীযুক্ত সিঙ্গির মতন ইংরিজি-বলিয়ে' দুই উচ্চ-শিক্ষিত যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক আমার পাশে ছিলেন, এঁদের সঙ্গে কথা ক'য়ে অনেক বিষয়ে খবর পাচ্ছিলুম। এঁরা সত্য-সত্য-ই নিজেদের জাতির নাচ আর সংস্কৃতির অন্য সব অঙ্গ প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসেন, তাই যথাসম্ভব এগুলির রক্ষায় যত্নশীল।

খাওয়ার ভোজন-তালিকা ইংরিজিতে ছাপানো হ'য়েছিল—তার উপরে লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনার জন্য মঙ্কুনগরোর গৃহে নৈশ আহারের পদ-তালিকা। কবির যবদ্বীপের প্রতি কবিতাটির ইংরিজি আর ডচ্ অনুবাদ বেশ চমৎকার ভাবে পুস্তকাকারে ছাপানো হ'য়েছিল, সেই বই সমাগত অতিথিদের মধ্যে বিতরিত হ'ল—কবির আর মঙ্কুনগরোর হস্তাক্ষর সমেত। খাওয়ার পর সকলের ফ্লাশ-লাইট ফোটো নেওয়া হ'ল। সমস্ত সন্ধ্যাটিতে বিশেষ-ভাবে নানা বিষয়ে মঙ্কুনগরোর হৃদ্যতার, কবির প্রতি আর ভারতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার, আর তাঁর রস-তন্ময় চিত্তের পরিচয় পেলুম। নাচ, খাওয়া-দাওয়া সব চুকতে প্রায় সাড়ে এগারোটা হ'য়ে গেল।—খালি সম্মানিত অতিথিরাই থাক্‌বেন, আর কারো এই জিনিস দেখ্‌বার অধিকার নেই, এ রকম বিসদৃশ জাতি-ভেদের মতন ব্যাপার এদেশে এখন-ও আরম্ভ হয়নি। তাই বিস্তর ছেলে মেয়ে আর বুড়ো বিরাট্ মণ্ডপের ধারে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা যে

দিক্‌টায় ছিলেন সে দিক্‌টা বাদ দিয়ে, ব'সে-ব'সে সারাক্ষণ ধ'রে এই মনোহর বর্ণোজ্জ্বল 'দেহের-সংগীত' দেখ্‌ছিল।

এই-সব নাচে এক-একটি পাত্র এ রকম একটা dignity, একটি মহিমা আর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তাদের পাট ক'র্‌ছিল যে, তাতে মহাভারত আর রামায়ণের পাত্রদের বিরাট্ কল্পনা একটুখানিও ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছিল না। ভীম যিনি সেজেছিলেন, তিনি মোটেই ভীমকায় নন, তবে তাঁর মুখখানি শ্মশ্রুমণ্ডিত ক'রে দেওয়াতে একটু গাম্ভীর্য্য এসে গিয়েছিল; কিন্তু ধীর-মন্থর গতিতে চলা-ফেরার আর একটু ধীরে-ধীরে মাথাটি তুলে সিংহাবলোকন করার ভঙ্গীতে, কেমন একটি সহজ-সুন্দর ভাবে তাঁর চরিত্রের বিশালত্ব আর বীরত্ব ফুটে উঠ্‌ছিল! বাস্তবিক, এই নৃত্যাভিনয় অপূর্ব সুন্দর বস্তু; আর এর মূল অনুপ্রাণনা আমাদের প্রাচীন ভারত থেকেই এসেছে,—এ কথা ভেবে, এই জিনিসটি দেখে যেন আমাদেরই জাতির প্রাচীনের সঙ্গে আমাদের আবার নব পরিচয় ঘ'ট্‌ল, এই ভাবে জিনিসটি আমাদের নিতান্ত আপন ব'লে মনে হ'চ্ছিল।

এই নৃত্যাভিনয়ের দু'দিন পরে, মঙ্কুনগরোর এক ছোটো ভাই তাঁর নাচ দেখালেন। যবদ্বীপীয় নৃত্যকলায় একজন প্রধান কলাবন্ত ব'লে এঁর খুব খ্যাতি আছে। ঐ দিন পুরুষের বেশ প'রে মঙ্কুনগরোর বাড়ির দু'টি মেয়ে Wireng নাচ দেখালে; তার পরে তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত Soerjawigianto 'সূর্য্যবিগ্যান্ত' নৃত্যাভিনয় ক'র্‌লেন—ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচের বেশে। কী জানি কেন, যবদ্বীপে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর মতন ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ-ও বেশ জন-প্রিয় পাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। যবদ্বীপের ঘটোৎকচ আবার প্রেমে পড়েন, বিবাহ-ও করেন, খালি কুরুক্ষেত্রে প্রাণ দেন না। শ্রীযুক্ত সূর্য্যবিগ্যান্ত নৃত্যচ্ছন্দের দ্বারা প্রেমিক ঘটোৎকচের প্রেমাভিনয় দেখালেন। এই নাচের Symbolism অর্থাৎ রূপক বা প্রতীক-ভাব কী, তা সব বুঝ্‌লুম না। আশা আর নৈরাশ্য, প্রেমপাত্রীর জন্য অব্যক্ত আকুলতা আর সর্বস্ব-সমর্পণ, প্রেমিকাকে লাভের দুর্দমনীয় ইচ্ছার ফলে অপরিসীম বীরকর্ম দেখানোর চেষ্টা—এই-সব জিনিস মূক অভিনয়ে, কেবল গমন-ছন্দে আর হাতের ভঙ্গীতে, দেখানো হ'ল। জিনিসটি চমৎকার—এমন সুন্দর ভাবে যে এই-সব জিনিসের প্রকাশ হ'তে পারে আমরা তা কল্পনা-ও করি নি।—এই নাচ হ'য়ে গেল, তার পরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যবিগ্যান্ত নাচের ভঙ্গীতে তোলা তাঁর ছবি স্বাক্ষর ক'রে আমাদের দিলেন॥

॥ ২৩ ॥

যবদ্বীপের রাজবাটীতে নৃত্যদর্শন

শূরকর্তর রাজা দশম পাকু-ভুবন (Pakoeboewono X) রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন, প্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের নাচ দেখ্‌বার জন্য। এই নাচ যবদ্বীপের সংস্কৃতির একটি অপূর্ব বিকাশ। এর বর্ণনা অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে ক'রে গিয়েছেন ; এই নাচের অনেক ছবিও নিয়েছেন, অনেক শ্রেষ্ঠ রূপকার এর ছবিও এঁকেছেন ; আর ঐতিহাসিক আর নৃত্যকলা-রসিক এই নাচের কথা অনেক বইয়ে লিখে গিয়েছেন।

মঙ্কুনগরোর বাড়ি থেকে রওনা হ'য়ে, রাত্রি আটটা-পঞ্চাশে আমরা Kraton অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে পৌঁছোলুম। প্রথা-মতন ভিতরের বিরাট্ মণ্ডপ, যেখানে নাচ হবে, সেখানে গিয়ে উঠ্‌বার আগে, বাইরের আর ভিতরের মহলের মাঝেকার একটি ফটকের সাম্‌নে আমাদের মোটর থাম্‌ল, কবি নাম্‌লেন, আমরাও নাম্‌লুম। ফটক মানে একটি বিরাট্ দেউড়ি, তার সাম্‌নেটা ছাতে ঢাকা, দরজার আশে-পাশে ঘর। এই দেউড়িতে রাজার কতকগুলি নিকট আত্মীয়—ছেলে, ভাই, ভাইপো—অতিথিদের স্বাগতের জন্য ছিলেন। ইউরোপীয় ফৌজী পোষাক পরা দুই-চারিটি প্রৌঢ় আর ছেলেদের দেখ্‌লুম। অন্য অতিথিদের মধ্যে, কতকগুলি ডচ্ মহিলা, একটি প্রাচীন ইংরেজ দম্পতী, আর একজন ডচ্ পুরুষও ছিলেন। ডচ্ রেসিডেণ্ট্ তখনও আসেননি—তাঁর আগমনের অপেক্ষায় আমাদের মিনিট দু-চার দাঁড়িয়ে' থাক্‌তে হ'ল। তাঁর মোটর এল', তিনি নেমেই একজন আর্দালীর হাতে নিজের টুপি দিয়ে, সাম্‌নে একটি ইউরোপীয় মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে করমর্দন ক'রে, আর কোনও দিকে না চেয়ে সাঁ ক'রে এগিয়ে' চ'লে গেলেন, দরজা পার হ'য়ে গেলেন। ডচ্ জাতির, ডচ্ মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি উপস্থিত, দেউড়িতে দাঁড়িয়ে' কারো সঙ্গে আলাপ করাটা বোধ হয় কায়দা-বিরুদ্ধ। যবদ্বীপীয় রাজপুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে, কবির অনুগমন ক'রে, যে পথ দিয়ে রেসিডেণ্ট্ সাহেব গেলেন সেই পথ দিয়ে আমরাও চ'ল্‌লুম। অষ্টাদশ শতকের সেকেলে' যবদ্বীপীয় পোষাক প'রে, মস্ত চওড়া খোলা তলওয়ার হাতে দু-চার জন সেপাই

আশে-পাশে দাঁড়িয়ে' র'য়েছে, আমাদের সঙ্গে-ও চ'লেছে। একটা দু-দিকের দেওয়ালের মাঝেকার পথ দিয়ে আবার একটি দেউড়িতে এলুম। এই দেউড়ি পেরিয়েই দেখি, সাম্‌নে এক অতি প্রশস্ত আঙিনায় বিজলীর আলোয় উদ্ভাসিত বহু-স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি বিরাট্ 'পেণ্ডপো' বা মণ্ডপ। যবদ্বীপীয় রাজবাটির এক ঐশ্বর্য্যময় দৃশ্য আমাদের চোখের সাম্‌নে তখন এসে দাঁড়াল'। প্রথমেই নজরে প'ড়্‌ল, মণ্ডপের ধারে কতকগুলি রাজানুচর নিশ্চল ধাতু-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে' —বোধ হয় হিন্দু-আমলের পোষাক প'রে; এদের গা খালি, সুদৃঢ় পেশী আর চওড়া বুকের পাটা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ বিজলীর আলোতে চক্‌চক্ ক'র্‌ছে; এদের মাথায় গোল আর উঁচু সাদা রঙের টুপি—খুব উঁচু তুর্কী ফেজ-টুপির ভাব, তবে তার মাথায় কালো রেশমের গোছা নেই। সোনালি রঙের একটা ক'রে ফিতের অলংকার গলা থেকে বুকের উপর ঝুল্‌ছে; পরনে রঙীন সারঙ্—আর হাতে খোলা তলওয়ার, উঁচু ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে' আছে। এদের বেশ বীরত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা—আর একেবারে সেকেলে' ধরনের; যেন যবদ্বীপের হিন্দু আমলের লড়াইয়ের কাব্য বা ইতিহাসের পাতা থেকে এরা নেমে এসেছে। আশে-পাশে আধুনিক যবদ্বীপীয় দরবারী পোষাক প'রে নানা লোক মণ্ডপের সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে' আছে, দেখ্‌লুম। বাঁ দিকে পড়ে গামেলানের দল; নানা রকমের যন্ত্র-পাতি নিয়ে সব ব'সে র'য়েছে। মস্ত বড়ো মণ্ডপটা মানুষে যেন গিশ্‌-গিশ্ ক'র্‌ছে। একদিকে লাল কালো আর সোনালি রঙের সাজ পরানো একটা কালো ঘোড়ার মূর্তি—প্রথম হঠাৎ দেখে মনে হ'য়েছিল,—বুঝি বা জীয়ন্ত ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে' রেখেছে। মণ্ডপটি দু'টি চাতালে; উপরে রাজার, রেসিডেণ্টের, আর অভ্যাগতদের বস্‌বার জন্য; আর তা থেকে এক ধাপ নীচে তার চার দিকে বারান্দার মতন আর একটি চাতাল। আমরা মণ্ডপের আঙিনায় পৌঁছে দেখ্‌লুম, সুসুহুনান্ স্বয়ং রেসিডেণ্ট্-সাহেবের অপেক্ষায় মণ্ডপে ওঠ্‌বার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে'। রেসিডেণ্ট্ আমাদের আগে-আগে যাচ্ছিলেন, দু-জনে সাম্‌না-সাম্‌নি হ'তে-ই ঝুঁকে পরস্পরকে অভিবাদন ক'র্‌লেন, তারপরে দু'জনে পাশাপাশি চ'ল্‌লেন, মণ্ডপের উপরে এঁদের দু'জনের জন্য দু'খানি উঁচু চেয়ার ছিল তাতে গিয়ে ব'স্‌লেন। রেসিডেণ্ট্ সুসুহুনানের বাঁ দিকে ছিলেন, দু'জনে হাত গলাগলি ক'রে চ'ল্‌ছিলেন। রেসিডেণ্টের আসন সুসুহুনানের আসনের

চেয়ে একটু উঁচু, আর এটি ছিল সুসুহুনানের সিংহাসনের ডান দিকে। এই বিরাট্ মণ্ডপটির নাম হ'চ্ছে Bengsal Kentjana 'বেঙ্সাল্ কন্চানা' বা 'কাঞ্চন-মণ্ডপ'। বেশ উঁচু থামগুলি, ছাতের নীচে চমৎকার কাঠের কাজ। মেঝে সাদা মার্বল পাথরের। রাজার নিশানের রঙ হ'চ্ছে লাল আর সোনালি হ'লদে, এই দুই রঙ চারিদিকে লাগানো। চার-কোণা মণ্ডপ, তার উঁচু চাতালের একদিকে সুসুহুনান্ আর রেসিডেণ্ট্ ব'স্লেন, আর খুব উঁচু পদবীর কতকগুলি যবদ্বীপীয় আর ডচ্ ব্যক্তি। কবিকে সুসুহুনানের ঠিক বাঁ পাশে বসালে। মণ্ডপের আর তিন দিকে সারি সারি—এক সারি বা দু'সারি ক'রে—চেয়ার। দু-তিনটে চেয়ারের সাম্নে একটি ক'রে ছোটো টেবিল বা তেপায়া। মণ্ডপের মাঝখানটা খালি; এইখানটাতে নাচ হবে। সুসুহুনান্ মুসলমান হ'লেও, অন্য যবদ্বীপীয়দের মতন এঁদের মধ্যে পর্দা নেই, রাজার আত্মীয়ারাও এই নাচের সভায় প্রকাশ্যে ইউরোপীয় মহিলাদের মতনই ব'সেছিলেন। প্রত্যেক চেয়ারে নাম-লেখা কার্ড দোড়ি দিয়ে বাঁধা—আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বস্বার জায়গা দেখিয়ে' দিলে। বস্বার আগে কিন্তু অভ্যাগত আর ডচ্ অফিসারদের লাইন বেঁধে সুসুহুনান্ আর রেসিডেণ্ট্-সাহেবের সাম্নে গিয়ে একে-একে এঁদের সঙ্গে কর-মর্দন ক'রে আস্তে হ'ল। তারপরে আমরা ব'স্লুম। সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, আমি—আমরা কালো রেশমের আচকান আর পাজামা আর মাথায় কালো টুপি প'রে গিয়েছিলুম। আমার বাঁ পাশে ছিলেন একজন ডচ্ অফিসার, আর ডান পাশে একটি প্রৌঢ়া যবদ্বীপীয় মহিলা, পরে শুন্লুম তিনি সুসুহুনানের এক বোন। জড়োয়া গয়না—হীরের কানের দুল-টুল—অল্প দু-চার খানা প'রেছিলেন। একটু দূরে কবি, সুসুহুনান্, এঁরা ব'সে। আমরা ব'স্তেই, প্রথম বার ইউরোপীয় ব্যাণ্ড এক পাশে কোথায় ছিল তাই বেজে উঠ্ল। ইতিমধ্যে একদল চাকর এসে অভ্যাগতদের সাম্নেকার টেবিলে গেলাসে ক'রে পানীয় দিয়ে যেতে লাগ্ল—ঠাণ্ডা লেমনেড। সাদা জামা আর রঙীন সারঙ্ পরা রাজবাড়ির চাকরের দল। যখন এরা সুসুহুনান্ কিংবা রেসিডেণ্টের সাম্নে যায়, এঁদের কিছু জিনিস দেয়, তখন হাঁটু গেড়ে ব'সে দু' হাত জুড়ে প্রণাম করে, তারপরে পানীয় প্রভৃতি দেয়। কবি আর সুসুহুনানের মধ্যে দোভাষীর কাজ কর্বার জন্য ছিলেন সুসুহুনানের এক যুবা পুত্র। (রাজার নাকি গুটি তিরিশেক সন্তান।) এই রাজকুমারটি খুব

গৌরবর্ণ, বেশ সুপুরুষ দেখ্‌তে,—তবে একটু খর্বকায়। তিনি ইউরোপে ছিলেন বছর দুই-তিন, কতকগুলি ইউরোপীয় ভাষা জানেন, ইংরিজি তার মধ্যে একটি। হলাণ্ডে একটি অশ্বারোহী সৈন্যদলের সেনানী ছিলেন—বেশ জনপ্রিয় ব্যক্তি, ডচেরাও এঁর খুব পক্ষপাতী। রাজা নিজের ভাষায় কবিকে যা জিজ্ঞাসা করেন, রাজপুত্র ইংরিজিতে অনুবাদ ক'রে কবিকে বলেন, আর কবির কথা রাজাকে দেশভাষায় জ্ঞাপন করেন। রাজার সঙ্গে কথা কওয়ার মধ্যে একটি জিনিস দেখ্‌লুম—দুই হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে' প্রণামের ঘটা। রাজা যাই কিছু রাজকুমারকে বলেন, শুনেই রাজকুমার দুই হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকান, যেন মহারাজের কথা মাথায় ক'রে নিলুম। তারপর, রাজাকে কিছু বল্‌বার আগে ফের ঐ রকম করেন। এই হ'চ্ছে যবদ্বীপের প্রাচীন রীতি; মুসলমান অর্থাৎ আরব বা পারস্যের আদব-কায়দা এই রীতিকে তাড়াতে পারে নি। কবির সঙ্গে সুসুহুনানের এমন কোনও গভীর বিষয়ে আলাপ হয় নি; বেশীর ভাগই ভদ্রতার বাজে কথা, তার মধ্যে কবির বয়স কত, আর তাঁর সন্তানাদি কী, এ-সম্বন্ধে রাজা খুব কৌতূহল দেখিয়েছিলেন। আমার কিন্তু রাজকুমারটির দোভাষিগিরি দূর থেকে দেখ্‌তে বেশ লাগ্‌ছিল; কবির-ও এঁকে বেশ ভালো লেগেছিল।

এই রাজকুমারটির নাম Koesoemajoedo 'কুসুমায়ুধ'। যবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ সামন্ত নৃপতি, ধর্মে মুসলমান হ'লেও, নিজের ছেলের এ রকম নাম রাখ্‌তে লজ্জিত হন না। আমাদের দেশের নিজাম বা অন্য কোন বড়ো মুসলমান রাজার বাড়িতে এটা কি এখন সম্ভব? এরা মুসলমান ধর্ম নিয়েছে, কিন্তু জা'ত দেয় নি। মঙ্কুনগরোর দুই ছোটো ছেলে—তাদের নাম হ'চ্ছে Sarosa 'সরোষ' আর Santosa 'সন্তোষ' (যবদ্বীপে 'রোষ' অর্থে বীরত্ব—'স-রোষ' কিনা বীরত্বযুক্ত), আর তাঁর ছোটো একটি মেয়ের নাম Koesoemawardani 'কুসুমবর্ধনী'। সুন্দা, মাদুরী, যবদ্বীপীয়,—এই তিনটি জাতির মধ্যে এখনও যে-সব বড়ো-বড়ো সংস্কৃত নাম প্রচলিত আছে তা শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। বাতাবিয়ার Balai Poestaka 'বালাই-পুস্তাকা' অর্থাৎ 'পুস্তকালয়' বা সরকারী লোক-সাহিত্য-প্রচার বিভাগের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা থেকে কতকগুলি লেখকের নাম তুলে' দিচ্ছি; তা থেকে এদেশে মুসলমানদের ভদ্র সমাজের মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত নামের কিছু-কিছু ধারণা করা যাবে।—

যথা,—Harja Hadiwidjaja আর্য্য আদি-বিজয়—যবদ্বীপীয় লিপিতে অনেক সময়ে আদ্য স্বরবর্ণের আগে একটি অনুচ্চারিত h বা হ-কার বসিয়ে' দেয়; Wirapoestaka বীরপুস্তক; Soeradipoera স্বরাধিপুর; Soerjapranata সূর্য্য-প্রণত; Mangkoeatmadja মঙ্কু-আত্মজ ('মঙ্কু' যবদ্বীপীয় শব্দ—অর্থ 'ক্রোড়-দেশ'); Sastrowirja শাস্ত্রবীর্য্য; Sastratama শাস্ত্রতম (বা 'শাস্ত্রাত্ম'); Poedjaardja পূজা-আর্য্য; Wirawangsa বীরবংশ; Poerwasoewignja পূর্ব-সুবিজ্ঞ; Wirjasoesatra বীর্য্য-সুশাস্ত্র; Sasraprawira সহস্র-প্রবীর; Sasrasoetiksna সহস্র-সুতীক্ষ্ণ; Dirdjasoebrata ধৈর্য্য-সুব্রত; Ardjasoewita আর্য্য-সুবীত; Rangga-warsita রঙ্গ-বর্ষিত; Wirjadiardja বীর্য্যাধি-আর্য্য; Jasawidagda যশোবিদগ্ধ; Sasrakoesoema সহস্র-কুসুম; Sindoepranata সিন্ধু-প্রণত; Daramaprawira ধর্ম-প্রবীর, Poerwaadiwinita পূর্ব-অধিবিনীত, Martaardjana মর্ত-অর্জন; Djajamargasa জয়-মার্গস ('স' যবদ্বীপীয় প্রত্যয়); Reksakoesoema রক্ষা-কুসুম; Boedidarma বুদ্ধি-ধর্ম; Adisoesastra আদি-সুশাস্ত্র; Dwidjaatmadja দ্বিজ-আত্মজ; Prawira-soedirdja প্রবীর-সুধৈর্য্য; Soerjadikoesoema সূর্য্যাধিকুসুম; Reksasoesila রক্ষা-সুশীল; Sasraharsana সহস্র-হর্ষণ; Karta-asmara কৃত-স্মর; Sasrasoeganda সহস্র-সুগন্ধ; Djajapoespita জয়-পুষ্পিত; Tjitrasentana চিত্র-সন্তান; Arijasoetirta আর্য্য-সুতীর্থ; Kartawi-bawa কৃত-বিভব;—ইত্যাদি, ইত্যাদি। শূরকর্তাতে একটি কাপড়ের দোকানে সুরেন-বাবু কিছু বাতিক্ কাপড় কিন্‌লেন, দোকানের অধিকারীর নাম Hardjosoepradjnjo, অর্থাৎ 'আর্য্য-সুপ্রাজ্ঞ'। বহুস্থানে আবার যবদ্বীপীয় শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ জুড়ে এদের নামকরণ হয়। পশ্চিম যবদ্বীপের সুন্দাজাতির মধ্যেও এই রকম সংস্কৃত নামের ঘটা দেখা যায়—যেমন,—'সৌম্যাত্মজ, প্রবীর-কুসুম, অর্দি (ঋদ্ধি ?)-বিনত; গুণবান্, গন্ধ-আদিনগর, ধীরাধিনত, কান্ত-প্রবীর, সুর-বিনত, সূর্য্যাধিরাজ, ধর্ম-বিজয়, শাস্ত্রাধিরাজ, সত্য-বিজয়, চক্রাধিরাজ', ইত্যাদি।

এতগুলি সংস্কৃত নাম শোনাবার উদ্দেশ্য—এদেশের ভদ্র-সমাজের সংস্কৃতির একটা পট-ভূমিকা দেওয়া। প্রাচীন কালে হিন্দু যুগে অবশ্য আরও বেশী ক'রে

সংস্কৃতের ব্যবহার হ'ত। কিন্তু বহু শব্দ এরা এমন হজম ক'রে নিয়েছে যে সেগুলি যবদ্বীপীয় ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এদের ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ এখনও আছে—বহু স্থানে সে-সব শব্দের অর্থ ব'দ্‌লে গিয়েছে, কিন্তু শব্দগুলি র'য়েছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্যে আর কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি ;—প্রাচীন যবদ্বীপের বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ 'অর্জুন-বিবাহ' থেকে দু'টি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ তুলে' দিচ্ছি—

বসন্ততিলক ছন্দ (একবিংশ সর্গ)—

য়ন্ ক্বাৎ নিবাতকবচাগুলাগুল্ প্রগল্‌ভ
ক্রোধে রিকাঙ মঙিকু নীতি মমেৎ উপায়।
তন্ সাম ভেদ ধন কেবল দণ্ডকর্ম,
গ্যোঙ্ নিঙ্ পরাক্রম জুগেনহ্ ক-প্রবীরন্॥ ১॥
মন্ত্রিন্য পাদ্-উভয় শুদ্ধকুল প্রশান্তা
ক্রোধাক্ষ দুষ্কৃত বিরক্ত করালবক্ত্র্।
বেৎবেৎ হিরণ্যকশিপুঃ কুল কালকেয়
মঙ্গেঃ কৃতার্থ।গম্বলঙ্ হলুরিঙ্ রণাঙ্গ॥ ২॥

এদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের এই বাহুল্যের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যবদ্বীপের প্রতি' কবিতায় উল্লেখ ক'রেছেন—

এই যে পথে হ'য়েছিল মোদের যাওয়া-আসা,
আজো সেথায় ছড়িয়ে' আছে আমার ছিন্ন ভাষা।

যবদ্বীপের রাজবাড়ির কায়দার মধ্যে, আমাদের দেশের সভ্যতার আর রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ খায় না এমন কিছু দেখ্‌লুম না। যাক্,—আমরা বস্‌বার পরে ইউরোপীয় ব্যাণ্ড তো অল্প খানিকক্ষণ বাজ্‌ল। তারপর নানা তালে গামেলান্ বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। খালি গায়ে গামেলানের দল ভূঁয়ে ব'সে ; তাদের মধ্যে গাইয়ে' র'য়েছে, জন-কতক মেয়ে আর পুরুষ। এদের গলার আওয়াজ চমৎকার। পুরুষ গাইয়েরাই বেশী গাইলে—ধীর-গম্ভীর একটি সুরে একজন গায়ক গান ধ'র্‌লে—সমস্ত গামেলানের সুমধুর টুং-টাং ধ্বনির ঊর্ধ্বে আমাদের ধ্রুপদ-গানের ধরনে এর স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনাতে লাগ্‌ল। আমাদের স্থির হ'য়ে ব'স্‌তে এইরূপে খানিকক্ষণ কেটে গেল। মণ্ডপটির চার ধারে চেয়ারে যবদ্বীপীয় আর ডচ্ নর-নারীরা উপবিষ্ট—গামেলানের আর

গানের আওয়াজে মণ্ডপটা গম্‌-গম্‌ ক'র্‌ছে। আমার ডান পাশে যে রাজ-বংশীয়া মহিলাটি ব'সেছিলেন, তিনি দুই-একটি কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন —মালাই ভাষায়। যথাশক্তি আমি তাঁর সঙ্গে মালাই বল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। কবির সম্বন্ধে প্রশ্ন, ভারতবর্ষের রাজাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন, আর মেয়েদের সম্বন্ধে প্রশ্ন। আমরা মুসলমান নই শুনে কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই। বাঁ পাশের ডচ্‌ ভদ্রলোকটির হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে জান্‌বার বড়ো ইচ্ছা দেখ্‌লুম—ইনি বোধ হয় কোনও আসিস্টাণ্ট্‌-রেসিডেণ্ট্‌ হবেন। কবিকে আর সকলের মতন—তবে একটু বেশী কাজ করা—একখানা চেয়ার দিয়েছিল, পরে তাঁর জন্য একখানা আরাম-কেদারা এনে দিলে। নাচ কখন কি-ভাবে আরম্ভ হ'বে জানি না, আমরা ব'সে-ব'সে গল্প-গুজব ক'র্‌ছি, গামেলান্‌ শুন্‌ছি, আর মাঝে-মাঝে বরফ-লেমনেড খাচ্ছি।

আমার পাশের ডচ্‌ ভদ্রলোকটি আমার গায়ে হাত দিয়ে, মণ্ডপের বাইরে আর একটি মহলে যাবার একটি ঢাকা পথের দিকে দেখালেন। সকলের দৃষ্টিও সেই দিকে প'ড়্‌ল। অতি মনোহর, ধীর পদবিক্ষেপে কতকগুলি তরুণী আস্‌ছে। লোকজনের গুঞ্জন যেন সহসা থেমে গেল, গামেলান্‌ বাজনা তখন যেন আরও উৎসাহের সঙ্গে বেজে উঠ্‌ল, গায়কের কণ্ঠস্বর যেন বিজয়োৎসবের উল্লাসে পূর্ণতর উচ্চতর হ'য়ে উঠ্‌ল। 'বেডয়ো' নাচের পাত্রীরা সভা-মণ্ডপে প্রবেশ দিচ্ছেন। এরা সংখ্যায় ন জন। সৌষ্ঠব আর সুষমায় পূর্ণ দেহশ্রী। পরিধানে একখানি ক'রে খেজুরছড়ির মতন ঢেউ-খেলানো সাদার উপর খয়রা রঙের নক্‌শাদার সারঙ্‌, তার খানিকটা মাটিতে লুটিয়ে' আস্‌ছে। গায়ে বুক-আঁটা উজ্জ্বল নীল বা লাল বা হ'ল্‌দে রঙের মখমল বা কিঙ্‌খাপের আঙিয়া পরা, দুই কাঁধ অনাবৃত। কোমরে নানা রঙের নক্‌শায় বোনা রেশমের পাটোলা কাপড়ের উত্তরীয় জড়িয়ে' কোমর-বন্ধ, তার দু'টো লম্বা খুঁট দু-দিকে ঝুল্‌ছে। মাথায় খোঁপায় জুঁইফুলের মালা—আর সোনার তারের প্রজাপতি, ফুলপাতা বা অন্য কোনও ধরনের অলংকার, প্রতি নড়া-চড়ায় মাথার সব গয়না কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে। গায়ে অলংকার খুব কম; জড়োয়া কানফুল বা দুল, হাতে সরু চুড়ি বা বালা একগাছি ক'রে, কনুইয়ের উপরে একটি ক'রে খুব কাজ করা তাড়ের মতন গহনা, মাথায় ছোটো একটি ক'রে সোনার মকুট, আর গলায় একগাছি ক'রে ছোটো হার। গায়ে, অনাবৃত গ্রীবাদেশে, কাঁধে, দুই বাহুতে, মুখে, একটা

হ'লদে রঙের গুঁড়ো মাখা, তাতে দূর থেকে এদের ঠিক যেন দেবী-প্রতিমার মতন বোধ হ'চ্ছিল। এদের দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ, একটা তন্ময় ভাবের সঙ্গে আস্‌ছে, অন্য কোনও দিকে এরা তাকাচ্ছে না; মাথা যেন ঈষৎ সংকোচের সঙ্গে নত হ'য়ে গিয়েছে। পা ফেল্‌ছে, এক পায়ের ঠিক সাম্‌নে আর এক পা, যেন পা দিয়ে জমি মেপে-মেপে চ'ল্‌ছে; দুই পা পাশাপাশি রেখে সাধারণ ভাবে আমরা যেমন চ'লে থাকি, সে রকমটা মোটেই নয়। এরা রাজ-অন্তঃ-পুরিকা, তাই এদের সম্মাননার জন্য সাম্‌নে আর পিছনে কতকগুলি ক'রে দাসী আস্‌ছিল; রাজার সাম্‌নে যেমন কেউ দাঁড়ায় না—হাঁটু গেড়ে বা উবু হ'য়ে বসে, তেমনি এই দাসীরা উবু হ'য়ে বসা অবস্থায় পা ঘ'ষ্‌টে-ঘ'ষ্‌টে চ'লে আস্‌ছিল। মণ্ডপের মধ্যখান অবধি এই দাসীরা ওই রকম ভাবে নর্তকী কন্যাদের সঙ্গে এল'—এক জন আগে আগে, আর কয় জন পিছনে; তার পরে তারা চ'লে গেল। নয়জন্ কন্যা তখন এসে রাজার সাম্‌নে দাঁড়াল',—তাদের দৃষ্টি তখনও সেই ভাবে নিজ নিজ পদতলে নিবদ্ধ।

প্রাচীন ভারতে নৃত্য-কলার খুবই উৎকর্ষ হ'য়েছিল, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গান আর বাজনার মতন নাচ-ও দেবার্চনায় ব্যবহার হ'ত। নাচকে বাঙ্‌লাদেশের বাউলেরা 'দেহের-গান' ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। নাচের উন্নতি এদেশে কতখানি হ'য়েছিল, ভাবের প্রকাশ বিষয়ে নাচকে কতটা সহায়ক ব'লে লোকে মনে ক'র্‌ত, তা দক্ষিণে তমিল-দেশে চিদম্বরম্-এর মন্দিরের গোপুরম্ বা তোরণ-দেহলীর গাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্য-ভঙ্গীর শত-শত প্রস্তর-চিত্র থেকে বোঝা যায়। আগে ভারতবর্ষে ভদ্রঘরেও নাচ প্রচলিত ছিল, যেমন গুজরাটে এখনও আছে—গুজরাটের অতি মনোহর গর্‌বা-নাচ। রাজার মেয়েরাও নগরের দেবালয়-প্রাঙ্গণে নৃত্যভঙ্গে কন্দুক-ক্রীড়া ক'র্‌তেন, দশকুমার-চরিতের মতন বই থেকে এ-সব কথা জান্‌তে পারা যায়। এখন সে-সব কথা অতীতের স্বপ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—সে দিন আর ফির্‌বে না। রাজার ঘরের মেয়েদের নাচের প্রথা ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপে-ও যায়। ওখানে মন্দির-প্রাঙ্গণে দেববিগ্রহের সাম্‌নে সাধারণ নর্তকীর বা রাজঅন্তঃপুরিকার বা অভিজাত বংশের মেয়েদের নাচের ব্যবস্থা হ'ত—এই নাচ দেবপূজার একটি মনোহর অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এই রীতি চ'লে আসে—যবদ্বীপে ভারতীয় নৃত্যকলা একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়ে দাঁড়ায়, যেন একেবারে

পূর্ণতায় এসে পৌঁছায়। ইন্দোনেসীয় বা মালাই-জাতির মধ্যে নৃত্য-ই ভাবের এক চরম অভিব্যক্তি হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নৃত্যের মূলসূত্রগুলি ভারতেরই ; কারণ, হাতের অনেক ভঙ্গীকে এখনও এদেশে 'মুদ্রা' বলে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যে —যেমন বোরো-বুদুরের গায়ে—উৎকীর্ণ খোদিত-চিত্রে নাচের অতি সুন্দর কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির উদ্যানে এই নাচ একটি অনিন্দ্য-সুন্দর পুষ্প—দেবতার অর্চনাতেই মুখ্যতঃ এটি নিবেদিত হ'ত। পরে কালধর্মে যবদ্বীপে সব ব'দলে গেল—মুসলমান ধর্ম এল', কাব্য-সংগীত সৌন্দর্য্য-কলা প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে আগে দেব-সেবা হ'ত তা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। মন্দিরগুলি আর পূজাস্থান রইল না, পরিত্যক্ত হ'ল, দেববিগ্রহ দূরীভূত হ'ল। কিন্তু যবদ্বীপের রাজারা ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেও নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির এই জিনিসটি আর ছাড়্‌তে পার্‌লেন না। তাঁরা নিজেদের রাজসভার শোভার নিমিত্ত আর নিজেদের আনন্দের নিমিত্ত এই নাচ বজায় রাখ্‌লেন—এর tradition বা ঠাট বা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত রীতিকে বর্জন ক'র্‌লেন না। আগেকার মত-ই রাজাবরোধের রমণীগণ বা রাজকন্যাগণ নাচের চর্চা ক'র্‌তে থাক্‌লেন, আর রাজার সাম্‌নে, বা কখনও-কখনও রাজাদেশে রাজার অভ্যাগতদের সাম্‌নে, নিজেদের এই অপূর্ব শিল্প-কলা দেখাতে লাগ্‌লেন।

ফির্‌তি পথে শুন্‌লুম, Karang-Pandan কারাঙ্‌-পান্দান্‌-এর পার্বত অঞ্চল বহু স্থলে দুর্গম—আর সেখানে এখনও হিন্দু যবদ্বীপীয় লোকেরা বাস করে,—মুসলমান ধর্ম আর ডচ্‌ শাসন এখনও সেখানে পৌঁছোয়নি। যবদ্বীপীয়দের মধ্যে মুসলমান ধর্ম প্রচার লাভ ক'র্‌তে থাক্‌লে, অনেক হিন্দু এইখানকার পাহাড়ে' অঞ্চলে আর পূর্ব-যবদ্বীপে তোসারি অঞ্চলে আর বলিদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারাঙ্‌-পান্দান্‌-এ এরা বাইরের কাউকে বড়ো যেতে দেয় না, তাই এদের সম্বন্ধে ঠিক খবরটি কেউ দিতে পারে না। তবে এরা এখনও বলিদ্বীপের আর তোসারির হিন্দুদের মতন শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করে, আর এদের একটি প্রধান পর্ব বা পুজানুষ্ঠান আছে, এদের ভাষায় তার নাম হ'চ্ছে Asaminda বা Asaminta 'আসামিন্দা' বা 'আসামিন্তা'। মঙ্কুনগরো ব'ল্‌লেন, কেউ-কেউ মনে করেন যে এটি সংস্কৃত 'অশ্বমেধ' শব্দের অপভ্রংশ ; তবে এই অনুষ্ঠানের স্বরূপ কী, তা বাইরের কেউ ভালো করে ব'ল্‌তে পারে না।

বিকালে সন্ধ্যার দিকে আমার একটি বক্তৃতা ছিল, স্থানীয় ডচ্ প্রটেস্টান্ট্ মাষ্টারদের-শেখাবার ইস্কুলে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় আর শিক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, আদর্শ আর প্রয়োগ—এই ছিল বক্তৃতার বিষয়। ক্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'র্লেন। জন আশী লোক নিয়ে শ্রোতৃদল; এর মধ্যে বেশীর ভাগই ডচ্ মেয়ে আর পুরুষ—এই ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী; আর পিছনের বেঞ্চিগুলিতে ছিল জন-কতক যবদ্বীপীয় ছোক্‌রা।

আজ রাত্রি নটা থেকে পৌনে-এগারোটা পর্য্যন্ত কবিকে নিয়ে স্থানীয় Kunstkring-এ সভা হ'ল। কবি বক্তৃতা দিলেন, বাকে তার তর্জমা ক'র্লেন। বিষয় ছিল—জাতিতে জাতিতে সংঘাত রূপ সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষ কি ভাবে ক'রেছিল। আজ সকালের ঘোরাঘুরির দরুন কবির শরীর মোটেই ভালো ছিল না, কিন্তু তিনি নিজের স্বাভাবিক অন্তর্মুখিতার সঙ্গে বিষয়টির আলোচনা করেন। ইন্দোনেসীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য-লাভের চেষ্টার বিরোধী কতকগুলি ডচ্ ব্যক্তি আছে—কবির আলোচ্য বিষয় আর তাঁর আলোচনা-রীতি বোধ হয় তাদের ভালো লাগেনি।

১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

সকালে প্রাতরাশের সময়ে মঙ্কুনগরোর বাড়িতে আবার নাচের আসর ব'স্‌ল। যে দু'টি মেয়েকে এই দু-তিন দিন নাচ্‌তে দেখেছি, তারা আজ পুরুষের পোষাক প'রে Wireng বিরেঙ্ নাচ দেখালে। মেয়েদের দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহ-সংক্রান্ত নাচ, এটা একটু অদ্ভুত ধরনের লাগ্‌ল। তার পরে মঙ্কুনগরোর ভাই ঘটোৎকচের ভূমিকায় তাঁর নৃত্যাভিনয় দেখালেন।

ডাক্তার Stutterheim ষ্টুটর্‌হাইম্ ব'লে একজন ডচ্ পণ্ডিতের সঙ্গে আজ আলাপ হ'ল। যবদ্বীপীয়দের জন্য স্থাপিত এখানকার একটি সরকারী ইস্কুলের অধ্যক্ষ ইনি। এই ইস্কুলে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, কলা ইত্যাদি বিশেষ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। যবদ্বীপে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় হয় নি; উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, শিক্ষায় প্রতিষ্ঠা, এই সব পেতে হ'লে যবদ্বীপীয় আর অন্য ইন্দোনেসীয় ছাত্রদের এখনও হলাণ্ডে অথবা ইউরোপের অন্য দেশে যেতে হয়। তবে ডচ্ সরকার শীঘ্রই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ক'র্বেন। বাতাবিয়াতে আইন পড়াবার জন্য এক সরকারী বিদ্যালয় আছে, সেটিকে নিয়ে

এই নব-প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগ গঠিত হবে। বাতাবিয়ায় একটি মেডিকাল ইস্কুল হ'ল, তার থেকে চিকিৎসা-বিদ্যার বিভাগ হবে। বান্দুঙ্-এ একটি সায়েন্স্-কলেজ বা ইস্কুল আছে, সেইটিকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ হবে। আর শূরকর্ততে ডাক্তার ষ্টুটর্‌হাইমের এই ইস্কুলটিকে অবলম্বন ক'রে সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার জন্য একটি আর্টস্-কলেজ হবে। ষ্টুটর্‌হাইম্ যুবক, নিজে সংস্কৃত জানেন, দ্বীপময়-ভারতের ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর লেখা, প্রধান প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হয়। তাঁর ইচ্ছা, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আর্টস্ বিভাগে Kawi 'কবি' বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা পাঠের সঙ্গে-সঙ্গে যাতে সংস্কৃত-ও শেখানো হয়। পরে আমি এঁর ইস্কুল দেখে আসি, আর দেখে আমার ভারি চমৎকার লাগে। ডাক্তার ষ্টুটর্‌হাইম্ এখন বলিদ্বীপীয় প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কাজ ক'র্‌ছেন। বলিদ্বীপে কতকগুলি পুরাতন সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির সম্পাদন-কার্য্যে তিনি এখন নিযুক্ত। ভালো সংস্কৃত জানেন এমন ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্য পেলে এই কার্য্য সহজ আর স্থন্দর ভাবে হয়, এই কথা তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সমধর্ম্মিত্ব-হেতু আমাদের আলাপ বেশ জ'ম্‌ল।

আগামী কাল স্থানীয় বিশিষ্ট যবদ্বীপীয়দের আহূত একটি সভায় কবির কতকগুলি কবিতা পড়া হবে—বাকে-র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমি 'কথা ও কাহিনী'-র এই কবিতাগুলির ইংরেজি অনুবাদ ক'রে দিলুম—'অভিসার, মূল্য-প্রাপ্তি, স্পর্শমণি, বিচার'। বাকে এগুলির ডচ্ অনুবাদ ক'র্‌লেন, তার পরে যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে সভায় পড়া হবে।

সদ্বংশীয় যবদ্বীপীয় মেয়েদের জন্য এই শহরে Van Deventer School ফান্-ডেফেণ্টর স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় ক'রেছে, মঙ্কুনগরো এই বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ বিকালে কবিকে সেখানে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে আমরাও গেলুম। ছোটো ইস্কুলটি; সম্ভ্রান্ত ঘরের ২৫।৩০টি মাত্র মেয়ে পড়ে, বছর বারো থেকে ষোলো পর্য্যন্ত বয়সের; বোর্ডিং-স্কুল, একটিমাত্র ক্লাস, মাসে ২৫ গিল্‌ডার ক'রে বেতন। প্রধান শিক্ষয়িত্রী একজন বর্ষিয়সী ডচ্ মহিলা—ভারি অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার এঁর। আর একজন ডচ্ শিক্ষয়িত্রী আছেন, আর যবদ্বীপীয় শিক্ষয়িত্রী একজন আছেন। যবদ্বীপীয় ভাষা, ডচ্ ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ছবি-আঁকা, বাতিক্-কাপড় তৈরী করা, সেলাই,

রান্না—এই-সব শেখানো হয়। যবদ্বীপীয় ভাষা পড়াবার জন্য একজন পণ্ডিত আছেন। মালাই ভাষা এদের আলাদা ক'রে শেখানো হয় না। মেয়ে-কয়টিকে দেখে আমাদের দেশের মেয়েদের মতন লাজুক, শান্ত, নম্র আর ভব্য ব'লে মনে হ'ল। বড়ো ঘরের মেয়ে অনেকেই, তবুও দাস-দাসীর পাট এখানে বেশী নেই, গৃহকর্ম কাপড়-কাচা ইত্যাদি নিজেরাই করে। ইস্কুল-বাড়িটি খুব বড়ো নয়, তবে গাছপালা চারিদিকে বেশ আছে। মাঝেকার একটা বড়ো ঘর নিয়ে এদের 'ডর্মিটরি' বা শোবার ঘর। শিক্ষয়িত্রী আমাদের সব দেখালেন—বিলাসিতা কিছুই নেই, তক্তপোষের উপরে সাদা মাদুর-ই হ'চ্ছে এদের বিছানা, কিন্তু সব পরিষ্কার ঝক্‌-ঝক্ তক্ তক্ ক'র্‌ছে। যেন একটা বেশ শুচিতার আব-হাওয়ার মধ্যে ইস্কুলটি। কবির-ও চমৎকার লাগ্‌ল—মঙ্কুনগরো আর তাঁর বন্ধুদের এই রকম ভাবে দেশের প্রাচীন সাহিত্য আর শিল্পের সঙ্গে জড়িত, বিলাসিতা-বর্জিত উচ্চশিক্ষা দেবার চেষ্টাকে খুবই সাধুবাদ দিলেন।

আজ বিকালে জুঁইফুলের গন্ধযুক্ত চা পান করা গেল—এই চা নাকি খালি যবদ্বীপেই হয়। চায়ের সঙ্গে অন্যতম উপকরণ বা অনুপান ছিল—শকরকন্দ, আলু সিদ্ধ, আর না'রকল দুধ আর সাগুদানার সঙ্গে ওদেশের এক রকম গুড় দিয়ে তৈরী পায়স—এটি এদেশের একটি সুখাদ্য।

প্রথম রাত্রে মঙ্কুনগরোর প্রাসাদের ছোটো মণ্ডপে ছায়াচিত্র-সহযোগে আমার বক্তৃতা হ'ল, ভারতের চিত্র-শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে। কবি ছিলেন, মঙ্কুনগরো নিজেও ছিলেন। ডাক্তার ষ্টুটর্‌হাইম্ লণ্ঠন আনেন আর ছবিগুলি দেখান, আর আমার ইংরেজি বক্তৃতার ডচ্ অনুবাদ করেন ব্রেউএস্। মঙ্কুনগরো নিজের জন পঞ্চাশেক আত্মীয় আর বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন।

আহারাদির পরে রাজকুমার Koesoemajoedo কুসুমায়ুধ-র বাড়িতে যবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য, ছায়াচিত্রাভিনয় দেখ্‌তে গেলুম। এই জিনিস হ'চ্ছে বিখ্যাত Wajang Poerwa 'ওআইয়াঙ্ পূর্ব'—প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে ছায়াভিনয়। এই জিনিসটির সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার॥

॥ ২৪ ॥

শূরকর্তাতে ছায়া-নাটক দর্শন

যবদ্বীপের সংস্কৃতির উদ্যানে একটি সুন্দর পুষ্প হ'চ্ছে Wajang Koelit 'ওআইয়াঙ্ কুলিৎ' বা পুতুলের ছায়া-নাটক। সংক্ষেপে জিনিসটি এই: নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চামড়ায়-কাটা মূর্তি বা ছবি নিয়ে প্রদর্শক একটি সাদা পরদার সাম্‌নে বসেন; প্রদর্শকের সাম্‌নে, মাথার উপরে, একটা আলো থাকে, এই আলোর রশ্মি পরদার সাম্‌নে ধরা পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদা পরদার উপরে কালো ছায়ার সৃষ্টি করে, পরদার ও-ধারেও এই ছায়া দেখা যায়। পুতুলগুলির হাত নাড়াতে পারা যায়। আর প্রদর্শক মুখে-মুখে ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠ করেন, বা পাত্র-পাত্রীদের কথা অভিনয়ের ধরনে নিজেই ব'লে যান। এই রকম পুতুল নিয়ে ছায়াবাজির নাটক অত্যন্ত সরল আর ছেলে-মানষি ব্যাপার ব'লে মনে হবে, কিন্তু একে অবলম্বন ক'রে যবদ্বীপে একটি বেশ বড়ো আর বৈশিষ্ট্যময় শিল্প-কলা গ'ড়ে উঠেছে।

যবদ্বীপে এই রকম ছায়া-নাটকের উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল? এরা যে চামড়ায়-কাটা পুতুল বা ছবিগুলি ব্যবহার করে, সেগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত। যবদ্বীপে ওআইয়াঙ্-এর পুতুলের চেহারায়, মানবদেহ-চিত্রণে একটা অত্যন্ত grotesque বা বিসদৃশ ঢঙ এসে গিয়েছে, ছবিগুলির হাত-পা সব লিক্‌লিকে সরু ক'রে তৈরী করা হয়, মাথাটির সমাবেশও অদ্ভুত; আর পোষাক-পরিচ্ছদ পরনের ধরনও অদ্ভুত। প্রথম দর্শনে, এ জিনিসের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোকের চোখে সবটা জড়িয়ে' দেবতা বা মানবের মূর্তিগুলিকে ভূতের বা ব্যঙ্গ-চিত্রের মূর্তি ব'লেই মনে হবে। কেমন ক'রে এই বিসদৃশ ঢঙের মূর্তির উদ্ভব হ'ল তার ক্রম-বিকাশ বোঝা কিছু কঠিন নয়; Kats কাৎস্-রচিত এই ছায়া-নাটক বিষয়ক বৃহৎ সচিত্র পুস্তকে ছবি দিয়ে বেশ দেখানো হ'য়েছে, কেমন ক'রে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রাম্বানান্-এর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মন্দিরের বাস্তবানুসারী শিল্পের দেবমূর্তি আস্তে-আস্তে ত্রয়োদশ শতকের পানাতারান্-এর শিল্পে বিশিষ্ট ভঙ্গী পেয়ে অনেকটা অন্য ধরনের হ'য়ে দাঁড়াল', আর তারপরে ধীরে-ধীরে এই শিল্প আজকালকার ওআইয়াঙ্-এর সজ্ঞান-কৃত কিম্ভূত মূর্তি পেয়ে ব'স্‌ল।

মূর্তিগুলি অদ্ভুত হ'লেও, তাদের মধ্যে একটা কলা-রীতি আছে, তাদের উদ্দেশ্য আছে, আর দস্তুর-মতন তাদের iconography বা মূর্তি-নির্ণয়-বিদ্যাও আছে। মোষের পরিষ্কার চামড়া থেকে কেটে লাল নীল আর সোনালি ইত্যাদি নানা উজ্জ্বল রঙ লাগিয়ে', এগুলিকে দেখ্‌তে খুবই জমকালো করা হয়; দু'দিকেই রঙ লাগানো হয়—, প্রত্যেক রঙের, দেহের প্রত্যেক ভঙ্গীটির একটি বিশেষ অর্থ থাকে। মোষের শিঙের বা বাঁশের কাঠির তৈরী সরু হাতলে মূর্তিগুলি আট্‌কানো থাকে, আর পৃথক্‌ আর দু'টি সরু কাঠি শক্ত সুতো দিয়ে দু'টি হাতের সঙ্গে লট্‌কানো থাকে, তার দ্বারা হাত নাড়াতে পারা যায়—কাঁধ আর কনুইয়ে কাটা হাত কব্জা দিয়ে জোড়া থাকে।

কি রকম ভাবে এই আদিম অবস্থার নাটক যবদ্বীপে এতটা প্রচার লাভ করে তা বলা যায় না। পুতুল-নাচ—দোড়ি টেনে পুতুলের হাত পা নাড়িয়ে' নাটকের খেলা দেখানো যবদ্বীপে এখনও প্রচলিত আছে, আর মানুষের দ্বারায় স্বাভাবিক মুখে অথবা মুখস-পরা মুখে অভিনীত নাটক-ও খুব হয়; কিন্তু এই ওআইয়াঙ্-কুলিৎ-এর লোকপ্রিয়তা কিছু কমে নি।

এ জিনিস ভারত থেকেই যবদ্বীপে গিয়েছিল ব'লে অনুমান হয়। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতের আদি নাটক হ'ত পুতুল-নাচ আর ছায়া-নাট্যকে অবলম্বন ক'রে। পুতুল-নাচের সঙ্গে মানুষের দ্বারা অভিনীত নাটকের একটা যোগ যে ছিল, তা সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দই যেন ইঙ্গিত ক'র্‌ছে—'সূত্রধার' অর্থে, যে পুতুল নাচাবার সুতো বা দোড়ি ধ'রে থাকে, তার পরে অর্থ দাঁড়াল'—যে নিজেই অভিনয় করে। তবে 'ছায়া-নাটক' এই শব্দটি সংস্কৃতে আছে, আর সম্ভবতঃ এর দ্বারা পুতুল বা ছবির ছায়ার সাহায্যে অভিনয় সূচিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতে যে দুই চারিখানি 'ছায়া-নাটক' আছে, সেগুলি ঢের পরের—খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর আর তারও পরেকার। যে-সকল পণ্ডিত মনে করেন যে, সংস্কৃত নাটকের মূল এই ছায়া-নাটক, তাঁরা পতঞ্জলির মহাভাষ্যের একটি উক্তি নিয়ে নিজেদের মত স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা করেন; তবে তাঁরা এই উক্তিটিকে যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অন্য পণ্ডিতে তার আপত্তি ক'রেছেন। আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পুতুল-নাচের সঙ্গে কিছু পরিমাণে জড়িত থাকা সম্ভব; কিন্তু যবদ্বীপীয় ওআইয়াঙ্-এর মতো পুতুলের ছায়া দ্বারা অভিনয়—প্রাচীন ব্যাপার

নয়, অর্বাচীন যুগেরই ব্যাপার; খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে ইন্দোচীনে (শ্যামে আর কম্বোজে) যায়, যবদ্বীপে যায়, ওদিকে আরবদের দেশ ইরাক আর মিসরেও যায়, আর তুর্কীরাও এই জিনিস পরে নেয়; যবদ্বীপীয়দের ওআইয়াঙ্-এর মতো শ্যামদেশে-ও ছায়াভিনয়ের জন্য চামড়ায়-কাটা ছবি ব্যবহারের রেওয়াজ আছে; আর ইরাক মিসর আর তুর্কদেশেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকের চামড়ায়-কাটা মূর্তি আর অন্য চিত্র পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষে বোধ হয় এ জিনিসটি ততটা লোকপ্রিয় হ'তে পারে নি।

বেশীর ভাগ রামায়ণ মহাভারত আর Pandji 'পাঞ্জি' অর্থাৎ প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী অবলম্বন ক'রে এই ওআইয়াঙ্ নাটক; মহাভারত রামায়ণ অবলম্বন ক'রে যে ছায়া-নাটক হয়, তার নাম Wajang Poerwa 'ওআইয়াঙ্-পূর্ব'। যবদ্বীপে রামায়ণ মহাভারতের এতটা লোকপ্রিয়তা অনেকটা এই ওআইয়াঙ্-পূর্বের লোকপ্রিয়তার সঙ্গে জড়িত।

ওআইয়াঙ্-কুলিৎ-এর উপর ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'-তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একটি তথ্যপূর্ণ সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতে ওআইয়াঙ্-এর মূর্তির একটি তে-রঙা ছবি আর অন্য ছবিও আছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি সওয়া-নটায় কবির সঙ্গে আমরা রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র বাড়িতে গেলুম। বাড়িটি খুব বড়ো ব'লে মনে হ'ল না। ছোটো-খাটো একটি 'পেণ্ডপো' বা মণ্ডপ, সেখানে ওআইয়াঙ্-এর সরঞ্জাম সাজানো র'য়েছে। মাননীয় অভ্যাগতদের জন্য চেয়ার পাতা, আর সাধারণ লোকেরা মাটিতে গালচের উপরে ব'সেছে। আমাদের স্বাগত ক'রে বসালে। গৃহকর্তা রাজকুমার কুসুমায়ুধ সহাস্য বদনে উপস্থিত। এঁর এক ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, ভদ্রলোক পনেরো বছর হলাণ্ডের লাইডেন্ নগরে ছিলেন, ডচ্ আর ফরাসী বলেন। Djatikoesoemo 'জাতিকুসুম' নামে আর একজন রাজকুমার ছিলেন। রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র আর একটি নাম শুনলুম Ardjoeno 'অর্জুন'। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজিমান্—এঁর কথা আগে ব'লেছি, ইনি দেখতে এসেছিলেন; আর মঙ্কুনগরোও এসেছিলেন।

পেণ্ডপোটি জুড়ে ওআইয়াঙ্-এর আসর। বাড়ির অন্দরের একটা হল-ঘর আর পেণ্ডপোর মাঝামাঝি, সুন্দরভাবে খোদাই-করা কাঠের ফ্রেমে বড়ো সাদা চাদর একখানা আঁটা র'য়েছে। ভিতরের দিকে ভিতর-বাড়ির হল-ঘরে ব'সে মেয়েরা, আর বাইরের দিকে পেণ্ডপো-তে ব'সে পুরুষেরা—দু'দিকে ব'সে লোকে চাদরের উপর ছায়াচিত্রের অভিনয় দেখ্‌তে পায়। বাইরের দিকে পরদার সাম্‌নে মাঝামাঝি জায়গায় Dalang 'দালাঙ্' বা কথকের আসন; দালাঙ্-এর মাথার উপরে ঈষৎ সাম্‌নে, উপর থেকে শিকলে ঝোলানো খুব কাজ করা পিতলের একটা বড়ো প্রদীপ। দালাঙ্-এর ডাইনে বাঁয়ে দুই পাশে পরদার সঙ্গে লম্বালম্বি ক'রে রাখা দু'টো কলা-গাছের গুঁড়ি; তাতে প্রায় শ' দেড়েক ওআইয়াঙ্-এর মূর্তি রাখা—মূর্তিগুলির শিঙের বা বাঁশের কাঠির হাতল কলাগাছের গায়ে বিঁধিয়ে' সেগুলিকে খাড়া ক'রে রাখা হ'য়েছে। দালাঙ্-এর পিছনে তাঁর দোহার গাইয়েদের আর বাদকদের দল,—গামেলান্ বাজনা, আর ঢোল, সারেঙ্গী এই সব বাজনা।

স্বাগত শিষ্টাচারের পরে আমরা ব'স্‌লুম। শ্রীযুক্ত রাজিমান্ আর মঙ্কুনগরো, এঁরা ওআইয়াঙ্-এর পুতুলের সব ব্যাপার আমাদের বুঝিয়ে' দিতে লাগ্‌লেন। মূর্তিগুলি দুই ভাবের ক'রে কাটা হয়, দেব-প্রকৃতিক পাত্রের আর অসুর-প্রকৃতিক পাত্রের। দেব-প্রকৃতির পাত্রের নাক সরল ভাবে আঁকা হয়, কপাল থেকে সোজা, লাইন না ভেঙে নাকের গতি; অসুর-প্রকৃতির পাত্রের নাকের ডগা উঁচু দিকে যায়, আর নাক আর কপালের জোড়ের কাছে লাইন উচ্চাবচ, সোজা নয়। মূর্তিতে ঘাড় কতটা বাঁকা, তার উপর পাত্রের মনোভাব নির্ভর করে; সাধারণতঃ যে ভাবে ঘাড় বাঁকানো হয় তাতে নির্বিকার-ভাব দেখানো হয়, একটু বেশী ঝুঁকানো থাকার অর্থ বৈরাগ্য-ভাব, একটু উঁচু থাকার অর্থ বীরত্ব-ভাব। যখন পাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন, তখন কালো রঙে রাঙানো পুতুল বার করা হয়, অন্যভাববিশিষ্ট হ'লে লাল রঙে বা সাধারণ গায়ের সোনালি রঙে। এইরূপে এক-ই পাত্র বা পাত্রীর জন্য নানা রকম মূর্তি থাকে: ঠিক ভাবোপযোগী মূর্তি বা'র ক'রে ছায়াভিনয় করে। এক অর্জুনের চিত্র-বিচিত্র রঙের পাঁচ রকম মূর্তি আছে। অবশ্য ছায়া-নাট্যে এত রঙের সমাবেশের কোনও সার্থকতা থাকে না, কিন্তু তবুও এই সব খুঁটি-নাটি ওআইয়াঙ্-মূর্তির অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে'

গিয়েছে; দালাঙ্-এর দিকে যে দর্শকরা থাকে, এগুলি তাদের দর্শন ও আলোচনার বিষয় হ'য়ে ওঠে। ডাক্তার রাজিমান্ আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, ভারতবর্ষে নাটকে বা ছবিতে ভীমের পরিধানের কাপড় কী রঙের করা হয়? আমি অবশ্য একথা জান্তুম না, ভীমের কাপড়ের কোনও বিশেষ রঙের ব্যবস্থা আছে কি না; এখন, অন্ততঃ আমাদের বেশ-কারীরা, কি যাত্রায় কি থিয়েটারে, এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। ডাক্তার রাজিমান্ ভীমের ওআইয়াঙ্-মূর্তিটি দালাঙ্-এর কাছ থেকে নিয়ে আমায় দেখালেন—ভীমের পরিধেয়ের রঙ দেখ্লুম, লাল আর সবুজ চৌকা ছক-কাটা। এই লাল আর সবুজের check বা ছক হ'চ্ছে যবদ্বীপে বায়ুর রঙ; ভীম আর হনুমান্ হ'চ্ছেন পবন-তনয়, বায়ুর পুত্র, তাই এঁদের কাপড়ে ঐ রঙের ছকের ব্যবস্থা করা হয়। অন্য অন্য দেবতা আর পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধেও এই রকম বিশেষ-বিশেষ বর্ণ আর চিহ্নের নির্দেশ ওআইয়াঙ্-মূর্তিগুলিতে করা হয়। দেবতারা আর ঋষিরা মাটিতে পা দেন না, তাঁরা শূন্যে বিচরণ ক'র্তে পারেন, তাঁদের এই বিভূতি দেখাবার জন্য ওআইয়াঙ্-মূর্তিগুলিতে দেবতা আর ঋষির চিত্র হ'লে পায়ে জুতো এঁকে দেওয়ার রীতি আছে। বটার' উইস্নু, বটার' গুরু, বটার' ব্রম', অর্থাৎ ভট্টারক বিষ্ণু, গুরু বা শিব, আর ব্রহ্মা, এঁরা দেবতা ব'লে জুতো প'রে আসেন। শিবের মূর্তি দেখ্লুম—উপবিষ্ট বৃষের উপরে মহাদেব আসীন, চতুর্ভুজ, কিন্তু পায়ে কালো রঙের নাগরা জুতা। মূর্তি অনেকগুলি ক'রে থাকে, রামায়ণ মহাভারত এই দুইটি পালায় জড়িয়ে' প্রায় আড়াই-শ' মূর্তি থাকে। খালি পাত্র-পাত্রীর মূর্তি ছাড়া আখ্যায়িকায় বর্ণিত পশু-পক্ষীর-ও ছবি থাকে, যেমন রামায়ণের স্বর্ণমৃগের আর জটায়ুর—কিন্তু এগুলি সংখ্যায় কম। বড়ো গল্পের এক-একটি পালা বা অধ্যায় শেষ হ'লে, পাথার মতন ক'রে কাটা একটি ছবির ছায়া ফেলা হয়, তাতে মেরু-পর্বত, বৃক্ষশ্রেণী, নদী ইত্যাদি আঁকা থাকে, এটিকে Goenoeng 'গুনুঙ্' বা 'পর্বত' বলে।

কবিকে গৃহস্বামী কতকগুলি বাতিক্ কাপড় উপহার দিলেন। ছায়া-নাটক আরম্ভ হ'ল। অন্য সব আলো নিবিয়ে' দেওয়া হ'ল, খালি পর্দার সামনেকার বড়ো পিতলের প্রদীপটি জ্ব'ল্তে লাগ্ল। দালাঙ্ ব'সে-ব'সে গুরুগম্ভীর স্বরে তাঁর কথা ব'লে যেতে লাগ্লেন, আর পুতুল তুলে নিয়ে নিয়ে তাদের ছায়া পরদায় ফেলে, অভিনয়ের মতন তাদের পরিচালনা ক'র্তে লাগ্লেন।

আজকের পালা ছিল 'কীচক-বধ'। দালাঙ্-এর বল্বার ভঙ্গীটুকু বেশ সুন্দর লাগ্ছিল। মনে হ'চ্ছিল, তাঁর ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। একাধারে কথা, কথোপকথন আর গান ছিল। সব সময়টা দালাঙ্-এর কথার পিছনে মৃদু ভাবে গামেলানের টুং-টাং ধ্বনি একটা পটভূমিকার সৃষ্টি ক'রে চ'ল্ছিল। মাঝে-মাঝে দালাঙ্-এর গানে যোগ দিয়ে যখন তাঁর দোহাররা গেয়ে উঠ্ছিল, তখন বাজনার মাত্রাও উচ্চ হ'য়ে উঠ্ছিল।

আমরা দালাঙ্-এর দিকে ব'সে দেখ্ছিলুম। তাতে ক'রে আমরা গায়ক-বাদকের দল, রঙীন ওআইয়াঙ্ মূর্তি, পরদায় মূর্তির ছায়া,—পরদার সাম্‌নেকার প্রদীপের আলোয় সব কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম। খানিকক্ষণ পরে আমাদের পরদার ওদিকে নিয়ে গেল। সেদিক্‌টা অন্ধকার,—প্রদীপের আলোটাও নেই, কিন্তু ওদিকেই এই ছায়া-নাট্যের সার্থকতা বোঝা গেল। বাস্তবিক, এদিকে খালি ছায়ায় হওয়ায়, মূর্তিগুলির বিসদৃশ ভাবটা যেন বেশ মানিয়ে' যাচ্ছিল। আমাদের যবদ্বীপীয় বন্ধুরা ব'ল্‌লেন যে পরদার ও-দিকে, দালাঙ্ যে-দিকে ব'সে পাঠ ক'রে-ক'রে মূর্তির ছায়া ফেলে যায় তার উল্‌টো দিকেই, প্রাচীনকালে দর্শকেরা ব'স্‌ত; তার পরে ক্রমে দালাঙ্-এর দক্ষতা আর তার মূর্তিগুলির সৌন্দর্য্য ভালো ক'রে দেখ্‌বার জন্য পুরুষেরা দালাঙ্-এর দিকেই ব'স্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন, মেয়েরা কিন্তু ঠিক দিকেই র'য়ে গেলেন। এখনও যারা ওআইয়াঙ্-এর প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে চান, তাঁরা ওদিকে ব'সেই দেখেন।

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এই ছায়া-নাট্যের ব্যাখ্যা আর তাৎপর্য্য শুন্‌তে-শুন্‌তে আর গামেলানের তালে গান আর পাঠের মধ্যে ছায়াচিত্রগুলি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বেশ কেটে গেল। এদের দেশে প্রচলিত মহাভারত-কাহিনী আর রামায়ণ-কাহিনীও মূল সংস্কৃত কাহিনী থেকে বহু স্থলে ব'দ্‌লে গিয়েছে, তবে খুব বেশী রকমের ওলট-পালট কিছু হয় নি। সে-সব বিষয়েও দু'চারটে খবর পাওয়া গেল—আর সে-সব বিষয়ে ডচ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইতিপূর্বে অনেক কথা লিখেও গিয়েছেন।

এই ওআইয়াঙ্-কুলিৎ নাট্যের মজলিসে Dr Baudisch ডাক্তার বাউদিশ্ ব'লে একজন অষ্ট্রিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি এখানকার কারাগারের অধ্যক্ষ। ভদ্রলোকটি হিন্দু ধর্ম আর দর্শন সম্বন্ধে বেশ শ্রদ্ধা আর

আগ্রহ পোষণ করেন দেখ্‌লুম। ইনি নিজে কিন্তু রোমান-কাথলিক। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে খবর রাখেন। বৌদ্ধ বিহারের ব্যবস্থাও এঁর ভালো লাগে। Faith আর Emotion, ভক্তি আর ভাবুকতা—এই বিষয় নিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল।

আজ সকালে Dr. van Stein Callenfels ডাক্তার ফান্ ষ্টাইন্ কালেন্‌ফেল্‌স্ ব'লে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ইনি সরকারী প্রত্ন-বিভাগের একজন কর্মচারী—একাধারে ইঞ্জিনিয়ার, প্রাচীন শিল্পবিৎ, নৃতত্ত্ববিৎ। এঁর কথা ভুল্‌বার নয়। এত বড়ো বিরাট্ বপুর মানুষ আমি আর দেখিনি—যেমন ঢাঙা তেমনি মোটাসোটা—দেহের দৈর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথের মত সুদীর্ঘদেহ ব্যক্তিকেও অতিক্রম ক'রে, বিশালত্বে তো বটেই। এঁর সঙ্গে প্রাম্বানান্ আর বোরো-বুদুরের মন্দিরে আর যোগ্যকর্ততে পরে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশা হ'য়েছিল; যেমন বিপুল-কলেবর, তেমনি উদার খোলা-প্রকৃতির লোক ইনি। আমাকে ডাক্তার ষ্টুটর্‌হাইমের ইস্কুল দেখাতে নিয়ে গেলেন—যে ইস্কুলের কথা আগে ব'লেছি। ইস্কুলটির ব্যবস্থা চমৎকার। ডাক্তার ষ্টুটর্‌হাইম্ আমাকে নিয়ে সব ক্লাসগুলি দেখালেন—তখন সকাল সাড়ে-আটটা ন'টা হবে, সব ক্লাস-ই হ'চ্ছিল। একটি ক্লাসে যবদ্বীপীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, শিক্ষকের নির্দেশ মতন ক্লাসের অন্য ছেলে-মেয়েদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে' একটি যবদ্বীপীয় ছেলে দেশী নৃত্যের ব্যাখ্যা ক'র্‌ছে। এর হাতের ভঙ্গীগুলি দেখে একে বেশ সুশিক্ষিত নাচিয়ে' ব'লে মনে হ'ল। ডচ্ ভাষা পড়ানো হ'চ্ছে আর একটি ক্লাসে। ছবি-আঁকাও শেখানো হয় দেখ্‌লুম। ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। আমাদের হাই-ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের মতো বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা। ইস্কুলের বাড়িটি বেশ বড়ো, একজন চীনার তৈরী চীনা ধরনের বাড়ি, বাড়ির ভিতরে চমৎকার একটি বাগান আছে, বাগানে আম-গাছে আম হ'য়েছে, আমগুলি পাক্‌বার জন্য বেতের ছোট্ট-ছোট্ট ঝুড়ি ক'রে বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে, সেই অবস্থায় ঝুড়ির মধ্যে আম গাছে ঝুল্‌ছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুটর্‌হাইম্ ছেলে-মেয়েদেয় এক জায়গায় জড়ো ক'র্‌লেন, ডচ্ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর আমাদের আগমন সম্বন্ধে তাদের কিছু ব'ল্‌লেন, তারপরে ছেলেদের কিছু ব'ল্‌তে আমায় অনুরোধ ক'র্‌লেন। আমি ইংরিজিতে ব'ল্‌লে তারা আমার কথা বুঝ্‌বে একথা তিনি আমায় জানালেন, ব'ল্‌লেন যে ছাত্রেরা অনেকেই

ইংরিজি পড়ে। এরা মাটিতে ব'সে বা দাঁড়িয়ে' রইল—কিশোর বয়সের কৌতূহল- আর চঞ্চলতা-পূর্ণ বুদ্ধিশ্রী-মণ্ডিত সব মুখ। আমি আস্তে-আস্তে সহজ ইংরিজিতে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট ধ'রে এদের ব'ল্লুম—ভারতবর্ষের ছেলেদের আর ইস্কুলের সম্বন্ধে, শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধে। শান্তিনিকেতনের ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত দুই-একটা হাসির গল্পও ব'ল্লুম, দেখ্‌লুম তা ওদের অনেকে বুঝ্‌তে-ও পার্‌লে, তাতে জানা গেল যে এরা আমার কথা সব ধ'র্‌তে পার্‌ছে। শান্তিনিকেতনে উই-পোকার বড্ড উৎপাত, গাছতলায় মাটিতে আসন পেতে ব'সে এক উপাসনা-সভায় কোনও আচার্য্য বড্ড বেশীক্ষণ ধ'রে উপাসনা ক'র্‌ছিলেন, তাঁর শ্রোতারা অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়্‌ছিল, শেষে তিনি যখন দেড়ঘণ্টা-ব্যাপী সুদীর্ঘ উপাসনা সাঙ্গ ক'রে উঠ্‌লেন, তখন দেখা গেল যে তাঁর কামিজের পিছন দিক্‌টা যেটা বস্‌বার আসনের বাইরে মাটিতে লুটিয়েছিল সেটা উই-পোকায় এই সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলেছে—এই রকম দুই-একটা গল্পে এদের মধ্যে হাসাহাসি প'ড়ে গেল। মোটের উপর এই ইস্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে সাধুবাদ দিতে হয়—১৫।১৬ বছরের ছেলেরা নিজেদের ভাষা আর সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে দু-দু'টো ইউরোপীয় ভাষা বেশ ক'রে আয়ত্ত করে, এ বিশেষ বাহাদুরির কথা।

Java Institute-এ গিয়ে সেখানে খানিকক্ষণ আমাদের কোপ্যার্‌ব্যার্গের সঙ্গে কথা-বার্তা করা গেল। আমাদের এই কোপ্যার্‌ব্যার্গ্‌টি অতি চমৎকার লোক। এর নাম Koperberg-এর মানে হ'চ্ছে 'তামার পাহাড়।' 'তাম্রকূট' বা 'তাম্রচূড়'—এই দু'টি সংস্কৃত শব্দে এঁর নামের একটা চলন-সই তর্জমা করা যায়। আমি ব'ল্লুম—"আপনার নামের একটা সংস্কৃত সংস্করণ ক'রে, সেই নামে আপনাকে ডাক্‌বো; এখন 'তাম্রকূট', কি 'তাম্রচূড়', এ দু'টোর কোন্‌টা ব্যবহার ক'র্‌বো তা ঠিক ক'র্‌তে পারছি না—আপনি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করুন; এখন আপনি 'তাম্রকূট' বা তামাক ভালোবাসেন, না, 'তাম্রচূড়' অথবা 'তাম্বাচূড়া' অর্থাৎ রামপাখির মাংস ভালোবাসেন? তদনুসারে আপনার Koperberg নামের সংস্কৃত অনুবাদ হবে।" ভদ্রলোকের রুচি-অনুসারে আমরা তাঁর নামকরণ ক'র্‌লুম 'তাম্রচূড়'—ডচ্‌ বানানে Tamratjoeda; এঁর নানা সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে—কবি ব'ল্‌তেন, দেখ হে, লোকটি 'তাম্রচূড়' নয়, একেবারে 'স্বর্ণচূড়'। যাই হোক্‌, 'তাম্রচূড়' নামেই ইনি খুব খুশী। ইনি

জা'তে ডচ্, ধর্মে আর সমাজে য়িহুদী। দেশী লোকেদের প্রতি অত্যন্ত দরদ, সেই হেতু সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে এদের সংস্কৃতি চর্চার আর রক্ষার জন্য সৃষ্ট Java Institute নিয়েই আছেন। সব কাজে পিছনে থেকে পরিশ্রম ক'রে কাজটি সমাধা করার দিকেই এঁর আগ্রহ বেশী, নিজেকে জাহির ক'র্‌তে চান না। কবি এঁর খুব প্রশংসা ক'র্‌তেন। একটা জিনিস দেখ্‌তুম, যবদ্বীপীয়েরা এঁর সঙ্গে ঘরের লোকের মতন ব্যবহার ক'র্‌তেন। শিশুদের সঙ্গে ইনি খুব সহজেই জমিয়ে' নিতেন। মঙ্কুনগরোর বাড়িতে দেখি, রাজবাড়ির যত ছোটো-ছোটো ছেলেদের নিয়ে মাতামাতি ক'র্‌ছেন—ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌ছেন, কী কথা হ'ত জানি না, তবে হাত পা নেড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিতেন। একদিনের কথা মনে আছে,—মঙ্কুনগরোর বাড়ির একটি আঙিনায় একটি ছোটো অর্ধ-উলঙ্গ যবদ্বীপীয় ছেলে কি দুষ্টুমি ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে, তার পিছনে বাঁশের তৈরী লড়াইয়ে'-মোরগ ঢেকে রাখ্‌বার বিরাট্ হাল্‌কা এক খাঁচা নিয়ে তাকে তাড়া ক'র্‌ছেন আমাদের তাম্রচূড়, খাঁচা দিয়ে তাকে চাপা দেবার মতলবে; আর মহা উৎসাহে কোলাহল ক'র্‌তে-ক'র্‌তে একপাল ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে ছুট্‌ছে—সাহেব ছেলেটিকে লক্ষ্য ক'রে খাঁচাটি ফেলেছেন, আধ ইঞ্চি হ'লেই শিকার কবলস্থ হয় আর কি—কিন্তু তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে ক্ষিপ্রগতি যবদ্বীপীয় শিশু এক ঘরের চৌকাট ডিঙিয়ে' ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দর-মহলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এঁর সাহচর্য্যে আর চেষ্টায় আমাদের বলি আর যবদ্বীপ দর্শন পূর্ণাঙ্গ হ'য়েছিল।

দুপুরে জিনিস-পত্র গুছিয়ে' নিলুম—কাল আমরা যোগ্যকর্ত যাত্রা ক'র্‌বো। শূরকর্ত যবদ্বীপের আধুনিক হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র। অন্য দুই-একটি জিনিসের সঙ্গে এখান থেকে আমার একটি সীল-মোহর করিয়ে' নিলুম—পিতলের সীল-মোহর, ছাতলে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজপুত্রের আবক্ষ মূর্তি, মোহরে যবদ্বীপীয় অক্ষরে খোদাই করা—'কাশ্যপ সুনীতিকুমার'। বেলা দু'টোয় কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এল' কতকগুলি স্থানীয় ভারতীয়;—এদের মধ্যে বেশীর ভাগ পাঞ্জাবী মুসলমান, এরা পূর্ব-পাঞ্জাবের জালন্ধর আর হোশিয়ারপুর জেলার লোক; এখানে বাজারে এদের মণিহারী জিনিসের দোকান আছে;—আর এদের সঙ্গে ছিলেন বিরাট্ দাড়ীওয়ালা পাঞ্জাবী মুসলমান হকীম একজন, ইনি

তিব্বী বা ইউনানী দাওয়াই যবদ্বীপীয়দের মধ্যে ফিরি ক'রে বিক্রী ক'রে বেড়ান ; আর ছিল জন কতক স্থানীয় সিন্ধী ব্যাপারী।

ওআইয়াঙ্-এর মূর্তি কাটা এখানকার একটি সাধারণ লোক-শিল্প। ওআইয়াঙ্-এর ধাঁজে ছবি-ও রঙ-চঙ দিয়ে কাগজে আঁকা হয়, আর এমন কি এই ঢঙের ছবি দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপের কাহিনীর বই-ও চিত্রিত করা হয়। রাস্তার ধারে বাড়ির দেয়ালে ছোটো ছেলেকে এই ওআইয়াঙ্-এর অনুকৃতি ক'রে বেশ পাকা হাতে কয়লা দিয়ে ছবি আঁক্‌তে দেখেছি। রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র বাড়িতে ওআইয়াঙ্ কাট্‌বার কারিগর আছে, চামড়ায় কি ক'রে এই সব ছবি কাটা হয় তা ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু আজ বিকালে গিয়ে দেখে এলেন।

সন্ধ্যের দিকে সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবুর সঙ্গে বাজারে খুব ঘোরা গেল—বাতিক্ কাপড়, পুরাতন গুজরাটী পাটোলা কাপড়, আর অন্য শিল্প-দ্রব্যের সন্ধানে। Pasar Besar বা বড়ো-বাজারে পাঞ্জাবী মুসলমানদের খান-দুই দোকান দেখ্‌লুম। এরা বড়োই সামান্য-ভাবে ছোটো-খাটো ব্যবসা চালাচ্ছে। পাশেই এক চীনে' দোকান—সেখানে কিছু পুরাতন জিনিস সংগ্রহ হ'ল—বাঘ হাতী আর হাঁসের নক্‌শা-কাটা পাটোলা কাপড়ের তৈরী কোমরবন্দ, আর বাতিক কাপড়, আর অন্য জিনিস। আর একটি রাস্তায় পাশাপাশি সিন্ধীদের দু'টো রেশমের কাপড়ের দোকান—এদের খ'দ্দের বেশীর ভাগ যবদ্বীপীয় ভদ্র-গৃহস্থ লোকেরা। এদের মধ্যে জোগূমল ও তৎপুত্রগণের দোকানে ব'সে নানারকম আলাপ হ'ল। গোপাল ব'লে একটি সিন্ধী যুবক আমাদের সঙ্গে গল্প ক'র্‌তে লাগ্‌ল। পাটোলা বা পাটোরি কাপড়ের কাজ শূরকর্ত্ত'র রাজ-ঘরানাদের কল্যাণে এখনও টিঁকে আছে, ওরা সাবেক চালের জিনিস ব'লে এখনও ব্যবহার করে, এদের জন্যই সিন্ধী ব্যাপারী কয় ঘর, গুজরাট প্রদেশের সুরাত থেকে তৈরী ক'রে আনিয়ে' এই কাপড় যবদ্বীপে আমদানি ক'রে থাকে, এই কাপড় কেটে পাজামা আর কোমরবন্দ তৈরী হয়, এই কাপড় নাচুনী মেয়েরা উত্তরীয়ের মতন ব্যবহার করে, ইত্যাদি। গোপাল আমাদের সঙ্গে গল্প ক'র্‌তে-ক'র্‌তে আমাদের মঙ্কুনগরোর বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। সে যবদ্বীপে কয়েক বছর আছে, তার বিস্তর যবদ্বীপীয় বন্ধু হ'য়েছে, মালাই তো জানেই, ডচ্ কিছু-কিছু জানে, যবদ্বীপীয়ও বেশ জানে, যবদ্বীপীয় বন্ধুরা বাড়িতে উৎসবাদিতে একে

নিমন্ত্রণ করে;—যবদ্বীপীয়েরা তো হিন্দুই, মুসলমান ব'ল্‌লে আমরা যা বুঝি এরা মোটেই তা নয়, বাবু-সাব, এরা রামায়ণ মহাভারত আমাদের চেয়েও ভালো জানে,—আর রামায়ণের বেশ কবিত্ব-পূর্ণ অনুবাদ এদের ভাষায় আছে—এই শুনুন না, যেখানে ভিখারী-বেশী রাবণের সঙ্গে সীতা ঘৃণা-ভরে কথা কইছেন সেই জায়গাটা—এই ব'লে সে খানিকটা ক'রে যবদ্বীপীয় রামায়ণের শ্লোক আউড়ে' যায় আর হিন্দুস্থানী আর ইংরিজিতে অনুবাদ ক'রে আমাদের শোনায়। এত দূর দেশে এসে-ও সে যবদ্বীপে নিজেকে ততটা প্রবাসী ব'লে মনে করে না, কারণ এদেশের সঙ্গে তার মাতৃভূমির একটা সংস্কৃতি-মূলক যোগ সে ধ'র্‌তে পেরেছে,—এ কথাটা বোঝা গেল।

আজকে সওয়া-সাতটা থেকে সাড়ে-আটটা পর্য্যন্ত আলোক-চিত্রের সাহায্যে কালকের দেওয়া ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতাটির পুনরাবৃত্তি আমায় ক'র্‌তে হ'ল। আমার ইংরিজি থেকে বাকে ডচে অনুবাদ ক'র্‌লেন, তারপর তা থেকে একজন যবদ্বীপীয় যুবক নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। মঙ্কুনগরো আজও উপস্থিত ছিলেন। আর রাজবাড়ির মেয়েরাও ছিলেন অনেকগুলি। কালকের মতন ডাক্তার ষ্টুটর্‌হাইম্ লণ্ঠন নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ছাত্রও অনেকগুলি এসেছিল। মঙ্কুনগরো ভারতীয় চিত্রকলার অনুরাগী, রাজপুত চিত্রের উপর কুমারস্বামীর বড়ো বই আর বসটন্ মিউজিয়মের রাজপুত চিত্রাবলীর সচিত্র বিবরণী তাঁর খাস পাঠাগারেই র'য়েছে—আর তা ছাড়া আমাদের ক'ল্‌কাতার Indian Society of Oriental Art-এর প্রকাশিত আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের ছবিও তিনি আনিয়েছেন।

রাত সওয়া-নয়টায় স্থানীয় যবদ্বীপীয়দের দ্বারা কবির সংবর্ধনা হ'ল এখানকার Contact Club-এর হলে; এখানকার যবদ্বীপীয় সমাজের তাবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ডচ্ ভদ্রলোকও অনেকগুলি ছিলেন। গান, কবিতা, আর বক্তৃতার সভা। কবিকে সম্মানের আসনে বসালে। রাজকুমার কুসুমায়ুধ ইংরিজিতে কবিকে স্বাগত ক'রে ছোটো একটি বক্তৃতা দিলেন। ডাক্তার রাজিমান্-ও বক্তৃতা ক'র্‌লেন। 'কথা ও কাহিনী'র যে পাঁচটি কবিতা আগেই বাঙলা থেকে আমি ইংরিজি ক'রে দিই, আর বাকে তা থেকে ডচ্ ক'রে দেন, তার যবদ্বীপীয় অনুবাদ ডাক্তার রাজিমান্ প'ড়্‌লেন—মূল বাঙ্‌লা কবি পাঠ ক'রে শুনিয়ে' দেবার পরে'; সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত গাথাকয়টির গম্ভীরতা

ভাক্তার রাজিমানের মর্ম স্পর্শ ক'রেছিল, তিনি যবদ্বীপীয় অনুবাদ প'ড়্তে-প'ড়্তে যেন একটু অভিভূত হ'য়ে প'ড়্ছিলেন ; যবদ্বীপীয়দের মধ্যে যে এতটা ভাব-প্রবণতা আছে, এ আমার অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্য 'অর্জুন-বিবাহ' থেকে পাঠ হ'ল, আধুনিক যবদ্বীপীয় প্রেমের গান গাওয়া হ'ল। কবি 'যবদ্বীপের প্রতি' ব'লে যে কবিতা লিখেছিলেন, যেটির ইংরেজি আর ডচ্ অনুবাদ মঙ্কুনগরোর বাড়িতে বিতরিত হ'য়েছিল, তার প্রত্যুত্তরে রচিত যবদ্বীপের তরফ থেকে ভারতবর্ষের প্রতি আর বিশেষ ক'রে কবির প্রতি একটি যবদ্বীপীয় কবিতা গান ক'রে শোনানো হ'ল। (এই কবিতার মূল যবদ্বীপীয় কথাগুলি, আর তার ডচ্ অনুবাদ, Java Institute-এর মুখপত্র Djawa ব'লে পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল, আর পরে Visvabharatı Quarterly-তে তার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছিল।) কবিকেও কিছু ব'ল্তে হ'ল। এখানে যবদ্বীপীয়েদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে চমৎকার হৃদ্যতার পরিচয় পেলুম। সভার কাজ চুক্‌ল রাত্রি প্রায় পৌনে-বারোটায়।

কবি বাসায় ফির্‌লেন। তখন মঙ্কুনগরো আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক নাট্যশালায়। বহুদূরে শহরের একপ্রান্তে মঙ্কুনগরোর একটি বাগিচা আছে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য সেটি তিনি দান ক'রেছেন। আর সাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য, আর নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণে যাতে যোগ রাখ্‌তে পারে সেই উদ্দেশ্যে, নিজের পয়সায় একটি নাট্য-সম্প্রদায় তিনি চালাচ্ছেন। এখানে নটেরা মুখ্যতঃ রামায়ণ মহাভারত আর যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী আর উপন্যাস অবলম্বন ক'রে নাটক ক'রে থাকে। —সম্প্রদায়ে নটী নেই। সামান্য দুই-এক আনা মাত্র দর্শনী দিয়ে সাধারণ লোক দেখ্‌তে আসে। সপ্তাহে দু' দিন না তিন দিন ক'রে প্রায় বিনামূল্যের এই নাট্যাভিনয় হয়। মঙ্কুনগরো প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয় আর নৃত্য-গীতাদির উৎকর্ষ বজায় রাখ্‌তে বিশেষ যত্নশীল। আমরা গিয়ে দেখ্‌লুম, অভিনয় চ'ল্ছে,—প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য—এক পাশে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' দেখ্‌বারও ব্যবস্থা আছে। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, সব শ্রেণীর সব বয়সের লোক। মহাভারতের একটা কোনও পর্ব নিয়ে অভিনয় হ'চ্ছিল। মাঝারি আকারের রঙ্গমঞ্চ, নটেদের পোষাক-পরিচ্ছদ অভিনয়-ভঙ্গী সব সাবেক চালের —বুঝ্‌লুম, এখানে সংরক্ষণ-রীতিই প্রধানতঃ অবলম্বিত হ'চ্ছে। বোধ হয়,

তে-টানায় প'ড়ে যবদ্বীপের সংস্কৃতিকে vulgarised বা নীচ হ'য়ে পড়া থেকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে' রাখ্‌তে হ'লে, এই সংরক্ষণ-নীতির-ই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নটেদের অভিনয় যা দেখ্‌লুম, বেশ প্রশংসনীয় মনে হ'ল। অর্জুন তাঁর তিন অনুচর Semar 'সেমার'-দের নিয়ে এলেন, বনে এক সিংহের সঙ্গে সেমারদের দেখা, বিদূষক-প্রকৃতির এই তিন সেমার আর সিংহকে নিয়ে খানিক হাস্য-রসের অবতারণা—এ-সব ধ'রে প্রাচীন রীতির অনুকূল অথচ বেশ সহজ ভাবে অভিনয় হ'ল। নাটকে রাক্ষস-রাজার সভা, ঋষির আশ্রম, রাক্ষস-রাজের নৃত্য, একজন রাজকুমারের নৃত্য, এই-সব বিষয় ছিল। নাচ এদের শিল্প-চেষ্টার প্রধান বিকাশ—সব জিনিসের সঙ্গে নাচকে ঢুকিয়ে' এরা এমন সুন্দর ক'রে তোলে যে, সে ব্যাপারের তুলনা হয় না, চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা যায় না। মঙ্কুনগরো এইরূপে নানা দিক্ দিয়ে তাঁর স্বদেশীদের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির অমৃতবারি সিঞ্চিত ক'রে জাতির রস-বোধ আর শিল্প-প্রাণকে কোনও রকমে এই দুর্দিনে জীইয়ে' রাখ্‌তে চাইছেন—ভবিষ্যতে যাতে এই জাতীয় সভ্যতা দুর্দিনে কোনও উপায়ে বেঁচে থাকার ফলে, আরও নূতন রসসৃষ্টি যবদ্বীপীয় জা'তের দ্বারা হ'তে পারে, এই আশায়। তাঁর এই সাধু উদ্যম সব জা'তের লোকেদেরই কাছ থেকে সাধুবাদ পাবার যোগ্য, আর অবস্থা অনুকূল হ'লে অনুকরণ কর্‌বার যোগ্য।

রা'ত একটায় বাসায় ফির্‌লুম—নাটক তখন শেষ হয় নি। ডাক্তার ষ্টুটর্‌হাইম্ সঙ্গে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আজকের দিনটায় যবদ্বীপের মধ্যযুগের সংস্কৃতির বিশেষ কতকগুলি বস্তু দেখা গেল। কা'ল সকালে যোগ্যকর্ত যাত্রা ক'র্‌তে হবে—প্রাম্বানান্-এর বিশ্ববিশ্রুত হিন্দু মন্দির পথে প'ড়্‌বে—যবদ্বীপের গৌরবময় হিন্দু-সভ্যতার একটি উৎসমুখে সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, আমাদের ভারতের সঙ্গে যবদ্বীপের নাড়ীর যোগ এই-সব মন্দিরের মধ্য দিয়ে। জিনিস-পত্র গুছিয়ে' রোজ-নাম্‌চা লিখে যখন শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লুম, তখন রা'ত দুটো॥

॥ ২৫ ॥

প্রাম্বানান্

রবিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

আটটায় 'তাম্রচূড়' বা কোপ্যার্‌বার্গ্, ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু আর আমি এক মোটরে রওনা হ'লুম যোগ্যকর্তর উদ্দেশ্যে। একটি ওলন্দাজ মেয়ে-ডাক্তার যোগ্যকর্তায় যাচ্ছেন, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। কবি পরে যাত্রা ক'র্‌বেন—শূরকর্তয় একটি নূতন রাস্তা হ'য়েছে, এই রাস্তা কবি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক'র্‌বেন, রাস্তাটির নাম-করণ হবে কবির নামে—Tagorestraat, মঙ্কুনগরো এই অনুষ্ঠানটি কবিকে দিয়ে করিয়ে' নেবেন। পথে প্রাম্বানান্-এর মন্দিরে কবির জন্য আমরা অপেক্ষা ক'র্‌বো, সেখানে তাঁর সঙ্গে আমরা মিলিত হবো।

এক ঘণ্টা ধ'রে মোটরে ক'রে গিয়ে বেলা ন'টা আন্দাজ আমরা Prambanan প্রাম্বানান্-এ পৌঁছোলুম। প্রাম্বানান্ বোরো-বুদুরের মতনই যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার এক চরম সৃষ্টি—তাবৎ ভারতবাসীর, বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে, তীর্থস্থান ব'লে গণ্য হবার উপযুক্ত স্থান।

প্রাম্বানান্-এ আছে বিরাট্ কতকগুলি হিন্দীতে যাকে বলে 'খঁড়হর' বা খণ্ডগৃহ—অর্থাৎ বিধ্বস্ত প্রাচীন মন্দিরাদির সমাবেশ। মন্দিরগুলি পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মন্দির। উঁচু জমিতে প্রাকার-বেষ্টিত মস্ত এক চাতাল। তার মধ্যে তিনটি বড়ো-বড়ো মন্দির—খুব উঁচু অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে তবে মন্দিরের গর্ভগৃহে পৌঁছোতে হয়; এই তিনটির মাঝেরটি আবার সব-চেয়ে উঁচু, বিরাট্ আকারের বলা চলে। এই তিনটি মন্দির পর-পর সোজা উত্তর-দক্ষিণ ক'রে স্থাপিত; উত্তরেরটি বিষ্ণুর, মাঝের বড়ো মন্দিরটি শিবের, আর দক্ষিণেরটি ব্রহ্মার। এই তিনটি মন্দিরের সাম্‌নে এই তিন দেবতার বাহনের মন্দিরের ভগ্নাবিশেষ বিদ্যমান—বিষ্ণুর সাম্‌নে গরুড়ের, শিবের সাম্‌নে শিবের বৃষ নন্দীর, আর ব্রহ্মার সাম্‌নে হংসের; আর এ ছাড়া, প্রাকারের ভিতরে, চাতালের উত্তরে আর দক্ষিণে, দু'টি ছোটো-ছোটো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, এ দু'টি কোন্ দেবতার তা এখন আর বলা যায় না। এই তো হ'ল প্রাকারের ভিতরকার কথা—ভিতরে এই আটটা মন্দির ছিল।—শিবের বিরাট্ মন্দিরটিই হ'চ্ছে

কেন্দ্রস্থানীয়। প্রাকারের বাইরে তিন সার আর চার সার ক'রে চারদিকে ছোটো-ছোটো মন্দির ছিল, এগুলি এখন প্রায় সবই ভেঙে-চুরে গিয়েছে; প্রাকারের বাইরে এই-সব ছোটো মন্দিরের সংখ্যা ছিল দেড়-শ'র উপর। সমস্ত ধামটির পশ্চিম দিকে Kail Opak 'কালি ওপাক্' ব'লে একটি ছোটো পাহাড়ে' নদী এঁকে বেঁকে গিয়েছে।

যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই অতি অপূর্ব, শিল্প-সম্পদে অতুলনীয় পীঠস্থান দেখে বিস্মিত হ'য়ে যেতে হয়। আমাদের মোটর মন্দিরের সাম্নে রাস্তায় এসে দাঁড়াল', আমরা ছোটো একটি দেয়াল পেরিয়ে' বাইরের প্রাকার দিয়ে ঢুকে, তিন সার ছোটো মন্দিরগুলির ভগ্ন প্রস্তর-স্তূপের মধ্যে দিয়ে ভিতরের প্রাকার পেরিয়ে', বড়ো তিনটি মন্দিরের চাতালে এসে উপস্থিত হ'লুম। মাঝখানে শিবের বিরাট্ মন্দির দেখে একেবারে যেন অভিভূত হ'য়ে গেলুম। প্রাচীরের মধ্যেকার মন্দিরগুলির মাথার চূড়ো ভেঙে গিয়েছে, চাতালের মধ্যে এদিকে ওদিকে সব বড়ো-বড়া পাথরের চাবড়া প'ড়ে আছে। ডচ্ সরকারের প্রত্ন-বিভাগ এই মন্দিরগুলির যতদূর সম্ভব জীর্ণোদ্ধারের চেষ্টা ক'র্‌ছেন। বড়ো-বড়ো কপি-কল র'য়েছে; তাতে ক'রে মাটি থেকে পাথর তুলে নিয়ে যথা-সম্ভব যথা-স্থানে বসিয়ে' দেওয়া হ'চ্ছে; এই সকল পাথরের গা কেটে কেটে চিত্র উৎকীর্ণ থাকায়, এই রকম সাজানো কাজটি কতকটা সহজ হ'য়েছে। পাঁশুটে' রঙের পাথরের ভগ্নস্তূপময় এই স্থানটি দেখে কিন্তু মনটা বড়োই উদাস হ'য়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথকে প্রাম্বানান্ ভালো ক'রে দেখাবার জন্য ডচ্ সরকার সব-চেয়ে সেরা বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন—দ্বীপময়-ভারতের প্রত্ন-বিভাগের কর্তা Dr. F. D. K. Bosch ডাক্তার বস্ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর সঙ্গে প্রাম্বানান্-এর পুনঃসংস্কারের কাজে নিযুক্ত ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের পুর্ব-পরিচিত প্রত্ন-বিভাগের ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্, আর আর কতকগুলি ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শূরকর্তর অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন ক'রে আস্‌ছেন, তাঁর পৌছতে একটু দেরী হবে—আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্-এর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে লাগ্‌লুম।

ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ উভয়েই বেশ পণ্ডিত লোক। ডাক্তার বস্ সংস্কৃত বেশ জানেন, যবদ্বীপের সংস্কৃত অনুশাসন অনেকগুলি

সম্পাদন ক'রেছেন, ঐ দেশের প্রাচীন ইতিহাস আর সভ্যতা বিষয়ে তাঁর বিশেষ বিদ্যা হ'চ্ছে নৃতত্ত্ব। ডাক্তার বস্ পাতলা লম্বা একহারা চেহারার ব্যক্তি, বেশ মিশুক লোক, তবে একটু গম্ভীর ধরনের; হো হো ক'রে নিজে হাসছেন আর পাঁচজনকে নিয়ে আমোদ ক'রছেন এমন সুবিশালকায় কালেন্‌ফেল্‌স্-এর পাশে এঁকে একেবারে বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তি ব'লে মনে হয়।

প্রাম্বানান্-এর মন্দির কয়টি এঁরা আমাদের দেখালেন। সব মন্দির কয়টি পাথরের তৈরী। মন্দিরগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকের তৈরী। যবদ্বীপ নবম শতকে সুমাত্রার শ্রীবিষয় বা শ্রীবিজয়-রাজ্যের শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজাদের অধীনে ছিল; এই শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের কারো আমলে, নবম শতকে, বোরো-বুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ তৈরী হয়। তারপর শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজাদের প্রতাপ খর্ব হয়, খাস যবদ্বীপের রাজারা মাথা তুলে' ওঠেন। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী, শৈব। এঁদের মধ্যে এক প্রধান রাজা ছিলেন রাজা দক্ষ; কেউ-কেউ অনুমান করেন যে, প্রাম্বানান্-এর মন্দির-রাজি এই রাজা দক্ষেরই কীর্তি। এগুলি যেন কতকটা বোরো-বুদুরকে টেক্কা দেবার জন্যই তৈরী করা হ'য়েছিল। খাড়াইয়ে শিবের মন্দিরটি বোধ হয় বোরো-বুদুরকেও অতিক্রম ক'রত।

মূল মন্দির তিনটি ভগ্ন দশায়; কিন্তু সব যায় নি। বিষ্ণু-মন্দিরের গর্ভগৃহের হানি বেশী হ'য়েছে। তিনটি মন্দিরে মানুষের চেয়ে অতিকায়, পাথরে তৈরী তিনটি দেব-বিগ্রহ ছিল, তার মধ্যে বিষ্ণু-মূর্তিটি আর নেই, শিব আর ব্রহ্মার মূর্তি এখনও স্ব স্ব স্থানে বিরাজমান। বাহন তিনটির মধ্যে কেবল শিবের বাহন, বৃষ নন্দী, যথাস্থানে আছে—ঠিক শিবের সাম্‌নেই; আর দু'টি বাহন আর নেই। থাকে-থাকে, এক তলার পরে আর এক তলার মতন ক'রে মন্দিরগুলি উঠেছে। শিবের মন্দিরের চার ধারে সিঁড়ি, কিন্তু বিষ্ণু আর ব্রহ্মার মন্দিরে কেবলমাত্র একধারে, পূব দিক্ থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, গর্ভগৃহের চারিদিকে একটি ক'রে বারান্দার মতন—এই বারান্দাটি হ'চ্ছে এক-প্রকোষ্ঠময় গর্ভাগার প্রদক্ষিণ করার জন্য চংক্রম-পথ। তিনটি মন্দিরেই এই চংক্রম-পথ বা বারান্দার দেয়ালে ভিতর দিকে আর বারান্দায় লাগাও মন্দিরের গর্ভগৃহের দেয়ালের বাইরের দিক্‌টায় পাথরের উপরে অপরূপ সুন্দর খোদিত

চিত্রাবলী বিরাজমান। বোরো-বুদুরের গায়ে উৎকীর্ণ এই রকম চিত্র, আর প্রাম্বানান্-এর এই চিত্রাবলী, যবদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ; হিন্দু তথা বিশ্ব শিল্প, এই খোদিত চিত্রাবলীর মহিমায় উদ্ভাসিত। বিষ্ণু-মন্দিরের আর শিব-মন্দিরের গায়ে খোদা চিত্রাবলী প্রায় সবটাই অটুট অবস্থায় আছে, কিন্তু ব্রহ্মার মন্দিরের চিত্রাবলী বড়োই ভগ্ন অবস্থায়। শিব-মন্দিরের আর ব্রহ্মার মন্দিরের চিত্রাবলী রামায়ণের ; এর মধ্যে, প্রথমে আছে বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের জন্য দেবতাদের অনুরোধ এই দৃশ্য, তারপর দশরথের ঘরে রামের জন্ম থেকে বানর-সৈন্য কর্তৃক সেতুবন্ধ আর সাগর পার হওয়া—এই পর্য্যন্ত দৃশ্যগুলি সুন্দর ভাবে রক্ষিত আছে। ডচ্ প্রত্ন-বিভাগ এই চিত্রগুলিকে চমৎকার ভাবে ছাপিয়ে' শস্তায় প্রকাশিত ক'রেছেন। বিষ্ণু-মন্দিরে আছে কৃষ্ণায়ণ বা কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক চিত্রাবলী—এগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। রামায়ণের ছবিগুলি সুপরিচিত ['প্রবাসী' পত্রিকায় ইতিপূর্বে এগুলি প্রকাশিত হ'য়ে গিয়েছে—১৩৩৪ সালের আশ্বিন আর কার্ত্তিক মাসের আর ১৩৩৫ সালের বৈশাখ আর কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য]। ভারতবর্ষের কোনও মন্দিরে এত সুন্দর পৌরাণিক চিত্র একটানা ভাবে খোদিত হয় নি। এই রামায়ণ-চরিত্রাবলীর একটু বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। যবদ্বীপের প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প যা বোরো-বুদুরে আর অন্যান্য মন্দিরে মেলে, তার ভাব, আর এর ভাব—দুই আলাদা জিনিস। বোরো-বুদুরের ভাস্কর্য্যের মূল কথা শান্তি আর সমাধিতে শক্তির সংহরণ, আর একটি ধীর-ললিত গতি ; প্রাম্বানান্-এর ভাস্কর্য্যে পাই—জীবন-লীলা, কার্য্যে শক্তির স্ফুরণ, জীবনের দ্রুত-মনোহর গতি। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির যে চিত্র খোদিত হ'য়েছে তা সর্বতোভাবে বাল্মীকির মহাকাব্যের উপযুক্ত।

বিষ্ণু-মন্দিরের গায়ের চিত্রগুলি নিয়ে ডচ্ পণ্ডিতেরা আলোচনা ক'রছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে মিলিয়ে' মিলিয়ে' দেখে যাচ্ছেন। সব লীলা ভাগবতের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না ; কতকগুলি চিত্র আবার ভাগবত-বহির্ভূত ঘটনা অবলম্বন ক'রে। ডাক্তার বস্ আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেখাতে লাগ্‌লেন—কতকগুলি অজ্ঞাত-বিষয় চিত্রের অর্থ আমিও ক'রতে পার্‌লুম না। বাল্য-লীলার ছবি আছে। সব চিত্রগুলি ঠিক অবস্থায় নেই—অল্প বিস্তর ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে। বলরাম আছেন, কিন্তু বৃন্দাবন লীলায় গোপিনীরা নেই। অজ্ঞাত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে আবার অনেকগুলি চিত্র।

উপরের বারান্দা ছাড়া, তিনটি মন্দিরের গায়েও বিস্তর খোদিত ফলক-চিত্র আছে। দুই কল্প-বৃক্ষের মাঝখানে একটি সিংহ—এই চিত্রটি খুবই সাধারণ। সাধারণতঃ দুই বা দুইয়ের অধিক অপ্সরা নিয়ে ফলক অনেক আছে। শিব-মন্দিরের উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে ডান হাতের দিকে এই রকম তিনটি অপ্সরা নিয়ে একটি অপরূপ প্রতিমা-চিত্র পাওয়া যায়; এই তিনটি মূর্তির প্রশংসা শিল্প-রসিক মাত্রেই ক'রে থাকেন—ইউরোপীয় কলাবিদেরা এদের নাম-করণ ক'রেছেন the Three Graces. পূবের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সাম্‌নে গর্ভগৃহে বিরাট্ মহাদেবের মূর্তি। মন্দিরের উপরের ছাত প'ড়ে গিয়েছে। প্রশান্ত ধ্যান-মগ্ন বদনে চতুর্ভুজ দেবাদিদেব গৌরীপট্টাকার উচ্চ পীঠে দণ্ডায়মান। ভক্তের প্রাণে এইরূপ মূর্তি অপূর্ব আকুলতা আনে। শিবের গর্ভগৃহের তিন দিকে তিনটি আবরণ-দেবতা, এঁদের পৃথক্ মূর্তি এখনও বিদ্যমান। আবরণ-দেবতারা হ'চ্ছেন গণেশ, ভট্টারক গুরু বা অগস্ত্য-রূপী শিব, আর মহিষমর্দিনী দুর্গা; পাথরের উপরে কেটে তোলা মূর্তি এই তিনটি। এদের মধ্যে মহিষমর্দিনী মূর্তিটি যবদ্বীপের এই অঞ্চলে Loro Djonggrang 'লোরো জোঙ্গ্রাঙ্' নামে বিখ্যাত, আর ইনি এখনও দেশবাসীদের কাছে পুজা পাচ্ছেন। মহিষাসুরের উপরে দণ্ডায়মানা অষ্টভুজা দেবী, বামে নরাকার অসুর দণ্ডায়মান। স্থানীয় লোকেরা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ কর্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে মহিষমর্দিনীর কথা ভুলে গিয়েছে—এই মূর্তিকে অবলম্বন ক'রে সৃষ্ট নোতুন এক কাহিনী এখন প্রাচীন পুরাণের স্থান নিয়েছে; Loro অর্থে 'রাজকুমারী', আর Djonggrang অর্থে 'সুশ্রোণী'; লোক-প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, এই নামে এক অসুর-রাজ-কন্যা ছিলেন, তাঁকে এক রাজা বিবাহ ক'র্‌তে চান; এই বিবাহার্থী রাজার হাতেই রাজকুমারীর পিতার মৃত্যু হয় ব'লে এ বিবাহে রাজকুমারী রাজী ছিলেন না। শেষে পীড়াপীড়িতে একট শর্তে তিনি বিবাহ ক'র্‌তে সম্মত হন—বিবাহার্থী রাজাকে রাতারাতি কতকগুলি কূপ খনন ক'রে দিতে হবে, আর হাজার-মূর্তি-বিশিষ্ট কতকগুলি মন্দির ক'রে দিতে হবে। রাজার দৈব-বল ছিল, তাঁর সহায় ছিল নানা উপদেবতা, এরা সব এসে মাটি কেটে পাথর কেটে কূয়ো খুঁড়্‌তে আর মন্দির গ'ড়্‌তে লেগে গেল। রাজকুমারী এতে প্রমাদ গ'ণে তার সখীদের নিয়ে ভোর হবার পূর্বে ধান ভান্‌তে শুরু ক'রে দিলেন, আর যেখানে উপদেবতারা কাজ ক'র্‌ছিল সেখানে রাজকুমারীর সখীরা সুগন্ধি জলের ছড়া

দিতে আর ফুল ছড়িয়ে' দিতে আরম্ভ ক'র্‌লে। ধান-ভানার শব্দে ভোর হ'চ্ছে মনে ক'রে আর ফুলের বাস আর সুগন্ধির সৌরভ সহ্য ক'র্‌তে না পেরে, উপদেবতারা কাজ অসমাপ্ত রেখেই পালাল'। হাজার মূর্তির একটি বাকী। তখন এইভাবে ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে রাজা রাজকুমারীকে শাপ দিলেন, রাজকুমারী পাথর হ'য়ে গিয়ে হাজার পূরো ক'র্‌লেন; আর এই রাজকুমারী লোরো-জোঙ্গরাঙ্-এর মূর্তি ব'লে এখনও যবদ্বীপীয়েরা এই মহিষমর্দিনী-মূর্তির পূজা করে। অর্থাৎ দেবী দুর্গা এখন এই নোতুন নামে এদের পূজা নিচ্ছেন। শিব-মন্দিরের মহিষ-মর্দিনীর সাম্‌নে আমরা দেখ্‌লুম, ধুনুচিতে ধুনো জ্ব'ল্‌ছে, মূর্তিটির পায়ের কাছে ফুল র'য়েছে। এই তল্লাটের মেয়েরা এসে দেবীর পূজা ক'রে যায়। তাদের বিশ্বাস, লোরো-জোঙ্‌রাঙ্ তাদের কামনা-সিদ্ধি করেন। কুমারীরা পতিলাভের জন্যই বেশী ক'রে আসে, আর এই বিষয়েই দেবীর বেশী কৃতিত্ব শোনা যায়; তবে বন্ধ্যা পুত্রের জন্য, আর বিবাহে অসুখী স্ত্রী বা স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে' অন্য স্বামী বা স্ত্রী লাভের প্রার্থনা জানাবার জন্য আসে, অসুখ সারাতেও লোকে এসে মানত ক'রে যায়। প্রাম্বানান্ যেন মুসলমান দেশের ব্যাপার নয়—ভক্ত স্ত্রী-পুরুষের সমাগম এত বেশী। পুরুষেরাও খুব আসে। এখানকার দেবী বিশেষ জাগ্রত ব'লে প্রকাশ; যবদ্বীপীয় মেয়েরা ব্যতীত চীনা, ফিরিঙ্গী, ইউরোপীয় মেয়েরাও আসে, পাগড়ি-মাথায় হাজীরাও পর্য্যন্ত আসে। দেবীর জয়-জয়কার—কোনও রোমান-কাথলিক গির্জার মাতা-মেরী, বা মুসলমান পীরের আস্তানার শাহ-সাহেবের চেয়ে এঁর ভক্ত কম নয়।

মন্দিরের ভিতরকার শিবের মূর্তিটি এখনও যবদ্বীপীয়দের কাছ থেকে সম্মান পায়। শিবের উঁচু মন্দিরের সাম্‌নেই তাঁর বাহন বৃষ আছে, সাম্‌না-সাম্‌নি দেবতা আর বাহন। এখানে আর একটি লোক-প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, শিবের বৃষভের পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে' সাম্‌নের মন্দিরের ভিতরে শিবের মুখের দিকে চেয়ে যে কামনা করা যায়, তা সফল হ'য়ে থাকে। সঙ্গের ইউরোপীয়েরা হাস্‌তে-হাস্‌তে নিজের নিজের কামনা মনে মনে নিবেদন ক'র্‌লেন। আমিও এই কামনা ক'র্‌লুম, "ঠাকুর, আবার যেন এই তীর্থে এসে তোমায় দেখ্‌তে পারি।" ভবিষ্যতে এ কামনা পূর্ণ হবে কি জানি না; কিন্তু তার পরের দিনই আর একবার অপ্রত্যাশিতভাবে এই মন্দিরে এসে এখানে খানিকক্ষণ কাটাবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। সমস্ত স্থানটার

সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য জড়িত। ঈশ্বরের প্রতি কতটা ভক্তি এই শিবের প্রতীককে অবলম্বন ক'রে তখন এ দেশের রাজা থেকে জন-সাধারণ সকলকেই অনুপ্রাণিত ক'রেছিল! বিরাট্ বাস্তু-শিল্পে ভাস্কর্য্য-কলায় তার প্রমাণ তো র'য়েইছে; যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যেও আছে, অনুশাসনেও আছে। প্রধান মন্দিরের শিবের মূর্তির কথা ব'লেছি; ভাস্কর্য্য-হিসাবে এটি একটি মহনীয় সৃষ্টি। এ ছাড়া, ছোটো-খাটো শিব-মূর্তিও আছে। এই যুগের একটি মূর্তির ভাঙা মাথাটি মাত্র এখান থেকে নিয়ে হলাণ্ডে লাইডেন্-এর সংগ্রহশালায় রক্ষিত হ'য়েছে। এটি সুপরিচিত মূর্তি, শিবের বিরাট্ পরিকল্পনা এই রকম মূর্তিতেই যেন আরও উজ্জ্বল আরও মহিমাপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়ায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের দক্ষিণ-ভারতের গুডিমল্লম্-গ্রামের মন্দিরের শিবের মূর্তি থেকে, একদিকে আমাদের বাঙলাদেশের প্রচলিত পেট-মোটা দাড়ীওয়ালা উৎকট রসের পরিচায়ক শিবের মূর্তি, আর ওদিকে কম্বোজ আর চম্পার নিজস্ব শক্তিশালী রীতিতে খোদিত শিবমূর্তি, আর যবদ্বীপের ওআইয়াঙ্-রীতিতে আঁকা কিম্ভূত-কিমাকার শিবের মূর্তি—কত না পৃথক্ পৃথক্ রূপে আমাদের মহাদেবকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির লোকে দেখেছে! কিন্তু প্রাচীন ভারতে মহাবলিপুরে আর ঘারাপুরী বা এলিফান্টা আর এলোরার গুহায় শিবের যে বিরাট্ প্রকাশ আমরা দেখি, তমিল জাতির মধ্যে রচিত মধ্যযুগের ধাতুময় আর প্রস্তরময় মূর্তিতে, আর বাঙ্‌লা দেশের পাল-যুগের প্রস্তর মূর্তিতেও যে কল্পনাকে রূপ-গ্রহণ ক'র্‌তে দেখি, নবীন ভাবে আবার শিবের যে মহীয়সী কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর নন্দলালের তুলিকার রেখাপাতে ধরা দিয়েছে, যবদ্বীপের শিবের মূর্তি সে বিরাট্ প্রকাশের সে মহীয়সী কল্পনার কোনও রকম খর্বতা করে নি, সম্পূর্ণ রূপে তার উপযুক্তই হ'য়েছে। যবদ্বীপের কতকগুলি শিব-মূর্তি, হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ আর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

আশে-পাশে টুক্‌রো-টাক্‌রা পাথরে চিত্রের ভগ্নাংশ বা পূর্ণ চিত্র বিস্তর র'য়েছে। ডচ্ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেগুলি মিলিয়ে'-মিলিয়ে' জোড়া-তাড়া দিয়ে মন্দিরটির জীর্ণোদ্ধার ক'র্‌ছেন। বিরাট কীর্তিমুখ কতকগুলি র'য়েছে, এগুলি ক্রমে মন্দিরের উপরে পুনঃ-সন্নিবেশিত হবে। নানা দেবদেবীর আর পার্থিব ঘটনাবলীর চিত্র। কতকগুলি পাথর জুড়ে ব্রাহ্মণ-ভোজনের দৃশ্য; মাথায় ঝুটি-

বাঁধা দাড়ীওয়ালা রুদ্রাক্ষ-পরা ব্রাহ্মণের দল ব'সে 'সেবা' ক'র্‌ছেন, সাম্‌নে কলাপাতায় আর পাত্রে খাদ্য দ্রব্য অঙ্কিত, একটি জিনিস আমাকে একটু বিস্মিত ক'র্‌লে—সকলেরই পাতায় মুড়া-শুদ্ধ আস্ত-আস্ত মাছ—মৎস্য-ভোজন তখনকার দিনে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বা ঋষিদের মধ্যে যে নিষিদ্ধ ছিল না, এটা বেশ বোঝা গেল।

এই রকম তো ঘুরে'-ঘুরে' দেখ্‌তে লাগ্‌লুম—প্রাম্বানান্‌-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবের চিন্তায় আর তাঁর প্রসাদে মনটা যেন ভরপূর হ'য়ে গেল। দেশে ফিরে এসে একটি শ্লোক পেয়েছি—শ্লোকটি কোথা থেকে নেওয়া জানি না; মনে তখন যে ভাব হ'চ্ছিল, সেই ভাব যেন এই শ্লোকটিতে ধ'রে দেওয়া আছে—

মাতা মে পার্বতী গৌরী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্বে, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌ ॥*

তখন মনে মনে কেবল 'ওঁ নমঃ শিবায়' আর 'ওঁ নম উমায়ৈ' মন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের কথায় প্রণাম-মন্ত্র আওড়াচ্ছিলুম—'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ'। আর সঙ্গে-সঙ্গে কালিদাসের নাটকের আর বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসের নান্দীতে উদার ছন্দে পরমেশ্বর মহাদেবের বন্দনা-গীতি, আর আবছা-আবছা ভাবে মনে পড়া নানা স্তোত্র আর বন্দনার ছত্র, তানসেনের শিব-ভজন-মূলক ধ্রুপদ-গানের আর রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' প্রমুখ কবিতার ছত্র, আর ইংরেজি অনুবাদে পড়া তমিল ভক্তদের শিবভক্তির পদের স্মৃতি, সব মিলে মনে এসে একটি অপূর্ব ভাবাবেশে সমগ্র চিত্তকে যেন সম্মোহিত ক'রে দিচ্ছিল। এই তীর্থ-স্থানের অদৃশ্য দেবতার অবস্থান যেন আমাকে ঘিরে, র'য়েছে—এই রকম একটা ভাব, আমার হিন্দু-জাতির অপরিসীম ঈশ্বর-নিষ্ঠার আর বিশ্বাত্মবোধের, তার চিন্তার আর চেষ্টার, তার স্থষমা-বোধের আর শিল্প-বিজ্ঞানের এই অবিনশ্বর নিদর্শন দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্‌ছিল—ভয় হ'চ্ছিল, মনের মধ্যেকার ভাবাবেগ বাইরে পাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। স্থদূর যবদ্বীপে এই পুঞ্জীভূত পাথরের ভাঙাচোরা স্তূপের মধ্যে আমি

---

* ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী-'তে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবননাথ শর্মা মহাশয় জনাইয়াছেন যে, এই শ্লোকটি শঙ্করাচার্য্যের অন্নপূর্ণা-স্তোত্রের দ্বাদশ শ্লোকের পরিবর্তিত রূপ।—মূল শ্লোকটি এই:—"মাতা মে পার্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌ ॥"

যেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভক্তি আর কর্মের ত্রিবেণীর ধারায় মানসিক অবগাহন ক'রে স্নিগ্ধ হ'লুম, পবিত্র হ'লুম।

ইতিমধ্যে কবি এসে গিয়েছেন। তাঁকে যোগ্যকর্তয় আমন্ত্রণ কর্‌বার জন্য কতকগুলি স্থানীয় সিন্ধী বণিক্‌ও এসেছেন। কবির সঙ্গে আমাদের মালবাহী মোটরখানিও এল'; আমি তখন মন্দিরের আশে-পাশে ঘুর্‌ছিলুম। পরে শুন্‌লুম্, এক মহা বিভ্রাট্ ঘ'টেছে। একখানি মোটরের পিছনে আমার একটি চামড়ার সুট্-কেস বাঁধা ছিল, মোটরের ঝাঁকানিতে সেটি হাতল থেকে ছিঁড়ে রাস্তায় কোথায় প'ড়ে গিয়েছে, তার হাতলটা কিন্তু গাড়ির সঙ্গে বাঁধ্‌বার দোড়িতে আট্‌কে' আছে। এখন ঐ সুট্-কেসটিতে আমার এ-যাবৎ সংগ্রহ করা অনেকগুলি ভালো-ভালো জিনিস ছিল—বলিদ্বীপের পট, পিতলের মূর্তি, বহু ফটোগ্রাফ—এ-সব ছিল, আর ছিল শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে নেওয়া লণ্ঠনের স্লাইড্-গুলি। সুট্-কেসটি যে ছিঁড়ে প'ড়ে গিয়েছে এ খবর টের পাওয়া যায় প্রাম্বানান্-এ পৌঁছে; তখনই এক পুলিস অফিসার মোটরে ক'রে বেরিয়ে' গিয়েছেন, রাস্তা ধ'রে খুঁজে দেখ্‌তে—যদি পাওয়া যায়। মনে ভারি দুঃখ হ'ল, এতগুলি সুন্দর জিনিস হয়-তো আর পাওয়া যাবে না; 'oriental' fatalism ছাড়া গত্যন্তর নেই দেখে দুঃখটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লুম—তবে অন্যের ন্যস্ত স্লাইড্‌গুলি যে খোয়া গেল, তার কী হবে—এই ভাবনাটা এল'।

যা হোক্, কবি তো একটু ঘুরে ফিরে দেখ্‌লেন। দেয়াল ধ'রে, সকলে মন্দিরের পশ্চিম দিক্‌টায় নদীর ধারে একটু ঘুরে এলুম। শিবের মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে কবির কষ্টও খুব হ'ল। সেইখানে ব'সে তিনি একটু দেখ্‌লেন। প্রাম্বানান্-এর সমস্ত মন্দির প্রভৃতির সমাবেশ দেখে তিনি খুব প্রীত হ'লেন। তবে দুঃখের বিষয়, বেশীক্ষণ আমাদের থাকা হ'ল না—কবি যদি একলা-একলা ঐ জায়গায় একটু লম্বা সময় কাটাতে পার্‌তেন, অত লোকের ভীড় যদি না থাক্‌ত, তাহ'লে আমাদের সাহিত্য বোরো-বুদুর-এর উপর যেমন একটি চমৎকার কবিতার দ্বারা সমৃদ্ধ হ'য়েছে, তেমনি প্রাম্বানান্-এর উপরও একটি বড়ো কবিতা লাভ ক'র্‌ত।

মন্দিরের পাশেই কবিকে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। চায়ের টেবিলের

চা'র ধারে ব'সে খানিকটা বেশ আলাপ চ'ল্‌ল। বাকে আর সুরেন-বাবু ধীরেন-বাবু ফোটো নিতে আর স্কেচ্‌ ক'র্‌তে লেগে গিয়েছেন। চায়ের টেবিলে বিশাল-কলেবর কালেন্‌ফেল্‌স্‌ সাহেবের রসালাপ খুব জ'ম্‌ল, আমাদের ক্ষীণ-তনু তাম্রচূড় আর কৃশ-কায় অথচ দীর্ঘ-দেহ ডাক্তার বস্‌ সাহেবকে উপলক্ষ্য ক'রে। এই কালেন্‌ফেল্‌স্‌কে যবদ্বীপীয়েরা নাম দিয়েছে Tuan Roksoso 'তুআন্‌ রক্‌সস' অর্থাৎ 'শ্রীযুত রাক্ষস'; আবার নাকি তাঁকে Werkodara 'বৃকোদর' ব'লেও অভিহিত করে। আকারে রাক্ষসের মতনই লম্বা-চওড়া, কিন্তু প্রকৃতিতে শিশুর মতন সরল, আর হাস্যকৌতুক ক'রে সকলকেই মাতিয়ে' রাখেন—এমন তাজা প্রকৃতির লোক বিরল।

ইতিমধ্যে এগারোটা বাজে—এমন সময়ে আমার প'ড়ে-যাওয়া সুট্‌-কেসের সন্ধানে যে মোটর বেরিয়েছিল সেটি ফিরে এল'; সুখের বিষয়, সুট্‌-কেসটি পাওয়া গিয়েছে, পথের ধারে এক গাঁয়ের লোকেরা পেয়ে কাছে থানায় জমা ক'রে দিয়েছিল। আমি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম। আমরা তখন যোগ্যকর্ত অভিমুখে যাত্রা ক'র্‌লুম।

আমরা চ'লে যাবার সময়েই দেখ্‌লুম—দূর কোনো গ্রাম থেকে একদল ছেলে-মেয়ে মাষ্টারদের সঙ্গে এসেছে—প্রাম্বানান্‌ দেখ্‌বার জন্য। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে খাবার এনেছে। কোনও ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী হবে এরা। ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দেশের প্রাচীন কীর্তি দেখানোর রীতি এদেশে প্রবর্তিত হ'চ্ছে দেখে খুশী হ'লুম।

সমস্ত পথটায় দেখ্‌লুম—এ অঞ্চলটা খুব উর্বর, আর তেমনি এখানে লোকের ঘন বসতি। সাড়ে-এগারটায় আমরা যোগ্যকর্তয় পৌঁছোলুম। সরাসরি এখানকার রাজা, Pakoe-Alam 'পাকু-আলাম্‌' যাঁর উপাধি, তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লুম। শূরকর্তয় সুসুহুনান্‌ আর মঙ্কুনগরোর মতন যোগ্যকর্তয় দু'টি রাজা আছেন, একজনের পদবী 'পাকু-আলাম্‌', ইনি মঙ্কুনগরোর অনুরূপ পদের,—আর একজনের পদবী 'সুলতান', এঁর পদ সুসুহুনানের মতন উচ্চ। পাকু-আলামের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সপারিষদ অতিথি হবেন স্থির ছিল। এঁর বাড়ির সমস্ত ব্যবস্থা মঙ্কুনগরোর বাড়ির মতন। তবে মঙ্কুনগরোর প্রাসাদটি মনে হ'ল যেন বেশী জায়গা জুড়ে'। ফটক দিয়ে বাড়ির প্রকাণ্ড হাতায় ঢুকে সাম্‌নে পড়ে বিরাট্‌ এক 'পেণ্ডপো', আর একটি গাছে-ভরা আঙিনা। পাকু-আলাম্‌ আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন, কবির সঙ্গে দোভাষীর মারফৎ

কথা হ'ল। বরফ-লেমনেড খাইয়ে' উপস্থিত সিন্ধী আর অন্যান্য কবি-দর্শনার্থী ভদ্র ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করা হ'ল। তাঁরা বিদায় নিলেন। পথশ্রমে কবি ক্লান্ত। আঙিনার দুই ধারে প্রশস্ত কতকগুলি কামরা আছে, আমাদের সেখানে থাক্‌বার ব্যবস্থা করা হ'ল; এখানে আমাদের দিন সাতেক থাক্‌তে হবে। জিনিস-পত্র গুছিয়ে' স্নান-টান সেরে প্রায় বেলা দু'টোয় আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনে ব'স্‌লুম—পাকু-আলাম্ আর তাঁর পত্নী তখনও মধ্যাহ্ন-ভোজন সারেন নি। পাকু-আলাম্ বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি, ডচ্ জানেন, তবে ইংরিজি জানেন না। কবির যোগ্য সমাদর তিনি ক'র্‌লেন। আমাদের বাকে ছিলেন দোভাষী। আহারের পরে পাকু-আলামের প্রাসাদের একটু-আধটু অংশ ঘুরে' দেখ্‌লুম— একটি বড়ো প্রকোষ্ঠে বর-ক'নে বস্‌বার জন্য যথারীতি দেবী শ্রীর বিছানা বা গদি আছে, ঘরটিতে দামী-দামী সোনা রূপোর তৈজস, আর কাঠের তৈরী একটি মিথুন বা দম্পতী, অর্থাৎ দু'টি সুন্দর নর-নারী মূর্তি—বিবাহ-বেশে খাটন-মালা হ'য়ে ব'সে আছে।

পাকু-আলামের একটি ছোট্টো মেয়ে এলো, তার মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুর্‌ল'; মেয়েটির নাম দিয়েছে Costarina—ইউরোপীয় নাম। মঙ্কুনগরোর মেয়ের নাম মনে প'ড়্‌ল—'কুসুমবর্ধনী'। প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রতি মঙ্কুনগরোর একটু বেশী অনুরাগ।

সুবিধা-ক্রমে আজ সুলতানের জন্মদিন—রাত্রে Kraton 'ক্রাতন্' বা বড়ো রাজবাড়িতে Serimpi 'সেরিম্পি' বা 'স্রিম্পি' নাচ হবে, সেই নাচ দেখ্‌বার জন্য ডচ্ রেসিডেণ্ট্ সাহেবের মারফৎ কবির নিমন্ত্রণ হ'য়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটায় পাকু-আলাম্ আর তৎপত্নী কবিকে নিয়ে গেলেন রেসিডেণ্ট্ সাহেবের বাড়িতে। সঙ্গে আমরাও গেলুম। তারপরে খানিক আলাপের পর, রেসিডেণ্ট সাহেবের আর কবির সঙ্গে আমরা ক্রাতনে গেলুম। এখানকার কায়দা-কানুন সব শূরকর্তরই মতন। আজ রাজবাড়িতে বিশেষ সমারোহ। বিরাট্ মণ্ডপটি আলোক-মালায় সজ্জিত। যথা-রীতি রেসিডেণ্ট্ আর সুলতান একত্র পাশাপাশি চেয়ারে ব'স্‌লেন। কবির সঙ্গে সুলতানের পরিচয় হ'ল। সুলতানটির বয়স ৩০।৩৫ হবে, বড়ো লাজুক ধরনের। আমাদের মণ্ডপের ধারে চেয়ারে ব'স্‌তে দিলে। ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার মুন্‌স্-এর সঙ্গে শূরকর্তয় মঙ্কুনগরোর বাড়িতে আলাপ হ'য়েছিল, ইনি আর ডাক্তার বস্—এঁদের পাশে ব'স্‌লুম—

বেশ সুবিধা হ'ল, এঁদের কাছ থেকে নানা খবর পাওয়া গেল, আলাপের বেশ সুযোগ মিল্‌ল। রাজবাড়ির চাকরেরা অষ্টাদশ শতকের পোষাক প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কালো রঙের পোষাক। প্রথম বিলিতি বাদ্য বেজে উঠ্‌ল, তার পরে দেশী গামেলান্। একজন 'দালাঙ্' বা কথক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন—অর্জুন আর তৎপত্নী শ্রীকান্তি (শিখণ্ডী যবদ্বীপে রাজকন্যা 'শ্রীকান্তি' রূপে অর্জুনের অন্যতমা পত্নী হ'য়ে গিয়েছেন)—এঁদের উপাখ্যান নিয়ে কিয়ৎকাল ধ'রে গান চ'ল্‌ল। তার পরে 'সেরিম্পি' নাচের জন্য চার চার আট জন রাজকন্যার প্রবেশ—শূরকর্তয় 'বেডয়ো' নাচের সময়ে যে ভাবে প্রবেশ দেওয়া হ'য়েছিল, সেই ভাবে। এই নাচের কিছু আভাস পূর্বে দেবার চেষ্টা ক'রেছি, এখানে আবার পুনরুক্তি কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো না। তবে এই 'সেরিম্পি' নাচকে যেন 'বেডয়ো' নাচের চেয়ে আরও stately, আরও আভিজাত্যপূর্ণ ব'লে মনে হ'ল।

স্বপ্নের মতো নাচ হ'য়ে গেল, ধীর পদক্ষেপে পদ-সংনদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণী রাজকুমারীরা চ'লে গেল। রেসিডেন্ট্ আর সুলতানের কাছ থেকে কবি বিদায় নিলেন। ব্যাপারটা চুক্‌ল রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটায়।

ফিরে এসে রাত এগারোটায় পাকু-আলামের সঙ্গে একত্র ভোজন। পাকু-আলামের সঙ্গে কথা হ'ল—বেশ ভাবুক ব্যক্তি ইনি। যবদ্বীপের সংস্কৃতিতে কতটা বা ভারতীয় উপাদান আছে, আর কতটাই বা দেশীয় ইন্দোনেসীয় উপাদান, সে বিষয়ে আলোচনা হ'ল। এঁর মতে, যবদ্বীপীয় প্রকৃতিতে যে অন্তর্মুখী ভাব—mysticism আছে, সেটা হ'চ্ছে ইন্দোনেসীয় মনোভাব-প্রসূত। খ্রীষ্টান মধ্য-যুগে পশ্চিম-ইউরোপে বা জর্‌মানিতে Parsifal পার্সিফাল্ যেমন এক ধর্মবীর, এক মরমিয়া যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ান, যবদ্বীপে মহাভারতের অর্জুনের চরিত্র-ও তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক হ'য়ে, একটি mystic character হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটি ইন্দোনেসীয় প্রকৃতির প্রভাব-জাত ব'লে তাঁর বোধ হয়। এঁর কাছে আরও শুন্‌লুম যে যবদ্বীপের কতকগুলি যুবক মুসলমান ধর্ম আর শাস্ত্র অধ্যায়ন ক'র্‌তে ভারতবর্ষে যেতে আরম্ভ ক'রেছে ;—কোথায় তারা বেশী ক'রে যায়—আলীগড়ে, কি দেওবন্দে, কি লাহোরে, তা তিনি ব'ল্‌তে পার্‌লেন না, তবে যবদ্বীপের যত ছেলে মক্কায় প'ড়্‌তে যায় তত ভারতবর্ষে যায় না। এদেশে communalism হবার জো নেই, কারণ দেশের তাবৎ লোক—বাহ্যতঃ অন্ততঃ, মুসলমান॥

॥ ২৬ ॥

যোগ্যকর্ত

সোমবার, ১৯এ সেপ্টেম্বর

যোগ্যকর্তর কাছে প্রাচীন কতকগুলি বৌদ্ধমন্দির দেখ্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন ডাক্তার বস্। আজ সকালে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্, ধীরেন-বাবু আর আমি সেগুলি দেখ্‌বার জন্য বা'র হ'লুম। এই মন্দিরগুলি হ'চ্ছে Tjandi Loembeng-চান্দি লুম্‌বেঙ্., Tjandi Sewoe চান্দি সেবু, Tjandi Plaosan চান্দি প্লাওসান্, আর Tjandi Kalasan চান্দি কালাসান্। এই মন্দিরগুলিই বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানান্-এর যুগের ;—দুইটি আবার বোরো-বুদুরের পূর্বেকার সময়ের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। বাস্তু-বিদ্যার দিক্ থেকে প্রত্যেক মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে, চান্দি-সেবুর মন্দিরটি প্রাম্বানান্-এর মতো—মাঝের একটি বিরাট্ মন্দিরকে ঘিরে চারিদিকে চার সারে প্রায় ২৪০টি ছোটো মন্দির র'য়েছে। চান্দি-সেবুর ভগ্ন-স্তূপের পাশে এক অতিকায় প্রত্যালীঢ় ভাবে উপবিষ্ট রাক্ষস বা যক্ষ দ্বারপালের মূর্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য—বিকট বর্তুলাকার নেত্রে অসি-চর্মধারী এই মূর্তিটিকে visualised Terror in stone অর্থাৎ 'বিভীষিকার পাথরে-তৈরী চাক্ষুষ মূর্তি' ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। চান্দি-প্লাওসান্-এ কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ দেবমূর্তি আছে ; তার মধ্যে একটি মৈত্রেয়-মূর্তি অতি সুন্দর ; এগুলি খোলা আকাশের তলায় মন্দিরের ভিতরে প'ড়ে আছে, মন্দিরের ছাত এখন আর নেই। এই রকম একটি মৈত্রেয় মূর্তির মাথাটি কি ক'রে ইউরোপে গিয়ে ডেনমার্কের কোপ্‌ন্‌হাগনের সংগ্রহশালায় এখন রক্ষিত হ'য়ে আছে—এই মাথাটি থেকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত যবদ্বীপীয় শিল্পীরা ধ্যানের দেবতাকে কি রকম সুন্দর ভাবে মূর্ত ক'র্‌তে পার্‌তেন, তার বিশেষ একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাম্বানান্ পথে পড়ে, সুতরাং প্রাম্বানান্‌টা আর একবার ঘুরে' আস্‌বার লোভ আর সাম্‌লাতে পার্‌লুম না। ডাক্তার বস্ সানন্দে আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। প্রাম্বানানের ভগ্ন মন্দিরের তদারক করেন একজন ডচ্

ইঞ্জিনিয়ার। এঁর নাম Van Haan ফান্-হান্—প্রিয়ভাষী যুবক, ইনি আর এঁর স্ত্রী আমাদের খুব আপ্যায়িত ক'র্লেন, চা-টা খাওয়ালেন। এই সকাল বেলাটা প্রত্ন আর শিল্প পরিদর্শন আর আলোচনায় চমৎকার ভাবে কাট্‌ল; আর সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্-এর উদার অনাবিল হাস্য-কৌতুক ছিল ব'লে আরও ভালো লাগ্‌ল।

যোগ্যকর্ত যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। শূরকর্তয় যেমন, এখানে তেমন নিজ জাতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন এরূপ যবদ্বীপীয় অভিজাতবর্গ তো আছেন-ই, অধিকন্তু কতকগুলি উচ্চ-শিক্ষিত সহৃদয় শিল্পানুরাগী ইউরোপীয়-ও আছেন। উভয় শ্রেণীর লোকের সহযোগিতায় এখানে যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণের আর প্রসারণের প্রয়াস খুব দেখা যায়, তার ফল-ও বেশ হ'চ্ছে। ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার Moens মুন্‌স্-এর কথা আগে ব'লেছি; ইনি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাস আর প্রত্ন-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন; এঁর সহধর্মিণী হলাণ্ডে উপনিবিষ্ট আরমানি ঘরের মেয়ে, ইনি-ও যবদ্বীপীয় সাহিত্য নাট্যকলা প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখেন। আর একটি ডচ্ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁর নাম Th. G. J. Resink রেসিঙ্ক্; ইনি আর এঁর স্ত্রী দু'জনে মিলে যবদ্বীপীয় আর দ্বীপময়-ভারতের অন্যত্র জাত প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দ্রব্যের চমৎকার একটি সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন। আমরা ডাক্তার মুন্‌স্ আর শ্রীযুক্ত রেসিঙ্ক্ এঁদের দু'জনেরই সংগ্রহ দেখে আসি। যোগ্যকর্ততে যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির সুকুমার দিক্‌টির আলোচনার জন্য একটি পরিষৎ আছে; রেসিঙ্ক্-দম্পতী তার জন্য যথেষ্ট ক'রেছেন। কতকগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে এই পরিষদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। পরিষদের নাম Darmo Sedjati 'ধর্ম-স্বজাতি'—অর্থটা বোধ হয়, জাতীয় ধর্ম বা সংস্কৃতির সংরক্ষক পরিষৎ। এই পরিষদের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান এই কয়টি—[১] Krido Bekso Wiromo 'ক্রীড়া বেক্ষ (পেক্ষ? প্রেক্ষা?) বিরাম'—বা যবদ্বীপীয় নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষায়তন; Goesti Pangeran Ario Tedjokoesoemo 'গুস্তি পাঙ্গেরান্ আর্য্য তেজঃকুসুম' নামে একজন উচ্চ-স্থানাধিষ্ঠিত রাজবংশীয় এই শিক্ষায়তনের পরিচালক; এখানে প্রাচীন-রীতি-অনুমোদিত নাচ শেখানো হয় —সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েদেরও নেওয়া হয়; [২] Wanito Oetomo 'বনিতা-উত্তম' বা 'সন্নারী-সভা'; Raden Ajoe Dr. Abdoelkadir

'রাদেন আয়ু ডাক্তার আব্দুল্‌কাদির্‌' এই সভার প্রধান কর্মী—দেশীয় গৃহ-শিল্প ইত্যাদি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার আর মেয়েদের সর্ববিধ উন্নতির জন্য এই সভা ; [৩] Taman Siswo 'তামান্‌ শিশ্ব' বা 'শিশু-উদ্যান'—Raden Mas Suwardi Surjaningrat 'রাদেন্‌ মাস্‌ সুবর্দি সূর্য্যানিঙ্‌রাৎ' হ'চ্ছেন এর প্রধান—এটি একটি জাতীয়তা-সংরক্ষণ-প্রয়াসী ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল ; আর [৪] Habirando 'আবিরান্দ'—Raden Mas Ario Gondhoatmodjo 'রাদেন্‌ মাস্‌ আর্য্য গন্ধ-আত্মজ' এর সভাপতি, এটি 'দালাঙ্‌' বা কথকদের শেখাবার ইস্কুল। এর প্রত্যেক আয়তনটির কাজ সুচারু-রূপে চ'ল্‌ছে ; এই চারিটির প্রায় সবগুলি আমরা গিয়ে দেখে আসি।

দুপুরে শহরে খুব ঘোরা গেল। এক চীনে' পুরাতন জিনিসের দোকান থেকে চামড়ার ওআইয়াঙ্‌ পুতুল সুরেন-বাবু কতকগুলি নিলেন, আমিও গোটাকতক কিন্‌লুম। সিন্ধী মণিহারী চেলারামের দোকানে ব'সে সিন্ধীদের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লুম ; সেখানে ক'ল্‌কাতার মেটেবুরুজে বাড়ি বাঙালী মুসলমান দরজি একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল—এদেশে সে অনেক দিন আছে—বোধ হ'ল এখানে বিবাহ ক'রে 'থিতু' হ'য়ে বাস ক'র্‌ছে, আমার কাছে কিন্তু সেকথা ভাঙ্‌লে না। তবে বাঙলায় কথা কইতে পেয়ে খুব খুশী হ'ল, একথা ব'ল্‌লে।

রাত্রে আহারের পর পাকু-আলামের সঙ্গে পেণ্ডপোতে ব'সে-ব'সে খানিক গল্প হ'ল। এখানকার সুলতানের প্রধান-মন্ত্রীর নাম Patih বা 'পতি'। তাঁর বাড়ির আর অন্য রাজবাড়ির ছেলেদের নিয়ে তিনি নৃত্যে রামায়ণ অভিনয় করিয়ে' দেখাবেন। সেইজন্য কবিকে আর তাঁর সঙ্গে আমাদের; মন্ত্রীর বাড়ি Ka-patih-an 'কাপাতিহান্‌' বা 'পতি-নিবাস' প্রাসাদে নিয়ে গেল। পতি বা মন্ত্রী বেশ দীর্ঘকায় ব্যক্তি, মস্ত টিকোলো নাক, খুব distinguished বা মহাজনোচিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চেহারা ;—রঙীন সারঙ্‌, সাদা কোট, মাথায় বাতিকের রুমালের ছোটো পাগড়ি প'রে, কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন। বাড়ির বড়ো পেণ্ডপোতে আমাদের চেয়ারে বসালে, পানের জন্য বরফ-লেমনেড দিলে। পেণ্ডপোর একদিকে চেয়ারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, অন্যদিকে ভূঁয়ে ব'সে পাড়ার প্রতিবেশী আর সাধারণ রবাহূত লোক। গামেলান্‌ বাজ্‌ছে—অভিনয় হ'ল রামায়ণের গোড়া থেকে জটায়ু-বধ পর্য্যন্ত সমস্তটা। টাইপ-করা প্রোগ্রাম,

তাতে গল্পের সারাংশ লেখা আছে, অতিথিদের জন্য বিতরিত হ'ল—মালাইয়ে, ডচে, আর আমাদের জন্য ইংরেজিতে। ছোটো-ছোটো ছেলেরা অনেকগুলি ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছে। সাধারণ অভিনয় নয়, নৃত্যাভিনয়। কথাবার্তা হ'চ্ছে গানের সুরে, তাও আবার গামেলানের বাজনায় চাপা প'ড়ছে, আবার গামেলানের দলে দোহার গাইয়ে' আছে, তাদের গানও হয় মাঝে-মাঝে—আমাদের জুড়ির মতন। কিন্তু প্রত্যেক কাজ হ'চ্ছে নাচে, বা নাচের ভঙ্গীতে। নাচ এদের ভাবের অভিব্যক্তির প্রধান সাধন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দৃশ্যপট নেই—খোলা দালানে আসর, বাঙলাদেশের যাত্রার মতন। দূরে সাজ-ঘর। সাজ-সজ্জা এদেশের অন্য নৃত্যে যেমন হয়, তেমনি—সাবেক চালের যবদ্বীপীয় পোষাক প'রে পাত্র-পাত্রীরা আসছে। নাটকে রাক্ষসেরা এল' মুখস প'রে, কিন্তু আর কারো মুখে মুখস নেই। আমরা অবশ্য ঘটনা সবটাই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম। 'পতি'র একটি ছোটো ছেলে সীতা সেজেছিল ; কিন্তু তার নাকি খুব ইচ্ছে ছিল যে সে লক্ষ্মণ সাজে। যেমন প্রাচীন চালের শিক্ষা পেয়েছে, সেই-মতই সকলেই চমৎকার অভিনয় ক'র্‌ছিল। সবটা জড়িয়ে' জিনিসটি এমন সুন্দর আর রোচক হ'য়েছিল যে কী আর ব'ল্‌বো। কবি-ও খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'র্‌ছিলেন। দুই-একটি ঘটনা এদের রামায়ণে নোতুন লাগ্‌ল। হাস্য-রসের অবতারণা কর্‌বার চেষ্টা-ও মাঝে-মাঝে হ'য়েছে। রাম-লক্ষ্মণের প্রেমে অধীরা রাক্ষসী শূর্পণখার নাক কাটা গেল। এদিকে শূর্পণখার অদর্শনে অধৈর্য্য হ'য়ে ব'সে আছে তার আটটি স্বামী—রাম-লক্ষ্মণের প্রেমে অধীরা রাক্ষসী শূর্পণখার এই বহুপতিকতা কল্পনা ক'রে, যবদ্বীপে একটু হাস্য-রসের আমদানি কর্‌বার চেষ্টা হ'য়েছে। আট রাক্ষস স্বামী এল'—সকলের এক ধাঁজের পোষাক, আর মুখে শূওর আর ম'ষের মুখের ভাব মিলিয়ে' তৈরী লম্বা-লম্বা কালো রঙের মুখস পরা—সব কয়টার মাথায় শিং,—মুখসগুলি একই ধাঁজের—বর্বরতা নিষ্ঠুরতা আর নির্বুদ্ধিতা যেন এই মুখসগুলিতে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। এরা নেচে গেয়ে শূর্পণখার বিরহে নিজেদের অধৈর্য্য প্রকট ক'র্‌লে। তারপর আকাশ-গমন নাটন ক'র্‌তে-ক'র্‌তে শূর্পণখার আগমন ; দূর থেকে তাকে দেখে-ই, এই শূকর-মুখ মহিষ-শৃঙ্গ আট রাক্ষস-স্বামী, সোল্লাসে একত্র উঠে একভাবে একটু নেচে নিলে—সেটা যে কী হাস্যকর ভাবে অভিনীত হ'ল যে কী আর ব'ল্‌বো। মায়ামৃগ সেজে একটি ছোটো ছেলে এল', তার

হরিণের অনুকারী পোষাক অদ্ভুত, আর সে-ও অদ্ভুত সুন্দর ভাবে নৃত্যে ঘটনার দ্যোতনা দেখালে। তারপর নাচের সঙ্গে-সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রাবণের পলায়ন। বিরাট্-পক্ষপট-যুক্ত পাখির ঠোঁটের অনুকারী মুখস আর পাখির গায়ের অনুকারী পোষাক-পরা জটায়ু-কর্তৃক রাবণের পথ-রোধ। তারপরে নৃত্য-ছন্দে রাক্ষসে জটায়ুতে যুদ্ধ, আর শেষটায় একে-একে জটায়ুর দুই পক্ষ-চ্ছেদ, মারাত্মক আহত হ'য়ে জটায়ুর পতন, আর সীতাকে নিয়ে নৃত্য-সহযোগে রাবণ-কর্তৃক পবন-বেগে প্রস্থান। অতি সুন্দর হ'ল সব জিনিসটা—আমরা কখনও কল্পনা ক'র্তে পারিনি যে এদের সংস্কৃতিতে এই সুন্দর জিনিসকে এরা এখনও বাঁচিয়ে' রাখ্তে পেরেছে। কবির শরীর ততটা ভালো না থাকায় তিনি ঘণ্টাখানেক থেকে চ'লে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা মন্ত্র-মুগ্ধের মতো ব'সে-ব'সে ন'টা থেকে রাত দেড়টা অবধি দেখ্লুম। আমাদের সঙ্গে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ আর পাকু-আলাম্ সমস্ত ক্ষণ ছিলেন—এমন সজ্জন-সঙ্গে ব'সে এই রূপ নৃত্যাভিনয়-দর্শন এক অপূর্ব ব্যাপার হ'ল।

১০এ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

কাল সকালে পাকু-আলাম্ তাঁর পণ্ডিত-মোল্লা ডাকিয়ে' তাঁর বংশ-পত্রিকা বা'র করিয়েছিলেন আমাদের দেখাবার জন্য। আজ তিনি আবার বা'র করালেন। ঠিকুজীর ধরনে গোল ক'রে রাখা মস্ত পটের আকারের কাগজ, তাতে গাছের ডাল-পালা-পাতা-ফল-ফুল নক্‌শায় এই রাজবংশ-জাত স্ত্রী-পুরুষদের নাম লেখা। সবটা খুব রঙ-চঙ করা। যিহুদী আর আরব পুরাণোক্ত মানবের আদি-পুরুষ আদম থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের পাকু-আলামের পূর্ব-পুরুষদের নাম দেওয়া হ'য়েছে। হিন্দু পুরাণ-কথার আর মুসলমান পুরাণ-কথার অপূর্ব খিচুড়ি এতে দেখা গেল। বাবা আদম থেকে শিবের উৎপত্তি। আবার পঞ্চ-পাণ্ডবেরও উৎপত্তি; পাণ্ডবদের কয় পুরুষ পরে পাকু-আলাম্ রাজবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি। এইরূপে যবদ্বীপে নবাগত মুসলমান ধর্মের পুরাণের সঙ্গে হিন্দু ইতিহাসের বা পুরাণ-কাহিনীর একটা আপস করবার চেষ্টা হ'য়েছে, আর জোড়া-তাড়া দিয়ে বেশ কার্য্যকর আপস একটা দাঁড়িয়ে'-ও গিয়েছে।

পাকু-আলামের কাছে বাতিক-কাপড়ের নক্‌শার বিস্তর ছবি আছে, তার

সব খাতা আনিয়ে' দেখালেন। সাজ-ঘরে নিয়ে গিয়ে নাটকের সব সাজ-সজ্জা গহনা-পত্র দেখালেন।

শ্রীযুক্ত রেসিঙ্ক-দম্পতী আজ সকালে তাঁদের বাড়িতে কবিকে আমন্ত্রণ করেন, প্রাচীন ইন্দোনেসীয় শিল্প-দ্রব্য দেখাতে। চমৎকার ভাবে এঁদের সংগ্রহগুলি সাজানো হ'য়েছিল। নানা রকমের কিংখাব আর জরীর কাপড়। আমাদের কাশীর আর সুরাতের জরীর সাড়ীকেও টেক্কা দেয় এমন কাপড় সুমাত্রা-দ্বীপে তৈরী হয়, তা জানা ছিল না—লাল সিঁদুরে' রেশমের কাপড়, একটু অদ্ভুত ধরনের সোনার জরীর আঁচলা, ফুল আর পাড়। পুরাতন গুজরাটের পাটোলা বিস্তর এঁরা সংগ্রহ ক'রেছেন, এই যবদ্বীপে ব'সে-ব'সে। প্রাচীন তৈজস-পত্রের—পিতল তামার জিনিসের বেশ সংগ্রহ। কেমন ক'রে ক্রমে-ক্রমে তৈজস-পত্রের ব্যবহার বিষয়ে যবদ্বীপে সুরুচির লোপ হ'চ্ছে, তা এঁরা পর পর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, তৈজস সাজিয়ে' রেখে দেখিয়েছেন—অতি মনোহর যার রেখা-সুষমা এমন তামার ভৃঙ্গারের বদলে এখন এসে গিয়েছে নল-ওয়ালা টিনের মগ! এঁরা কিছু মিষ্টি-মুখ করালেন,—যবদ্বীপীয় ইসবগুলের শরবৎ খাওয়া গেল। ধন্যবাদ দিয়ে এই শিক্ষিত কলাবিৎ দম্পতীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল।

ডচেদের দু'টো কারখানা আর দোকান আছে, তাতে যবদ্বীপীয় ঢঙের তৈজস-পত্র, বাতিক-কাপড়, কাঠের-কাজ, ওআইয়াঙ্, ব্রঞ্জের মূর্তি প্রভৃতি শিল্প-দ্রব্য তৈরী ক'রে বিক্রী হয়। দু'টোর-ই বেশ ভালো অবস্থা। আমরা এই দুইয়ের মধ্যে Ter Horst টের্-হর্স্ট সাহেবের কারখানা আর দোকান দেখ্লুম। কারখানায় পিতলের নানারকম জিনিস ঢালাই হ'চ্ছে, কাঠের খোদাই-ও হ'চ্ছে। যবদ্বীপীয় শিল্পের কেন্দ্র হ'চ্ছে এই যোগ্যকর্ত। সুলতানের প্রাসাদের আশে-পাশেও বিস্তর কারিকর থাকে, সিন্ধী দোকানী চেলারামের সঙ্গে গাড়ি ক'রে গিয়ে সে জায়গাটায়-ও ঘুর্লুম। অন্য ডচ্ দোকানটিতেও গেলুম। আজ সারাদিন যবদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্য দর্শনেই কেটে গেল। একজন আধুনিক যবদ্বীপীয় মূর্তি-গড় কারিকরের তৈরী বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানান্-এর ভাস্কর্যের ধাজে গড়া ছোটো একটি ব্রঞ্জ মূর্তি কিন্লুম—দেব-দেবীর মিলন-মূর্তি, ডচ্ দোকানদার ব'ল্লে, শিল্পীর মতে উমা-সহিত শিবের মূর্তি; শিবের ক্রোড়-দেশে গৌরী উপবিষ্টা; এটি অতি সুন্দর কাজ, চমৎকার, সুসম্পূর্ণ—আজ কালকার

মুসলমান শিল্পীর হাতে এমন জিনিস যে বেরোয়, তা থেকে যবদ্বীপের জীবনে তার প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের অনুভূতি এখনও কতখানি প্রবল তা অনুমান করা যায়।

রাত্রে কবি স্থানীয় Kunstkring সভায় তাঁর কবিতার পাঠ শোনালেন—ইংরেজিতে আর বাঙলায়, প্রায় সওয়া-ঘণ্টা ধ'রে।

পাকু-আলাম্-এর এক aunt (অর্থাৎ খুড়ী, বা মাসী, বা পিসী) এসেছেন আজ; ইনি বেশ ইংরিজি ব'ল্‌তে পারেন। ইনি ধীর প্রকৃতির মাতৃভাব-মণ্ডিত মহিলা; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। ইনি আসাতে, পাকু-আলাম্-এর সঙ্গে কথাবার্তার পক্ষে আরও সুবিধা হ'ল।

২১এ সেপ্টেম্বর, বুধবার

সকালে কতকগুলি সওদা ক'র্‌লুম—Ter Horst-এর দোকানে কিছু যবদ্বীপীয় তৈজস, আর অন্যত্র গোটা ছয়েক কাঠের মুখস কিন্‌লুম—নাটকে এগুলি ব্যবহৃত হ'ত। প্রাচীন যবদ্বীপীয় শিল্পের সুন্দর নিদর্শন; আর পূর্বোক্ত হর-গৌরী মূর্তির কারিকরের তৈরী গুটি দুই ব্রঞ্জ মূর্তি—একটি বোরো-বুদুরের ধরনে উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্তি, আর একটি চণ্ডী-সেবুর অনুকরণে যক্ষ দ্বারপাল মূর্তি।

কবির সঙ্গে Taman Siswo 'তামান্ শিশ্ব' বিদ্যালয় দেখ্‌তে গেলুম বেলা দশটায়। শ্রীযুক্ত স্বর্য্যনিঙ্‌রাৎ নামে একটি যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের অনুপ্রাণনায় বছর কতক হ'ল ইস্কুলটি ক'রেছেন। ছাত্রের সংখ্যা বেশী নয়—জন পঞ্চাশেক ছাত্র, জন ষাটেক ছাত্রী, এদের নিয়ে ইস্কুল। শিক্ষক চব্বিশ জন, শিক্ষয়িত্রী সাত জন। ছাত্রেরা প্রায় সব-ই, আর ছাত্রীদের জন তেরো, ইস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে যবদ্বীপীয় শিল্প কলা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। কবির সঙ্গে তাম্রচূড়, শ্রীযুক্তা রেসিঙ্ক-পত্নী, ডাক্তার মুন্‌স্, আর আমি ছিলুম। কবিকে স্বাগত ক'র্‌লে, তাঁর নামে যবদ্বীপীয় ভাষায় গান বেঁধেছিল তা ছাত্রীরা গাইলে, ইংরিজিতে অভিনন্দন-পাঠ ক'র্‌লে। কবিকে কিছু ব'ল্‌তে হ'ল। এরা কবির আগমনে সত্য-সত্যই খুবই খুশী হ'ল। ইস্কুলের ব্যবস্থা আর এর atmosphere, এখানকার ধরন-ধারন, আমাদেরও চমৎকার লাগ্‌ল। ঘণ্টা দেড়েক এখানে কাটানো গেল।

কবিকে এরা যবদ্বীপীয় গানটিতে 'ভুজঙ্গ' ব'লে উল্লেখ ক'রেছে। মধ্য-যুগে যে অর্থে যবদ্বীপে এই শব্দ প্রয়োগ করা হ'ত, আর এখনও হ'য়ে থাকে, সে অর্থ ভারতে এখন অজ্ঞাত; আগে হয়-তো সে অর্থ ভারতে-ও প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপের মজ-পহিৎ সাম্রাজ্য যখন সমগ্র দ্বীপময়-ভারতে বিস্তীর্ণ হয়, তখন যবদ্বীপ থেকে এই দ্বীপময়-ভারতের নানা স্থানে পুরোহিত আর গুরু বা উপদেশক পাঠানো হ'ত।—এঁরা শাস্ত্রে পণ্ডিত, লোক-শিক্ষক হ'তেন, এঁদের সম্মানিত নাম ছিল Boedjangga বা 'ভুজঙ্গ'। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবর-তীরে অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙলার রাজা হরিবর্ম-দেবের মন্ত্রী, রাঢ়ের সিদ্ধল-গ্রামের (আধুনিক সিধ্‌লার) বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্ট ভবদেবের যে সংস্কৃত প্রশস্তি ঐ মন্দিরের গায়ে এখনও বিদ্যমান আছে, তাতে—খ্রীষ্টীয় আনুমানিক ১১০০ সালের এই শিলালেখে—ভট্ট ভবদেবকে 'বালবলভী ভুজঙ্গ' আখ্যা দেওয়া হ'য়েছ। এখানে এই 'ভুজঙ্গ' শব্দের অর্থ যে কী, তা এখনও স্থির হয় নি, তবে 'বালবলভী' কোনও স্থানের নাম ব'লে স্বীকৃত হয়। 'ভুজঙ্গ' অর্থে শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মোপদেশক—যে অর্থ যবদ্বীপে এখনও প্রচলিত—সে অর্থ ধ'র্‌লে, প্রাচীনকালে বাঙলাদেশেও শব্দটির যে এই অর্থে প্রয়োগ ছিল তা বোঝা যায়, আর 'বালবলভী-ভুজঙ্গ' পদটিরও একটি সংগত অর্থ হয়।

আজ সন্ধ্যায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে ভারতীয় চিত্রকলা-বিষয়ে লণ্ঠন যোগে আমার বক্তৃতাটি দিলুম, এখানকার Masonic Lodge-এ, Java Institute-এর ব্যবস্থা অনুসারে। জন পঞ্চাশ মাত্র ডচ্ আর যবদ্বীপীয় শ্রোতা ছিলেন; শ্রীযুক্ত বাকে আমার বক্তৃতা ডচে অনুবাদ ক'র্‌লেন।

রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত পাকু-আলাম্-এর পেণ্ডপোতে ছায়া-নাটকের প্রদর্শন হ'ল। যথারীতি 'দালাঙ্' ব'সে কথকতা ক'রে ওআইয়াঙ্ পুতুলের ছায়া ফেলে-ফেলে অভিনয় ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। বিষয় ছিল—সীতা-হরণ আর হনুমৎ-সন্দেশ। অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে, পাকু-আলাম্ আমাকে একটি অনুষ্ঠান দেখালেন—অভিনয়ের পূর্বে শিবের পূজা। ছায়া-অভিনয়ের পর্দার পাশে, দু'টী কাঁসার থালার উপরে কলাপাতা পেতে তার উপরে কিছু চা'ল, সুপারি, না'রকল রাখা হয়, আর কিছু নানা রঙের সুতো—বোধ হয় বস্ত্রের পরিবর্তে; আর রাখা হয় ডিম। এটি হচ্ছে "বটার" গুরু অর্থাৎ ভট্টারক শিব-গুরুর নৈবেদ্য; এটি দালাঙ্-এর প্রাপ্য। হিন্দু-যুগে শিব-পূজা

ক'রে তবে অভিনয় বা গান হ'ত—এ তারই স্মৃতি; দেশের লোকে মুসলমান হ'য়ে গেলেও, এই অনুষ্ঠান এখনও চ'লে আস্‌ছে। রামায়ণ বা অন্য কিছু গানের সঙ্গে-সঙ্গে তার পট দেখানোর রীতি এখন যবদ্বীপে প্রচলিত আছে, তাতে-ও এই রকম নৈবেদ্য দিতে হয়। আজকের ছায়াভিনয়ে রেসিঙ্ক্‌-দম্পতী, ডাক্তার মুন্‌স্‌, ডাক্তার বস্‌ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্‌ আমাদের সঙ্গে থাকায়, সব বোঝ্‌বার পক্ষে বেশ সুবিধা হ'চ্ছিল।

Taman Siswo 'তামান্‌ শিশ্ব' বিদ্যালয়ের একটি শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আলাপ হ'ল—তিনি নিজেকে বৌদ্ধ ব'লে পরিচয় দিলেন। এঁর নাম Soekarsa Man-goenkawatja 'সুকর্ষ মাঙ্গুন্‌-কবচ'; বয়স অল্প; খুব উৎসাহী, ডচ্‌ জানেন, জর্‌মান জানেন, ইংরিজি-ও জানেন, কিন্তু প'ড়্‌তে পারেন—ব'ল্‌তে পারেন না। আমার যথা-জ্ঞান জর্‌মানে এঁর সঙ্গে ,আলাপ ক'র্‌লুম। পরে ইনি আমাকে জর্‌মানে চিঠি লেখেন, দেশ থেকে আমি এঁকে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বই পাঠিয়ে' দিই। ইনি ব'ল্‌লেন, যবদ্বীপে এখনও এরূপ কতকগুলি বংশ আছে যারা কখন-ও মুসলমান হয়নি, এঁদের বংশ সেই রকমের। এ কথা শুনে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে গেলুম। আমার মনে হয়, মুসলমান সমাজে থাক্‌লেও মুসলমান ধর্মে আস্থা মোটেই নেই এই রকম যবদ্বীপীয় বংশ বিরল নয়; আগেকার দিনে বোধ হয় এটা খুব-ই সাধারণ ছিল; ইনি এইরকম একটি পরিবারের ছেলে। হিন্দু-দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়া, এঁর মতে, যবদ্বীপের লোকেদের পক্ষে একটি অনপনেয় মানসিক আর নৈতিক হানি; কর্মদোষে তাঁর স্বজাতি প্রাচীন ভারতের হিমালয়-বাসী ঋষিদের প্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা থেকে দূরে চ'লে গিয়েছে। পরে ইনি আমায় যে চিঠি লেখেন, তাতেও এই ভাবে তাঁর স্বজাতির জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

॥ ২৭ ॥

বোরো-বুদুর স্তূপ

২২এ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

আজ সকালে আমরা বোরো-বুদুর দেখ্‌তে যাত্রা ক'র্‌লুম, সাড়ে-নয়টার দিকে। একটি ডচ্ ভদ্রলোক তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে' দিয়েছিলেন, তাতে, আর পাকু-আলাম্-এর গাড়িতে আমরা রওনা হ'লুম।

বোরো-বুদুর যোগ্যকর্ত-র বায়ু কোণে, প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যোগ্যকর্ত থেকে মোটরে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে যাওয়া যায়। মোটর ছাড়া যোগ্যকর্ত থেকে Moentilan মুন্তিলান্ গ্রাম পর্যন্ত ট্রাম আছে, মুন্তিলান্ থেকে বোরো-বুদুর ন' মাইল পথ, এটুকু ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া যায়।

বোরো-বুদুর আর তার কাছাকাছি আর দু'টি ছোটো মন্দির—Tjandi Mendoet 'চান্দি মেন্দুৎ' আর Tjandi Pawon 'চান্দি পাওন্'—এই তিনটি নিয়ে একটি মন্দির-চক্র। সংশ্লিষ্ট আরও দুই-চারিটি মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলি মোটামুটি ৭৫০ থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজাদের সময়ে নির্মিত হয়। এগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল—বিশেষতঃ ছোটো মন্দিরগুলি জঙ্গলের চাপে প'ড়ে আর ভেঙে-চুরে গিয়ে বিধ্বস্ত-প্রায় হ'য়ে গিয়েছিল। ডচ্ প্রত্নবিভাগ নানা প্রতিকূলতার আর প্রথমটায় নানা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষটায় এদের জীর্ণ-সংস্কার ক'রেছেন। এই সুন্দর মন্দিরগুলিকে এঁরা যেন নোতুন ক'রে আবার বিশ্ব-মানবকে দান ক'র্‌লেন। বিশেষ ক'রে ভারতবাসীর মনে এর জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ হওয়া উচিত।

আমরা প্রথমে চান্দি-মেন্দুৎ-এ পৌঁছোলুম। সেখানে ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ কবির জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেন। উঁচু পোস্তার উপরে মনোহর রেখাসমাবেশ-যুক্ত মন্দিরটি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য্য আছে, কিন্তু অল্পস্বল্প। মন্দিরটির শুদ্ধ শালীনতা দেখে চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মে। আমরা মন্দিরটি প্রদক্ষিণ ক'র্‌লুম। উপরের পোস্তায় বা পীঠে উঠ্‌তে

একটি মাত্র সিঁড়ি। এই সিঁড়ির ধারে কতকগুলি খোদিত চিত্র আছে, ডাক্তার বস্ আমাদের দেখালেন—সেগুলি পঞ্চতন্ত্রের নানা গল্পের ছবি। আর আছে, বৌদ্ধদের দেবতা শিশু-পরিবৃত পঞ্চিক বা কুবের আর দেবী হারিতী—এঁদের দুইটি চিত্র। মন্দিরের গায়ে যে-সব বোধিসত্ত্ব আর অন্য বৌদ্ধ দেবমূর্তি খোদিত আছে, উপরের পীঠে উঠে আমরা সেগুলি দেখ্‌লুম।

তারপরে মন্দিরের ভিতরে ঢোকা গেল। প্রথমটায় একটু অন্ধকার মতন লাগ্‌ল, তার পরে বুঝ্‌তে পারা গেল—ভিতরে তিনটি অতি সুন্দর অতিকায় মূর্তি র'য়েছে। মাঝে বুদ্ধ শাক্য-মুনির একটি মূর্তি—পদ্মময় পাদপীঠের উপরে দুই পা রেখে কেদারায় বসার ভাবে সিংহাসনে ব'সে আছেন, হাত দুটিতে ধর্মচক্র-প্রবর্তন করার বা কাশীতে প্রথম উপদেশ দেওয়ার মুদ্রা ক'রে আছেন। অপূর্ব ভাবদ্যোতক মূর্তিটির মুখমণ্ডল; মন্দিরের দ্বারের সাম্‌নেই এই মূর্তিটি র'য়েছে, বাইরের আলোক-রশ্মি এসে এর মুখ উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। দুই পাশে আর দুটি মূর্তি আছে—অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্জুশ্রীর—অতিকায় বটে, কিন্তু মাঝের মূর্তিটির মতন বড়ো নয়। এঁরাও সিংহাসনে উপবিষ্ট, তবে একটি ক'রে পা মুড়ে আসনের উপরে রেখেছেন, আর একটি পা পাদপীঠের উপরে বিকসিত পদ্মফুলের উপর। এই দুটি মূর্তিও অতি সুন্দর, অতি মহনীয়; এদের মুখমণ্ডলে যে একটি গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত ধ্যান-স্তিমিত স্নিগ্ধ ভাব আছে, তা অতুলনীয়। মুখগুলি দেখে আমার খালি বোম্বাইয়ের কাছে এলিফান্টা বা ঘারাপুরী দ্বীপে যে বিরাট্ ত্রিমুখ শিবের মূর্তি আছে—ডাইনে উগ্র বা ভৈরব, মাঝে প্রসন্ন-বদন শিব, বাঁয়ে শক্তি বা উমা, এ তিন মুখের সমাবেশে শিবের আবক্ষ ত্রিমূর্তি,—তার মুখগুলির অপার্থিব মহত্ত্ব মনে আস্‌ছিল। চান্দি-মেন্দুতে বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব-মূর্তি ক'টি এখনও ভক্তের কাছে পূজা পেয়ে থাকেন,—বুদ্ধ-মূর্তির পাদপীঠে তাম্র-নির্মিত পাত্রে ধুনো জ্ব'ল্‌ছে, আর তিনটি মূর্তিরই পায়ের কাছে ফুল র'য়েছে। ডাক্তার বস্ ব'ল্‌লেন, যবদ্বীপের থিওসফিস্ট্‌রা আর স্থানীয় বৌদ্ধ অল্প-স্বল্প যারা আছে তারা মিলে, বছরে এক দিন ক'রে এই চান্দি-মেন্দুৎ মন্দিরে উৎসব করে—দীপ পুষ্পাদি নিবেদন ক'রে এ দেশে ভগবান্ বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতি একটু বাঁচিয়ে' রাখ্‌তে চায়।

চান্দি-মেন্দুৎ দেখে আমরা প্রায় সাড়ে-দশটা আন্দাজ বোরো-বুদুরে পৌঁছোলুম। বোরো-বুদুর একটা টিলার মতন উঁচু জায়গার উপরে অবস্থিত।

চৌকো আকারের উঁচু চাতাল, তা থেকে থাকে-থাকে আটটি ভূমি বা তলা উঠেছে, এক-এক দিকে এক প্রস্থ ক'রে চারিদিকে চার প্রস্থ সিঁড়ি আছে, তা দিয়ে উঠ্‌তে হয়। প্রথম পাঁচটি ভূমি চৌকো আকারের—তবে এক-একটি বাহু সমান ভাবে না গিয়ে, সরল রেখায় দুই-তিন ভঙ্গে ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে। উপরের তিনটি ভূমি গোলাকার। সর্বোপরি ধাতুগর্ভ চৈত্য। পাঁচটি চৌকো ভূমিতেই একটি ক'রে gallery অর্থাৎ অলিন্দ বা বারান্দা, অথবা প্রদক্ষিণ-পথ বা চংক্রম-পথ আছে। এই পথের দুই ধারের দেয়ালের গা পাথরের খোদাই-করা ছবিতে ভরা। এই চিত্রগুলি সংখ্যায় তের' শ', পাশাপাশি রেখে গেলে তিন-মাইলের উপর লম্বা হয়। এগুলি বিশ্ব-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব'লে স্বীকৃত। ডচ্‌ পণ্ডিতেরা এগুলির আলোচনা ক'রেছেন। কিছুকাল হ'ল, ডচ্‌ সরকার কয় খণ্ডে বিরাট্ এক পুস্তক প্রকাশ ক'রেছেন, তাতে এই স্তূপের সমস্ত খোদিত চিত্রের প্রতিলিপি সুন্দর-ভাবে ছাপিয়ে' ডচ্‌ ভাষায় ভূমিকা আর বর্ণনা সমেত প্রকাশিত হ'য়েছে। গৌতম বুদ্ধের আর বৌদ্ধ-জাতকে বর্ণিত বোধিসত্ত্বের জীবন-চরিতের সব দৃশ্য এই আশ্চর্য্য চিত্রাগারে খোদিত হ'য়ে র'য়েছে। এই খোদিত চিত্র ছাড়া, চংক্রম-পথের মাঝে-মাঝে কুলুঙ্গিতে বহু উপবিষ্ট বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব-মূর্তি আছে। মাঝের মূল চৈত্যকে ঘিরে যে তিনটি গোলাকার ভূমি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে ঘণ্টার মতো কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো চৈত্য আছে, এগুলি ফাঁপা, এর প্রত্যেকটির ভিতরে একটি ক'রে অতিকায় উপবিষ্ট বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব মূর্তি; এই ছোটো চৈত্যগুলির আবরণ-পাথরের মধ্যে রুইতনের আকারের বিস্তর ফাঁক রাখা হ'য়েছে, তার মধ্য দিয়ে ভিতরের উপবিষ্ট মূর্তিটিকে দেখা যায়। উপরের গোলাকার তিনটি ভূমির চৈত্যে আর নীচেকার পাঁচটি ভূমির মধ্যে কুলুঙ্গিতে অবস্থিত যতগুলি এই রকম উপবিষ্ট বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব মূর্তি আছে, সেগুলির সংখ্যা পাঁচ শ'র উপর হবে। তবে সবগুলি এখন আর নেই—ভেঙে চুরে গিয়েছে কতকগুলি, আর কতকগুলি লোকে নিয়ে গিয়েছে।

বোরো-বুদুর পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য কীর্তি। দূর থেকে এর ভিতরকার কলা-সৌন্দর্য্যের শুচিতা আর প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে কোনও ধারণাই হ'তে পারে না; সমস্ত জিনিসটি, একসঙ্গে যেখান থেকে বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়. এমন কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দেখে মনে হয়—এটা তো বাড়ি বা মানুষের হাতের

তৈরী প্রাসাদ নয়, এ যেন পাঁশুটে' রঙের একটি ছোটো পাহাড়; উপরের চৈত্যগুলিকে যেন পাহাড়ের গায়ের উপরকার বনস্পতি ব'লে ভ্রম হয়; একটু ভালো ক'রে দেখ্‌লে অবশ্য ভ্রম তখন কেটে যায়, দূর থেকেও চৈত্যের সামঞ্জস্য-পূর্ণ গঠন-রীতি আর তার কুলুঙ্গি আর খোদাই-কাজের আভাস চোখে ঠেকে।

বোরো-বুদুরের পাদ-দেশেই ডচ্‌ সরকার একটি 'পাসাংগ্রাহান্‌' বা ডাক-বাঙলা ক'রে দিয়েছে, এটি এখন হোটেল-রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানেই আমরা উঠ্‌লুম। এই হোটেলের বারান্দায় ব'সে অনতিদূরে বোরো-বুদুরের অরণ্যানী-আবৃত-গিরিবৎ সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ করা যায়। আমরা এই তীর্থস্থানে পেঁ।ছে তখনি 'ধূলো-পায়ে' একবার চৈত্য-দর্শন ক'রে এলুম। একে-একে আমরা সব কয়টি ভূমি দিয়ে ঘুরে, চৈত্যের শিখরদেশে উঠ্‌লুম। ব্যাপারটা বড়ো সোজা নয়। প্রথম ভূমির বেড়টা ঘুরে চংক্রম-পথের দু-দিক্‌কার দেয়ালের খোদিত চিত্র দেখ্‌তে-দেখ্‌তে কোমর ব্যথা ক'রে যায়। আমরা একটু মোটামুটি ভাবে দেখে নিলুম। সব কয়টি ভূমির গ্যালারি ঘুরে সমস্ত চিত্রগুলি ভালো ক'রে দেখা মাসাধিক কালের কাজ, দুই-একদিনে কিছুই হয় না। আমরা যখন উপরে উঠ্‌লুম, চৈত্যের এই সু-উচ্চ সপ্তভূমিক শীর্ষে আরোহণ ক'র্‌লুম, তখন চারিদিকে তাকিয়ে' এক অতি উদার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। দিনটা মেঘলা ছিল, তার জন্য বেশ আরামেই দেখা যাচ্ছিল; সূর্য্যদেব এদেশে আমাদের দেশের মতনই খর কিরণ বর্ষণ করেন। বোরো-বুদুরের পূব দিকে Merapi 'মেরাপি' নামে আগ্নেয় গিরি, আর তার সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্বত-মালা; পাহাড়ের শ্রেণীর কোলে না'রকল বন। পশ্চিম দিকে আবার বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না'রকল বন। মেঘের কোলে পর্বতশ্রেণী চমৎকার স্নিগ্ধ বর্ণ গ্রহণ ক'রেছে; আর মেঘের কোলে না'রকল গাছের পাতাকে আরও সবুজ দেখাচ্ছে। অবর্ণনীয় সুন্দর এই প্রাকৃতিক দৃশ্য—আর মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্যের তো সীমা নেই।

বোরো-বুদুর, প্রাম্বানান্‌ প্রভৃতি প্রাচীন যুগের যবদ্বীপীয় মন্দিরগুলির ভাস্কর্য্য, যাকে বলে classic style-এর—সরল উদার অনাড়ম্বর ভাবের; এগুলি ভাস্কর্য্য-শিল্পের ধ্রুপদ-চৌতাল। পরবর্তী যুগের যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয় শিল্পে, এই classic dignity, প্রাচীন এই বিরাট্‌ গাম্ভীর্য্য আর রইল না—ভাস্কর্য্য

খুব কারিগরি-করা টপ্‌পা-ঠুমরিতে রূপান্তরিত হ'ল। বোরো-বুদুরের একখানি খোদিত চিত্রের পাশে, অর্বাচীন যুগের যবদ্বীপীয় বা বলিদ্বীপীয় চিত্র একখানি রাখ্‌লেই এই পার্থক্য ধরা যায়।

নাম্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌ছিল না। সঙ্গে ডাক্তার বস্‌, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্‌ আর বন্ধুরা ছিলেন। কতকগুলি বিশেষ চিত্রের দিকে এঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌লেন। এক জায়গায় একটি জাহাজ-ডোবার দৃশ্য—এক বিরাট্‌ কচ্ছপের পিঠে চ'ড়ে ডোবা জাহাজের যাত্রীরা রক্ষা পায়, এই হ'চ্ছে কথা। এই চিত্র-শিলাটি এখন যবদ্বীপীয়দের নিকটে বিশেষ ভাবে পূজা পায়—কেন, তার কারণ কেউ জানে না; এর সাম্‌নে ধূনো জ্বালায়, এর গায়ে ফুল দেওয়া লেগেই আছে। চৈত্যের চারিদিকে যে চার প্রস্থ সিঁড়ি আছে—পর পর আটটি ভূমিতে যে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে হয়, সেই সিঁড়ির মাঝে-মাঝে বিরাট্‌ 'কাল-মকর' বা 'কীর্তি-মুখ' যুক্ত তোরণ আছে। মন্দিরটি এখন একটি স্থবিশাল পাথরের চাতালের উপরে যেন প্রতিষ্ঠিত; এই চাতালটি মন্দিরটিকে দৃঢ় কর্‌বার জন্য পরে তৈরী হয়,—চাতালটির দ্বারায় মূল চৈত্যের সব তলার নীচেকার একটি তলা বা ভূমিকে তার খোদিত চিত্র আর অন্য অলংকার সমেত ঢেকে দেওয়া হয়।

বেলা হ'য়ে যায়, হোটেলে ফিরে এসে স্নান সেরে নিয়ে আহারে বসা গেল। আমাদের দলটি জ'মেছিল মন্দ না। কিন্তু হাসি ঠাট্টা মস্করায় সকলকে মাতিয়ে' রেখেছিলেন বিরাট্‌-বপু কালেন্‌ফেল্‌স্‌। তাঁর পাশে ব'সেছিলেন বেচারী 'তাম্রচূড়'—কালেন্‌ফেল্‌স্‌-এর রসিকতা কতকটা তাঁর উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'চ্ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তার বস্‌ বা আর কেউ-ও বাদ যাচ্ছিলেন না। আহারান্তে ডচ্‌ রীতি-অনুসারে সকলে একটু দিবা-নিদ্রার জন্য যে যার ঘরে গেলেন। কবি আর ডাক্তার বস্‌ বারান্দায় ব'সে-ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে খুব আলাপ ক'র্‌লেন। ডাক্তার বস্‌কে কবির খুবই ভালো লেগেছিল।

সাড়ে-পাঁচটার সময়ে সকলে ঘুম থেকে উঠে স্নান-টান সেরে পোষাক প'রে চা-পানের জন্য হোটেলের সাম্‌নে খোলা ময়দানে সমবেত হ'লেন। কালেন্‌ফেল্‌স্‌ এলেন তাঁর শোবার কাপড়-চোপড় প'রে;—'তুআন্‌ রক্‌সস' বা 'শ্রীযুক্ত রাক্ষস' ছাড়া তাঁর অন্য কতকগুলি নাম আছে, তার মধ্যে একটি হ'চ্ছে 'কুম্ভকর্ণ', সেটি সার্থক নাম—সকলের শেষে তিনি তাঁর ঘর থেকে বা'র হ'লেন, স্নান কর্‌বার বা

পোষাক বদলাবার তাঁর সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না। আমি সকালে স্নানের পরে ধুতি পাঞ্জাবি চাদর প'রেছিলুম—তাই প'রেই রইলুম। চা-পানের মজলিসও কালেনফেলস্ মাতিয়ে' রাখ্‌লেন—লোকটির heartiness—বেশ দিল-খোলা ভাবটি কবির-ও খুব ভালো লাগ্‌ছিল।

ইতিমধ্যে কবিকে নিয়ে আমরা দলবদ্ধ হ'য়ে আর একবার চৈত্যের উপরে উঠ্‌লুম। কবি তিনটি ভূমির উপরে উঠ্‌তে-উঠ্‌তেই শ্রান্তি অনুভব ক'র্‌লেন, আমরা তাঁকে আর না উঠ্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লুম। দ্বিতীয় ভূমির কতকগুলি চিত্র তিনি দেখ্‌লেন। তাঁর মতন সূক্ষ্ম অনুভূতি-শক্তি কয়জনের আছে? এই মন্দির আর এর ভাস্কর্য্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি তিনি চৈত্যের বিরাট্ স্তব্ধতার মধ্যে ব'সে উপলব্ধি ক'র্‌লেন। পরে তিনি চৈত্যে আর একবার আসেন, আর দূর থেকে পাসাংগ্রাহান্-এর বারান্দায় ব'সে ব'সে এর প্রত্যক্ষ অনুধ্যাননাও করেন। কবি আমাদের ব'ল্‌লেন—এই চৈত্যের শিল্প-সম্ভার আর এর মহনীয় গাম্ভীর্য্য আমাদের বৈচিত্র্যময় আর জটিলতাময় জীবনের মধ্যে অন্তর্নিহিত Buddha Idea 'বুদ্ধ-আইডিয়া' বা বুদ্ধ-ভাবকেই যেন প্রকাশ ক'র্‌ছে।

বোরো-বুদুরের মতন বিরাট্ শিল্প-নিকেতনের সৌন্দর্য্য-সম্ভারের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে সৃষ্ট এই অবিনশ্বর কীর্তির আবেষ্টনের মধ্যে দণ্ডায়মান, ভারতের শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরবীন্দ্রনাথ;—যে ভারতের ঋষিদের, যে ভারতের বুদ্ধের সাধনার অনুপ্রাণনার ফলে এই বোরো-বুদুর, এই প্রাম্বানান্, সেই ঋষিদের সেই বুদ্ধের বাণী নবীন-ভাবে যিনি জগতে প্রচার ক'র্‌ছেন, প্রাচীন ঋষিদের সেই অদ্ভুত-কর্মা বংশধর শ্রীরবীন্দ্রনাথ, তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন প্রতিভার লীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতের আধুনিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাণরসের উৎসের সন্ধানে;—এ দৃশ্য অপূর্ব; রবীন্দ্রনাথের এই তীর্থে আগমনে, যেন তাঁর দ্বারাই ভারতের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে, তাঁদের এক বিশেষ কৃতিত্ব বা কীর্তি স্মরণ ক'রে, শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হ'ল। বোরো-বুদুর,—রবীন্দ্রনাথ;—ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনাশক্তির দুইটি বিরাট্ প্রকাশ—এক দিকে ভাস্কর্য্য-মণ্ডিত সৌধে, অন্য দিকে অলৌকিক কবি-প্রতিভায়।

রবীন্দ্রনাথ আর আমরা যে ভাবের ভাবুক হ'য়ে বোরো-বুদুর দেখ্‌ছিলুম, সে ভাব টুরিস্ট্-জাতীয় দর্শকদের ভাব নয়। যে অজ্ঞাত-নামা শৈলেন্দ্র-

রাজবংশাবতংস নরেন্দ্র এই বিশাল চৈত্য রচনা ক'রে ভগবানের উদ্দেশে তাঁর ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেছিলেন ; যে-সকল সহস্র-সহস্র যবদ্বীপীয় আর অন্য দেশীয় ভক্ত এই প্রস্তরময় মহাকাব্য পাঠ ক'রে চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ ক'র্‌ত, আর এই ভাবে রাজার প্রণামের সঙ্গে মিলিত ক'রে তাদের প্রণামকেও সার্থক ক'র্‌ত —তাদের কথা মনে হ'চ্ছিল। এই রকম এক-একটি সৌধ—বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানান্ ; আর কম্বোজের আঙ্কর-থোম্-এর মতন বিরাট্ মন্দির ;—এদের অবলম্বন ক'রেই যেন যবদ্বীপের আর বহির্ভারতের অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি মূর্ত হ'য়ে আছে ; আর ভারত-ও এদের অন্তরালে তার মহান্ মৌনভাব নিয়ে বিদ্যমান। এখানে তো আমার মনে উচ্চ অঙ্গের ধ্রুপদ শুন্‌লে যেমন হয় তেমনি একটা অব্যক্ত আকুলতা, একটা উপাসনা বা আত্মনিবেদনের প্রবল ইচ্ছা এনে দিচ্ছিল। এই প্রাচীন কীর্তিগুলির গৌরব সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গেকার ডচ্ বন্ধুরা সকলেই খুব সচেতন ছিলেন। স্থানগুলির সংরক্ষণের জন্য ডচ্ প্রত্নবিভাগকে মুক্তকণ্ঠে আমাদের সাধুবাদ দিতে হ'ল। আমরা বোরো-বুদুর দেখে যে আন্তরিক প্রীত হবো, এঁরা তা জান্‌তেন। সাধারণ ইউরোপীয়, আর বিশেষ ক'রে আমেরিকান যাত্রীরা যে ভাব নিয়ে আসে, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বোরো-বুদুরের উপরে যে চমৎকার কবিতাটি লিখেছেন তাতে ব'লেছেন—

অর্ঘ্যশূন্য কৌতুহলে দেখে যায় দলে দলে আসি'
ভ্রমণ-বিলাসী।—
বোধ-শূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি'।

ডাক্তার বস্ এদের হাড়ে হাড়ে চেনেন—দু'চার বার এদের নিয়ে তাঁকে বিব্রত-ও হ'তে হ'য়েছে। এই রকম আমেরিকান একদল এসেছিল, খোদিত চিত্রগুলি যেখানে উঁচু ক'রে খোদা আছে সে-রকম একখানি শিলাপট্ট থেকে একটি মূর্তির মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'র্‌ছিল। এই-সব বর্বরতার জন্য এদের চোখে-চোখে রাখ্‌তে হয়। এক আমেরিকান দর্শক সম্বন্ধে বস্ একটি মজার গল্প ব'ল্‌লেন। ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের এক গভর্নর—আমেরিকান—একবার যবদ্বীপ বেড়াতে আসেন। যথা-রীতি তিনি বোরো বুদুরে পদার্পণ করেন। ডাক্তার বস্‌কে পাঠানো হয়, তাঁকে সব বুঝিয়ে' দেখাবার জন্য। বস্-সাহেব তো উপস্থিত—বোরো-বুদুরে চৈত্যের প্রথম ভূমি থেকে দেখাবেন মতলব ক'রে আছেন, কিন্তু গভর্নর-সাহেব বিভিন্ন গ্যালারি বা বারান্দার দিকে,

তাদের মধ্যেকার উৎকীর্ণ চিত্রের দিকে ফিরেও দেখ্‌লেন না, সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি চৈত্যের সব উপরের ভূমির উপরে উঠে গেলেন, সেখানে পৌঁছে, চারিদিকে একবার সিংহাবলোকন ক'র্‌লেন। তার পরে আগ্নেয়-গিরি মেরাপি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বস্‌কে ব'ল্‌লেন, "দেখুন মশায়, আপনাদের এই ডচ্‌ জাতিটির বুদ্ধির প্রশংসা ক'র্‌তে পারি নে ; কী কতকগুলো ভাঙা পাথর নিয়ে আপনারা এত মাথা ঘামাচ্ছেন, সেগুলোর জন্য আবার খরচ-পত্রও ক'র্‌ছেন। দেখুন দেখি সাম্‌নে, অত বড়ো একটা আগ্নেয়-গিরি ; যদি ওটাকে কোনও রকমে বাগে আন্‌তে পারেন, তাহ'লে আপনাদের এই সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের জন্য যত ইচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ ক'র্‌তে পারেন ; কিন্তু সেদিকে তো কিছুই ক'র্‌ছেন না, যত বাজে কাজ নিয়ে আছেন আপনারা।"

সারা বিকালটা কালেন্‌ফেল্‌সের অবিশ্রান্ত ঠাট্টা মস্করা আর গল্প চ'ল্‌ল। ডচেরা এক বিষয়ে আমাদের মতন বেশ ঢিলে-ঢালা—সর্বদা ধনুকে ছিলে জুড়ে' নেই, আর টঙ্কার-ও দেয় না। ইংরেজ অফিসার যদি কোথাও একা-ও থাকে, তা আফ্রিকার জঙ্গলেই হোক আর চিত্রালের পাহাড়েই হোক, সে তার সামাজিকতার সব খুঁটি-নাটি অনুষ্ঠান এই বিরলে ব'সেও অত্যন্ত ধর্মভীরু লোকের মতন নিখুঁত-ভাবে পালন ক'র্‌বে—সেই রোজ-রোজ দাড়ি কামানো, সেই ঈভ্‌নিং-ড্রেস প'রে নৈশ ভোজন করা। দল হ'লে তো কথাই নেই। এগুলো তার জাতীয়তার, তার সম্প্রদায়ের বর্ণ-চিহ্ন ; কে এক ইংরেজ লেখক-ই ব'লেছিল, ভারতের হিন্দু যেমন তার সম্প্রদায়ের চিহ্ন চন্দন কেসর বিভূতি খড়িমাটি সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে কপালে আর গায়ে মেখে ব'সে থাকে, মুসলমান যেমন গোঁফ-ছেঁটে লম্বা দাড়ী রাখে,—এগুলো সেই রকমই ব্যাপার, তার ইংরেজ জাতীয়তার বা সাম্প্রদায়িকতার এ-সব ছাপ তাকে সর্বাঙ্গে লাগিয়ে' ব'সে থাক্‌তেই হবে, নইলে জা'ত যাবে। ডচেদের মধ্যে কিন্তু ও ভাবটা নেই। তাই ওদের সঙ্গে বনিয়ে' নিতে দেরী হয় না। কালেন্‌ফেল্‌স্‌ কতকগুলি মজার মজার গল্প ব'ল্‌লেন। পূর্ব-যবদ্বীপের পানাতারান্‌-এর মন্দিরের গায়ে নানা পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে, তার মধ্যে দুই তপোনিরত ব্রাহ্মণের কাহিনী চিত্রিত আছে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন স্থূলকায়, ভোজন-প্রিয় ; অন্যজন ছিলেন ক্ষীণকায়, ভোজনে বীতস্পৃহ ; এদের নামও ছিল, দেহ আর প্রকৃতি অনুসারে, যথাক্রমে Boeboeksa 'বুভুক্ষা' আর Gagang Aking

'গাগাঙ্-আকিঙ্' বা 'শর-কাঠি'; বুভুক্ষাটি ছিলেন আকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ, কিন্তু ভালোমানুষ, আর 'শর-কাঠি' ঠাকুরটি ছিলেন একটু পেঁচোয়া বুদ্ধির; এঁদের নানা হাস্যকর কাহিনী আছে, আর শেষটায় এঁদের স্বর্গে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রকেও একটু বিব্রত হ'তে হ'য়েছিল; সব কাহিনী ব'লে ইনি নিজের পরিচয় দিলেন—আমিই সেই 'বুভুক্ষা', আর ঐ হ'চ্ছেন আমার নমস্য ভ্রাতা 'গাগাঙ্-আকিঙ্'—এই ব'লে তুলনায় বিশেষ ক্ষীণকায় ডাক্তার বস্‌কে দেখিয়ে' দিলেন। Engelbert van Bevervoorde এঙ্গেল্‌বার্ট্-ফান্-বেফর্‌ফোর্ডে' বলে এক ডচ্ রেসিডেন্ট্ বা ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিলেন, তাঁর মেজাজটা একটু উগ্র ছিল; তাঁর সম্বন্ধে দুই একটা গল্প ব'লে কালেন্‌ফেল্‌স্ ব'ল্‌লেন, তাঁর মেজাজ অনুসারে যবদ্বীপীয়েরা তাঁর নামটি ব'দ্‌লে দেয়—Angel Banget Bimo Koerdo 'আঙেল্ বাঙেৎ বীমো কুর্দো' অর্থাৎ 'ভীষণ ঝঞ্ঝাটে' ক্রুদ্ধ ভীম'। এই নাম ডচ্ মহলেও চ'লেছিল। সুরকর্ত-র সুসুহুনান্-এর এক আত্মীয় কালেন্‌ফেল্‌স্-এর সঙ্গে বলিদ্বীপ-ভ্রমণে যান; স্বদেশে ইনি একজন পরম ধর্মধ্বজী আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু দেশের বাইরে বলিদ্বীপে শূকর-মাংসের মোহে প'ড়ে যান—জিনিসটি তাঁর এত প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল যে ওটি না হ'লে তাঁর আহার-ই হ'ত না—একটি ক'রে শূকর-শিশু শূল-পক্ক ক'রে রোজ তার জলপান হ'ত, তাই তাঁর নাম দাঁড়িয়ে' যায় Babi Goeling 'বাবি-গুলিঙ্' অর্থাৎ 'বরাহ-নন্দন'। দেশে ফিরে এসে এ-সব কথা তিনি যেন ভুলে যান—খুব মালা-জপ আর কোরান-আওড়ানো নিয়েই সকলের সম্মান কুড়োতে থাকেন। কিন্তু তাঁর এই নবীন নামটি আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বলিদ্বীপের কীর্তি সুসুহুনান্ জান্‌তে পেরে রাজসভায় প্রচার ক'রে দেন, আর সেই থেকে লোকটির ধার্মিক ব'লে যে পসারটুকু জ'মে উঠ ছিল সেটুকু একেবারে মাটি হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যের পরে ডাক্তার বস্ আর প্রাম্বানান্-এর ইঞ্জিনিয়ার ফান্-হান্ বিদায় নিলেন। ডাক্তার বস্ Koninglijk Bataviaasch Genootschap van Kunst en Wetenschapen অর্থাৎ বাতাবিয়ার রাজকীয় কলা-বিজ্ঞান পরিষদের তরফ থেকে তাঁদের ওখানে একটি প্রবন্ধ পড়্‌বার জন্য আমায় আমন্ত্রণ ক'রে আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছিলেন। এখানে এই প্রবন্ধটি লেখ্‌বার রসদ আঁটা গেল। বোরো-বুদুর মন্দিরের সংরক্ষক হ'চ্ছেন একজন অবসর-

প্রাপ্ত ডচ্ ফৌজী অফিসার ; ইনি বাড়িতে রেডিও এনেছেন, সুদূর হলাণ্ডের থিয়েটারে বা মজলিসে গীত গান যবদ্বীপে ব'সে শুনতে পান—শ্রীযুক্ত বাকে আর ডাক্তার বস্ তাঁর বাসায় গেলেন ঐ গান শুনতে।

'বর-বুদুর,' বা 'বোরো-বুদুর' শব্দটির অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। একটি মত হ'চ্ছে এই—'বুদুর' গ্রামের 'বিহার' ; যবদ্বীপে লোকমুখে সংস্কৃত 'বিহার' শব্দের বিকৃতি ঘটে—Vihara—Bioro—Boro, "বিহার, বিওর, ব্যর', বর', বোরো"—এইরূপ নাম-পরিবর্তনের ধারা।

রাত্রে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা প'ড়েছিল।

২৩এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

আজ সকালে-ও মেঘলা ভাবটা চ'ল্‌ল। বোরো-বুদুরের উপর থেকে সূর্য্যাস্ত আর সূর্য্যোদয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়, কা'ল সন্ধ্যেয় আর আজ ভোরেও মেঘ আর বৃষ্টি হওয়ায় আমাদের ভাগ্যে তা আর দেখা হ'ল না। সকালে অনেকক্ষণ বোরো-বুদুরেই কাটানো গেল, আর দুপুরেও। কবি সকালে পাসাংগ্রাহানে ব'সে-ব'সে বোরো-বুদুরের শোভা দূর থেকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর এই সময়েই বোরো-বুদুরের সম্বন্ধে তাঁর সুন্দর কবিতাটি লিখ্‌লেন। দুপুরে তিনি বোরো-বুদুরে গেলেন, সেখানে তাঁর কতকগুলি ছবি নিলে। "বোরো-বুদুরে রবীন্দ্রনাথ"—এই ছবিখানি ওদেশের কতকগুলি পত্রিকায় সাগ্রহে প্রকাশ ক'রেছিল।

আজ-ই দুপুরের পরে আমরা বোরো-বুদুর থেকে যোগ্যকর্ত্তয় প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লুম। কালেন্‌ফেল্‌স্ আমাকে তাঁর গাড়িতে ক'রে নিয়ে এলেন, পথে Tjandi Pawan 'চান্দি পাওন্' আর Tjandi Ngawoen 'চান্দি ঙাউন্' নামে দু'টি ছোটো মন্দির দেখিয়ে' আন্‌লেন। চান্দি-পাওন্‌টি চমৎকার ছোটো একটি মন্দির, ভগ্ন দশা থেকে জীর্ণোদ্ধার ক'রে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হ'য়ে আছে। চান্দি-ঙাউন্‌টির সাম্‌নে একটি তোরণ-দ্বার আছে, এর পোস্তার বা চাতালের চার কোণে চারটি সিংহ মূর্ত্তি, এ মন্দিরটির বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দু'টিই খুব প্রাচীন, বোরো-বুদুরের যুগের। চান্দি-পাওনের দেয়ালে কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। চান্দি-ঙাউন-এ পৌঁছোবার পথটা অত্যন্ত বিশ্রী ছিল, মাঠের মধ্যে দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো একটা যেমন-তেমন

রাস্তা ব'ল্লেই হয়। কালেন্‌ফেল্‌স্‌-এর পুরাতন ঝরঝরে' একখানি মোটর গাড়ি; আমার আশঙ্কা হ'চ্ছিল, এই অতি খারাপ রাস্তায় গাড়ি কোথাও ভেঙে না পড়ে। কালেন্‌ফেল্‌স্‌ আমায় আশ্বাস দিলেন, দরকার হ'লে তাঁর গাড়ি নিয়ে তিনি তালগাছেও চ'ড়্‌তে পারেন; তাঁর গাড়ির নাম তিনি দিয়েছেন Wilmono; সংস্কৃত 'বিমান' শব্দ যবদ্বীপে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে wilmono; 'বিমান' বা 'পুষ্পক-রথ' আকাশে ওড়ে, আকাশচারী যান, অতএব তাতে ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাব আছে; যবদ্বীপীয় ভাষায় wil 'রিল্‌' মানে 'জাদুবিদ্যা'; অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ Wimana বা Wimono-র সঙ্গে পরিচিত wil শব্দ মিলিয়ে', যবদ্বীপীয় ভাষায় নোতুন শব্দের সৃষ্টি হ'য়েছে—Wilmono।

দু'টোর সময়ে যোগ্যকর্ততে পৌছোলুম। বিকালটা কালেন্‌ফেল্‌স্‌-এর সঙ্গে শহরের পুরাতন জিনিসের দোকানে খানিক ঘুর্‌লুম। বিকাল পাঁচটায় আমার একটি বক্তৃতা ছিল, Taman Siswo 'তামান্‌-শিশ্ব' বিদ্যালয়ে—ভারতের শিক্ষাপ্রণালী আর শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রেরা আর নিমন্ত্রিত জন-কতক ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাকে ডচ্‌ ভাষায় দোভাষীর কাজ ক'র্‌লেন। বক্তৃতার পর ছেলেরা দু' চারটে প্রশ্ন ক'র্‌লে। বেশ জ'মেছিল, পৌনে-সাতটা অবধি এই সভা চ'লেছিল।

শ্রীযুক্ত Raden Tedjo-Koesoemo রাদেন্‌ তেজঃকুসুম একজন স্থানীয় রাজবংশীয় ব্যক্তি, ইনি Krido Bekso Wiromo বা যবদ্বীপীয় সংগীত- ও নৃত্য-বিদ্যালয়ের পরিচালক। পাতলা, লম্বা ছিপ্‌ছিপে' চেহারার প্রৌঢ় বয়সের লোকটি, নিজে নাকি একজন অসাধারণ ভালো নাচিয়ে', যবদ্বীপের প্রাচীন রীতির নৃত্যবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষ; রাজ-ঘরানা হ'য়েও তিনি তাঁর এই বিদ্যালয়ে সব শ্রেণীর ছাত্রদের শেখান—এটা এ দেশের সামাজিক দিক্‌ থেকে খুবই অভাবনীয় ব্যাপার। এঁর বাড়িতে ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে যবদ্বীপীয় নাচ আমাদের দেখানো হ'ল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আর শ্রীযুক্ত তেজঃকুসুম নিজে নাচ দেখালেন। সঙ্গে ডচ্‌ বন্ধুরা ছিলেন, তাই আমরা কিছু-কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম। এখানে লাল মুখস প'রে একটা প্রেমাভিনয় নাচ দেখালে। এই নাচের সভায় দেখি, সুরকর্ত থেকে শ্রীযুক্ত মঙ্কুনগরো আর তৎপত্নী 'রাতু তিমোর' এসেছেন। সাতটা থেকে আটটা, এই এক ঘণ্টা বেশ কাট্‌ল'।

আজ রাত্রে পাকু-আলাম্ কবির সম্মাননার জন্য একটি বড়ো ডিনার পার্টি বা ভোজ দিলেন। যোগ্যকর্ত-র ডচ্ আর যবদ্বীপীয় তাবৎ গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, অনেকগুলি লোক এসেছিলেন। খুব ঘটার ডিনার, রাত সাড়ে-নটা থেকে সাড়ে-বারোটা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা ধ'রে খাওয়া, আর তার পরে বক্তৃতাদি চ'ল্‌ল। কবি রাত পৌনে-একটায় ছাড়া পেলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে জনকতক আরও রাত পর্য্যন্ত পানে আর গল্প-গুজবে কাটালেন, গৃহস্বামীও অবশ্য বরাবর উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বাকে-কে গান গাইতে অনুরোধ করা হ'ল—ডচ্ গান, তার পরে বাঙলা গান। বাকে শান্তিনিকেতনে থাক্‌বার সময়ে বাঙলা গান শিখেছিলেন, আর ইউরোপীয় সংগীতের তিনি তো একজন ওস্তাদ। আমি সেখানে ছিলুম ব'লে রাকে-র লজ্জা হ'চ্ছিল, আমি উৎসাহ দিতে তিনি গোটা দুই-তিন বাঙলা গান শুনিয়ে' দিলেন। ইঞ্জিনিয়র মুন্‌স্, কালেন্‌ফেল্‌স্ প্রমুখ সকলের সঙ্গে খুব খানিকটা হাসি-মস্করা গল্প-গুজবে কাটানো গেল—রাত পৌনে-দু'টোয় নিমন্ত্রিতদের এই আড্ডা ভাঙ্‌ল।

২৪এ সেপ্টেম্বর, শনিবার

যবদ্বীপীয়দের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্মকে সুদৃঢ় কর্‌বার জন্যে আর সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয়তাকেও অটুট রাখ্‌বার জন্যে একটা চেষ্টা চ'ল্‌ছে, যোগ্যকর্ত-তে আজ তার একটু পরিচয় পেলুম। এই চেষ্টার সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে আগত আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের প্রচারক দুই একজন জড়িত আছেন। মীর্জা আলী বেগ নামে বোম্বাই-প্রদেশের মারাঠী-ভাষী একটি ভদ্রলোক এখানে আছেন, তিনি ভারতের মুসলমান আর যবদ্বীপের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা- আর ধর্ম-গত ব্যাপারে যোগ-সূত্রের কাজ ক'র্‌ছেন। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পাকু-আলামের বাড়িতে এসেছিলেন, কবির সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়, আমার সঙ্গে-ও হয়। এঁকে বেশ উদার-হৃদয় ব'লে মনে হ'ল। নিজে একটু সংস্কৃত প'ড়েছেন ব'ল্‌লেন। যবদ্বীপীয় জীবনে যা কিছু সুন্দর আর শোভন আছে, তার সংরক্ষণের অনুমোদন করেন ইনি। আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত উদার হন, এটি আমার অভিজ্ঞতা। এঁর অনুরোধে, আমি এঁদের 'মোহম্মদীয়া' নামে প্রতিষ্ঠানটি আজ সকালে দেখ্‌তে যাই। এঁদের কাজ বেশ চ'ল্‌ছে। সমগ্র যবদ্বীপ এঁদের ৩২টি ডচ্-যবদ্বীপীয়

ইস্কুল আর ৬০টি প্রাথমিক পাঠশালা আছে। যোগ্যকর্ত-তে এঁদের একটি বড়ো ইস্কুলে আমায় নিয়ে গেলেন, তাতে প্রায় দু'শ' ছেলে পড়ে। এই ইস্কুলের লাইব্রেরিতে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারতবর্ষে গিয়ে আরবী, ফারসী প'ড়েছে, এইরকম দু'টি যবদ্বীপীয় যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তবে তারা ভালো উর্দু ব'লতে পারলে না। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে এঁরা আমায় স্বাগত ক'রলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ডচ্ ভাষাতে প্রায় সকলেই প'ড়েছেন। এই ইস্কুল দেখার পরে, শ্রীমতী Dachlan দাখ্লান নামে জনৈক যবদ্বীপীয় মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটি মেয়েদের-ইস্কুল দেখ্তে এঁরা আমায় নিয়ে গেলেন। এদেশে পর্দা নেই। মেয়ে-ইস্কুলে একজন বিদেশীকে নিয়ে গিয়ে সব তন্ন-তন্ন ক'রে দেখাতে এঁদের আট্কাল' না। কতকগুলি ক্লাসে গেলুম। এখানে কিছু-কিছু শিল্প-কার্য্যও শেখানো হয়। একটি ক্লাসে মুসলমানেরা নমাজে যে আরবী মন্ত্র পড়ে সেই মন্ত্রগুলি শেখানো হ'চ্ছে, জিজ্ঞাসা ক'রে জান্লুম, মন্ত্রের অর্থ শেখানো হয় না। মেয়েরা মাথায় ঘোমটার মতন ক'রে গায়ের চাদরগুলি জড়িয়ে' এই ক্লাসে ব'সেছে। কিছু-কিছু কোরান মুখস্থ করানো হয়। 'মোহম্মদীয়া' প্রতিষ্ঠানটিকে যবদ্বীপে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র আর মুসলমান মনোভাবের একটি প্রধান উৎস বলা যায়। কিন্তু এখানেও যবদ্বীপীয় জাতীয়তা বেশ জোরের সঙ্গে বিদ্যমান। লাল তুর্কী টুপির চলন এদেশে একেবারেই নেই—এখানেও না, তবে 'মোহম্মদীয়া' সভায় জনকতক কর্তা ব্যক্তি, আর মোল্লা হবে ব'লে আরবী প'ড়্ছে এখন জনকতক যুবক, আরবদের ধরনে মাথায় রুমাল জড়িয়ে' থাকে। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে-আটটা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা এঁদের এই দুইটি ইস্কুল পরিদর্শন ক'রে আসা গেল।

শহরে দুই-চারিটি জিনিস কিনে, বাসায় ন'টার সময় ফিরে এসে প্রাতরাশ সারা গেল। আমাদের বাকে-গৃহিণী সঙ্গে সাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সাড়ী শ্রীযুক্ত পাকু-আলামের পত্নীকে পরিয়েছেন—সাদা রেশমের সাড়ীতে এই যবদ্বীপীয় মহিলাকে খুব যে মানাচ্ছিল, তা ব'লতে পারি না; তাঁদের মুখশ্রী আর গায়ের রঙের সঙ্গে রঙীন সারঙ্ যেন বেশী মানায়। তার পরে পাকু-আলামের সঙ্গে কবির আর আমাদের ছবি তোলা হ'ল।

আজ আমরা যোগ্যকর্ত ছেড়ে যাবো। জিনিস-পত্র সব গোছানো

হ’য়ে আছে। সাড়ে এগারোটায় ট্রেন। আমরা শ্রীযুক্ত Moens মুন্‌স্‌-এর সঙ্গে, কাছেই এক সরকারী Paandhuis বা Pawn-house অর্থাৎ জিনিস বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার আপিসে নিলাম হচ্ছিল, তাই দেখ্‌তে গেলুম। দু’টি চমৎকার গুজরাটী পাটোলা কাপড় ছিল; মঙ্কুনগরোর এই রকম কাপড় কেনার দিকে ঝোঁক আছে, মুন্‌স্‌ কাপড় দুখানা তাঁর জন্যে নিলেন।

আমরা যাত্রা ক’রে ১১টায় স্টেশনে পৌছোলুম। ট্রেনে ক’রে পূব দিকে বাতাবিয়ার পথে Bandoeng বান্দুঙ্‌ শহরে যাবো। স্টেশনে কবিকে তুলে দিতে বিস্তর লোক এসেছিলেন। মঙ্কুনগরো সস্ত্রীক এসে বিদায় নিলেন। পাকু-আলাম্‌, পতিঃ বা যোগ্যকর্ত-র সুলতানের মন্ত্রী, ডচ্‌ বন্ধুরা, ‘ধর্ম-স্বজাতি’ পরিষদের পরিচালকেরা, আর স্থানীয় সিন্ধী বণিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এগারোটা-পঁয়ত্রিশে গাড়ি ছাড়্‌ল। সারা দিন ধ’রে আমাদের রেল-গাড়িতে যেতে হ’ল। আমাদের সঙ্গে Pigeaud পিঝো আর ‘তাম্রচূড়’ ছিলেন। রাত আটটায় আমরা বান্দুঙ্‌-এ পৌছোলুম। স্টেশনে দেখি, খুব ভীড়—ডচ্‌ লোক ছাড়া, স্থানীয় সুন্দা-জাতীয় ভদ্রব্যক্তি কিছু এসেছেন, আর পাঞ্জাবী বণিকেরাও অনেকে এসেছেন। যাঁর বাড়িতে আমরা থাক্‌বো স্থির হ’য়েছিল, শ্রীযুক্ত Demont ডেমণ্ট্‌, তিনি সস্ত্রীক আমাদের নিতে এসেছিলেন। এঁরা এঁদের বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন—শহরের বাইরে নির্জন স্থানে পাহাড়ের উপরে অতি সুন্দর এঁদের বাড়িটি॥

॥ ২৮ ॥

বান্দুঙ্

২৫এ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৯২৭

বান্দুঙ্ শহরটি পাহাড়ে' অঞ্চলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। বান্দুঙের কাছেই Garoet 'গারুৎ' নামে একটি পাহাড়ে' জায়গা। আশে-পাশে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। এই অঞ্চলটিতে অনেক ডচ্ ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে বাস করে। বান্দুঙ্ প্রাচীন স্থান নয়। এখানকার লোকেরা সুন্দা-জাতীয়; মধ্য- আর পূর্ব-যবদ্বীপীয় থেকে এরা ভাষায় একটু পৃথক্, তবে এদের সংস্কৃতি মূলে এক-ই। এই সুন্দা-জাতি দেখ্‌তে অত্যন্ত সুন্দর—এদের মেয়েদের তো বিশেষ সুন্দরী-ই বলা যায়। পোষাক-পরিচ্ছদে চাল-চলনে এদের মধ্যে এমন একটি মনোহর সৌকুমার্য্য আছে যে, তার দ্বারা দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট না হ'য়ে যায় না। সুন্দা-জাতীয় মেয়েদের দেখে কোনও ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এদের আখ্যা দিয়েছেন, Parisiennes of the East.

বান্দুঙে আমরা দু'দিন মাত্র থাক্‌বো ঠিক হ'য়েছিল। শ্রীমতী Demont ডেমণ্ট্-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'য়েছিল বলিদ্বীপে। ইনি নিজে অস্ট্রিয়ান্, এঁর স্বামী ডচ্। ইনি কবিকে বান্দুঙ-এ তাঁর বাড়িতে এসে থাক্‌তে নিমন্ত্রণ করেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বৃদ্ধ, দু'জনেই সৌজন্যের অবতার। শ্রীযুক্ত ডেমণ্ট্ অনেক জমি নিয়ে অনেকগুলি বাড়ি-ঘর তৈরী ক'রে country gentleman-এর মতন বাস ক'র্‌ছেন। একটি বড়ো বাড়ি, চমৎকার ভাবে পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত,—এটিতে একটি হোটেল ক'রেছিলেন। নিজেরা বাঁশের দেয়ালে ঘেরা একটি ছোটো সুন্দর বাঙলায় থাকেন। আলাদা আলাদা কতকগুলি বাড়িতে স্থায়ীভাবে কতকগুলি ইউরোপীয় লোক ভাড়া দিয়ে বাস ক'র্‌ছেন; এঁদের মধ্যে Weighart ভাইগ্‌হার্ট্ নামে একজন চিত্রকর আছেন, তিনি সুন্দা মেয়েদের চমৎকার কতকগুলি তৈলচিত্র এঁকেছেন, আরও অন্য ছবি আঁক্‌ছেন; আর একটি মেয়ে ভাস্কর আছেন। শ্রীযুক্ত ডেমণ্ট্-এর জমিতে একটি ছোটো রেস্তোরাঁও আছে, বান্দুঙ্ থেকে ডচ্

আর অন্য লোকেরা এই পাহাড়ে বেড়াতে এসে এর রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করে। এঁর অনেকগুলি গাই-গোরু আছে, শিকারী কুকুর আছে; সব নিয়ে বেশ জমিয়ে' ব'সেছেন।

আজ সারা দিনটা আমাদের প্রচুর বিশ্রাম। শ্রীযুক্ত ডেমণ্ট্-এর বাড়ি-ঘর জমি-জেরাৎ সকালে দেখে এসে, বাতাবিয়ার জন্য আমার প্রবন্ধ লিখ্তে ব'স্‌লুম। সকালে আর দুপুরে স্থানীয় সিন্ধীদের আগমন;—সঙ্গে প্রচুর দেশী মিঠাই—বালুশাহী গজা, বেসনের বরফি। তেজুমল নামে একটি সিন্ধী যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি রাত্রে ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু আর আমাকে তাঁর ওখানে খেতে নিমন্ত্রণ ক'র্‌লেন।

রাত্রে কবি স্থানীয় Kunstkring-এর আহ্বানে বক্তৃতা দিলেন, Concordia সভার সুন্দর হল-ঘরে। বিষয় ছিল, What is Art? রাত সওয়া-দশটায় বক্তৃতা চুক্‌ল'। ভীড় হ'য়েছিল খুব।

২৬এ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, সোমবার

বান্দুঙ্ থেকে প্রায় আধ-ঘণ্টা মোটরের পথে Lembang লেম্বাঙ্ নামে এক গ্রামে থিওসফিস্ট্‌দের একটি শিক্ষকদের-জন্য বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়টির নাম Goenoeng Sari 'গুনুঙ্-সারি' অর্থাৎ 'তেজোগিরি'। ইউরোপের আর সব দেশের চাইতে হলাণ্ডে থিওসফির প্রভাব সব-চেয়ে বেশী; কতকটা সেইজন্য, হলাণ্ডের অধীনস্থ দ্বীপময়-ভারতেও, জনসাধারণ বহুশঃ মুসলমান হ'লেও, থিওসফির ভক্ত অনেক আছে। এই বিদ্যালয়টি থিওসফি মতবাদের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। দ্বীপময়-ভারতের নানা স্থান থেকে বিস্তর ছাত্র এই বিদ্যালয়ে এসে থেকে পড়াশুনা করে। কবিকে এরা আহ্বান ক'রে নিয়ে গেল আজকের সকালে—আমরাও সঙ্গে গেলুম। চমৎকার পাহাড়ে' রাস্তা দিয়ে পথ, পরে সুন্দর সমতল স্থানে অনেকটা জায়গা জুড়ে বিদ্যালয়টি। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক আর ছাত্রেরা আমাদের স্বাগত ক'র্‌লেন। ছাত্রদের মধ্যে যবদ্বীপীয়, সুন্দানী, মাদুরী, সুমাত্রার লোক, বোর্নিও আর সেলেবেস্-এর লোক—সব জায়গার ছাত্র-ছাত্রী আছে। এরা মালাই আর ডচ্ ভাষা ব্যবহার করে। আমরা পৌঁছতেই আমাদের নিয়ে গেল এক খোলা মাঠে—সেখানে সমবেত ভাবে ছাত্রেরা উপাসনা করে, নিজের-নিজের ধর্মের মন্ত্র প'ড়ে। মোহম্মদ-প্রোক্ত

মুসলমান-ধর্ম প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে সব-চেয়ে নবীন ব'লে, আগে মুসলমান-ধর্মের মন্ত্র কোরানের প্রথম অধ্যায় সূরা ফাতেহাটি পড়া হয়, তারপর খ্রীষ্টান-ধর্মের 'প্রভুর প্রার্থনা', তারপরে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ মন্ত্র, য়িহুদী ধর্মের একটি উপাসনা, শেষে হিন্দু ধর্মের—উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্র আর গায়ত্রী পড়া হয়। এই উপাসনা-সভায় কবিকে গিয়ে ব'স্‌তে হ'ল, আর হিন্দু আমরা উপস্থিত আছি ব'লে আমাকে অনুরোধ করা হ'ল হিন্দু শাস্ত্রের কতকগুলি মহাবাক্য সংস্কৃতে আমি পড়ি। এইরূপে উপাসনান্তে কবিকে কিছু উপদেশ দিতে হ'ল। তারপরে বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে আমরা বিদায় নিলুম। কথা-প্রসঙ্গে স্থির হ'ল যে, আজ সন্ধ্যেয় আমি এসে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লণ্ঠনে ছবি দেখিয়ে' বক্তৃতা দেবো। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ-কেউ ইংরিজি জানে। বছর তিনেক পূর্বে যখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এখানে আসেন, তখন এদের অনেকে তাঁকে দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতা শুনেছিল; এরা আমায় ঘিরে কথা কইতে লাগ্‌ল, কালিদাস-বাবুর কথা ছাত্র-ছাত্রীরা আমায় ব'ল্‌লে। বিদ্যালয়টি দেখে আমরা খুব প্রীত হ'লুম। বাস্তবিক, থিওসফিস্ট্‌রা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব ক'র্‌ছেন। রাত্রে আমায় এঁরা নিয়ে আসেন, সাতটা থেকে পৌনে ন'টা পর্য্যন্ত আমি এঁদের মধ্যে বক্তৃতা দিই, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডচে অনুবাদ ক'রে দেন; বক্তৃতা জ'মেছিল বেশ। (পরে এই বিদ্যালয় থেকে দু'টি সুমাত্রা-দ্বীপের ছেলে শান্তিনিকেতনে আসে, অনেক দিন ধ'রে সেখানে থাকে।) এই রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের দেশের পূর্ণ যোগ থাকা উচিত।

দুপুরে তেজুমল আমাদের নিয়ে শহর দেখালেন। তাঁর ওখানেই মধ্যাহ্নভোজন হ'ল। কবি আমাদের বাসাতেই রইলেন, তিনি দুপুরে আর বেরোলেন না।

বিকালে সাড়ে-পাঁচটায় স্থানীয় ভারতীয়দের এক সভা হ'ল আমাদের বাসায়, চা-পান হ'ল, ছবি-তোলা হ'ল কবির সঙ্গে। কবিকে মান-পত্র দেওয়া হ'ল। ভারতীয় ব'ল্‌তে, সিন্ধী আর পাঞ্জাবী মুসলমান বণিক্ জনকতক মাত্র; তবে এঁদের সকলেরই অবস্থা ভালো। ডচ্ ভদ্রলোক কয়েকজন নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। একজন কবিকে Personality অর্থাৎ 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। সকলের হৃদ্যতায় এই সান্ধ্য সম্মিলনটি জ'মেছিল বেশ।

'গুনুঙ্-সারি' বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে বাসায় ফিরে, আহারাদির পরে, শ্রীযুক্ত ক্লেমেণ্ট্-এর বাড়িতে লণ্ঠনের স্লাইডগুলি হাতে-হাতে দেখিয়ে,' ক্লেমেণ্ট্-

এর বাড়িতে থাকেন যে চিত্রকর আর ভাস্কর, আর অন্য জনকতক ব্যক্তি, তাঁদের কাছে ভারতীয় ভাস্কর্য্য আর চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টা দুই ধ'রে বক্তৃতা দিয়ে বা আলোচনা ক'রে, রাত বারোটায় ছুটি পাওয়া গেল।

২৭এ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

কাল আর আজ দু'দিন ধ'রে খুব লিখে বাঁতাবিয়ার জন্য প্রবন্ধটি শেষ ক'রে ফেল্লুম। সকালে চিত্রকর Weighart ভাইগ্‌হার্ট্ আর মেয়ে ভাস্করটি কবির ছবি আর প্রতিমূর্তি তৈরী কর্‌বার জন্য তাঁকে বসিয়ে' স্কেচ্ ক'র্‌লেন। ডেমণ্ট্-গৃহিণী আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিলেন—যবদ্বীপের পিতলের তৈজস দুই-একটি ক'রে। ডেমণ্ট্-দম্পতী এই দুই দিন আমাদের অতি যত্নে রেখেছিলেন ; ডেমণ্ট্-পত্নী তো মায়ের মতন আমাদের প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তেন। এঁদের সৌজন্য ভুল্‌বো না।

বেলা সাড়ে-দশটায় তিনটি সুন্দানী যুবক কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলেন। একজনের নাম Soekarno 'সুকর্ণ'। ইনি ইংরিজি বেশ জানেন, হলাণ্ড-ফেরত ইঞ্জিনীয়র। এঁরা যবদ্বীপের স্বরাজ-কামী দলের নেতা। কথাবার্তায় বোঝা গেল, এঁরা আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কী হ'চ্ছে তার খুব খবর রাখেন—গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, মোতীলাল নেহ্‌রু, এঁদের লেখা আর কার্য্য-কলাপের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, আর সরোজিনী নায়ুডুর-ও নাম ক'র্‌লেন। এঁরা শুধু কবিকে দেখ্‌তে এসেছিলেন। যবদ্বীপে আমরা বিশেষ ক'রে প্রাচীন কীর্তি-ই দেখ্‌তে যাই। এদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার আর স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম ক'র্‌ছেন, তাঁদের সঙ্গে বেশী মেশ্‌বার সুযোগ আমাদের হয়নি। ডচ্ সরকারী লোক বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকাটা এর একটা কারণ হবে। তাই এদিক্‌টায় আমাদের ভ্রমণ অপূর্ণ র'য়ে গিয়েছে। শ্রীযুক্ত সুকর্ণ বেশ বুদ্ধিমান্ প্রিয়দর্শন যুবক। কবির আর আমাদের সকলেরই এঁদের বেশ ভালো লাগ্‌ল।*

* 'ভাত্রচুড়' শ্রীযুক্ত সুকর্ণ আর তাঁর বন্ধুদের কবির সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য নিয়ে আসেন। তখন ডচ্ সরকারী বন্ধুরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। এই সুকর্ণ এখন স্বাধীন ইন্দোনেসিয়ার রাষ্ট্রপতি। ডচ্ শাসন সম্বন্ধে, দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা সম্বন্ধে, কবির সঙ্গে এঁর আলাপ হ'য়েছিল। দেশ তখন ডচেদের অধীনে, আমরাও ইংরেজদের অধীনে, সে জন্য এই ভ্রমণ-কথায়

দুপুরে শহরে এসে, স্টেশনে টিকিট কিনে মাল-টাল পৌঁছিয়ে' দিয়ে, কবির সঙ্গে আমরা তেজুমলের বাড়িতে গিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা ক'র্‌লুম। আরও জনকতক সিন্ধী ভদ্রলোক এসেছিলেন। পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের রান্না—আমিষ আর নিরামিষ ভোজ্যগুলি অতি উপাদেয়-ই লেগেছিল।

বেলা দেড়টার ট্রেনে আমরা বাতাবিয়ায় যাত্রা ক'র্‌লুম, বিকাল সাড়ে-পাঁচটায় আমরা বাতাবিয়ায় পৌঁছোলুম॥

সব বিষয়ের অবতারণা সম্ভবপর হয় নি। পরে আমাদের দেশ আর ইন্দোনেসিয়া দুই-ই স্বাধীন হ'ল, সুকর্ণ আমাদের দেশে এলেন, সেই সময়ে Sukarno saw Rabindranath এই শীর্ষক দিয়ে এই সাক্ষাৎকারের পূর্ণতর বিবরণ লিখে Hindusthan Standard পত্রিকায় আমি প্রকাশিত করি। ১৯৫৪ সালে এঁর সঙ্গে আমার উত্তর-সুমাত্রায় মেদান্‌ Medan-এ পুনরায় দেখা হ'য়েছিল।

॥ ২৯ ॥

বাতাবিয়া—যবদ্বীপ থেকে বিদায়

বাতাবিয়ায় কবি, সুরেন-বাবু, আর বাকে, Hotel des Indes, যেখানে আমরা প্রথম বার উঠেছিলুম, সেখানে গিয়ে উঠ্‌লেন। বাকে-র এক ভাই বান্দুঙ্‌-এ সপরিবারে বাস করেন, বাকে-পত্নী তাঁদের কাছেই র'য়ে গেলেন। ধীরেন-বাবু আর আমি আগেকার বন্দোবস্ত মতন সিন্ধী বণিক্ Messrs. Wassiamall Assoomall রাসিয়ামল্ল্‌ আসোমল্ল্‌-এর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌ নবল্‌রায় মহাশয়ের অতিথি হ'য়ে, তাঁদের দোকানে গিয়ে উঠ্‌লুম। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌ পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় অনেক দিন ছিলেন, মেলবর্নে এঁদের দোকান ছিল—এখন ভারতীয়-বিদ্বেষের ফলে সেখানকার দোকানপাট উঠিয়ে' দিয়ে চ'লে আস্‌তে হ'য়েছে। ইনি বেশ ভদ্র, প্রিয়ভাষী ব্যক্তি, বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স হবে। এঁদের মধ্যে থেকে এঁদের বিধি-ব্যবস্থা অনেক জান্‌তে পারি।

২৮এ সেপ্টেম্বর, বুধবার, ১৯২৭

সকালে হোটেলে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে, আমরা ব্যাঙ্কে টাকা-ভাঙানো, জাহাজের টিকিট ইত্যাদির ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য পুরাতন-বাতাবিয়ায় গেলুম। পুরাতন-বাতাবিয়ায় খানিক ঘুরে বেড়ানো গেল। বাতাবিয়ার সেই সাধারণ দৃশ্য—খালের ধারে মেয়েদের কাপড়-কাচার ধুম। দুপুরে প্রত্ন-বিভাগের আপিসে আর মিউজিয়মে ডাক্তার বসের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটানো গেল। মিউজিয়মের সংশ্লিষ্ট রাজকীয় কলা-বিজ্ঞান-পরিষৎ—এখানে পরশু রাত্রে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে। এই পরিষদের পক্ষ থেকে এঁদের প্রকাশিত কতকগুলি বই এঁরা আমাকে উপহার দিলেন, তার মধ্যে Darmo Lelangen নামে তালপাতায় লোহার লেখনীর আঁচড় কেটে আঁকা প্রাচীন বলিদ্বীপীয় চিত্র-পুস্তকের প্রতিলিপি-সংবলিত বই একখানি বিশেষ মূল্যবান্ বস্তু। মিউজিয়ম বা পরিষদের পুস্তকালয়ে একজন বলিদ্বীপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—এঁর নাম Poerbatjaraka 'পূর্বচরক'—ইনি সম্প্রতি হলাণ্ড থেকে ফিরেছেন,

Leyden লাইডেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি নিয়ে। সেখানে সংস্কৃত প'ড়েছেন; প্রাচীন যবদ্বীপীয় ধর্ম আর সাহিত্য নিয়ে এখন বাতাবিয়ার পরিষদেই কাজ ক'র্ছেন। দ্বীপময়-ভারতে শিব-গুরুর অবতার অগস্ত্য-মুনির প্রতিষ্ঠা ও পূজা—এই বিষয়ে গবেষণাত্মক একখানি বই লিখেছেন; এই বই একখানি আমায় উপহার দিলেন। বইখানি ডচ্ ভাষায় লেখা, কিন্তু তাতে গোড়ায় উৎসর্গ-পত্রে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় এঁর স্বরচিত কয়েকটি শ্লোক রোমান অক্ষরে ছাপিয়ে' দিয়েছেন—শ্লোকগুলি শিবের স্তোত্র;—সেগুলি হ'চ্ছে এই—

মঙ্গলম্।

ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু, নমঃ শিবায়।

যঃ সর্বং সৃজতি প্রপালয়তি চাশেষং হরিষ্যত্যপি,
দেবানাং জগতোঽপি যঃ সুশরণো গৌরীপতি র্যো হরঃ।
তং দেবং প্রণমামি শূলিনম্ অচিন্ত্যং নীলকণ্ঠং শিবম্
ভো দেবেশ মম প্রশাম্যতু মলং পাপঞ্চ সর্বং সদা॥
এবং নমামি ভগবন্তম্ অগস্ত্যধেষং
দ্বীপান্তরে নিবসতাং সুমুনির্মহান্ যঃ।
তেষাং মহাগুরুরপি প্রবরোঽধিনেতা
কালে পুরা স পরিপূজিত একবিপ্রঃ॥

দুপুরটা আমার সঙ্গে যে-সব বই আর জিনিস-পত্র জ'মে গিয়েছে সেগুলিকে বাক্সে প্যাক ক'রে বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্লুম—শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ অনুগ্রহ ক'রে এসবের ভার নিলেন। বিকালে সিন্ধী বন্ধুদের সঙ্গে মোটরে ক'রে শহরে আর শহরতলীতে খুব খানিকটা ঘুরে আসা গেল।

রাত্রে Kunstkring আর Java Institute উভয়ের মিলিত ব্যবস্থায় আমার বক্তৃতা হ'ল লণ্ঠন-চিত্র যোগে, ভারতীয় চিত্র-কলা সম্বন্ধে। জন কুড়ি-পঁচিশ মাত্র শ্রোতা ছিলেন, বক্তৃতার পরে এঁরা আমাকে ডচ্ শিল্পীর তিনখানি etching-চিত্র উপহার দিলেন।

২৯এ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

কবি সকালে মিউজিয়ম দেখে এলেন। শ্রীযুক্ত বস্ সঙ্গে ছিলেন। দশটায় আমি 'বালাই-পুস্তাকা'র আপিসে গিয়ে, বলিদ্বীপীয়, মাদুরী, সুন্দা, মালাই—

এই কয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য, এই-সব ভাষা যাঁরা মাতৃভাষা-রূপে ব্যবহার করেন, তাদের পাঠ শুনে-শুনে উচ্চারণ লিখে নিলুম। শ্রীযুক্ত Drewes দ্রেউএস্ এই কাজে আমার বিশেষ সহায়তা করেন। 'বালাই-পুস্তাকা'তে কিছু বই কিন্‌লুম, কিছু উপহার-স্বরূপও পাওয়া গেল।

দুপুরে কবি আমাদের পাড়ায় এলেন। সিন্ধী বণিক্ শ্রীযুক্ত মেথারাম কবিকে আর আমাদের খাওয়ালেন।

রাত্রে Kunstkring-এ কবির ইংরিজি আর বাঙলা কবিতা পাঠ হ'ল। বিশেষতঃ বাঙলা ভাষার ঝংকার কবির মুখে শুনে এঁরা ভারি আনন্দিত। একটি ডচ্ মহিলা গামেলান্ বাজনার বড়ো ভক্ত, তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—'এ ভাষায় পাঠ ঠিক গামেলানের মতন শ্রুতি-মধুর।' পূর্ব-যবদ্বীপের মজ-পহিতের খননকার্য্যে নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত Maclain Pont মাক্‌লেন্ পন্ট্-এর সঙ্গে এই কবিতাপাঠ-সভায় আলাপ-হ'ল—ইনি বেশ দিল-খোলা পণ্ডিত লোক—অল্প পরিচয়েই হৃদ্যতা জ'মে উঠ্‌ল; সভা শেষের পরে এঁর সঙ্গে একটি হোটেলে গিয়ে লেমনেড খেতে-খেতে গল্প করা গেল, তার পরে ইনি আমায় বাসায় পৌঁছিয়ে' দিয়ে গেলেন।

বান্দুঙ্-এর সিন্ধী তেজুমল এখানে এসে উপস্থিত, আমাদের বাসায় রূপচন্দের অথিতি হ'য়ে রইলেন। রাত্রে সিন্ধীদের এই দোকানে গানবাজনার জলসা হ'ল। ধীরেন-বাবু তাঁর সেতার বাজিয়ে' আর বাঙলা গান গেয়ে এঁদের খুশী ক'রে দিলেন। অনেক রাত্রে আহার ক'রে শুতে যাওয়া গেল।

এই সিন্ধীদের সঙ্গে একত্র থেকে আর একটু ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলা-মেশা ক'র্‌তে পেয়ে, এদের আমার বেশ লেগেছে। রেশমের আর Curio-র বা মণিহারী আর কৌতুককর শিল্প-দ্রব্যের একচেটে' ব্যবসা এদের হাতে। বোধ হয় পৃথিবীর সব দেশেরই বড়ো শহরে এদের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসা। এরা জা'তে বেনে, সাধারণতঃ এদের 'সিন্ধ-ওঅর্কি' ব'লে থাকে—'সিন্ধ-ওঅর্কি' অর্থে যারা সিন্ধের সব-চেয়ে বড়ো কাজের—Work-এর "Workee" অর্থাৎ কাজী। এরা খুব মাংস খায়। মুসলমানের ছোঁয়া বা রান্না খায়, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠান-পালনে আর মনোভাবে আস্থাশীল হিন্দু। এদের দোকানের নিয়ম বেশ। একটু বড়ো দোকান হ'লেই তার নিজের বাড়ি থাকে। বাড়ির নিচের তলায় দোকান, ভিতরে গুদাম, উপরে দোতলায় বা তেতলায় দামী জিনিস কিছু থাকে, আর

দোকানের কর্মচারীরা থাকে। ম্যানেজার কিংবা মালিক, আর চার-পাঁচ জন থেকে দশ-পনেরো জন পর্য্যন্ত কর্মচারী। প্রতি দোকানের উপরে একটি ক'রে কুঠরি থাকে, সেটি ঠাকুর-ঘর। ঠাকুর-ঘরে হিন্দু দেব-দেবীর ছবি থাকে; আর সিন্ধী ছাড়া নাগরী আর গুরুমুখীতে ছাপা ধর্মগ্রন্থ থাকে; আর থাকে একখানা ক'রে বড়ো গ্রন্থ-সাহেব। এরা শিখ না হ'লেও, সনাতনী হিন্দু হ'লেও, নবীন যুগের এই বেদগ্রন্থকে খুব সমাদর করে। প্রত্যেক দিন দোকানের একজন কেউ ভোরে স্নান সেরে এই গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করে। প্রদীপ জেলে ঘণ্টা বাজিয়ে' ঠাকুরদের ছবির আরতি করে। ঠাকুরের সাম্‌নে এক কড়া মোহনভোগ বা অন্য খাদ্য নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়, ঠাকুরের এই প্রসাদেই সকলের জল-খাওয়া হয়। তার পরে দোকান খোলে, ঝাঁট দেয়, খ'দ্দেরের জন্য তৈরী হ'য়ে থাকে। দশটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত দোকানে বিকিকিনি হয়। এরই মাঝে একে-একে স্নান সেরে খেয়ে যায়। একজন ক'রে রাঁধুনি সিন্ধু-দেশ থেকে এরা আনে।

এদের জীবন বড়ো একঘেয়ে'। কর্মচারীরা দেড় বছর দু' বছর, কখনো কখনো তিন বছর পর্য্যন্ত এই-সব দূর দেশে স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়ের থেকে বিচ্যুত হ'য়ে একা কাটায়। দেশে দু'-পাঁচ মাসের জন্য আসে, তার-পরে আবার প্রবাসে চ'লে যায়। মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ব্যয়-সাপেক্ষ ব'লে, কর্মস্থানে স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে আস্‌তে পারে না। কিন্তু এরূপ জীবন এদের পক্ষে আর এদের মেয়েদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যকর নয়। এর উপায় কিন্তু এরা কিছু ক'র্‌তে পার্‌ছে না। ভারতের বহু মুসলমান ও-সব দেশে গিয়ে আর একটা বা একাধিক চিরস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী বিয়ে ক'রে বসে—বহু-বিবাহ মুসলমান ধর্মের আর সমাজের অনুমোদিত অনুষ্ঠান ব'লে, এই-সব মুসলমানদের বিবেক বা বিচারবুদ্ধিতে এতে কোনও খট্‌কা লাগে না; কিন্তু সিন্ধী বন্ধুরা এ-সব কথায় দাঁতে জিভ কেটে ব'ল্‌লেন—'ডক্টর সাব, হম ঐসা কাম কৈসে কর্ সকেঁ, হম হিন্দু হৈঁ, হম ঘর-ওআলী স্ত্রীকো ভূল নহী সক্‌তে।' হিন্দু ব'লে, ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে এরা এমনি স্বাভাবিক জিনিস ব'লে মনে করে—তাই দীর্ঘ প্রবাসেও এইভাবে কর্তব্য পালন ক'রে যেতে চেষ্টা করে। এদের ঘরোয়া নিয়ম-কানুনও অনেকটা এই দিকে দৃষ্টি রেখে। যখন এরা বেড়াতে বেরোয়, এদের মধ্যে নিয়ম হ'চ্ছে যে, একজন ক'রে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছেলে-ছোক্‌রাদের

সঙ্গে থাকবে। সকলেই এক 'বিরাদরী' বা 'রিশতামন্দী' অর্থাৎ এক-ই সমাজ বা আত্মীয়-গোষ্ঠীর লোক, সুতরাং অনেকটা আত্মরক্ষা ক'রে চলাটা এদের পক্ষে স্বভাব-সিদ্ধ হ'য়ে পড়ে। তবুও স্খলন যে হয় না তা নয়। স্ত্রীলোকের মোহে প'ড়ে এই প্রবাসী সিন্ধীদের দুই-একজন দেশের স্ত্রী-পুত্রকে ভুলে গিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেছে, এ কথাও শুনলুম। মোট কথা, স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে বাস ক'র্তে না পারাটা এদের জীবনের পক্ষে সব-চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। তবে এরা যে ভাবে জীবনে হিন্দু আদর্শ বাঁচিয়ে' রাখ্বার চেষ্টা করে, তা দেখে এদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা হয়।

৩০এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯২৭

আজ সকাল বেলায় কবি বিপুল জনসমাগমের মধ্যে যবদ্বীপ থেকে বিদায় নিয়ে Mijer 'মাইয়র্' জাহাজে ক'রে যাত্রা ক'র্লেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ডচ্ আর ভারতীয় বহু ব্যক্তি ছিলেন, যবদ্বীপীও ছিলেন। আজ রাত্রে Koninglijk Bataviaasch Genootschap van kunst en Wetenschapen অর্থাৎ রাজকীয় বাতাবিয়ার কলা-বিজ্ঞান-পরিষদে আমার বক্তৃতা ব'লে আমি র'য়ে গেলুম ; কাল অন্য জাহাজে যাত্রা ক'রে ধীরেন-বাবু আর আমি, কবি আর সুরেন-বাবুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে মিলিত হবো ; সিঙ্গাপুর থেকে আমরা শ্যাম-দেশে যাবো—শ্যাম থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে।

ত্রেউএস্ ও কবিকে তুলে দিতে এসেছিলেন ; কবির জাহাজ ছেড়ে গেলে, ত্রেউএস্-এর সঙ্গে 'বালাই-পুস্তাকা' আপিসে গিয়ে স্থানীয় ভাষা নিয়ে আলোচনা করা গেল, 'বালাই-পুস্তাকা'-র লেখকদের সঙ্গে।

রাত্রে মিউজিয়মে কলা-বিজ্ঞান-পরিষদের সমক্ষে আমার বক্তৃতা পাঠ ক'র্লুম। জন পঞ্চাশেক শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, Foundations of Civilisation in India—অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার গঠনে আর্য্য আর অনার্য্য উপাদান। বক্তৃতান্তে এক-শ' গিল্ডার দক্ষিণা পাওয়া গেল। এই পরিষদের ডচ্-ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় আমার এই বক্তৃতাটি পরে প্রকাশিত হ'য়েছে।

তাম্রচূড় তাঁর এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন Hotel Koningsplein-এ —সেখানে নানা বিষয়ে বেশ খানিক গল্প করা গেল।

১লা অক্টোবর, শনিবার, ১৯২৭

সকালটা মিউজিয়মে আর ডাক্তার বসের আপিসে কাটিয়ে', দুপুরে বিশ্ব-ভারতীর জন্য প্রাপ্ত জিনিসগুলির প্যাকিং-কেস্ দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে, আমরা তৈরী হ'লুম যাত্রার জন্য। সিন্ধী বন্ধুরা জাহাজে তুলে দেবার জন্য সঙ্গে এলেন, আর জাহাজ-ঘাটে ভারতীয় বন্ধু অন্য জনকতক এলেন, বন্ধু 'তাম্রচূড়' এলেন, ডাক্তার হুসেন জয়দিনিঙ্‌রাৎ সৌজন্য ক'রে যাত্রাকালে বিদায় দিতে এলেন। বিকালে চারটের সময়ে সিঙ্গাপুর-যাত্রী একদল্ ইংরেজ যুবক, আপিসের চাকুরে', তাদের বন্ধুদের হল্লার মধ্যে আমাদের সঙ্গে এই Melchior Treub 'মেল্‌খিওর্ ত্রয়্‌ব্' জাহাজে রওনা হ'ল।

Tandjong Priok তান্‌জোঙ্-প্রিওক্-এর বন্দর ক্রমে অদৃশ্য হ'ল। যবদ্বীপের পর্বত-চূড় দৃশ্য দূরে দেখা যেতে লাগ্‌ল, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ক্রমে সব বিলীন হ'য়ে গেল। একটা বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্নের মতন আমাদের দ্বীপময়-ভারত-দর্শন সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু এই স্বপ্নের প্রভাব আমার মানসিক আর আধ্যাত্মিক জীবনে চিরকাল থাক্‌বে, কারণ এই দ্বীপময়-ভারত দর্শনের ফলে আমি আমার ভারতীয় জাতির গৌরব কিছু পরিমাণে উপলব্ধি ক'র্‌তে পেরেছি, প্রাচীন ভারতের স্বরূপের সঙ্গে কিছু পরিচিত হ'য়েছি,—আর সৌন্দর্য্যবোধের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতির যৎসামান্য দ্যোতনা লাভ ক'রে, নিজেকে-ও আগের চেয়ে আরও ভালো ক'রে জান্‌তে সমর্থ হ'য়েছি॥

॥ গ ॥ প্রত্যাবর্তনের পথে—শ্যাম-দেশ

॥ ১ ॥

বাঙ্ককের পথে

Mijer 'মাইয়র্' জাহাজে ক'রে বাতাবিয়ার বন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে সঙ্গে নিয়ে শ্যাম-দেশের উদ্দেশে যাত্রা ক'র্লেন। আমাকে আর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মাকে একদিনের জন্য র'য়ে যেতে হ'ল। আমরা তার পরের দিন, ১লা অক্টোবর শনিবার দিন, Melchior Treub 'মেল্খিওর্-ত্রয়্ব্' জাহাজে যাত্রা ক'র্লুম, বিকাল চারটেয়। কথা ছিল যে আমরা সিঙ্গাপুরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হবো, আর সেখান থেকেই আমরা একত্র শ্যাম-দেশে যাত্রা ক'র্বো।

আমাদের দলের শ্রীযুক্ত A. A. Bake বাকে আর তাঁর স্ত্রী যবদ্বীপেই থেকে গেলেন। ধীরেন-বাবু আমাদের সঙ্গে আর শ্যামে যাবেন না, তিনি পিনাঙ্ থেকেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফির্বেন। শ্রীযুক্ত Ariam Williams আরিয়ম্ (এখন ইনি 'আর্য্যনায়কম্' নামে পরিচিত) আমাদের সঙ্গে যবদ্বীপে আর বলিদ্বীপে যান নি, আমরা মালয়-দেশ ত্যাগ করার পরে উনি কিছুদিন ওখানেই কাটান, পরে উনি শ্যামে চ'লে যান, সেখানে আমাদের পৌছোবার আগেই যাতে কবির কোনও অসুবিধা না হয়, সেই-মতো সব ব্যবস্থা ক'রে রাখ্বেন।—শ্যামে আরিয়মের মতো লঙ্কাদ্বীপ থেকে আগত অনেক তমিল ভদ্রলোক উঁচু পদ অধিকার ক'রে আছেন, এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ আরিয়মের আত্মীয়, আরিয়ম্ উপস্থিত থাক্লে এঁদের দিয়ে বিশ্বভারতীর পক্ষে কিছু প্রচারের সুবিধা হ'তে পার্বে।

রবীন্দ্রনাথ যে জাহাজে ৩০এ সেপ্টেম্বর যবদ্বীপ ত্যাগ করেন, সেখানি ছিল আকারে ছোটো, আর আমাদের জাহাজ ছিল তার চেয়ে ঢের বড়ো। একদিন পরে বেরিয়েও আমাদের জাহাজ যেদিন আর যে সময়ে সিঙ্গাপুরে পৌছোবার কথা, সেইদিন প্রায় ঠিক সেই সময়েই, অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর সকাল ৭॥ টার দিকে, 'মাইয়র্' জাহাজও সিঙ্গাপুরে পৌছোবে। সুতরাং সিঙ্গাপুরে ওঁদের ধ'র্তে আমাদের কষ্ট হবে না।

বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা তো যাত্রা ক'র্‌লুম। অভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে যবদ্বীপীয় অধ্যাপক ডাক্তার হুসেন জয়দিনিঙ্‌রাৎ আর আমাদের প্রিয় Koperberg বা তাম্রচূড় ছিলেন। আমরা কদিন ধ'রে একটু ধকলের মধ্যে ছিলুম ব'লে, জাহাজে ক্যাবিনে বিছানায় শুয়ে' বড় শ্রান্ত বোধ ক'র্‌তে লাগ্‌লুম—সায়মাশ সেরে নিয়ে সকাল-সকাল শুতে গেলুম।

রবিবার, ২রা অক্টোবর, ১৯২৭

আজ সকালে বেলা ১২টায় আমাদের জাহাজ Banka বাঙ্কা দ্বীপের Muntok মুন্তোক্‌ বন্দরে ভিড়্‌ল। ডেক-যাত্রীদের কেউ-কেউ নাম্‌ল। একটি জাপানী মেয়েকে দেখ্‌লুম মালাই পোষাকে, তার যবদ্বীপীয় স্বামীর সঙ্গে নাম্‌ল। ওদের চেনে এমন একজন সিন্ধী সহযাত্রীর কাছে খবর পেলুম যে মেয়েটি জাপানী। তাহ'লে মুসলমান যবদ্বীপীয়ের সঙ্গে বৌদ্ধ বা শিন্তো জাপানীদের বিয়ে-থা হয়। মেয়েটিকে মালাই পোষাকে দেখাচ্ছিল চমৎকার।

জাহাজে সহযাত্রীদের সঙ্গে যথারীতি ভাব জমালুম। শ্রীযুক্ত Overbeck ওফর্‌বেক্‌ নামে একটি জর্‌মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ইনি সিঙ্গাপুরে আর অন্যত্র জর্‌মান কন্‌স্যুল্‌-রূপে ২৩ বছর এ অঞ্চলে কাটিয়েছেন; মালাই সাহিত্যের উপর বই লিখেছেন। বলিদ্বীপের সম্বন্ধে এঁর সঙ্গে কথা হ'ল—ইনি তো মান্‌তেই চান না যে বলিদ্বীপের হিন্দুরা কোনও গভীর দার্শনিক বিষয়ে আলাপ ক'র্‌তে পারে— তাদের সে শক্তিও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। এঁর মতে, মালাই জা'তের লোকেরা বোঝে কেবল magic অর্থাৎ জাদু আর ভোজবিদ্যা। ভদ্রলোকের কথার ধরনে এদের প্রতি একটু অবজ্ঞার ভাব দেখ্‌লুম— ব'ল্‌লুম, ম্যাজিকের কথা ব'ল্‌ছেন? তা আপনাদের ইউরোপের লোকেরাও কম যায় না। এই ব'লে ইতালিতে আর ইউরোপের অন্যত্র লোকের অন্ধবিশ্বাসের কতকগুলি কথা যা আমার নিজের অভিজ্ঞতাজাত তা শুনিয়ে' দিলুম— ইতালির রোমান্‌ ক্যাথলিক চাষী বিশ্বাস করে (আর তার পাদ্‌রিরা এই বিশ্বাসের সমর্থনও করে) যে গির্জাবিশেষে মা-মেরীর মূর্তির চোখ থেকে জল পড়ে, বুক থেকে রক্ত বেরোয়। আর এ ছাড়া সাধারণ ইউরোপীয় শিক্ষিত লোকের charm আর mascot-এ বিশ্বাস সর্বত্র বিদ্যমান। ভদ্রলোক তখন স্বীকার ক'র্‌লেন যে, magic-এ বিশ্বাস খালি এশিয়ার মানুষেরই

একচেটে' নয়। সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীদের সঙ্গে আর আলাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি হ'ল না। মোটা-মোটা সব মেয়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলের ফ্রক পরা, গুর্খাদের মতন পেশীবহুল খালি পা, পুরুষালি চলন, মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা, মুখে সিগারেট— দূর থেকে দেখেই, স'রে প'ড়্‌তে ইচ্ছা করে। একটি ডচ্‌ সরকারী চাকুরে' যাচ্ছে— তার যবদ্বীপীয় স্ত্রী, দেশী পোষাকে, আর এদের একটি ছোটো মেয়ে, এদের বেশ লাগ্‌ল। ডচেদের মধ্যে এখনও ফিরিঙ্গি বা সঙ্কর জাতির প্রতি সেভাবের ঘৃণা নেই, যেমনটা ইংরেজ সমাজে আছে; তাই দেখ্‌তুম, এই যবদ্বীপীয় মহিলাটিকে অন্য ডচ্‌ যাত্রীরা একঘরে' বা কোণঠেসা করে নি।

ডেক-যাত্রীদের মধ্যে ছু'টি সিন্ধী ব্যবসায়ীকে দেখ্‌লুম সুরাবায়া থেকে ক'ল্‌কাতায় যাচ্ছে; একটি বুড়ো আরব, এক কোণে তার একখানা কোরান নিয়ে ব'সে আছে। ডেকে একদল হজযাত্রী যবদ্বীপীয় মেয়ে; এই আরবটি এদেরই দলের 'মুআল্লিম্‌' বা পাণ্ডা হবে। একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম ব'ল্‌লেন Mr Alsagoff আল্‌সাগফ্‌, বাড়ি মক্কার বন্দর জেদ্দায়, সিঙ্গাপুর থেকে কাঠ রপ্তানি করেন আরবদেশে, হেজাজে— ধর্ম বা অন্য কিছু পরিচয় দিলেন না। তবে মনে হ'ল য়িহুদী, আর সম্ভবতঃ জর্‌মান য়িহুদী। চীনা ডেক-যাত্রী অনেক ছিল, তবে তারা উপরের খোলা ডেকে বেশী থাকে না— তারা নীচের বন্ধ ডেকেই ডেক-চেয়ারে ব'সে আর মেজেয় শুয়ে সময় কাটায়।

আজ সন্ধ্যাটা ডেক-চেয়ারের উপরে শুয়ে আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ দেখে খানিকটা সময় কাটানো গেল—সঙ্গের পাঁজি থেকে আগেই জান্‌তুম আজ শারদীয়া ষষ্ঠী।

সোমবার, ৩রা অক্টোবর, ১৯২৭

সকাল সাড়ে-সাতটায় আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছোল'। কবিকে নিয়ে 'মাইয়র্‌' জাহাজ একটু আগেই সিঙ্গাপুরে এসে গিয়েছে, কিন্তু ছোটো জাহাজ ব'লে তার মর্য্যাদা কম, তাকে মাঝ-দরিয়ায় লঙ্গর ক'র্‌তে হ'য়েছে। লঞ্চে ক'রে যাত্রীদের জাহাজ-ঘাটায় আনা হ'চ্ছে। কবি একদিন বেশী সমুদ্রের মধ্যে একটু নিরিবিলিতে কাটাতে পার্‌বেন ব'লে ছোটো জাহাজের কষ্ট স্বীকার ক'রেও আমাদের একদিন আগে বেরিয়ে প'ড়েছিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এর একটি চিরস্থায়ী সুফল হ'য়েছিল— সেটি হ'চ্ছে ১লা অক্টোবর তারিখে

মাইয়র্ জাহাজে ব'সে-ব'সে লেখা বলিদ্বীপ সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব সুন্দর কবিতাটি, যার আরম্ভ এই—

সাগর-জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রথম 'বালী'-শীর্ষকে প্রকাশিত হয়, সম্পূর্ণ আকারে (পৌষ, ১৩৩৪); পরে একটি অংশ বাদ দিয়ে 'সাগরিকা' নামে এটিকে 'মহুয়া'-র অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। (এই পরিত্যক্ত অংশ সম্বন্ধে আমি একাধিক স্থানে আলোচনা ক'রেছি।) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের এদিককার রচনার মধ্যে তাঁর যৌবনকালের রচনার হাওয়া যেন ফিরিয়ে এনেছে। এর ছন্দ 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' কবিতা-দু'টির ছন্দঝংকার স্মরণ করিয়ে' দেয়, যে ঝংকারের রেশ গিয়ে পৌঁছয় জয়দেবের গীতগোবিন্দের—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

গানটিতে। বিষয়বস্তু বিচার ক'র্‌লে এই কবিতাটিকে যে-কোনও ভাষার শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক রমন্যাসময় কবিতার সমপর্য্যায়ের ব'ল্‌তে কারো দ্বিধা হবে না। বলিদ্বীপ আর দ্বীপময়-ভারতের অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রাজ-কুমারীর মতো গৌরবশালিনী তন্বী বলিদ্বীপকুমারী আর ভারত থেকে আগত রাজকুমারকে লক্ষ্য ক'রে কবি যেন আবার তাঁর যৌবনকালে আবাহন-করা 'জীবনদেবতা'র স্পর্শ আর একবার নোতুন ক'রে পেয়েছিলেন—যে 'জীবন দেবতা' সিন্ধুপারে গুহামন্দিরের মধ্যে কবিকে বরণ ক'রেছিলেন, আর যিনি কবিকে নিয়ে নীল সাগরের উপর দিয়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রা ক'রেছিলেন, তিনি-ই যেন দ্বীপান্তরের দেশে সাগরবেষ্টিত দ্বীপের মধ্যে কবির মুখ চেয়ে আর একবার তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রেছিলেন।— চকিতনেত্রে সেই মুখে দৃষ্টিপাত ক'রেই কবি যেন তাঁর নিজের যৌবনের দৃষ্টিভঙ্গী আবার ফিরে পান। আর তার ফলে হয় বলিদ্বীপের সৌন্দর্য্যের এই অভিনব প্রকাশ—তাঁর 'বালী' ('সাগরিকা') কবিতাটিতে।

জাহাজ থেকে আমরা ডাঙায় নাম্‌লুম, কবি আর সুরেন-বাবুও এসে গেলেন। সিঙ্গাপুরের বন্ধুরা আমাদের নিতে এসেছিলেন—নামাজী সাহেব এবারও আমাদের তাঁর Siglap সিগ্‌লাপ-এর বাড়িতে অতিথি ক'র্‌বেন।

আমরা মালপত্রের ব্যবস্থা ক'রে ঠিক ক'র্‌লুম, জাহাজ পাওয়া গেলে সিঙ্গাপুরে আর অপেক্ষা না ক'রে ঐ দিনই পিনাঙ্‌ যাত্রা ক'র্‌বো। আমেরিকান এক্স্‌প্রেস কোম্পানির শ্রীযুক্ত পিলৈ সব বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন, বিকালে ৩-৩০ মিনিটে Straits Steam Navigation Company-র ১২০০ টনের এক ক্ষুদে' জাহাজ Kinta 'কিস্তা'-য় ক'রে আমরা যাত্রা ক'র্‌লুম। প্রথম শ্রেণীতে কবি একা ছিলেন, আর যাত্রীর আসার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ইংরেজ জাহাজ কোম্পানির লোকেরা দু'টো টিকিটের ভাড়া কবির জন্য আদায় ক'র্‌লে এই ব'লে হুমকি দেখিয়ে' যে, তাদের ইচ্ছা-মতো তারা অন্য প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকে দুই বার্থওয়ালা কবির কামরাতে ঢুকিয়ে' দিতে পারে। এই ব্যবহারে মনটা গোড়াতেই খারাপ হ'য়ে গেল, কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। ডচ্‌, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানির জাহাজওয়ালাদের সৌজন্য, কবিকে নিয়ে যেতে পার্‌লে তাদের যেন কৃতার্থ হ'য়ে যাবার ভাব, তার সঙ্গে এই ছোটো ইংরেজ কোম্পানির কবির সম্বন্ধে অজ্ঞতা আর অসৌজন্য বিশেষ পীড়া দিয়েছিল। শ্রীযুক্ত নামাজী সপরিবারে স্টীমার পর্য্যন্ত কবির প্রত্যুদ্গমন ক'র্‌লেন, শ্রীযুক্ত জুম্মাভাইও এসেছিলেন।

সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি সেকেণ্ড ক্লাসেই চ'ড়্‌লুম। এই স্টীমারের সেকেণ্ড ক্লাসের অবস্থা অতি খারাপ, তবে এতে রাগ কর্‌বার কিছু নেই, এগুলি Coastal Steamer অর্থাৎ এক-ই দেশের সাগর-পারের কাছা-কাছি বন্দরে পাড়ি দেয়। পল্লীগ্রামের কেরাঞ্চি ঘোড়ার মতন—মহাসাগরগামী বিরাট্ লাইনারের আরাম এখানে কোথায়।

কদিন পরে উপরের খোলা ডেকে ব'সে কবির সঙ্গে আমরা অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প ক'র্‌লুম। প্রাকৃতিক দৃশ্য শান্তিপূর্ণ, মনোরম, আমরা মালাক্কা প্রণালী দিয়ে উত্তরমুখো যাচ্ছি, বাঁয়ে দু-একটি দ্বীপে অন্ধকারে কালো পাহাড়ের স্তূপ, তার মাথায় বাতিঘরের আলো ঘুরে ঘুরে জ্ব'ল্‌ছে, আকাশ আর সাগরকে রূপালি ধূসর রঙের এক পোঁছ দিয়ে মিলিয়ে' কেউ যেন একাকার ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু এই শান্তিময় আবহাওয়াতেও দেশের তুচ্ছ সাহিত্যিক গেঁয়ো ঘোঁটের বদ্ধবায়ু যেন আমাদের উপরে চাপ দিচ্ছিল। কবির কোন্ লেখার উপর স্থূল হস্তাবলেপন ক'রেছেন এক সাহিত্য-দিগ্‌গজ, কবির অনুগত এক লেখক তার

জবাবও দিয়েছেন— বাঙলা পত্রিকার গোছা পেয়ে কবি একটু বিচলিত হ'য়ে প'ড়্ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির এই সান্ধ্যকালীন কোমল স্পর্শে তাঁর মনের উদ্বেগ দূর হ'তে দেরী হ'ল না।

আজ শারদীয়া সপ্তমী—কবি আর আমরা তিনজন বাঙালী ব'লে আমাদের মনে বার-বার এ কথাটি উঠ্ছিল।

মঙ্গলবার, ৪ঠা অক্টোবর

আজ মহাষ্টমী— আমাদের মনে এই কথা বার-বার উদিত হ'চ্ছিল— তা ছাড়া সাগরের মধ্যে এই দিনের কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য চোখে লাগ্ছিল না। সকালটি আমার পক্ষে কাট্ল চমৎকার-ভাবে। উপরের ডেকে জাহাজের মুখের দিকে, একেবারে যেন জাহাজের নাকের উপর শরতের মিষ্টি রোদ্দুরের মধ্যে চমৎকার হাওয়ায় ব'সে কবির সঙ্গে ঘণ্টা-দুই ধ'রে সাহিত্য আর Idealism বা আদর্শবাদ নিয়ে আলাপ হ'ল। কবি Idealism শব্দের বাঙলা প্রস্তাব ক'র্লেন 'ভাবনিষ্ঠতা'। কবি তাঁর প্রকাশ্যমান উপন্যাস 'তিন পুরুষ'-এর নোতুন নামকরণ ক'র্বেন ঠিক ক'র্লেন— এই নোতুন নাম ঠিক হ'ল 'যোগাযোগ'। আজ কবিকে বেশ প্রফুল্ল ব'লে বোধ হ'ল। দ্বীপময়-ভারত ঘুরে তিনি খুব খুশী।

১২॥ টায় জাহাজ Port Swettenham-এ এসে পৌছোল'। কিছু মাল জাহাজ থেকে নাম্ল, কিছু নোতুন যাত্রীও এল। একটা জিনিস বড়ো দৃষ্টিকটু লাগ্ল। একদল চীনে' ডেকযাত্রী ভুল ক'রে উপরের প্রথম শ্রেণীর ডেকে এসে প'ড়েছিল। জাহাজের চীনা স্টুয়ার্ড্ বা প্রধান খানসামা এদের একজনকে ধ'রে লাথি মার্তে লাগ্ল, তখন সব ভয়ে দুড়্দাড়্ ক'রে নীচে পালিয়ে' গেল। চীনেরা স্বাধীন জাতি— আমরা তখনও স্বাধীন হই নি, তাই বিদেশীর চাকরের হাতে স্বদেশীয়ের এভাবে অপমান আমাদের চোখে আশ্চর্য্য লাগ্ল। Port Swettenham থেকে আমরা বিকাল ৫॥ টায় যাত্রা ক'র্লুম।

'মাইয়র্' জাহাজে ১লা অক্টোবর তারিখে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে লেখা তাঁর কবিতাটি কবি আজ আমায় প'ড়্তে দিলেন। বলিদ্বীপের সৌন্দর্য্যময় বাতাবরণের মধ্যে স্বপ্নের মতো কটা দিন কাটিয়ে', যবদ্বীপের ভ্রমণও যখন আমরা প্রায় শেষ ক'রেছি, তখন আমার মনে হয়, কবি তো যবদ্বীপের উপরে

আর বোরো-বুদুরের উপরে এমন দু'টি সুন্দর কবিতা লিখ্‌লেন, কিন্তু আমি জানি বলিদ্বীপ তাঁর মনে কতটা গভীর রেখাপাত ক'রেছে, সেই বলিদ্বীপ সম্বন্ধে তিনি কি নীরব থাক্‌বেন? আমি রোজ তাঁকে নির্বন্ধ ক'রে ব'ল্‌তুম— 'বলিদ্বীপ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু লিখ্‌তেই হবে।' উত্তরে তিনি হাস্‌তে-হাস্‌তে ব'ল্‌তেন— 'বলিদ্বীপ, সে অন্য ব্যাপার হে। ঠিকমতো ভাব না এলে কি অমন সুন্দর একটা জিনিসের সম্বন্ধে কিছু লেখা যায়? রোজকার এই হট্টগোলে একটু ব'সে ভেবে লিখ্‌বার সময় কোথায়?' আমি তাঁকে রোজ তাগাদা দিতুম, উত্তরে তিনি ব'ল্‌তেন, 'হবে হে হবে, বলিদ্বীপের উপরে লিখ্‌বো, তোমায় কথা দিচ্ছি, এমন কবিতা লিখ্‌বো যে তুমি খুশী হ'য়ে যাবে।'

কবি তাঁর কথা রেখেছিলেন, আর এই কবিতাটিতে কেবল আমাকে নয়,— সমগ্র বাঙালী পাঠকসমাজকে, এখনকার আর অনাগতকালের সকলকেই, তিনি খুশী ক'রে দিয়েছেন, আর খুশী ক'র্‌বেন। আমি তাঁকে খালি ব'ল্‌লুম যে— 'আপনি বলিদ্বীপের রোম্যান্টিক দিকটা সৌন্দর্য্যের দিকটা বেশী ক'রেই ফুটিয়েছেন, কিন্তু আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন, নিজের কানে শুনেছেন যে বলিদ্বীপের জীবনে একটা গভীরতা, একটা অন্তর্মুখিতা আছে; তার একটু ঝলক আপনার এই কবিতাতে দেখাবেন না?' কবি উত্তরে ব'ল্‌লেন যে কবিতাটি তিনি ভালো ক'রে সংশোধন ক'র্‌বেন আর তখন তাতে আমার প্রস্তাবমতো নোতুন সংযোজনও ক'র্‌বেন।

কবি 'নামান্তর' ব'লে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নোতুন নামকরণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখে শেষ ক'র্‌লেন। আজ সন্ধ্যায় বলিদ্বীপে সংস্কৃত প্রচার আর ভারতবর্ষের সঙ্গে নোতুন ক'রে যোগ সংস্থাপনের কাজ কি-ভাবে হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। কবির বিশ্বাস, বিশ্বভারতীর কর্তব্য হবে, নোতুন ক'রে বৃহত্তর ভারতের নানা দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে নাড়ীর যোগ আছে তাকে আবার পুনঃস্থাপিত করা।

আমরা মন্থর গতিতে স্টীমারে ক'রে যাচ্ছি। কবির মনে খেয়াল হ'ল, শ্যাম-যাত্রা শেষ ক'রে আমরা রেঙ্গুন অবধি স্টীমারে না গিয়ে যদি মৌলমেনে নামি, আর সেইখান থেকে রেলে ক'রে যদি রেঙ্গুনে যাই, কিংবা উত্তর-শ্যাম থেকে যদি মোটরের পথ থাকে তাহ'লে সেই পথে যদি মৌলমেন হ'য়ে ফিরি, তাহ'লে কেমন হয়? কিন্তু আমাদের সঙ্গে মাল আছে অনেক, সেগুলো নিয়েই হ'ল চিন্তা।

কবি যবদ্বীপে বোরো-বুদুর দেখেছেন, প্রাম্বানান্ দেখেছেন। শ্যামে গেলে, সেখান থেকে কম্বোজে গিয়ে ভারতীয় স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের অবিনশ্বর কীর্তি Angkor আঙ্কর-ও তাঁকে দেখ্তেই হবে। আমার এ নির্বন্ধ কবি উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার ক'র্লেন।

বুধবার, ৫ই অক্টোবর

আজ মহানবমীর দিন। আমরা পরশু দিন সিঙ্গাপুর ছাড়্বার সময়ে পিনাঙ্-এর বন্ধুদের তার ক'রে দিই— তাই আজ সকালে আটটায় জাহাজ বন্দরে পৌঁছোতেই দেখি, নাম্বিয়ার-রা দুই ভাই আর কতকগুলি তমিল আর পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে। শহরের বাইরে Tanjong Bungah তাঞ্জঙ্-বুঙাঃ-র বাঙ্লাটাতে, যেখানে আমরা গতবার এসেছিলুম, সেখানে আমাদের থাক্বার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, সেখানে আমাদের এবারও যেতে হ'ল। আমরা বাসায় গুছিয়ে' নিয়ে অবশ্যকর্তব্য কাজ কতকগুলো ছিল তা কর্বার জন্য শহরে এলুম— শ্যামের কন্সুলের সঙ্গে দেখা, B.I.S.N. জাহাজ কোম্পানির আপিসে, জাপানী ফোটোর দোকানে। নাম্বিয়ারদের গাড়ি সারাক্ষণ আমাদের জন্য ছিল। আমাদের পুরাতন চীনা বন্ধু পিনাঙ্-এর হাক্ লিম, আর তমিল বন্ধু কৃষ্ণস্বামী দুপুরে আমাদের বাসায় এলেন। আমাদের সঙ্গে তাঞ্জঙ্-বুঙাঃ-তেই মধ্যাহ্নাহার সার্লেন। বিকাল আর সন্ধ্যা পিনাঙ্-এর এই কেরল, তমিল আর চীনা বন্ধুদের সাহচর্যে কাট্ল। বাঙালী ডাক্তার মিত্র-ও জমা হ'লেন। আজ ছিল প্রায় সারা দিন মুষলধারে বৃষ্টি। রাত্রে সুরেন-বাবু আর আমি শ্যামের জন্য আমাদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে' নিলুম।

বৃহস্পতিবার, ৬ই অক্টোবর

আজ বিজয়া দশমী। সারা দিন ধ'রে আজও খুব বৃষ্টি চ'ল্ল— একেবারে Tropical Rain, মুষলধারে। সঙ্গে জোর হাওয়াও আছে, ঝড় ব'ল্লেই হয়। বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে' শহরে গিয়ে নানা কাজ ছিল সে-সব চুকোতে হ'ল— টাকা ভাঙানো, তার করা নানা জায়গায়, চিঠি পাঠানো। দুপুরে হঠাৎ আমাদের চীনা বন্ধু আর দোভাষী শ্রীযুক্ত Feng Chih-cheng ফ্যঙ্

চিঃ-চেঙ্ বৃষ্টির মধ্যে এসে হাজির—তিনি এখানে এক চীনা কাগজের সম্পাদক হ'য়ে আছেন। তাঁর কাগজের জন্য কবির ছবি তুল্লেন।

বিকালে স্থানীয় ভারতীয়দের ক্লাবে এক চা-পান-সভায় কবিকে যেতে হ'ল, স্বদেশীয়দের উৎসাহে তাঁকে দেখা দিতে হ'ল, সংক্ষেপে তাঁর শ্যাম-ভ্রমণ সম্বন্ধে দু'কথা তাঁকে ব'ল্‌তেও হ'ল।

রাত্রে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে Ellis ব'লে এক আমেরিকান সাংবাদিক এসে হাজির— ভদ্রলোক বাঙ্ককে প্রকাশিত আমেরিকানদের এক ইংরিজি কাগজের সম্পাদক। তিনি কাল আমাদের সঙ্গে বাঙ্ককে ফির্‌বেন। ছোক্‌রা বয়সের, খুব সপ্রতিভ, আর মিশুক দিলখোলা মানুষ। আমরা এঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশীই হ'লুম। কবির কাছে তাঁর কাগজের জন্য এক 'বাণী' চাইলেন। বিশ্ব-ভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কবি সংক্ষেপে ব'ল্‌লেন, তিনি লিখে নিলেন।

আমরা কাল শ্যাম যাত্রা ক'র্‌বো, এই দুই দিনে সব ব্যবস্থা ঠিক হ'য়েছে।

শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর

সকালে মালপত্র পাঠিয়ে' দিলুম। কৃষ্ণস্বামী আর নাম্বিয়ারদের সযত্ন ব্যবস্থাপনায় আমরা সকাল আটটায় যাত্রা ক'র্‌লুম, মুষলধারে বৃষ্টি প'ড়্‌ছে তখন। পিনাঙ্ হ'চ্ছে একটি ছোটো দ্বীপ, ওপাশে মালয়-দেশের ভূভাগের অংশে Wellesley ওয়েলেস্‌লি শহরে স্টীমারে ক'রে পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে উঠ্‌তে হবে— সিঙ্গাপুর থেকে বাঙ্কক পর্য্যন্ত এই লাইন চ'লেছে। আমরা পিনাঙ্-এর স্টীমার-ঘাট Victoria Pier-এ এলুম— সেখানে ভারতীয় বন্ধুরা বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে' বিদায়ের জন্য ফুলের মালা-টালা নিয়ে দাঁড়িয়ে' আছেন। কবির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এঁদের। নাম্বিয়ার আর অন্য ভারতীয়দের চেষ্টায়, আমাদের ওপারে নিয়ে যাবার জন্য Harbour Master-এর খাস লঞ্চ্ ঠিক হ'য়েছিল। তাতে ক'রে আমরা ওপারে Prai প্রাই স্টেশনে ন-টায় গিয়ে পৌঁছোলুম।

রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন শ্যামের ভারতীয় অধিবাসী আর শ্যাম-সরকারের আমন্ত্রণে। তাঁর জন্য সেলুন গাড়ির ব্যবস্থা হ'য়েছে। সুরেন-বাবু আর আমি তাঁর সেলুনের লাগোয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে আছি।

ট্রেন তৈরী ছিল— সপ্তাহে দু'দিন ক'রে যায়, International Mail

'আন্তর্জাতিক ডাকগাড়ি' এর নাম, সোজা বাঙ্কক অবধি যায়। প্রাই-তে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী আর নাম্বিয়ার-রা, আর ধীরেন-বাবু। ধীরেন-বাবু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন— তিনি কৃষ্ণস্বামীদের কাছে দু'দিন থাক্‌বেন, তাঁর জাহাজ মিল্‌লেই তিনি ক'ল্‌কাতা যাত্রা ক'র্‌বেন।

ট্রেনের সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান সাংবাদিক এলিস, আর সিঙ্গাপুরের শ্যামী কন্‌সুল্‌ জেনেরাল ক্রা প্রবন্ধ ভূবাল (ভূপাল), তাঁর স্ত্রী আর শিশুপুত্র।

বন্ধুদের বিদায়-গ্রহণ হ'য়ে গিয়েছে। যাত্রাকালে বৃষ্টি-ও থেমেছে। আমাদের শ্যাম-যাত্রা শুরু হ'ল।

মালয়-দেশ আর শ্যামের সংযোগসূত্র এই রেল-লাইনটি আমাদের দেশের আসামের বা তিরহুট-আওধ লাইনের মতো সরু লাইন। ভারতবর্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদার কুলি দিয়ে এই লাইন তৈরী ক'রেছে। রেল-বিভাগের কর্মচারী কি মালয়-দেশে কি শ্যামে বেশীর ভাগই ভারতীয়। গাড়িগুলি ছোট হ'লেও ব্যবস্থা ভালো।

আমরা যাত্রা ক'র্‌লুম— পথে মাঝে-মাঝে বেশ বৃষ্টি। Alor Star 'আলোর স্তার' ব'লে একটি বড়ো স্টেশনে, রবীন্দ্র-দর্শনেচ্ছু বিস্তর ভারতীয়ের সমাগম। সংখ্যায় ৫০।৬০ জন হবে— মালয়-দেশের একটি ছোটো শহরের পক্ষে এটা বেশ বড়ো সংখ্যা ব'ল্‌তে হবে। বেশীর ভাগ হ'চ্ছে তমিল, দু'-চার জন শিখ আর পাঠান ; প্রায় সকলেই রেলে কাজ করে। রেল-ই উপজীব্য— কর্মচারী, মিস্ত্রী, কেরানী, কুলি, ঠিকেদার। তমিলদের তরফ থেকে স্থানীয় ভারতীয়দের হ'য়ে কবিকে মাল্যচন্দন (সাদা ফুলের গ'ড়ে মালা, বাটিতে গোলা চন্দন) আর না'রকল কলা রাম্বুতান প্রভৃতি ফল দেওয়া হ'ল। এই-সব ভারতবাসী ধনী লোক নন— কিন্তু ভারতীয় আদর্শের প্রচারের জন্য, ভারতীয় বিদ্যা বিদেশাগত শিক্ষিতুকামদের দেবার জন্য, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্য টাকা চাই, তাই এঁরা যথাশক্তি চাঁদা দিয়ে কিছু টাকা তুলেছেন। Kedah কেডাঃ, প্রাচীন 'কটাহ'-দেশ, এই অঞ্চলটির নাম। Kedah Indian Association থেকে তার প্রতিনিধি রূপে গাড়িতে উঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'র্‌লেন শ্রীযুক্ত Muthukarppan Chettiyar মুত্তুকর্প্পন চেট্টিয়ার, স্থানীয়

ধনী ব্যবসায়ী, আর শ্রীযুক্ত এস্. নাগলিঙ্গম্, P.W.D.-র কেরানী, সিংহলের জাফনা-বাসী তমিল ইনি।

ট্রেন চ'লেছে সবুজের বানের মধ্য দিয়ে। ঝুপঝাপ বৃষ্টি আছে। খানিকটা পথ জুড়ে ট্রেনের লাইনের ধারে কেবল অতি ছোটো আকারের বাঁশের ঝাড়—দেখ্তে ভারি চমৎকার। তার পরে আমরা Padang Besar 'পাদাঙ্-বেসার' স্টেশনে এসে পৌছোলুম, বিকালের দিকে।

এটা ব্রিটিশ মালায়া আর শ্যাম-দেশের সীমা। আমাদের শ্যাম-রাষ্ট্রে প্রবেশ হ'ল। গাড়ি এখানে দাঁড়াল' অনেক ক্ষণ ধ'রে। ইংরেজ এলাকা ছেড়ে রেল-লাইন আর গাড়ি এল শ্যামী এলাকায়। ইংরেজের চাকর রেলের তাবৎ কর্মচারী নেমে গেল—চালক, ফায়ারমান, গার্ড সকলেই। তাদের স্থান নিলে শ্যামের কর্মচারী— এরাও কিন্তু ভারতীয়। শ্যামের পুলিস এল, পাসপোর্ট দেখে গেল আমাদের, শ্যামে প্রবেশের অনুমতির ছাপ ঠিক আছে কি না। পাদাঙ্-বেসারে, কবির সেলুনের সাম্নে বেশ বড়ো গোছের ভীড়। এখানেও কবিকে মালা আর চন্দন দিলে।

পাদাঙ্-বেসার থেকে গাড়ি যাত্রা ক'র্‌ল। আমরা গাড়ির রেস্তোরাঁ-কারে গিয়ে খেয়ে নিয়েছি। ব্যবস্থা ভারতের রেলের-ই মতো। বাবুর্চী খানসামা ভারতীয় মুসলমান। শ্যাম-দেশে প্রবেশ ক'র্‌লেও শ্যামী লোকের দেখা প্রথমটায় পেলুম না। আমরা Kra ক্রা-যোজক ধ'রে চ'লেছি। তার শ্যামের অধীন অংশের বেশীর ভাগে মালাই জাতির লোকে বাস করে। পরে বেশ খানিকটা উত্তরে গিয়ে শ্যামী লোকেদের গ্রাম নজরে প'ড়্‌ল। শ্যামী মেয়েরা গৃহকার্য্যে রত, ট্রেন থেকে দেখা যাচ্ছে— কাছা দেওয়া 'ফানুম্' বা লুঙ্গি, পুরুষদেরই মতো পোষাক, বুকে একটা কাপড় জড়ানো, মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা, পান খেয়ে-খেয়ে দাঁতগুলি কালো। চেহারাকে কুশ্রী আর আকর্ষণবিহীন কর্‌বার জন্য শ্যামী মেয়েরা যেন কোমর বেঁধে তৈরী।

আমরা শুয়ে-ব'সে জানালা দিয়ে দেশ দেখ্তে-দেখ্তে যাচ্ছি। আর পালা ক'রে কবির খোঁজ নিচ্ছি, তাঁর কোনও কষ্ট না হয়। করিডর গাড়ি, আর তাঁর সেলুন আমাদের গাড়ির পাশেই। পাদাঙ্-বেসার ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে যাবার পরে, আমাদের গাড়িতে একটি শ্যামী ভদ্রলোক এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ালেন। বেঁটেখাটো মানুষটি, সাধারণ বাঙালীর মতো চেহারার,

তবে মুখখানি মোঙ্গোলীয় ধাঁচের। পোষাকটি অদ্ভুত লাগ্‌ল— পরনে নীল রঙের ফানুম্‌ অর্থাৎ মালকোঁচা মেরে পরা লুঙ্গি, হাঁটু পর্য্যন্ত সেই ফানুম্‌ নেমেছে; গায়ে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট, মাথায় এক সোলা-টুপি, পায়ে সাদা সুতির মোজা হাঁটু পর্য্যন্ত, আর তার নীচে ফিতা-বাঁধা ইংরিজি জুতো। পরে দেখ্‌লুম, এইটি-ই শ্যাম-দেশের official dress বা সরকারী চাকুরেদের পোষাক বা উর্দী। ভদ্রলোক চোস্ত ইংরিজিতে আমাদের ব'ল্‌লেন— 'মাফ ক'র্‌বেন, আমি শ্যাম-দেশের রেলের লোক, এই ট্রেনের সঙ্গে যাচ্ছি, আমায় বিশেষ ক'রে সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হ'য়েছে কবির যাতে কোনও কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তা দেখ্‌তে। আমার পক্ষ থেকে কোনও সেবার দরকার আছে কি?'— আমরা তাঁকে ব'স্‌তে ব'ল্‌লুম, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমালুম। তিনি তাঁর ছাপানো card বা পরিচয়পত্র দিলেন। একদিকে শ্যামী অক্ষরে লেখা, অন্য দিকে রোমান অক্ষরে, ইংরিজিতে। শ্যামী বর্ণমালা ভারতবর্ষীয় (দক্ষিণ ভারতের) লিপি থেকে হ'য়েছে— আসলে এই বর্ণমালা হ'চ্ছে কম্বোজের, কম্বুজদেশীয় লোকেদের কাছ থেকে শ্যামীরা শিখে একটু ব'দ্‌লে নিয়েছে। অ আ, ক খ— এইভাবে আমাদের নাগরী আর বাঙলার পর্য্যায়ের লিপি। ইংরিজি ভাগে লেখা—Phra Rathacharan-prachaks Mr. K.L. Indaransi, District Traffic Superintendent, R. S. Ry. কার্ডের ওদিকের শ্যামী অক্ষরগুলি এই ইংরিজি লেখার সাহায্যে কিছুটা প'ড়্‌তে পার্‌লুম। বুঝ্‌লুম—'বরঃ রথচারণপ্রত্যক্ষ', যার শ্যামী উচ্চারণ হ'চ্ছে 'ফ্রা-রথচারন্‌ প্রচক্‌স্‌', সেটি হ'চ্ছে ভদ্রলোকের পদাধিকার, ইংরিজি Traffic Superintendent-এর শ্যামী অনুবাদ এইভাবে করা হ'য়েছে। তাহ'লে শ্যাম-দেশে এখন-ও এইভাবে সংস্কৃতের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। সরকারী পদ বা পদবীর অনুবাদে শ্যামী ভাষাতে সংস্কৃতেরই ব্যবহার হয়। শ্রীযুক্ত Indaransi ইন্দ্রাংশী (?)-কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ব'ল্‌লেন, 'হাঁ, ও তো আপনাদের সংস্কৃতেরই কথা— আমরা যে আমাদের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকি।' মনে-মনে একটা আনন্দ হ'ল; আবার এ প্রশ্নও হ'ল— সংস্কৃতের এই মর্য্যাদা তো প্রাচীন ধারা অনুসারে; শ্যামী জাতীয়তাবোধ, স্বদেশীয়ানা আর স্বভাষাপ্রীতির দিকে বেশী ঝোঁক দিলে, সংস্কৃতের এ স্থান বেশী দিন থাকা তো আর সম্ভবপর হবে না। পরে শ্যাম-দেশে সংস্কৃতের উপস্থিত

অবস্থা যা দেখেছি তা ব'ল্‌বো। R. S. Ry. অর্থাৎ Royal Siamese Railway।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রাংশী অতি সজ্জন— কবির সঙ্গে আমরা এঁর পরিচয় করিয়ে' দিলুম। সন্ধ্যের পরে ইনি আমাদের কামরায় এসে আলাপ ক'র্‌লেন। সমস্ত এশিয়া মহাদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে, ভারতের সম্বন্ধে, ইন্দোচীনে ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে বেশ আলাপ ক'র্‌লেন। খবরাখবর রাখেন, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, তাঁর সরকারী পোষাকে আমাদের ধুতির বদলে কাছা দেওয়া যে লুঙ্গি (যাকে 'ফানুম্' বলে) তিনি প'রে ছিলেন, তার নীল রঙটি সরকারী কর্মচারীদের কাপড়ের সম্বন্ধে যে বিধি প্রচলিত আছে তার অনুসারে নির্ধারিত হ'য়েছে। কথাটি হ'চ্ছে এই—এখন (১৯২৭ সালে) যিনি শ্যামের রাজা, তাঁর আগে রাজা ছিলেন তাঁর এক বড়ো (বৈমাত্রেয়) ভাই 'বজিরাবুধ' (সংস্কৃত বজ্রায়ুধের পালি রূপ)। বজ্রায়ুধের জন্মদিন ছিল শনিবার— শনি তার অধিষ্ঠাতা গ্রহ, শনির প্রিয় রঙ হ'চ্ছে নীল, সেইজন্য রাজা বজ্রায়ুধ স্থির ক'রে দেন, সরকারী কর্মচারীদের 'ফানুম্'-এর রঙ হবে নীল।

সন্ধ্যের দিকে একটা ছোটো স্টেশনে গাড়ি থাম্‌তে প্লাটফর্মে কতকগুলি পাঠানকে দেখ্‌লুম। তাদের ডেকে হিন্দীতে আলাপ ক'র্‌তে তারা বড়ো খুশী হ'ল। তাদের বাড়ি Hazara হাজারা জেলায়—সীমান্ত-প্রদেশে। শ্যামের ঐ অঞ্চলে তারা রঙীন ছিটের কাপড় বিক্রী ক'রে বেড়ায়, যেমন কাবলীওয়ালারা বাঙলাদেশের গাঁয়ে গরম কাপড় বিক্রী ক'রে থাকে।

রাত্রে রেস্তোরাঁ-কারে ডিনার চুকিয়ে', সঙ্গের আমেরিকান সহযাত্রী শ্রীযুক্ত এলিসের সঙ্গে আমাদের যবদ্বীপ আর বলিদ্বীপ ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল।

শ্রীযুক্ত Woodall ব'লে জাফনার এক তমিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক আর তাঁর শ্যামী স্ত্রী, এঁরা বাঙ্ককের বিশিষ্ট ব্যক্তি, মাঝে কী একটা জংশন স্টেশনে নিজেদের গাড়ি ক'রে এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে আলাপ ক'রে গেলেন।

রাত্রে আমরা ঘুমোবার জন্য ব্যবস্থা ক'রে শুয়েছি, বেশ ঘুমিয়েও প'ড়েছি। মাঝে কী একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় রাত তখন দু'টো আড়াইটে হবে। গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে, কেন জানি না আমার ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার ধারে আমার নীচেকার ব্যর্থ, পাশের কামরা

থেকে কবির গলার আওয়াজ পেলুম। ধড়মড়িয়ে' উঠে ব'সে জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে দেখি, কবি তাঁর সেলুনের বিছানায় জেগে ব'সে আছেন, খোলা জানালা দিয়ে তিনি কথা কইছেন হিন্দীতে, কতকগুলি পুলিসের চৌকিদার শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, এরা প্রায় ৮।১০ জন তাঁর সেলুনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে' আছে। এদের কথায় বুঝ্‌লুম, এরা শ্যাম-সরকারের বেতনভোগী রেলওয়ে পুলিসের বা অনুরূপ কাজের লোক, সব কয়টিই ভোজপুরী হিন্দু; রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন শুনে তাঁর দর্শনের আশায় এরা দাঁড়িয়ে' আছে। কবি তখন জেগে ছিলেন, খোলা জানালা দিয়ে কবিকে দেখে এঁরা তাকে বিনীত ভাবে প্রণাম করে। তাতে কবি এদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। এরা কী কাজ করে, বেশ মনের সুখে আছে কি না, তা জিজ্ঞাসা করেন। এরা পঞ্চমুখে শ্যাম-দেশের রাজা আর প্রজা দুইয়েরই প্রশংসা ক'র্‌লে। আমিও শুন্‌তে লাগ্‌লুম, কবিকে আর বিরক্ত ক'র্‌লুম না— এরা ব'ল্‌ছে, 'জী হাঁ মহারাজ, হমলোগ ইস মুলুকমেঁ বড়া সুখ চৈন মেঁ হৈঁ, দেশ ভলা হৈ, রাজা ভী ভলা হৈ, দেশকে লোগ ভী অচ্ছা হৈ— রাজা হিন্দু হৈঁ, বোধ-মার্গ হৈঁ, আদত নেক হৈঁ, হিন্দুস্থানকে লোগকো য়ে লোগ পসন্দ করতে হৈঁ। রেলকে শ্যামী অফসর-লোগ হমকো বোলা কি তুমহারে মুলুক কা এক বড়া ভারী বিদ্‌বান আদমী জা রহে হৈঁ।' এইভাবে এরা অনেকক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে কথা ক'য়ে খুব খুশী হ'ল। এরা ট্রেন ছাড়্‌বার সময়ে 'বন্দেমাতরম্‌' আর 'জয় রামজী' ক'রে জয়ধ্বনি ক'র্‌লে।

সারা বিকাল আর সন্ধ্যেবেলা গাড়ির বাইরে দেশ দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মনে হ'চ্ছিল, দেশে যেন মানুষ নেই— মাইলের পর মাইল ধ'রে কত শত মাইল পরিষ্কার চাষের উপযুক্ত সমতল জমি যেন খালি প'ড়ে র'য়েছে।

শনিবার, ৮ই অক্টোবর

সকালে Hua Hin হুআ-হিন্‌ স্টেশনে গাড়ি পৌঁছোল'। এটি সমুদ্রের ধারের একটি জনপ্রিয় স্থান, শ্যাম-দেশের বিশেষতঃ ধনী-লোকেদের বিনোদ-স্থান। সিঙ্গাপুরের কন্‌সুল্‌ জেনেরাল এখানেই নেমে গেলেন— ভদ্রলোকটি বিনয়ী, তবে বেশী কথা বলেন না, হুআ-হিনেই তাঁর বাড়ি। বন্ধুবর আরিয়ম্‌ আমাদের আগবাড়া হ'য়ে নিয়ে যাবার জন্য বাঙ্কক থেকে এখানে এসেছিলেন,

তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিল্‌লেন। বাঙ্ককে আমরা প্রায় ন' দিন থাক্‌বো, তার প্রত্যেক দিনের কার্য্যক্রমের একটা খসড়া তিনি ক'রে এনেছেন। আমাদের অনেক কিছু দেখ্‌তে হবে, অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে হবে। বাঙ্ককে একটি রাজপ্রাসাদকে প্রথম শ্রেণীর একটি হোটেলে রূপান্তরিত করা হ'য়েছে, হোটেলের স্বত্বাধিকারী হ'চ্ছে শ্যামের সরকার—এটির নাম Phya Thai Palace Hotel 'ফ্যা থাই প্যালেস হোটেল্‌'। এখানেই আমাদের অধিষ্ঠান হবে—বাঙ্ককে ভারতীয়েরা আর শ্যাম গভর্নমেণ্ট দুইয়ে মিলে এই ব্যবস্থা ক'রেছেন।

বিকালে সন্ধ্যার দিকে আমরা বাঙ্ককের Central Station প্রধান স্টেশনে পৌছোলুম। কবিসন্দর্শনার্থী ভারতবাসীদের ভীষণ ভীড়। বেশীর ভাগ বিহারী আর সংযুক্ত-প্রদেশের লোক, ভোজপুরী, আর কিছু গুজরাটী আর পাঞ্জাবী। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধুক্কি খুব—নিয়মানুবর্তিতার অভাব। শ্যামী দর্শনার্থীও কিছু ছিল। ভারতবাসীদের ভীড় ঠেলে কোনও রকমে কবিকে স্টেশন থেকে উদ্ধার ক'রে মোটরে চড়িয়ে' বাসস্থানে আনা গেল। সেখানে অনেকগুলি ভারতীয় নিজ-নিজ কারে আমাদের সঙ্গেই এলেন, অনেকে আগে থাকৃতেই অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেন।

ফ্যা-থাই-প্রাসাদটি একটি রাজোচিত প্রাসাদ বটে। বিরাট্‌ এক বাগানের মধ্যে। ইউরোপীয় কায়দায় বাড়িটি, কিন্তু মাঝে-মাঝে শ্যামী ভাবও আছে। বাগানের মধ্যে একটি বাঁধা পুখুরের মতন, তার পাশে শ্যামী শিল্পরীতি অনুসারে তৈরী অতি সুন্দর ব্রঞ্জের মূর্তি, দণ্ডায়মান বরুণদেব শাঁখ বাজাচ্ছেন। প্রশস্ত হাতা, ঘরগুলি বড়ো বড়ো, ইউরোপীয় প্রাসাদের চালে আসবাব দিয়ে সাজানো।

বাঙ্ককের ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ওয়াহেদ আলী সাহেব (এখন ইনি পরলোকগত) পুত্র আর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। অন্য বাঙালী ভদ্রলোক কয়েকজন অপেক্ষা ক'র্‌ছেন—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর বড়ো কেরানী— ইংরেজ কোম্পানির আপিসের।

হোটেলের একটা দিকে আমাদের জন্য কতকগুলি ঘর ঠিক করা ছিল। কবিকে তাঁর ঘরে বিশ্রামের জন্য ঠিক ক'রে বসিয়ে' দিয়ে, আরিয়ম্‌, সুরেন-বাবু আর আমি আমাদের ঘর ঠিক ক'রে নিলুম। এখানকার রাজ-

বংশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত আর বিদ্যোৎসাহী Prince Damrong Rajanubhab রাজকুমার দামরঙ্গ রাজানুভাব তাঁর এক সেক্রেটারিকে রবীন্দ্রনাথের শ্যামী সেক্রেটারির কাজের জন্য, সব সময়ে হামেহাল থেকে আমাদের সাহায্য করবার জন্য স্থির ক'রে পাঠিয়ে' দিয়েছেন। এঁর নাম Phra Rajadharm Nides ফ্রা রাজধর্মনিদেশ (শ্যামী উচ্চারণে 'রেয়াচথর্মনিথেৎ')। এঁর হাতেই আমাদের যেন স'পে দেওয়া হ'ল। উপস্থিত ভারতীয় সজ্জনেরা বিদায় নিলেন। সন্ধ্যে হ'ল, আমাদের মহলে আমরা ডিনার খেলুম। কবি তাঁর বোরো-বুদুর সম্বন্ধে কবিতাটির অনুবাদ শোনালেন। শ্যামী ভাষায় সেটি অনুবাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ক'র্লেন শ্রীরাজধর্মনিদেশ। এইভাবে আমরা কিঞ্চিৎ আলাপ আলোচনা ক'রে, পথশ্রান্ত ছিলুম ব'লে গুছিয়ে' নিয়ে সকাল-সকাল বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'র্লুম॥

॥ ২ ॥

ব্যাঙ্ককে প্রথম দিন

৯ই অক্টোবর, ১৯২৭, রবিবার

গত রাত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতা হ'ল, মশার উৎপাত প্রচুর। ফ্যা-থাই-প্যালেস হোটেল, রাজপ্রাসাদ আর আধুনিক সমস্ত সুখ-সুবিধায় সম্পূর্ণ হ'লে কী হবে, মশা আট্‌কাবার উপায় নেই। মশারি ফেলে শুয়েও, মশারির বাইরে আমরা প্রত্যেক ঘরে গোল-ক'রে-জিলেপি-পাকানো সবুজ চীনা ধূপ জ্বালিয়ে' রেখেছিলুম। আমরা খুব ভোরেই উঠে প'ড়্‌লুম—নোতুন দেশ, ঠাঁই-নাড়া হ'লে রাত্রে ভালো ঘুম তো সব সময়ে হয় না। কবি অবশ্য তাঁর অভ্যাস-মতন খুবই ভোরে অন্ধকার থাকৃতে-থাক্‌তে ওঠেন। দেখা হ'তেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, 'কি হে, কাল রাত্রে মশায় কষ্ট দিয়েছে?' বোধ হয় তাঁর কাছে মশার ঐকতান সংগীত প্রীতিকর লাগে নি।

সকালে যথারীতি শোবার ঘরে bed tea দিয়ে যায়, আমার ও-ভাবে 'উপ-প্রাতরাশ' খাবার অভ্যাস নেই। আমি সঙ্গে শ্যামী ভাষার ব্যাকরণ দু'খানি এনেছিলুম—একখানি ইংরিজিতে আর খানি জর্‌মানে, সেই দু'খানি বার ক'রে, শ্যামী ভাষা নয়, শ্যামী ভাষার বর্ণমালার বর্ণগুলি আয়ত্ত কর্‌বার কাজে লেগে গেলুম। শ্যামী বর্ণমালা, দক্ষিণ-ভারতীয় কোনও বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। বর্মী অক্ষর সব গোলাকার, শ্যামী অক্ষর চৌকো আকারের। অশোকের যুগের ব্রাহ্মী, গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মী, বাঙলা, নাগরী, তমিল প্রভৃতি বর্ণমালার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তার পক্ষে শ্যামী লিপির সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে দেরী লাগে না। অনেক অক্ষরের চেহারা থেকে আবার দর্শন-মাত্রেই ভারতের এক বা একাধিক অক্ষরের সঙ্গে তাদের সংযোগ চট্‌ ক'রে ধরা যায়। শ্যামী ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ আছে; ওদের উচ্চারণে সে-সব সংস্কৃত শব্দ ধরা কঠিন হ'য়ে পড়ে আমাদের কাছে, কিন্তু বানান ঠিক মূল সংস্কৃতের মতোই রাখে, তাতে হাত দেয় না। সুতরাং উচ্চারণে যাই হ'ক না কেন, শ্যামী ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দ শ্যামী লিপিতে আমাদের মতন ক'রে প'ড়ে অর্থগ্রহণ ক'র্‌তে কোনও বাধা

নেই। কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত বর্ণের পরিবর্তন বা বিকার এদের মুখে হয়। সেই নিয়মগুলি অক্লেশে ধ'রে নিতে পারা যায়। মোটের উপরে, শ্যামী ভাষায় চারটি বর্গের প্রথম চারটি বর্ণ "ক, চ, ত, প" (এদের নিজেদের শ্যামী ভাষায় মূর্ধন্য ট-বর্গ নেই, সংস্কৃত আর অন্য ভারতীয় ট-বর্গের ধ্বনিকে এরা দন্ত্য ত-বর্গে পরিবর্তিত ক'রে নেয়) এদের মুখে হ'য়ে যায় "গ, জ, দ, ব"; দ্বিতীয় বর্ণ "খ ছ থ ফ" ঠিক থাকে, কিন্তু উদাত্ত বা চড়া স্বরে উচ্চারিত হয়। তৃতীয় আর চতুর্থ বর্ণ "গ, ঘ ; জ, ঝ ; দ, ধ ; ব, ভ", দ্বিতীয় বর্ণের মতোই উচ্চারিত হয়,—"খ, ছ, থ, ফ", কিন্তু এখানে এই ধ্বনিগুলি অনুদাত্ত বা খাদে, নীচু স্বরে উচ্চারিত হয়। অন্ত্য "গ্‌ দ্‌ ব্‌" হ'য়ে যায় "ক্‌, ত্‌, প্‌"; শব্দের শেষে হসন্ত "চ্‌, জ্‌, শ্‌, ষ্‌, স্‌", "ত্‌"-এর ধ্বনিতে বিকৃত হ'য়ে যায়; অন্ত্য "র্‌, ল্‌" হ'য়ে যায় "ন্‌"। সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব (র=v বা w) সাধারণতই বাঙলা আর উত্তর-ভারতের অন্য ভাষার মতো, বিশেষতঃ শব্দের আদিতে থাকলে, বর্গীয় "ব" (b) হ'য়ে যায়, আর এই "ব"-ও, পূর্ব-লিখিত নিয়ম অনুসারে, "ফ"-রূপে শোনায়। এ ছাড়া, স্বরবর্ণের-ও কতকগুলি খুঁটিনাটি পরিবর্তন আছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের-ও আছে। উচ্চারণ-পদ্ধতিতে আরও ছোটো-খাটো অনেক নিয়ম আছে। ভাষার শব্দের উচ্চারণে tone বা স্বর (উদাত্তাদি স্বর)-ও থাকে—সে-সব কথার বিচারে এখন দরকার নেই।

শ্যামীরা আজকাল যখন রোমান লিপিতে তাদের নাম পদবী প্রভৃতি লেখে, তখন তারা, সংস্কৃতের শুদ্ধ উচ্চারণ ধ'রে যে রোমান প্রতিবর্ণ করার রীতি আছে, কতকটা সেটিকে মানে, আর কতকটা নিজেদের উচ্চারণ ধ'রে, এই দু'টিকে মিলিয়ে লেখ্‌বার চেষ্টা করে। তাতে অনভিজ্ঞ বিদেশীকে একটু বিভ্রাটে প'ড়্‌তে হয়। আজকালকার (১৯৫৩ সালে) প্রধান মন্ত্রীর নাম Bipul Songgram 'বিপুল সংগ্রাম' (সংস্কৃতে Vipula Sangrama; ইনি প্রথমটায় যুদ্ধের মন্ত্রী ছিলেন, তখন থেকেই এঁর এই পদবী), উচ্চারণ কিন্তু Phibun Sonkhram 'ফিবুন্‌ সংখ্রাম', এখন রোমান হরফে Pibul Songgram-ও লেখা হয়। আজকালকার রাজার নাম রোমান অক্ষরে লেখা হয় Aduldet Phumiphon, কিন্তু নামটি আসলে হ'চ্ছে সংস্কৃত Atula-tejas Bhumi-bala 'অতুলতেজাঃ ভূমিবল'— ; 'অতুলতেজ্‌'-এর আধারে শ্যামী উচ্চারণ 'অতুল-দেৎ' গঠিত, আর 'ভূমিবল' হ'য়ে গিয়েছে

'ফুমিফন্'। আমার নাম 'সুনীতিকুমার চাটুর্জ্যা' রূপে শ্যামী লিপিতে লিখে দেওয়ায়, শ্যামী বন্ধুরা প'ড়্লেন 'সুনীদি-গুমান্ জাতুরাছি'। এইভাবে, শ্যাম-দেশে সংস্কৃত নাম পদবী প্রভৃতির উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটে। বাঙ্কক শহরের দক্ষিণের একটি অঞ্চলের নাম সংস্কৃত ভাষায়—'সমুদ্র-প্রাকার', উচ্চারণে 'সমুৎ-বাগান্'। পূর্ব-শ্যামে একটি ছোটো শহরের নাম 'অরণ্যপ্রদেশ', শ্যামীরা লেখে ঠিক বানানে, কিন্তু বলে আরাঞ্-বাথেৎ'। 'অযোধ্যা' শ্যামের প্রাচীন রাজধানীর নাম, শ্যামী উচ্চারণ ধ'রে রোমান লিপিতে লেখে Ayuthia। প্রাচীন নগর 'বিষ্ণুলোক' Vishnu-loka, Bisanulok এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে Phitsanulok 'ফিৎসানুলোক্'; 'স্বর্গলোক' Swarga-loka থেকে হ'ল প্রথম Sawarga-lok, তা থেকে এখন Sawankha-lok 'সরঙ্খ-লোক্'; 'রাজপুরী' Rajapuri থেকে প্রথম Rajpuri, তারপরে এখন Rat-buri 'রাৎবুরি'; 'ব্রজপুরী' Vrajapuri থেকে Bra-ja-puri, তারপরে Phechaburi 'ফেচাবুরি'; 'পঞ্চম পবিত্র' Panchama Pavitra থেকে Panchama Pabitr—তা থেকে Bencham-bophit 'বেঞ্চাম্ বোফিৎ'; 'প্রবরনিবেশ' Pravara-nivesa থেকে Prabara-nibes, তা থেকে Bovor-nivet 'বরর্-নিরেৎ'—এখানে অন্তঃস্থ-র-এর উচ্চারণ বজায় রাখ্বার চেষ্টা হ'য়েছে। বাঙালী ভদ্রলোকের নামের আর পদবীর সংস্কৃতানুসারী ইংরিজি বানান Kshitish, Jnan, Prabhat, Yajneswar, Satyendra, Vidyasagara প্রভৃতি প'ড়ে, অনভিজ্ঞ অ-বাঙালী ব্যক্তি কি ক'রে বুঝ্বে যে এই নামগুলির উচ্চারণ বাঙালীর মুখে 'খিতিশ, গ্যাঁন, প্রোবাৎ, জোগ্গেঁশ্শর, শোত্তেন্দ্রো, বিদ্দাশাগোর' হ'য়ে দাঁড়ায়? এ-ও ঠিক এই ধরনের ব্যাপার। আবার, উপরন্তু শ্যামীরা শেষের অনেক অক্ষর একেবারে ছেড়ে দেয়, বা সংক্ষিপ্ত ক'রে বলে; যেমন 'মহাধাতু'='মহাথাদ্' বা 'মহাথাৎ'; 'ইন্দ্র'='ইন্', 'অমরেন্দ্র'='অমরিন্'; 'শতাংশ' (টিকল tical বা বাৎ baht অর্থাৎ শ্যামী টাকার ১০০-ভাগের এক ভাগ মুদ্রা, ইংরিজিতে cent)='সদাং'; 'দূরশব্দ', টেলিফোন-শব্দের শ্যামী অনুবাদ উচ্চারণে দাঁড়িয়েছে 'থুরসপ্' বা 'থোরোসপ্'।

সকালে সাড়ে-আটটার দিকে আমাদের suite বা মহলে প্রাতরাশ এল', অবশ্য ইংরিজি মতে। ৯-টার সময়ে ফ্রা রাজধর্মনিদেশ এলেন। আমাদের সঙ্গে উনি প্রাতরাশেও যোগ দিলেন। নাতিদীর্ঘ ভদ্রলোকটি, সাধারণ আধ-ময়লা বাঙালীর মতো গায়ের রঙ, ধুতি চাদর প'র্‌লে লোকে এঁকে বাঙালী ব'লেই মনে ক'র্‌বে। ইংলাণ্ডে গিয়ে লেখা-পড়া শিখে এসেছেন। এঁর ব্যক্তিগত নাম হ'চ্ছে Vira বা Bira অর্থাৎ 'বীর'। আজ সকালে কাজ ছিল, শ্যাম-রাষ্ট্রের শিক্ষা-মন্ত্রী Prince Dhani রাজকুমার ধনী—ইনি রাজার এক বৈমাত্রেয় ভাই, এঁর বাড়িতে গিয়ে কবিকে এঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে। শিষ্টাচারের সাক্ষাৎ—কবি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় আর বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, সেইজন্য শিক্ষাব্রতী হিসাবে প্রথম তাঁকে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। আমরা বেলা দশটায় কবির সঙ্গে রাজকুমার ধনীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম।

কবিকে তিনি স্বাগত ক'র্‌লেন নিজের বাড়ির হাতার ভিতরে প্রবেশদ্বারে। মোটাসোটা বেঁটেখাটো চেহারার ভদ্রলোকটি, একটু গোলগাল চেহারা। পরিধানে কালো রেশমের 'ফানুম্‌', সাদা জীনের গলা আঁটা কোট, ডান হাতে আস্তিনের উপরে শোকসূচক কালো কাপড়ের ঘের, পায়ে সাদা মোজা হাঁটু পর্য্যন্ত, ইংরিজি জুতো। এই শোকসূচক black-band আর কালো রেশমের 'ফানুম্‌' কেন, তা বুঝ্‌লুম। ভূতপূর্ব রাজা চূড়ালংকরণের রানী ছিলেন অনেকগুলি, রাজার বিমাতা তাঁদের মধ্যে একজন, তাঁর দেহত্যাগ ঘ'টেছে। শ্যামী রীতি অনুসারে, বলিদ্বীপে যেমন, দেহ দু'চার মাসের জন্য তেল-মশলা দিয়ে রক্ষিত হ'য়ে থাকে, তার পরে শুভ মুহূর্ত দেখে তার অগ্নিসৎকার হয়। যতদিন তা না হ'চ্ছে, আর এঁদের শ্যামী ক্ষত্রিয়-ধর্মী রাজবংশের রীতি অনুসারে আমাদের শ্রাদ্ধের মতন অনুষ্ঠান না হ'চ্ছে, ততদিন অশৌচ— ইংরিজি state-mourning-এর দরে এঁরা পালন করেন। দেহটি একটি মূল্যবান্‌ স্বর্ণ-মণ্ডিত কাঠের চৈত্যাকার শবাধারে রক্ষিত থাকে, চারিদিকে শান্ত্রী পাহারা, বৌদ্ধ পুরোহিত আর শ্যামী ব্রাহ্মণদের নানা অনুষ্ঠান; আর সঙ্গে-সঙ্গে রাজসভায় নাচগান সংগীতাদি আনন্দ-উৎসব বা অনুষ্ঠান সব বন্ধ থাকে। আমাদের আসার সময় থেকে প্রায় আরো দু'মাস এই শোকপ্রকাশ চ'ল্‌বে। সুতরাং আমাদের যে আশা ছিল, এদেশের উচ্চাঙ্গের প্রাচীন আর আধুনিক নাচ-গান

সংগীত প্রভৃতি, যবদ্বীপে যেমন দেখ্বার স্থযোগ হ'য়েছিল, তেমনি রাজ-দরবারের ব্যবস্থা অনুসারে এখানেও আমরা দেখ্তে পাবো, সে আশা থেকে আমাদের বঞ্চিত থাকৃতে হবে।

বিরাট্ প্রাসাদ, সেপাই পাহারা বাইরে। যে ঘরটিতে আমাদের বসালে, বিশুদ্ধ ইউরোপীয় কায়দায় সাজানো—কিন্তু প্রাচীন ব্রঞ্জের মূর্তি, কাঠের কাজ প্রভৃতি লক্ষণীয় শ্যামী শিল্পদ্রব্যও আছে। কবির সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট ধ'রে রাজকুমার ধনী আলাপ ক'র্লেন। ইংরিজি ভাষাতেই আমাদের কথা হ'ল। মাঝে-মাঝে আরিয়ম্ আর আমিও দু'একটা কথা ব'ল্লুম। বেশী কথা হ'ল শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে—এ-সম্বন্ধে কবির আদর্শ, পরে শান্তিনিকেতনে কবির অভিজ্ঞতা। রাজকুমার ধনীও বেশ মন দিয়ে শুন্লেন।

রাজকুমার ধনীর সঙ্গে বাঙ্ককেই আরও বার কতক দেখা হ'য়েছিল। ইনি শ্যামের ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলক। পরে ১৯৪৮ সালে প্যারিসে প্রাচ্যবিদ্যা-বিদ্গণের আন্তর্জাতিক মহা-সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কতকগুলি শ্যামী পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে শ্যাম-দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে এসেছিলেন। তখন আর তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না—২১ বছর পরেকার কথা। একটু পরিচয় দিতেই চিন্তে পার্লেন। বেশ সহৃদয়তার সঙ্গে পুরাতন সাক্ষাতের কথা স্মরণ ক'রে তার উল্লেখ ক'র্লেন, রবীন্দ্রনাথের কথা ব'ল্লেন, তাঁর নিজের লেখা কতকগুলি ঐতিহাসিক আর সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ—ইংরিজিতে—আমায় দিলেন। এঁর সঙ্গে পরে আবার বার কয়েক সাক্ষাৎ হয়—দিল্লীতে, বুদ্ধজয়ন্তীর সময়ে; ক'ল্কাতায়, আমার গৃহে ইনি পদার্পণ করেন; পরে আবার বাঙ্ককে।

আমরা পরে বিদায় নিলুম। বাঙ্ককে আজ ধ'র্তে গেলে আমাদের প্রথম দিন—গত কাল পৌঁছেছি তো রাত্রে। একটু শহর ঘুরে তবে হোটেলে ফির্লুম। দেশটা মনে হ'ল বাঙলাদেশেরই মতো। গরীবের ঘর-বাড়ি ছেঁচা বাঁশের তৈরী, খড়ের ছাত। মধ্যবিত্ত আর ধনী লোকের বাড়ি ইটের, বিশিষ্ট শ্যামী রীতির ছাত। না'রকল গাছ আর আমাদের দেশের অন্য গাছ প্রচুর। মেনাম্ নদীর ধারে শহর, সেদিকে এখনও যাওয়া হয় নি। কিন্তু শহরের মধ্যে অনেকগুলি খাল আছে—খালগুলিকে klong 'ক্লোং' বলে। ছোটো-ছোটো নৌকার চলাচল খুব; এগুলো দেখে মনে হ'ল, লোকজনের যাওয়া-আসা, মাল-পত্রের চলাচল খাল-পথেই খুব বেশী হয়। নদী তো আছেই।

পূর্বে শ্যামী মেয়েদের সম্বন্ধে ব'লেছি, ট্রেনে আস্তে-আস্তে গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষদের যেমন দেখেছি। শহরে এরা পোষাক-পরিচ্ছদে একটু ভব্য—অনেকেরই মাথায় চুল লম্বা, বা 'বব্' করা চুল, গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু সাধারণতঃ মেয়েদের মাথা কদম-ছাঁটা ক'রে উপরে একটা ছোটো ঝুঁটি রাখা হয়। আর শহরে আজকাল শ্যামী মেয়েদের ফ্যাশন হ'চ্ছে, পুরুষদের মতন 'ফানুম্' বা কাছা-আঁটা হাঁটু-পর্য্যন্ত লুঙ্গি না প'রে, উত্তর-শ্যামের মেয়েদের সুন্দর পোষাক পরা— একটা স্কার্ট বা ঘাগ্রার ধরনে পরা রঙীন লুঙ্গি, গায়ে একটা সাদা ব্লাউস, আর কেউ-কেউ তার উপরে একটা পাট-করা চাদর পরে। এ পোষাকে এদের বরং চলনসই দেখায়। শ্যামী জা'তের মানুষ এই দক্ষিণ-শ্যাম অঞ্চলে দু'টি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে রূপ গ্রহণ ক'রেছে—একটি মৌলিক জাতি হ'চ্ছে Mon 'মোন্' আর Khmer 'খ্মের'— অষ্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতি, আমাদের কোল জাতির জ্ঞাতি—নাতিদীর্ঘ শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ জাতির মানুষ এরা ; আর দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে, উত্তর থেকে আগত Thai 'থাই' জাতির লোক—এরা মোঙ্গোল জাতির মানুষ, পীতবর্ণ, চেপ্টা-নাক, উঁচু-চোয়াল, সরু-চোখ, চীনা বর্মী ভোটদের জ্ঞাতি। এই দুইয়ের মিশ্রণে যে শ্যাম-জাতির মানুষ গ'ড়ে উঠেছে, তাদের চেহারা অনেকটা বাঙালী ধরনের, তবে মোঙ্গোল প্রভাবটি চেহারায় একটু বেশী। উত্তর-শ্যামে এই মোঙ্গোল থাই জাতির মানুষ অপেক্ষাকৃত সুন্দর দেখ্তে, আর পীত বা গৌরবর্ণ থাই মেয়ে অনেক সময়ে দেখ্তে বেশ সুন্দরীই হয়।

শ্যাম-ভাষী থাই জাতি, এরা যে শব্দে নিজেদের নাম-করণ ক'রেছে, সেটা লেখা হয় শ্যামী লিপিতে 'দৈ'— এই শ্যামী ভাষা, মোন্দের কাছ থেকে নেওয়া ভারতীয় লিপিতে খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের শেষের দিকে যখন প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, তখন নিশ্চয়ই শব্দটির উচ্চারণ ছিল 'দৈ', তা না হ'লে সে সময়ে ওরা 'দৈ' লিখ্ত না। কিন্তু এখন, এই সাড়ে-সাত শ' বছর পরে, এর উচ্চারণ ব'দ্লে দাঁড়িয়েছে 'থৈ' অথবা 'থাই'— গলা খাদে নামিয়ে' এই দ-কারের থ-উচ্চারণ হয়। 'দৈ' বা 'থাই'-এর অর্থ 'স্বাধীন'। দেশের নাম 'মুআঙ্-থাই', অর্থাৎ 'স্বাধীন জাতির দেশ।'

দুপুরে হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরোলুম—কবি একটু বিশ্রাম করবার জন্য তাঁর ঘরেই রইলেন। আমাদের সঙ্গে রাজধর্ম-

নিদেশ-ও আহার ক'র্লেন, তাঁকে তাঁর আপিসে—শিক্ষাবিভাগের দপ্তরে—নামিয়ে' দিয়ে, আমরা গেলুম "তুসিৎ" অর্থাৎ "তুষিত" Throne Hall বা রাজসভাগৃহের সাম্নেকার চত্বরে— সেখানে শ্যামী ফৌজের Trooping of the Colours অর্থাৎ বিভিন্ন পল্টনের ঝাণ্ডা-উৎসর্গের অনুষ্ঠান দেখ্তে। 'তুষিত মহাপ্রাসাদ' ব'লে আর একটি পুরাতন রাজপ্রাসাদ অন্যত্র আছে। এই 'তুষিত রাজদরবার' গৃহে রাজার সিংহাসন আছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে যত রাজকীয় ঘটার ব্যাপার সে-সব এখানেই হ'য়ে থাকে। রাজসভা-গৃহের সাম্নে চত্বরে রাজার পিতা, আধুনিক শ্যামের গঠনকর্তা শ্যাম-রাজ পঞ্চম রাম চূড়ালংকরণের ব্রঞ্জে তৈরী বিরাট্ অশ্বারোহী মূর্তি আছে। চত্বরের বায়ু কোণে, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমে, রাজসভা বা দরবার-গৃহের খুব কাছে একটা জায়গা শামিয়ানা দিয়ে ঘেরা, তাতে নানা রঙীন কাপড়ের সজ্জা, সেখানে উঁচু পদের কর্মচারী, আর উজ্জ্বল গেরুয়া রঙের কাপড় পরা বৌদ্ধ ভিক্ষু, আর সাদা 'ফানুম্' পরা, সাদা কোট গায়ে ঝুঁটি-বাঁধা-মাথা শ্যামী ব্রাহ্মণদল অপেক্ষা ক'রে আছেন। বিরাট্ চত্বরে বেলা তিনটে থেকে সাড়ে- চারটে পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চ'ল্বে। আমরা মোটরে ক'রে বেশ একটু আগেই চত্বরে এসে হাজির হ'লুম—চত্বরের মধ্যে তখন সৈন্যেরা কাতারে কাতারে দাঁড়াচ্ছে। চত্বরের চারদিকে দর্শকদের বস্বার জায়গা; পিছনের পথ দিয়ে তাতে আস্তে হয়। ফ্যা-থাই-প্রাসাদ হোটেলের শাখা একটা রেস্তোরাঁ এখানে আছে, তার সাম্নে এই হোটেলের অতিথিদের জন্য একটা বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট আর চিহ্নিত ছিল। সেখানে সব চেয়ার সাজানো ছিল, আমরা ব'সে ব'সে দেখ্বো। সেই স্থানে তো গিয়ে ওঠা গেল। শ্যামী সিপাহীদের দেখে খুব মজবুত বা 'তাগ্ড়া' ব'লে মনে হ'ল না, 'দুবলা পাতলা' গুর্খার মতন, আমাদের বাঙালী ছেলেরা সাধারণতঃ যেমন হয় তেমনি। অফিসাররাও খুব লক্ষণীয় নয়। শিখ, পাঞ্জাবী রাজপুত আর মুসলমান, ভোজপুরিয়া, গুর্খা, তমিল প্রভৃতি ভারতীয় সৈন্যদের যে একটা সহজ বীরত্ব-ব্যঞ্জক চেহারার জৌলুশ আছে, সেটা পৃথিবীতে অনেক জাতির মধ্যে দুর্লভ। অফিসাররা খুব পান চিবুচ্ছেন, উর্দী প'রে—তখনও অবশ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়নি—কিন্তু এটা একটু ঢিলেঢালা লাগ্ল। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দোড়ি-দিয়ে-আলাদা-করা জায়গার বাইরে, রাস্তায়, আমাদের আড়াল না ক'রে অন্য লোকেদের স্থান ছিল। সেখানে শ্যামী অফিসাররাও

চলাফেরা ক'র্‌ছিলেন। সেখান থেকে একটি ভারতীয় যুবক এসে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌লেন—বাঙালী মুসলমান, নাম আবু সৈয়দ মোবারক আলী। 'বারিসীমাধ্যক্ষ' অর্থাৎ Irrigation Officer লুআঙ্‌ ওয়াহেদ আলী, যিনি গত কাল স্টেশনে আমাদের আন্‌তে গিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদ থেকে আগত বাঙালী ভদ্রলোক শ্যাম-দেশে উপনিবিষ্ট হ'য়েছেন, মোবারক আলী তাঁর আত্মীয়। মোবারক আলী এখানে অনেক দিন আছেন, শ্যামী ভাষা বেশ ভালো ক'রে লিখ্‌তে প'ড়্‌তে শিখে নিয়েছেন—বাঙলা উপন্যাস শ্যামীতে অনুবাদ ক'রে রোজগার কথা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিল্‌লেন—আমাদের বড়ো সুবিধাই হ'ল। রেস্তোর াঁর ভোজপুরী-ভাষী ভারতীয় দরওয়ানও আমাদের সঙ্গে এসে আত্মীয়তা ক'রে আলাপ ক'র্‌লে।

তিনটে প্রায় বাজে, অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হবার সময় হ'ল। শ্যাম-দেশের রাজা সপ্তম রাম প্রজাধিপক মোটরে ক'রে এলেন। এক-হারা শ্যামবর্ণ খর্বাকার মানুষটি। ফৌজী উর্দী পরা। শ্যাম-দেশের সেপাইদের পোষাক সাধারণতঃ খাকি কাপড়ের, তবে তার মধ্যে সবুজের আমেজ আছে। বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা এতক্ষণে সার দিয়ে ফৌজী কায়দায় দাঁড়িয়েছে। রাজা তাদের এক এক রেজিমেণ্টের কাতারের মধ্য দিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। একটি রেজিমেণ্ট-এর সাম্‌নে হ'লেই, সেনানী শ্যামী ভাষায় হুকুম দিলে, present arms অর্থাৎ সেলামি-হাতিয়ার হ'য়ে, বন্দুক দু'হাতে সাম্‌নে খাড়া ক'রে মাটি থেকে উঁচু ক'রে ধ'রে, ঋজু ভাবে সেপাইরা দাঁড়াল'। রাজা লাইনের সাম্‌নে এলেন, অফিসার কাঁধ থেকে খোলা তলোয়ার নীচু ক'রে মাটির দিকে মুখ ক'রে নামালেন, সৈন্যেরা সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ছাই-য়োঃ"। শুন্‌লুম, এই শব্দটি হ'চ্ছে আমাদের "জয়"—দুই অক্ষরে উচ্চারিত সংস্কৃত শব্দ "জ—য়", শ্যামী ফৌজী কায়দাতে তার এই উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে।

শ্যাম-দেশ আগে ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুরাজার দেশ ছিল, এখনও অনেকটা তাই আছে। বিজয়া দশমীর দিন, শরৎকালের প্রারম্ভ, হিন্দুরাজারা সৈন্য সাজিয়ে' দিগ্‌বিজয়ে বেরোতেন, কিংবা কুচ-কাওয়াজ ক'রে যুদ্ধের জন্য ফৌজ নিয়ে সজ্জা ক'র্‌তেন। সেই রীতি শ্যাম-দেশে এখনও চ'লে এসেছে, তাই বিজয়া দশমীর পরের রবিবারে এই ফৌজী অনুষ্ঠান।

রাজা এই ভাবে প্রত্যেক পল্টনের কাছ থেকে সেলামি বা প্রণাম নিয়ে

আর জয়ধ্বনি শুনে উত্তর-পশ্চিম কোণে শামিয়ানার তলায় তাঁর আসনে গিয়ে ব'স্‌লেন। তারপরে একে একে বিভিন্ন পল্টনের অফিসারেরা পল্টনের ঝাণ্ডা নিয়ে শামিয়ানার তলায় আস্‌তে লাগ্‌লেন, ভুঁয়ে হাঁটু গেড়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ব'স্‌লেন, তার পরে আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু আর পরে ব্রাহ্মণেরা পালি আর সংস্কৃতে মন্ত্র প'ড়ে, পবিত্র তীর্থ-নীর ছিটিয়ে', ঝাণ্ডাগুলিকে মন্ত্রপূত বা পবিত্র ক'রে দিতে লাগ্‌লেন, অফিসাররাও ফিরে যেতে লাগ্‌লেন। এই ভাবে ব্যাপারটা শেষ হ'ল। শুন্‌লুম, প্রায় দশ হাজার সেপাই এই অনুষ্ঠানের জন্য জমা হ'য়েছিল।

অনুষ্ঠান পূরো দমে চ'লেছে, কে ব'ল্‌লে, রাজা চ'লে গেলেন। শেষটায় আমাদেরও একঘেয়ে' লাগ্‌ছিল। রোদ্দুরে অনেক ক্ষণ ব'সে থাক্‌তে হ'য়েছিল, আমরাও চারটে বাজ্‌তেই ঠাণ্ডা লেমনেড খেয়ে, সৈয়দ মোবারক আলীর সঙ্গে বেরিয়ে' প'ড়্‌লুম—স্থানীয় বাজারে পুরাতন শিল্পদ্রব্যের সন্ধানে। বলা বাহুল্য, এ কাজে সুরেন-বাবু আর আমি সমান উৎসাহী। সৈয়দ মোবারক আলী ব'ল্‌লেন, তাঁকে একটি শ্যামী নাম নিতে হ'য়েছে লেখক হিসাবে—Maha-charita-vong Ari 'মহাজরিদ-রং আরী'; তিনি 'সৈয়দ' অর্থাৎ নবী মোহম্মদের বংশের, সেই জন্য শ্যামী ভাষায় তার অনুবাদ হ'য়েছে 'মহাচরিত-বংশ' অর্থাৎ 'পুণ্য-চরিত্র মোহম্মদের বংশ-জাত'; আর 'আলী'কে ওদের উচ্চারণ-মোতাবেক 'আরী' ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। সংস্কৃত Vamsa 'বংশ' শব্দ সংক্ষিপ্ত 'রং' Vong রূপে শ্যামীতে ব্যবহৃত হয়।

Lakhon Kasem লাখন্‌-কাসেম এখানকার একটি বিখ্যাত বাজার—এখানে পুরাতন চীনা আর শ্যামী শিল্পদ্রব্যের অনেকগুলি দোকান আছে, এই দোকানগুলির মালিক চীনা আর শ্যামী। অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাচীন জিনিসের মধ্যে আমি দু'টি ব্রঞ্জে তৈরী বুদ্ধের মূর্তির মুণ্ড কিন্‌লুম—বর্বরেরা পয়সার জন্য পূরো মূর্তি থেকে ভেঙে নিয়ে এসেছে—সবুজ patina বা কলঙ্ক পড়ায় মূর্তি দু'টির প্রাচীনত্ব বোঝা যায়। পরে শ্যাম গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তবে আমি এই প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পেরেছিলুম। এ দু'টি আমার সংগ্রহে আছে; অদ্ভুত সুন্দর দু'টি মুখ, একটির প্রস্তুত-কাল হবে, বাঙ্কক মিউজিয়মের বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের মাঝামাঝি, আর একটি তার প্রায় এক শ' সওয়া-শ' বছর পরেকার। শ্যামী চিত্র—কাঠের উপরে কালো জমিতে সোনালি কালিতে আঁকা; শ্যাম-দেশের

রঙীন বৌদ্ধ 'মূর্তি' আঁকা চীনমাটির পাত্র—চীন থেকে বিশেষ ক'রে এই অতি সুন্দর পাত্রগুলি অষ্টাদশ শতকে শ্যামীরা তৈরী করিয়ে' আনাত'; চীনা শিল্পের নানা জিনিস—ব্রঞ্জের, পিতলের, জেড-পাথরের, পলার, কাঠের, হাতীর-দাঁতের, আর চীনা-মাটির। দস্তুর মতো মিউজিয়মের সংগ্রহ। আশে-পাশে শ্যামীদের মধ্যে ব্যবহৃত পিতল-কাঁসার বাসনের দোকান—ভারতীয় প্রভাবের ফলে, এখনও এ জিনিসের চল এদের মধ্যে থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

বাজারে খানিক ঘুরে, প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, Vajira-ñana 'বজির-ঞান বা বজ্রজ্ঞান' জাতীয় গ্রন্থশালা, আর জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম বাইরে থেকে দেখে গেলুম। মিউজিয়মের বাড়িটির মধ্যে সম্মুখভাগে ব্রঞ্জের তৈরী প্রমাণ-আকারের ধনুর্ধর রামচন্দ্রের মূর্তি, শ্যাম-দেশে রামায়ণ-কথার লোকপ্রিয়তা সূচিত ক'র্‌ছে। এই তল্লাটে একটি ফোয়ারা আছে। তার কল্পনা আর গঠন-প্রণালী দেখে চোখ জুড়িয়ে' গেল। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, যখন তিনি বোধিজ্ঞান পেয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, 'বুদ্ধ' হন, তখন মার বা পাপপুরুষ এসে তাঁকে নানারূপ প্রলোভন আর বিভীষিকা দেখায়, কিন্তু বুদ্ধদেব অবিচলিত হ'য়ে স্বস্থ থাকেন। তখন পৃথিবী দেবী দেখা দিলেন, আর তাঁর মাথার বেণী নিংড়ালেন, অমনি বেণী থেকে জলপ্রবাহ বেরিয়ে' এসে, মার আর তার দলবলকে ভাসিয়ে' নিয়ে গেল। পৃথিবী দেবী, বা ধরণী দেবী, শ্যামী ভাষায় Nang Thorani বা Dhoroni 'নাং থরনী', হাঁটু পেতে ব'সে মাথার বেণী নিংড়াচ্ছেন—এরকম ছোটো ব্রঞ্জ-মূর্তি শ্যামী শিল্পে পাওয়া গিয়েছে। এখানে এই ফোয়ারাটি হ'চ্ছে একটি মন্দিরাকৃতি গৃহের মধ্যে প্রমাণ আকারের অতিসুন্দর উপবিষ্ট ধরণীদেবীর ব্রঞ্জ-মূর্তি, তিনি দুই হাত দিয়ে বেণী পাকাচ্ছেন, আর বেণীর অন্তভাগ থেকে প্রণালীর মতো জলধারা বেরিয়ে নীচে প'ড়্‌ছে— পথিক লোক ইচ্ছা-মতো এই জলধারা থেকে পান করে। ভাবটি, আর প্রকাশটি-ও, অতি সুন্দর।

আমরা এই ভাবে দুপুর আর বিকালের খানিক কাটিয়ে' সাড়ে-পাঁচটায় হোটেলে ফির্‌লুম। সাদা কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে এইবার কালো আচকান চোগা প'রে নিলুম, কবির সঙ্গে গেলুম—Wat Rat-bophit 'রাৎ-বোফিৎ' অর্থাৎ 'রাজপবিত্র' মন্দিরে থাকেন এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু, His Holi-ness the Patriarch যাঁর ইংরিজি পদ-নাম, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে।

মন্দিরে যাবার পথে প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; রাস্তায় দেখ্‌লুম, শ্যামী পল্টনের সিপাহীরা কুচ ক'রে নিজেদের ডেরায় ফির্‌ছে, আর এক এক দল খুব ফুর্তির সঙ্গে বেশ জোর গলায় সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে-গাইতে— বোধ হয় রাষ্ট্র-সংগীত—পা ফেলার সঙ্গে তাল বজায় রেখে চ'লেছে। কবিকে আমরা Trooping of the Colours-এর কথা শুনিয়ে' দিয়েছিলুম— ভিক্ষু আর ব্রাহ্মণ কর্তৃক ধ্বজার অভিষেক, আর রাজাকে "ছাই-য়োঃ" বা "জয়" বলে সংবর্ধনার কথা। ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ আমাদের মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেখানে রাজকুমার ধনী উপস্থিত ছিলেন। ধর্মগুরুর কাছে পৌঁছোবার পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। কবিকে রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ ধর্মগুরু বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'র্‌লেন। বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী ইনি। কবিরও এঁকে দেখে বেশ ভালো লাগ্‌ল। আমরা তার পরে মন্দির আর প্রাচীন শ্যামী পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি ঘর দেখ্‌লুম। কালো গালার রঙে রঙানো দরজায় বড়ো-বড়ো ঝিনুকের টুকরো লাগিয়ে' inlay work বা 'পচ্চেকারী' কাজ— বড়ো সুন্দর লাগ্‌ল। এটি শ্যামী সুকুমার শিল্পের মধ্যে একটি বিশিষ্ট জিনিস। বৃষ্টি থাম্‌তে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

হোটেলের মধ্যে বারে একটি ছোটো বইয়ের দোকান আছে, সেখান থেকে শ্যাম-সম্বন্ধে খান-দুই ছোটো বই আমি কিন্‌লুম।

এখানকার ইংরিজি খবরের কাগজ Bangkok Standard-এর সম্পাদক Mr. Fox ফক্স ব'লে একজন ভদ্রলোক এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে। খানিক সদালাপ ক'রে চ'লে গেলেন।

রাজা চূড়ালংকরণের যে রানীর মৃত্যু সম্প্রতি হ'য়েছে—তাঁর নাম হ'চ্ছে, এরা ব'ল্‌লে, Sukhumal Marasri বা Sukhumaman Siri Agra-rajadevi, 'সুখুমাল্‌ মারশ্রী বা সুখুমমান্‌ সিরি অগ্র-রাজদেবী'। নামের প্রথম অংশটা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। রাজধর্ম-নিদেশ বার বার উচ্চারণ ক'র্‌লেন— 'সু-খু-ম-মান্‌'— আমি মনে ক'র্‌লুম, শব্দটি পালি 'সুখুম-মালা-শ্রী' অর্থাৎ 'সূক্ষ্মমালা-শ্রী' হবে। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জান্‌তে পারি, নামটি হ'চ্ছে সংস্কৃতের 'সুকুমার-শ্রী', পালির 'সুখুমার-সিরি'। এঁর পুত্র এখন রাজ্যের সেনা ও নৌবলের মন্ত্রী। রবীন্দ্রনাথকে সৌজন্য দেখিয়ে' আগামী কাল সকালে এঁদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদে যেখানে রানী-মাতার দেহ রক্ষিত আছে সেখানে

একটি wreath বা পুষ্পমালা যথারীতি অর্পণ ক'রে আস্‌তে হবে। সেই জন্য আরিয়মের ব্যবস্থা-মতো, রাত্রে ফুলওয়ালার দোকান থেকে লোহার-তারের তৈরী ফ্রেমের মধ্যে বিরাট্ এক পত্রপুষ্পময় মালা এল', হোটেল থেকে কবি কাল সকালে সেইটি যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে দিয়ে রাজমাতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে' আস্‌বেন। পথে আবার মৃতার স্বামী রাজা পঞ্চম রাম চূড়ালংকরণের অশ্বারোহী ব্রঞ্জ-মূর্তির পাদ-পীঠে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে কবি আর একটি মালা দিয়ে আস্‌বেন— এ দেশের রীতি এই।

ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল হোটেলে ফিরে। শ্যামী ভাষায় বানান আর উচ্চারণ নিয়ে আমি কতকগুলি প্রশ্ন ক'র্‌লুম— ভাষাতাত্ত্বিক নয় ব'লে সব কথার ঠিক-মতো উত্তর দেওয়া ওঁর পক্ষে অসম্ভব, একথা রাজধর্ম-নিদেশ আমায় জানালেন। ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ আমাদের ব'ল্‌লেন—চীনাদের সঙ্গে আমাদের বেশ মিল হ'য়ে থাকে। চীনারা এদেশে এসে আমাদের মেয়ে বিয়ে' করে, দু'পুরুষের মধ্যেই শ্যামী ব'নে যায়। We are Chinese by race, Indian by culture— আমরা জাতিতে চীনা, সংস্কৃতিতে ভারতীয়। আমার মনে হয়, সংক্ষেপে এই কথায় শ্যামী জাতি আর সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইভাবে বাঙ্ককে আমাদের প্রথম পুরো দিনটি কাট্‌ল ॥

॥ ৩ ॥

বাঙ্ককে দ্বিতীয় দিন

১০ই অক্টোবর ১৯২৭, সোমবার

প্রাতরাশের পরে আমরা অপেক্ষা ক'র্‌লুম—দশটার সময় এখানকার যুদ্ধবিগ্রহের আর সামুদ্রিক সেনা বিভাগের মন্ত্রী নগর-স্বর্গ (Nakhon Sawankh নাখোন্-সাৱংখ্)-এর রাজকুমারের সঙ্গে শিষ্টাচার-সম্মত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে নিয়ে গেল। এই রাজকুমার জরমানিতে শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন, এঁরই মা যাঁর নাম শ্যামীভাষায় 'সুখুমান্-মারসিরি', তাঁরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হবে, এবং তাঁরই মৃত্যুর জন্য এই কয়মাস শ্যামজাতি অশৌচ পালন ক'র্‌ছে। (নগর-স্বর্গের রাজকুমার, অতএব মহারাজ চূড়ালংকরণের অন্যতম পুত্র বিধায়, এখনকার (১৯৬১ সালে) রাজার এক পিতৃব্য—যেমন রাজকুমার ধনীনিরাৎ।) এই রাজকুমারের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাওয়ার পথে রাজা চূড়ালংকরণের ব্রঞ্জে-তৈরী অশ্বারোহী মূর্তির পাদপীঠে সমবেত হ'লুম, কবি সেখানে আধুনিক শ্যামের স্রষ্টা এই রাজার স্মৃতির উদ্দেশে মালা দিলেন। নগর-স্বর্গের রাজকুমারের বাড়িতে অল্পক্ষণ আমরা ছিলুম। ইংরিজিতে কিছু শিষ্টাচার ক'রে, আমরা গেলুম তুষিত প্রাসাদে (শ্যামী ভাষায়, 'ডুসিৎ প্রাসাৎ')। সেখানে চূড়ালংকরণের অন্যতম রানী, এখনকার রাজার সৎঠাকুরমা, নগর-স্বর্গের কুমারের মাতার শবদেহ রক্ষিত হ'য়ে আছে, কয়েক সপ্তাহ পরে খুব ঘটা ক'রে তার অগ্নিসংকার হবে। প্রাসাদের মধ্যে একটি বড়ো ঘরে যেন সোনায় মোড়া একটি স্তূপের মতন। তার ভিতরে শবাধার রক্ষিত হ'য়ে আছে। চারিদিক যেন সোনার কাপড়ে আর জরিতে মোড়া। মাটিতে অনেকগুলি রাজসেবক এবং রাজবাড়ির দাসী উবু হ'য়ে ব'সে আছে। শবাধারের চৈত্যটির চারি ধারে চারজন সেপাই ফৌজি কায়দায় বন্দুক উল্টো ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে' আছে—বন্দুকের কাঠের কুঁদ উপরের দিকে করা, তার মুখ বা নল মাটিতে ঠেকানো। এরা একেবারে পাষাণমূর্তির মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে', আর শোক-প্রকাশের জন্য মাথা হেঁট ক'রে র'য়েছে। পরলোকগত রাজমহিষীর নামটির রূপ পালি বা সংস্কৃত কী

হবে, তা আমি তখন ঠিক-মতো ধ'রতে পারিনি। এটি হ'চ্ছে 'সুকুমার অমরশ্রী'। কিন্তু আমি 'সূক্ষ্মমালা-শ্রী' ব'লে অনুমান করেছিলুম। পরে জানতে পারি এ অনুমান আমার ভুল। শ্যামী ভাষায় শব্দের অন্তে 'র' থাকলে সেটাকে 'ন' উচ্চারণ করে। সেটা পরে জানতে পারি; যেমন Khmer (খ্মের) শব্দকে এরা উচ্চারণ করে 'খ্মেন'। আর শ্যামী ভাষায় রচিত রামায়ণের নাম হ'চ্ছে 'রামকীর্ত্তি'—এদের মুখে এই শব্দ প্রথম হ'য়ে যায় 'রামকীর্', তার পর এখন বলে Ramakien 'রামকীয়েন্'। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ-মতো আমি সাদা কার্ডের উপরে নাগরী অক্ষর আর রোমান অক্ষরে একটি ছোটো সংস্কৃত সমর্পণ-বাক্য লিখে দিই, সেটি রেশমি সুতো দিয়ে কালকের আনা ফুলের মালায় গেঁথে দেওয়া হ'য়েছিল। সেই বাক্যটি হ'চ্ছে এই—"পুণ্যচরিতায়া/ মহারাজাধিরাজশ্রী-চূড়ালংকরণ-দেব-মহিষ্যাঃ/ অগ্ররাজ-দেব্যাঃ পুণ্যলোকবাসিন্যাঃ / শ্রী-সূক্ষ্ম-মাল্যশ্রিয়ঃ / শ্রদ্ধোপায়নম্ / মাল্যময়ম্ অর্ঘ্যম্ এতৎ / অর্পিতং কবিনা ভারতবর্ষাদ্ আগতেন / শ্রীরবীন্দ্রেন // বুদ্ধাব্দাঃ ২৪৭০ / আশ্বিন পৌর্ণমাস্যাম্॥"

কবি মালাটি চৈত্যের পাদমূলে রাখলেন, তারপরে আমরা—ভুঁইয়ের উপর গালচে পাতা ছিল—তাতে খানিকক্ষণ ব'সলুম। এর পরে আমরা অমরেন্দ্রপ্রাসাদ (অমরিন্ প্রাসাৎ) দেখে, শ্যামরাজবংশের সব-চেয়ে পবিত্র দেবমন্দির, যাতে শ্যাম-দেশের পুণ্যতম বুদ্ধবিগ্রহ রক্ষিত আছে সেটি দেখতে গেলুম। কিন্তু সেখানে ঐ লক্ষণীয় মূর্তিটি দেখা হ'ল না, কারণ তখন মন্দিরের ভিতর মেরামত হ'চ্ছিল ব'লে বন্ধ ছিল। এই মূর্তিটি খুব বড়ো একখণ্ড মরকত বা পান্না কেটে তৈরী। মূর্তির ছবি দেখেছি, কিন্তু কারুকার্য্য তেমন সুন্দর নয়। শ্যামজাতির ধর্মীয় আর রাজনৈতিক জীবনের যেন কেন্দ্রস্থান বা পীঠস্থান এই Wat Phra-Keo 'বাৎ-ফ্রা-কেও'। ইংরিজিতে শ্যামীরা এই মন্দিরকে তাদের Pantheon অর্থাৎ সর্বদেবনিকেতন বা 'সুধর্মা সভা' ব'লে অভিহিত করে। এই মন্দিরের আশ-পাশে ছোটোখাটো আধুনিক আর প্রাচীন নানা রকমের মন্দির আর পাথরের আর ব্রঞ্জের নানা মূর্তি রেখেছে। এই-সব মন্দির আর মূর্তি খাই শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন। একটি লম্বা হল-ঘরে বা গ্যালারির দেয়ালে শ্যামী রামায়ণের অজস্র রঙিন চিত্র আঁকা। কম্বোজ-দেশের বিখ্যাত আঙ্কর-বাৎ মন্দিরের একটি ছোটো অনুকৃতি আছে। ব্রঞ্জের মূর্তির মধ্যে

একটি মূর্তি এক উঁচু পাদপীঠের উপরে স্থাপিত—এটি বিশেষ লক্ষণীয়—এটি ‘রুসি’ অর্থাৎ ভারতীয় ঋষির মূর্তি,—এই ঋষিটি অত্যন্ত কৃশকায়, এবং দাড়ি-গোঁফ-বিহীন জটাধারী উপবিষ্ট মূর্তি, মুখে একটু কৌতুকহাস্যের আভাস। ভারতবর্ষের ঋষির সম্মান বহির্ভারতের প্রায় সব দেশেই গিয়ে পৌঁচেছে, আর প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরায় বিভিন্ন ঋষি আর ঋষিপত্নীদের কল্পিত মূর্তি ছবি চীন ও জাপানেও পাওয়া যায়—যেমন অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি। পাথরের যে মূর্তিগুলি এখানে আছে, তার মধ্যে কতকগুলি হ’চ্ছে জোড়া জোড়া—একটি পুরুষ ও একটি নারীর মূর্তি এক-ই পাদপীঠের উপরে। এগুলির মধ্যে দু’টি আমার কাছে লক্ষণীয় লাগ্‌ল—একটি হ’ল, হনূমান্ আর “মে-মাচা”-র মূর্তি। হনূমান্ যখন সাগর অতিক্রম ক’রে লঙ্কায় পৌছান, তখন সমুদ্রের এক উপদেবী এই মে-মাচা বা মৎস্যকন্যা বা জলদেবী হনূমান্‌কে বাধা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু হনূমান্ তাকে পরাভূত করেন এবং মৎস্যকন্যা হনূমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আখ্যানে মে-মাচার আর হনূমানের প্রণয়ের কথাও জড়িত। শ্যাম-দেশে এই অদ্ভুত কাহিনীর মূর্তি বা ছবি খুবই প্রচলিত—বিকট-মুখ হনূমান্ মে-মাচার পশ্চাদ্ধাবন ক’র্‌ছেন। এখানে এই সুন্দর মূর্তিদ্বয় দেখ্‌লুম—পাশাপাশি দাঁড়ানো হনূমান্ আর মৎস্যকন্যা-রূপিণী নারী। আর একটি জোড়-মূর্তি হ’চ্ছে একটি প্রাচীন শ্যামী উপকথাকে রূপ দিয়ে—একজন রাজকুমার আর একজন রাজকুমারী—প্রেমিক ও প্রেমিকা—সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে’ কথা কইছেন। এই দু’টি মূর্তির মধ্যে যেন প্রাচীন শ্যামের সংস্কৃতি আর রোমান্স মূর্ত হ’য়ে ধরা দিয়েছে। এই রাৎ-ক্রা-কেও হাতাটি তার এই শিল্পসম্ভারের ঐশ্বর্য্যের জন্য একটি দর্শনীয় স্থান বটে।

রাৎ-ক্রা-কেও এইভাবে দেখ্‌বার পর, নানান্ ছোটো বড়ো আঙিনা আর হল-ঘর অতিক্রম ক’রে এক জায়গায় আমরা একটি নোতুন ধরনের ব্যাপার দেখ্‌লুম—একটি বড়ো ঘরে জনপঞ্চাশেক যুবক ধীর ললিত নাচের ভঙ্গিতে সমবেত স্বরে গান গাইছে। এদের পরনে শ্যামী ‘ফানুম্’, আর গায়ে একটা ক’রে সাদা কামিজ, আর খালি পা। বেশ ফুর্তি ক’রে জোর গলায় গান ধ’রেছে—সঙ্গে শ্যামী অর্কেস্ট্রা বা ঐক্যতান বাদন। কয়েকটি যন্ত্র যবদ্বীপের গামেলান্ বাদ্যের যন্ত্রের মতো, আর এই বাজনার আওয়াজ গামেলানেরই ধরনের—যেন খালি তালের আধারে। আমাদের তখন বুঝিয়ে’ দিলে—কি

জন্য ছেলেরা এই গানের মহড়া দিচ্ছে। ১৬ই অক্টোবর থেকে, আমরা শ্যাম-দেশ ছেড়ে যাবার দিন থেকে, দরবারে একটা বড়ো রকমের উৎসব শুরু হবে, সেইজন্যে। শ্যাম-দেশে সাদা হাতীকে লোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে, যেন সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবের অবতার। হাতীদের মধ্যে কখনও-কখনও শ্বেতী রোগের দ্বারা গ্রস্ত Albino বা সাদা জানোয়ার পাওয়া যায়। ইন্দ্রের ঐরাবতের রঙও সাদা। এইরকম সাদা হাতী কালে-ভদ্রে, হয়-তো পঞ্চাশ ষাট বৎসরে, একটা দেখা দিলে। এইরূপ সাদা হাতীর আবির্ভাবকে শ্যামীরা দেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণের কথা ব'লে মনে করে, আর সাদা হাতী পাওয়া গেলে খুব যত্ন ক'রে রাজসম্মানের সঙ্গে তাকে এনে রাজবাড়িতে স্থান দেওয়া হয়। সাদা হাতী পোষা এক বিরাট্ খরচের ব্যাপার। সেইজন্য ইংরিজিতেও White Elephant-কে অবলম্বন ক'রে প্রবাদ-বাক্য দাঁড়িয়ে' গিয়েছে। এরকম গল্প প্রচলিত আছে যে, শ্যামের রাজারা কোনও অমাত্য বা দরবারী লোকের আর্থিক দণ্ড দেবার জন্যেই তাকে এরকম সাদা হাতী উপহার দিতেন, আর এই হাতীর পালন-পোষণ আর তার পূজা-সম্মানের জন্যে বেচারীকে ফতুর হ'য়ে যেতে হ'ত। যাই হোক, বহুদিন পরে এই সাদা হাতী পাওয়া গিয়েছে ব'লে তাকে রাজধানী বাঙ্কক্ শহরে যেদিন আনানো হবে, সেইদিন তার স্বাগতের জন্য এই নাচগানের জোর মহড়া চ'লেছে।

এর পরে আমরা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ব'দ্‌লে হোটেলে ফির্‌লুম। চৌত্রিশ বছর আগে টাকাকড়ির ব্যাপারে আজকের মতো কড়াকড়ি ছিল না। যবদ্বীপে বক্তৃতা দিয়ে যে একশো গিল্‌ডার দক্ষিণা পেয়েছিলুম, তার বদলে অষ্টাশী শ্যামী টাকা tical 'টিকল' পেলুম। তখন শ্যামের টিকল আমাদের টাকার চেয়েও বেশী দামী ছিল। (গত ১৯৫৯ সালে, অস্ট্রেলিয়া থেকে ফির্‌বার পথে, দেখ্‌লুম, এই টিকলের দাম খুব প'ড়ে গিয়েছে—আমাদের এক টাকার বদলে এখন ওদের সাড়ে-তিন টিকলের বেশি পাওয়া যায়।)

হোটেলে ফিরে এলুম, তার পরে বিশ্রাম। তিনটের একটু পরে তিনজন চীনা ভদ্রলোক কবি-দর্শন কর্‌বার জন্যে এলেন। অতি বিনীত-ভাবে কবিকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেন। সাড়ে-তিনটের সময় যেতে হ'ল বিদেশ-মন্ত্রী Traidos ত্রৈদশ-এর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে। ইনি হ'চ্ছেন 'পিৎসান্থলোক্' অর্থাৎ বিষ্ণুলোক নগরের রাজকুমার। এঁর বাড়িতে আমরা অল্পক্ষণ ছিলুম,

আর ইনি আগামী কাল ওঁর সঙ্গে ডিনারের জন্য নিমন্ত্রণ ক'র্লেন। তার পরে চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কবি মোটরে ক'রে একটু শহর ঘুরে বেড়ালেন। পাঁচটার সময়ে শ্যাম-দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, রাজকুমার দামরঙ্‌ রাজানুভাব Prince Damrong Rajanaubhav-এর বাড়িতে আমরা গেলুম। ইনি শ্যাম-দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একপত্রী, অর্থাৎ পণ্ডিত বলে এঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। অমায়িক ব্যক্তি, বয়সে প্রবীণ, বেঁটে-খাটো হাস্যমুখ মানুষটি। পরনে ছিল কালো সিল্কের ফানুম্—গায়ে সাদা জামা আর ডান হাতে আস্তিনের উপর শোক-প্রকাশক কালো কাপড়ের ঘের। এঁর একটি মস্ত বড়ো শিল্পসংগ্রহ আছে। বিশেষ ক'রে প্রাচীন, শিল্প-ছবি ইত্যাদি নিয়ে। এঁর কাছে জর্‌মানি-ফেরত এক শ্যামী ডাক্তার এসেছিলেন, ইনি সতেরো বৎসর জর্‌মানিতে কাটিয়েছিলেন। রাজকুমার দামরঙ্‌ তাঁর তিন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দিলেন। এঁদের সঙ্গে কবি প্রাচ্যদেশের মধ্যে যাতে একটি সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘ'ট্‌তে পারে সেই কথা ব'ল্‌লেন।

দামরঙের বিশেষ আগ্রহে কবির সঙ্গে তাঁর ছবি তোলা হ'ল। চা-যোগের প্রচুর আয়োজন ছিল, নানা শ্যামী পিঠা এবং মাংস আর চালের গুঁড়ার প্যাটি—চীনা চা, ইয়োরোপীয় চা, আইস্‌-ক্রিম, আইস-লেমনেড প্রভৃতি ; সঙ্গে সঙ্গে বেশ হাল্‌কাভাবে গভীর বিষয়ে আলোচনাও চ'ল্‌ল। কবি এই উচ্চশিক্ষিত এবং উদার রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুশি হলেন।

তার পরে ৬টা ১৫ মিনিটে আর একজন রাজকুমার—চূড়ালংকরণের আর একজন পুত্র— Bhanu rangsi ভানুরংসীর সঙ্গে দে'খা ক'র্‌তে গেলুম। ইনি বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু খুব দিলখোলা হাসকুটে' মানুষ, কবিকে পেয়ে যেন কী ক'র্‌বেন ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছেন না। তিনি অন্য কথার মধ্যে কবিকে ব'ল্‌লেন Heard your name, and admire your aim— যেন নিজের এই ইংরেজি কথায় মিল বা অন্ত্য-অনুপ্রাস দেখে নিজেই খুশি হ'য়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। এঁর এখানে এক পেয়ালা ক'রে চীনা চা খেতে হ'ল।

কবি হোটেলে ফিরে এলেন। সুরেন-বাবু আর আমি— সঙ্গে রাজধর্ম-নিদেশও ছিলেন, তিনি আমাদের এক চীনা মণিহারীর দোকানে নিয়ে গেলেন— বড়ো পৌস্ট-আপিসের সাম্‌নে। এ তল্লাটে সমস্ত দোকান-পাট

চীনাদের, দোকানদারটি সিঙাপুর থেকে এখানে এসে ব্যবসা খুলেছেন। কথাবার্তায় মানুষটিকে বেশ ভালো লাগ্‌ল। এঁর স্ত্রী খাসা ইংরিজি জানেন। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের জন্য সুরেন-বাবু শ্যামী মূর্তি কিছু কিন্‌লেন। কবির সঙ্গের লোক ব'লে, এই চীনা দম্পতি আমাদের খুব খাতির ক'র্‌লেন। দোকানের দরোয়ান একজন ভারতীয় ভোজপুরী— আমাদের ভারতীয় দেখে এরও বড়ো আনন্দ।

রাজধর্মনিদেশ রাত্রে হোটেলে আমাদের সঙ্গে খেলেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখ্‌লুম, একটি ভারতীয় ভদ্রলোক— সম্ভবতঃ কোনও ভোজপুরী দরোয়ানদের সর্দার, বা দুগ্ধ-ব্যবসায়ী হবেন— নিজের নাম লিখে দিয়ে গিয়েছেন Siew Misir বা শিব মিশ্র, কবির জন্য এক-ঝুড়ি ফল আর দু-ছড়া ফুলের মালা। এই অজানা অচেনা ভারতবাসীর এইভাবে শ্রদ্ধাপ্রকাশ আমাদের বেশ লাগ্‌ল।

ফ্যা-থাই হোটেলে ভীষণ মশা। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কবির ঘুম নেই। তাঁর ঘরে গিয়ে মশা তাড়াবার চাকার মতো জড়ানো চীনা ধূপ জ্বালিয়ে' দিলুম॥

॥ ৪ ॥

বাঙ্ককে তৃতীয় দিন

বাঙ্কক, ১১ই অক্টোবর ১৯২৭, মঙ্গলবার

আজ সকালে প্রাতরাশ সেরে কবির সঙ্গে বাঙ্ককের প্রত্নবস্তু-সংগ্রহ—মিউজিয়ম— দেখ্‌তে গেলুম। প্রাচীন রাজপ্রাসাদগুলির হাতার মধ্যে, একটি সাবেক চালের শ্যামী বাস্তরীতি অনুসারে গঠিত প্রাসাদে এই মিউজিয়ম বাড়িটি স্থাপিত। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সাম্‌নে এক প্রশস্ত অলিন্দ বা বারান্দায় একটি সুদৃশ্য ব্রঞ্জে ঢালা মানবাকার রামচন্দ্রের মূর্তি, হাতে ধনুক নিয়ে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে'। আধুনিক শ্যামী কাজ। এই মিউজিয়মটি গ'ড়ে তুলেছেন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত, সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় ভাষায়, আর তা ছাড়া শ্যামী, মোন্, খ্মের্ প্রভৃতি ইন্দোচীন দেশের নানা ভাষায়, ও স্থানীয় ইতিহাস শিল্প সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত Dr. Coedès সেদেস্। এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মিউজিয়মের দু'টি জিনিসের সংগ্রহ লক্ষণীয়—এক, প্রাচীন শ্যামী বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ্য কাংস্য-মূর্তি— ব্রঞ্জে-ঢালা বুদ্ধদেব আর নানা দেবতার মূর্তি। বিগত ৫।৬ শ' বছরের মধ্যে এই-সব মূর্তি তৈরী হ'য়েছে। শিল্পকার্য্যে অতুলনীয়— একটা এমন সরল সুন্দর গম্ভীর ভাবের দ্যোতনা এই-সব বুদ্ধমূর্তি, আর শিব, উমা, বিষ্ণু, শ্রী এঁদের মূর্তিগুলি প্রকাশ ক'র্‌ছে যে তার বর্ণনা করা কঠিন। আমি তো দু'টি শিব আর পার্বতীর মূর্তি দেখে অদ্ভুত আনন্দের অধিকারী হবার সৌভাগ্য পেলুম। মূর্তিগুলি ঋজুভাবে দণ্ডায়মান, দেহে অলংকারের প্রাচুর্য্য নেই, অতি সংক্ষিপ্ত অলংকরণ, মৈসূরের হোয়সালা শিল্পের অত্যধিক অলংকারভারের মতো চোখ আর মনকে পীড়া দেয় না। দেবতাদের মুখের ভাবও অদ্ভুত সৌন্দর্য্য শান্তি শ্রীতে ভরপুর। শিবের মূর্তি দু'রকম— এক শ্মশ্রুমান্, অন্য তরুণকান্তি। আমি এই মূর্তিগুলির ফোটোগ্রাফ পোস্টকার্ড সংগ্রহ ক'র্‌তে পেরেছিলুম, পরে ভালো ছবিও যোগাড় ক'র্‌তে পারি। অনেকগুলি প্রাচীন প্রস্তরলিপি আর তাম্রপট্টও আছে। এই সংগ্রহের অন্যতম প্রধান ঐশ্বর্য্য— শ্যামী ভাষায় লেখা সর্বপ্রাচীন শিলালেখ। সুখোথাই বা সুখোদয় রাজ্যে থাই জাতির প্রথম নামী রাজা ইন্দ্রাদিত্য থাই জাতিকে খ্মের্‌দের অধীন

থেকে মুক্ত করেন। ইন্দ্রাদিত্যের দ্বিতীয় পুত্র রাজা Rama Gamhaeng রাম গম্‌হএঙ্ (বা খম্‌হেঙ্) খ্রীষ্টীয় তেরোর শতকের চতুর্থ পাদে প্রকট হন। ইনি অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন, নানামুখী ছিল এঁর প্রতিভা আর কৃতকারিতা। যুদ্ধে অল্পবয়সেই বিশেষ সাহস, শৌর্য্য ও পরিচালন-শক্তির পরিচয় দেন। পিতৃলব্ধ রাজ্যের পরিসর আরও বাড়াতে সমর্থ হন, আর এঁর অধীনেই থাই জাতির অধিকার শ্যাম-দেশের অনেকটা জুড়ে প্রসারিত হয়। ইনি সুশাসক ছিলেন, প্রজার সুখের প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি এঁর ছিল। ইনি নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন। শ্যামী ভাষায় পূর্ণ লিপি ইনি-ই প্রবর্তিত করেন। নিজের ইতিহাস আর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নিয়ে ইনি একখানি বড়ো চৌকা প্রস্তরখণ্ডের চারিপৃষ্ঠে শ্যামী ভাষায় খ্রীষ্টীয় ১২৯২ সালে এক অনুশাসন খোদাই করান। এই লেখ পাঠ ক'রে রাজা রাম গম্‌হএঙ্-এর সবিশেষ পরিচয় আমরা পাই। এর প্রাচীন শ্যামী ভাষা এখন সাধারণ শ্যামী মানুষ প'ড়ে সবটা বুঝে উঠ্‌তে পারবে না— ভাষা অনেক ব'দ্‌লে গিয়েছে এই ৬।৭শ' বছরের মধ্যে। ফরাসী অধ্যাপক সেদেস্ ফরাসী ভাষায় এই লেখটির অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন। তা থেকে এই রাজার মহত্ত্ব বুঝ্‌তে পারা যায়। প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসে Achæmenian বা হখামনীষীয় সম্রাট্‌দের প্রাচীন পারসীক ভাষায় উৎকীর্ণ অনুশাসন; ভারতের মহারাজ অশোকের অনুশাসনাবলী; প্রাচীন তুর্কী জাতির ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ৭৪০ সালের দিকে উৎকীর্ণ Orkhon ওর্‌খোন্ নদীর তীরে প্রাপ্ত শিলা-ফলক— তাতে তুর্কী রাজা Kül-tegin ক্যুল্-তেগিন্ আর তাঁর ভাইয়ের শৌর্য্যের ইতিহাস লেখা আছে— এঁরা তুর্কী জাতির প্রাথমিক সাম্রাজ্যের আর গৌরবের পত্তন করেন; আর শ্যাম-দেশের এই রাজা রাম গম্‌হএঙ্-এর লিপি— এগুলি এক-ই পর্য্যায়ের মূল্যবান্ দলিল, যার অন্তর্নিহিত মানবিক আর সাহিত্যিক মূল্যও অসামান্য।

প্রত্নমূর্তি প্রভৃতি ছাড়া, এই সংগ্রহে আর একটি লক্ষণীয় জিনিস হ'চ্ছে, কতকগুলি বই রাখ্‌বার প্রাচীন শ্যামী আলমারি— সমস্ত আলমারির কাঠের উপরে সোনালি গালার কাজ করা, তার উপরে কালো কালিতে ছবি আঁকা আর নক্‌শা কাটা। ছবিগুলি প্রাচীন শ্যামী ঢঙে আঁকা—বুদ্ধদেব, রামায়ণ আর হিন্দু পুরাণের পাত্রপাত্রীদের ছবি; নক্‌শাগুলি নানারকম ফুলের, লতাপাতা বেল-বুটার, ধানের শীষের, আর আগুনের হল্‌কার। শিল্পজগতে

একটা বিশিষ্ট জিনিস। এই কালো আর সোনার সমাবেশে উজ্জ্বল নক্‌শাদার এই আলমারিগুলি কবির বড়োই ভালো লেগেছিল। স্থরেন-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, পরে কবির ইচ্ছা অনুসারে ব্যবস্থা করা হ'ল— সেই ব্যবস্থা মতো কতকগুলি এইরকম আলমারি তাঁর জন্য সংগ্রহ ক'রে বিশ্ব-ভারতীতে পাঠিয়ে দেন এঁরা— বিশ্বভারতীর কলাভবনে আর অন্যত্র এগুলি এখন সংরক্ষিত হ'য়ে আছে। 'বজিরঞাণ' (Vajira-ñana) বা 'বজ্রজ্ঞান' গ্রন্থাগারটি এই মিউজিয়মের লাগাও। এটির সংগঠনেও ডাক্তার সেদেস্ অনেক সাহায্য ক'রেছেন। কবি সেটিও পরিদর্শন ক'রে এলেন।

কবি এর পরে হোটেলে ফিরে গেলেন। স্থরেন-বাবু আর আমি গেলুম কতকগুলি বিভিন্ন রাৎ Wat বা বুদ্ধমন্দির ও বিহার দেখ্‌তে। প্রথমটায় Wat Mahathad 'মহাথাদ্' অর্থাৎ মহাধাতু মন্দির। এখানে একটি উচ্চ-শ্রেণীর বৌদ্ধমহাবিদ্যালয় আছে ; প্রায় ২৫০ ছাত্র (শ্রামণের) এখানে পড়ে। বৌদ্ধ দর্শন ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে-সঙ্গে পালি-ভাষারও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হয়। এখানকার মহাথেরো— প্রধান অধ্যাপক ও ধর্মগুরু— তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমার পালির জ্ঞান খুবই কম, তবুও কষ্টেস্থষ্টে এঁর সঙ্গে পালিতেই সামান্য আলাপ হ'ল। এঁদের পালির উচ্চারণ দেখ্‌লুম খুব-ই ভালো ; বর্মী ভিক্ষুদের মুখে পালির আর সংস্কৃতের যে অভাবনীয় বিকৃতি দেখা যায়, সেরকমটা এঁদের মধ্যে একেবারেই নেই। "নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা-সম্বুদ্ধস্‌স"— বর্মী ফুঙ্গিদের মুখে হ'য়ে যায় "নামো টাথা বাগাও-আদো আয়াহাদো থামা-থাম্বুডাথা" ; "বুদ্ধ ধর্ম সংঘ" হ'য়ে যায় "বুডা, ডামা, থিঙ্গা" ; "সব্বঞ্‌ঞ্‌ (=সর্বজ্ঞ)" হ'য়ে যায় "থাট্‌পিন্‌ন্য্য"; "শক্ররাজা"-র বর্মীরূপ "থাজ্য-মিন্",— এখানে এরকম মোটেই হয় না। নীল ফান্থুম্ আর সাদা গলা-আঁটা কোটপরা একটি শ্যামী যুবকের সঙ্গে পালিতেই কথা হ'ল। এর পালির জ্ঞানও খুব ভালো দেখ্‌লুম। শ্যামীরা আধুনিক হ'লেও প্রাচীন বিদ্যাকে বর্জন করে নি।

তার পরে Wat Jetuban রাৎ জেতুবন— প্রাচীন ভারতের শ্রাবস্তীর 'জেতবন'-এর নাম অনুসারে। এই রাৎটি একটু ভগ্নদশায় প'ড়ে আছে। এখানে একটি বিশাল শয়ান বুদ্ধমূর্তি আছে— ইট চুন স্থরথীর তৈরী, উপরে পঙ্খের কাজ। এই মন্দিরের হাতার মধ্যে নানা আঙিনা আর বাড়ি।

Wat Bovornivet 'রাৎ বভরনিরেৎ' অর্থাৎ 'প্রবর নিবেশ' মন্দির এর পরে দেখে এলুম। এই রাতের কাছেই এক শ্যামী মণিহারী আর প্রাচীন জিনিসের দোকানে প্রত্নদ্রব্য কিছু দেখ্‌লুম। দোকানী বেশ যত্ন ক'রে অনেক কিছু দেখালে। সুরেনবাবু শান্তিনিকেতন কলাভবনের জন্য দুই-একটি মূর্তি নিলেন। দোকানীর নিজের অসাবধানতায় তার হাতেই এক প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগুরুর প্রতিকৃতি মূর্তি, গালায় তৈরী, ভেঙে গেল।

শ্রীরাজধর্মনিদেশ, 'বীর' যাঁর ব্যক্তিগত নাম, আমাদের সব দেখাবার জন্য যিনি নিযুক্ত হ'য়েছিলেন, তাঁকে দেখে মনে হ'ল, আমাদের মতন শিল্পপাগল বিদেশীর সঙ্গে ঘোরা তাঁর পক্ষে একটু কষ্টকর হ'চ্ছিল।

হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলুম। বিশ্রামের জন্য সময় কোথায়? সুরেন-বাবু আর আমি বা'র হলুম—ব্যাঙ্কে যেতে হ'ল, তার পরে চীনা শিল্প-দ্রব্য-ভাণ্ডারে ঘোরা। সিংহলী ডাক্তার ক্রিশ্চান-এর ইংলিশ ফারমাসি নামে ডাক্তারখানায়, সৈয়দ মোবারক আলীকে তুলে নিলুম। ইনি আমাদের ঘুরিয়ে' নিয়ে বেড়াবেন।

সৈয়দ মোবারক আলী বাঙালীর ছেলে, মুর্শিদাবাদে বাড়ি। লুআঙ্ ওয়াহেদ আলীর আত্মীয়। ইনি ভাগ্যের সন্ধানে শ্যামে এসে কয় বছর ধ'রে আছেন। সাহিত্যিক প্রকৃতির মানুষ। অন্য কাজকর্মের চেষ্টাতে ছিলেন, তেমন সুবিধা ক'র্‌তে পারেন নি। কিন্তু শ্যামী ভাষাটা বেশ ভালো ক'রে শিখে নিয়েছেন। এখন একটি নোতুন পথ বা'র ক'রে অর্থোপার্জন ক'র্‌ছেন—বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যের শ্যামী অনুবাদ। এই কাজে নেমে অল্প সময়ের মধ্যে, সামান্য চাকরির উপরে, পসার-প্রতিপত্তিও ক'রে নিয়েছেন, অর্থলাভও কিঞ্চিৎ হ'চ্ছে। এঁকে শ্যামীদের মধ্যে প্রতিপত্তির জন্য একটি শ্যামী নামও নিতে হ'য়েছে— সৈয়দ আলীর শ্যামী নামের কথা আগে ব'লেছি। আমাদের শ্যামে অবস্থানকালে এই ভদ্রলোক নানাভাবে আমাদের সহায়তা ক'রেছিলেন।

বিকাল চারটের আগেই ফিরে এলুম। পরে কবির সঙ্গে চান্তাবুন্ (? শান্তপুরী) নগরের রাজকুমারের বাড়িতে গেলুম। কবির সঙ্গে আলাপে ইনি বিশেষ সম্মানিত ও আনন্দিত। শ্যাম-দেশে একটা নিয়ম দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেক রাজার অভিষেকের পরে সমগ্র পালি ত্রিপিটক গ্রন্থের শ্যামী অক্ষরে একটি ক'রে

সংস্করণ ছাপানো হয়, আর সেটি স্বদেশ আর বিদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে বিতরিত হয়। এবার রাজা প্রজাধিপকের অভিষেকের সময়ে যে ত্রিপিটক ছাপানো হ'য়েছে, তার একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থমালা কবির আগ্রহে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের জন্য পাঠাবেন অঙ্গীকার ক'র্‌লেন। আর তা ছাড়া, কবিকে অনুরোধ ক'র্‌লেন, ভারতে আর ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে কোন্ কোন্ বৌদ্ধধর্মানুরাগী পণ্ডিত আর সংস্থার কাছে এই ত্রিপিটক পাঠানো উচিত, তাঁদের নাম যেন তিনি সংগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে' দেন।

হোটেলে ফিরে এসে, ৫-৩০ থেকে ৬-৩০ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত এক ভারতীয়দের সংবর্ধনাসভায় কবিকে থাকতে হ'ল। গুজরাটী বণিক্ শ্রীযুক্ত নানা, সেচ-বিভাগের বাঙালী কর্মচারী যিনি শ্যামী রাষ্ট্রিকতা গ্রহণ ক'রেছেন শ্রীলুআঙ্ ওয়াহেদ আলী, আর অন্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন। অনেক শিখ আর গুরুদ্বারার প্রতিনিধি, ভোজপুরিয়া সাধারণ লোক দরওয়ান প্রভৃতি, আর কিছু শ্যামী আর ইউরোপীয় লোকও ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। সামান্য আমিনের কাজ নিয়ে তিনি শ্যাম-দেশে যান, সেখানকার Irrigation Department বা সেচ-বিভাগে চাকরি পান। পরে নিজের গুণে আর চেষ্টায় কাজে খুব উন্নতি করেন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। শ্যামী জাতীয়তা গ্রহণ ক'রে শ্যাম-দেশের প্রজা বা নাগরিক হ'য়ে গিয়েছেন, রাজকীয় খেতাব Luang 'লুআঙ্' পেয়েছেন। এখন এঁর অধিকার বা চাকরির নাম ধ'রে এঁর নাম হ'চ্ছে Phra Warisimajhaks 'বর, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বা শ্রীযুক্ত, বারিসীমাধ্যক্ষ'। দেশে বাঙালী পত্নী আর সংসারও আছে, দেশের সঙ্গে সংযোগ একেবারে কেটে ফেলেন নি। এদেশেও শুন্‌লুম আরও তিনটি সংসার ক'রেছেন। এঁর এক শ্যামী স্ত্রীর পুত্র শ্রীমান্ সাদির আলীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রিয়দর্শন যুবক, ক'ল্‌কাতায় গিয়ে Y. M. C. A. বাঙালী হোস্টেলে থেকে, দন্ত-চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভ ক'রে আসেন। ইনি আমায় ব'ল্‌লেন, এঁর নিজের দেশ দু'টি, শ্যাম, আর বাঙলা। ক'ল্‌কাতায় গিয়ে বাঙলা ভালো ক'রে শিখেছেন। শ্রীওয়াহেদ আলীকে আমাদের বেশ ভালো লাগ্‌ল। কবিরও এঁকে বেশ লেগেছিল। দিলখোলা, hearty sort of a man। এদেশে বিয়ে ক'রেছেন, তার জন্য লজ্জার কিছু নেই। একটি বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের

সঙ্গে এঁর চরিত্র- আর আদর্শ-গত বিরোধ আমাদের চোখে বিশেষ ক'রে লেগেছিল। হিন্দু ভদ্রলোকটিও ঐদেশে 'থিতু' অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে যান—আর একটি শ্যামী মহিলাকে বিবাহ করেন—পুত্রকন্যাও হ'য়েছে। কিন্তু এই কথা ওয়াহেদ আলী ফুর্তি ক'রে কবির কাছে জানানোতে ইনি যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে গেলেন। কবি তাঁকে ব'ল্লেন, 'বেশ তো, এদেশে বিয়ে ক'রেছ, আগেকার কালে ভারতীয় ঋষিরাও এসে এদেশে বিয়ে ক'রে ঘর-সংসারী হ'য়েছিলেন—যেমন, কম্বু, যেমন কৌণ্ডিন্য। এ তো ভালো কথা। সুবিধা ক'রে তোমার ছেলে-মেয়েদের শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে' দাও, আমরা দেখ্‌বো, যাতে তারা ভারত আর শ্যামের মধ্যে একটি সংযোগ-সূত্র হ'তে পারে, আর ভারতের আদর্শ নিয়ে আস্‌তে পারে।'

সন্ধ্যার পরে, এখানকার বিদেশ-রাষ্ট্র-মন্ত্রী রাজকুমার ত্রৈদশের বাড়িতে কবির আর আমাদের নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। এখানে কতকগুলি শ্যামী সজ্জন ছাড়া উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত নানা, মিস্টার Ardton আর্টন নামে একটি ইংরেজ ভদ্রলোক যিনি এখন এখানেই বাস ক'র্‌ছেন, আগে শ্যাম জাতীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন, আর Sir Edward Cook স্যর এডওয়ার্ড কুক, শ্যাম-দেশের সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা।

রাত্রি সাড়ে-দশটার পরে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে কবি শ্যাম-দেশের উপরে একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেটি আমাদের শোনালেন। পরে এই কবিতার ইংরিজি অনুবাদ যা কবি নিজে ক'রেছিলেন, সেটি এখানেই ছাপিয়ে' শ্যামের রাজদরবারে অন্য বিদেশী সমঝদারদের মহলে বিতরিত হয়॥

॥ ৫ ॥

বাঙ্ককে চতুর্থ দিন

বুধবার, ১২ অক্টোবর ১৯২৭

এখানে একটি বিদ্যালয় আছে, সেটি মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম এবং শাস্ত্র পড়াবার জন্য। কিন্তু ইংরিজি আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও সেখানে আছে। ইস্কুলটির নাম— Vajiravudh School 'বজ্রায়ুধ বিদ্যালয়'। শ্যাম-দেশের রাজা বজ্রায়ুধ ষষ্ঠ রামের নামে এই ইস্কুল। আজ সকাল দশটায় কবির সঙ্গে শ্যাম গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে আমরা এই স্কুল দেখ্‌তে গেলুম। প্রথমে এই বিদ্যালয়ে গিয়ে, রাজা বজ্রায়ুধের মূর্তির সাম্‌নে একটি বেদির মতন, তাতে কবিকে বাতি আর ধূপ জ্বেলে রাজার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে হ'ল। ঐ বিদ্যালয়ের কতকগুলি বৌদ্ধ-ভিক্ষু এবং অন্যান্য অধ্যাপক কবিকে অনুরোধ ক'র্‌লেন, যাঁরা ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দেন, তাঁদের জন্য সিংহাসনের মতন একটি বিশিষ্ট আসন আছে, সেই আসনের উপর ব'স্‌তে। এই আসনকে ওরা পালিতে আর শ্যামীতে 'ধম্মাসন' বলে। কবিকে যথারীতি উপবেশন ক'র্‌তে হ'ল। প্রথমটায় ইস্কুলের জন-দুই ছাত্রের বক্তৃতা, ইংরিজিতে, হ'ল। তারপরে কবিকেও দু-কথা ব'ল্‌তে হ'ল। আর শেষে শিক্ষকদের একে একে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেওয়া হ'ল।

এর পর আমরা গেলুম এখানকার একটি নূতন বৌদ্ধ মন্দিরে। এই মন্দিরটির নাম হ'চ্ছে—Wat Benchama-bophitr অর্থাৎ 'পঞ্চম-পবিত্র মন্দির'। এই মন্দিরের বাড়িটি হালে তৈরী, সাদা ইটালিয়ান মর্মর প্রস্তরে গঠিত, বাস্তুরীতি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পুরাতন শ্যামদেশীয়। এই অতি সুন্দর মন্দিরটি যেন প্রাচীন আর আধুনিকের সুন্দর সমন্বয়ের চেষ্টায় হ'য়েছে। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ ক'র্‌ছে, আর এর চারি দিক খুব পরিষ্কার ক'রে রাখা হ'য়েছে। এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি গ্যালারি বা লম্বা বারান্দায় নানা দেশ থেকে আনা বিভিন্ন প্রকারের ব্রোঞ্জে-ঢালা বুদ্ধ-মূর্তির সংগ্রহ আছে। আর প্রাচীন বৌদ্ধ-শিল্পের একটি সংগ্রহ-শালাও আছে। এই মন্দিরের সংলগ্ন দু-চারটি ছোটো-খাটো বাড়ি আছে, গড়ন ঠিক মন্দিরেরই মতো, শ্যামী পদ্ধতির ঢালু ছাত,

তাতেও বুদ্ধ-মূর্তি আছে। এ রকম একটি ছোটো মন্দিরের মাথায়, একটি প্রাচীন শ্যামী লোক-কাহিনীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে, কাপড় বোন্‌বার তাঁতের কাছে উপবিষ্ট একটি শ্যামী তরুণীর ছবি—এক রাজকুমার এই মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে তাকে বিয়ে করে—গল্পটি তখন বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হ'য়েছিল। এ-ছাড়া, বুদ্ধদেবের জীবনীর কতকগুলি সুন্দর খোদাই-চিত্র আছে, যেমন বুদ্ধদেব সংসার-ত্যাগের সময়ে নিজের তলওয়ার দিয়ে মাথার লম্বা চুল কাটছেন, পাশে তাঁর ঘোড়া কণ্টক আর সহিস ছন্দক।

কবির সঙ্গে পরে হোটেলে ফিরে এলুম। তার পরে সুরেন-বাবু আর আমি চ'ল্‌লুম শান্তিনিকেতনের সংগ্রহ-শালার জন্য প্রাচীন মূর্তি কিন্‌তে। সঙ্গে সৈয়দ মোবারক আলীকে তাঁর আপিস থেকে তুলে নিলুম। শ্যামের বাজার থেকে আধুনিক শ্যামী ব্রোঞ্জের কতকগুলি মূর্তি আমি নিজে নিলুম— ব্রোঞ্জের উপরেতে সোনার মোলম্বা বা গিল্‌টি করা। দু'টি ছোটো-ছোটো বসুধারা বা লক্ষ্মী মূর্তি, হাঁটু গেড়ে শ্যামী ধরনের সাড়ী বা ফানুম্‌ বা লুঙ্গি প'রে আর মাথায় মুকুট প'রে আমাদের শ্যামী মা-লক্ষ্মী ব'সে আছেন; ডান হাতে ধানের শিষ্‌ তুলে ধ'রে আছেন। হাঁটু-গেড়ে বসা, মাথায় মুকুট. রাম আর লক্ষ্মণের মূর্তি, রামের গায়ের রঙ ঘন সবুজ ক'রে চিত্রিত; আর একটি অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি— একটি ষাঁড়ের পিঠের উপরে আলীঢ় ভঙ্গিতে ব'সে আছেন—ভঙ্গিটি ঠিক ব'সে থাকা নয়— যেন ষাঁড়ের পিঠে কসরৎ করা, আর মূর্তিটির দুই-পায়ে একজোড়া শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পরানো। দেবতার পায়ে জুতা— ভারতীয় দেব-মূর্তির রূপায়ণে এই জিনিসটি প্রায় অজ্ঞাত। খড়ম-পায়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি দেখেছি, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যে খড়ম-পায়ে নায়িকা বা নর্তকীর মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু দেবতার মধ্যে খালি এক সূর্য্যদেব— আর তাঁর আনুষঙ্গিক পার্শ্বদেবতা ছাড়া আর কারো পায়ে পাদত্রাণ পাওয়া যায় না, সবাই খালি পায়ে। ভারতবর্ষে সূর্য্যদেবের দুইটি রূপ কল্পিত হ'য়েছে— এক, ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক রূপ, তাতে সূর্য্য চার ঘোড়ার রথে চ'ড়ে র'য়েছেন, তাঁর দুই পাশে তাঁর দুই স্ত্রী—উষা আর শরণ্যু; আর সঙ্গে দুই ঘোড়ায় চেপে দুই অশ্বিদেব— বা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়। কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পারস্য দেশ থেকে ওদেশের 'মগ'-পুরোহিতেরা— যাঁদের ভারতবর্ষে 'মগ-ব্রাহ্মণ' বা 'শাকদ্বীপী' অথবা 'দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ' বলা হয়— তাঁরা

নোতুন ক'রে সূর্য্যের পূজা আনেন ভারতবর্ষে। তাঁরা সূর্য্যদেবের যে মূর্তি ভারতবর্ষে এনে স্থাপিত করেন, সেটি হ'চ্ছে ঈরানী পোষাক পরা সূর্য্য, হিন্দু দেবতার মতো খালি গায়ে খালি পায়ে নন্। এই নোতুন বা বিদেশী পরি-কল্পনার সূর্য্যের মাথায় ঈরানী টুপি, গায়ে আঙরাখা, আর পায়ে 'মোচক' বা 'মোজা', অর্থাৎ হাঁটু-পর্য্যন্ত জুতা। কেবল মিত্র (বা মিথ্র অথবা মিহির) বা সূর্য্যদেব যে এই সাজে ভারতে এলেন তা নয়, সূর্য্যের পুত্র, শিকারের দেবতা Raevant 'রএরন্ত' বা রেরন্ত; আর তাঁর এক অনুচর পিঙ্গোল—এঁদেরও পায়ে হাঁটুপর্য্যন্ত জুতো। এই ঈরানী মিত্র বা সূর্য্যের প্রভাবে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই সূর্য্যের মূর্তিতে হাঁটু-পর্য্যন্ত জুতো দেখানোর রীতি এসে গিয়েছিল। দেবতার খালি গা, অন্য হিন্দু দেবতার মতো গায়ে প্রচুর গহনা। কিন্তু দুই পায়ে হাঁটুপর্য্যন্ত জুতো। ইন্দোনেসিয়ায় যবদ্বীপে বলিদ্বীপে (এবং অন্যত্র), এবং বর্মায় আর ইন্দোচীনে (শ্যামদেশে এবং অন্যত্র) দেবতার পায়ে যে জুতার রেওয়াজ দেখা যায়, তার অন্য কারণ আছে। ভারতবর্ষের ধারণা অনুসারে, দেবতাদের পা কখনো মাটি ছোঁয় না। তাঁরা যদি পৃথিবীতে অবতরণ করেন, শূন্যেই তাঁদের পা থাকে। আর তাঁদের চোখে পলক পড়ে না। আর তাঁদের ফুলের মালা কখনো শুথায় না। দেবতাদের পা যে মাটিতে ঠেকে না— এই ভাবটি বোঝাবার জন্য, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে ভারতীয় দেবতার মূর্তিতে দেখেছি— তাঁদের পায়ে জুতা আঁকা হয়। শ্যাম-দেশেতেও সেই কারণে মা-দুর্গার বৃষভারূঢ় মূর্তিতে পায়ে বেশ শুঁড়-ওয়ালা নাগরা জুতা।

এই মূর্তিগুলি এখন আমার সংগ্রহে আছে। এ-ছাড়া, পরে আর একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্তি সংগ্রহ করি, এটি ও মোলম্বা-করা ব্রোঞ্জের, শ্যাম দেশের রাজ-কুমারের পরিচ্ছদ প'রে দণ্ডায়মান সিদ্ধার্থের মূর্তি, এটির প্রশংসা আমার শিল্প-রসিক বন্ধুরা সকলেই ক'রেছেন।

আগামী কাল সন্ধ্যার পর শ্যামের মহারাজার সঙ্গে আমাদের দেখা করবার কথা। রবীন্দ্রনাথ যাবেন—জরি-পাড় সাদা গরদের জোড় আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবি প'রে। এই পোষাকে তাঁকে যে অদ্ভুত সুন্দর মানাত'—তা আর কি ব'ল্‌বো। আমাদের বেলায় অন্য ব্যবস্থা হবে ঠিক হ'ল। শ্যামের লোকেরা, আমাদের ধুতির বদলে, সেলাই-করা লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে পরে। এই ভাবে পরা লুঙ্গিকে তারা 'ফানুম্' বলে,—মালকোঁচা দেবার দরুন এই ফানুম্ হাঁটুর

নীচে নামে না। মহারাজ বজ্রায়ুধের সময় এই ফানুম্—যা রাজ-দরবারে প'রে আস্‌তে হ'ত, তার রঙ্ ছিল নীল—এমন-কি শ্যাম সরকারের বেতনভুক্ ইংরেজ অফিসারদেরও রাজ-সভায় এই ফানুম্ প'রে আস্‌তে হ'ত। মহারাজ বজ্রায়ুধের জন্ম হ'য়েছিল শনিবার দিন। শনিগ্রহের রঙ্ ব'লে, রাজ-দরবারে ফানুমের জন্য এই নীল রঙের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উপস্থিত শ্যাম-দেশের মহারাজার এক বিমাতার মৃত্যুর জন্য রাজ-পরিবারে অশৌচ ছিল— the Court was in mourning. কতকটা ইউরোপীয় রীতি মিশিয়ে' রাজ-সভার জন্য এই অশৌচের পোষাক ঠিক ক'রেছিল এইভাবে— কালো রেশমের ফানুম্, তার উপর সাদা গলা-আঁটা জিনের কোটের আস্তিনে কনুই-এর উপরে কালো রেশমের পট্টি। বিদেশী হ'লেও, আমরা যখন রাজ-দরবারে আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাচ্ছি, তখন আমাদের-ও এরকম পোষাক প'রে যাওয়া উচিত হবে— এ রকম একটা প্রস্তাব শ্যাম-দেশের সরকার পক্ষ থেকে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। আমাদের জন্য— অর্থাৎ সুরেন-বাবু, আরিয়ম্ আর আমার জন্য ঠিক হ'ল যে, আমরা কালো সিল্কের ধুতি প'রে যাবো, আর তার উপর সাদা পাঞ্জাবি থাক্‌বে। এখন কালো সিল্কের ধুতি পাই কোথায়? শেষটায় বাজারে গিয়ে ধুতির অভাবে প্রমাণ মাপের কালো সিল্কের কাপড় কিনে নিয়ে এসে, তাকে ধুতির আকারে কেটে নিয়ে পর্‌বার ব্যবস্থা হ'ল। তার পাড়ের কোনো বালাই রইল না— তবে যদি রঙীন ফুল পাতার নকশা-কাটা সাটিনের ফিতা লাগানো যেত, পাড়ের জন্য, তা হ'লে অতি সুন্দর 'পার্শী সাড়ী' হ'ত, যে 'পার্শী সাড়ী' আমাদের শিশুকালে অর্থাৎ ৬০।৬৫ বছর আগে বাঙলাদেশের মেয়েদের খুব প্রিয় ছিল। বাজারে গিয়ে আমরা আজ সকালে প্রমাণ-সই সিল্ক-এর থান কিনে দরজির দোকানে ধুতির মতো ক'রে কেটে তৈরী ক'র্‌তে দিয়ে এলুম।

দুপুরের আহার সেরে দু'টোর সময়ে সুরেন-বাবু এবং আমি চ'ল্‌লুম ভারতীয়দের কেন্দ্রে, English Pharmacy-র দোকানে। এখানে শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আর তাঁর আত্মীয় ২।১ জন এসেছিলেন। এঁরা ব'লেছিলেন যে, এখানকার ভারতীয় ব'ল্‌তে ভোজপুরিয়া দরওয়ান আর দুধের ব্যবসায়ী, আর পাঞ্জাবি দোকানদার আর ঠিকাদার, এরাই সংখ্যায় বেশী। এদের অনেকের টাকা আছে, কাজেই এদের ব'ল্‌লে বিশ্বভারতীর জন্য কিছু চাঁদা এরা

তুলে দিতে পার্‌বে। সৈয়দ মোবারক আলী আর ওয়াহেদ আলীর কথা-মতন আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল স্থানীয় বিষ্ণু মন্দিরের পুজারী শ্রীযুক্ত সুন্দরলালের কাছে। এখানকার হিন্দুরা অর্থাৎ বেশীর ভাগই ভোজপুরিয়ারা চেষ্টা ক'রে বাঙ্কক শহরের একটি শহরতলী অঞ্চলে শস্তায় জমি সংগ্রহ ক'রে একটি বিষ্ণু-মন্দির ক'রেছেন। শ্যামদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে বিষ্ণুর সম্মান এখনও খুব বেশী রকম দেখা যায়। এই মন্দিরে হিন্দী পড়াবার ব্যবস্থা আছে। শ্রীযুক্ত সুন্দর-লালের বাড়ি ছিল পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে, আজ প্রায় ১৮ বছর সপরিবারে এখানে আছেন। লোকটিকে খুব ভালো লাগ্‌ল। উদার-হৃদয় মানুষ, আর সব বিষয়ে এঁর খুব উৎসাহ। একটি ছোটো কাপড়ের দোকান ওখানে ক'রেছিলেন, সে দোকান অনেক দিন হ'ল তুলে দিয়েছেন। এই ১৮ বছরের মধ্যে মাত্র ৪ বার দেশে গিয়েছিলেন। ইনি যতটুকু সাহায্য ক'র্‌তে পারেন ক'র্‌বেন ব'ল্‌লেন। এঁদের এখানে ভারতীয় ভাষা আর ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য শিখ, আর্য্য-সমাজী আর সনাতনী হিন্দু, এই তিন দলের তরফ থেকে আলাদা-আলাদা ব্যবস্থা আছে, তিনজন ওস্তাদ বা উপ্‌দেশক বা গুরু আছেন এই তিন সমাজের ছেলেদের 'দেখ্‌-ভাল্‌' কর্‌বার জন্য। এই শিক্ষকদের ৬০।৬৫ টিকল ক'রে মাইনে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত সুন্দরলালের কাছ থেকে, আমাদের এখানকার একজন গুজরাটী ব্যবসায়ীর বাড়িতে নিয়ে গেল। এঁর নাম অম্বালাল, ইনিও সপরিবারে আছেন। তবে বোঝা গেল, এঁরা কেউই ধনকুবের নন, সাধারণ ব্যবসায়ী মাত্র।

এর পর আমরা খানিকটা শহরের মধ্যে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ালুম, কতক পথ গাড়িতে ক'রে, আর কতক পথ পায়ে হেঁটে। বাঙ্কক শহরের প্রাণের একটা স্পন্দন অনুভব করা গেল। সন্ধ্যার পর কবিকে ওঁরা নিয়ে গেলেন লঞ্চে ক'রে বাঙ্কক-এর নদীতে একটু ঘুরিয়ে' আন্‌বার জন্য— ওঁর ফির্‌তে একটু দেরি হ'য়ে গেল।

আজকে রাতের আহারের পর আমার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল— ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে, ব্যবস্থা হ'য়েছিল এখানকার টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন বা শিক্ষকদের সমিতির তরফ থেকে। বক্তৃতা হ'য়েছিল এখানকার সরকারী শিল্প-কলা-বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় বাড়িটির সাজসজ্জা বেশ একটু লক্ষণীয়। শিল্প-কলা-বিদ্যালয়— তাই এর প্রধান প্রবেশদ্বারের মাথায় একটি উপবিষ্ট

বিশ্বকর্মা দেবতার ব্রোঞ্জ-এর মূর্তি স্থাপিত আছে। মূর্তিটি হিন্দু দেবতার মতো কিন্তু হাঁটু পর্য্যন্ত আঁটা চিত্রবিচিত্র নকশা-কাটা পাজামা পরা, মাথায় মুকুট, গলায় হার, একহাতে একটি ওলন আর অন্য হাতে একটি মাপের দণ্ড। শিল্প-কলা বিদ্যালয়ের পক্ষে এই মূর্তির একটা উপযোগিতা আছে। আমার বেশ লাগ্‌ল। আমার শ্রোতা হিসেবে অনেকগুলি ভদ্রলোক নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। এখানকার রাজপরিবারের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, রাজকুমার ধনিনিরাৎ, শিক্ষামন্ত্রী, স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আর অন্য একজন রাজকুমার। স্যার এডওয়ার্ড কুক এবং তাঁর পত্নী, আর ২।১ জন অন্য ইউরোপীয় মহিলা। বিস্তর শ্যামী মহিলা। আর ভারতবাসীও অনেকগুলি ছিলেন। এ-ছাড়া এখানকার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত, প্রাচীন ইন্দোচীনের ইতিহাস-বিষয়ে একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ Dr. Coedes সেদেস্‌-ও উপস্থিত ছিলেন। আমার বক্তৃতা সওয়া ন-টা থেকে প্রায় সাড়ে-দশটা পর্য্যন্ত চ'লেছিল। বক্তৃতার সময় আমি প্রায় ৬০খানি ভারতীয় চিত্রের স্লাইড দেখালুম— এই স্লাইডগুলি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় আমার এই দ্বীপময়-ভারত যাত্রার জন্য ব্যবহার ক'র্‌তে দিয়েছিলেন। ছবিগুলি থাকায়, অজণ্টা থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস কতকটা চাক্ষুষ করিয়ে' দেখানো গিয়েছিল। বক্তৃতা হ'য়ে যাবার পরে, এঁদের সরকারী শিল্প-কলা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্লাইডগুলি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন—সেগুলি থেকে তাঁর ইস্কুলের কাজের জন্য এক সেট্ ফোটো-প্রিণ্ট করিয়ে' নেবেন, আর এক সেট্ আমাকেও দেবেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে এঁদের এই আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। শ্যামের শিল্প, ইন্দোচীনের অন্য দেশের, ইন্দোনেসিয়ার, আর আফগানিস্থানের এবং তিব্বতের প্রাচীন শিল্পের মতো, ভারতীয় শিল্পেরই একটা অংশ মাত্র॥

॥ ৬ ॥

বাঙ্ককে শেষ কয়েক দিন

বৃহস্পতিবার, ১৩ই অক্টোবর ১৯২৭

প্রাতরাশ সেরে আজ সকাল ন-টায় কবির সঙ্গে আমরা গেলুম আর একজন রাজকুমারের বাড়িতে —Prince Narisra, নরিস্র্া বা নরেশ্বর। ইনি প্রবীণ ব্যক্তি, ইংরেজি জানেন না। ইনি একজন ভালো চিত্রকর। যে বড়ো বৈঠকখানা ঘরে আমাদের স্বাগত ক'র্লেন, সেখানে এঁরই আঁকা একটি মস্ত বড়ো রঙীন বিষ্ণুমূর্তি দেখ্লুম। অনন্ত নাগের উপর নারায়ণ, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর সঙ্গে ব'সে। এখানে এই ব্যাপারে বাঙলা-দেশের সঙ্গে শ্যাম-দেশের মিল আছে। বাঙলা-দেশে বিষ্ণুর দুই পত্নী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী। প্রাচীন বাঙলার পাল আর সেন যুগের পাথরের আর ধাতুর বিষ্ণুমূর্তিতে বিষ্ণুর দু পাশে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে থাকেন লক্ষ্মীদেবী আর সরস্বতীদেবী, আবার বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রীদেবী আর ভূদেবী বা লক্ষ্মী আর পৃথিবীদেবী। দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুর সঙ্গে সরস্বতী থাকেন না—থাকেন শ্রীদেবী আর ভূদেবী। বাঙলা-দেশে সাধারণতঃ সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী এবং লক্ষ্মীর সপত্নী ব'লে পরিচিত। কিন্তু বাঙলার বাইরে ভারতবর্ষের অন্যত্র অনেক জায়গায় সরস্বতী হ'চ্ছেন ব্রহ্মার পত্নী। এ-ক্ষেত্রে শ্যাম-দেশে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর দেবকাহিনী প্রচলিত হ'য়েছিল, তার সঙ্গে বাঙলা-দেশের একটু বিশেষ যোগ দেখা যাচ্ছে। রাজকুমার নরেশ্বর শ্যামের প্রাচীন শিল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ দেখে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এই শিল্পের বাছা-বাছা কতকগুলি শ্রেষ্ঠ জিনিসের ছবি তিনি পরে কবিকে পাঠিয়ে' দেবেন।

রাজকুমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলুম আর একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখ্তে—Wat Studat বা Wat Sudasn অর্থাৎ 'সুদর্শন' মন্দির। এটি মন্দিরও বটে, আর ভিক্ষুদের থাক্বার বিহারও বটে। এই মন্দিরের দেওয়ালে প্রাচীন পদ্ধতির শ্যামী ভিত্তিচিত্র অনেক আছে, বৌদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় শ্যামী জীবন-যাত্রার চমৎকার নিদর্শন এই সব ছবিতে আছে। ব্রোঞ্জের কতকগুলি ঘোড়ার মূর্তিও এই মন্দিরে আছে। মঠাধিকারী

একজন অল্প-বয়সী শ্যামী ভিক্ষু। কথাবার্তায় জানা গেল তিনি কিছু পালিও জানেন।

কবি এর পরে হোটেলে ফিরে গেলেন, কারণ তাঁকে নিয়ে এত ঘোরাফেরা চলে না। একে তাঁর বয়স হ'য়েছে, তা-ছাড়া অল্প একটু ঘুরলেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। আমাদের সঙ্গে যে শ্যামী অফিসারটি শ্যাম-দেশের সরকারের পক্ষে থেকে সব দেখিয়ে' শুনিয়ে' বেড়াচ্ছিলেন, সেই ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ, তিনি একটু যেন চিন্তিত হ'য়ে প'ড়্লেন—তাঁর ভাবনা হ'চ্ছিল এই যে, সরকার থেকে যেখানে-যেখানে কবিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রোগ্রাম ক'রে দিয়ে তাঁর উপর নিয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হ'য়েছে, সেই প্রোগ্রাম-মোতাবেক সব জায়গায় কবিকে না নিয়ে গেলে তাঁর কর্তব্যের খেলাপ হবে, তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যেন তাঁকে জবাবদিহি ক'র্তে হবে। এই কারণে তাঁর একটু বেশী আগ্রহ ছিল, যেন কবিকে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেটা না হওয়ায় তিনিও যেন একটু অস্বস্তিতে প'ড়্লেন। যা-হ'ক্, তিনি কেবল আমাদের সঙ্গে ক'রে বাকি কয় জায়গায় নিয়ে গেলেন, প্রোগ্রামের খেলাপ হ'ল না।

আমাদের তার পরে নিয়ে গেলেন এখানকার স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মন্দিরে। শ্যামী ব্রাহ্মণেরা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন, তার নানা প্রমাণ আছে। প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কম্বুজ বা কাম্বোডিয়ার রাজবংশের পত্তন করেন দক্ষিণ-ভারত থেকে আগত 'কম্বু' নামে একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ঐ দেশে এসে বাস ক'র্তে থাকেন, আর 'মেরা' নামে একজন 'অপ্সরা' অর্থাৎ স্থানীয় আভিজাত বংশের কন্যা অথবা রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। কম্বু আর মেরার পুত্র কাম্বোডিয়ার সূর্য্য-বংশীয় রাজ-কুলের আদি-পুরুষ। আবার চম্পা বা কোচিন-চীনের সোম বা চন্দ্র-বংশীয় রাজ-কুলের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দক্ষিণ-ভারত থেকে আগত 'কৌণ্ডিন্য' নামে আর একজন ব্রাহ্মণ। ইনি 'সোমা' নামে একটি স্থানীয় 'নাগ-কন্যা' অর্থাৎ এখানকার চাম্-জাতির কুমারীকে বিবাহ করেন। এই চম্পা দেশ (কোচিন-চীন, এখনকার দক্ষিণ-ভিয়েৎ-নাম) সেকালে চাম্ বা আদি-চম্পা জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল ; এরা এখনকার ভিয়েৎ-নামী জাতির দ্বারা বিজিত হয়, আর এখন এরা প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছে। এইভাবে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা আর ক্ষত্রিয় আর অন্য জাতির লোকেরা এই দেশে এসে বিয়ে-থা ক'র্ত, স্বদেশের সঙ্গে

তাদের সম্পর্ক অন্য-ভাবে থাকলেও, বৈবাহিক আদান-প্রদান, অত দূর দেশ ব'লে, আর হ'তে পা'রত না। শ্যাম-দেশের ব্রাহ্মণদের চেহারা দেখ্‌লে বোঝা যায় যে এঁরা মিশ্র জাতির মানুষ। গায়ের রঙ্‌ গৌর-বর্ণ, তবে অন্য শ্যামীদের তুলনায় একটু ময়লা-মতন। কারণ, অপেক্ষাকৃত শ্যাম-বর্ণ ভারতীয় জাতির সঙ্গে মিশ্রণ হ'য়েছিল। মিশ্র জাতির হ'লেও, ব্রাহ্মণদের আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, সংস্কৃত-চর্চা এই সমস্তই এঁরা পুরাপূরি বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রে এসেছেন। প্রাচীন কালে শ্যামীরা ফানুম্‌ বা মাল-কোঁচা দিয়ে লুঙ্গি প'রত—মেয়ে পুরুষ দুই-ই,—আর গায়ে একখানা চাদর রাখ্‌ত। এখানকার ব্রাহ্মণদের পোষাকও ঐ রকমের ছিল। তবে আজকাল কোনও-কিছু সরকারী ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিক-ভাবে যোগ দিতে হ'লে, তাঁদের নীল বা শাদা রঙের ফানুম্‌, আর সাদা কাপড়ের গলা-আঁটা কোট প'রতে হয়। শ্যামী জাতির মানুষের মতন এখানকার ব্রাহ্মণদের মুখে দাড়ি-গোঁফ কম। তবে মাথার উপরে সকলে চূড়ার আকারের একটি বড়ো টিকি বা ঝুঁটি রাখেন—প্রায় পাকানো বেণী ব'ল্‌লেই হয়—সেটিকে মাথার উপরে গোল ক'রে পাকিয়ে', তা'তে ২।১টি ফুল গুঁজে রাখেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্দিরটির স্থানীয় নাম হ'চ্ছে Bot Bhram, 'ব্যোৎ-ফ্রাম্‌', 'ফ্রাম্‌' শব্দটি হ'চ্ছে সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্মণ', অথবা 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দের শ্যামী বিকার। এই মন্দিরে আমাদের জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রতীক্ষা ক'রছিলেন—সকলেরই গায়ে সাদা কোট, পরনে নীল রঙের ফানুম্‌, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত সাদা মোজা, বিলিতি জুতো, আর মাথার চূড়ার মধ্যে ফুল গোঁজা। এঁদের মধ্যে দেখ্‌তে বেশ সুন্দর এবং সৌম্য চেহারার একজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন। এঁরা কেউ ইংরেজি জানেন না। ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ যথারীতি দোভাষীর কাজ ক'রলেন। মন্দিরের প্রধান দেবতা হ'চ্ছেন শিব। বেদির উপরে ব্রোঞ্জের তৈরী মস্ত বড়ো একটি শিব-মূর্তি, আর তা ছাড়া বেদির আশে-পাশে অন্য নানা দেবতার ছোটো-ছোটো মূর্তি। শ্যাম-দেশে ভারতের হিন্দু দেবতাদের পোষাকে এবং মুখাবয়বে যে পরিবর্তন হ'য়েছে, তার কিছুটা উল্লেখ উপরে ক'রেছি। এই দেশে গরুড়-বাহন বিষ্ণুমূর্তি খুবই লোকপ্রিয়। বৌদ্ধ মন্দিরে দেখেছি, বুদ্ধ-মূর্তির কাছে-পিঠে শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী বা বসুধারা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, Nang-Thoroni নাঙ্‌-থরনি অর্থাৎ ধরণী বা পৃথিবী দেবী —এঁদের মূর্তিও খুব দেখা যায়। এই মন্দিরে বেদির সামনে আমাদের বসবার

জন্য কতকগুলি চেয়ার পাতা ছিল। ব্রাহ্মণেরা কী রীতিতে তাঁদের পূজার অনুষ্ঠান করেন, সেটা দেখা হ'ল না; তবে বেদির উপর ফুল, পঞ্চপাত্র, শাঁখ, প্রদীপ ইত্যাদি সব ছিল। ওঁরা কিভাবে মন্ত্র পড়েন তা জান্‌বার ইচ্ছা হওয়ায়, ওঁরা কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্র প'ড়ে শোনালেন—উচ্চারণ একেবারে দুর্বোধ্য নয়, তবে তাতে শ্যামী ভাষার ছাপ স্পষ্ট। ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থা আর শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। শ্যাম-দেশে প্রাচীন ভারতীয় রীতি কিছু-কিছু বিদ্যমান, অনেকটা বর্মারই মতো। অনেকগুলি হিন্দু ও ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান যা বুদ্ধদেব নিজে পালন ক'রেছিলেন, সেগুলি এখানেও চলে। যেমন, নামকরণ, ছোটো ছেলেদের কর্ণবেধ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সব অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আস্‌তে হয়। তাঁরাই শ্যামী গৃহস্থদের ঘরে পূজা অর্চনা মন্ত্রপাঠ ক'রে থাকেন। এখন অবশ্য এইগুলি অনেকটা উঠে যাচ্ছে। কিন্তু রাজ-পরিবারের মধ্যে, আর বড়ো-বড়ো সামন্ত আর জমিদারের ঘরে, প্রাচীন আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান অনেক আছে। শ্যাম-দেশে নোতুন রাজার অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণদের একটা মস্ত বড়ো স্থান আছে। এই রাজ্যে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি বয়সে আর বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে প্রবীণ, তাঁকে স্বয়ং কাশীতে এসে গঙ্গাজল নিয়ে যেতে হয়, তাতে রাজার অভিষেক হয়। আমরা যেদিন বাঙ্কক শহরে এসেছিলুম, সেদিন বিজয়া দশমীর দিন। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অনুসরণে শ্যামী ফৌজের এক বিরাট্ প্যারেড হ'ল, তখন প্রত্যেক সেনাদলের ঝাণ্ডা আনা হ'ল মন্ত্রপূত কর্‌বার জন্য, দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডপে—একটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হ'ল্‌দে কাপড় প'রে জমা হ'য়েছিলেন, তাঁরা পালি মন্ত্র প'ড়ে যুদ্ধের ঝাণ্ডা বা পতাকার উদ্দেশে মঙ্গল-কামনা ক'র্‌লেন; তারপর আর একটি মণ্ডপে সাদা জামা পরা, মাথায় চূড়া, পায়ে জুতা শ্যামী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চপাত্র থেকে জল ছিটিয়ে' ঝাণ্ডাগুলিকে মন্ত্রপূত ক'রে দিলেন। এই ব্রাহ্মণদের জমিজমা কিছু-কিছু আছে। তবে প্রাচীন-কালের মতন এঁদের আর সেই মর্য্যাদার স্থান থাক্‌ছে না। সাধারণ-ভাবে এঁরা অন্য শ্যামী নাগরিকের মতো লেখাপড়া শিখে সরকারী কাজকর্মেও যেতে আরম্ভ ক'রেছেন। কিন্তু এখনও বেশীর ভাগই ঘরে ব'সে একটু সংস্কৃত শিখে নেন, জ্যোতিষের চর্চা করেন, তবে এই পর্য্যন্ত—শ্যামী ব্রাহ্মণেরা কাশীতে বা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও রীতিমত সংস্কৃত প'ড়্‌তে এসেছেন, তা শুনি নি।

বহুপূর্বে এই রকম রীতি ছিল। বর্মা থেকে আস্‌তেন বৌদ্ধভিক্ষু আর ব্রাহ্মণেরা —বর্মায় ব্রাহ্মণদের বলা হয় Ponna 'পোন্না'—তেমনি শ্যাম থেকেও সম্ভবতঃ আস্‌তেন। অতি প্রাচীন কালের কথা আলাদা। আমার খুব ইচ্ছা হ'চ্ছিল, এঁদের সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা কই। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে যতটা জান্‌তে পারা গিয়েছিল, এখানে ততটা জান্‌তে পারা গেল না, এজন্য বেশ একটু আফসোস হয়—বলিদ্বীপে দুই সপ্তাহ, আর শ্যামী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঘণ্টাখানেকের বেশী তো নয়।

এর পরে আমরা গেলুম, অনেক লক্ষ টিকল খরচ ক'রে তৈরি ওখানকার রাজার সিংহাসন-দরবারে। একটা বিরাট্ পাথরের বাড়ি—আধুনিক ইতালিয়ান রেনেসাঁস্, বা প্রাচীন গ্রীক আর রোমান বাস্তু-রীতি এবং শিল্পের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ১৫-১৬র শতকে ইতালিতে যে বস্তু-রীতি প্রবর্তিত হয়, সেই রীতি অনুসারে এই বাড়ি পরিকল্পিত। এর ভিতরটার অলংকরণ নানা রঙীন মর্মর-প্রস্তরে তৈরী। ইতালি থেকে আনা হ'য়েছিল এই-সব রঙীন পাথর। তা-দিয়ে বাড়ির ভিতরকার থাম, মেঝে, দেওয়াল, প্রভৃতি; এবং বাড়ির ছাতের গোল গম্বুজের নীচে mosaic মোসাইক বা পচ্চেকারি কাজ, অর্থাৎ রঙীন, সোনালি আর রূপালি চীনে-মাটির আর পাথরের টুকরো মিলিয়ে'-মিশিয়ে' আঁকা ছবি বা নক্শা—এ-সব রচিত হ'য়েছে। এই প্রকারের ছবিতে শ্যাম-দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি ঘটনা প্রদর্শিত হ'য়েছে। কোনও বিশেষ ঘটার ব্যাপার হ'লে, এই সিংহাসন-সভা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোনও বিদেশী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিকে যখন শ্যাম-দেশের রাজা আনুষ্ঠানিক-ভাবে দেখা দেন, আর সেই রাষ্ট্র-প্রতিনিধি বা দূতের কাছ থেকে তাঁর নিজের দেশের সরকারের পক্ষ থেকে পত্র গ্রহণ করেন। এই বাড়িটির নাম হ'চ্ছে Dusit Prasat অর্থাৎ 'তুষিত প্রাসাদ', 'তুষিত' হ'চ্ছে বৌদ্ধ মতে একটি স্বর্গের নাম, যে স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেব পৃথিবীতে এসে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন আর শাক্য-বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। স্থানীয় ইংরিজি ভাষায় একে বলে Dusit Throne Hall. এই Dusit Throne Hall-এর প্রধান ঘর বা কেন্দ্র হ'চ্ছে 'আনন্দ সমাগম' রাজ-সভা—এই আনন্দ সমাগম রাজ-সভায় রাজার সিংহাসন স্থাপিত আছে। শ্যামী উচ্চারণে বলে 'আনন্থ সমাখোম'। একটি সিংহাসন হ'চ্ছে ইউরোপীয় ধরনের—একটি স্বর্ণমণ্ডিত চেয়ার। আর একটি সিংহাসন হ'চ্ছে প্রাচীন শ্যামী বা

ভারতীয় পদ্ধতির, সেটি খুব উঁচু, পিছনের দিক্ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে' তাতে ব'স্‌তে হয়। সেটির উপরে যে গদি পাতা আছে, তার উপরে সিংহচর্ম বিছানো আছে, এবং দুই পাশে জরির কাজ করা সাদা কাপড়ে ঢাকা তাকিয়া। সিংহাসনের মাথার উপরে, একটির উপরে আর একটি ক'রে, সাতটি সাদা কাপড়ের সাবেক চালের ছত্র; আর সিংহাসনে রাজা যেখানে পিঠ রেখে বসেন তাঁর পিছনে গরুড়বাহন বিষ্ণু-মূর্তি, কালো কাঠের তক্তায় সাদা ঝিনুকের কাজে এই মূর্তি আঁকা। সমস্ত প্রাসাদটির মধ্যে বেশ একটা শিল্প-ভাস্বর ঐশ্বর্য্যের ভাব।

আজকে দুপুর একটায় ছিল এখানকার চূড়ালংকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজন। অনেক প্রধান-প্রধান ব্যক্তির আগমন হ'য়েছিল। কয়েকজন মহারাজকুমার এসেছিলেন, যেমন রাজকুমার দামরঙ্, রাজকুমার ধনিনিব্বাৎ, রাজকুমার বিদ্যা। ভারতীয় বণিক্ শ্রীযুত নানা-ও আহূত হ'য়ে এসেছিলেন। একজন রাজকুমার ব'ল্‌লেন যে তিনি ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারী, Accountant-General শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্রকে জানেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খোলা ময়দানে প্রায় দুই-আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের সমাগম হ'ল। কবিকে সেখানে গিয়ে ছোটো একটি বক্তৃতা দিতে হ'ল—প্রাসঙ্গিক-ভাবে তিনি বুদ্ধদেবের করুণার বাণী আর ভারতবর্ষের জ্ঞান-চর্চার কথা ব'ল্‌লেন, প্রায় ২০ মিনিট ধ'রে। তারপর সামান্য বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, এবং আমাদের সভা এখানেই শেষ হ'ল।

কবি হোটেলে ফিরে গেলেন। আমরা তখন জাহাজ কোম্পানির আপিসে গিয়ে, আমাদের দেশে ফির্‌বার জন্য জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা ক'র্‌তে ব'সে গেলুম। জাপানী জাহাজ-লাইন Nippon Yusen Kaisha কোম্পানির Awa Maru 'আওয়া-মারু' জাহাজ, পিনাঙ্ থেকে ক'ল্‌কাতায় যাবে কয়দিন পরে, ক'ল্‌কাতার জন্য তিন খানা টিকিট কিন্‌লুম। ঠিক হ'ল যে কবি, সুরেন-বাবু এবং আমি, এই তিন জন একত্র ফির্‌বো; আর আরিয়ম্ এখানে দিন কতকের জন্য থেকে যাবেন। এর পরে সুরেন-বাবুতে আর আমাতে শহরের এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা ক'রে, কতকগুলি টুকিটাকি জিনিস কিন্‌লুম। তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের মিউজিয়মের জন্য ঝিনুকের পচ্চেকারি কাজ করা কালো কাঠের বাক্স ছিল।

আজ বিকেল পাঁচটায় স্থানীয় চীনাদের আহূত এক সভায় কবির সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়, আর তাঁর জন্য চা-পানের আয়োজন করা হয়। জাহাজের ব্যবস্থা আর অন্য কেনা-কাটার কাজে নিযুক্ত থাকায়, সুরেন-বাবুর এবং আমার এই চীনাদের চা-পান সভায় যাওয়া হ'ল না, কবির সঙ্গে কেবল আরিয়ম্ ছিলেন।

আজ সন্ধ্যার দিকে শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আমাদের জন্য তাঁর বাড়ি থেকে ভারতীয় খাবার তৈরী ক'রে এনে দিয়ে গেলেন। অনেক দিন পরে ভারতীয় রান্না পোলাও, কোর্মা, হালুয়া প্রভৃতি খাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় কতকগুলি ছোক্‌রাও এসেছিল। স্থানীয় সিন্ধী curio বা মণিহারী দোকানের মালিকেরা কবিকে কয়েকখানি কাশ্মীর কিংখাব উপহার দিয়ে গেলেন।

কবি ইতিপূর্বে শ্যাম-দেশের উদ্দেশে ইংরিজিতে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি স্থানীয় 'বাঙ্কক ডেলি-মেল' প্রেসে অতি সুন্দর-ভাবে ছাপানো হয়। শ্যামের রাজা ও রানীকে ভেট দেবার জন্য সেই কবিতা তু'খানি ভালো কাগজে ক'রে ছেপে রেশমের রুমালে মুড়ে নেওয়া হ'ল, আর তা ছাড়া কবির নিজের হাতে লেখা ইংরিজি অনুবাদ আর মূল বাঙ্‌লা তুই-ই ঐ সঙ্গে আমরা নিয়ে নিলুম।

নৈশ আহারের পরে, রাত্রি সাড়ে-নয়টায় আমাদের রাজবাড়িতে নিয়ে গেল। কবি অবশ্য সাদা গরদের জোড় আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবি প'রে গেলেন, এতে তাঁকে বিশেষ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের তিন জনকে এক অভূত-পূর্ব পোশাকে কি-রকম দেখাচ্ছিল তা অনুমান ক'র্‌তে পারি না। শ্যাম-দেশের রাজসভার এটিকেটের মর্য্যাদা এ-রকম অদ্ভুত-ভাবে আমরা রক্ষা ক'র্‌লুম—আমরা প'রেছিলুম কালো রেশমের ধুতি আর সাদা রেশমের পাঞ্জাবি, আর গলায় সাদা রেশমের চাদর, এবং মাথায় গোল কালো টুপি। অবশ্য রাজসভার শ্যামী অভিজাত-বর্গের পোশাকের সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য হ'ল—তাঁরা প'রেছিলেন, সকলেই, ময় রাজা পর্য্যন্ত—কালো রেশমের ফানুম্, সাদা জিনের কোট, আর পায়ে সাদা মোজা। এই সভায় শ্যাম-দেশের অনেক রাজপুত্র আর অন্য অভিজাত ব্যক্তিরাও ছিলেন, যেমন প্রিন্স দামরঙ্, প্রিন্স চান্তাবুন, প্রিন্স ধনীনিরাৎ, প্রিন্স নরিশ্রা। এক বড়ো ঘরে কবির ভাষণ শুন্‌বার

জন্য রাজবাড়ির নিমন্ত্রণে অনেকগুলি লোক এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। উপরে একটা গ্যালারি ছিল, সেটা-ও ভরতী হ'য়ে গিয়েছিল। আমরা কবির সঙ্গে এই ঘরে আসতে, আমাদের তিনজনকে যথাস্থানে বসিয়ে' দেওয়া হ'ল। কিন্তু কবিকে ভিতরে রাজার খাস কামরায় নিয়ে গেল, কবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত Interview বা সাক্ষাতের জন্য। কবি এবং রাজা দু'জনের এক সঙ্গে আগমনের জন্য বাইরে আমরা প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলুম।

রাজার সঙ্গে কবি শিষ্টাচার-সম্মত আলাপ ক'রলেন। ভারতবর্ষ আর শ্যামের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে রাজা বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বোধ হয় মিনিট ২০ এইভাবে কেটে গেল, স্থানীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের মধ্যে মৃদু আলাপের একটা গুঞ্জন চ'লতে লাগল। তারপরে দশটা বাজবার কিছু পরে কবিকে নিয়ে রাজা বক্তৃতা-ঘরে এলেন, সঙ্গে শ্যাম-দেশের রানীও ছিলেন। কবি আমাদের তিনজনকে রাজা ও রানীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে' দিলেন। যথারীতি ওঁরা আমাদের সঙ্গে করমর্দন ক'রলেন। আজকালকার দিনে রাজ-বাড়ির আদব-কায়দা অনেক ব'দলে গিয়েছে। আগে রাজার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না, ভুঁয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সতে হ'ত—বিদেশী হ'লেও। সে-সব এখন অতীতের কথা। তারপর কবির বক্তৃতা হ'ল, এক ঘণ্টার উপর ধ'রে। প্রায় ১০-২০ থেকে ১১-৩০ পর্য্যন্ত। এই রাজসভায় কবির বক্তৃতাটি চমৎকার হ'য়েছিল, যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাষা, তেমনি তাঁর বলবার ভঙ্গী। প্রধানতঃ তিনি শান্তিনিকেতনের কথা ব'ললেন—প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষা দেওয়া, প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে গুরু আর শিষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগ, জাতীয় আত্মচেতনার উদ্বোধন, এই-সব আদর্শের কথা। শান্তিনিকেতনের কিছু-কিছু স্লাইড আমাদের কাছে ছিল, সেগুলি দেখবার ব্যবস্থা হয়। তারপর শ্যাম-দেশ-সম্বন্ধে যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, সেটি বাঙলায় আর ইংরিজিতে কবি পাঠ ক'রলেন, তারপর রাজাকে ও রানীকে এই কবিতা উপহার দেওয়া হ'ল।

এই-ভাবে স্বাধীন শ্যাম-দেশের মহারাজা কর্তৃক কবিকে নিজের প্রাসাদে আহ্বান ক'রে তাঁর সমাদর করা হ'ল। তাঁর কাছ থেকে তাঁর আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রাজা আর শ্যামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু শুনলেন। এই সভাতে নানাদেশের রাজদূত আর প্রধান-প্রধান বিদেশী মেয়ে-পুরুষ

অনেকগুলি ছিলেন। সভার সমস্ত পাট চুকিয়ে' হোটেলে ফিরতে আমাদের রাত্রি ১২টা হ'য়ে গেল।

শুক্রবার, ১৪ই অক্টোবর, ১৯২৭

গত রাত্রে আমাদের রাজ-দর্শন আর রাজ-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার একটা বর্ণনা আজ সকালে ব'সে-ব'সে লিখ্‌লুম, ইংরিজিতে। সেটি আজকে-ই বিকাল বেলায় 'বাঙ্কক ডেলি-মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। বেলা দশটায় কবির সঙ্গে আমরা গেলুম এখানকার এক বৌদ্ধ বিহার দেখ্‌তে— Devasirindra অর্থাৎ 'দেবশ্রী-ইন্দ্র' বিহার। এই বিহারের যিনি প্রধান, তিনি গতকাল রাত্রে রাজ-বাড়িতে কবির বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বেশ সৌম্য-মূর্তি, হাসি-মুখ ভিক্ষু ইনি। এখানে আর একজন ভিক্ষুর সঙ্গে আমাদের বিশেষ ক'রে পরিচয় হল। আর একজন ছিলেন রাজবংশের এক রাজকুমার। অল্প বয়সে ইনি প্রব্রজ্যা নিয়েছেন। তবে বোধ হয়, পুরোপুরি ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ ক'র্‌বেন না। বর্মার মতো এ-দেশেও নিয়ম আছে যে, কিশোর আর তরুণদের কয়েক মাস ভিক্ষুর ব্রত নিয়ে কোনও বিহারে থাকতে হয়, আর এইভাবে সাধারণ যুবকদের মনে তাদের ধর্মের একটা প্রধান প্রকাশ-ক্ষেত্র বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। আর একজন ছোকরা ভিক্ষুকে দেখ্‌লুম, অতি সুন্দর সুগঠিত শরীর। ইনি বিলেতে বহুদিন ছিলেন, মনে হ'ল এই যুবক ভিক্ষু বোধ হয় পূরোপূরি ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ ক'রেছেন। বিহারের প্রধান মহাশয়ের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। ইনি অবশ্য ইংরিজি জান্‌তেন না, কিন্তু বিলেত-ফেরত ভিক্ষু যুবকটি দো-ভাষীর কাজ ক'র্‌লেন। এই প্রধান-মহাশয় (বা বিহারের মহাস্থবির) আমাদের কতগুলি পালি বই, শ্যামী অক্ষরে ছাপা, দিলেন ; আর দিলেন নিজের হাতে তৈরী একটি ক'রে শিল্প-দ্রব্য, আমাদের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে—এই শিল্প-দ্রব্যটি আর কিছু নয়, ছোটো-ছোটো কাপড়ের রুমাল পাকিয়ে' নানান্ রকম্-ভাবে গাঁট বেঁধে তৈরী জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি—খরগোশ, হরিণ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি। জিনিসটি ছোটো, কিন্তু বৌদ্ধ বিহারের এক মহাস্থবির এই রকম খেলা ক'রে আনন্দ পান দেখে আমরাও খুশী হ'লুম।

কবি হোটেলে ফিরে গেলেন। আমরা বিশ্বভারতীর সংগ্রহালয়ের জন্ত

মূর্তির খোঁজে লাথন-কাসেম বাজারে ঘুরে ফিরে বেড়ালুম, আর বড়ো-বড়ো তিনটি ধাতু-নির্মিত মূর্তি সংগ্রহ ক'র্লুম।

দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে আমরা একটু ব্যস্ত ছিলুম। এঁদের রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে একজন ছোক্‌রা অফিসার এলেন। এই ক'দিন ধ'রে আমরা যে-সমস্ত পুরোনো মূর্তি আর অন্য শিল্প-দ্রব্য কিনেছি, সরকারী হুকুম না হ'লে দেশের বাইরে আমরা সেগুলি নিয়ে যেতে পার্‌বো না। এখানে নিয়ম আছে যে, কোনও প্রাচীন জিনিস দেশের বাইরে নিয়ে যেতে হ'লে, এখানকার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্য শ্যাম-দেশের যে-সব প্রাচীন শিল্প-দ্রব্য যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে কোনও আপত্তি উঠ্‌তেই পার্‌ত না, সে-জন্য যে কর্মচারীটি এলেন, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের গায়েতে একটি ক'রে লেবেল দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন, আর তার উপরে গালায় সরকারী সীল-মোহরের ছাপ দিলেন। শ্যাম-দেশের সীমা পার হবার সময়ে যদি চুঙ্গি-বিভাগ গোলমাল করে যে দেশের মূল্যবান্ প্রাচীন সম্পদ্ এই-ভাবে দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কেন, তখন এই সীল-মোহর করা টিকিট বা লেবেল থাক্‌লে কোনও গোলমাল হবে না।

বিকেলের দিকে কতকগুলি চীনা অর্থশালী ব্যক্তির আগমন, এঁরা কি-ভাবে বিশ্বভারতীকে অর্থ-সাহায্য ক'র্‌তে পারেন সে বিষয়ে কবি, সুরেন-বাবু আর আরিয়মের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে গেলেন।

আজকে বিকেল সাড়ে-চারটার পর এখানকার মিউজিয়মে কবির বক্তৃতা ছিল। প্রাচীন শ্যামী ব্রোঞ্জ-মূর্তি-সংগ্রহের যে বড়ো হল ঘরটি আছে, সেখানে সভা হয়। খুব ভীড় হ'য়েছিল, বিস্তর ভারতবাসী এসেছিল, আর শ্যামী এবং বিদেশীদের সংখ্যাও কম ছিল না। কবি ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে আর এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ সম্বন্ধে যথারীতি অতি চমৎকার-ভাবে ব'ল্‌লেন। মিউজিয়মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ফরাসী পণ্ডিত Dr. Coedes সেদেস্, আমার সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন, আর তাঁর কতগুলি প্রবন্ধের মুদ্রিত প্রতি আমাকে দিলেন।

এর পরে আমাদের আর একটি বৌদ্ধ বিহারে যেতে হ'ল—এটির নাম Bovornivet 'বরর্‌-নিরেৎ' অর্থাৎ 'প্রবর-নিবেশ' বিহার। এর প্রধান স্থবির

হ’চ্ছেন একজন সিংহলী ভিক্ষু। ইনি ১৫ বছর ধ’রে শ্যামে আছেন। এই বিহারে একজন শ্যামী ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হ’ল, ইনি আমেরিকায় Applied Chemistry বা ফলিত-রসায়ন প’ড়ে এসেছেন। আমাদের সব দেখাবার এবং বোঝাবার জন্য ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ ছিলেন। মোটের উপরে, শ্যাম-দেশের বৌদ্ধ বিহারগুলি দেখে মনে হ’ল, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা শ্যাম-দেশে খুব ভালো। বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত আছেন, তা-ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত লোক ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ ক’রে বিহারগুলির পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা ক’র্‌ছেন।

সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটায় এখানকার জর্‌মান রাজদূতের বাড়িতে কবির আর আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। জর্‌মান রাজদূত নিজে জর্‌মান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন রুষদেশের মহিলা, অতি সুন্দরী, নর্ডিক বা Scandinavian লোকেদের মতো দীর্ঘকায়া, হিরণ্য-কেশী, নীল-চক্ষু; কথাবার্ত্তায় ভব্যতায় অত্যন্ত ভদ্র। অন্য অনেকগুলি অতিথি ছিলেন। মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন, পালি আর বৌদ্ধধর্ম তাঁর বিশেষ বিষয়, এঁর নামটি লিখে নেওয়া হয়নি, এখন ভুলে যাচ্ছি। আমাদের আহারের পর্ব শেষ হ’লে পরে, আরও অনেকগুলি অতিথি এসেছিলেন। কবি তাঁর কেদারায় ব’সে রইলেন, একে-একে সকলে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক’র্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁদের অনুরোধে কবিকে তাঁর কতগুলি কবিতার ইংরিজি অনুবাদ প’ড়্‌তে হ’ল।

শনিবার ১৫ই অক্টোবর, ১৯২৭

আজকে বাঙ্ককে আমাদের শেষ দিন্। এঁদের বন্দোবস্ত-মতো সকাল ৮-৫ মিনিটের গাড়িতে আমরা শ্যাম-দেশের প্রাচীন রাজধানী Ayuthia—‘আয়ুথিয়া’ অর্থাৎ ‘অযোধ্যা’ নগর—দেখ্‌তে গেলুম। কবির সঙ্গে সুরেন-বাবু, আমি, ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ আর শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীর পুত্র শ্রীমান্ সৈয়দ আলী, এই কয়জন ছিলুম। ওখানে যাবার পথে এখানকার হাওয়াই জাহাজের আড্ডা হ’য়ে গেলুম, Bang-pa-in—বাং-পা-ইন্ এই স্টেশন হ’য়ে যেতে হ’ল। এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন একজন সিংহলী বৌদ্ধ ভদ্রলোক, ২৭ বছর শ্যাম-দেশে আছেন, এখানকার রাষ্ট্রিকতা গ্রহণ ক’রেছেন।

ইনি এখানকার রেলওয়ের কাজে বরাবর আছেন, এখন একজন Permanent Way Inspector অর্থাৎ রেলওয়ে লাইনের তদারককারী। বিয়ে ক'রেছেন একটি শ্যামী মহিলাকে। এঁর নামটি হ'ল Wickremasinhe 'বিক্রমসিংহ'। বহুদিন ধ'রে ইনি রাজ-প্রাসাদের সংলগ্ন রাজার খাস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। রাজার পক্ষ থেকে এঁকে একটা খেতাব দেওয়া হয়, এই দীর্ঘকাল ধ'রে রাজ-সেবার দরুন। সেই খেতাবটি হ'চ্ছে পালিতে Vijita-bhaccadhikara 'বিজিত-ভচ্চাধিকার', অর্থাৎ 'বিজিত-ভৃত্যাধিকার', আর শ্যামী ভাষায় এই শব্দের উচ্চারণ 'ফিছিৎ-ফজাথিগান্'। এই লম্বা সংস্কৃত বা পালি শব্দের অর্থ হ'চ্ছে, 'যিনি রাজার সেবার দ্বারা রাজ-ভৃত্যের অধিকারকে জয় করেছেন'। শ্যাম-দেশে এই রকম বড়ো-বড়ো সংস্কৃত বা পালি ভাষার পদবীর অভাব নেই—যেমন 'বারিসীমাধ্যক্ষ', 'রথচারণ-প্রত্যক্ষ' ইত্যাদি, যার কথা আগেই ব'লেছি। এই রকম বড়ো-বড়ো উপাধি আমরা সেদিন পর্য্যন্ত মৈসূর রাজ্যে দেখেছি। ভারত সরকারের প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' আর পালি পণ্ডিতদের জন্য 'অগ্‌গ-মহাপণ্ডিত' মনে করা যেতে পারে।

আমরা বেলা এগারোটায় আয়ুথিয়াতে এলুম। ১৭৮০-র পর বাঙ্কক-নগরী থাই বা শ্যামী জাতির নূতন রাজধানী হয়, এর আগে রাজধানী এই অযোধ্যা নগরে ছিল। অযোধ্যা নগরে যখন শ্যামীদের রাজপাট ছিল, তখন প্রতিবেশী বর্মীদের সঙ্গে তাদের লড়াই লেগেই থাকৃত। বর্মীরা এই অযোধ্যা নগরের নাম উচ্চারণ ক'রৃত 'জোডিয়া' বলে। আয়ুথিয়া থেকে বর্মীদের মধ্যে শ্যামী নাট্যকলা আর শিল্পকলা কিছু-কিছু প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। আয়ুথিয়ার পূর্বে থাই-জাতির রাজাদের মুখ্য কেন্দ্র ছিল আরো উত্তরে Sukhothai স্থখোথাই বা Sukhodaya 'স্থখোদয়' নগরে। আয়ুথিয়া নগর তার পূর্বের গৌরব অনেক কাল হ'ল হারিয়েছে। কিন্তু এখনো প্রাচীন মন্দির আর অন্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ প্রচুর দেখা যায়। শহরটি মেনাম্ নদীর ধারে। বাঙ্ককের মতন এখানেও মানুষের জীবন এই নদীকে অবলম্বন ক'রে অনেকটা জুড়ে আছে। আয়ুথিয়া স্টেশনে পৌছোবার পরে শ্যাম রাজ-সরকারের একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের একটি মোটর-লঞ্চে তুল্‌লেন। এই লঞ্চে ক'রে মেনাম্ নদী ধ'রে গিয়ে আমরা দেখে এলুম একটি পুরাতন রাজপ্রাসাদ—আর তার সংলগ্ন একটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা। আমরা মেনাম্ নদীর

মধ্যে একটা জিনিস ভালো ক'রে দেখ্‌তে পেলুম। সেটা হ'ল, জলের উপরেতে নৌকো নিয়ে হাট-বাজার বিকি-কিনি। নদীর বুকের উপরে একেবারে যেন একটা চলন্ত বাজার ব'সে গিয়েছে। ছোটো বড়ো নানা নৌকোয় ক'রে জলে ঝপ্-ঝপ্ শব্দ ক'র্‌তে-ক'র্‌তে খরিদ্দারেরা আস্‌ছে,—আর তেমনি রকমারি নৌকোর উপর বিক্রেতারা নানারকম জিনিসের পসরা দিয়ে র'য়েছে। শাক-সব্‌জি, মাছ, চা'ল আর অন্য খাদ্য-দ্রব্য; তা-ছাড়া কাপড়-চোপড়ের দোকান, আর ঘর গৃহস্থালীর নানা জিনিসের দোকানও র'য়েছে। নৌকোর উপর ছোটো-বড়ো রেষ্টুরেণ্ট—অন্য নৌকোর আরোহীরা টাট্‌কা-রান্না ভাত মাছ তরকারি সেখান থেকে কিনে নিয়ে খাচ্ছে। নৌকোয় আর মানুষে সমস্ত নদীর জল একেবারে ভ'রে গিয়েছে, নৌকো আর মানুষ সেখানে গিজ্-গিজ ক'র্‌ছে। এটা অদ্ভুত জিনিস লাগ্‌ল।

আজকের দিনে কী একটা উৎসব ছিল, তাই ওখানে দেখা গেল, নদীর ধারে একটি বৌদ্ধ বিহারের কাছে যাত্রীর মেলা। বোধ হয়— এই উৎসবের-ই অঙ্গ-হিসাবে বা'চ খেলা হবে। বা'চের নৌকো অনেকগুলি এসেছে, আর তার চড়ন্‌দাররা সবাই নানারকম উজ্জ্বল রঙীন কাপড় প'রে র'য়েছে। আর কতকগুলি নৌকো বেশ তালে-তালে দাঁড় বেয়ে বা'চের মহড়া দিচ্ছে। দুপুর হ'তে চ'ল্‌ল; রৌদ্র খুব প্রখর। অনেকে নৌকোয় মাথার উপর চীনে' ছাতা খুলে ধ'রেছে, কেউ বা রোদের জন্য মাথায় কাপড়ের ফ্যাটা বেঁধেছে। শ্যামী মেয়েদের আধুনিক শ্যাম-দেশের পোশাক—নীচু-গলা হাত-কাটা ঢিলে জামা; আর পরনে রঙীন ফানুম্। আর প্রায় সকলকারই মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা। সমস্ত নদী জুড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে এই দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চ'ল্‌লুম।

তারপর আমরা এখানকার স্থানীয় শাসন-কর্তার বাসভবনের কাছে এলুম, আর তাঁর হাউস-বোটে বা থাক্‌বার নৌকোয় আমাদের দুপুরের খাওয়া খেতে যেতে হ'ল। শ্যামী আর বিলিতি উভয় রকম খাবার, নানা পদ ছিল।

বেলা দু'টোয় আবার আমরা যাত্রা ক'র্‌লুম। এই অঞ্চলটা আমাদের ঠিক বাঙলা দেশের মতো। এখানে নদী, খ'ড়ো ঘর, আর না'রকল গাছের বাহুল্য, আমাদের বাঙলা দেশের কথা মনে করিয়ে' দিতে লাগ্‌ল।

আমরা পরে বাং-পা-ইন্ রাজ-প্রাসাদ দেখ্‌তে গেলুম। প্রায় আশী বছর

আগে শ্যাম-দেশের মহারাজা মহা-মঙ্কুটের আমলে তাঁর চীনা প্রজাদের দান হিসাবে রাজা এই বাড়িটি পান। এটি আগাগোড়া চীনা ধরনে তৈরী। আর এর আস্‌বাব-পত্র অলংকরণ সব-ই চীনা রুচি অনুসারে।

আমাদের স্টীম-লঞ্চে চা খেতে হ'ল। চারটায় আমরা বাং-পা-ইন্ স্টেশনে আবার ফির্‌লুম। সেখান থেকে সাড়ে চারটার দিকে বেরিয়ে' সওয়া ছ'টায় বাঙ্ককে ফিরে এলুম।

এখানকার ভোজপুরিয়া আর অন্য হিন্দু বাসিন্দাদের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-মন্দিরের কথা পূর্বেই ব'লেছি। শহরতলীর মধ্যে, শহরের একটু বাইরে, এই মন্দিরটি। ভোজপুরিয়াদের আগ্রহে এই মন্দিরে এসে কবি এঁদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে, আর এঁদের কিছু ব'ল্‌তে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। এঁরা বেশীর ভাগ গরীব আর অশিক্ষিত লোক, সে কথা এঁরা উল্লেখ ক'রে বলাতে, কবি সহজেই রাজী হ'য়ে যান। এই মন্দিরের সভায় কবির সঙ্গে কেবল আমি-ই ছিলুম। সাড়ে-ছয়টার দিকে আমরা মন্দিদের কাছে এসে পৌঁছোলুম। মন্দিরে যেতে গেলে একটা সরু গলি দিয়ে খানিকটা পথ যেতে হয়। কবির জন্য এঁরা একখানা রিক্‌শার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। মন্দিরে গিয়ে দেখি, মন্দিরের আঙিনায় প্রায় তিন-চারশত লোক একত্র হ'য়েছে—বেশীর ভাগই আমাদের 'ভৈয়া-লোগ', ভোজপুরী দেশওয়ালী। এরা ইংরিজির ধার ধারে না। আমাদের মূল মন্দিরের সাম্‌নে দর-দালানে বসালে। কবি এদের কী বিষয়ে ব'ল্‌বেন, সেটা জেনে নিয়ে তৈরী হ'য়ে আসা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু কাজের ভীড়ে এ-বিষয়ে আমার একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। এ-রকম স্থলে, কবি যা ব'ল্‌বেন, তা তাঁর কাছে শুনে নিয়ে, হিন্দীতে ছোটো-খাটো একটি নিবন্ধ রচনা ক'রে রাখ্‌তুম, আর সেটি প'ড়ে দিতুম, মালয়-দেশের দু-একটি জায়গায় এ-রকমটি করায় বেশ কাজ হ'য়েছিল। কিন্তু আজকে আয়ুথিয়ায় সারাদিন ব্যস্ত ছিলুম। কাজেই এ বিষয় চিন্তা ক'র্‌তে পারিনি। তাই এখানে এই ইংরিজি-না-জানা লোকেদের দেখে একটু মুশ্‌কিলে পড়া গেল। কবি কিন্তু অল্প দু-চার কথা মামুলি বাজার-চল্‌তি হিন্দীতেই ব'ল্‌লেন। কিন্তু মনে হ'ল, এরা আরো কিছু শুন্‌তে চায়। বিদেশে এসে ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ আর জাতির সম্মান সম্বন্ধে, জাতীয়তাবোধ যে অবশ্য রক্ষা কর্‌বার বিষয়, তাই নিয়ে সাধারণ-ভাবে দু-একটি কথা ব'ল্‌লেন। তখন একজন

পাঞ্জাবী কনট্রাক্‌টর বা ঠিকাদার এসে কবির কাছে ব'ল্লেন—"অগর হুজুরকী ইজাজৎ হো, তো মৈঁ আপকী অঙ্গ্রেজী তক্‌রীর-কো হিন্দোস্তানী-মেঁ তর্জুমা কর্‌কে ইন্‌হেঁ স্থনা দুঙ্গা— ইয়ে লোগ, আপ দেখ্‌তে তো হৈঁ, জ্যাদাতর জাহেল ঔর অন্‌পঢ় হৈঁ—যদি হুজুরের অনুমতি হয়, তা-হ'লে আপনার ইংরিজি বক্তৃতা হিন্দুস্থানীতে তর্জমা ক'রে এদের শুনিয়ে দেবো— এই লোকগুলি, আপনি তো দেখ্‌ছেন, বেশীর ভাগ হ'চ্ছে মূর্খ আর নিরক্ষর।" পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের চোস্ত উর্দু শুনে আমরা যেন একটু কিনারা পেলুম। যাই হ'ক—উর্দু তো উর্দু-ই সই— কবির আদর্শের কথা, আর বিশ্বভারতী-স্থাপনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে, তাঁর কথামতো ইনি উর্দুতে অর্থাৎ ফারসী-ঘেঁষা হিন্দুস্থানীতে এদের দু'কথা ব'ল্‌তে পার্‌বেন। তখন কবি ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতে লাগ্‌লেন। খানিকটা-খানিকটা ক'রে তিনি বলেন, আর এই ভদ্রলোক তর্জমা ক'রে যান। দেখ্‌লুম, ব্যাপারটি তেমন স্থবিধার হ'ল না। একদিকে কবির ভাব আর ভাষা— আর অন্যদিকে এই ভদ্রলোকের বিদ্যাবুদ্ধি আর ইংরিজির জ্ঞান, এই দুই-ই তেমন উচ্চ কোটির নয়, আর বেশী গোলমেলে ব্যাপার দেখ্‌লেই তিনি সাঁটে স্থূল-ভাবে ব'ল্‌তে আরম্ভ করেন। তার ফল হ'ল যেমন হাস্যকর, তেমনি হৃদয়-বিদারক। ইংরিজিতে ব'ল্‌তে-ব'ল্‌তে কবি এক জায়গায় এই ধরনের একটা কথা ব'ল্লেন—My idea has been to establish in some place in our country a centre of study and research, where foreigners, who want to participate in the spiritual feast left by our ancestors, may stay with us as our honoured guests, and receive whatever they can take form us and what India has to give ; and at the same time, we would also claim it as our right to receive from them the best they have to offer from their own culture, their own thought and ideas. এর অনুবাদ এঁর মুখে সংক্ষেপে এই রকম হ'ল—কবির দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে', তাঁর প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি এইভাবে আকর্ষণ ক'রে, ইনি ব'ল্লেন, "আপ রাবিন্দর্‌-নাথ টেগোর কহ্‌তে হৈঁ কি, পর্‌দেসী তালিবে-ইল্‌মোঁ-কে লিয়ে এক হোটাল বনাওএঙ্গে, তাকি ওয়ে আকর কুছ ইল্‌ম্‌ হাসিল কর সকেঁ—উনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব'ল্‌ছেন যে, বিদেশী বিদ্যার্থীদের

জন্য একটি হোটেল বানাবেন, যাতে তারা এসে কিছু বিদ্যা অর্জন ক'র্‌তে পারে।" তাঁর বিশ্বভারতী-স্থাপনের এই ব্যাখ্যা শুনে কবি চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন, আর আমার দিকে একবার কাতর-ভাবে দৃষ্টিপাত ক'র্‌লেন। আর আমি অপরাধীর মতো মাথা নীচু ক'রে রইলুম। কবি তখন যথাসম্ভব শীঘ্র, নমোনমঃ ক'রে, তাঁর এই "অঙ্গ্‌রেজী তকৃরীর" শেষ ক'র্‌লেন। কিন্তু এতেই উপস্থিত জনগণের উৎসাহের সীমা নেই। এদের মধ্যে একজন ভোজপুরিয়া ভদ্রলোক, শুন্‌লুম এঁর অনেক গোরু-মঁষ আছে— মাতব্বর ব্যক্তি, বেশ জোর গলায় সমবেত ভাইদের ঠাকুরজীর "বিস্‌-ভার্‌তী বিস্‌-বিদিয়ালে"-র জন্য চাঁদা দিতে অনুরোধ ক'র্‌লেন। এরা বেশীর ভাগই অল্প পুঁজির লোক। কিন্তু এখান থেকে এক টিকল, ওখান থেকে দু' টিকল, দূর কোণ থেকে তিন টিকল, আবার এদিক থেকে চার টিকল, পাঁচ টিকল ক'রে মুদ্রা প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। দু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আবার তারস্বরে হিন্দীতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—"ভাঈ লোগ, বিদ্যা-দান-সে বঢ়কর পুন্‌ নহীঁ হৈ—বিদ্যাদানের বাড়া পুণ্য আর নেই; অপনী শক্তিকে মুতাবিক দান করো।" এইভাবে প্রায় মিনিট দশের মধ্যে ১৬০।১৭০ টিকলের মতো চাঁদা বিশ্বভারতীর জন্য এঁরা তুলে দিলেন, বেশীর ভাগ দু-চার টাকার দানে। একজন চেঁচিয়ে' ব'ল্‌লেন "পুরো দুইশত টিকল না হ'লে আমাদের বাঙ্কক শহরের হিন্দুদের দুর্নাম হবে।" তখন স্থানীয় দু-জন ভদ্রলোক বাকী টাকা দিয়ে দুইশত টিকল পুরো ক'রে দিলেন। ঘটনাটি ছোটো, কিন্তু এর পিছনে যে একটা সহৃদয়তা ছিল, কবির আদর্শ ভালো ক'রে না বুঝ্‌লেও তার প্রতি শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি ছিল, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

কবি যখন ঐ স্থান থেকে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর চারিদিকে তাঁর দর্শনার্থী লোকেদের ভীড়। অনেকে তাঁকে প্রণাম ক'র্‌তে লাগ্‌ল। তবে এরা ওঁকে বিব্রত করেনি, বেশীর ভাগ লোক দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' হাত জোড় ক'রে এবং মাথা হেঁট ক'রে ওঁকে প্রণাম জানাতে লাগ্‌ল। কিন্তু উঁচু মঞ্চ থেকে নাম্‌বার সময়ে ঠিকমতো সিঁড়ি বুঝে নাম্‌তে না পারায়, কবি একটু প'ড়ে গেলেন, পাশ থেকে আমরা ধ'রে ফেলায় চোট লাগে নি। এরা এতে একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে প'ড়্‌ল, কিন্তু কবি তাঁর প্রসন্ন হাসি হেসে উঠে দাঁড়াতে সকলেই আশ্বস্ত হ'ল। বিদায় নিয়ে পরে আমরা যখন মোটরে এসে ব'স্‌লুম,

তখন কবি আমাকে কেবল এই কথা ব'ল্‌লেন—"লোকগুলির হৃদয় ভালো, কিন্তু শেষটায় এরা আমাকে হোটেলওয়ালা ক'রে ফেল্‌লে হে!"

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের হোটেলে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে প্রাচীন শিল্পদ্রব্য নিয়ে যাবার জন্য একটা বিশেষ অনুমতি-পত্র এল'। আমরা আহারের পরে জিনিস-পত্র গুছোতে লেগে গেলুম। কাল সকালেই আমাদের বাঙ্কক ছেড়ে যেতে হবে। কবির শ্যামদেশ-দর্শন এই ভাবে সমাপ্ত হ'ল।

এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা॥

॥ ৭ ॥

প্রত্যাবর্তন

রবিবার ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৭

বাঙ্কক থেকে আজকে আমাদের বিদায়ের দিন। সকাল ৭টার ট্রেনে আমরা বাঙ্কক ত্যাগ ক'রলুম। কবিকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে বেশ লোক-সমাগম হ'য়েছিল। ভারতীয় বন্ধুরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে 'বারিসীমাধ্যক্ষ' শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলি, তাঁর পুত্র শ্রীমান সাদের আলী, তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত সৈয়দ মোবারক আলী, শ্রীযুক্ত নানা ইত্যাদি। জরমান রাজদূত আর অন্য কয়েকজন বিদেশী ছাড়া, অনেকগুলি শ্যামী কর্মচারী ও গণ্যমান্য লোক এবং কিছু চীনা ভদ্রলোকও এসেছিলেন।

সকালে Nakhon-Pathom নাখন-পাথম স্টেশন ছাড়্বার পরে কবি আমার কামরায় এলেন—আমাদের এক-ই গাড়িতে পাশাপাশি compartment বা কামরা দিয়েছিল। শ্যাম-দেশের কাছ থেকে বিদায়, এই বিষয়কে অবলম্বন ক'রে কবি যে একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেটি আমাদের শোনালেন—কবিতাটি ছোটো। এটি রাজকুমার দামরঙ্-এর কাছে পাঠাবেন। আজকে এর মধ্যেই গাড়িতে ব'সে-ব'সে তিনি এর তর্জমা ক'র্লেন। কবিতা শোন্বার পরে, কবি আমাদের হিন্দু সমাজ আর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা ক'র্লেন। অনেক বিষয়ে, মুসলমানদের সঙ্গে তুলনা ক'র্লে হিন্দু তার সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার গলদের জন্য হ'টে আস্ছে সেটাই দেখা যাচ্ছে। যেমন, যে-সব ভারতীয় মুসলমান শ্যাম-দেশে গিয়ে উপনিবিষ্ট হ'য়েছেন, তাঁরা নিজেদের মুসলমানত্ব বজায় রাখ্ছেন, আর ঐ স্থানে বিবাহ ক'রে নিজেদের সমাজের বিশেষ পরিবর্ধন ক'র্ছেন। কিন্তু আমরা যা দেখে এলুম, তাতে জানা গেল যে হিন্দুদের কথা একেবারে উল্টো। যাঁরা বিদেশে গিয়ে বস-বাস করেন, তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব দুই দিনে হারিয়ে' ফেলেন। এটা ভালো কি মন্দ তা বিচার করা কঠিন। তবে এইভাবে অস্তিত্ব-লোপে, একটা ক্ষোভ বা দুঃখ হয়-তো অনেকেরই মনে না এসে পারে না। হিন্দুর ধর্মীয় অনুষ্ঠান যে ক্রমে-ক্রমে

প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়্ছে, সেটা আমরা সর্বত্রই দেখ্‌ছি। বিশ্বাসের অভাবে আর যুগধর্মের ফলে এটা হ'চ্ছে—এই প্রাণহীনতা কেউ আট্‌কাতে পার্‌বে না।

শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আমাদের সঙ্গে প্রচুর আহার্য্য দিয়ে দিয়েছিলেন, ট্রেনে তার সদ্ব্যবহার ক'র্‌লুম—পরঠা, মুরগীর কারি, মিষ্টি, আর তা ছাড়া প্রচুর ফল। বহুদিন পরে ট্রেনে ধুতি প'রে সারাদিন শুয়ে' ব'সে আমাদের ভ্রমণ চ'ল্‌ল। আরিয়ম্ আমাদের সঙ্গে পিনাঙ্ পর্য্যন্ত যাবেন, আমার কামরায় তিনি এলেন। আমাদের ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ট্রেনের ডাইনিং-কারে ধুতি প'রেই আমরা ডিনার খেয়ে এলুম। Chumphon চুম্‌ফন ব'লে একটা স্টেশনে গাড়ি খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। তখন শ্যামী রেল-পুলিসের এক ভোজপুরী পাহারাওয়ালা এসে কবিকে প্রণাম ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে লাগ্‌ল, কবিও তার সঙ্গে বেশ সৌহার্দ্যের সঙ্গে কথাবার্তা ক'র্‌লেন।

সোমবার ১১ই অক্টোবর, ১৯২৭

কাল সারা দিন আর সারা রাত আমরা ট্রেনে কাটিয়েছি। আজকে সকালে আমাদের গাড়িতে রেলের অফিসার ফ্রা রথচারণ-প্রত্যক্ষ, যাঁর সঙ্গে আমাদের বাঙ্কক যাবার পথে দেখা হ'য়েছিল, তিনি আবার এসে দেখা ক'র্‌লেন। বেশ সদালাপী লোকটি। শ্যাম-দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে দু'টি কথা ব'ল্‌লেন—ও দেশে বিশেষ ক'রে ব্যবসা-ক্ষেত্রে চীনাদের প্রভাব আর প্রতাপ, আর তা ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে মুসলমান যাঁরা এসে শ্যাম-দেশে বসবাস ক'র্‌ছেন, তাঁদের সঙ্গে মালয় মুসলমানদের ধর্মগত সংযোগ নিয়ে বৌদ্ধ শ্যাম-দেশের মধ্যে একটা নোতুন সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

আমরা পরে পিনাঙ্-এর ওপরে Prai প্রাই স্টেশনে এসে পৌঁছোলুম। স্টেশনে পিনাঙ্-এর বন্ধু ছোটো নাম্বিয়ার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী চেট্টি, একাম্বরন্, এঁরা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছিলেন। রেলওয়ের লঞ্চে ক'রে আমরা সমুদ্রের ফালিটুকুন পেরিয়ে পিনাঙ্-এ পৌঁছোলুম। Eastern & Oriental Hotel-এ আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা ছিল ব'লে আমরা সোজা সেখানে গিয়ে উঠ্‌লুম। আমাদের জন্য দোতলায় সমুদ্রমুখো কামরা দিলে—কবির কামরার নম্বর ছিল ১৩২, আমার ১৩১।

আজকে আমাদের কোথাও যাবার কথা ছিল না, হোটেলে ব'সেই বিশ্রাম করা গেল। শ্যাম-দেশ থেকে যে-সমস্ত ছবি আর বই সঙ্গে এনেছিলুম, ব'সে-ব'সে আমি সেগুলি সব দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। রাজা বজ্রায়ুধ শ্যামী ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন, তাঁর একখানি শ্যামদেশীয় ঐতিহাসিক নাটক খুব সুন্দর রঙীন ছবিওয়ালা এক সংস্করণে প্রকাশিত হ'য়েছে, প্রাচীন শ্যামের বেশ চিত্তাকর্ষক ছবি এগুলি ; আর প্রাচীন শ্যামী ঢঙের ছবির দ্বারা অলংকৃত একটি পুরাতন শ্যামী কথা-কাব্য ; শ্যাম-দেশ সম্বন্ধে ছবিওয়ালা নানা ইংরিজি বই, ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লুম।

মঙ্গলবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৭

সকালে আমরা কবিকে হোটেলে রেখে শহরের বাজারে ঘুর্‌তে বেরোলুম। ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা বদ্‌লানো গেল, শ্যামী ৯৯ টিকলে অমোদের ১১০৮/০ পেলুম। Nippon Yusen Kaisha জাপানী জাহাজ কোম্পানির আপিসে গিয়ে আমাদের ফের্‌বার টিকিট প্রভৃতি পাকাপাকি ক'রে নিলুম। এক জাপানী ফোটোগ্রাফারের দোকান থেকে সুরেন-বাবু কিছু ফোটো-প্লেট কিন্‌লেন। ইতিমধ্যে আমাদের পিনাঙ্-এর অন্য বন্ধুরা এসে জুট্‌লেন। কবির চীনা দোভাষী Feng Chih Cheng ফ্যঙ্ চিঃ-চেঙ্ এলেন। Sungei Siput সুঙেই সিপুৎ থেকে তমিল ভদ্রলোক বীরস্বামী পিল্লৈ এলেন। চীনা বন্ধু Tan A-Yiu তান্ আ-য়িউ এলেন, তাঁর সেই পাগলাটে' ভাব, মাথায় মস্ত ঝুঁটি। মেনন্-পরিবার আর নাম্বিয়ার-পরিবারের ছেলেমেয়েরা আর পুরুষেরা এলেন। চীনা ছোক্‌রা দিল-দরিয়া মেজাজের Hak Lim হাক্-লিম্, যার কথা আগে ব'লেছি, আর Mendis মেন্দিস্ ব'লে সিংহলী ভদ্রলোক—এঁরা বিকেলের দিকে এসে কবিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এর আগে ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে কবির এবং আমাদের ছবি তুল্‌তে হ'ল। বিকেলে সুরেন-বাবু, আমি আর চীনা বন্ধু তান্ আ-য়িউ, শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের মোটরে ক'রে পিনাঙের বিখ্যাত "সাপের মন্দির" দেখ্‌তে গেলুম। মন্দিরটি একটা পাহাড়ের উপরে, খানিকটা চড়াই পথ হেঁটে যেতে হয়। এটি বৌদ্ধ মন্দির। এখানে ছোটো-ছোটো সবুজ রঙের অনেক সাপ মন্দিরের প্রধান বেদির উপরে এবং তার আশে-পাশে জড়াজড়ি ক'রে পুঁটুলি পাকিয়ে' প'ড়ে আছে। এই সাপ মানুষের ক্ষতি করে না।

মন্দিরের ভিক্ষুরা এদের নিয়মিত খেতে দেন। এখানে ছোটো হাতঘণ্টা বাজিয়ে' এক চীনা বৌদ্ধ পুরোহিত চীনা ভাষায় মন্ত্র-পাঠ ক'র্‌ছেন দেখ্‌লুম। তান্‌ আ-য়িউ একজন free-thinker বা স্বাধীন-চিন্তক ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে এসে এই বৌদ্ধ পুরোহিতের কাছে নিজের টিনের খনির সংক্রান্ত কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, গোণাতে ব'স্‌লেন, খনির কাজ-কর্ম কেমন চ'ল্‌বে। পুরোহিত তাঁর ভবিষ্যদ্‌-বাণীর সরঞ্জাম নিয়ে ব'স্‌লেন। এই সরঞ্জাম হ'চ্ছে কতকগুলি বাঁশের চেঁচাড়িতে চীনা ভাষায় কিছু লেখা। সেই চেঁচাড়ি-গুলিকে নাড়াচাড়া ক'রে, তান্‌ আ-য়িউ-এর কী কর্তব্য সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে-মনে ক'রে, সেই বাঁশের চেঁচাড়ি একটা ধ'র্‌তে ব'ল্‌লেন। সেই চেঁচাড়িতে লেখা অক্ষর বা সংখ্যা দেখে, ছাপা বই থেকে তার উত্তর বলা হ'ল—"ধর্ম-পথে থেকে কাজ ক'রে গেলে ফল ভালো হবে"। এই উত্তরেতে অবশ্য প্রশ্ন-কর্তার মনোগত প্রশ্নের কোনও সমাধান-ই হ'ল না। মন্দিরের বুদ্ধ-মূর্তির সাম্‌নে যে প্রদীপ আছে তা জ্বালিয়ে' রাখ্‌বার জন্য আমাদের কাছ থেকে দুই আউন্স তেলের দাম দশ সেণ্ট চেয়ে নিলে।

তারপরে আমরা পিনাঙ্‌ শহরের শিখ গুরুদ্বার দেখে, সন্ধ্যের দিকে হোটেলে ফিরলুম। এই গুরুদ্বার আমি বহুপূর্বে, ১৯১২ সালে যখন প্রথম পিনাঙ্‌-এ আসি, তখন দেখেছিলুম। এখন এর চেহারা সম্পূর্ণ ব'দ্‌লে গিয়েছে, আর তখনকার দিনের গৃহবিরল বা খালি রাস্তায় বিস্তর বাড়িও হ'য়েছে।

চীনা বন্ধু ফ্যঙ্‌ হোটেলেই র'য়ে গেলেন। আরিয়ম্‌ তাঁকে দিয়ে স্থানীয় চীনা পত্রিকা Kuang Hua "কুয়াঙ্‌-হুয়া" কাগজে প্রবন্ধ লেখাবেন। সুরেন-বাবু আর আমি মালাই থিয়েটার দেখ্‌তে গেলুম, Kuala Kangsar কুয়ালা-কাঙ্‌সার সড়কে Union Opera House নামে থিয়েটারে। দু'টি নাটক প্রথমে হ'ল, এক-এক সীনের বা দৃশ্যের একাঙ্ক নাটক। তারপরে শুরু হ'ল মালয়ী নাচ গান। যে মেয়েগুলি এই নাচ গানে অংশ নিয়েছিল তাদের অধিকাংশই কুশ্রী, কুরুচিপূর্ণ পোশাকে তারা নিজেদের আরও কুশ্রী ক'রে ফেলেছিল। এরা অধিকাংশই ইউরোপের ছোটো-ছোটো মেয়েদের মতো হাঁটু পর্য্যন্ত ফ্রক প'রেছে। একটিমাত্র মেয়ে একটু সুশ্রী, লম্বা ছিপ্‌-ছিপে গড়নের, সে-ই সৌষ্ঠবপূর্ণ মালাই মেয়েদের পোশাক—সাদা ব্লাউস, রঙীন রেশমের সারঙ্‌, প'রেছে। দর্শকের মধ্যে মালাই, ভারতীয় আর "বাবা-চীনা" অর্থাৎ

মালয়-দেশীয় উপনিবিষ্ট মালয়-ভাষী চীনারাই বেশি ছিল। দর্শকদের মধ্যে একটি মালাই দম্পতীকে দেখে বড়ো ভালো লাগ্‌ল। স্ত্রীটির খুব বড়ো-বড়ো চোখ, সুন্দর মুখে কিছু সাদা রঙ্‌ মাখা, মাথা ঢেকে গায়ে পাতলা কালো ওড়না, আর পান খাওয়া ঠোঁট। নিজেদের মাতৃভাষায় ব'লে এই মালাই নাটক দেখ্‌তে এসেছে। দু'জন ইংরেজও ছিল। এদের এখানে রেওয়াজ আছে যে, কারো নাচ-গান ভালো লাগ্‌লে, আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথায় "প্যালা" দেবার মতন শ্রোতারা স্টেজের উপরে গায়িকা বা নর্তকীর উদ্দেশে টাকা বা নোট ছুঁড়ে দেয়। ইংরেজ দর্শক দু'জন দু-দুবার একটি সুন্দরী নর্তকীর জন্য মালাই-দেশের ডলার-নোট পাকিয়ে' স্টেজে ছুঁড়ে দিলেন, নর্তকী terima kasi "ত্রিমা কাসি" অর্থাৎ 'ধন্যবাদ' ব'লে নাচের মধ্যেই সেই নোট তুলে নিলে। একজন clown বা ভাঁড়ের অভিনয় খুব হ'ল—তার নামটি ছিল Cheross চেরোস্‌। থিয়েটারের উপরের তলায় মালাই আর বাবা-চীনাদের মেয়েদের দল ব'সে দেখ্‌ছে। নানা ইউরোপীয় যন্ত্র বাজিয়ে' যারা বাজনার সঙ্গত ক'র্‌ছে, তারা রকমারি জাতের মানুষ—এদের মধ্যে দো-আঁশলা ফিরিঙ্গি আছে, তমিল আর মালাই জাতির মিশ্র লোকও আছে; আরও দেখ্‌লুম কর্নেট বাজাচ্ছে একজন মাথায় কালো পাগড়ি আর লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা শিখ; আর এ-ছাড়া চীনাও আছে। নানা জাতির এই এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এরা বাজাচ্ছে ইউরোপীয়, মালয়ী আর ভারতীয় গৎ। দু'টি দরোয়ান এই থিয়েটারের দরজায় মোতায়েন, লম্বা-চওড়া জবরদস্ত চেহারার দুই পাঞ্জাবী, একজন মুসলমান আর একজন শিখ;—দ্রষ্টারা মাতলামি ক'র্‌লে বা অন্যভাবে বেয়াদবি ক'র্‌লে, এরা এসে তাদের ঘাড় ধ'রে বা'র ক'রে দেয়। এই থিয়েটারের টিকিটের দাম হ'চ্ছে যথাক্রমে ৩ ডলার, ২ ডলার, ১ ডলার, ৫০ সেণ্ট, ৩০ সেণ্ট—৩০ সেণ্টের টিকিটে পিছনে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' দেখ্‌তে হয়, এদের জন্য বস্‌বার জায়গা নেই। রাত সওয়া এগারোটায় আমরা থিয়েটার থেকে হোটেলে ফির্‌লুম।

বুধবার, ১৯এ অক্টোবর

আজ সকালে কবির সঙ্গে খানিকক্ষণ নানা বিষয়ের আলাপে কাটানো গেল। তিনি তাঁর রচিত দুটি কবিতা "বোরো-বুদুর" আর "শ্যামের প্রতি", এই দু'টির ইংরেজি ছাপানো অনুবাদের কতকগুলি প্রতির উপরে নিজের নাম

সই ক'রে দিলেন ; সই-করা এই ইংরেজি অনুবাদ দু'টি, যবদ্বীপের আর শ্যাম-দেশের কবির অনুরাগী আর অন্য সজ্জনের কাছে পাঠানো হ'ল। বেলা ১২টায় আমাদের মালপত্র জাহাজে পাঠিয়ে' দেওয়া হ'ল। শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে এলেন। আমরা বিকেল তিনটের দিকে যাত্রা ক'র্লুম। পিনাঙ্ বন্দরে লঞ্চ Rosemary সরকারের তরফ থেকে ঠিক করা ছিল। আমরা তাতে ক'রে, জাপানী Nippon Yusen Kaisha কোম্পানির জাহাজ Awa-Maru "আওয়া-মারু"তে গিয়ে উঠ্লুম। শ্রীযুক্ত আরিয়ম্, ফ্যঙ্ আর শ্রীযুক্ত তান্ আ-য়িউ, এঁরা আমাদের জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন। জাহাজের কাপ্তেন Commander K. Harada হারাদা আর অন্য অফিসারেরা সকলে এসে কবিকে সম্মানপূর্ণ সংবর্ধনার সঙ্গে গ্রহণ ক'র্লেন, তাঁকে স্বাগত ক'র্লেন।

এই জাহাজে মোটেই ভীড় নেই। প্রথম শ্রেণীতে মাত্র ৭।৮ জন যাত্রী। সাম্নের দু'টি ডেক একেবার খালি, মানুষের ভীড় নেই। জাহাজে যাচ্ছে কতগুলো শুঁটকি মাছের পিপে, আর সুপুরির হ'ল্দে থলে'। সেগুলো ফার্স্ট-ক্লাস থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে' রাখ্লে। জাহাজ ছাড়্তে ৫টা বাজিয়ে' দিলে।

সমুদ্র একেবারে কাঁচের মতো স্বচ্ছ, স্থির। আমরা সানন্দে যাত্রা ক'র্লুম। এর অনেক আগে আরিয়ম্, ফ্যঙ্ আর তান্ আ-য়িউ জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা জাহাজের ঘাটে দাঁড়িয়ে' ছিলেন।

বৃহস্পতিবার, ২০এ অক্টোবর ১৯২৭

আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্র প্রশান্ত। কবির মনটা বেশ প্রসন্ন ব'লে মনে হ'ল। সকালে প্রাতরাশের পরে বিশ্বভারতীর আদর্শ আর কর্তব্য নিয়ে কবির সঙ্গে নানা কথা হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে, বন্ধুবর ডাক্তার কালিদাস নাগ প্রমুখ আমরা কয়জনে মিলে ক'ল্কাতায় Greater India Society বা "বৃহত্তর-ভারত পরিষদ্" নামে যে একটি সংস্থা ১৯২২ সালে গ'ড়ে তুলেছিলুম, যার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভারতবর্ষের বাইরের নানা দেশের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক সংযোগ গ'ড়ে উঠেছিল তার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা, সেই "বৃহত্তর-ভারত পরিষদ্" সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। কবি এ-বিষয়ে

আমাদের খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন, আর তিনি নিজে আমাদের এই পরিষদের "পুরোধা"-পদ স্বীকার ক'রেছিলেন। কবি ব'ল্লেন যে আমাদের এই "বৃহত্তর-ভারত পরিষদ্" যে কাজ হাতে নিয়েছে, সেটা বেশীর ভাগই শিক্ষা আর তথ্যকে অবলম্বন ক'রে—এই পরিষদের কাজ হবে, বেশীর ভাগ-ই ভারতের সংস্কৃতির আর চিন্তার প্রচারের ইতিহাস, আর ভারতের উপরে ভারতের বাইরের অন্য জাতির সংস্কৃতির প্রভাবের কথা, দুই-ই আলোচনা করা, এবং সে-সম্বন্ধে বই-টই লিখে জনসাধারণের কাছে যথার্থ জ্ঞান বিতরণ করা-ও এর উদ্দেশ্য হবে। বৃহত্তর-ভারত পরিষদের কাজ হবে educative অর্থাৎ প্রচার আর শিক্ষাত্মক ; আর বিশ্বভারতীর কাজ হবে মুখ্যতঃ creative অর্থাৎ সর্জনাধর্মী—কবির পরিচালনায় বিশ্বভারতী গঠন-মূলক কাজে হাত দেবে। এই গঠন-মূলক কাজের মুখ্য কথা হ'চ্ছে, সমগ্র মানব-জাতির সংস্কৃতিকে বুঝে তাকে সকলের জীবনে কার্য্যকর করার চেষ্টা করা।

জাহাজে অন্য যাত্রী বেশি না থাকায়, আমাদের জাহাজের জাপানী অফিসারদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করবার সুযোগ আমাদের হ'ল। জাপানী কাপ্তেন অতি ভদ্র, অতি সজ্জন, আর কবির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তিনি কবিকে অনুরোধ ক'রলেন, আপনি আর একবার জাপানে চলুন, আর সেখানে ছেলেদের আর মেয়েদের কিছু উপদেশ দিন, যেন তারা জাপানের প্রাচীন যে নৈতিক আদর্শ ছিল, যে আদর্শ মানুষকে স্বার্থপর হ'তে দিত না, সেই আদর্শে যেন তারা ফিরে আসতে পারে। শ্যাম আর মালয় দেশের মধ্যে Kra Isthmus বা 'ক্রা' সংযোগভূমি কেটে যে একটা খাল করবার কথা এক সময়ে চ'লেছিল, সেটি ইংরেজ আর ফরাসীদের স্বার্থের খাতিরে চাপা প'ড়ে যায়। এই খাল হ'লে, ভারতবর্ষ থেকে শ্যাম বা জাপানে জাহাজে ক'রে যেতে গেলে, আর সিঙ্গাপুর ঘুরে যেতে হয় না। তাতে জলপথে যাত্রায় ৩।৪ দিনের সময়ের সাশ্রয় হয়। সুয়েজ খাল, পানামা খাল, বা গ্রীসের কোরিন্থ-এর খালের মতন, এই প্রস্তাবিত ক্রা-খালটিও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে লোক চলাচলের পক্ষে বড়ো সহায়ক হয়। কিন্তু জাহাজের কাপ্তেন ব'ল্লেন, এখন সেই খাল তৈরি করার প্রসঙ্গ দূর ভবিষ্যতে গিয়ে প'ড়েছে।

জাহাজে একটি অল্পবয়সী মহিলা যাচ্ছেন, নামটি Mrs. Kemp, মনে হ'ল মিশ্র-জাতীয়া, ইউরোপীয় ও মালয় বা চীনার মিশ্রণ। তাঁর সঙ্গে একটি

বছর খানেক বয়সের শিশু-পুত্র আছে, সকলের সঙ্গেই সে এসে মেশে, কবিকে দেখেও "টা-টা" ক'রে হাত নেড়ে হাসে। সঙ্গে একজন চীনা amah "আমা" বা আয়া।

আজ সন্ধ্যার সময় চমৎকার সূর্য্যাস্ত দেখা গেল। আমরা সকলেই ডেকে ব'সে—কবি, সুরেন-বাবু, আমি—একেবারে সোজা চোখের সাম্‌নে পশ্চিম দিক্‌। মেঘের আড়ালে অপূর্ব রঙের খেলা—ফিকে নীল, ঘন নীল আর লাল রঙে রঙানো মেঘ, সূর্য্যের মুখ ঢেকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তাতে লাল গোলাপি ধূসর রঙের আমেজ। কবি ব'ল্‌লেন, এই যে প্রকৃতিতে রঙের সমাবেশ দেখ্‌ছি, এ বড়ো অদ্ভুত জিনিস, সব-চেয়ে পুরানো অথচ চির-নূতন—এই দেখে-দেখে আমার সময় কাটে, আর মনে হয় এই "মায়া" নিয়েই থাকি—এ যেন এক রকম ছোটো জাহাজে চ'ড়ে বেশ চ'লেছি, বড়ো জাহাজের খবরে আমার কাজ নেই।

রাত্রে কাপ্তেন আর অফিসারদের সঙ্গে একসাথে খেতে-খেতে কাপ্তেন কবিকে জাপানে যাবার কথা আবার ব'ল্‌লেন। আমাদের অনেক পদ আহার্য্য ছিল, কিন্তু জাহাজের ডাক্তারটি অত সব খেলেন না। লোকটি সরল-প্রকৃতিক, বেঁটে-খাটো, পূরো মোঙ্গোল চেহারার, মুখে হাসি লেগেই আছে।—অন্যদিনও তাঁকে খেতে দেখ্‌তুম, জাপানে তেলা চা'ল এক-রকম হয়, তার ফেন-না-গালানো ভাতে, গোটা তিনেক আধ-সিদ্ধ ডিম ফেলে, চাম্‌চে দিয়ে ভাতের সঙ্গে এই ডিম মেখে নিয়ে, শুখ্‌নো মূলোর আচারের টাক্‌না দিয়ে তাঁর ভোজন-পর্ব বেশির ভাগ তিনি সমাধা ক'র্‌তেন।

রাত্রির আহারের পরে জাপানী বন্ধুরা অনেকগুলি গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনালেন। বেশির ভাগই পুরানো জাপানী ধরনের সুর ক'রে কবিতা পাঠ, আর জাপানী বাজনার রেকর্ড। অনেকগুলি সুর বলিদ্বীপের সুরের মতন লাগ্‌ল। শ্রীযুক্ত Nabuo Shigematsu নাবুও শিগেমাৎসু, ইনি জাপানের নতুন কন্‌সল্‌ বা বাণিজ্যদূত হ'য়ে ক'ল্‌কাতায় যাচ্ছেন, ইনি আগ্রহ ক'রে আর ইংরিজিতে ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে এই জাপানী গান-বাজনার অনেক কিছু শোনালেন। রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এই পুরাতন জাপানী সংগীত শোনা গেল।

শুক্রবার, ২১এ অক্টোবর

আজ সকালে প্রাতরাশের পরে জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সৌজন্য ক'রে ডেক্-গল্ফ্ খেলা খেল্‌তে আমাদের ডাক্‌লেন। একটি জাপানী বৈজ্ঞানিক যাচ্ছিলেন, অধ্যাপক Shuta Kinoshita শূতা কিনোশিতা, ডি. এস্.-সি, ইনি জাপানের রাজকীয় কৃষিবিদ্যা বিষয়ের গবেষণা-মন্দিরের একজন Entomologist অর্থাৎ কীটপতঙ্গবিৎ, ক'লকাতার হবু জাপানী কন্‌সল্ শ্রীযুত শিণ্ডেমাৎস্থ, আর সহযাত্রিণী শ্রীমতী কেম্প্—আমরা ক'জনে মিলে এই ভাবে ঘণ্টা দু'য়েক কাটালুম। শ্রীমতী কেম্পের হাবলা-গোবলা খোকাটিকে দেখে, খুশি হ'য়ে কবি তার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখ্‌লেন। "বালী" নাম দিয়ে কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, আজ সেটি আমার খাতায় নকল ক'রে নিলুম।

এই কবিতাটি কবি ৪ঠা অক্টোবর আমার প'ড়্‌তে দিয়েছিলেন। আজ আমার খাতায় নকল ক'র্‌তে গিয়ে দেখি, কবি তাতে শেষ স্তবকের আগে এই নোতুন স্তবকটি যোগ ক'রেছেন :

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণ রাগে,
নীরবে আমি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে
শুনিনু কান পেতে—
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্বোধন-মন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি যুগল করি পাণি।*

এই স্তবকটিতে কবি বলিদ্বীপের মানুষের ধর্ম বিষয়ে অন্তর্মুখিতা অতি সুন্দরভাবে ধ'রে দিলেন, তাতে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হ'ল, আমি মনে অপরিসীম আনন্দলাভ ক'র্‌লুম। কবিও জান্‌তেন যে এতে আমি খুশী হবো। কারণ, কবিতাটির প্রথম পাঠ বা রূপ যা তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় ত'তে বলিদ্বীপবাসীদের আধ্যাত্মিকতার কোনও ইঙ্গিত পাই নি—যে আধ্যাত্মিকতার

*কবিতাটি প্রথম 'প্রবাসী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় (পৌষ, ১৩৩৪)—এই স্তবকটি সহ সম্পূর্ণ আকারে। পরে, এই স্তবকটি বাদ দিয়ে, "সাগরিকা" নামে এটিকে 'মহুয়া'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিচয় কারাঙ্-আসেমের রাজার কথায় অনুমান ক'র্তে পারি (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৭৮)। এই জন্য তাঁর কাছে অনুযোগ ক'রে দু-চারবার ব'লেছিলুম—'আপনি বলিদ্বীপের জীবনের সৌন্দর্য্যের কথা এমন সুন্দরভাবে লিখলেন, তাদের গভীরতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি যা আপনি দেখেছেন আর স্বীকার ক'রেছেন, সে বিষয়ে নীরব রইলেন' (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৮৭)। পরে তিনি আমায় একদিন বলেন—'ওহে, তোমার আগ্রহ মতন আমি কবিতাটিতে একটু নোতুন কথা যোগ ক'রেছি—তোমার ভালোই লাগ্বে।' সেটি হচ্ছে এই স্তবক।

আজ সন্ধ্যায়ও কালকের মতো সূর্য্যাস্ত-দর্শন হ'ল। এই সূর্য্যাস্তের লাল, নীল, বাসন্তী, সোনালী রঙের পসার দেখে কবি ব'ল্লেন—এ যেন দিনের পর দিন সোনার পাতার পর পাতা খুলে খুলে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যভাণ্ডার কবির কাছে অসীম আনন্দের আর উপলব্ধির বস্তু।

বিকেলের দিকে আমি ডেকের যাত্রীদের মধ্যে একটু ঘুরে বেড়ালুম্। জন বারো বাঙালী মুসলমান, সবাই সিঙ্গাপুর থেকে এই জাহাজে ফির্ছে। এদের মধ্যে আছে জন পাঁচেক শ্রমিক-শ্রেণীর ক'ল্কতিয়া মুসলমান, এরা ক'ল্কাতা থেকে মালয়-দেশে ছাগল আর ভেড়া নিয়ে যায়, ফেরৎ টিকিটে আবার ক'ল্কাতায় ফিরে আসে। হাওড়ার Belilios বেলিলিয়স্ কোম্পানি—য়িহুদী প্রতিষ্ঠান—ক'ল্কাতা থেকে মালয়-দেশে আগে এই-রকম ছাগল ভেড়া চালান ক'র্ত, মাংসের জন্য এই-সব চালানি জানোয়ার ও-দেশে কাটা হ'ত ; ক'ল্কাতার হিন্দী-ভোজপুরী-বাঙলা মেশানো খিচুড়ি-ভাষা-বলিয়ে' মুসলমানেরা এই-সব জানোয়ারের তদারকে জাহাজে ক'রে যাওয়া-আসা ক'র্ত। বাকি মুসলমান যাত্রীরা হ'চ্ছে দর্জি আর রুটিওয়ালা। এই দর্জিদের বাড়ি ক'ল্কাতার কাছে মেটিয়া-বুরুজে। এঁরা নিজেদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। এঁদের এঁকজন বিশেষ জোর দিয়ে আমাকে ব'ল্লেন—আমরা বাঙালী মুসলমান, খোট্টা নই। পশ্চিমা রুটিওয়ালা আর ভেড়া-বকরীর রাখালদের চেয়ে এঁরা নিজেদের একটু শিক্ষিত, ভদ্র আর উঁচু স্তরের মানুষ ব'লে মনে করেন, বাঙলা আর কচিৎ ইংরিজি পড়াশুনো সকলেই জানেন, তাই ওদের দলে ভিড়্বার আগ্রহ এঁদের নেই। একটি শিখ বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে প্রায় ২০ বছর পরে দেশে ফির্ছে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে

এতদিন ছিল। চেহারাটা রোদ্দুরে আর বৃষ্টিতে বেশ পাকানো, মাথায় বিরাট্ পাগড়ি, লম্বা চুল, এই বিশ বছর আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও তার দেহাতী বা গেঁয়ো শিখ-ভাব কিছু-ই দূর হয় নি। আমেরিকায় "খেতীবাড়ী" অর্থাৎ চাষ-বাসের কাজ ক'রৃত। প্রথমে ছিল দিন-মজুর, তারপর নিজে একটু জমি ক'রে শাক-সব্‌জির উৎপাদন ক'রে বিক্রী ক'রৃত, তাতে তার রোজগার ভালোই হ'ত। লোকটি ইংরিজি তো ভালো জানেই না, এতদিন আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও—উপরন্তু হিন্দুস্থানী বা উর্দু'ও ভালো ব'ল্‌তে পারে না, তার একমাত্র ভাষা হ'চ্ছে পাঞ্জাবী। অথচ সাহস ক'রে, অবলীলা-ক্রমে কালাপানি পার হ'য়ে সুদূর আমেরিকায় ভাগ্য-পরীক্ষা ক'রৃতে যেতে পশ্চাৎপদ হয় নি। সে জাপানী খালাসীদের কাছে কবির কথা শুনেছে যে, ভারতবর্ষের একজন নামী জ্ঞানী আর ধার্মিক লোক এই জাহাজে যাচ্ছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় শিখদের যে ধর্মশালা আছে, সেখানে অনেক শিখের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত। বয়স মন্দ হয় নি, তবে এখনও বিয়ে-থা ক'রৃতে পারে নি। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, বিয়ে ক'রলেও স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে দেবে না। আবার এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় গিয়ে না পৌঁছালে, আর ফিরৃতেও পারৃবে না। এই-সব অসুবিধা, অথচ তাকে এক মুঠো উপায় ক'রে খেতেও হবে। আমাকে লোকটি ব'ল্‌লে, "জিখে রোটী-পাণী ঠীক হোইয়া সী, উখে রহণা হোগা—দিল্ লগ্‌গে তো মুল্‌কমেঁ শাদী করাঙ্গা"।

শনিবার, ২২এ অক্টোবর ১৯২৭

আজ বেলা সাড়ে-বারোটায় রেঙ্গুনে পৌঁছোলুম। রেঙ্গুন নদীর মোহনা দিয়ে রেঙ্গুন শহরে ঢুক্‌তে প্রথমে নজরে পড়ে Shwe Dagon শোয়ে-ডাগন বৌদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টাকৃতি সোনালি রঙে রঙানো বিরাট্ চৈত্য, গম্বুজের মতো। উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ, আর চারিদিকে গাছ-পালার ঘন সবুজ। রেঙ্গুনে আমাদের স্বাগত ক'রৃতে কতগুলি ভারতীয় আর অন্য ব্যক্তিরা এলেন। আমরা পাসপোর্ট দেখিয়ে আর চুঙ্গির আপিস কাটিয়ে', খুব শীগ্‌গির-ই বাইরে আস্‌তে পারৃলুম। মালপত্র সব জাহাজেই রইল'। আমার এক ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— এঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, ইনি তেলের খনিতে Chemist বা রাসায়নিকের কাজ ক'রৃতেন, এখন রেঙ্গুনের

Associated Press-এর সংবাদদাতা হ'য়ে আছেন, ইনি এলেন; আর একটি বাঙালী ছেলেও এসেছিলেন, আর রেঙ্গুন Daily Mail কাগজের এক সাংবাদিক। সরকারী Customs বা চুঙ্গি-বিভাগের এক অফিসারের সৌজন্যে এঁরা সরকারি লঞ্চে ক'রে আমাদের শহরে পৌঁছে দিলেন। রাত্রিটা হয়-তো রেঙ্গুন শহরে থাকতে হবে, এই ভেবে আমরা সঙ্গে কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে বেরোলুম। এখানে Indo-Burma Federation of Fine Arts ব'লে একটি সংস্থা আছে, তার তরফ থেকে আমাদের স্বাগত করবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। এঁরা Tagore Reception Camp নাম দিয়ে একটি বাড়িতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেন—New Merchant Road রাস্তায় একটি বাড়ি নিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে আমাদের নিয়ে তুলবেন, রাত্রে সেখানেই আমাদের রাখ্‌বেন, খাওয়া-দাওয়া সেখানেই হবে। কিন্তু কবির থাকবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীযুক্ত সীতা দেবী ও রামানন্দবাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর চৌধুরী মহাশয়, এঁরা তখন রেঙ্গুনে ছিলেন। এঁদের, শান্তিনিকেতনের একটি প্রাক্তন ছাত্রের, আর অন্য বাঙালীদের খুবই আগ্রহ হয় যে, আমরা এঁদের অতিথি হ'য়ে রেঙ্গুনে-ই দু'দিন কাটাই। কিন্তু কবির শরীর-গতিকের জন্য সেটা সম্ভবপর হয় নি।

বিকেল পাঁচটায় একটি চা-পানের সভা ছিল। সভায় নানা জা'তের লোকের সমাগম হ'য়েছিল। কতগুলি বাঙালী মহিলা একটি পাশের ঘরে ছিলেন, জাহাজে ক'রে তাঁরা বিদেশে বর্মাতে গিয়েও বাঙলাদেশের পুরাতন চাল বজায় রেখেছেন— ঘোমটায় মুখ ঢেকে সভার মধ্যে ব'সে আছেন। একটি সুন্দরী পার্সী মহিলা এসেছিলেন, তাঁর স্বামী একজন ইংরেজ। দক্ষিণ আমেরিকার Chili চিলি-দেশ থেকে আগত, কবির দু'টি ভক্ত কি ক'রে এসে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তেলুগু, তমিল, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী কিছু-কিছু ছিলেন। কবি সংক্ষেপে দু'চার কথা বাঙলাতেই ব'ল্‌লেন; তার পরে উপস্থিত সজ্জনদের অনেকেরই সঙ্গে তাঁকে ইংরেজিতে আলাপ ক'রতে হ'ল।

সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে আমাদের আহার হ'ল— শুদ্ধ বাঙালী ধরনের প্রচুর আয়োজন তিনি ক'রেছিলেন, অনেকদিন পরে তার সদ্ব্যবহার ক'রে আমরা তৃপ্ত হ'লুম। কবির দর্শনার্থী অনেকগুলি বাঙালী

ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে আমরা রাত্রি সাড়ে-নটার পরে জাহাজে ফিরে এলুম। কবি বেশী ভীড় পছন্দ করেন না— বিশেষতঃ যদি তাঁকে সেই ভীড়ের মধ্যেই রাত্রে বেশী সময় কাটাতে হয়। তিনি তো জাহাজে উঠে, নদীর ধারে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে' হাওয়ার মধ্যে ডেক্-চেয়ারে ব'সে একান্তে নিরিবিলিতে একটু আরামের নিঃশ্বাস গ্রহণ ক'র্লেন।

আজ কবি আমার খাতাখানি চেয়ে নিয়ে, তাতে নকল-করা তাঁর "বালী" কবিতাটিতে নিজের হাতে কিছু সংশোধন ও সংযোজন লিখে দিলেন, আর তার নীচে নিজের নাম সই ক'রে দিলেন। এইভাবে কবির এই অপূর্ব সুন্দর কবিতাটি নোতুন রূপে তাঁর শ্রীহস্তের ছাপ নিয়ে আমার খাতায় শোভা পাচ্ছে।*

রবিবার ২৩এ অক্টোবর, রেঙ্গুন

কালকের সারাদিনের ঘোরাফেরায় আর পরিশ্রমে আজ সকালেও কবি বড়োই শ্রান্ত বোধ ক'র্ছিলেন। তবুও সকালে রেঙ্গুন-প্রবাসী কতকগুলি বাঙালী ছাত্র আর অন্য তরুণের দল এল' কবিকে নিমন্ত্রণ ক'র্তে— আজ বেলা দু'টো থেকে চারটের মধ্যে কোনও সময়ে রেঙ্গুন শহরে নেমে তাঁকে স্থানীয় বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের কছে আর মহিলাদের কাছে দর্শন দিতে হবে। এই ছেলেদের দল স্থানীয় Indo-Burma Federation of Fine Arts-এর সদস্য। এদের নেতা হ'চ্ছেন Dr. M. A. Rauf রাউফ, LL. D. (Dublin), B. A. C. Oxon., Middle Temple-এর ব্যারিস্টার। ইনি গুজরাটী মুসলমান, এঁর পিতা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে রেঙ্গুনে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে গিয়েছেন। বিলাতে ১৯২০-১৯২৫ সালের দিকে ছিলেন, Dr. E. B. Havell-এর বন্ধু, শিল্পে ও সাহিত্যে খুব গভীর অনুরাগ। শ্রীযুক্ত রাউফ অতি চমৎকার শিক্ষিত ও সংস্কারপূত চরিত্রের মানুষ, ইনিও এদের সঙ্গে এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা সকলেই খুব খুশী হ'লুম। ইনি সুধীর-বাবুদের ঘনিষ্ঠ মিত্র। বাঙালী ছেলে যে কয়টি সকালে এসেছিল, কবিকে আমন্ত্রণ জানাতে, তারা ঘুরে-ঘুরে জাপানী জাহাজের ব্যবস্থা আর কায়দা দেখ্তে

* 'পরিশিষ্টে' মুদ্রিত এই কবিতাটির প্রতিলিপিতে কবির নিজের হাতে লেখা সংশোধন ও সংযোজন দেখ্তে পাওয়া যাবে।

লাগ্‌ল। এক জায়গায় একটা ছোটো বিজ্ঞাপনী লেখা ছিল ইংরিজিতে, যাত্রীদের জন্য কোনও নির্দেশ, তার ইংরিজিটায় ছিল দু-চারটে হাস্যকর ভুল। সেটা দেখে এদের মনে কৌতুক-ভাব জেগে উঠ্‌ল, এরা সেই ভুল ইংরিজি ধ'রে হাসাহাসি ক'র্‌তে লাগ্‌ল, একজন আবার পকেট-বই বা'র ক'রে, আর পাঁচ-জনকে দেখাবার জন্য সেই ভুল ইংরিজিটুকু লিখে নিলে। আমি এদের ব'ল্‌লুম— "ছাখো, এরা আমাদের মতো শুদ্ধ ইংরিজি লিখ্‌তে পারে না বটে— লিখ্‌তে হয়-তো চায়ও না— কিন্তু নিজেদের স্বাধীন দেশের ঝাণ্ডা নিয়ে নিজেদের জাহাজ চালাচ্ছে, সে শক্তি তো আমাদের হয় নি— সুতরাং এদের ভুল ইংরিজিতে হাসির কিছু আছে কিনা, বিচার ক'রে দেখো।" দু-চারজন আমার কথা বুঝ্‌লে, একটু লজ্জিত-ও হ'ল।

সুধীর-বাবুর বাড়িতে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা ডাক্তার রাউফ আর সুধীর-বাবুর সঙ্গে বেলা সাড়ে-নটায় জাহাজ থেকে নেমে রেঙ্গুনের তথা সমগ্র ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির Shwe Dagon Pagoda শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখ্‌তে গেলুম। কবি জাহাজেই থেকে গেলেন, তাঁকে নিয়ে বেরোবার সাহস আমাদের কারো হ'ল না। শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখে খুব ভালো লাগ্‌ল। ঠিক ভারতীয় কোনও তীর্থস্থানের মতন। মাঝখানে ঘণ্টার আকারে বিরাট্ চৈত্য, সোনার পাত দিয়ে মোড়া সমস্তটা, রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌ছে। বড়ো চৈত্যের লাগাও, তার পাদতলে অনেকগুলি ছোটো-ছোটো চৈত্য, তার প্রত্যেকটিতে সাদা পাথরের বর্মী ঢঙে খোদাই করা দাঁড়ানো বা বসা বা শোয়া বুদ্ধমূর্তি। মন্দির-পথে নানা দোকানের সারি, পূজার্থী যাত্রীদের জন্য ফুল, মোমবাতি বিক্রী হ'চ্ছে, টুকিটাকি নানা মণিহারী জিনিসের বহু দোকান, মেয়েরাই জিনিস-পত্রের পসরা দিয়ে ব'সেছে। খাবার জিনিসের দোকানও অনেক—চা, ভাত, তরকারি, মাছ, ঙাপ্পি, আর মেঠাইয়ের দোকান। খুব সেজে-গুজে, মুখে হ'ল্‌দে 'তানাখা' বা বর্মী পাওডার মেখে, ভদ্রঘরের মেয়েরা বৃদ্ধা প্রৌঢ়া তরুণী সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা কোনও একটি চৈত্যের সাম্‌নে চাটাইয়ের উপরে হাঁটু গেড়ে ব'সে হাত জোড় ক'রে বর্মী উচ্চারণে পালিতে প্রার্থনা-মন্ত্র প'ড়্‌ছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী জপমালা নিয়ে ব'সে "বুড়া, ডামা, তিঙ্গা" অর্থাৎ 'বুদ্ধ, ধম্ম, সংঘ' মন্ত্র জপ ক'র্‌ছে। এখানে বর্মী শিল্পদ্রব্য দুই-একটা কিন্‌লুম—পিতলের সিংহের মূর্তি আর অন্য নক্‌শার inlay

অর্থাৎ পক্কেকারী-করা ইস্পাতের জাঁতি, বর্মী চালে আঁকা বুদ্ধের জীবনীর দুই চারখানি রঙীন ছবি। দোকানে কাঠের কাজের নমুনা দেখ্‌লুম। সঙ্গে সুরেন-বাবু ছিলেন, তিনি আমার মতো শিল্প-পাগলা মানুষ, এই-সব দেখে-শুনে বেড়ানো তাঁরও খুব ভালো লাগ্‌ছিল।

এর পরে স্থানীয় এক বাগানে Royal Lakes ব'লে একটি মনোরম সাজানো সরোবর আছে সেটির ধার দিয়ে ঘুরে, Scott Market স্কট মারকেটে গেলুম। বর্মার বিখ্যাত শিল্প Lacquer Work লাখ বা গালার কাজ—-নানা চিত্রে আর অলংকরণে শোভিত থালা বাটি বাক্‌স ঝুড়ি প্রভৃতির পসার দেখ্‌লুম, ছোটো-খাটো দুই-একটি জিনিসও আমরা নিলুম। তারপরে বেলা এগারোটায় জাহাজে ফিরে এলুম।

পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সুধীর-বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হ'লুম। Indo-Burma Federation of Arts-এর কতকগুলি সদস্যও উপস্থিত হ'লেন। বেলা একটা পর্য্যন্ত সদালাপে সময় কাটিয়ে' আমাদের বাঙালী মতে আহাহার হ'ল। তারপরে বেলা আড়াইটেয় কবির সঙ্গে চ'ল্‌লুম Phayre Street ফেয়ার স্ট্রীটে বাঙালীদের এক বইয়ের দোকানে, Modern Publishing House-এ। এখানে কবি কতকগুলি বই কিন্‌লেন। রাস্তার ধারে ব'সে কবিকে নিয়ে গ্রুপ্‌-ফোটো তোলা হ'ল, তখন রাস্তার লোক-চলাচল খানিক ক্ষণের জন্য বন্ধ হ'ল।

কবিকে বাঙালী ছাত্রদের আয়োজিত সভায় আমরা নিয়ে গেলুম। অনেক-গুলি বাঙালী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। "গান্ধী হাসপাতাল" নামে পরিচিত রেঙ্গুনের বিখ্যাত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালক স্বামী শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ এই সভায় সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন, আর একজন স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকও ছিলেন. তাঁর নামটি ভুলে যাচ্ছি। এ সভা বেশ জ'মেছিল, বাঙলা গানে আর আলাপ-আলোচনায়। কবি একটি ছোটো বক্তৃতা দিলেন, বেশ উদ্দীপনাময় ভাষায়— যাতে বর্মায় বাঙালী আর অন্যজাতীয় মানুষের মধ্যে— অন্য ভারতীয় আর বর্মী দুই-ই, এদের সকলের মধ্যে— একটা আত্মীয়তা আর একতার ভাব গ'ড়ে ওঠে।

বিকালের দিকে কবিকে একটু বিশ্রামের জন্য জাহাজে পৌঁছে দিয়ে আমরা —সুরেন-বাবু আর আমি— ডাক্তার রাউফের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম।

Phayre Street-এ Burma National Stores-এ আমরা বর্মার কারু-শিল্পের এক অপূর্ব সংগ্রহ পেলুম—পৌনে ছটা থেকে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে নানা জিনিস আমরা দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। আমি তিনটি ছোটো ধাতু-মূর্তি কিন্‌লুম—একটি ব্রোঞ্জে, বর্মী মেয়ে আরসি সাম্‌নে রেখে চুল বাঁধ্‌ছে, পেগুর শিল্পীর তৈরী, দাম নিলে বত্রিশ টাকা; জর্‌মান সিলভারে তৈরী একটি বর্মী নর্তক, কুড়ি টাকা; আর পেতলের একটি বর্মী নাচুনি মেয়ে, আট টাকা। অল্প দামের কতকগুলি লাখের বা গালার কাজের ঢাকনওয়ালা বাটি নিলুম। সুরেন্‌-বাবু বিশ্বভারতী-কলাভবনের জন্য কতকগুলি জরির কাজ-করা বর্মী রেশমী কাপড় আর লাখের জিনিস নিলেন— এক শ' টাকার উপর দাম প'ড়্‌ল।

তারপরে সন্ধ্যেবেলায় আমরা Tagore Reception Camp-এ হাজির হ'লুম— ফুকোন্‌ পল্লীতে, এখানে Indo-Burma Federation of Arts-এর সভ্যরা মিলিত হ'য়েছিলেন। শ্রীযুক্ত সুবোধ চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে কারে ক'রে কবিকে শহরে একটু ঘুরিয়ে' এনে এই সভায় পৌঁছে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের এক কন্যা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রাউফ ইন্দো-বর্মা ফেডারেশন অভ্‌ আর্টস্‌-এর পক্ষ থেকে কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন, তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'র্‌লেন। কবিও শিষ্টতার সঙ্গে তার উত্তর দিলেন। এই রকম স্বল্প অনুষ্ঠানের মধ্যে কবিকে স্বাগত করা হ'ল।

আজ রাত্রেও সুধীর-বাবুর বাড়িতে আমাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল—রাত নটায় আহার হ'ল। ডাক্তার রাউফের সঙ্গে আলোচনা হ'ল। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর ইস্‌লামী বিদ্যার অধ্যয়নের জন্য যে এক লাখ টাকা বিশ্বভারতীকে দান ক'রেছিলেন, তার জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক কে হ'তে পারেন? লখ্‌নৌয়ের ডাক্তার তারাচাঁদের কথা হ'ল, আমাদের ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহেদ সুহ্‌রাওর্দীর কথাও হ'ল।

রাত দশটায় আমরা জাহাজে ফির্‌লুম। ইতিমধ্যে এক ইংরেজ কাস্টম্‌স্‌ অফিসার, কবির অনুরাগী, এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিয়ে গেলেন। ডাক্তার রাউফের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমরা সকলেই খুব খুশী হই। জাপানী কীটতত্ত্বের অধ্যাপক, আমাদের জাহাজের সহযাত্রী, আমাদের কেনা বর্মী শিল্প-দ্রব্য খুঁটিয়ে দেখ্‌লেন, ভদ্রলোক খাঁটি শিল্পরসিক, জিনিসগুলির যথাযথ বিচার

অনেকটা ক'রতে পারলেন— এইগুলিতে প্রাচীন সৌন্দর্য্যের আমেজ আছে, এগুলি আধুনিকগন্ধী ও নকলী, ইত্যাদি।

সোমবার, ২৪এ অক্টোবর, অমাবস্যা

আজ কালীপূজা, দীপাবলী। আর দু' দিন আর তিন রাত্রি পরেই ক'ল্‌কাতা পৌঁছোবো। ভোর ছটায় আমাদের জাহাজ রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রলে। রেঙ্গুন নদীর মোহনায় জলে নানা রকম রঙের সমাবেশ— শহরের কাছে ঘোলা হ'ল্‌দেটে রঙ্‌ জলে, তারপরে ধীরে-ধীরে সেটা হ'ল ফিকে সবুজ, একটু দূরে ঘন সবুজ জল, তার পরে ঘন নীল, শেষটায় কৃষ্ণাভ নীল। আজকের দিনটা শুয়ে ব'সে, বই প'ড়ে কাটানো গেল। Galsworthyর লেখা *Saint's Progress* পড়া গেল। বিকালে, প্রায় সোজা নাকের সাম্‌নে, একটু বাঁ দিকে, সূর্য্যাস্ত হ'ল, কবির পাশে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' তাঁর সঙ্গে দেখা গেল। টকটকে, লাল মেঘ নীল জলের উপরে ছায়া ফেলে যেন ঝল্‌মলে' বেগুনে' রঙের সৃষ্টি ক'রছিল।

২১এ অক্টোবর তারিখে কবির "বালী" ("সাগরিকা") কবিতাটি আমার খাতায় নকল ক'রে নিয়েছিলুম। আজ "যবদ্বীপ" ("শ্রীবিজয়লক্ষ্মী"), "বোরো-বুদুর" প্রভৃতি অন্য আরও কয়েকটি কবিতা খাতায় নকল ক'রে নিলুম। দ্বীপময়-ভারত ও শ্যাম-দেশ ভ্রমণের কালে, কবি "বালী" আর এই কবিতাগুলি রচনা করেন। কবি আমার খাতায় প্রত্যেকটি কবিতার নকল প'ড়ে নীচে তাঁর নাম সই ক'রে দিলেন। এই কবিতাগুলি 'পরিশিষ্টে' তুলে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেকটি কবিতার রচনার তারিখ ও স্থানের নাম আমার খাতায় য াযথ লিখে রাখি। এই কবিতাগুলি হ'ল এই যাত্রায় ভারতমাতা ও বাগ্‌দেবীর চরণে কবির পুষ্পাঞ্জলি।

আমার কন্যা পুঁটু (সুধা) আজ তিন বছরে প'ড়্‌ল। আজ তার কথা বিশেষ ক'রে মনে প'ড়্‌ছিল।*

*সুধা ছিল আমাদের প্রথম সন্তান, সাত বৎসর বয়সে ম্যাস্টয়েড অ্যাবসেস্‌-এ (কানের পাশে হাড়ের মধ্যে ফোড়া) বহু কষ্ট পেয়ে মারা যায়।

মঙ্গলবার, ২৫এ অক্টোবর ১৯২৭

পিনাঙ্-এ জাহাজে ওঠ্বার পর থেকেই একটা ভীষণ আলস্যে ধ'রেছে— লিখ্তে প'ড়্তে, নড়া-চড়া ক'র্তে যেন ভালো লাগ্ছে না। দেশের ছোঁয়াচ আজ থেকেই যেন পাচ্ছি। আজ সকাল থেকেই দেখ্ছি— সমুদ্রের কালো জলের উপরে থোকা-থোকা আধ-শুখ্নো আধ-কাঁচা কচুরিপানা ভেসে বেড়াচ্ছে—কোথাও হ'ল্দে; কোথাও এখনও সবুজ র'য়েছে। বাঙলা দেশের নদীর জল বেয়ে এই কচুরিপানা বঙ্গোপসাগরে অনেকটা দূরে এসে প'ড়েছে—আমরা বর্মা আর বাঙলাদেশের সাগরের এলাকার মাঝামাঝি পথেই আছি। সকালে জাহাজের অফিসারদের সঙ্গে দু' দান ডেক্ গল্ফ্ খেলা গেল। জাহাজের জাপানী ডাক্তারটিও খেলায় যোগ দিলেন। জাপানীরা স্বাধীন জাতি হ'লেও ইংরিজি শব্দ খুব ব্যবহার ক'রে থাকে দেখ্লুম। জাহাজের ডাক্তারকে তারা 'দোক্তোর' ব'লেই ডাক্‌ছিল।

সকালে জাহাজের কাপ্তেন সুরেন-বাবুকে আর আমাকে উপরে Bridge ব্রিজ-এ নিয়ে গেলেন, এই ব্রিজ থেকেই জাহাজ চালানো হয়। তাঁর খাস কামরায় কত যন্ত্রপাতি, কত সাগরের নক্‌শা—নক্‌শাগুলি ইংরিজিতে। অতি অমায়িক সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা ক'র্লেন তাঁর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে। চার্ট বা মানচিত্র, sextant, রকমারি ঘড়ির আকারের যন্ত্র, কত কী। কি ভাবে জাহাজ চালায় জলের উপর সোজা পথ ধ'রে—ঝড় বা জোর-হাওয়ায় কি ক'রে এই সোজা পথ অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়—সমুদ্রের গভীরতার মাপ নেওয়া-ও সঙ্গে-সঙ্গে চলে—এই-সব কথা আমাদের জানাতে চেষ্টা ক'র্লেন। যন্ত্রপাতি প্রায় সব-ই ইংলাণ্ডের তৈরী। কাপ্তেন তাঁর নিজের পাঠের জন্য যে বই সঙ্গে ক'রে এনেছেন তা দেখালেন—বিশেষ ক'রে ভারত-ভ্রমণ বিষয়ে, আর ভারতের বৌদ্ধশিল্প সম্বন্ধে দু'খানি জাপানী বই।

দুপুরে খাওয়ার আগে ডেক-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে খানিক ঘুরে, গল্প ক'রে এলুম। কুড়ি বছরের ক্যালিফোর্নিয়া-প্রবাসী শিখটির সঙ্গেও আলাপ ক'র্লুম। কী আগ্রহে বা সুখে বা আশায় সে দেশে যাচ্ছে তা বুঝ্লুম না। বাঙালী দর্জিরা খুব ফুর্তি ক'রে তাস খেল্‌ছে।

দুপুরের আহারের পরে ডেকের রেলিঙের ধারে একখানা কেদারায় ব'সে সাগরের শোভা দেখতে লাগ্লুম। পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ, রোদ্দুরে ঝলমল

ক'র্‌ছে। তলায় উজ্জ্বল ফিকে নীল সমুদ্র। বিকালের দিকে রঙ ব'দ্‌লে ঘন কৃষ্ণ-নীল হ'ল এই রঙ। আজো সন্ধ্যার দিকে কবি এসে সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে ব'স্‌লেন, আমিও দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লুম। কবি আজ আমাদের সামাজিক ব্যাপার নিয়ে একটু চিন্তার উদ্রেককর কত কথা ব'ল্‌লেন—হিন্দুদের মধ্যে একতার অভাব, জাতির ঘোঁট, জাতীয়তার অভাব। শিখদের মধ্যে তাদের সংহতিবোধের আর একতার প্রশংসা কবি ক'র্‌লেন। এক শ্রেণীর হিন্দু গোঁড়ামিকে তিনি মুসলমান সমাজের একশ্রেণীর লোকের অসহিষ্ণু ধর্মধ্বজী গোঁড়ামির সঙ্গে এক পর্য্যায়ের বস্তু ব'লে, সে-সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ক'র্‌লেন।

জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অন্য সাধারণ জাপানীর মতো প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপাসক। মিসর-দেশের সুয়েজ-খালের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তিনি খান দুই মিসরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড়ো-বড়ো ফোটোগ্রাফ কিনে এনেছেন—প্রকৃতির রুক্ষ রূপ, মরুভূমির বালির সমুদ্রের দৃশ্য—জলের ঢেউয়ের মতো বিরাট্‌-বিরাট্‌ বালির লহর, সুদূর কোণে এক জায়গায় উটের পাশে আরব মরুবাসী জন দুই দাঁড়িয়ে'। তাঁর নিজেদের দেশে প্রকৃতির যে দাক্ষিণ্যপূর্ণ মুখ তিনি দেখ্‌তে পান—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্য-শষ্প শ্যামলা তাঁর Yamato য়ামাতো-ভূমি—সূর্য্যোদয়ের দেশ, নিপ্পোন বা জাপান, এ একেবারে তার বিপরীত। ইনি এই ছবি দু'খানি আজ সকালে কবির কাছে দিয়ে যান, এই অনুরোধ ক'রে যে তিনি যদি দয়া ক'রে ছবি দু'খানিতে তাঁর নাম সই ক'রে দেন, আর কবিতার আকারে দু' ছত্র লিখে দেন। আজ দুপুরে কবি এঁর এই অনুরোধ পালন করেন—ছবি দু'খানিতে বাঙলায় আর ইংরিজিতে তাঁর দস্তখৎ তিনি ক'রে দেন, আর বাঙলায় চার লাইনের দুটি বিষয়োপযোগী কবিতা তার ইংরিজি অনুবাদ-শুদ্ধ ছবি দু'টিতে লিখে দেন। এই ছোটো কবিতা দুটি কবির কোন্ গ্রন্থে, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র কোন খণ্ডে কোথায় স্থান পেয়েছে, আমার জানা নেই।

জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কবি সই-করা নিজের এক ফটোগ্রাফ উপহার দিলেন। জাহাজের অফিসারেরা আজ বিকালে কবিকে আর আমাদের নিয়ে তাঁদের সঙ্গে একসাথে এক ফোটোগ্রাফ নিলেন, তাঁদের জাহাজে সম্মানিত অতিথি-রূপে কবির ভ্রমণের স্মারক হিসাবে।

বুধবার, ২৬এ অক্টোবর

আজ জাহাজে আমাদের শেষ রাত্রি। দুপুরে কবির সঙ্গে আমাদের নানা ঘরোয়া কথার—'বাঙালীয়ানা' নিয়ে আলোচনা হ'ল। কবি একটু জোর দিয়েই ব'ল্লেন, বাঙালীর পোশাকে (মাটিতে কোঁচা লুটিয়ে' চলা), আচারে, ভব্যতায় একটা ঢিলেঢালা ভাব আছে, সেটাকে কাটিয়ে' ওঠা দরকার—বহু স্থলে এই বাঙালীয়ানা একটা গেঁয়ো ব্যাপার মাত্র, নাগরিকতা বা শালীনতা তাতে নেই, বরং আছে একটা provincial vulgarity—ভারতের অন্য জা'তের তুলনায় রেঙ্গুনে বাঙালীদের মধ্যে সেটা একটু বেশী ক'রেই তাঁর চোখে লেগেছে ব'লে তিনি ব'ল্লেন। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বাঙলা পাঁজির কথা উঠ্‌ল। আজকালকার 'স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহপঞ্জিকা'তে ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি থাকে—এটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। আর তা ছাড়া নানা রকম ব্যাধির বর্ণনাত্মক বীভৎসতা। কবির মতে, আমাদের গৃহপঞ্জিকার ভদ্র সংস্করণ বা'র হওয়া উচিত।

আজ সূর্য্যাস্তের সময় রঙের বাহার তেমন নেই। সূর্য্যাস্তের সময়ে কবি যেমন ডেকের উপরে ব'সে তার প্রতীক্ষা করেন, সূর্য্যোদয়ের সময়েও তিনি প্রকৃতি দেবীর স্বাগত ক'র্‌তে ছাড়েন না। খুব ভোরে এইজন্য তিনি ওঠেন। আমাদের তা সব দিন দেখা হয় না, কারণ তখন আমরা প্রায়ই শয্যা আশ্রয় ক'রে থাকি।

আজ রাত্রে জাহাজের কাপ্তেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশেষ ভালো ক'রে খাওয়ালেন—Sayonara Dinner বা বিদায়ী নৈশ-ভোজ হ'ল। বিদায়ের সময়ে জাপানী ভাষায় Sayonara 'সাইওনারা' শব্দটি ব্যবহার করে, ইংরিজির Goodby বা Farewell, ফরাসীর Au revoir, জর্‌মানের Auf Wiedersehen আর আমাদের 'পুনর্দর্শনায়' শব্দের মতো। চমৎকার ছাপা, জাপানী প্রাচীন Ukiyo-ye বা সামাজিক-চিত্র পর্য্যায়ের কাঠে-খোদা জাপানী সুন্দরীর রঙীন প্রতিকৃতি-যুক্ত মেনু-কার্ড বা ভোজ্য-তালিকায় সকলের নাম সই করিয়ে' নেবার পালা চ'ল্‌ল—এই ভোজের স্মারক হিসাবে রেখে দেবে।

রাত দশটায় আমাদের জাহাজ গঙ্গার মুখে এসে পৌছাল'। Pilot Ship 'পাইলট-শিপ্' বা আড়কাঠি-জাহাজ থেকে Pilot বা দিশারু গঙ্গার মধ্যে

আমাদের জাহাজকে ঠিকমতো চালিয়ে' নিয়ে যাবার জন্য আমাদের এই জাপানী জাহাজে এসে উঠ্‌লেন।

কাল কবি জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে দু'খানি ছবিতে যে ছোটো কবিতা দুটি, ইংরিজি অনুবাদ শুদ্ধ, লিখে দেন, আজ আমি সেই দুটি আমার খাতায় লিখে নিলুম।*

বৃহস্পতিবার ২৭এ অক্টোবর, ১৯২৭

সকাল আটটায় গঙ্গামুখ থেকে জাহাজ যাত্রা ক'রে, সারাদিনে ৯০ মাইল পথ ভাগীরথীর ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে, বিকাল সাড়ে চারটেয় ক'ল্‌কাতায় Outram আউটরাম ঘাটে আমাদের জাহাজ পৌঁছাল'। জাহাজ-ঘাটে কবিকে আর অন্য যাত্রীদের স্বাগত করবার জন্য আত্মীয়-মিত্র সমাগম।

এইভাবে কবির সঙ্গে আমাদের দ্বীপময়-ভারত (ইন্দোনেসিয়া) ও শ্যাম-দেশে (ইন্দোচীন) ভ্রমণ সাঙ্গ হ'ল। এই ভ্রমণ আরম্ভ হ'য়েছিল ১২ই জুলাই ১৯২৭, মঙ্গলবার ; ঐদিন বিকালে কবির সঙ্গে আমরা ক'ল্‌কাতা থেকে রেলে মাদ্রাজ যাত্রা করি, পরে ১৪ই জুলাই মাদ্রাজ থেকে জাহাজে ক'রে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরে নেমে এক মাস এক সপ্তাহ ধ'রে সমগ্র মালয়-দেশ পরিভ্রমণ ক'রে, আমরা ২১এ আগস্ট রবিবার বাতাবিয়ায় যবদ্বীপে পৌঁছাই। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে ৩০এ সেপ্টেম্বর কবি শ্যাম-যাত্রা করেন। আমরা তার পরের দিন তাঁর অনুগমন করি। ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারতে কবির অবস্থান হ'য়েছিল প্রায় এক মাস দশ দিন। তার পরে ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত দশ দিন ধ'রে শ্যামদেশ-দর্শন। এই যাত্রায় কবি সাড়ে তিন মাস ধ'রে বাইরে ছিলেন।

ভারতের সঙ্গে মালয়-দেশের, দ্বীপময়-ভারতের আর শ্যাম-দেশের সাংস্কৃতিক যোগ কবির এই ভ্রমণে এই যুগে দৃঢ়-ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমার মনে হয়, আধুনিক কালে এশিয়ার তথা পৃথিবীর আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতার বিকাশে কবির এই দেশদর্শন ও মৈত্রীস্থাপন একটি প্রধান লক্ষণীয় ঘটনা হ'য়েছিল। এর যে সুদূর-প্রসারী প্রভাব, ভারতের, ইন্দোনেসিয়ায় আর ইন্দোচীনের সাংস্কৃতিক আর রাজনীতিক জীবনে, ভাবজগতে আর রাষ্ট্রজীবনে

* 'পরিশিষ্টে' এই ছোটো কবিতা দুটি, ইংরিজি অনুবাদ সমেত, তুলে দেওয়া হ'ল।

এসেছে, তার নিরপেক্ষ আলোচনা হওয়া উচিত। শঙ্করাচার্য্যের ভারত-পরিক্রমাকে যেমন 'শঙ্কর-বিজয়' বলা হয়, তেমনি ভারতবর্ষ থেকে আগত 'মহাগুরু' রবীন্দ্রনাথের এই 'দ্বীপান্তর' বা 'নূসান্তর' অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতে ভ্রমণকে, বলিদ্বীপীয় লোকেদের কথা অনুসারে, 'মহাগুরু-বিজয়' ব'লতে পারা যায়॥

পরিশিষ্ট (ক)

দ্বীপময়-ভারত ও শ্যাম-দেশ ভ্রমণের কালে কবি-রচিত কয়েকটি কবিতা

বাঙলা ১৩৩৪ সালে (ইংরেজি ১৯২৭) দ্বীপময়-ভারত ও শ্যাম-দেশ ভ্রমণের কালে, এশিয়ার এই দক্ষিণ-পূর্ব ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা স্মরণ ক'রে, আর স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরিবেশে, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাগুলি ঐ বৎসর-ই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :—"শ্রীবিজয়লক্ষ্মী" কার্ত্তিক সংখ্যায়, "বোরোবুদুর" অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, "বালী" পৌষ সংখ্যায়, "সিয়াম" (প্রথম দর্শনে) আর "সিয়াম" (বিদায়কালে) মাঘ সংখ্যায়। "বালী" কবিতাটি ছাড়া, অন্য চারটি কবিতা ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত 'যাত্রী' গ্রন্থে ("জাভাযাত্রীর পত্র" অংশে) পুনর্মুদ্রিত হয়। "বালী" কবিতাটি, শেষের আগের স্তবকটি বাদে, "সাগরিকা" নামে, ঐ বৎসরেই প্রকাশিত 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে গৃহীত হয়। অন্য চারটি কবিতাও ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে গৃহীত হয়। সব কয়টি কবিতা-ই আমার খাতায় নকল ক'রে রেখেছিলুম। কবি প্রত্যেকটি কবিতার নকল প'ড়ে তার নীচে নিজের নাম সই ক'রে দিয়েছিলেন। "বালী" কবিতাটিতে তিনি নিজের হাতে কিছু সংশোধন আর সংযোজনও ক'রেছিলেন। কবিতাটির মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে আমার খাতায় ধৃত সংশোধিত পাঠের অমিল নেই। কিন্তু অন্য চারটি কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে আমার খাতায় লিপিবদ্ধ পাঠের কোনও-কোনও স্থানে একটু-আধটু পার্থক্য আছে। আবার, তিনটি কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র পঞ্চদশ খণ্ডে ধৃত পাঠের সঙ্গে অন্যত্র মুদ্রিত পাঠের দুই-এক স্থানে কিঞ্চিৎ অমিল আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে (পঞ্চদশ খণ্ড, ১৩৬০ সংস্করণ) ধৃত পাঠ-ই অনুসরণ করা হ'ল, আর পাদটীকায় যথাস্থানে পাঠভেদও দেওয়া হ'ল। এই কবিতাগুলির শেষে দেওয়া হ'ল ছোটো দুটি কবিতা, ইংরিজি অনুবাদ শুদ্ধ—ফিরতি পথে Awa Maru 'আওয়া-মারু' জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে কবি দুখানি ছবিতে এই দুটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন (পৃঃ ৬৬২)। তারপর, আমার খাতা থেকে "বালী" কবিতাটির নকলের আলোকচিত্র তুলে, সেটি ছাপিয়ে' দেওয়া হ'ল—এতে কবির নিজের হাতে লেখা সংশোধন ও সংযোজনও দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। সবশেষে, রোমান হরফে দেওয়া হ'ল যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত একটি কবিতা আর তার নীচে তার ইংরিজি আর ইন্দোনেসীয় ভাষায় (মালাইয়ে) অনুবাদ —রবীন্দ্রনাথের "শ্রীবিজয়লক্ষ্মী"-শীর্ষক কবিতার উত্তরে যবদ্বীপের মুখ্য এক কবি এই কবিতাটি রচনা ক'রেছিলেন (পৃঃ ২৬২)॥

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী [১]

তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পুবেন বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইল কানে, বললে দশভুজা,
"অজানা ওই সিন্ধুতীরে নেব আমার পুজা।" [২]
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পুব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, "চলো, চলো"। [৩]
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে,
"আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে।"
তোমার ডাকে উতল হ'ল বেদব্যাসের ভাষা—
বললে, "আমি ওই পারেতে বাঁধব নূতন বাসা।" [৪]
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে,
"আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে।"

সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাসল আমার তরী,—
শুভ্র পালে গর্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভরি।
তোমার ঘাটে লাগল এসে, জাগল সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।
প্রথম দেখা আবছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্তঋষির আশীর্বাদে ভরা।
প্রাতে মোদের মিলনপথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে-পথ বেয়ে লাগল দোঁহার প্রাণের আনাগোনা।

---

১ আমার খাতায় লেখা শিরোনাম 'যবদ্বীপ'।
২ খাতায় লিখিত পাঠ : ' "আনো তরী, ঐ পারেতে নেবো আমার পূজা।"
৩ খাতায় : 'পুব সাগরের পানে আমায় ব'লূলে "চলো চলো।" '
৪ খাতায় 'নূতন'-স্থলে 'নতুন'।

দুইজনেতে বাঁধনু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বসনু সেথায় একটি আসন পেতে
বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে।
কালের রথের ধুলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে[৫]
ক্লান্তহাতে রিক্তমনে একা আপন তীরে।[৬]
বঙ্গসাগর বহুবরষ বলে নি মোর কানে
সে যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।[৭]
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইল না সেই গান
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।[৮]
মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে[৯]
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিল রাখিবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে,
সেই রাখি যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।[১০]
এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।[১১]
সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো—
নূতনপাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।

৪ ভাদ্র ১৩৩৪
[বাটাভিয়া] যবদ্বীপ

৫ খাতায়: 'বিস্মরণের ভাঁটার স্রোতে কবে এলেম ফিরে'।
৬ খাতায়: 'ক্লান্ত মনে রিক্ত হাতে একলা আপন তীরে।'
৭ খাতায়: 'সে যে কভু সেই সেদিনের গোপন কথা জানে।'
৮ খাতায় পাঠ 'বছর'-স্থলে 'বরষ'।
৯ খাতায় 'তোমার'-স্থলে 'তোমায়'।
১০ 'পরিশেষ' গ্রন্থে 'আজো'-স্থলে 'আজও'।
১১ 'পরিশেষ' গ্রন্থে 'আজো'-স্থলে 'আজও'।

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে

অরণ্যের বন্দনমর্মরে ;

নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি'

শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী

ধ্যানমগ্ন-আঁখি।

উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,

কী সাহসে চাহিল পাঠাতে

আপন পূজার মন্ত্র যুগযুগান্তরে।

অপরূপ অমৃত অক্ষরে

লিখিল বিচিত্র লেখা ; সাধকের ভক্তির পিপাসা

রচিল আপন মহাভাষা—[১]

সর্বকাল সর্বজন

আনন্দে পড়িতে পারে যে-ভাষার লিপির লিখন।

সে-লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,

সে-লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।

সে-লিপির বাণী সনাতন

করেছে গ্রহণ

প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

অদূরে নদীর কিনারাতে

আল-বাঁধা মাঠে

কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে ;-

আঁধারে আলোয়

প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়

১ খাতায় : 'রূপোচ্ছ্বাসে রচিল আপন মহাভাষা।'।

ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে-লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলাল নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কত দিন,
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে[২]
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

অর্থ আজ হারায়েছে সে-যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী,—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।

২ খাতায়, 'প্রবাসী'-তে, 'যাত্রী'-তে, 'পরিশেষ'-গ্রন্থে : 'বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণের সংগীতের তানে'।

চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা ;
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে[৩],
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে—
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া ;
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন[৪],
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭
বোরোবুদুর [যবদ্বীপ]

৩ খাতায় 'ঊর্ধ্বশ্বাসে'-স্থলে 'ঊর্ধ্বশ্বাস'।
৪ খাতায় এই পংক্তি ও পরবর্তী দুই পংক্তির পাঠ : 'পীড়িত ধরণী মুক্তিহীন,—/আবার যে তারে/আসিতে হবে এ তীর্থদ্বারে'।

বাণী

['মহুয়া'-তে শিরোনাম "সাগরিকা"]

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,—
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী"।

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে"।
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতি, তুলিনু চাঁপাফুল।
দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলী গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে।

চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি", কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিত করে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে।"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,—
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।"
চাহিলে হাসিমুখে,
আধো চাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে।

ফুরালো দিন কখন্ নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতনভরা তরী।

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে

আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিতকল্লোলে।

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণরাগে,—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে,
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্বোধনমন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি যুগল করি পাণি।*

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে;
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,—
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না।

১লা অক্টোবর, ১৯২৭
মায়র জাহাজ

*আমি এই স্তবকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'র্‌তে, কবি আমায় [illegible]লেন—"এখানে 'মহাযোগী' কে, বুঝ্‌লে?" আমি বলি— "'মহাযোগী' তো শিব—'যোগীশ্বর'। যেমন বিষ্ণু হ'চ্ছেন 'যোগেশ্বর'।" তাতে কবি ব'ল্‌লেন— "কেবল শিব কেন? বুদ্ধ-ও যে 'মহাযোগী'। বলিদ্বীপে দেখ্‌লে না, 'পদণ্ড শিব'-এর পাশে 'পদণ্ড বুদ্ধ'-ও আছেন—শিব আর বুদ্ধ ওদেশে যে এক হ'য়ে গিয়েছেন।"

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে[১]
আনন্দমুখর উদ্বোধন,—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন[২],
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে[৩],
দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে[৪],
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে,—
সে-মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে[৫]
কবে এল কেহ নাহি জানে[৬]
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থসমীরণে।

সে-মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান[৭]।

১ খাতায়—'দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল খুলে'।
২ খাতায়—'উদ্দাম বিপুল ভাব ধরিতে পারে না মন'।
৩ খাতায় 'হল'-স্থলে 'হয়'।
৪ খাতায় 'আত্মত্যাগসাধন স্ফূর্তিতে'।
৫ খাতায় 'তব কানে'-স্থলে 'তোমার কানে'।
৬ 'প্রবাসী'-তে ও 'যাত্রী'-তে—'সেদিন কখন্ এল কেহ নাহি জানে'।
৭ খাতায় 'করেছে'-স্থলে 'করিছে'।

সে-মন্ত্রভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে ;—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে[৮],
এক ধর্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।
সে-বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগ-যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ;
সে-বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,—
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা[৯],
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণ কীর্ণ মূক শিলারূপে,—

৮ খাতায় 'সর্বজনগণে'-স্থলে 'সমগ্র প্রজারে'।
৯ 'প্রবাসী'-তে, 'যাত্রী'-তে 'শান্তি'-স্থলে 'বাণী'।

ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি[১০]
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে-অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তারে দেখি লব[১১],—
ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে[১২]।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে-নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে-যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর[১৩]
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

11 October 1927
Phya Thai Palace Hotel
[Bangkok]

১০ খাতায় এই পংক্তি ও পরবর্তী তিন পংক্তির পাঠ—'ছিল যেথা বিস্মৃতি-কুয়াশা/ ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা/ সমাচ্ছন্ন করি/ বহু যুগ ধরি'।

১১ খাতায় 'দেখি'-স্থলে 'দেখে'।

১২ খাতায় 'ভারত-বাহিরে'-স্থলে 'ভারতের বাহিরে'।

১৩ খাতায় 'যে যুগের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পর'।

সিয়াম

বিদায়কালে

কোন্ সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম,
সে সিয়াম,
বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে[১]।
মুহূর্তে লয়েছি তাই চিনে[২]
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভরিয়াছি ক্ষণিকের পথিক-অঞ্জলি[৩]
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।
চিরন্তন আত্মীয়জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে[৪]
যে-অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে—
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্বলিত ধূপে।

১ খাতায়—'যুগান্তরে মিলনের দিনে'।
২ খাতায়—'তাই আজ মুহূর্তে ল'ব চিনে'।
৩ খাতায় 'ভরিয়াছি'-স্থলে 'ভরিয়াছে'। 'প্রবাসী'তে, 'যাত্রী'তে—'তাই আজ ভরিয়াছে অতিথির ক্ষণিক অঞ্জলি'।
৪ 'প্রবাসী'তে আর 'যাত্রী'তে এই পংক্তি ও পরবর্তী পংক্তির পাঠ—'যে অর্ঘ্য রচিলে তুমি সুন্দরের তপস্যাতে/ সুনিপুণ হাতে'।

আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে—
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।

৩০ আশ্বিন ১৩৩৪
ইণ্টরন্যাশনাল রেলোয়ে [সিয়াম]

['আওয়া-মারু' জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারের জন্ম ছবির উপরে লিখিত কবিতা]

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ সুর
রুদ্র তৃষ্ণা অসি হাতে মরুতলে আসন মৃত্যুর,
সে মহা নিঃশব্দ মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী :
"বাধা নাহি মানি।"

In the dumb desert, formless, colourless and still
Where death with a glittering sword of thirst in his hand
ever keeps watch,
Man's voice rings across an illimitable silence—
"Obstacles I refuse to know."

•

মরু রক্তাম্বরে জ্বালি তীব্র দীপ্তিশিখা
কুশ্রী সত্য মূর্তিমান্ মহা বিভীষিকা,
সুন্দর সে দূরে দূরে ছলিতেছে ঘুরে ঘুরে
মিথ্যা মরীচিকা।

Kindling red flames of heat in the desert sky
Ugly Truth sits still as a terror,
and Beauty that appears on the distant horizon
is a deception, a mirage.

S. S. Awa Maru
October 25, 1927

২১এ অক্টোবর, ১৯২৭, তারিখে আমার খাতায় নকল-করা রবীন্দ্রনাথের "বালী" ("সাগরিকা") কবিতাটির প্রথম পাঠ ও তার উপর ২২এ তারিখে কবির স্বহস্তে লিখিত সংশোধন ও সংযোজনের প্রতিলিপি পরবর্তী ছয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হ'ল।

প্রতিলিপির প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ দিকে উপরে চৌকা আকারের যে নকশাটি আছে, সেটি আমাদের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা মহাশয়ের আঁকা।

নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

বালী

সাগর-জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারি পাশ।
মকর-চূড় মুকুট-খানি পরি ললাট পরে,
ধনুক-বাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজ-বেশী,
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী।"
চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাই তোমার ফুল-বনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতি, তুলিনু চাঁপা ফুল।
দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি, বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।

তুই হ'লে সুন্দর হ'লে সাথী
আমার আলো তোমার কাছে মিলিল নিশীথিনী।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগর-জলে দোলে।

ফুরালো দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আমার তরী-খানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এলো সাগর-জলে দারুণ ঢেউ তুলে।
নয়ন-জলে ভাসি'
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতন-ভরা তরী॥

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে,
ভূষণ-হীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি'
তেমনি ক'রে র'য়েছে ভ'রে ডালিতে ফুলগুলি।
~~উৎসবের তরল [illegible]~~
~~আলোর মাঝে নাচালো চাঁদ সাগর-জলে যবে,~~
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে ;
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুল-বনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার
কিনা॥

S.S. Mijer
মাইয়র জাহাজ
১ অক্টোবর
১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(অনুলিখন.
Awa Maru জাহাজ সিঙ্গাপুর থেকে
রেঙ্গুনের পথে, ২১ অক্টোবর শুক্রবার
সন্ধ্যা)
সংশোধন সংশোধিত,
২২শে অক্টোবর
সকাল)

Katoer Padoeka Dr. Tagore

(A Malayan's Answer to the Poem addressed to Java)

[রবীন্দ্রনাথের "শ্রীবিজয়লক্ষ্মী" কবিতার উত্তরে যবদ্বীপের এক মুখ্য কবি 'দূতিতলক' যবদ্বীপীয় সাহিত্যিক সাধু ভাষায় এই কবিতাটি রচনা করেন। রোমান লিপিতে ডচ্ বানানে লেখা এই যবদ্বীপীয় কবিতায় oe=উ, ঊ ; tj, dj, sj=চ, জ, শ ; j=য় ; ng=ঙ ; ngg=ঙ্গ ; nj=ঞ। যবদ্বীপীয় কবিতাটির প্রত্যেক স্তবকের নীচে ইংরিজি অনুবাদ দেওয়া হ'ল। অধুনা পরলোকগত ডাক্তার Arnold Bake আর্নল্ড্ বাকে সম্ভবতঃ মূল যবদ্বীপীয় কবিতার একটি ডচ্ অনুবাদ পেয়ে তা থেকে ইংরিজি অনুবাদ ক'রে দেন। সেই অনুবাদটি Visvabharati Quarterly-তে (Old Series, Vol. V, No. 3, Oct. 1927) প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই মুদ্রিত ইংরিজি অনুবাদে চারটি স্তবক ছিল না—৮, ৯, ১৩, ১৪। ক'ল্কাতার ওলন্দাজ কন্সল্-জেনেরাল শ্রীযুক্ত Ph. H. Rogaar রোখার্ মহাশয় আমার অনুরোধে এই চারটি স্তবকের ডচ্ অনুবাদ থেকে ইংরিজি অনুবাদ ক'রে দেন, এইজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।]

1. Sampoen sawatawis dangoe,
   wonten warta kang kinanti,
   binabar ngèbèki kabar,
   padoeka arsa ngedjawi,
   sakalangkoeng bingah koela,
   ngoengkoeli manggih retnadi.

For a long while already a rumour had reached me, an expectance filled the air : it had pleased your heart to travel hither, and my joy was greater than in finding a jewel.

2. Sroening swara kang kaproengoe,
   Kadi pradangga ngrarangin,
   warna-warnaning pawarta,
   lir talèdèk kang njindeni,
   swara renjah moeloeh remak,
   wiletané milet ati.

A faint sound, like a gamelan at a distance,—the repeated rumour, like the song of a dancing-girl, with a far-off crystal ring, the melody of which enraptures the heart.

3. Daja-daja ndanga weroeh,
kajoengjoen ajoen kapanggih,
déné sampoen laloe mangsa,
ngantos saprika-sapriki,
boten natè sarawoengan,
sajekti oneng kapati.

How great the longing for surety, how mighty the longing to meet you : too long the season of our meeting had passed,—how burning the craving !

4. Angèngeti doeking dangoe,
tan njana kapisah ing sih,
dènè anggoeng goegoeloengan,
goemolong woes noenggal boedi,
sasat sadjiwa saraga,
lir moring kawoela goesti.

Remember how we never could believe in days past that our love would know separation ; perfect was our harmony, one our thought, one our soul and one our body,—the unity of God and creature nigh.

5. Marma panganggeping oeloen,
kadi kadang toewa jekti,
mring padoeka kang soesatya,
nenoentoen réh silastoeti,
sastra basa parikrama,
kagoenan preloening oerip.

Verily I saw in you my elder brother guiding me in the ways of the world, teaching me scripture, tongue and behaviour, and all that we need to exist.

6. Teka tininggal ngalangoet,
tamboeh-tamboeh angoelati,
kèwoehan petenging dalan,
tan bangkat bangkit mbabadi,
mlas arse kari anggana,
kadi rarjjalit kapentjil.

How lost I was for ages, blindly groping in the dark where I could not mark my way, pitifully left alone like a little bewildered child.

7. Marma pareng badè rawoeh,
kasok soekèng tyas kepati,
sotyaning tyas jèn pininda,
lir mina karoban warih,
lata kadresaning warsa,
dèrèng timbang maksih tebih.

Thus, when you chose to come, my heart overflowed with joy, my soul exulted like a fish in the fulness of water, like a plant in a refreshing shower of rain,—happier even than these.

8. Mangkè kalampahan rawoeh,
oeloen atoer poedyastoeti,
soegeng ing rawoeh padoeka,
nèng telenging tanah Djawi,
nagari ing Soerakarta,
moegi sakètja ing galih.

Now you have come, I offer you my respect; blessed be your arrival in the heart of Djawa, in Surakarta; may it go well with you there.

9. Mangka panambramèng tamoe,
pisegah tan amepeki,
lowoeng amoeng soemapala,
sakadar sageding langip,
soemangga sampoen goemelar,
poenapa ingkang kinapti.

To welcome such a guest no reception will be great enough; put up with the little I prepared to offer to you according to my poor abilities. What is it that you desire?'

10. Ponang palakirna penoeh,
taneman padoeka ngoeni,
poenika tengering marga,
pantjer patok kajoe oerip,
lawan malih damar tanda,
mangka papadanging boedi.

The trees once planted by you, laden with fruit, are now the living tokens showing you the path; the lamp, burning in our heart, will be a beacon, still more powerful than these.

11. Taksih tilas talesipoen,
pandjang soemboenipoen maksih,
badè dipoen djogi lisah,
sageda moeroeb lir ngoeni,
keni kinarja papadang,
maring don kang den oepadi.

Plentiful is the wick, and we will replenish the oil, so that it may burn as in the days of old and serve to guide us on the way we seek, along the foundations, remnants of the past.

12. Moegi angsala pangèstoe,
padoeka saged nenangi,
nanarik rosaning manah,
goemrégah toemandang mamirh,
kamoeljaning tanah Djawa,
mandiri madeg pribadi.

Bless me, awaken the strength of my heart, so that it may rise and work for the glory of this country and stand strong by its own strength.

13. Dahat tjoewaning tyas oeloen,
padoeka teka tan lami,
lalangen nèng tanah Djawa,
raosing tyas dèrèng poelih,
marem malih jèn marema,
mbok soemené sawatawis.

Great would be my disappointment if you would stay no longer in this country; the heart has not yet recovered completely; relax a bit longer here.

14. Taksih kobèt wantjinipoen,
lamoen meksa kadi poendi,
poewara soemanggéng karsa,
tarlen amoeng amoemoedji,
soegeng ing tindak padoeka,
lawan koela atoer weling.

Time does not press yet; but if it must be, may it go as it pleases you. Blessed be your departure, and this verse has been dedicated to you.

15. Ngatoerken genging panoewoen,
rawoeh padoeka mariki,
lan goenging pamoendi amba,
breakh padoeka ingoeni,
dadosa widji ngrembaka,
soeboer toemoewoeh andadi.

Great my thankfulness for your coming, great my veneration. Your blessing will be the seed of the future, growing rich in abundance.

16. Titi tatasing pangapoes,
kapapas kapesan boedi,
paripaksa manembrama,
pratjihnaning bodjakrami,
doega prajoga tinata,
dinala angga méstoeti.

Be this the end of my poem, created by my too weak mind, by the impulse to duly welcome you, gathering suitable words born from a simple, reverent heart.

Doetadilaga (Timboel).

Kepada Jang Mulja Dr. Tagore

[আধুনিক ইন্দোনেসিয়ার সরকারী ভাষা, Bahasa Indonesia, অর্থাৎ মালাই-ভাষার অনুবাদ—এই অনুবাদটি ক'ল্কাতার ইন্দোনেসীয় কন্সল্-জেনেরাল শ্রীযুক্ত Suprapto Partodipuro সুপ্রাপ্ত পার্থাধিপুর ক'রে দিয়েছেন, এবং তাঁরই আগ্রহে এটি মুদ্রিত হ'ল।]

1. Sudah sementara waktu,
ada berita jang sampai,
tersebar memenuhi pemberitaan,
Jang Mulja hendak berkundjung ke Djawa,
sangat menggembirakan hati kami,
melebihi mendapatkan batu ratna indah.

2. Derasnja suara jang terdengar,
bagaikan bunji gamelan sajup-sajup,
udjud berita jang sampai,
seperti pesinden jang menarik suara,
suara empuk enak terdengar,
nada lagunja menarik hati.

3. Buru-buru lekas melihat,
ingin sekali perhadap-hadapan,
karena sudah terlalu lama,
dari dahulu hingga sekarang,
belum pernah saling kenal,
sungguh sangat menggontjangkan.

4. Kalau mengingat begitu lama,
tak mengira terpisah kasih sanjang,
jang sedang berketjamuk,
sudah bulat mendjadi satu tekad,
bagaikan sedjiwa seraga,
seperti bergaulnja rakjat dengan pemimpin.

5. Karena anggapan kami,
seperti saudara tua sesungguhnja,
terhadap Jang Mulja jang bidjaksana,
memberi bimbingan tata-susila janr benar,
sastera bahasa dan tindak tanduk,
kebanggaan jang perlu untuk hidup.

6. Tetapi hanja tinggal djauh harapan,
seolah-olah tak perhatikan,
terhalang karena tak ada petundjuk,
tak mampu bertindak untuk berusaha,
kasihan tinggal harapan,
seperti anak ketjil jang sendirian.

7. Oleh karena berkehendak akan datang,
mengutjap sukur tulus hati,
pantjaran hati andaikan digambarkan,
seperti ikan mendapatkan air,
gembiranja hati jang meluap,
belum memadai masih djauh.

8. Nanti kalau betul datang,
kami mengutjapkan rasa senang hati,
selamat datang Jang Mulja,
dibagian tengah tanah Djawa,
daerah Surakarta,
semoga dapat menjenangkan hati.

9. Sebagai atjara penghormatan tamu,
hidangan jang kurang sempurna,
lebih baik dengan apa adanja,
sekedar apa jang terdapat,
dipersilahkan semua tersedia,
apa jang dikehendaki.

10. Semua buah-buahan ada,
tanaman seperti Jang Mulja alami,
itu sebagai pertanda djalan,
dasar pokok untuk pegangan,
lebih sebagai sinar lampu,
sebagai penjorot kehendak.

11. Masih ada bekas-bekasnja,
sumbunjapun masil pandjang,
mau ditambah minjak lagi,
agar bisa hidup seperti semula,
dipakai sebagai alat penerangan,
kepada tempat jang ditjari.

12. Semoga mendapat restu,
Jang Mulja dapat merasakan sendiri,
indah menarik hati,
bergerak bertindak berusaha,
untuk kemakmuran tanah Djawa,
mampu untuk berdiri sendiri.

13. Tetapi kurang puas sanubari kami,
karena Jang Mulja tidak bisa lama,
datang menindjau ditanah Djawa,
perasaan rindu belum habis,
puas sadja belim,
andaikata bisa lama sedikit.

14. Waktunja masih tjukup banjak,
tetapi kalau terpaksa bagaimana lagi,
hanja terserah jang dikehendaki,
tidak lupa hanja mendoakan.
selamat djalan Jang Mulja,
disertai dengan utjapan.

15. **Mengutjapkan sangat berterima kasih,**
kedatangan Jang Mulja kesini,
dan jang sangat kami perhatikan,
doa restu Jang Mulja semula,
supaja mendjadi benih jang berkembang biak,
subur tumbuh dimana-mana.

16. Sebagai tanda penutup,
apa boleh buat tidak bisa berbuat lain,
hanja bisa memeriahkan,
sebagai adat sopan-santun,
terserah bagaimana sudah disadjikan,
barang sudah terlandjur terdjadi.

পরিশিষ্ট (খ)

চিত্রাবলী

এই বইয়ের প্রথম দুই খণ্ড (॥ ক ॥ যবদ্বীপের পথে—মালয় দেশ, ও ॥ খ ॥ দ্বীপময় ভারত—সুমাত্রা বলিদ্বীপ যবদ্বীপ) 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে বইয়ের আকারে ক'ল্‌কাতার 'বুক কোম্পানি' থেকে প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'তে আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে অনেকগুলি ছবি ছাপা হ'য়েছিল। এই ছবিগুলির বেশীর ভাগ-ই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ আমার সহযাত্রীদের তোলা, অন্যগুলি নানা সূত্রে সংগৃহীত—পেশাদার ফোটো-গ্রাফারের তোলা ছবির সংগ্রহ থেকে, কিংবা মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে, আর দু'চারখানি ছবি-ওয়ালা পোস্ট-কার্ড থেকেও। পরবর্তী কালে আরও দু'বার আমি এই ভূখণ্ডে গিয়েছি, প্রত্যেক বারেই নোতুন-নোতুন কিছু ছবি সংগ্রহ ক'রেছি; তা ছাড়া, চিত্রসংবলিত নোতুন-ছাপা বইও মাঝে-মাঝে দু'চারখানি কিনেছি, উপহার স্বরূপ-ও পেয়েছি। শ্যাম-দেশ প্রসঙ্গ (তৃতীয় খণ্ড ॥ গ ॥ প্রত্যাবর্তনের পথে—শ্যাম-দেশ) কয়েক বছর আগে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'তে প্রথম ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন সেই সঙ্গে কোনও ছবি দেওয়া হয় নি। বইখানির বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণে, প্রথম সংস্করণের অনেক ছবিই দিতে পারা গেল না, কারণ মূল ফোটোগ্রাফগুলি খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, আর ছাপা বই থেকে ব্লক তোলাও সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। কিছু পুরানো ছবির সঙ্গে, পূর্বে সংগৃহীত কিন্তু অমুদ্রিত আর নব-সংগৃহীত কতকগুলি বাছা-বাছা নোতুন ছবি বর্তমান সংস্করণে পরিবেষণ করা হ'চ্ছে। দ্বীপময়-ভারত আর শ্যাম-দেশ—এই ভূখণ্ডের মানুষের আর তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের কিছুটা চাক্ষুষ পরিচয় এই ছবিগুলির মারফত হ'তে পারে, আশা করা যায়॥

চিত্র-সূচী

২৪। তরকারির দোকান—যবদ্বীপ।
২৫। নর্তকী-বেশে যবদ্বীপীয় কন্যা।
২৬। যবদ্বীপের কৃষক-বধূ।
২৭। যবদ্বীপীয় তরুণী।
২৮। যবদ্বীপের মাতা ও শিশু।
২৯। বাতিক্-বস্ত্র চিত্রণে নিযুক্ত যবদ্বীপের মেয়েরা।
৩০। বর-বেশে যবদ্বীপের রাজকুমার।
৩১। 'সেরিম্‌পি' নাচের পোশাকে যবদ্বীপের রাজকুমারী।
৩২। ঘটোৎকচ-নৃত্যে যবদ্বীপের রাজকুমার।
৩৩। পূর্ব যবদ্বীপ—নর্তকী।
৩৪। বলিদ্বীপের রঙ-করা কাঠের মূর্তি।
৩৫। বলিদ্বীপ—পদণ্ডের প্রস্তর-মূর্তি।
৩৬। বলিদ্বীপ—প্রাচীন ভাস্কর্য্য।
৩৭। বলিদ্বীপের মেরু বা মন্দির।
৩৮। মন্দির-তোরণ—বলিদ্বীপ।
৩৯। পুঙ্গব সুখবতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা—বলিদ্বীপ।
৪০। বলিদ্বীপীয় পদণ্ড (ব্রাহ্মণ পুরোহিত)।
৪১। মন্দিরে পূজারত মেয়েরা—বলিদ্বীপ।
৪২। বলিদ্বীপ—পাখা হাতে নাচ।
৪৩। বলিদ্বীপ—শোভাযাত্রা।
৪৪। শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় মৃতদের আত্মার প্রতীক—বলিদ্বীপ।
৪৫। শোভাযাত্রায় দর্শনার্থীদের ভীড়—বলিদ্বীপ।
৪৬। শোভাযাত্রা-দর্শনার্থীদের বিশ্রাম—বাঙ্‌লি (বলিদ্বীপ)।
৪৭। বাঞ্‌আতিস্-এর দাহস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণ (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত চিত্র)।
৪৮। মন্দিরে রাজা ও রাজপত্নী—বলিদ্বীপ।
৪৯। দেবার্চনার্থ মন্দিরে আগত বলিদ্বীপের রাজঘরের কন্যা।
৫০। মন্দিরের পথে বলিদ্বীপের গৃহস্থবধূ (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক অঙ্কিত)।

৫১। সামন্ত রাজা—বলিদ্বীপ।

৫২। রাজপত্নী—বলিদ্বীপ।

৫৩। ব্রাহ্মণ-পত্নী ও ব্রাহ্মণ-কন্যা—তালপত্রের পুঁথি পাঠে নিরত (বলিদ্বীপ)।

৫৪। বস্ত্রবয়ন-নিরত রাজঘরের মহিলা—বলিদ্বীপ।

৫৫। রাজকুমারীর পালকি—বলিদ্বীপ।

৫৬। বলিদ্বীপের গ্রামের মেয়ে।

৫৭। গৃহস্থ-বাড়িতে ধান-ভানা (বলিদ্বীপ)।

৫৮। 'তোপেঙ্' বা মুখস-পরা অভিনেতার দল—বলিদ্বীপ।

৫৯। পানের চুপড়ি হাতে বলিদ্বীপের কন্যা।

৬০। নর্তক ও নর্তকী—বলিদ্বীপ (কর্ণাটকের চিত্রকর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ হেব্বর কর্তৃক অঙ্কিত)।

৬১। পাহাড়ী নদীতে স্নানের দৃশ্য—বলিদ্বীপ (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ হেব্বর-অঙ্কিত)।

৬২। বাঙ্কক্—রাৎ ফ্রা-কেও (মরকত-বুদ্ধ মন্দির)।

৬৩। উমা }
৬৪। শিব } প্রাচীন ব্রঞ্জ-মূর্তি—শ্যাম-দেশ।

৬৫। সীতা ও রাম—শ্যাম-দেশের নৃত্য-নাট্য।

৬৬। রাৎ বেন্চাম বোপিত্র্ (পঞ্চম পবিত্র)—বাঙ্কক।

৬৭। শ্যামদেশীয় প্রাচীন প্রেম-কথার রাজকুমারী ও রাজকুমার (রাৎ ফ্রা-কেও-র আঙ্গিনায় রক্ষিত প্রস্তর-মূর্তি)।

৬৮। গৃহস্থ-কন্যা কর্তৃক শ্রমণকে ভিক্ষা-দান—শ্যাম-দেশ।

৬৯। মানচিত্র—ভারত ও বৃহত্তর ভারত—অস্ট্রিক ভাষার প্রাচীন প্রসার।

৭০। মানচিত্র—যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ।

৭১। মানচিত্র—বলিদ্বীপ।

৭২। মানচিত্র—মালয় ও শ্যাম-দেশ।

১। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

২। বলিদ্বীপের পদণ্ড (ব্রাহ্মণ পুরোহিত)-বেশে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩। সুমাত্রা—মেদানে রবীন্দ্রনাথ

সঙ্গে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, ডাক্তার বাকে, ডাক্তার বজার্স, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর ও চীনা সজ্জন-বৃন্দ
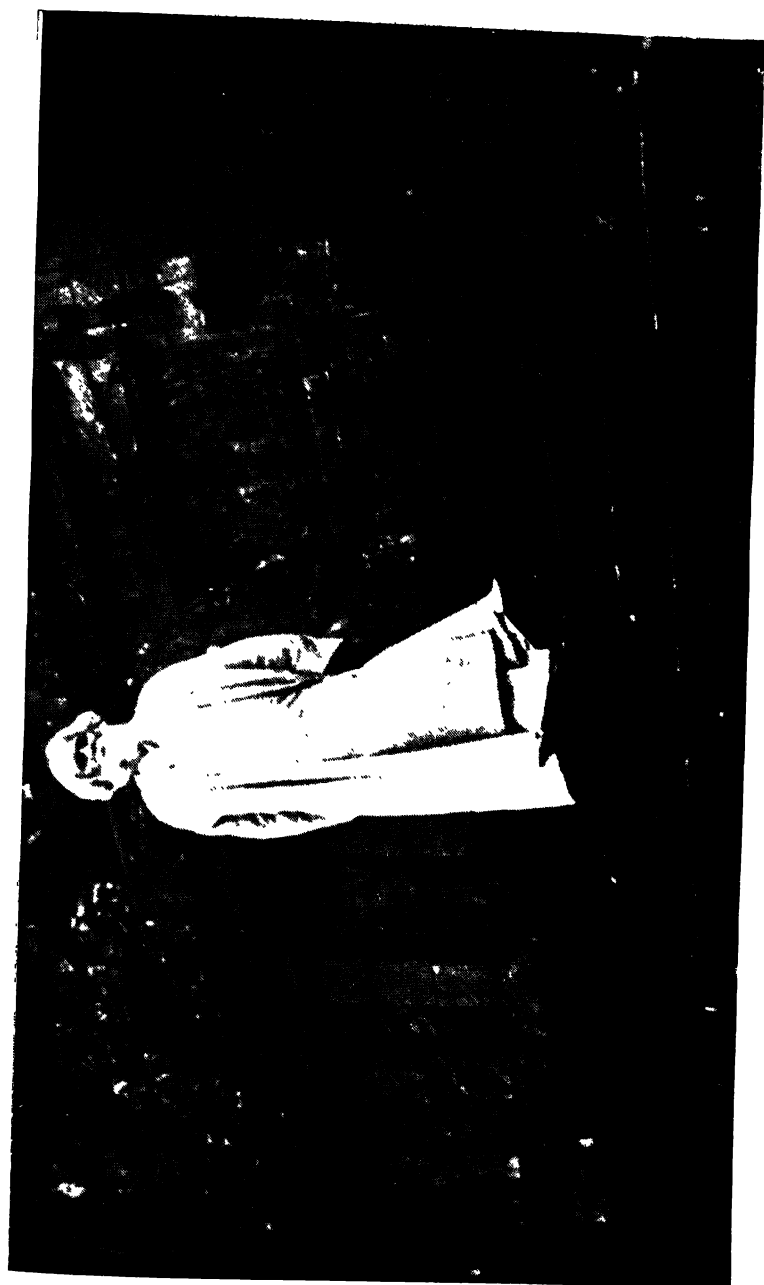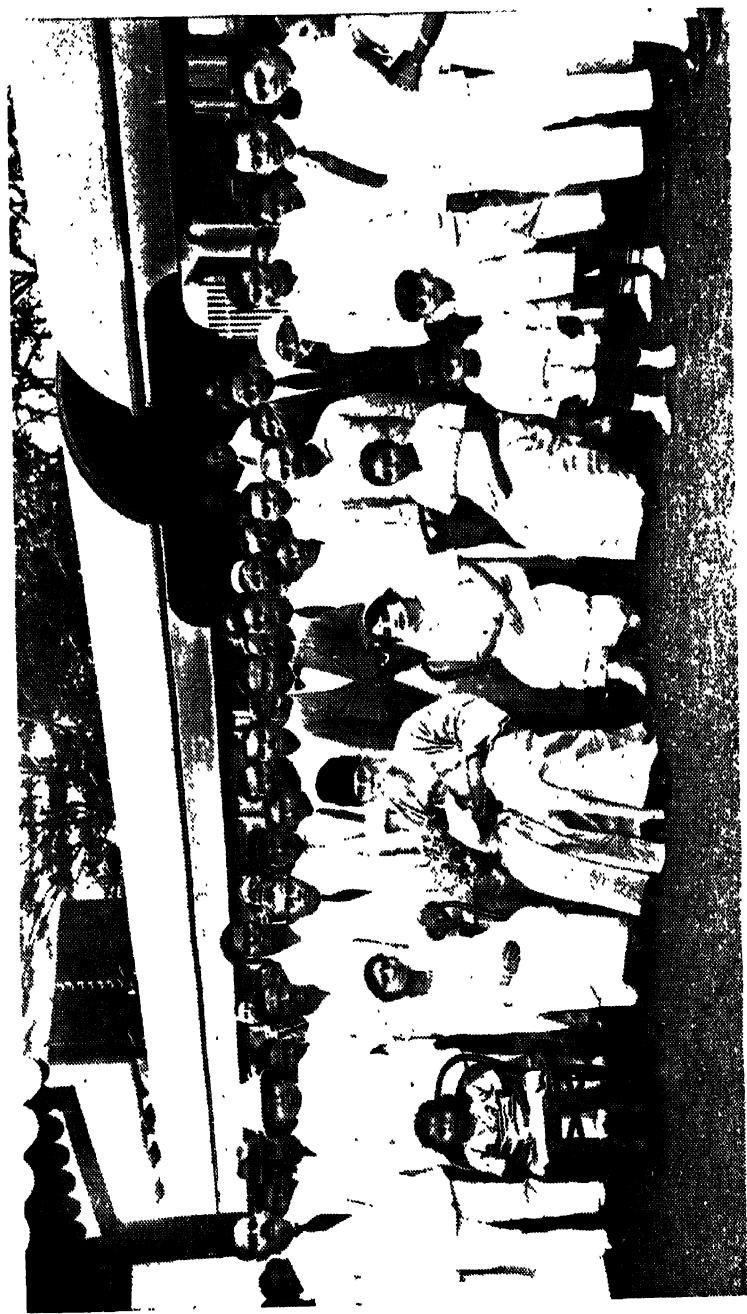
৪। মালয়-দেশে—পেরেম্বান রেল-স্টেশনে ভাবতীয় জনসমাগম

৫। যবদ্বীপে সুরাবায়াতে রবীন্দ্রনাথ ও ষষ্ঠ মঙ্কুনগরো
দণ্ডায়মান—সুরেন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, বাকে, সুযান, সিঙ্গিং, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ

৬। যবদ্বীপ শুরকর্ত—মঙ্কুনগরোর গৃহে—মঙ্কুনগরোর স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, সপ্তম মঙ্কুনগরো
পিছনের সারিতে—শ্রীমতী বাকে, ডাক্তার বাকে, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, সুরেন্দ্রনাথ, [illegible], সুনীতিকুমার
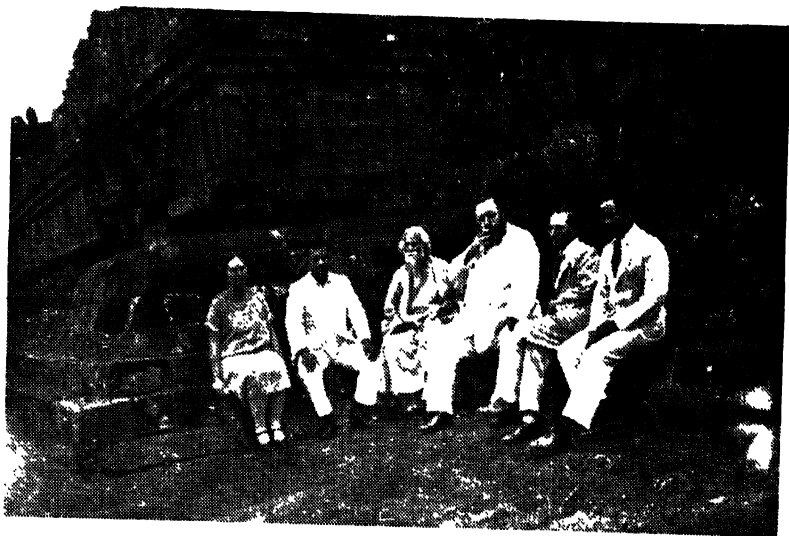
৭। যবদ্বীপে বোরোবুদুরের পাদপীঠে
শ্রীমতী বাকে, সুনীতিকুমার, রবীন্দ্রনাথ, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্‌, তাম্রচূড়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ

৮। যবদ্বীপে বোরোবুদুরে
রবীন্দ্রনাথ, তাম্রচূড়, ডাক্তার বস্‌, সুনীতিকুমার, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্‌

৯। যবদ্বীপে বোরোবুদুর চৈত্যে খোদিত চিত্র-ফলক—কাশীরাজ ভল্লতিয়
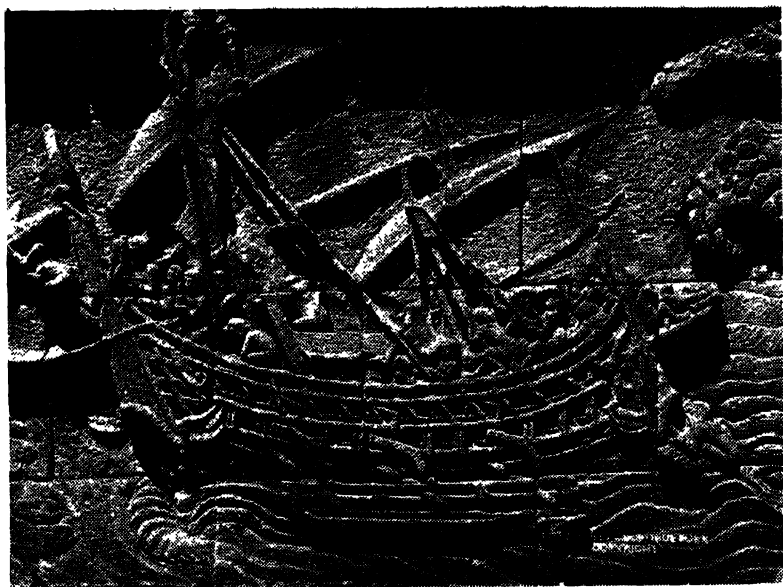
১০। প্রাচীন ভারতীয় সমুদ্রগামী জাহাজের খোদিত চিত্র (বোরোবুদুর—যবদ্বীপ)

১১। শিব (প্রাম্বানান্—যবদ্বীপ)
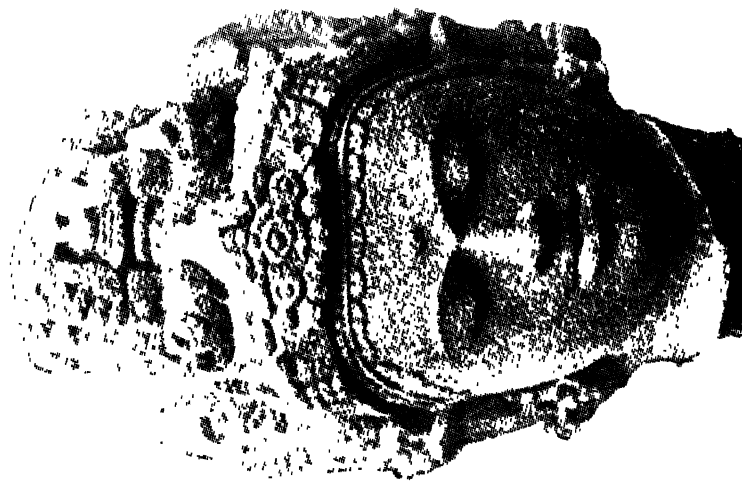
১২। মৈত্রেয (চান্দি প্রাওসান—যবদ্বীপ)

১৩। বুদ্ধমূর্তি—বোরোবুদুর (যবদ্বীপ)
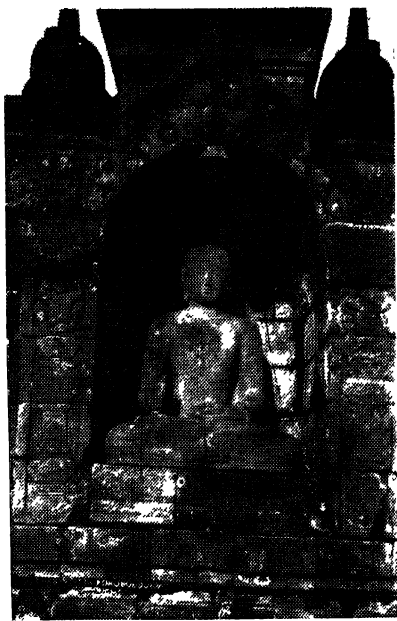
১৪। বোধিসত্ত্ব – চান্দি মেন্দুৎ (যবদ্বীপ)

১৫। 'সাদোক্' গাড়ি—দ্বীপময় ভারতের টাঙ্গা

১৬। বুদ্ধ (যবদ্বীপ—প্রাচীন ব্রঞ্জ মূর্ত্তি)

১৭। আসীন বুদ্ধ (চান্দি মেন্দুং—যবদ্বীপ)
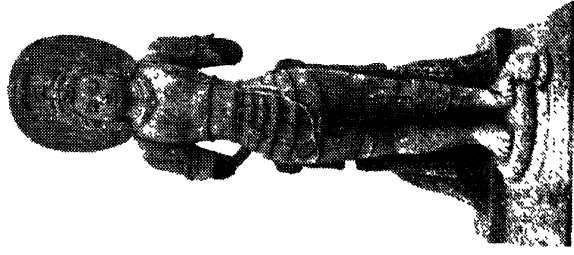
১৮। বিষ্ণু(প্রাম্বানান্—যবদ্বীপ)

১৯। বটর গুরু (ভট্টারক গুরু)
(ঋষি অগস্ত্য-রূপী শিব)

২০। মহিষমর্দিনী মূর্তি
(প্রাম্বানান্—যবদ্বীপ)
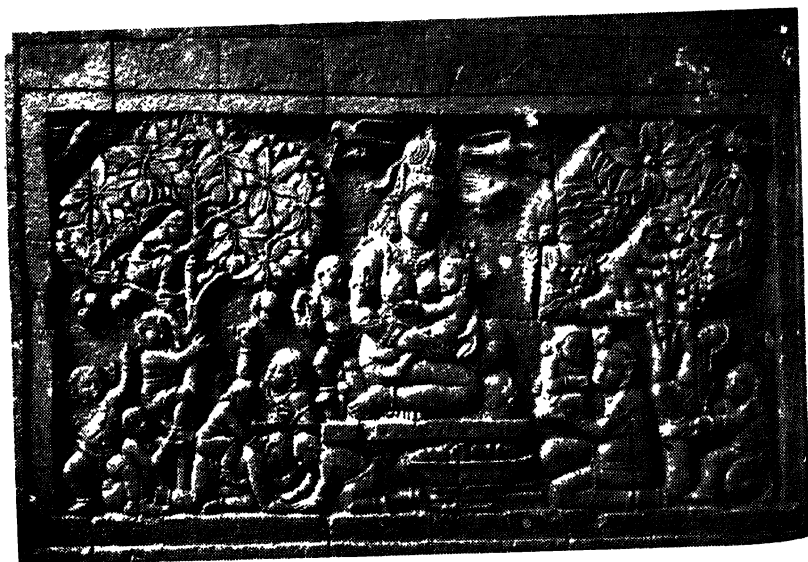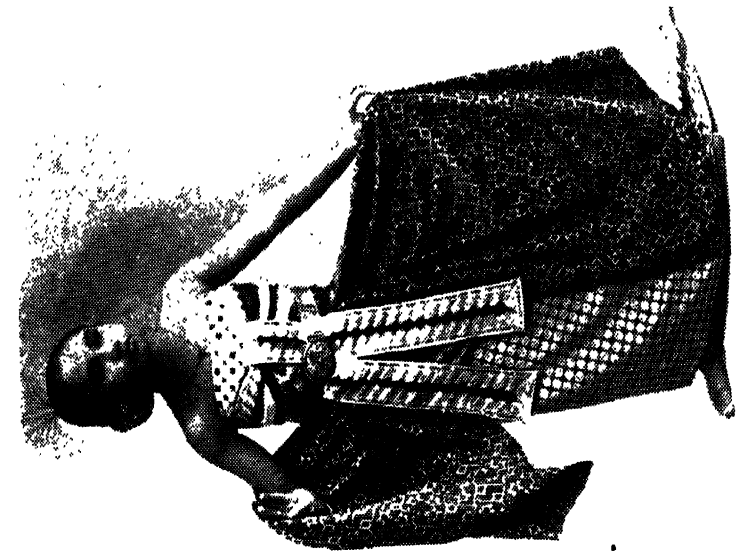
(হারীতী দেবী—মহাযান ধর্মের

Djokjakarta

২২। মালাই কন্যা

২৩। যবদ্বীপের মহিলা

২৪ দোকান—যবদ্বীপ

২৫। নর্তকী-বেশে যবদ্বীপীয় কন্যা

২৬। যবদ্বীপের কৃষক-বধূ

২৭। যবদ্বীপীয় তরুণী

২৮। যবদ্বীপেব মাতা ও শিশু

২৯। বাতিক্-বস্ত্র চিত্রণে নিযুক্ত যবদ্বীপের মেয়েরা

৩০। বর-বেশে যবদ্বীপের রাজকুমাব

৩১। 'সেবিম্‌পি' নাচের পোশাকে যবদ্বীপের রাজকুমারী
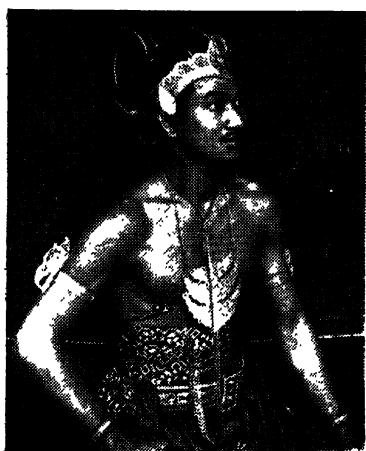
৩২। ঘটোৎকচ-নৃত্যে যবদ্বীপের রাজকুমার

৩৩। পূর্ব যবদ্বীপ—নর্তকী

৩৪। বলিদ্বীপের রঙ্-করা কাঠের মূর্তি
রাক্ষস, পদণ্ড (পুরোহিত), গরুড়-বাহন বিষ্ণু (পাদপীঠে রাক্ষসের মুখস), অর্জুন (বা রাম), রাক্ষস

৩৫। বালদ্বীপ—পদণ্ডের প্রস্তর-মূর্তি

৩৬। বালদ্বীপ—প্রাচীন ভাস্কর্য্য

৩৭। বলিদ্বীপের মেরু বা মন্দির (একাদশতল ও নবতল)

৩৮। মন্দির-তোরণ—বলিদ্বীপ

৩৯। পুঙ্গব সুখবতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা—বলিদ্বীপ

৪০। বলিদ্বীপীয় পদণ্ড (ব্রাহ্মণ পুরোহিত)
মাথায় পূজার অঙ্গ মুকুট, হাতে অঙ্গুলি-মুদ্রা

৪১। মন্দিরে পূজারত মেয়েরা—বলিদ্বীপ

·পাখ·

।প· ত্রা

৪৪। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় মৃতদের আত্মার প্রতীক

৪৬। শোভাযাত্রা-দর্শনার্থীদের বিশ্রাম—বাঙ্লি (বলিদ্বীপ)

৪৭। বাঞ্জু আতিস্-এর দাহস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণ (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

৫৮। মন্দিরে রাজা ও রাজপত্নী—বলিদ্বীপ

৫৯। দেবার্চনার্থ মন্দিরে আগত বলিদ্বীপের রাজঘরের কন্যা

৫০ মন্দিরের পথে বলিদ্বীপের গৃহস্থ বধূ

৫১। সামন্ত রাজা—বলিদ্বীপ

৫২। রাজপত্নী—বলিদ্বীপ

৫০। ব্রাহ্মণ-পত্নী ও ব্রাহ্মণ-কন্যা—তালপত্রের পুঁথি পাঠে নিরত (বলিদ্বীপ

৫৪। বস্ত্রবয়ন-নিরত রাজঘরের মহিলা—বলিদ্বীপ

৫৫। রাজকুমারীর পালকি—বলিদ্বীপ

৫৭। গৃহস্থ-বাড়িতে ধান-ভানা—বলিদ্বীপ

৫৮। 'তোপেঙ' বা মুখস-পরা অভিনেতাব দল—বলিদ্বীপ

৫৯। পানেব চুপড়ি হাতে বলিদ্বীপের কন্যা

৬০। নর্তক ও নর্তকী—বলিদ্বীপ
(কর্ণাটকের চিত্রকর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ হেব্বর-অঙ্কিত)

৬১। পাহাড়ী নদীতে স্নানের দৃশ্য—বলিদ্বীপ (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ হেব্বর-অঙ্কিত)

৬২। বাঙ্কক্—ৱাট্ ফ্রা-কেও (মরকত-বুদ্ধ মন্দির)

৮৩ । উমা   প্রাচীন ব্রঞ্জমূর্তি—শ্যামদেশ   ৮৪ । শিব